শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

১২শ বর্ষ | বৈশাখ ১৩৬৭ | ৩য় সংখ্যা



দ্বিজবাণীনাথ-সেবিত শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয়:—শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া, (হুগলী)

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

দ্বাদশ বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

[শ্রীগৌরাব্দ ৪৭৪ বিষ্ণু হইতে ৪৭৪ গোবিন্দ,
বঙ্গাব্দ ১৩৬৬ ফাল্গুন হইতে ১৩৬৭ মাঘ,
খৃষ্টাব্দ ১৯৬০ মার্চ্চ হইতে ১৯৬১ ফেব্রুয়ারী]

প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

সম্পাদক
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

প্রকাশক
শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী
(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ)

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া (হুগলী)

বার্ষিক ভিক্ষা—৪.০০ টাকা মাত্র

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির

প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক

পরমহংস-স্বামী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

প্রচার-সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পরমার্থী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত মুনি মহারাজ
পণ্ডিত শ্রীযুত মোহিনীমোহন ভক্তিশাস্ত্রী, রাগভূষণ
পণ্ডিত শ্রীযুত রাসবিহারী দাসাধিকারী, ভক্তিশাস্ত্রী
পণ্ডিত শ্রীযুত রসরাজ ব্রজবাসী, ন্যায়কোবিদ
পণ্ডিত শ্রীযুত ভগবানদাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিরঞ্জন
পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদন বিদ্যানিধি, বি. এ.
পণ্ডিত শ্রীযুত রমাপতি দাসাধিকারী, ভক্তসুহৃদ

—ঃ(*)ঃ—

কার্য্যাধ্যক্ষ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী-কর্ত্তৃক শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেসে মুদ্রিত

দ্বাদশ বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
১। অক্রোধ (কথিকা) [কবিতা]	৯।৩৫৭
২। অন্নকূট-মহোৎসব—শ্রী [মথুরা, চুঁচুড়া ও গোলোকগঞ্জ মঠে]	১১।৪৩৯
৩। অপরাধ-ভঞ্জনপাঠ কুলিয়া কোথায় ? [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৬।২০৭
৪। অপরাধ-ভঞ্জনপাঠ কুলিয়া—যাহাকে সম্প্রতি নবদ্বীপ বলেন তাহাই [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৭।২৪৯
৫। অভিরাম ঠাকুর—শ্রী	১২।৪৬১
৬। আচার্য্যদেবের বক্তৃতা—শ্রীল [শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-বাসরে]	২।৬৯
৭। আমার কথা [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৭।২৪৬
৮। উদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ দর্শনে—শ্রী [কবিতা]	১১।৪৩১
৯। উপদেশাবলী [শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী ঠাকুরের]	২।৬৬
১০। উপনিষদ্-বাণী [ছান্দোগ্য ৬] ১।১৬, [ছান্দোগ্য ৭] ২।৬১, [ছান্দোগ্য ৮] ৩।৯১, [ছান্দোগ্য ৯]	৪।১৩৪
১১। উপনিষদ্-বাণী [বৃহদারণ্যক ১] ৫।১৭৯, [বৃহদারণ্যক ২] ৭।২৫৫, [বৃহদারণ্যক ৩] ৯।৩৩৯, [বৃহদারণ্যক ৪] ১০।৩৭৭, [বৃহদারণ্যক ৫] ১১।৪১৫, [বৃহদারণ্যক ৬]	১২।৪৫৮
১২। এদিক ও ওদিক [কবিতা]	১২।৪৫২
১৩। কবি রামপ্রসাদ [সমালোচনা—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৮।২৮৮
১৪। কলিকাতায় কীর্ত্তন [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৯।৩৩৫
১৫। কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার	১০।৩৮৩, ১১।৪১৮, ১২।৪৫৩
১৬। কলিকালে মহামন্ত্রই কীর্ত্তনীয়	৭।২৬২, ৮।৩০৯, ১১।৪৩৩
১৭। কলিযুগ সর্ব্বযুগ-সার [কবিতা]	১১।৪১৪
১৮। কৃপাশীর্ব্বাদ [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	১।৩
১৯। কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণ—শ্রী	৩।১০৪
২০। কৃষ্ণ-বলরাম-স্তোত্রাষ্টকম্—শ্রীশ্রী [সানুবাদং শ্রীবলিরাজ-কৃতম্]	৮।২৮১
২১। কৃষ্ণ-বলরাম-স্তোত্রাষ্টাদশকম্—শ্রীশ্রী [সানুবাদং শ্রীবসুদেব-কৃতম্]	৭।২৪১
২২। কৃষ্ণভক্তিই শোক-কাম-জাড্যাপহা [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৫।১৬৩
২৩। কৃষ্ণ-স্তবাষ্টকম্—শ্রীশ্রী [সানুবাদং কারারুদ্ধ-নৃপতিগণ-কৃতম্]	৫।১৬১
২৪। কৃষ্ণ-স্তবাষ্টকম্—শ্রীশ্রী [সানুবাদং শ্রীনারদ-কৃতম্]	৪।১২১
২৫। কৃষ্ণ-স্তোত্র-ত্রয়োদশকম্—শ্রীশ্রী [সানুবাদং রুক্মিণীদেবী-কৃতম্]	২।৪১
২৬। কৃষ্ণস্তোত্র-দ্বাদশকম্—শ্রীশ্রী [সানুবাদং শ্রীরুদ্র-কৃতম্]	৩।৮১

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
২৭। কৃষ্ণ-স্তোত্রম্—শ্রীশ্রী [সানুবাদং শ্রীপৃথ্বীদেবী-কৃতম্]	১।১
২৮। কৃষ্ণ-স্তোত্রম্—শ্রীশ্রী [সানুবাদং মুনিগণ-কৃতম্]	৬।২০১
২৯। কৃষ্ণে মতিরস্তু [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৬।২০৪
৩০। গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধন	৪।১৩৯
৩১। গুরু-কৃপা-প্রার্থনা—শ্রী [কবিতা]	৮।২৮৯
৩২। গুরু-পাদপদ্ম—শ্রী [কবিতা]	১২।৪৫২
৩৩। গুরু-পাদাশ্রয়	৩।১১৩
৩৪। গুরুভক্তি—শ্রী [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	১০।৩৭১
৩৫। গোকর্ণ ও ধুন্ধুকারীর উপাখ্যান [শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য]	৮।২৯৭
৩৬। গোদ্রুম-দ্বীপ—শ্রী [কবিতা]	৩।১০৮
৩৭। গোলোক-ধাম—শ্রী	১।২৫
৩৮। গৌর-দর্শন-মহিমা—শ্রী [কবিতা]	৪।১৫৩
৩৯। গৌরাঙ্গদেব ও শ্রীজগন্নাথদেব—শ্রী	৫।১৮৪
৪০। গৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী—শ্রী	৬।২৩৯
৪১। ছেষট্টি দিনে বাষট্টি বক্তৃতা [মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণার বিভিন্ন স্থানে]	৫।১৯৪
৪২। জন্মাষ্টমী [সমিতির বিভিন্ন শাখামঠসমূহে ব্রতোৎসব]	৭।২৭৯
৪৩। জীবের স্বরূপ-ধর্ম্ম	৯।৩৪৬
৪৪। ঝুলন-যাত্রা [চুঁচুড়া, মথুরা, গোলোকগঞ্জ মঠাদিতে]	৭।২৭৮
৪৫। ঠাকুর ও আমি [কবিতা]	১২।৪৫৩
৪৬। তুলসীদেবী—শ্রীশ্রী	১১।৪২৩
৪৭। দর্শন-শাস্ত্র [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৩।৮৮
৪৮। দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম [চাতুর্ব্বর্ণ্য বা বর্ণধর্ম্ম (১)] ১।৩৫, ২।১১৭, [চাতুর্ব্বর্ণ্য বা বর্ণধর্ম্ম (২)]	৭।২৬৫
৪৯। দ্বাদশ-বর্ষ	১।৩৭
৫০। দ্বাদশ-বর্ষান্তে	১২।৪৬৫
৫১। নবদ্বীপধাম-পরিক্রমায় আহ্বান—শ্রী [পরিক্রমা-জন্মোৎসব-পঞ্জীসহ নিমন্ত্রণ-পত্র]	১২।৪৭৩
৫২। নবদ্বীপ পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব—শ্রী [বিবরণ]	২।৭৮
৫৩। নামাশ্রয়ের ফল [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	১২।৪৫০
৫৪। নারায়ণ মহারাজের সভাপতিত্ব—শ্রীমন্ [মথুরায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক-সঙ্ঘের সভায়]	৬।২৩৯
৫৫। নারায়ণ-স্তব-দ্বাদশকম্ (১)—শ্রীশ্রী [সানুবাদং শ্রীশ্রুতিগণ-কৃতম্]	৯।৩২১
৫৬। নারায়ণ-স্তবাষ্টকম্ (২)—শ্রীশ্রী [সানুবাদং শ্রীশ্রুতিগণ-কৃতম্]	১০।৩৬১
৫৭। নারায়ণ-স্তবাষ্টকম্ (৩)—শ্রীশ্রী [সানুবাদং শ্রীশ্রুতিগণ-কৃতম্]	১১।৪০১

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
৫৮। নিত্যানন্দ-বন্দনাষ্টক—শ্রীশ্রী [কবিতা]	১২।৪৬৯
৫৯। নিম্বাদিত্যাচার্য্য—শ্রী [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৫।১৭১
৬০। নৃসিংহ-চতুর্দ্দশী-ব্রত—শ্রী	৩।৯৮
৬১। পরম-পুরুষার্থ [শ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা]	৩।১০২
৬২। প্রকৃত মহাজন কে ? [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৪।১২৪
৬৩। প্রচার—মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে শ্রীল আচার্য্যদেবের	১২।৪৭১
৬৪। প্রচার—সুন্দরবনাঞ্চলে	১২।৪৭২
৬৫। প্রদর্শকের অভিভাষণ [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	১০।৩৬৫, ১১।৪০৫, ১২।৪৪৪
৬৬। প্রভুপাদের চতুর্ব্বিংশ-বার্ষিক বিরহোৎসব—শ্রীল [বিবরণ]	১১।৪৩৯
৬৭। প্রভুপাদের বিরহ-বাসরে [কবিতা]	১০।৩৮৮
৬৮। প্রভু-ভৃত্য-সম্পর্ক উপলব্ধি—মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথিতে [কবিতা]	১।১৪
৬৯। প্রাকৃত-সহজিয়া-মত নিরাস (দৃষ্টি-বৈকল্য) [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৮।২৮৩
৭০। প্রার্থনা [কবিতা]	৬।২১২
৭১। বন্দনা-চতুর্দ্দশক [শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামীর শুভাবির্ভাব তিথিতে]	১।২৩
৭২। বলদেব—শ্রী [জামসেদপুর দুর্গাবাড়ীতে শ্রীল শ্রৌতী মহারাজের বক্তৃতা]	৬।২২৪
৭৩। বিগ্রহ-তত্ত্ব ও পূজা—শ্রী [শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রদত্ত হিন্দী বক্তৃতা হইতে অনূদিত]	১০।৩৯০
৭৪। বিভিন্ন সমস্যার সমাধান [শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতা অবলম্বনে]	৬।২৩০
৭৫। বিশেষ দ্রষ্টব্য [ভারত সরকারের ১৯৫৬ সালের সংবাদপত্রের রেজেষ্টারী-সংক্রান্ত আইনমতে প্রকাশিত]	১।৪০
৭৬। বিষ্ণুস্তোত্র-পঞ্চদশকম্—শ্রীশ্রী [সাম্বুবাদং শ্রীনারদঋষি-কৃতম্]	১২।৪৪১
৭৭। বুদ্ধগয়া [সমালোচনা—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৮।২৮৭
৭৮। বৈকুণ্ঠ ও গুণজাত জগৎ [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৩।৮৫
৭৯। বৈরাগ্য [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	১।৭, ২।৪৯
৮০। বৈশিষ্ট্যাষ্টক [শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের ৮৬তম আবির্ভাব-তিথিতে—কবিতা]	১।২৯, ২।৫৮
৮১। ব্যাসপূজা—শ্রী	১।৩৩
৮২। ব্যাসপূজায় আহ্বান—শ্রীশ্রী [নিমন্ত্রণ পত্র]	১১।৪৩২
৮৩। ব্রজ-পরিক্রমার বিবরণ—শ্রী	১১।৪৩৮
৮৪। ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা [কবিতা]	১০।৩৭৫
৮৫। ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার বিরাট্ আয়োজন ও আহ্বান—শ্রীশ্রী [নিয়মাবলীসহ নিমন্ত্রণ পত্র]	৬।২৪০, ৭।২৮০
৮৬। ভক্তিই শ্রেয়ঃপথ	১।১৮, ৪।১৫৪, ৬।২১৩

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
৮৭। ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি [শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের পিছলদায় শুভাগমনে]	৫।১৭৭
৮৮। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব মহোৎসব—শ্রীল [চুঁচুড়া মঠে]	৬।২৩৬, [মথুরা মঠে] ৬।২৩৮
৮৯। ভৃগু-পদচিহ্ন [কবিতা]	৯।৩৩৮
৯০। ভোগবাদ ও ভক্তি [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	২।৪৬
৯১। ভৌম-শ্রীবৃন্দাবনধাম	৩।১০৯
৯২। ভ্রম-সংশোধন	১১।৪৪০
৯৩। মাধুকর ভৈক্ষ্য [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৯।৩২৭
৯৪। মানুষ কাহাকে বলে ? [শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতা অবলম্বনে]	৭।২৭৫
৯৫। মায়ার বিক্রম [কবিতা]	২।৬৮
৯৬। যমুনা—শ্রী	৬।২২০
৯৭। যশোদা-নন্দনাষ্টক—শ্রী [কবিতা]	৮।৩০৭
৯৮। রঘুনাথদাস-বন্দনা—শ্রী [কবিতা]	৩।৮৯
৯৯। রথযাত্রা [কবিতা]	৬।২৩৬
১০০। রথযাত্রায় আহ্বান—শ্রীশ্রী [উৎসব-তালিকাসহ নিমন্ত্রণ পত্র]	৪।১৫৯
১০১। রথযাত্রা—শ্রীশ্রী [শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে]	৬।২৩৬
১০২। রাধাষ্টমী-ব্রতে বেদান্ত-স্যমন্তক পারায়ণ—শ্রীশ্রী [নবদ্বীপ মঠে]	৭।২৭৯, ৮।৩১৪
১০৩। রামানুজ-স্বামীর উপদেশ—শ্রী [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৪।১২৮
১০৪। লঘু-ভাগবতামৃত—শ্রী [গ্রন্থ-সমালোচনা—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	১১।৪১১
১০৫। শচীনন্দনাষ্টক—শ্রী [কবিতা]	৪।১৩৩
১০৬। শারদীয়া পূজা	৮।২৯০
১০৭। শ্রদ্ধাঞ্জলি—শ্রীশ্রীগুরু-মহারাজজী স্মরণে [কবিতা]	৭।২৫৪
১০৮। শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য [গোকর্ণ ও ধুন্ধুকারীর উপাখ্যান]	৮।২৯৭
১০৯। শ্রীমদ্ভাগবত-সপ্তাহ-শ্রবণ-মহিমা ও পারায়ণ-বিধি	৯।৩৭৮
১১০। সঙ্গ	৮।৩১৪, ৯।৩৫৭
১১১। সত্যং পরং ধীমহি	৩।৯৪
১১২। সনাতন ধর্ম্ম [শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতাবলম্বনে]	৪।১৪৬
১২৩। সৌরপুরাণের (?) মধু আচার্য্য [সমালোচনা]	৭।২৭৫
১১৪। স্নানযাত্রা-মহোৎসব [শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে]	৭।২৭৭
১১৫। হিন্দু [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৩।৮৭

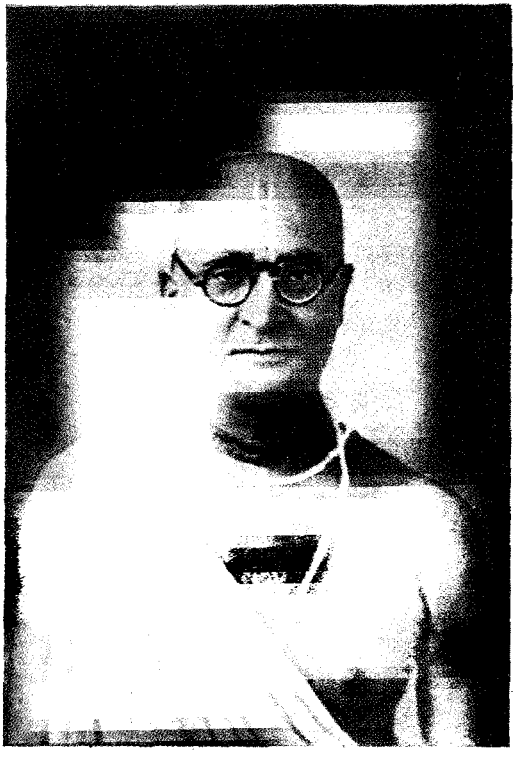

জগদ্-গুরু পরমহংসকুল-চূড়ামণি ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্-ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর



১২শ বর্ষ | সঙ্কর্ষণ, ১ বিষ্ণু, ৪৭৪ গৌরাব্দ
সোমবার, ৩০ ফাল্গুন, ১৩৬৬ ; ইং ১৪।৩।৬০ | ১ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীপৃথ্বীদেবী-কৃতং "শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্রম্"

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একোনষষ্টিতমেঽধ্যায়ে—২৪-৩১)

অস্তৌষীদথ বিশ্বেশং দেবী দেববরার্চ্চিতম্।
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতা রাজন্ ভক্তিপ্রবণয়া ধিয়া॥ ২৪॥

হে পরীক্ষিৎ-মহারাজ! (শ্রীকৃষ্ণ-হস্তস্থিত সুদর্শন-চক্রের দ্বারা নরকাসুর হত হইলে পর) ধরিত্রীদেবী ভক্তিবশীভূত বুদ্ধি-সহকারে প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া ব্রহ্মাদি দেবগণেরও অর্চ্চিত, বিশ্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিলেন॥ ২৪॥

ভূমিরুবাচ—
নমস্তে দেবদেবেশ শঙ্খচক্র-গদাধর
ভক্তেচ্ছোপাত্তরূপায় পরমাত্মন্ নমোঽস্তু তে॥২৫॥

পৃথিবী বলিলেন,—হে দেবদেবেশ, শঙ্খ-চক্র-গদাধর, পরমাত্মন্,

হে দেব, আপনি ভক্তগণের ইচ্ছানুসারে স্বীয়রূপ প্রকটিত করিয়া থাকেন, আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি ॥ ২৫ ॥

নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে।
নমঃ পঙ্কজনেত্রায় নমস্তে পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে ॥ ২৬ ॥

আপনি পদ্মনাভ, সৎকীর্ত্তিরূপ পঙ্কজ-মাল্যভূষিত, পঙ্কজতুল্য সুপ্রসন্ন ও সন্তাপ-বিনাশক নেত্রদ্বয়বিশিষ্ট এবং পঙ্কজতুল্য সুখসেব্য চরণযুগল-সমন্বিত। আমি তাদৃশ আপনাকে প্রণাম করিতেছি ॥ ২৬ ॥

নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় বিষ্ণবে।
পুরুষায়াদিবীজায় পূর্ণবোধায় তে নমঃ ॥ ২৭ ॥

হে ভগবন্, হে বাসুদেব, হে বিষ্ণো, হে পুরুষ, হে আদিবীজ, হে পূর্ণবোধ, আমি আপনাকে প্রণাম করি ॥ ২৭ ॥

অজায় জনয়িত্রেঽস্য ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে।
পরাবরাত্মন্ ভূতাত্মন্ পরমাত্মন্ নমোঽস্তু তে ॥ ২৮ ॥

হে উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট জীবগণের পরমাত্মন্, হে ভূতাত্মন্, আপনি অজ হইয়াও জগতের জনক, আপনি অনন্তশক্তি ব্রহ্ম, আপনাকে নমস্কার ॥ ২৮ ॥

ত্বং বৈ সিসৃক্ষুরজ উৎকটং প্রভো
তমো নিরোধায় বিভর্ষ্যসংবৃতঃ।
স্থানায় সত্ত্বং জগতো জগৎপতে
কালঃ প্রধানং পুরুষো ভবান্ পরঃ ॥ ২৯ ॥

হে প্রভো, আপনি জগৎ সৃষ্টির ইচ্ছায় উৎকট অর্থাৎ কার্য্যোন্মুখ রজোগুণের সৃষ্টি করেন, জগতের নাশের জন্য তমোগুণ এবং জগতের স্থিতির নিমিত্ত সত্ত্বগুণ ধারণ করিয়াও স্বয়ং তদ্দ্বারা আবৃত না হইয়াই অবস্থান করেন। আপনিই কাল, প্রকৃতি এবং পুরুষ ॥ ২৯ ॥

অহং পয়ো জ্যোতিরথানিলো নভো
মাত্রাণি দেবা মন ইন্দ্রিয়াণি।

কর্ত্তা মহানিত্যখিলং চরাচরং
ত্বয্যদ্বিতীয়ে ভগবন্নয়ং ভ্রমঃ ॥ ৩০ ॥

হে ভগবন্, আমি (পৃথিবী) জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ এই পঞ্চ মহাভূত, শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস, গন্ধ এই পঞ্চতন্মাত্র, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ-দেবগণ, মনঃ, ইন্দ্রিয়সমূহ, অহঙ্কার এবং মহত্তত্ত্ব এই সমুদয়ের সমষ্টিভূত নিখিল চরাচর অদ্বিতীয়-স্বরূপ আপনাতেই অবস্থিত রহিয়াছে, এই সমস্ত পদার্থে স্বতন্ত্র বস্তুত্ব-প্রতীতি ভ্রমাত্মক ॥ ৩০ ॥

তস্যাত্মজোঽয়ং তব পাদপঙ্কজং
ভীতঃ প্রপন্নার্ত্তিহরোপসাদিতঃ।
তৎ পালয়ৈনং কুরু হস্তপঙ্কজং
শিরস্যমুষ্যাধিল-কল্মষাপহম্ ॥ ৩১ ॥

হে শরণাগত-দুঃখ-বিনাশন্, নরকাসুরের পুত্র ভীত হওয়ায় আমি তাহাকে আপনার পাদপদ্ম-সমীপে উপস্থিত করিয়াছি। অতএব ইহাকে রক্ষা করুন্ এবং ইহার মস্তকে সর্ব্বপাপ-বিনাশন ভবদীয় করকমল অর্পণ করুন্ ॥ ৩১ ॥

কৃপাশীর্ব্বাদ

কালের প্রবাহে আমরা ইহজগতে সদসৎ নানা প্রকার বৈচিত্র্য লক্ষ্য করি। অচিজ্জগতে কালের নিত্যানিত্য মূর্ত্তি-দ্বয়ের অনিত্যা মূর্ত্তিটি ভগবদ্বিমুখ-জনগণের নিকটই ন্যূনাধিক বিক্রম প্রকাশ করিয়া থাকে। নিত্য জগতের বৈচিত্র্য যেখানে স্তব্ধ হইয়া অদৃষ্ট-শব্দবাচ্য হয়, সেখানে দ্রষ্টার নিত্যা বৃত্তি ভক্তি স্বীয় আকার পরিবর্ত্তন করিয়া ভোগরাজ্যে তাহাকে আবদ্ধ করে। ভোগ-প্রবৃত্তি দুইটি বিভাগে পরিদৃষ্ট হয়,—জাগতিক অহঙ্কার ও ত্রিগুণ-রাজ্যে নিজ-বিরূপ-প্রতীতি। ভোগ-রাজ্যে অবস্থানকালে নিজ-স্বরূপ-প্রতীতিকে কেবলমাত্র ভোগমুক্ত-প্রতীতি বলিয়া স্থাপনের চেষ্টা হয়। অন্যাভিলাষ ও জাগতিক-অহঙ্কার-প্রণোদিত কর্ত্তৃত্বাভিমান আমাদের বদ্ধ ও মুক্ত অবস্থাদ্বয়ের বিচার আবাহন করে। প্রকৃতি বা স্বভাবের অতীত রাজ্যে ভোগ-নির্ম্মুক্তকুল যে পুনর্জাড্যভাব অবতারণা করেন, উহা জড়নির্ব্বিশেষ-পরতার মহিমা-মাত্র।

সাময়িক পত্ররূপে 'গৌড়ীয়' বিগত একাদশ সৌরবর্ষকাল যে-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাহা অন্যাভিলাষ নহে, জ্ঞান-কর্ম্মাদির দ্বারা আবৃত ভগবন্মায়ায় আবদ্ধ হইবার তাণ্ডব-নৃত্য নহে। প্রতিকূল-কৃষ্ণানুশীলনপর যে-সকল বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, বিভিন্ন বিচারযুক্তি জড়ের প্রভুত্ব-সূত্রে স্ব-স্ব সম্বন্ধ স্থাপন করিতে ব্যগ্র, 'শ্রীগৌড়ীয়' ঐ কালক্ষোভ্য বিচারের কোন কথারই অনুমোদন করেন নাই। আজ 'শ্রীগৌড়ীয়'-(পত্রিকা) দ্বাদশতম বর্ষে উপনীত হইয়াছেন। দ্বাদশাদিত্য-প্রকাশ সৌরবর্ষ-ধারায় চিদ্ভাসিত গগন যে আদিত্য-সমূহের দ্বারা নিত্য আলোকিত, সেই দ্বাদশাদিত্যের চিন্ময়ী কিরণমালা আমাদের অজ্ঞান-তমস্তিমির অপসারণ করুন।

বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রের অন্তিম সূত্রে আমরা জানিতে পারি যে, "শব্দ হইতেই অনাবৃত্তি"। শব্দ দ্বিবিধ—মায়িক ও বৈকুণ্ঠ। মায়িক-শব্দের অভুদ্যেয়ই জীবের ভগবৎসেবা-বৈমুখ্য-প্রবৃত্তি এবং বৈকুণ্ঠ-শব্দের নিরবকাশ-আবাহনে জড়-প্রকাশান্তর-নাশিনী বৃত্তি। পুনঃ পুনঃ বিষয়-ভোগের চর্ব্বিতচর্ব্বণ-চেষ্টা আমাদিগকে উৎক্রান্ত-দশায় চিদ্রাজ্যের অভিমুখে গমন করিতে বাধা দেয়। আজ একাদশ-বর্ষকাল-যাবৎ শ্রীগৌড়ীয়-(পত্রিকা) সেই বাধার উন্মোচনকল্পে মঠের বাহিরে, মঠের ভিতরে ও মঠের অন্তর্যামিত্বসূত্রে ভগবানের সেবার কথা বৈকণ্ঠ-শব্দ-সাহয্যে উচ্চকণ্ঠে গান করিতেছেন।

বেদান্তের প্রাথমিক সন্ধানমুখে যে জিজ্ঞাসার উদয় হয়, সেই জিজ্ঞাসার প্রতিপাদ্য বস্তুই বৈকুণ্ঠ-শব্দ। সেই বৈকুণ্ঠ-শব্দের ঘন ঘন আবৃত্তিই জগতের পুনরাবৃত্তি-রাহিত্যের একমাত্র কারণ। বৈকুণ্ঠ-শব্দ বাস্তব বৈকুণ্ঠ শব্দী হইতে পৃথক্ নহেন। মায়িক শব্দসমূহ—সাপেক্ষ-ধর্ম্মযুক্ত। যেখানে নিরপেক্ষতার অভাব, সেখানেই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদ—এই পাঁচপ্রকার রিপু পরম বিক্রমশালী হইয়া বদ্ধ জীবসমূহের উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকে। এই প্রভু-পঞ্চকের আনুগত্যসূত্রে যিনি ভগবৎ-সেবাপর না হন, তিনিই অসৎ ও মৎসর।

শ্রীগৌড়ীয়—সৎ ও নির্ম্মৎসরগণের পরম-ধর্ম্মের বক্তা। সেই পরম-ধর্ম্মের প্রাপ্য ভূমিকা চতুর্ব্বর্গ নহে, পরন্তু প্রকৃতির অতীত অপ্রাকৃত হরিপ্রেমা। হরি-প্রেমা প্রকৃতিজন-সাধ্য নহে, তাহা আত্মবিৎ নিত্য হরিজনগণেরই একমাত্র প্রাপ্য। এই পরম প্রাপ্যের উদ্দেশে কৃত অনুষ্ঠানই ভগবৎসেবা এবং স্ব-স্বরূপের উদ্বোধিনী ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তিই নিত্যসেবক-স্বরূপেরও নিত্যোদ্বোধিনী।

সেখানে-বৈকুণ্ঠ-শব্দ শব্দীর অদ্বয়জ্ঞান কীর্ত্তনমুখে সংগীত হন, সেখানে সেই

শব্দে আর কোন জড়ের কুণ্ঠতা প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। এই জন্যই গৌড়ীয়ানাথ অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরহরি প্রাকৃত অহঙ্কার-বিমূঢ়তা হইতে জীব-কুলের উদ্ধার-বিধানের জন্য সর্ব্বদা বৈকুণ্ঠনাম-গ্রহণের উপদেশ দিয়াছেন। প্রাকৃত অহঙ্কারের বশবর্ত্তী অহঙ্কার-প্রমত্ত মুমুক্ষু জীবগণের প্রকৃত বেদার্থ-বোধেও তিনি বাধা প্রদান করেন নাই।

শ্রীভগবদুক্তি হইতে জানা যায় যে, "অহং ব্রহ্মাস্মি"-শব্দ ও "তৃণাদপি সুনীচ"-ভাব একতাৎপর্য্যপর। যে বৃহত্ত্বের নিকট জড়বিক্রমসমূহ নিত্যকাল পরাভূত, তাহা এবং নিষ্কিঞ্চনের নিকট জড়বিক্রমাভাবের ক্ষীণধারার পরিহার, একই কথা। জড়বিষয়ভোগ সম্বর্দ্ধনপূর্ব্বক উহার পরিহার-ক্রমে যে নির্ব্বিশিষ্ট ব্রহ্ম-কল্পনা, জড়ের স্বল্পসম্পত্তির অধিকারের পরিত্যাগরূপা 'তৃণাদপি সুনীচ'-চেষ্টা তাদৃশ মোক্ষ অধিকতর সুষ্ঠুভাবে আনয়ন করিতে সমর্থ। বৈতানিক মহাকর্ম্ম-নিপুণতায় ভোগ-প্রবৃত্তির সম্যক্ আবাহন ঘটিলে এবং পরম কৃচ্ছ সাধনক্রমে ব্রহ্ম হইবার চেষ্টায় নির্ব্বিশেষবাদ গৃহীত হইলে অধঃপতিত হইবার যোগ্যতা হয়। সেই যোগ্যতার অর্থাৎ জাগতিক ভোগ-ত্যাগানুকূল স্বল্প-সম্পত্তির পরিহারেই প্রকৃত 'তৃণাদপি সুনীচতা'।

কায়িক, মানসিক ও বাচনিক জড়ভোগের ব্যাপারসমূহ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলেই তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতার স্বভাব লাভ করিতে পারা যায়। মায়িক শব্দরাজ্য হইতে আত্ম-শস্যকে স্বতন্ত্রীকরণের পর যে আবরণটি মায়িক শব্দমাত্র-রূপে অবশিষ্ট থাকে, তাহার পুনঃ পুনঃ পেষণে কোন ফল হয় না। দশাপরাধ-যুক্ত নামগ্রহণাভিনয়ে পারমার্থিক ফল-লাভের কোন সম্ভাবনা নাই বলিয়া কর্ম্ম-নিপুণগণ অপরাধযুক্ত শব্দগ্রহণমুখে ত্রিগুণ-চালিত হইয়া অহঙ্কার-দ্বারা বিমূঢ় হইয়া পড়েন। তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্যই আমরা তরুর ন্যায় সহগুণ-সম্পন্ন হইবার উপদেশ লাভ করিয়াছি। জাগতিক উন্নতিকে মনঃকল্পিত স্বপ্ন-কালের অবিকৃত বস্তুর ন্যায় অকিঞ্চিৎকরী জানিয়া পরসুখ-অসহন-ধর্ম্ম বা জীবের কর্ত্তৃত্বাভিমান হইতে নিবৃত্তিই ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের উপদেশ। শতসহস্র শাস্ত্রীয় উপদেশও জাগতিক বৈষম্য-দর্শন-জনিত অসহিষ্ণুতাধর্ম্ম বিদূরিত করিবার কথা আমরা পাইয়া থাকি।

শ্রীগৌরসুন্দরের কথিত তরুসম সহিষ্ণুতার উপদেশ পালন করিলে মৎসর-কুলের ত্রিগুণ-তাড়িত অহঙ্কার বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে না। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপা-দ্বারাই জীবের অজ্ঞানতমঃ বিনষ্ট হয়। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের

কৃপালোকের অভাবে ষড়্‌গুণদ্বৈবিধ্যক্রমে যে ষড়্‌বেগ ও ষড়্‌দোষরূপ দ্বাদশ-অপরাধ উদিত হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা দিবাকর-নিশাকরের তীক্ষ্ণ ও সুশীতল রশ্মিপ্রাভ-রাহিত্যমাত্র। এইজন্যই বিবুধকুলের কেহ কেহ বিষ্ণুর প্রকাশ-বিশেষকে দ্বাদশাদিত্য-প্রকাশ বলিয়া থাকেন। শ্রীগৌরসুন্দরের দাস্য-ফলে জীবের ষড়্‌রিপুর দাস্যের ব্যক্তাব্যক্ত প্রকাশ, সমস্তই বিদূরিত হয়।

শ্রীগৌর-লীলায় শ্রীল গদাধর দাসের কথা যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীকবিকর্ণপূর-রচিত 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা' অনুসরণ করিতে সমর্থ। গৌড়-দেশে প্রচার-কার্য্যে শ্রীল প্রভু নিত্যানন্দ সঙ্গীদ্বয়ের অন্যতম-রূপে যাঁহাকে পাইয়াছিলেন, সেই শ্রীল গদাধরদাস প্রভু পণ্ডিত-গোস্বামী শ্রীল গদাধরেরই অঙ্গকান্তি। শ্রীগদাধরের লীলাবিলাস-তাৎপর্য্যে পারঙ্গত **পণ্ডিত শ্রীগদাধরের কথা যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, শ্রীগৌরসুন্দরের নীলাচল-লীলায় তদীয় মনোঽভীষ্ট-পালন-কার্য্যে পণ্ডিত শ্রীগদাধরের পাণ্ডিত্যের তুলনা নাই।** 'গদ'-শব্দে—কাম-রোগ এবং তৎপত্নী লৌহমুদ্গর-রূপা বিষয়াভিনিবেশময়ী কামনা। অপ্রাকৃত গদাধর-শব্দের অর্থ—অপ্রাকৃত কামদেব। **শ্রীকামদেবের সেবা-পাণ্ডিত্যকুশল পণ্ডিত গদাধর টোটায় শ্রীগোপীনাথের সেবা করিতেন।** আর যে প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগদাধরদাস-দ্বারা গোপীনাথের ভজনের কথা গৌড়-দেশে প্রচার করিয়াছেন, সেই প্রভু শ্রীনিত্যানন্দই জীবের অজ্ঞানতিমির সর্ব্বদা বিনাশ করিয়া থাকেন।

জড়নিরভিমান—কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশের প্রতিকূল। যাহারা জড়ের পরিমিতি-ধর্ম্মকেই অমিত করিবার বাসনায় স্বীয় অস্মিতার প্রবর্দ্ধনের কামনা করে, তাহারা মায়া-কর্ত্তৃক বিমূঢ়মতি হইয়া বৃহজ্জড় হইবার যে বাসনা পোষণ করে, উহা বৈকুণ্ঠাশ্রয়ের বিপরীত দিকে অবস্থিত বলিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবতগণ ঐ প্রকার বিচার গ্রহণ করেন না। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতগণ শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট হইতে জড়জগতে অমানী হইবার উপদেশ লাভ করিয়াছেন। আর জড়-ভোগোন্মত্ত আনুকরণিকগণ যে-প্রকার আত্মম্ভরিতা পোষণ করেন, তাহাতে আপনাদিগকে কৃত্রিমভাবে বিষ্ণুর সেবকাভিমানী বলিয়া বাহিরে প্রকাশ করায় মানদ-ধর্ম্ম-বর্জ্জিত হওয়ার ফলে তাহারা "ন প্রেমগন্ধোঽস্তি" শ্লোকের অর্থাপ্তিতে বিমুখ হইয়া পড়েন।

অপরাধ-বর্জ্জিত হইয়া নিরন্তর নাম গ্রহণ করিতে গেলে ব্রাহ্মী, খরৌষ্ঠি, সান্‌কি ও পুষ্করাসাদি প্রভৃতি লেখ-প্রণালীর যাবতীয় শব্দ কৃষ্ণদ্যোতক হইয়া

বিদ্বদ্রূঢ়িতে শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর আনুগত্য শিখাইয়া দেয়। জড়ভোগোন্মত্ত অচেতন বিষয়ীর শ্রীচৈতন্য-সেবাভাব-বশতঃ শ্রীগদাধরানুভূতি থাকে না এবং শ্রীনিত্যানন্দবিমুখ হওয়ায় শ্রীদাস-গদাধরের আনুগত্য তাহাদের হৃদয়ে কোন প্রভাব বিস্তার করে না; সুতরাং শ্রীগোপীনাথের বেণুধ্বনি তাহাদের কর্ণ-মধ্যে প্রবিষ্ট হয় না বলিয়া ভোগবাসনামূলেই তাহাদের জড়ের কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ জন্মে,—ইহাই শ্রীরূপশিক্ষার বিরুদ্ধ-পথ বা রূপানুগ-পথ-ত্যাগ-নামে কথিত।

বর্ত্তমান গৌড়ীয়ের দ্বাদশতম বর্ষবয়ঃক্রমকালে শ্রীরূপক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্য প্রকটিত হইলে শ্রীরূপ-শিক্ষা-প্রণালী সুদূর পাশ্চাত্যদেশে স্বীয় অধিকার বিস্তার করিবে। অভিধেয়-বিচারের কথা—ভক্তির কথা প্রচারিত হইলেই শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর তটদেশে নিত্যাবস্থিত ভক্তি-রস-রসিক জনগণ শ্রীচৈতন্যশিক্ষায় উৎসাহান্বিত হইবেন। তাই শ্রীজীব-রঘুনাথের আরাধ্য যে শ্রীরূপপাদ জগতে শ্রীচৈতন্য-দেবের মনোঽভীষ্ট দান ও স্থাপন করিয়াছেন, সেই শ্রীরূপের দানের গ্রাহক হইয়া শ্রীনাম-প্রেম-বিতরণই শ্রীগৌড়ীয়ের দ্বাদশ বার্ষিক কৃত্য হউক।

বৈরাগ্য

বৈরাগ্য কি ব্যাপার? ইহা কি বিশেষ যত্নের সহিত সাধিত হয়? ইহা কি ভক্তির একটী অঙ্গ বা চরম ফল? জ্ঞানের সহিত ইহার সম্বন্ধ কি? বৈরাগ্য কি একটী কর্ম্ম-বিশেষ? বৈরাগ্য হইলেই কি জীবের সম্পূর্ণ লাভ হইল? ইহা কি বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ?

জ্ঞানমার্গীয় লোকেরা বৈরাগ্যের বিশেষ সম্মান করেন। বৈরাগ্যকে জীবনের চরম ফল বলিয়া তাঁহারা জানেন। জ্ঞানের স্বভাব—বিবেক। তাঁহারা বলেন যে, জীবের যখন বিবেকের উদয় হয়, তখনই বিরাগ আসিয়া জীব-হৃদয়ে-প্রবেশ করে। সংসারে মোহিত হইয়া জীব বিষয়-বাসনায় আবদ্ধ। যখন সংসার-গতি বিচার করিয়া বিবেক দ্বারা স্থির করেন যে, সংসার-ধ্বংসই প্রয়োজন, যেহেতু তাহাতেই জীবের মুক্তি হয়, তখন বিরাগ আসিয়া জীবকে সংসার ছাড়াইয়া নির্ব্বাণমুক্তি প্রদান করে।

কর্ম্মমার্গীয় লোকেরা সংসার-ভোগের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। তাঁহারা জৈমিনী-ঋষির মত অনুসরণপূর্ব্বক বলেন যে, জীবের সংসার-বৈরাগ্যের কোন

প্রয়োজন নাই। অন্ধ, বধির, খঞ্জ প্রভৃতি অক্ষম ব্যক্তিগণ কেবল বিরাগের অধিকারী, যেহেতু তাহারা অকর্ম্মণ্য।

জ্ঞানমার্গীয় এবং ভক্তিমার্গীয় মানবগণ বিরাগকে এত সম্মান করেন যে, সংসার ও বৈরাগ্যের দুইটী পৃথক্ পৃথক্ স্থিতি স্থির করিয়া তদ্বিষয়ে বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। সুতরাং প্রত্যেক মার্গীয় প্রক্রিয়ার অনেকগুলি বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। দত্তাত্রেয়, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি জ্ঞানি-দলপতি-মহাত্মগণ শাস্ত্র-বাক্য অবলম্বনপূর্ব্বক বৈরাগ্যের সম্বন্ধে অনেক প্রকার ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেই সেই মতানুসারে দশনামী সন্ন্যাসিগণ এবং কাণফটা যোগিগণ ও গোরক্ষনাথী সন্ন্যাস-প্রায়-ব্যক্তিগণ নানা আকারে সংসারে ভ্রমণ করিতেছেন। দণ্ডী, মুণ্ডী প্রভৃতি নানাপ্রকার বেষধারিগণের সেই সকল দলে প্রভূত সম্মান। লিঙ্গই তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্মের চিহ্ন বলিয়া যত্নের সহিত অঙ্গীকৃত হয়। চিত্তের বিরাগ যে কি বস্তু, তাহা অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় না। লিঙ্গ দেখিয়াই সেই সেই মতস্থ সংসারী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের দর্শনে কৃতকৃতার্থ হইয়া দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক তাঁহাদের পরিচর্য্যা করেন।

ভক্তিমার্গেও বৈরাগ্যের অনেক সম্মান দেখা যায়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, শুদ্ধাদ্বৈতবাদী এবং দ্বৈতবাদী বৈষ্ণবগণের মধ্যে অনেকেই বৈরাগ্য-চিহ্ন-ভূষিত হইয়া বিচরণ করেন। জ্ঞান-মার্গীদের ন্যায় তাঁহাদেরও অবস্থায় মঠ, শিষ্য-সংগ্রহ ও বিধি-নিষেধের সজ্জা সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। মঠধারী হইয়া অনেকে অনেক সম্পদ্‌ও হস্তগত করিয়াছেন। তাঁহারা প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী—রাজাদিগের ন্যায় যান-বাহনাদিতে বিচরণ করেন, অনেক শিষ্যকে শিক্ষা দেন, অনেক মনুষ্যকে ভোজন-পানাদি দান করিয়া নিজ নিজ সম্মান বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। অনেক স্থলেই প্রকৃত বৈরাগ্য না থাকিলেও তাঁহারা বৈরাগীর সম্মানে মাননীয় এবং বহু জনের দণ্ডবৎ-প্রণতি প্রাপ্ত হন। সংসারের একটী চিহ্ন অর্থাৎ বিবাহিতা স্ত্রী তাঁহাদের না থাকিলেই তাঁহাদের ধর্ম্ম বজায় থাকে এবং তাঁহারা 'বৈরাগী'-পদবাচ্য হইয়া পূজিত হন। বিবাহিতা স্ত্রীর স্থলাভিষিক্ত কৌপীনটীই তাঁহাদের প্রধান ধর্ম্ম-চিহ্ন। বিষয়াসক্তি, মোকর্দ্দমা, পরের প্রতি আক্রোশ, ধন-সঞ্চয় প্রভৃতি দ্বারা তাঁহাদের বৈরাগ্য-ধর্ম্ম হইতে চ্যুতি হয় না। 'বর্ণত্যাগ'—এ কথা তাঁহারা জল্পনা করেন বটে, তথাপি তাঁহাদের মধ্যে অনেক স্থলে ব্রাহ্মণবর্ণের পূজা এবং 'আমি সন্ন্যাসী হইলেও ব্রাহ্মণ আছি'—একথাটা বলিয়া বর্ণ-গর্ব্ব ছাড়েন না।

আমাদের শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়-সম্প্রদায়েও সেইরূপ বৈরাগ্যের সম্মান আছে। প্রভু-সন্তান গোস্বামী আচার্য্যগণ গৃহস্থ, এইজন্য কথায় কথায় বৈরাগিগণ গোস্বামী প্রভুদিগকে 'গৃহস্থ' বলিয়া কিয়ৎ পরিমাণে নিম্নাধিকারী জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাহা গোস্বামী মহাশয়গণ অগত্যা সহ্য করেন। ইহাতে প্রকাশ পায় যে, 'বৈষ্ণব' বলিলে বৈরাগী বুঝাইবে এবং 'আচার্য্য' বলিলে গৃহস্থ প্রভু-সন্তান, সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ বুঝা যায়। যাহাই হউক, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্প্রদায়ে আজকাল গৃহস্থ বৈষ্ণব অপেক্ষা বৈরাগীর সম্মান অধিক। বৈরাগিগণ কৌপীন ধারণপূর্ব্বক বিশিষ্ট-বৈষ্ণব-সম্মানে মঠ বা আখ্‌ড়ায় বাস করেন। কতকগুলি নিষ্কিঞ্চন বৈরাগী অনিকেত হইয়া তীর্থে বা গ্রামে গ্রামে অভ্যাগতরূপে বিচরণ করেন। শ্রীমদ্‌গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর বিরচিত 'সৎক্রিয়াদীপিকা' নামক গ্রন্থে অনিকেত শুদ্ধ বৈরাগীর বৈরাগ্য-প্রথায় অধিকার-বিচারে কথিত হইয়াছে,—

বিজিতষড়্‌গুণো যস্তু দম্ভহিংসাদিবর্জ্জিতঃ।
মৈত্রকারুণ্যশীলশ্চ বিগতেচ্ছা জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুভক্ত্যাদিসাধকঃ।
তস্মৈ দেয়ং প্রযত্নেন যাচিতে সতি সাধুভিঃ॥
দম্ভায় ভক্তিহীনায় শঠায় পরহিংসকে।
ন দাতব্যং ন দাতব্যং দত্তে তু ধর্ম্মনাশনম্॥

যাঁহারা ভেক দিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রথমেই দেখিবেন যে, কৌপীনপ্রার্থী-ব্যক্তি নিজসম্প্রদায়ে শ্রীভগবন্মন্ত্রে লোভ করিয়া যথাবিধি ভক্তিসাধন করিয়াছেন। সেই সাধন-ফলে বিজিত ষড়্‌গুণ হইয়া দম্ভ-হিংসাদি বর্জ্জন করিয়াছেন—মৈত্রকারুণ্য স্বভাব, নিষ্কাম ও জিতেন্দ্রিয় হইয়াছেন। দাম্ভিক, শুদ্ধ-ভক্তিহীন ও শঠ কপটকে কখনই বৈরাগ্য-চিহ্ন প্রদান করিবেন না, করিলে দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের ধর্ম্ম নাশ হইবে। এইরূপ অধিকার বিচার না করিয়া বৈরাগ্য গ্রহণ করিলে বৈরাগ্য হয় না, কেবল শঠতা ও দম্ভ বৃদ্ধি হয়। সুতরাং বৈরাগ্যের অধিকারগত সম্মান ও সেবা পাইবার যোগ্য হন না। আমরা বারম্বার বলি যে, যেন আমাদের ঐরূপ অনধিকার-স্থলে বৈরাগ্য-গ্রহণ না হয়। পক্ষান্তরে গ্রহীতা দেখিবেন যে, বৈরাগ্যদাতা গুরু এই প্রকার অধিকার প্রাপ্ত হইয়া উপযুক্ত পাত্রের নিকট বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা দৃষ্টি না করিলে মঙ্গল হইবে না।

এ সম্বন্ধে শ্রীসনাতন গোস্বামী, দাসগোস্বামী প্রভৃতির চরিত্র-দৃষ্টে কার্য্য করা আবশ্যক। শ্রীস্বরূপ-দামোদর গোস্বামীর চরিত্রও বিবেচনা করা উচিত।

বৈরাগ্য-সম্বন্ধে আমরা যে-সকল শাস্ত্র দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি এবং মহাত্মা প্রাজ্ঞ পুরুষদিগের কৃপায় যাহা জানিয়াছি, সেইসকল বিচারপূর্ব্বক আমরা কিছু কিছু নিজের উপকারার্থে লিখিয়া রাখিব। অন্যকে শিক্ষা দিবার অধিকার বা প্রবৃত্তি আমাদের নাই। যদি কখনও কাহারও হাতে এই প্রবন্ধ পড়ে, তিনি পাঠ করিয়া তাঁহার অপ্রিয় কথা যাহা পান, তজ্জন্য আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। মূঢ় দীন ব্যক্তির কথায় ক্রুদ্ধ হওয়া মহজ্জনের উচিত নহে।

বৈরাগ্য কি? বিরাগ-ধর্ম্মকেই শাস্ত্র 'বৈরাগ্য' বলেন। মায়াবদ্ধ জীবের যে বিষয়ে আসক্তি, তাহাকেই 'রাগ' বলি। সেই আসক্তি-রাহিত্যকেই 'বিরাগ' বলা যায়। মায়ামুক্ত জীব—সহজে কৃষ্ণে রাগপ্রাপ্ত পুরুষ। কৃষ্ণে রাগ যত উদয় হইয়া প্রবল হইতে থাকে, ততই বিষয়াসক্তি খর্ব্ব হয়। সম্বন্ধজ্ঞান উদিত হইলে সহজেই বৈরাগ্যের উদয় হয়। বৈরাগ্য কখনই অভ্যাস দ্বারা লাভ করা যায় না। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় ২য় অঃ, ৫৯ শ্লোকে—

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥

তাৎপর্য্য এই যে, মায়ামুগ্ধ জীবের কৃষ্ণরাগ লুপ্ত হইয়া বিষয়-রাগ হইয়াছে। তাহা বিষয়-ত্যাগমাত্রেই যায় না, কেননা, মনে মনে বিষয়-তৃষ্ণা প্রবল থাকে এবং পুনঃ পতন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যখন অপ্রাকৃত কৃষ্ণরস-আস্বাদন হয়, তখন সহজেই বিষয়-রস-তৃষ্ণা তুচ্ছ হইয়া স্বাভাবিক বিষয়-বৈরাগ্য স্থির হয়।

বৈরাগ্য ভক্তির হেতু, অঙ্গ বা চরমফল নহে। বৈরাগ্য—জ্ঞানের ভ্রাতা, পদ্মপুরাণে (উত্তরখণ্ড-৬৩ অঃ) ভক্তিদেবী স্বয়ং ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ রূপক-ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন,—

অহং ভক্তিরিতি খ্যাতা ইমৌ মে তনয়ৌ মতৌ।
জ্ঞান-বৈরাগ্য-নামানৌ কালযোগেন জর্জ্জরৌ॥

পুনঃ নারদ কহিলেন—

অঙ্গীকৃতং ত্বয়া যদ্বৈ প্রসন্নোঽভূদ্ হরিস্তদা।
মুক্তিং দাসীং দদৌ তুভ্যং জ্ঞান-বৈরাগ্যকাবিমৌ॥

এই প্রমাণের দ্বারা আমরা জ্ঞাত হইতেছি যে, ভক্তিই—মূল তত্ত্ব। মুক্তি—কেবল ভক্তির পরিচারিকা। জ্ঞান ও বৈরাগ্য—ভক্তির দুইটী সন্তান। শ্রীমদ্‌ভাগবতেও (১।২।৭) এইরূপ সিদ্ধান্ত-বাক্য পাওয়া যায়—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥

ভগবানে যিনি শুদ্ধ ভক্তিযোগ করেন, তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্য জন্মে এবং অহৈতুক জ্ঞানের উদয় হয়। ফলানুসন্ধান-রহিত আত্মার যে স্বতঃসিদ্ধ বোধ, তাহাই জ্ঞান। এই জ্ঞানকে শ্রীমহাপ্রভু 'সম্বন্ধ-জ্ঞান' বলিয়া উক্তি করিয়াছেন। কৃষ্ণ, জীব ও ইতর জগৎ—ইহাঁদের মধ্যে যে প্রকৃত সম্বন্ধ, তাহা জানিতে পারিলেই সম্বন্ধ-জ্ঞান হয়। কৃষ্ণই একমাত্র সেব্যবস্তু, জীব তাঁহার নিত্য সেবক এবং ইতর-জগৎ অর্থাৎ প্রাকৃত জগৎ—বদ্ধ-জীবের কৃষ্ণের সহিত লীলার ভূমি। এই জগতে চিদণুস্বরূপ জীব কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া দণ্ড্যস্বরূপে বদ্ধ আছেন। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া জীবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য অনন্ত লীলা প্রকাশ করিতেছেন। এইসকল বিষয়ে যে শুদ্ধজ্ঞান, তাহাই সম্বন্ধ-জ্ঞান। সাধুসঙ্গে জীবের যে ভক্তির উদয় হয়, তদ্দ্বারা এই জ্ঞানটী জীব-চিত্তে ভক্তিবলে উদিত হইয়া থাকে। ভক্তির ক্রিয়া দ্বারা জীবের এই প্রাকৃত জগতের প্রতি যে তাচ্ছিল্য স্বাভাবিক হইয়া পড়ে, তাহাই বৈরাগ্য। ভক্তিজনিত জ্ঞানে মোক্ষাভিসন্ধি থাকে না। কিন্তু তদ্বিষয়ে স্পৃহা ভক্তির বিরোধী তত্ত্ব। ইহারই নাম—শুদ্ধ অদ্বয়জ্ঞান। ভক্তিই—শুদ্ধ জ্ঞান ও বৈরাগ্যের একমাত্র জননী। অতএব শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ, ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং, জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগযুক্তম্ ॥

আত্মা যখন শুদ্ধভক্তিযোগে পরমাত্মাকে স্ব-সত্তায় দেখিতে পান, তখন ঐ শুদ্ধভক্তির ক্রিয়ায় জ্ঞান-বৈরাগ্যের সাহচর্য্য পরিলক্ষিত হয়, যথা ভাগবতে (১।২।১২);—

তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া ॥

তাহার প্রক্রিয়া ভাগবতে (১।২।১৫-২১) বলিয়াছেন, যথা ;—

যদ্ধ্যুধ্যাসিনা যুক্তাঃ কর্ম্মগ্রন্থি-নিবন্ধনম্।
ছিন্দন্তি কোবিদাস্তস্য কো ন কুর্য্যাৎ কথারতিম্ ॥

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্ ॥

নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী ॥

তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি ॥

এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ।
ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে ॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে ॥

ভগবদ্বিষয়িনী দ্রবময়ী রতিই আত্মার সহজধর্ম্ম। বিষয়-রাগে মুগ্ধ জীবের সেই রতি অপ্রকাশ হইয়া থাকে। সাধুসঙ্গক্রমে সর্ব্বাত্মার আত্মা সর্ব্বশক্তিমান্, মায়ার অধীশ্বর, সর্ব্বেশ্বর, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে যখন ঐ রতি কিয়ৎ-পরিমাণে শ্রদ্ধাকারে উদিত হয়, তখন সাধু-চরিত্র অনুসরণ দ্বারা স্বীয় চরিত্র পবিত্র করিতে ইচ্ছা হয়। তাহারও ক্রম শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে, যথা ;—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥

হে অর্জ্জুন, এই সংসার-যাতনা-সমুদ্রে পতিত কোটী কোটি জীবের মধ্যে কেহ বা সাধুসঙ্গরূপ সুকৃতিবলে আমাকে ভজন করে। মূলে তাহারা কেহ আর্ত্ত হইয়া, কেহ জিজ্ঞাসু হইয়া, কেহ কেহ অর্থার্থী হইয়া, কেহ বা জ্ঞানী হইয়া সাধুসঙ্গাশ্রয়ে আমার তত্ত্ব অবগত হইয়া ঐ আর্ত্তি, জিজ্ঞাসা, অর্থ-কামনা ও জ্ঞানরূপ সংসার-কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধ ভজন করে। গজেন্দ্র, শৌনক, ধ্রুব ও শুক প্রভৃতি মহাত্মগণই ঐ বিষয়ের উদাহরণ। সংসার-ক্লেশক্লিষ্ট হইয়াই তাঁহারা আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী হন অর্থাৎ পীড়া, শত্রু ইত্যাদি দ্বারা আর্ত্ত, কিসে সংসার-কষ্ট হইতে উদ্ধার হইবে—এই অনু-সন্ধান হইতে জিজ্ঞাসু, কিসে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে,—এই ভাবনায় অর্থার্থী এবং কিসে সংসার-মুক্ত হইবে,—এই ভাবনায় দর্শনাদির আলোচনাক্রমে 'আমি ব্রহ্ম', বা 'ঈশ্বরাদি কেহ নাই, আমাদের মরণেই সকল লাভ'—এই প্রকার চিন্তা করিয়া জ্ঞানাভিমানী হইয়া পড়ে। জ্ঞানীদের মধ্যে যাহারা আমার তত্ত্ব ও সম্বন্ধ জানিয়া ভাল জ্ঞানী হয়, তাহারাই ঐ চারি শ্রেণীর মধ্যে আমার অধিক প্রিয় হয়। সুতরাং তাহারা সকলে সাধুকৃপায় ভজন-প্রক্রিয়া অবগত হইয়া শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক আমার ভজন করে। আবার ভাগবতে (১১।২০।২৭-২৮) বলিয়াছেন ;—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বর ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্ ॥

এই প্রকারে লোকে কৃষ্ণভজন আরম্ভ করিলেও তাঁহারা বিরল। অতএব শ্রীরূপ-শিক্ষায় মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥

গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে কোন ভাগ্যবান্ শ্রীকৃষ্ণে, কৃষ্ণ-নামে, কৃষ্ণ-গুণে ও কৃষ্ণ-কথায় শ্রদ্ধা লাভ করিলে তিনি ক্রমশঃ গুরূপদেশক্রমে কৃষ্ণকথার শ্রবণ, কীর্ত্তন, অনুধ্যাসন করিতে থাকেন, তাহাতে তিনি স্বীয় কর্ম্মগ্রন্থি যে অবিদ্যা, তাহা ছেদন করিতে সক্ষম হন। এই স্থলে একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, না রাখিলে সমস্ত বিফল হইবে; কৈতব বা কপটতা ও ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা একেবারে দূর না করিলে আত্মধর্ম্মের বিকাশ হইতে পারে না। সাধুসুহৃৎ, চিত্তননীচোর কৃষ্ণ স্বীয় কথার অকৈতব-আলোচনা দেখিবামাত্র ঐ চিত্তে প্রবেশপূর্ব্বক হৃদ্যন্তঃস্থ হইয়া সমস্ত অভদ্র ক্রমে ক্রমে ধ্বংস করেন। অভদ্রগুলি নিত্য ভাগবত-সেবার দ্বারা নষ্টপ্রায় হইলে কৃষ্ণে নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয় হয়। অভদ্রগুলির মধ্যে বিষয়াসক্তিই প্রধানরূপে পরিগণিত। কৃষ্ণেতর বিষয়ে যে আসক্তি থাকে, তাহা ক্রমশঃ ক্ষয় হয়, ইহাই ভক্তিজনিত বৈরাগ্য। বৈরাগ্য-জন্য পৃথক্ অভ্যাস করিতে হয় না। ভক্তিসম্বন্ধীয় একাদশ্যাদি-ব্রত-পালনে অসদভ্যাস স্বয়ং দূর হয় ও সদভ্যাস বলবান্ হয়। ভক্তি যত বৃদ্ধি হইবে, ততই বৈরাগ্য নিজে নিজে বৃদ্ধি ও সম্বন্ধজ্ঞানের বল বৃদ্ধি হইবে। সুতরাং রজস্তমোভাব ও কাম-লোভাদি দৌরাত্ম্য আর চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারিবে না। চিত্ত রজস্তম-কাম-লোভাদি দ্বারা যতই অনাবৃত থাকিবে, ততই সত্ত্বে স্থিতি লাভ করিয়া প্রসন্ন হইতে থাকিবে। এইরূপ প্রসন্নমনা হইলেই ভগবদ্ভক্তিযোগের প্রভাবে ভগবত্তত্ত্ব বিজ্ঞানরূপ ভাবভক্তি মুক্তসঙ্গ পুরুষের উদয় হয়। এই অবস্থায় জীবের বৈরাগ্য-চিহ্নাদি গ্রহণ করিবার অধিকার জন্মে। কেননা, তখন সংসারগ্রন্থি নিজে নিজেই ভিন্ন হয়। সমস্ত সংশয় দূর হয় এবং সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় হয়। যেহেতু, তখন সর্ব্বাত্মার আত্মা যে কৃষ্ণ, তাঁহাকে আত্ম-তত্ত্বে আবির্ভূত হইতে দেখা যায়।

বিকাশ-ক্রম যে-পর্য্যন্ত না অবলম্বিত হয়, সে-পর্য্যন্ত কিছুই হয় নাই বলিলেও হয়। ভেকমাত্র গ্রহণ করিয়াই 'আমাদের আত্মবিকাশ-ক্রম উদয় হইয়াছে,' এরূপ মনে করিলে আত্মবঞ্চনা ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না। আমাদের সাধকাবস্থায় এ বিষয়টী প্রতিদিন সতর্কতার সহিত বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। প্রতিদিন সতর্ক হইবার সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে একটী পদ্ধতি বলিয়াছেন। যথা;—

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিন্যত্রচৈষ ত্রিকঃ একঃ কালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্ ॥

আমাদের প্রতিদিন দেখা উচিত যে, আমাদের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি যে-পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে, সেই পরিমাণে আমাদের বৈরাগ্য ও সম্বন্ধ-জ্ঞান বৃদ্ধি হইতেছে কিনা। যদি না হয়, তবে জানিতে হইবে যে, আমাদের ভক্তি-চেষ্টায় কৈতব আছে। সেই কৈতবকে বহু যত্নে দূর করিতে হইবে। ইহারই নাম—ক্রমোর্দ্ধ গমন। (ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

মাঘী কৃষ্ণা-তৃতীয়া তিথিতে

প্রভু-ভৃত্য-সম্পর্ক উপলব্ধি

গুরুদেব ! আজি (তব) শুভ আবির্ভাব-দিনে।
আসিয়াছি পাদপদ্মে পুষ্প-অর্ঘ্য বিনে ॥
তোমার চরণে মোর আছে নিবেদন।
কৃপা করি শুন প্রভু করুণ বচন ॥
কোন শান্তি নাহি পাই ঘরে বা বাহিরে।
এ বড় উদ্বিগ্ন চিত্ত কহি যে তোমারে ॥
কোথা গেলে শান্তি পাব কহ প্রভু মোরে।
মায়ার বন্ধন হ'তে উদ্ধার' আমারে ॥
তুমি নিত্য প্রভু মোর আমি তব দাস।
নিজগুণে রাখ প্রভু শ্রীচরণ-পাশ ॥
তোমার আজ্ঞায় মুঞি করিব সেবন।
তোমা ছাড়ি' কোথা যেন নাহি যায় মন ॥
সর্ব্ব-ইন্দ্রিয়ের রাজা (মন) চতুর্দ্দিকে ধায়।
(জড়) বিষয়-ভোগেতে সদা মত্ত হ'য়ে রয় ॥
অনিত্য সংসার-মাঝে হাবুডুবু খাই।
মায়ার মোহেতে পড়ে শান্তি নাহি পাই ॥

মায়ার বন্ধন মোর ছাড়িবে সকল।
তব পদাশ্রয় সার করিব সম্বল॥
তব কৃপাবলে মোর হৃদয় শোধিব।
নিষ্কপট হয়ে কবে একান্তে ভজিব॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব সদা পতিত-পাবন।
কৃপা করি' লহ প্রভু অধম-তারণ॥
দীন হীন পতিত বলে ঘৃণা না করিবে।
তুমি বিনা এ পতিত কেমনে তরিবে??
পতিত-তারণ লাগি তব অবতার।
মো সম পতিত প্রভু না পাইবে আর॥
প্রসন্ন হইয়া দৃষ্টি (কর) অধমের প্রতি।
হরি-গুরু-বৈষ্ণবেতে থাকে যেন মতি॥
বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞানহীন মুঞি দুরাচার।
কেমনে তরিব প্রভু এ ভব সংসার॥
তব পাদপদ্মে মোর এইমাত্র ভিক্ষা।
কৃষ্ণভক্তি দাও প্রভু না কর উপেক্ষা॥
এইমাত্র আশা মম তোমার চরণে।
সুখে-দুঃখে পাদপদ্ম থাকে যেন মনে॥
মিনতি করি প্রভু চরণে তোমার।
কেশে ধরি এ অধমে করহ নিস্তার॥
শ্রীগুরু-চরণে মোর কোটী নমস্কার।
যাঁহার কৃপায় হয় ভক্তি-অধিকার॥
'মুকুন্দগোপালে' কয় শুন নিবেদন।
জন্মে জন্মে কীর্ত্তনেতে থাকে যেন মন॥

অবোধ গুরুদাস্যাভিলাষী—
—শ্রীমুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

উপনিষদ্-বাণী

(ছান্দোগ্য ৬)

এক সময় চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-মন-প্রাণাদি সকলে পরস্পর নিজ নিজ শ্রেষ্ঠতা-অভিমানে বিতর্ক করে। তন্মধ্যে 'কে শ্রেষ্ঠ' তাহা নিশ্চয় করিতে না পারিয়া সকলেই প্রজাপতির নিকট উক্ত বিষয়ের মীমাংসা প্রার্থনা করে। প্রজাপতি বলেন,—"যাহার উৎক্রমণে (নির্গত হইলে) সমস্ত শরীর পাপিষ্ঠের মত বোধ হইবে, সেই সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।" তখন বাক্-ইন্দ্রিয় কিছুদিনের জন্য সর্ব্বাগ্রে শরীর হইতে নির্গত হইল। এক বৎসর পরে ফিরিয়া অন্যান্য ইন্দ্রিয়কে জিজ্ঞাসা করিল,—তোমরা আমা ব্যতীত কিরূপে জীবিত ছিলে? তাহারা উত্তর করিল,—যেরূপ বোবা লোক বাক্য ব্যতীত জীবিত থাকে, তদ্রূপ ছিলাম। তখন বাক্ শরীর মধ্যে প্রবেশ করিল এবং চক্ষু বহির্গত হইল। বৎসরান্তে চক্ষু আসিয়া ঐ প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে অন্যান্য ইন্দ্রিয় উত্তর করিল,—যেমন অন্ধ ব্যক্তি জীবিত থাকে, আমরাও তদ্রূপ ছিলাম। তখন চক্ষু শরীরে প্রবেশ করিল এবং কর্ণ নির্গত হইল। বৎসরান্তে কর্ণ আসিয়া পুনরায় ঐরূপ প্রশ্ন করিলে অপর ইন্দ্রিয়গণ উত্তর করিল,—বধির মনুষ্যের মত আমরা ছিলাম। অনন্তর মন উৎক্রমণ করিল। বৎসর-শেষে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ঐ প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে অন্য ইন্দ্রিয়সকল উত্তর করিল,—যাহাদের মন বিকসিত হয় নাই এরূপ শিশুগণ যেমন জীবিত থাকে, আমরাও তদ্রূপ ছিলাম। ইহা শুনিয়া মন শরীরে প্রবেশ করিল। তৎপরে প্রাণ উৎক্রমণের ইচ্ছা করিলে অন্যান্য ইন্দ্রিয়-সকলই চঞ্চল হইয়া পড়িল এবং প্রাণকে বলিল—হে প্রাণ, তুমিই আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তুমি স্থির থাক।

তৎপরে প্রাণ জিজ্ঞাসা করিল,—আমার অন্ন (ভোজনীয়) কি হইবে? বাগাদি ইন্দ্রিয় উত্তর করিল,—পশু-পক্ষী-কুক্কুরাদি প্রাণীর অন্নই তোমার অন্ন। কারণ তোমার অধিষ্ঠানেই সমস্ত প্রাণীর ভোজনাদি-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। অতএব সমস্ত অন্ন প্রাণেরই অন্ন অর্থাৎ ভোজ্য। পুনরায় প্রাণ জিজ্ঞাসা করিল,—আমার বস্ত্র কি হইবে? তদুত্তরে ইন্দ্রিয়গণ বলিল,—জলই তোমার বস্ত্র। ভোজনকারী ব্যক্তি ভোজনের পূর্ব্বে ও পরে জল গ্রহণ করে; সুতরাং উহাই ভোজনের আচ্ছাদন-স্বরূপ।

আরুণির পুত্র শিক্ষিতাভিমানী শ্বেতকেতু পঞ্চাল-দেশস্থ লোকগণের সভায় গমন করিলে জীবলের পুত্র প্রবাহন শ্বেতকেতুকে জিজ্ঞাসা করেন,—প্রজাসকল

অন্তকালে কোথায় যায় এবং পুনরায় কিরূপে এখানে আসে? দেবযান ও পিতৃ-যানের পরস্পর বিয়োগস্থান কোথায়? পিতৃলোক পূর্ণ হয় না কেন? পঞ্চম আহুতি দ্বারা হোম করিলে পর জীব 'পুরুষ' সংজ্ঞা কিরূপে প্রাপ্ত হয়? শ্বেতকেতু উক্ত প্রশ্নসকলের উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইয়া নিজ-পিতার নিকট প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক উক্ত প্রশ্নসকলের উত্তর জিজ্ঞাসা করিলে তাহার পিতাও উত্তর প্রদানে অসমর্থ হন।

তৎপরে প্রবাহন রাজা জৈবলির সভায় গমন করিয়া উক্ত প্রশ্নসকলের মীমাংসা করেন। তাহার মর্ম্ম,—অগ্নিতে আহুতি প্রদানের ন্যায় দ্যু, পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও স্ত্রী—এই পঞ্চ আহুতি দ্বারা পুরুষের উৎপত্তি হয়। দেহরূপ পুরীতে প্রবেশ করায় জীবের 'পুরুষ' সংজ্ঞা। জীবগণ কর্ম্মফলের ভোগার্থ দ্যু অর্থাৎ আকাশ, পর্জ্জন্য অর্থাৎ মেঘ, পৃথিবী, পুরুষ ও স্ত্রী এই পঞ্চ বস্তুতে প্রবেশ করিয়া ইহলোকে কর্ম্ম-ভোগোপযোগী শরীর প্রাপ্ত হয়। তাৎপর্য্য এই যে, যমপুরীতে জীবের কর্ম্মানুযায়ী বিচার হইয়া গেলে কিছুকাল যমরাজের শাসন দণ্ড লাভ করিয়া আকাশে আসে! আকাশ হইতে মেঘে উপস্থিত হয়। মেঘ হইতে বৃষ্টি হইলে বারিধারা-সহ মৃত্তিকায় প্রবেশ করিয়া শস্য-ভিতরে উৎপন্ন হয়। উক্ত শস্য পুরুষের ভোজন হইলে পর রেতঃরূপে স্ত্রীর গর্ভে প্রবেশ করে এবং যথাকালে পাঞ্চভৌতিক শরীর প্রাপ্ত হয়। ইহার নাম পঞ্চাগ্নি বিদ্যা।

যাঁহারা শ্রদ্ধা ও তপঃ এতদুভয়ের উপাসনা করেন অর্থাৎ শ্রদ্ধালু হইয়া সংসার ত্যাগপূর্ব্বক বনগমন করিয়া তপস্যায় নিযুক্ত হন, তাঁহাদের প্রাণত্যাগের পর তাঁহারা প্রথমে অর্চ্চি-অভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হন, তথা হইতে যথাক্রমে দিবসাভিমানী দেবতা, শুক্লপক্ষাভিমানী দেবতা, উত্তরায়ণাভিমানী দেবতা, সংবৎসর, আদিত্য, চন্দ্রমা ও বিদ্যুৎকে প্রাপ্ত হন; বিদ্যুৎলোকে এক অমানব আগমন করিয়া উক্ত জীবকে ব্রহ্মসমীপে উপনীত করেন। গীতার অষ্টম অধ্যায়ে "অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লষণ্মাসা উত্তরায়ণম্" শ্লোকেরও এই তাৎপর্য্য। এই মার্গের নাম দেবযান।

আর যে-সকল ব্যক্তি সংসারে থাকিয়া যজ্ঞ দান ও পুষ্করিণী খনন, কূপ-খননাদি কার্য্যকেই ধর্ম্ম বলিয়া তত্তৎকার্য্যেই আত্মনিয়োগ করেন, তাঁহাদের প্রাণনাশ হইলে প্রথমে ধূম, তৎপরে যথাক্রমে রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন, পিতৃ-লোক, আকাশ ও চন্দ্রমাকে প্রাপ্ত হন। চন্দ্রের নাম সোমরাজা। তথায় কিছুকাল বাস করিয়া কর্ম্মক্ষয়ান্তে ঐ মার্গদ্বারা পুনরায় পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন

করিয়া জন্ম লাভ করেন। প্রথমে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, তাহা হইতে ধূম, ধূম হইতে অভ্র হয়, অভ্র মেঘরূপে বর্ষণ করে। উক্ত জীব বর্ষা হইতে ধান্যাদি শস্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পুরুষের ভোগ্য হয় এবং পুরুষের বীর্য্যসহ স্ত্রীর গর্ভে প্রবেশ করিয়া পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে। ইহার নাম ধূম্রযান। এই মার্গ অত্যন্ত কষ্টপ্রদ। এইসকল জন্মগ্রহণকারী জীব উত্তম আচরণশীল হইলে ব্রাহ্মণাদি উত্তম যোনি এবং নিকৃষ্ট আচরণদ্বারা কুক্কুরাদি অধম যোনি লাভ করে। এই ধূম্রমার্গে গমনশীল জীবের উন্নতির আশা কম, বারম্বার নানাযোনিতে ভ্রমণ হইতে থাকে। এই সংসার-গতিতে ভ্রমণশীল ব্যক্তি যদি সাধু-সঙ্গক্রমে নিজ স্বরূপ অবগত হইয়া ভগবৎপাদপদ্মে শরণাগত হয়, তাহা হইলে তাহার বাস্তব মঙ্গলের সম্ভাবনা।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

ভক্তিই শ্রেয়ঃপথ

ব্রহ্মবস্তু সবিশেষ, কি নির্ব্বিশেষ—তাহা লইয়াই যত প্রকার বৈষম্য সাধন-রাজ্যে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এই বৈষম্যহেতুই মূলতঃ দুই প্রকার চিন্তাস্রোতের উদ্ভব হইয়াছে। একটী অদ্বৈতবাদ ও অপরটী দ্বৈতবাদ। এই উভয় বাদের মধ্যেও নানা প্রকার বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হইয়া নানা প্রকার মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছে। আবার এই উভয় বাদের অনৈক্য দর্শন করত শূন্যবাদরূপ তৃতীয় প্রকার চিন্তাস্রোতের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সমস্ত বিরোধের আপাততঃ অবসানকল্পে কেহ বা 'সবই ঠিক' বলিয়া সমন্বয়বাদ প্রকাশ করিতে চাহেন।

তত্ত্ব-নির্ণয়-বিষয়ে প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সাধকের নিজ মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়-চেষ্টায় অসম্ভব। সেই বস্তু বুদ্ধিরও অগম্য। 'নেতি নেতি' বিচার অবলম্বন করত তাঁহার স্বরূপ নির্ণয় কখনই সম্ভব হইতে পারে না। যেহেতু বুদ্ধি প্রাকৃত। যথা—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ (গীঃ ৭।৪-৫)

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর"। প্রাকৃত কোন ইন্দ্রিয়াদিও তাহাতে প্রবেশ করিতে অক্ষম। তিনি অধোক্ষজ। ব্রহ্মার ন্যায় বুদ্ধিমান ও ইন্দ্রিয়জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিও তজ্জন্য তাঁহাকে জানিতে গিয়া পরাভব স্বীকার করিয়াছেন। মনুষ্যের ত কথাই নাই।

প্রাকৃতবস্তুকে অবলম্বন করত প্রাকৃত নিরাস করা কখনই সম্ভবপর হয় না। কর্দ্দমাক্ত জলদ্বারা লিপ্ত কর্দ্দমের সম্পূর্ণ অপনোদন যেমন অসম্ভব, কর্দ্দমাক্ত জলস্থিত কর্দ্দম যেমন তাহাকে সূক্ষ্মভাবে মলিন করে, সেই প্রকার প্রাকৃত চেষ্টাও অপ্রাকৃত বিষয়ে অপারগ হইয়া থাকে। সুতরাং বংশ-দণ্ড অবলম্বন করত বহু ঊর্দ্ধে উন্নত হইলেও বংশদণ্ডের আশ্রয় যেমন পরিত্যক্ত হয় না ও তদ্রূপ উন্নত অবস্থা যেমন নিরাপদ নহে, সেইপ্রকার প্রাকৃত বুদ্ধির দ্বারা অতৎনিরসন অসম্ভব ও বিপদ-সঙ্কুল।

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্ত-মানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধ-বুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃত-যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ। (ভাঃ ১০।২।৩২)

অর্থাৎ ব্রহ্মাদি দেবগণ শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করিয়া বলিতেছেন—হে পদ্মলোচন, যাহারা ভক্তি ব্যতীত স্বীয় ইন্দ্রিয় ও জ্ঞান-চেষ্টা দ্বারা 'মায়ামুক্ত হইয়াছি' বলিয়া অভিমান করেন, তাহারা অবিশুদ্ধ-বুদ্ধি, অর্থাৎ তাহাদের 'মুক্ত' অবস্থা প্রকৃত মুক্তাবস্থা নহে; যেহেতু তোমাতে ভক্তিহীনতা হেতু বহু ক্লেশ ও যত্নদ্বারা লব্ধ তাহাদের ঐ প্রকার মুক্তির সন্নিহিত স্থান হইতেও তাহাদিগকে অধঃপতিত হইতে হয়; পুনরায় সংসারে মায়াগর্ত্তে অধোগমন করিতে হয়।

ব্রহ্মবাক্যে স্পষ্টই কথিত হইয়াছে, ভগবানে অনাদরকারী ভক্তি-ব্যতীত অন্যপ্রকার মুক্তাভিমানীর পতন ঘটিয়া থাকে। ভক্তি-লভ্য মুক্তিই প্রকৃত মুক্তি, তাহা হইতে কখনও ভ্রষ্ট হইতে হয় না।

ভক্তি অনিত্য নহে। সাধনকালে ভক্তির ভাণ করিয়া সিদ্ধাবস্থায় যাহারা ভক্তি ত্যাগ করত স্বয়ং-ই ভগবান্ বা ব্রহ্ম হইতে চাহেন, তাহারা কখনই ভক্ত নহেন। তাঁহাদের ভক্তি বৃকাসুরের ভক্তির ন্যায় ছলনা মাত্র আসুরিক বৃত্তি-বিশেষ। ভক্তির ভাণ করিয়া কিছুটা উন্নত হইয়া তাহাদিগকে অবশ্যই অধঃ-পতিত হইতে হয়। ভক্তিতে ত্রিপুটীর বিনাশ নাই। সুতরাং যাহারা মুক্ত হইয়া স্বয়ংই ভগবান্ সাজিতে চাহেন, তাহাদের ন্যায় অপরাধী আর কে আছে?

যাঁহারা ভগবানে ভাবযুক্ত, তাঁহারা কখনই ভগবান্ বলিয়া নিজকে প্রচার করিতে পারেন না। যাহাকে সাধনকালে 'মা' বলিয়া আরাধনা করিলাম, পরবর্ত্তী কালে সিদ্ধাবস্থায় শিব সাজিয়া তাহাকে 'বামা' বলিয়া বিকৃত-মস্তিষ্ক ব্যতীত আর কোন্ ব্যক্তি সম্বোধন করিতে পারে? নিজে ভৃত্য হইয়া প্রভুকে সন্তুষ্ট করিয়া সিদ্ধাবস্থায় (?) স্বয়ং প্রভুর আসনে বসিতে অত্যন্ত অপরাধী ব্যতীত আর কে বাঞ্ছা করিতে পারে? যে-সমস্ত দুষ্ট সাধন-পথে এই প্রকার মতি উৎপন্ন করে, ইহা তাহাদের কখনই সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে; তজ্জন্যই দেবতাগণ-তাহাদিগকে "অবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ" বলিয়া গালি দিয়াছেন। ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরও ঐরূপ পাষণ্ডী ও মহাপরাধী ব্যক্তিগণকে বলিতেছেন—

"গর্দ্দভ-শৃগালতুল্য শিষ্যগণ লৈয়া।
কেহ বলে,—আমি 'রঘুনাথ' ভাব গিয়া" ॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ ১৭।১১২)

"উদর-ভরণ লাগি' পাপিষ্ঠ-সকলে।
রঘুনাথ করি' আপনারে কেহ বলে ॥
কোন পাপিগণ ছাড়ি' কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
আপনারে গাওয়ায় বলিয়া নারায়ণ ॥
দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার।
কোন্ লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার" ॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।৮৩-৮৪)

"উদর ভরণ লাগি' এবে পাপী সব।
লওয়ায় 'ঈশ্বর আমি'—মূলে জরদ্গব ॥
গর্দ্দভ-শৃগালতুল্য শিষ্যগণ লৈয়া।
কেহ বলে—'আমি রঘুনাথ ভাব গিয়া ॥
কুক্কুরের ভক্ষ্য দেহ ইহারে লৈয়া।
বলয়ে 'ঈশ্বর', বিষ্ণুমায়া-মুগ্ধ হইয়া" ॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩।৪৮০-৪৮২)

বর্ত্তমান বাঙ্গলা দেশে ভগবানের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হইতেছে। কেহ পুরুষোত্তম, কেহ বা জটাধারীরূপে ভগবানের আসনে আসীন হইয়াছেন। অর্থ-পিপাসুর পক্ষে প্রচার-যন্ত্রের সুযোগ লইয়া বেতার ও সিনেমাযোগে অল্পকালেই ভগবানের আসন লাভ করা সুলভ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একই কালে দুই দুইটি ভগবান্ প্রাদুর্ভূত হওয়ায় বঙ্গবাসীর কি-প্রকার ভাগ্যোদয় ঘটিয়াছে, তাহা চিন্তনীয় ব্যাপার।

পরন্তু শ্রীমদ্ভাগবত কলিযুগে কোন্ ভগবান্ এবং কি বিধিদ্বারা অর্চ্চিত

হইবেন তাহা বিশেষভাবেই বর্ণন করিয়াছেন। অন্যান্য শাস্ত্রেও তাঁহার অবতার-বিষয়ে প্রচুর উক্তি থাকা সত্ত্বেও কলিহত সুমেধাহীন জীবগণ তাঁহাতে রুচি-বিশিষ্ট হইতে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে নবযোগেন্দ্র-সংবাদে বিদেহরাজ নিমি নবযোগেন্দ্রের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন—ভগবান্ শ্রীহরি কোন্ কালে কোন্ বর্ণ ও কীদৃশ আকৃতিবিশিষ্ট রূপে কোন্ নামে কোন্ বিধি-অনুসারে মানবগণের নিকট পূজিত হইয়া থাকেন। তদুত্তরে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম করভাজন মুনি বলিয়াছেন—

(১) সত্যযুগে ভগবান্ শুক্লবর্ণ, চতুর্ভুজ, জটা, বল্কলবসন, কৃষ্ণাজিন, উপবীত, অক্ষমাল্য, দণ্ড এবং কমণ্ডলু ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মচারী মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন এবং তৎকালে মনুষ্যগণ তাঁহাকে ধ্যানযোগে ভজন করিয়া থাকেন এবং তিনি হংস, সুপর্ণ, বৈকুণ্ঠ, ধর্ম্ম, যোগেশ্বর, অমল, ঈশ্বর, পুরুষ, অব্যক্ত এবং পরমাত্মা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

(২) ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ, চতুর্ভুজ, ত্রি গুণমেখলাযুক্ত, পিঙ্গলকেশধারী, বেদত্রয়-প্রতিপাদিত বিগ্রহ, স্রুক্-স্রুব প্রভৃতি চিহ্ন বিশিষ্ট ভগবান অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তৎকালে বেদজ্ঞ ধার্ম্মিক মনুষ্যগণ বেদত্রয়বিহিত কর্ম্মসমূহ দ্বারা সেই হরির আরাধনা করেন। ত্রেতাযুগে তিনি যজ্ঞ, পৃশ্নিগর্ভ, সর্ব্বদেব, উরুক্রম, বৃষাকপি, জয়ন্ত এবং উরুগায় নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

(৩) দ্বাপরে ভগবান্ পীতবসন, চক্রধারী, শ্রীবৎস প্রভৃতি চিহ্ন এবং কৌস্তুভ-মণি প্রভৃতি লক্ষণে বিভূষিত কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হন। তৎকালে মহারাজ-লক্ষণ-যুক্ত তাহাকে বৈদিক ও তান্ত্রিক বিধিমতে মনুষ্যগণ পূজা করিয়া থাকেন।

(৪) যিনি 'কৃষ্ণ' এই বর্ণদ্বয়-কীর্ত্তনপর কৃষ্ণোপদেষ্টা অথবা 'কৃষ্ণ' এই বর্ণদ্বয় কীর্ত্তনের দ্বারা কৃষ্ণানুসন্ধান-তৎপর, যাঁহার 'অঙ্গ'—শ্রীমন্নিত্যানন্দাদ্বৈত প্রভুদ্বয় এবং 'উপাঙ্গ'—তদাশ্রিত শ্রীবাসাদি-ভক্তগণ, যাঁহার 'অস্ত্র'—হরিনাম-শব্দ এবং পার্ষদ—শ্রীগদাধর-দামোদরস্বরূপ-রামানন্দ-সনাতন-রূপাদি, এবং যিনি কান্তিতে 'অকৃষ্ণ' অর্থাৎ পীত (গৌর), সেই অন্তঃকৃষ্ণ-বহির্গৌর রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীমদ্গৌরসুন্দরকে কলিযুগে সুমেধাগণ সংকীর্ত্তনপ্রধান যজ্ঞের দ্বারা আরাধনা করিয়া থাকেন।

হে প্রণতজনপালক! হে পরতম পুরুষোত্তম প্রভো! নিরন্তর ধ্যানযোগ্য, অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি-কেবলভক্তি-বিরোধি-মার্গসমূহের পরাভবকারী, কৃষ্ণপ্রেম-প্রদ, শ্রীগৌড়-ক্ষেত্র-ব্রজমণ্ডলাদি-তীর্থসকলের আশ্রয়স্বরূপ অথবা ব্রহ্ম-

সম্প্রদায়াচার্য্য—শ্রীমদানন্দতীর্থানুগত শ্রৌতপথাশ্রিত শ্রীরূপানুগ মহাভাগবত-গণের আশ্রয়স্বরূপ, শিবাবতার শ্রীমদদ্বৈতপ্রভু এবং বিরিঞ্চ্যবতার শ্রীমন্নামাচার্য্য হরিদাস প্রভু-কর্ত্তৃক স্তুত, সকল আশ্রিতগণের আশ্রয়যোগ্য স্বভৃত্য কুষ্ঠিবিপ্রের আর্ত্তিনাশন, সর্ব্বভৌম-প্রতাপরুদ্রাদির মুমুক্ষা-বুভুক্ষারূপ ভবসাগরের পরপার লাভের পোতস্বরূপ আপনার শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করি।

হে মহাপ্রভো! বহির্দৃষ্টিতে (সন্ন্যাসগ্রহণ ছলে) বৈধভক্তি-ধর্ম্মপ্রচারক আচার্য্যের লীলাভিনয়কারী জগদ্গুরুরূপে এবং (অন্তর্দৃষ্টিতে) রাগাত্মক সর্ব্ব-ধার্ম্মিকগণের শিরোমণি শ্রীরাধার কৃষ্ণবিরহভাবে বিভাবিত হইয়া দেবগণ-বাঞ্ছিতপদ প্রাণাপেক্ষা দুষ্পরিহার্য্যা লক্ষ্মীস্বরূপিণী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে অথবা জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যমিশ্রা মুক্তি ও ভক্তি পর্য্যন্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক বিপ্রশাপবাক্য-পালনচ্ছলে চতুর্থাশ্রম যতিধর্ম্ম স্বীকার করত যিনি কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশারূপা বা ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপা মায়ার অন্বেষণকারী কৃষ্ণেতর-ভোগ্যবিষয়ে অভিনিবিষ্ট-জনের প্রতি অহৈতুকী অমন্দোদয়-দয়া-প্রযুক্ত সর্ব্বত্র স্বাভীষ্ট প্রাণনাথ গোপী-জনবল্লভের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, অথবা বিশাখা-সমীপে চিত্রজল্পরতা ও উদ্‌ঘূর্ণাময়ী পরমপ্রেষ্ঠা প্রেয়সী শ্রীরাধিকা যাঁহাকে পাইবার জন্য অভিলাষ করিয়াছিলেন, হ্লাদিনীশক্তি-স্বরূপিণী শ্রীমতী রাধিকার অন্বেষণকারী সেই শ্রীরাধারমণের অনুসন্ধান যিনি বিরহিণী গোপীগণের ভাবে বিভাবিত হইয়া করিয়াছিলেন, সেই আপনার পদকমল আমি বন্দনা করি।

এবম্প্রকার শাস্ত্রোক্তি লঙ্ঘন করত নানাপ্রকার মতবাদ করভাজন-ঋষির বাক্যানুসারে 'সুমেধা'হীন ব্যক্তিগণ-কর্ত্তৃকই আদৃত হইয়া থাকে। পরন্তু 'সুমেধসঃ'পদটীদ্বারা অন্যান্য মতবাদীকে শাস্ত্রকার হীন প্রতিপন্ন করিতেছেন, নতুবা এই পদের সার্থকতা হয় না।

নাম-সঙ্কীর্ত্তনাত্মক ভক্তিযোগই যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, তাহা শাস্ত্রে বারংবার সর্ব্বত্রই কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং অন্যান্য মতবাদের বহুবিধ গর্হণবাক্য যথেষ্ট পরিমাণেই লক্ষিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি মার্গের প্রচুর পরিমাণে গর্হণ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু কুত্রাপি এই ভক্তি-মার্গের গর্হণ নাই। সর্ব্বত্রই তাহার উচ্চ প্রশংসা। তথাপি ভক্তিবিরোধী মতবাদকে যাঁহারা আদর ও প্রচার করিতে চাহেন, তাঁহাদিগে দৈবীমায়া-বিমোহিত বলিয়াই গ্রাহ্য। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুপাদের
শুভাবির্ভাব-তিথিতে
বন্দনা-চতুর্দ্দশক

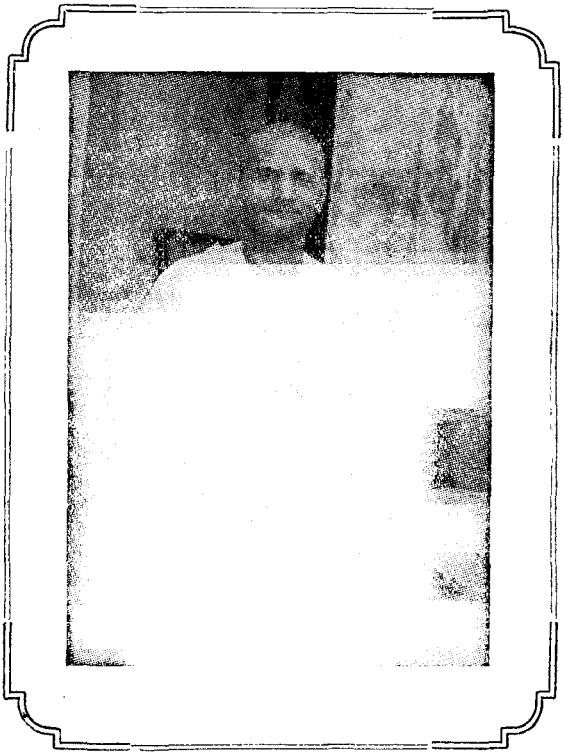

১। যিনি প্রকৃত গুরুসেবা করিয়া এ জগতে গুরুসেবার আদর্শ প্রকট করিয়াছেন, এবং শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর যাঁহাকে একমাত্র অন্তরঙ্গ সেবক বলিয়া বৈষ্ণবরাজ-সভায় ঘোষণা করিয়াছিলেন, সেই অভিন্ন সিদ্ধান্ত-সরস্বতী কবে আমাকে কৃপা করিবেন ?

২। যাঁহাকে দর্শন করিলে ও শ্রীমুখপদ্মের সুধাময়ী বাণী শ্রবণ করিলে সদ্য সদ্য ত্রিতাপ দূরীভূত হয়, সেই প্রভু কবে আমাকে কৃপা করিবেন ?

৩। যিনি ভগবানের অষ্টকালীন লীলায় তন্ময় থাকেন এবং লীলা-পুরুষোত্তম স্বরাট্ পুরুষের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি বিধান করেন, সেই প্রভু কবে আমাকে কৃপা করিবেন?

৪। যিনি অসুর দলনার্থ ও অচিন্ত্যভেদাভেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য জগজ্জীবকে জানাইবার জন্য "অচিন্ত্যভেদাভেদ" প্রকাশ করিয়াছেন, সেই প্রভু কবে আমাকে কৃপা করিবেন?

৫। যিনি শ্রীকৃষ্ণের গৌরকান্তির গূঢ়ভাব জগজ্জীবকে জানাইবার জন্য শ্রীরাধাবিনোদবিহারীজীউ শ্রীমূর্ত্তি ও তন্নামীয় অষ্টক প্রকাশ করিয়াছেন, সেই প্রভু কবে আমাকে কৃপা করিবেন?

৬। যিনি তাঁহার প্রভুর সমাধি-মন্দিরে উপবেশন করিয়া তাঁহার প্রভুর গুণকীর্ত্তন কালে "আমি এই মহাপুরুষের পাদপদ্মে জীবন উৎসর্গ করেছি, কবে এই মহাপুরুষ তাঁর পাদপদ্মে টেনে নেবেন" বলিতে বলিতে যাঁহার নয়নযুগল হইতে আষাঢ়ের কাদম্বিনীর ন্যায় অশ্রুবর্ষণ হইতেছিল, সেই প্রভু কবে আমাকে কৃপা করিবেন?

৭। যিনি নবদ্বীপে অগণিত লোক সমক্ষে তাঁহার প্রভুর শ্রীমন্দিরে শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর চরিত্র বর্ণন করিতে করিতে প্রেমাপ্লুত হইয়া অন্তরদশা লাভ করিয়াছিলেন, সেই প্রভু কবে আমাকে কৃপা করিবেন?

৮। যিনি আচণ্ডালে নির্ব্বিচারে গোলোকের গুপ্তধন সুদুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম প্রদানে তৎপর, সেই প্রভু কবে আমাকে কৃপা করিবেন?

৯। যিনি অচিন্ত্য গোলোক-বাণী এজগতে নির্ভীককণ্ঠে তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়া কীর্ত্তন-বিগ্রহরূপে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই আচার্য্য-কেশরী কবে আমাকে কৃপা করিবেন?

১০। যাঁহার মুখোদ্গীর্ণ শ্রীহরিকথামৃত প্রাকৃত বদ্ধজীবগণের চিন্তাতীত ও গরলতুল্য, কিন্তু শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের নিকট অমৃত-স্বরূপ, সেই প্রভু কবে আমাকে কৃপা করিবেন?

১১। যিনি "তরোরপি সহিষ্ণু" হইয়া কাহারও দোষ দর্শন করে না এবং সেবকের নগণ্য গুণকেও বহুমানন করেন, সেই অদোষদর্শী প্রভু কবে আমাকে কৃপা করিবেন ?

১২। যিনি তীর্থ-পরিক্রমার অভিনয় করিয়া পাপ-ভারাক্রান্ত তীর্থগণকে সত্য পবিত্র হরিকথামৃত কীর্ত্তন দ্বারা পবিত্র করিয়া থাকেন সেই প্রভু কবে আমাকে কৃপা করিবেন ?

১৩। যিনি তাঁহার প্রভুকে প্রাকৃত মনুষ্য-বিধির অতীতরূপে শ্রীধাম মায়াপুরে তাঁহার নিত্য-সেবা স্থাপন করিয়াছেন, সেই প্রভু কবে আমাকে কৃপা করিবেন ?

১৪। এই অতিমর্ত্ত্য পুরুষের নির্ম্মল জীবনী ও শিক্ষা পবিত্র-চিত্তে আলোচনা করিতে পারিলে আমার চিত্ত শুদ্ধ হইবে এবং তাঁহার সেব লাভের অধিকারী হইব বিবেচনা করিয়া দাসাধমের এই ক্ষণিক প্রয়াস

—দাসাধম **শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী (ভক্তিরঞ্জন)**

শ্রীগোলোক-ধাম

পূর্ব্বকালে ধরিত্রী-দেবী দুষ্ট দৈত্য-দানব-অসুর, নর-নরপতিগণ-কর্ত্তৃক অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হইয়া গো-রূপ ধারণপূর্ব্বক অনাথার ন্যায় রোদন করিতে করিতে কল্পিত-কলেবরে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া নিজ বেদনা নিবেদন করেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে আশ্বস্তা করিয়া সমস্ত দেবতার সহিত শঙ্করকে সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ ক্ষীরোদশায়ী ভগবান্ হরির বৈকুণ্ঠ-ধামে আগমন করেন। অনন্তর ব্রহ্মা বিষ্ণুকে প্রণামপূর্ব্বক নিজ অভিলাষ জ্ঞাপন করিলে দেবগণকে উদ্বিগ্ন দেখিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, পরেশ, অখণ্ড, সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বর ও অখিল লীলাময়; তিনি ভিন্ন কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইবে না। অতএব তুমি সত্বর তাঁহার অব্যয় ধামে গমন কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—আমি ত আপনি ভিন্ন আর কাহাকেও পরিপূর্ণতম বলিয়া জানি না, অতএব হে প্রভো! যদি অন্য কেহ পরিপূর্ণতম থাকেন, তবে তাঁহার নিবাসস্থান আমাদিগকে প্রদর্শন করুন্।

ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপে প্রার্থিত হইয়া সর্ব্বদেবগণসহ ব্রহ্মাকে ব্রহ্মাণ্ডের শিখরোপরিস্থ স্থান দেখাইতে লাগিলেন। তাঁহারা দেখিলেন,—ব্রহ্মাণ্ডের উপরে বামনদেবের বাম-পদাঙ্গুষ্ঠ-নখে নির্ভিন্ন এক বিবর বিদ্যমান, ঐ বিবর আদি-মন্দাকিনী-জলে সমাকুল। দেবগণ সেই বিবর-পথে জলযানে ব্রহ্মাণ্ডের অপর-দিকে আসিয়া পড়িলেন এবং ব্রহ্মাণ্ডকে অধোদেশে ক্ষুদ্র করঞ্জ-ফলের ন্যায় দেখিতে পাইলেন। গুঞ্জাফলের ন্যায় অপরাপর কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড সেই জলে বিলুণ্ঠিত হইতেছে। তাঁহারা এই সকল অবলোকন করিয়া বিস্মিত ও চমকিত হইলেন; তাহার অর্দ্ধকোটী যোজন ব্যাপিয়া আটটী দিব্য পুর বিদ্যমান; সেইসকল মনোহর পুরসকল দিব্য-প্রাকার-পরিবেষ্টিত এবং রত্ন ও বৃক্ষ-শ্রেণীতে শোভিত। দেবগণ সেই পুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—তাহার ঊর্দ্ধদেশে বিরজা-নদী বিদ্যমান। বিরজার তীরভূমি পরম রমণীয়। তরঙ্গ-রেখা-সমন্বিত ও ক্ষৌম বসনের ন্যায় তত্রস্থ সুশুভ্র সোপান-সমূহ অত্যুজ্জ্বল। দেবগণ অগ্রসর হইয়া বিরজা-তীরস্থ সেই ঊর্দ্ধতম পুরে প্রবেশ করিলেন। ঐ পুরী শতকোটী দিবাকর-তুল্য এক মহা-জ্যোতির্ম্মণ্ডল। সেই তেজ দর্শনে তাঁহাদের নেত্র প্রপীড়িত হইল, তাঁহারা সেই তেজে মুহ্যমান হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বিষ্ণুর আদেশে ব্রহ্মা তেজকে নমস্কার করিয়া তাঁহার ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলে তিনি সেই জ্যোতির্ম্মণ্ডল-মধ্যে এক শান্তিময় সাকার তেজ দর্শন করিলেন। সেই তেজমধ্যে মহাদ্ভুত পরম রমণীয় মৃণাল-ধবল সুদীর্ঘ সহস্র-বদন শেষনাগ বিদ্যমান রহিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিয়া দেবগণ প্রণাম করিলেন। সেই শেষনাগের ক্রোড়ে লোকবন্দিত মহালোক গোলোক অবস্থিত; সেই গোলোকে লীলা-পুরুষোত্তম দ্বিভুজ মুরলীধর ভগবান্ বিরাজিত রহিয়াছেন। সেইস্থানে মায়া, মন, চিত্ত, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের প্রভাব নাই; বিকার এবং ত্রিগুণের আর কথা কি? তাহার দ্বারদেশে কন্দর্পকান্তি শ্যামসুন্দর-বিগ্রহ কৃষ্ণ-পার্ষদগণ বিদ্যমান; দেবগণ তথায় প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে তাঁহারা নিষেধ করিলেন। দেবগণ বলিলেন,—বিষ্ণু, ব্রহ্মা, মহেশ্বর প্রমুখ আমরা সকলেই লোকপাল, ইন্দ্রাদি-দেবগণসহ আমরা শ্রীকৃষ্ণ দর্শন নিমিত্ত এইস্থানে উপস্থিত হইয়াছি।

কৃষ্ণপ্রিয় পার্ষদগণ তাঁহাদিগের প্রার্থনা শুনিয়া অনন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে দেবগণের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। তখন পুরমধ্য হইতে শত-

শশধরকান্তি বেত্রহস্তা এক সখী নির্গতা হইয়া সুরগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এখানে সমাগত আপনারা কোন্ ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, তাহা সত্বর বলুন ; আমি ভগবানের নিকট গিয়া নিবেদন করিব। দেবগণ বলিলেন,—অহো! আমরা ত একই ব্রহ্মাণ্ড বিদিত আছি ; আমরা অন্য ব্রহ্মাণ্ড কখন দর্শনও করি নাই এবং অপর ব্রহ্মাণ্ড আছে বলিয়াও আমাদের ধারণা নাই। সখী বলিলেন,—এখানে কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডরাশি বিলুণ্ঠিত হইতেছে ; আপনারা যেরূপ আপনাদের ব্রহ্মাণ্ডের দেবতা, তদ্রূপ এইসকল বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডেও আপনাদের ন্যায় পৃথক্ পৃথক্ দেবতাসকল বিদ্যমান রহিয়াছেন। আপনারা কখনও এখানে আগমন করেন নাই এবং এইসকল ব্রহ্মাণ্ডের নামসমূহও অবগত নহেন। দেবগণকে চকিত ও আনতবদন দর্শন করিয়া ভগবান্ বিষ্ণু বলিতে লাগিলেন,—পৃশ্নিগর্ভ সনাতন ভগবান্ যে ব্রহ্মাণ্ডে বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পদাঙ্গুষ্ঠ-নখাঘাতে যে ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভিন্ন হইয়াছিল, আমরা সেই ব্রহ্মাণ্ডের অধিবাসী। বিষ্ণু-বাক্য-শ্রবণে সখী সত্বর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং পুনরায় আগমন করত দেবগণকে পুরপ্রবেশের আদেশ দিয়া প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর দেবগণ সকলেই সেই পরম রমণীয় গোলোক অবলোকন করিলেন। সেই গোলোকে গিরিরাজ-গোবর্দ্ধন বিরাজিত, গোপগণ পরিবেষ্টিত বসন্ত-সময়োচিত ব্যবহার-নিপুণা গোপী ও গো-গণ তথায় অধিষ্ঠিত ; কল্প-পাদপের লতাজালে তাঁহাদের রাসমণ্ডল বিমণ্ডিত ; সেখানে শ্যামা যমুনা নদী অনন্ত লহরীযুক্তা হইয়া প্রবাহিতা ; তাহার তীর-সোপানশ্রেণী বৈদূর্য্যাদি-রত্নজালে উজ্জ্বল এবং সেই যমুনার গতি স্বচ্ছন্দ। মনোহর যমুনা-তীরে দিব্য বৃক্ষ ও লতাকীর্ণ বৃন্দাবন বিরাজিত। বিচিত্র বিহগ, মধুকর ও বংশীবটে সেই বন অতীব শোভান্বিত। সেই সুশীতল যমুনা-পুলিনে সহস্রদল পদ্মের পরাগ ইতস্ততঃ প্রক্ষেপপূর্ব্বক মৃদু-মন্দগামী গন্ধবহ পর্য্যায়ক্রমে মুহুর্মুহুঃ প্রবাহিত। সেই বৃন্দাবন-মধ্যে দ্বাত্রিংশৎ বন-বিরাজিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিজ নিকুঞ্জ অবস্থিত ; সেই নিকুঞ্জ প্রাকার ও পরিখাযুক্ত এবং তাহার প্রাঙ্গনে অরুণবর্ণ অক্ষয়বট বিদ্যমান ; পদ্মরাগাদি সপ্তপ্রকার মণি দ্বারা তত্রস্থ অঙ্গন ও ভিত্তিভূমি বিভূষিত ; কোটী কোটী চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় বিতানশ্রেণীদ্বারা সেই অঙ্গন পরিশোভিত ; দিব্যকান্তি পতাকা তথায় পত্‌পত্ উড়িতেছে ; সেই অঙ্গন-পথে পুষ্পমন্দির বিদ্যমান, মধুকরগণ তথায় গুণ্‌গুণ্‌রবে গান করিতেছে ; মত্ত ময়ূর-রব ও কোকিল-কূজনে সেই কুঞ্জ মুখরিত হইতেছে।

বালার্কের আকার-সদৃশ কুণ্ডল-ধারিণী শত শশধর-শোভাশালিনী রমণীগণ ইচ্ছন্দগতিতে বিচরণ করিতেছেন। সেই চূড়ামণি-শোভিতা হার-কেয়ূর-ভূষিতা গামিনীরা যখন অঙ্গন-মধ্যে ধাবমানা, তখন তাঁহাদের নূপুর ও কিঙ্কিণী হইতে ণ ক্বণ ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। শ্বেত-শৈল-সদৃশী দিব্যভূষণ-ভূষিতা কোটী কোটি মনোহরা গো দ্বারে দ্বারে বিচরণ করিতেছে; তাহারা তরুণী, পয়স্বিনী, ান্ত-স্বভাবা ও রূপ-গুণে মনোরমা। শান্তভাবে ভ্রমণশীল সেইসকল গো সবৎসা ও তাহাদের পুচ্ছ পীতবর্ণ; তাহাদের গলদেশে ঘণ্টা এবং পাদদেশে মঞ্জীর ও কিঙ্কিণী-জাল হইতে সুমধুর রব উত্থিত হইতেছে; হেম-সদৃশ সেইসকল গো-র র্ণহারসমূহের প্রভা প্রস্ফুটিত হইতেছে। সেই সকল গো বহুবর্ণ-বিশিষ্ট—কেহ পাটল, কেহ হরিত, কেহ তাম্র, কেহ পীত, কেহ শ্যাম, কেহ চিত্র-বিচিত্র, কেহ ধূম্র এবং কেহ কোকিলবর্ণ। তাহারা সাগরের ন্যায় প্রভূত দুগ্ধধারা প্রদান করে এবং তাহাদের গাত্রে তরুণীগণের করচিহ্ন বিদ্যমান। তদীয় বৎসগণ হরিণের ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে উল্লম্ফন-সহকারে বিচরণ করিয়া তাহাদের শোভা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। সেইসকল গো-গণের সহিত মহাবৃষগণ বিচরণ করে, তাহাদের স্কন্ধর উন্নত ও শৃঙ্গ দীর্ঘ। বেত্রহস্ত বংশীধারী পরম রমণীয় শ্যামবর্ণ গোপালগণ মদনমোহন-রাগে কৃষ্ণলীলা গান করিতে করিতে তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে।

সেই নিকুঞ্জ-মধ্যে সহস্রদল কমল-শোভিত জ্যোতির্মণ্ডল-স্বরূপ এক পদ্ম বিদ্যমান, তাহার ঊর্দ্ধে ষোড়শ-দল এবং তদূর্দ্ধে অষ্টদল পদ্ম প্রতিষ্ঠিত; তাহার উপরে প্রস্ফুটিত সুদীর্ঘ সোপানত্রয়-শোভিত মনোজ্ঞ কৌস্তুভ-মণি-খচিত পরম রমণীয় দিব্য সিংহাসন অবস্থিত; সেই সিংহাসনে রাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি মোহিনী প্রভৃতি দিব্য অষ্টসখীদ্বারা সংবেষ্টিত ও শ্রীদামাদি অষ্ট গোপালদ্বারা পরিসেবিত; হংস-সদৃশ ধবল ব্যজনে বীজিত ও হীরক-রচিত মুষ্টিবদ্ধ চারু চামরদ্বারা আন্দোলিত এবং কোটী নিশাকরজ্যোতি কোটী শ্বেত-চ্ছত্রদ্বারা আবৃত। শ্রীরাধিকা বামাংশে থাকিয়া তাঁহার বামবাহু অলঙ্কৃত করিতেছেন; তিনি স্বেচ্ছায় দক্ষিণ চরণ বক্র করিয়া রাখিয়াছেন, হস্তে বংশী ধারণ করিয়া মন্দ মন্দ সুন্দর হাসিতেছেন এবং ভ্রূ-বিলাসে যেন কামদেবকে মোহিত করিতেছেন। তাঁহার বর্ণ নব-জলধরের ন্যায়, নেত্র পদ্মপত্রতুল্য আয়ত, বাহু লম্বমান, পরিধানে পীতবসন এবং গলে বনমালা। সেই বনমালায় বৃন্দাবনের মত্ত মধুকরগণ আসক্ত হইয়া শব্দ করত শ্রীহরির শোভা বৃদ্ধি

করিতেছে। কমনীয় কাঞ্চী, কঙ্কন ও নূপুরে তাঁহার কতই কান্তি বৃদ্ধি হইয়াছে, তাঁহার মহোজ্জল ঈষৎ হাস্য মনোহারী ও বিলাস-সমন্বিত; উত্তম রত্ন শ্রীবৎস এবং কিরীট, হার অঙ্গদ ও কুণ্ডলে তদীয় শ্রীঅঙ্গ শোভা বিস্তার করিয়াছে।

দেবগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন, হর্ষে তাঁহাদের নয়ন অশ্রুকলায় আকুলিত হইল; তাঁহারা যুক্তকরে ও আনত-বদনে সেই দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দরকে বারংবার প্রণাম করিতে লাগিলেন। দেবগণ শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ পরিপূর্ণতম সর্ব্বাবতারী পরাৎপর তত্ত্বরূপে জানিতে পারিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন এবং ভূভার-হরণপূর্ব্বক ধর্ম্ম-মর্য্যাদা-রক্ষার প্রার্থনা জানাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রণত ব্রহ্মা, শঙ্কর, ইন্দ্রাদিদেবগণকে স্ব-স্ব অংশে যদুকুলে জন্মগ্রহণের আদেশ দিলেন এবং নিজেও স্বয়ং যদুকুলে আবির্ভূত হইয়া সাধুগণের রক্ষা ও ধর্ম্মসংস্থাপনের আশ্বাস প্রদান করিলেন।

—শ্রীরমাপতি দাসাধিকারী, ভক্তসুহৃদ

পরদুঃখদুঃখী জগদ্‌গুরু ব্যাসাভিন্ন

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের

ষড়শীতিতম আবির্ভাব-তিথিতে

"বৈশিষ্ট্যাষ্টক"

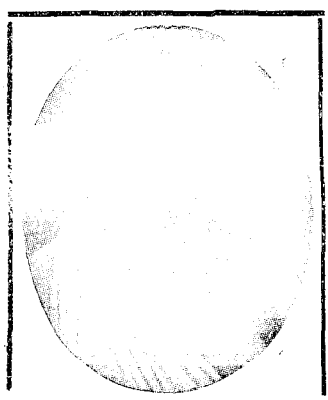

প্রথম বৈশিষ্ট্য

সে-দিন বিরহে প্রভু করিয়াছি খেদ।
অসহ্য হয়েছে যেই শ্রীগুরু-বিচ্ছেদ ॥১॥
আজিকার শুভদিনে পূজিবার তরে।
এনেছি অঞ্জলি এই পাদপদ্ম স্ম'রে ॥২॥

(মহা)প্রভুর বিচার সব বৈরাগ্য-প্রধান।
অথচ করিতে হ'বে সবাকারে দান ॥৩॥
কনিষ্ঠের অধিকারে নহে সমাধান।
মহাভাগবত তুমি দিয়েছ সন্ধান ॥৪॥
অজ্ঞানে মোহিত যারা কিসের বৈরাগী ?
ফল্গু-বৈরাগী তারা বাহিরেতে ত্যাগী ॥৫॥
অপ্রাকৃত অনুভবে হয় সে বৈরাগ্য।
অনুভব বিনা সেই 'Show-bottle' আখ্য ॥৬॥
আর-এক 'শো-বট্‌ল্' প্রচারের তরে।
প্রভুর সন্ন্যাস যেই মায়াবাদী হারে ॥৭॥
বর্ণাশ্রম-অতীত সেই চৈতন্যের বাণী।
ভাগবত-ধর্ম্ম সেই কৈতবের হানি ॥৮॥
শুষ্ক-বৈরাগ্য ক'রে হবে না প্রচার।
যুক্ত-বৈরাগ্যই হয় সর্ব্ব-সারাৎসার ॥৯॥
"তোমার প্রদত্ত সন্ন্যাস" ভক্তিতে প্রচার।
পাষণ্ড ভোগীর দল বুঝিতে নাচার ॥১০॥

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য

সন্ন্যাস করিয়া থাকে পর্ব্বত-গহ্বরে।
তুমি প্রভু রাখ তারে হর্ম্ম্যের মর্ম্মরে ॥১১॥
বিষরীর দর্শনে হয় বিষের ভক্ষণ।
তুমি প্রভু 'লাট' 'বিলাটে' দাও দরশন ॥১২॥
হিন্দুর মন্দিরে মানা ম্লেচ্ছ-যবনে।
সভাপতি ক'রে তারে বসাও সদনে ॥১৩॥
সমুদ্রের পারে যাওয়া নিষেধ হিন্দুরে।
তুমি কিন্তু পাঠাও ভক্ত তারও ও-পারে ॥১৪॥
কলির সহর 'মানা' গুরু-উপদেশ।
তুমি কিন্তু থাক সেথা অশেষ-বিশেষ ॥১৫॥

নির্জ্জনে চাহিল ভক্ত গোফা করিবারে।
স্বীকার নহিল তাহা তোমার বিচারে ॥১৬॥
যেখানেতে লোক-সংঘ বেশী পরিমাণে।
তোমার প্রচার-কার্য্য দেখিত' সেখানে ॥১৭॥
লণ্ডনেতে 'ছাত্রাবাস' করিবারে চাও।
পরিপাটি যাতে হয় সে কথা বুঝাও ॥১৮॥
ম্লেচ্ছদেশে 'ছাত্রাবাস' হরিকথা-তরে।
এ সব মর্ম্মের কথা কে বুঝিতে পারে ॥১৯॥
এ সব বিরুদ্ধ অর্থ সমাধান করা।
খেলা নহে হেতুড়ের 'ন'কড়া-'ছ'কড়া ॥২০॥

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য

সবাই মিলিয়া বসি' যদি চিন্তা করে।
তবেই সুচারু হয় সে-সব প্রচারে ॥২১॥
তাই সে তোমার আজ্ঞা সবাই মিলিয়া।
প্রচারের কার্য্য-করা বাণীতে মজিয়া ॥২২॥
নকল করিতে গেলে বিপরীত ফল।
যতদিন যাবে সব হইবে বিকল ॥২৩॥
এখনও ফিরিয়া এসো প্রভুর আজ্ঞায়।
সকলে মিলিয়া মজি তাঁহার পূজায় ॥২৪॥
ফুল-ফল-মহোৎসবে পূজা নাহি হয়।
বাণীর সেবক যেই সেই ত পূজয় ॥২৫॥
বাণীর যে সেবা হয় সেহ শব্দব্রহ্ম।
ফিরিয়া আইস ভাই না করিহ দম্ভ ॥২৬॥
'কালীদাস নাগ' সেই মাষ্টার মশায়।
বলেছিল একদিন প্রকাশ্য সভায় ॥২৭॥
কলির মিশন হ'ল সারা পৃথ্বী জুড়ে।
মহাপ্রভুর সারকথা খাঁচার ভিতরে ?২৮॥

ছি ! ছি ! লোকলজ্জা নাই আমাদের ভাই ।
ব্যবসাদারী চালে করি শিষ্যের বড়াই ॥২৯॥
প্রভু তাই ব'লেছিল প্রচার করিবারে ।
কনিষ্ঠ ঢুকুক শুধু ঘণ্টা নাড়িবারে ॥৩০॥

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য

এ সব নহে প্রভুর প্রচারের রীতি ।
এ সব করেছে গুরু-গোঁসাইর জাতি ॥৩১॥
কিন্তু চেয়ে দেখ কিবা দুর্দ্দশা হয়েছে ।
বিষয়ী হইয়া সবে প্রচার ছেড়েছে ॥৩২॥
মন্দিরেও তালাবন্ধ হয়েছে আরম্ভ ।
ভাগবত-প্রচার কর, না কর বিলম্ব ॥৩৩॥
মেদিনীর মধ্যে আছে একটি মেদিনী ।
কিংবা শব্দ যায় তব অসম ভেদিনী ॥৩৪॥
'মোল্লার দৌড় তাই মস্‌জিদ্ পর্য্যন্ত' ।
এসব প্রচারকার্য্য আজি কর অন্ত ॥৩৫॥
আসমুদ্র মেদিনীপার ব্রহ্মাণ্ড-ভেদিনী ।
সকলে মিলিয়া কর প্রচার-বাহিনী ॥৩৬॥
তবে সে প্রভুর পূজার হবে পরিপাটি ।
আজই প্রতিজ্ঞা কর ছাড় কুটি-নাটি ॥৩৭॥
আজই একত্র হয়ে করহ মন্তব্য ।
পাঁচে মিলি বিচারহ কি করা কর্ত্তব্য ॥৩৮॥
ত্যাগী হইয়াছ ভাই, কর সবে ত্যাগ ।
'বাণী'-ত্যাগ কর যদি কিসের বিরাগ ?৩৯॥
'গুরু-ভোগী,' 'গুরু-ত্যাগী' দুই ত অসার ।
'গুরু-সেবী' হলে পর বুঝিবে বিচার ॥৪০॥ (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ

শ্রীব্যাসপূজা

শ্রীব্যাসপূজা বা গুরুপূজা একই তাৎপর্য্যপর। আমরা শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবতে দেখিতে পাই, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর দ্বারা ব্যাসপূজা করাইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু একদিন নিত্যানন্দ প্রভুকে ডাকিয়া বলিলেন,—ওহে নিত্যানন্দ, পৌর্ণমাসীতে তোমার শ্রীব্যাসের পূজা কোথায় অনুষ্ঠিত হইবে? তদুত্তরে নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাসপ্রভুকে দেখাইয়া দিলেন। মহাপ্রভু শ্রীবাসকে ডাকিয়া বলিলেন,—আজ তোমার গৃহে ব্যাসপূজার অনুষ্ঠান হইবে। শ্রীবাসপ্রভু আনন্দের সহিত পদ্ধতি-পুস্তকানুসারে শ্রীব্যাসপূজার অনুষ্ঠান করিলেন। চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ হরিসংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন; শ্রীবাস-প্রভুর পৌরোহিত্যে ব্যাসপূজা সমাপ্তি হইলে পুষ্পাঞ্জলির সময়ে শ্রীবাসপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে বলিলেন,—

শুন শুন নিত্যানন্দ, এই মালা ধর।
বচন প'ড়িয়া ব্যাসদেবে নমস্কর॥
শাস্ত্রবিধি আছে, মালা আপনে সে দিবা।
ব্যাস তুষ্ট হৈলে সর্ব্ব অভীষ্ট পাইবা॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ৫।৮৪-৮৫)

শ্রীবাস-প্রভু শ্রীব্যাস পূজনার্থ পুষ্পমালা নিত্যানন্দ প্রভুর হস্তে দিবার পর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিতে থাকিলে, শ্রীবাস প্রভু এ-বিষয়ে মহাপ্রভুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে সেই মালা শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর গলদেশে অর্পণ করিলেন। স্বয়ং ভগবান শচীনন্দন গৌরহরি এইরূপ আচরণ করিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দের দ্বারা জগৎকে শ্রীব্যাসপূজা-বিধি শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীব্যাস যাঁহার শক্ত্যাবেশাবতার, সেই মূলতত্ত্বকে পূজা করিয়া শ্রীনিত্যানন্দের ব্যাসপূজা সমাপ্ত হইল।

প্রতি বৎসরই গুরু-বৈষ্ণববৃন্দের নিকট হইতে শ্রীব্যাসপূজা সম্বন্ধে বহু তথ্য শ্রবণের সৌভাগ্য হয়। তাঁহাদের উপদেশে জানিতে পারি,—চন্দনলিপ্ত পুষ্প-মাল্য-ভার ব্যাসপূজার প্রকৃত উপায়ন নহে অথবা আড়ম্বর-সহকারে ঢাক-ঢোল বাজাইলেই ব্যাসপূজা হয় না; শ্রীব্যাসের অথবা ব্যাসানুগ শ্রৌতপন্থী শ্রীগুরু-বর্গের গুণগাথা কীর্ত্তন করাই প্রকৃত ব্যাসপূজা এবং অমানী-মানদ ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত গুরুদাসই সেই বাণী কীর্ত্তনের একমাত্র অধিকারী। শ্রৌত-গুরু-পারম্পর্য্য স্বীকারই তত্ত্ব-বস্তুলাভের একমাত্র উপায়। বেদকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের

মুখ হইতে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা প্রথমে সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। চতুর্ম্মুখের হৃদয়োদ্ভাসিত তত্ত্বসমূহ শ্রীনারদ শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীনারদের নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস এবং শ্রীব্যাসের কৃপায় তদীয় যোগ্যতম অধস্তন গণের মাধ্যমে উক্ত তত্ত্ব আমাদের নিকট প্রকাশিত।

বিবিধ যতি-সম্প্রদায়ে ভিন্ন ভিন্ন শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতি প্রচলিত আছে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যে ব্যাসপূজা-পদ্ধতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই পদ্ধতি-অনুসারে শ্রীব্যাসদেবের অনুগত-সম্প্রদায় বৈয়াসকিগণ ও তদনুগত শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত সমিতির সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী-সেবকবৃন্দ প্রতি বর্ষে মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়া হইতে মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথি পর্য্যন্ত বিপুল উৎসাহের সহিত শ্রীব্যাসপূজার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবে স্বীয় প্রকাশাবতারসমূহ, শক্তি, ভক্ত—সকল তত্ত্বই অবস্থিত। সুতরাং মূল-তত্ত্বের পূজাতেই সকলের পূজা হইয়া যায়, শ্রীব্যাস-পূজা সকল আশ্রমীরই অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রীব্যাসদেব বা শ্রীগুরুদেব পরিতুষ্ট হইলেই শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হন। জড়বিষয়-সুখে যাহারা মত্ত, তাহারা কখনও শ্রীব্যাস-পূজার গূঢ় তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারেন না।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ"। আচার্য্যকে আমার স্বরূপ জানিবে, কখনও তাঁহাকে মরণশীল মানব-বুদ্ধি করিবে না। শ্রীগুরুদেবের হৃদয়েই ভগবান্ অবস্থান করেন। তাঁহার আনুগত্য ব্যতীত জীবের অন্যকোন গতি নাই। শ্রীব্যাস-গুরুর আনুগত্য ব্যতীত কখনও কৃষ্ণকৃপা লাভ হয় না। শ্রীব্যাসানুগ জনই প্রকৃত শুদ্ধ ভক্ত।

আজকাল অনেকেই শ্রীব্যাসানুগত্যে উদাসীন হইয়া স্ব-স্ব-কল্পিত মত প্রদর্শন করিতে গিয়া প্রকৃত শ্রৌতপথ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিবর্ত্তবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। তাহাদের মনঃকল্পিত বিচারধারা সম্পূর্ণ ব্যাসানুগত্যের পরি-পন্থী। বেদকর্ত্তা ভগবান্ শব্দার্থরূপে, শ্রীবৈষ্ণবরূপে ও শ্রীগুরুরূপে জীবের নিকট আবির্ভূত হন। সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনাত্মক জ্ঞানের দ্বারা সেই বেদময় পুরুষকে জানা যায়। অক্ষজজ্ঞান বা ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে জানিতে গেলে নির্ব্বিশেষ-বিচার আসিয়া গ্রাস করে। শাস্ত্র বলেন—"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ"। আচার্য্য হইতে লব্ধদীক্ষ ব্যক্তিই পরম-পুরুষ ভগবানকে জানিতে সমর্থ হন। জড়-বিশেষকেই যাহারা প্রাধান্যে স্থাপন করেন, তাহারা অদ্বয়-জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণরূপ সবিশেষ-তত্ত্বকে পরিহারপূর্ব্বক নির্বিশেষবাদের চরম পন্থায় উপস্থিত হন। বাস্তবসত্য পরতত্ত্ব হইতে তাঁহারা বহুদূরে চলিয়া যান।

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বেদকে ত্রিবিধ বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ঋক্, সাম্, যজুঃ এই ত্রিবিধ বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য-লাভে অসমর্থ হইয়া জীব কর্ম্ম-কাণ্ডে আবদ্ধ হয়। নির্ব্বিশেষ-বাদিগণের মতে গুরু-লঘু প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের নিত্যত্ব না থাকায়, তাহারা শ্রীবেদ-ব্যাসকে গুরুরূপে বরণ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। শ্রীমদ্ব্যাসের তাৎপর্য্য উপলব্ধিতে অসমর্থ হইয়া যে-সকল প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ প্রকৃতিবাদ অবলম্বনপূর্ব্বক পরমেশ্বরের সেবারহিত হন এবং আপনাদিগকে স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরহিত বলিয়া মনে করেন, তাহাদের সহিত মত-বৈষম্য স্থাপনপূর্ব্বক শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য শ্রীব্যাস-অধস্তনগণের শ্রেষ্ঠ অধিকার—শ্রীগুরুদাস্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তাই মধ্বাচার্য্যের কথা আমরা গুরু-পরম্পরার মধ্যে দেখিতে পাই। পঞ্চোপাসক বা মায়াবাদিগণের মধ্যে যে ব্যাসপূজার আড়ম্বর শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে অহমিকার বিচারই প্রবল। শুদ্ধাভক্তির অভাব-হেতু তাহাদিগের দ্বারা ব্যাসপূজা কখনও সুষ্ঠুভাবে সাধিত হয় না। জড়ভোগ-নিবৃত্ত হইলেই সংসার-চক্রে ভ্রাম্যমাণ জীবের আচার্য্য-চরণে আশ্রয় গ্রহণের সুযোগ লাভ হয়। এই আচার্য্য-চরণাশ্রয়কেই ভাষান্তরে শ্রীব্যাসপূজা কহে।

—শ্রৌতপথাশ্রয়াকাঙ্ক্ষী **শ্রীশ্রীহরি ব্রহ্মচারী**

দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম

চাতুর্ব্বর্ণ্য বা বর্ণধর্ম্ম

(১)

উপনয়নকে বর্ণধর্ম্ম বলে, উপনীত বর্ণের ভিক্ষা-দণ্ডাদি-ধারণকে আশ্রম-ধর্ম্ম কহে এবং তাহাদিগের মুঞ্জময়ী মেখলাদি ধারণকে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বলা হয়। "ধর্ম্মন্তু সাক্ষাদ্ভগবৎ-প্রণীতম্" (ভাঃ ৬।৩।১৯), "ধর্ম্মস্য বক্তাহং কর্ত্তা তদনুমোদিতা" (ভাঃ ১০।৬৯।৪০) ইত্যাদি বচন হইতে জানা যায় যে, সত্য ধর্ম্মটী সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রণীত ; স্বয়ং ভগবানই ধর্ম্মের বক্তা, কর্ত্তা ও অনুমন্তা। ধর্ম্মের মূলকারণ—শ্রীবিষ্ণু। সত্য, দয়া, তপস্যাদি ত্রিংশৎ লক্ষণসম্পন্ন পরমধর্ম্মই 'সনাতন ধর্ম্ম' বলিয়া কথিত।

মানবগণের নৈমিত্তিক-কাম্য-কর্ম্মাদি সাধারণ ধর্ম্ম জাগতিক বিচারে আবদ্ধ। পরম মঙ্গল লাভ করিতে হইলে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য যে ভক্তি-তাৎপর্য্য তাহাই অনুষ্ঠেয়। আদিযুগে কেবল ভগবদুপাসনা-ধর্ম্মই মুখ্য ছিল। আচার-

লক্ষণ-ধর্ম্ম বা গুণগত-বিচার পরে প্রচলিত হয়। কল্পের আদিতে সত্যযুগে সকলেই শ্রীহরির উপাসনা-তৎপর ছিলেন; জন্ম মাত্রই তাঁহারা কৃতকৃত্য হইতেন, এজন্য সত্যযুগের অপর নাম ছিল 'কৃতযুগ'। তখন প্রণবই একমাত্র বেদ, নারায়ণই একমাত্র সেব্য-দেবতা এবং 'হংস'ই একমাত্র বর্ণ ছিল। তখন তপঃ, শৌচ, দয়া ও সত্য—এই চতুষ্পাদ-ধর্ম্ম পূর্ণরূপে বিরাজিত ছিল। সত্যযুগে সকলেই নির্ম্মল-হৃদয় ও তপঃ-পরায়ণ ছিলেন এবং একাগ্রচিত্তে তপস্যা দ্বারাই তাঁহারা উপাস্য-তত্ত্বকে লাভ করিতেন।

ত্রেতাযুগ প্রবৃত্ত হইলে একপাদ ধর্ম্ম লুপ্ত হয় এবং ত্রিপাদ-ধর্ম্মে ঋক্, সাম, যজুঃ—এই ত্রয়ী বেদ প্রকাশিত হয়; হোতা, উদ্গাতা ও অধ্বর্য্যু—ত্রিবিধরূপে যজ্ঞরূপী ভগবান্ আবির্ভূত হন। তখন বিরাট্-পুরুষের মুখ হইতে বর্ণ-ধর্ম্ম-লক্ষযুক্ত ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পাদদেশ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হয়।

মুখ-বাহূরু-পাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো যজ্জিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥ (ভাঃ ১১।৫।২)

আদিপুরুষ ভগবান্ বিষ্ণুর শ্রীমুখ হইতে সত্ত্বগুণে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে সত্ত্ব-রজগুণে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে রজ-তমোগুণে বৈশ্য এবং পদ হইতে তমোগুণে শূদ্র সৃষ্ট হয়। ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি-আশ্রমও তাঁহা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় ভগবান্ বর্ণ-বিভাগ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ-কর্ম্ম-বিভাগশঃ।"

গুণ-কর্ম্ম-বিভাগপূর্ব্বক বর্ণ-চতুষ্টয় ভগবানই সৃজন করিয়াছেন। জগতে তিনি ছাড়া আর কেহ কর্ত্তা নাই, অতএব বর্ণ ও বর্ণ-ধর্ম্মের কর্ত্তা তিনি ব্যতীত আর কেহই নয়। ঋক্-সংহিতা ৮।৪।১৯, শুক্ল যজুর্ব্বেদ ৩৪।১১, অথর্ব্ববেদ ১৯।৬।৬ শ্লোকের' "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ', ভাঃ ২।৫।৩৭ শ্লোকের "পুরুষস্য মুখং ব্রহ্ম", ভাঃ ৩।৬।৩০-৩৩ শ্লোকের "মুখতোঽবর্ত্তত ব্রহ্ম পুরুষস্য কুরুদ্বহ", "তস্যাং জাতঃ পুরা শূদ্রো যদ্বৃত্ত্যা তুষ্যতে হরিঃ" এবং ভাঃ ৭।১১ অধ্যায়ে চারি বর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায়।

শম, দম, তপঃ, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, ভগবানে ভক্তি, দয়া, সত্য—এইসকল ব্রাহ্মণের স্বভাব। তেজ, বল, ধৈর্য্য, প্রভাব, সহিষ্ণুতা, উদারতা, উদ্যম, স্থৈর্য্য, ব্রাহ্মণ-ভক্তি ও ঐশ্বর্য্য—এইসকল ক্ষত্রিয়-প্রকৃতি। আস্তিক্য, দাননিষ্ঠা, দম্ভশূন্যতা, ব্রাহ্মণ-সেবা ও ধনবৃদ্ধিতে অসন্তোষ—এইসকল বৈশ্য-

প্রকৃতি। অকপটে দেব-দ্বিজ ও গো-সেবা এবং উক্ত সেবার লব্ধ-ধনাদি দ্বারাই সন্তোষলাভ—এইসকল শূদ্রগণের প্রকৃতি।

পতি-শুশ্রূষা, তাঁহার অনুকূলতা, পতি-বন্ধুগণের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সর্ব্বদা ব্রতাদি-ধারণ—এই চারিটী পতিব্রতা স্ত্রীগণের লক্ষণ। ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণা সাধ্বী স্ত্রী নিত্য অলঙ্কৃত, শুদ্ধ পরিচ্ছদে ভূষিতা হইয়া সম্মার্জ্জন, উপলেপন দ্বারা গৃহোপকরণের শুদ্ধি সম্পাদন, গৃহ মণ্ডন, সুগন্ধীকরণ, হরি-পরায়ণ পতির অনুকূলা নানাবিধ ইচ্ছা, বিনয়, দম, সত্য, হিতজনক বাক্য ও প্রীতিদ্বারা সেবা করিবে। ভক্তিমতী স্ত্রী যথালাভে সন্তুষ্টা, অলুব্ধা, নিপুণা, ধর্ম্মজ্ঞা, সত্য-প্রিয়-ব্যাদিনী, সাবধানা, শুচি ও স্নেহযুক্তা হইয়া পাতকশূন্য পতির সেবা করিবে।

অন্তেবসায়ী চণ্ডাল এবং অচৌর ও নিষ্পাপ অন্ত্যজ প্রভৃতির স্ব-স্ব-কুল পরম্পরা-প্রাপ্ত বৃত্তি হইয়া থাকে। অশৌচ, অসত্য, চৌর্য্য, নাস্তিক্য, বৃথা কলহ, কাম, ক্রোধ ও তৃষ্ণা—এইগুলি বর্ণাশ্রমবিহীন নীচ-লোকের প্রকৃতি। (ক্রমশঃ)

—শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন

দ্বাদশ-বর্ষ

প্রাগৈতিহাসিক যুগে যে সাহিত্য প্রচলিত ছিল, সে-সাহিত্যের প্রচলন আমাদের দেশে আজও প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। সেই সাহিত্যের কিঞ্চিৎ সংস্কার করা হয় বলিয়া তাহাকে সংস্কৃত-সাহিত্য বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। তাহাই শ্রৌত-সাহিত্যের আনুগত্য লাভ করিয়া নিজ ধারা সম্পাদন করিয়াছে। পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী মাহেশ আদি মহাপুরুষগণ যে ধারা প্রচলন করিয়াছেন, বর্ত্তমান সংস্কৃত-সাহিত্য-জগৎ তাহা অনুসরণ করিতেছেন। এই অনুসরণ-পদ্ধতির মধ্যেও বিভিন্ন মতভেদ পরিলক্ষিত হইতেছে। মতভেদী সাহিত্য বা চিন্তা জগতের উন্নতির মূল কারণ।

ক্রমোন্নতিশীল-চিন্তা-জগতের দিকে লক্ষ্য করিলে যেমন হৃদয়ে একটা আনন্দের উৎস উদ্বেলিত হয়, তেমনই ক্রমাধোগতি-চিন্তা দৌর্ব্বল্যের বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষিপ্র প্রসরণশীল হৃদয়ে ঔদাসীন্যের সূচিভেদ অন্ধতমের আবাহন করিতেছে। এই উভয় প্রগতির মধ্যে পরস্পর বৈশিষ্ট্য থাকিলেও একের অভাবে অন্যের অনধিষ্ঠান দার্শনিক-জগতে স্বীকৃত হয় না। কারণ উভয়ই গতি; নিম্নগতির সংজ্ঞা নিরূপণ করিতে হইলে ঊর্দ্ধগতির স্থিতি নিতান্ত আবশ্যক। আবার ঊর্দ্ধগতির সংজ্ঞা নিরূপণ করিতে হইলে নিম্নগতির অধিষ্ঠান অবশ্যই

স্বীকার করিতে হয়। আমরা প্রাচীন প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগের ঐতিহ্য হইতে জানিতে পারি, অসুরকুলেও সুরপতির আবির্ভাব হইয়াছে। হিরণ্যকশিপুর গৃহে প্রহ্লাদ মহারাজই তাহার দৃষ্টান্ত। কলিযুগের প্রারম্ভে বা দ্বাপরের অন্তিম-দশায় যে শ্রীমদ্ভাগবত বেদব্যাস-কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল, আমরা সেই গ্রন্থ-সম্রাট্ বা শাস্ত্রকুল-চূড়ামণি উপনিষদ্-উপজীব্য গ্রন্থের সপ্তম স্কন্ধে দেখিতে পাই, অনাহ্লাদ-স্বরূপ হিরণ্যকশিপুর আত্মজরূপে প্রহ্লাদ-মহারাজের আবির্ভাব হইয়াছে। সুতরাং বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের সমাবেশ অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার অতিমর্ত্ত্য দার্শনিক চিন্তা-প্রসূত কল্যাণকল্পতরুর সুপক্ক ফলের বৃন্ত-স্বরূপ লিখিয়াছেন—

চিজ্জড়ের দ্বৈত যিনি করেন স্থাপন, জড়ীয় কুতর্ক-বলে হায়!
ভ্রমজাল তা'র বুদ্ধি করে আচ্ছাদন, বিজ্ঞান-আলোক নাহি তায় ॥১॥

চিত্তত্ত্বে আদর্শ বলি' জানে যেই জনে, জড়ে অনুকৃতি বলি' মানি।
তাহার বিজ্ঞান শুদ্ধ-রহস্য সাধনে, সমর্থ বলিয়া আমি জানি ॥২॥

(গৌঃ গীতিগুচ্ছ ২য় খণ্ড, ১৭৫ পৃঃ)

সুতরাং ঊর্দ্ধাধঃ উভয় প্রগতিই এক বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষিপ্রগতি। গ্রন্থসম্রাট্ শ্রীমদ্ভাগবত প্রহ্লাদ-মহারাজের উপাখ্যানে অর্থাৎ সপ্তম স্কন্ধে আমাদিগকে যে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, তাহাই অপার্থিব জগতের অতিমর্ত্ত্য সম্রাট্-সরণী। কতকগুলি ধূর্ত্ত লোক ভাগবতের মর্য্যাদায় হতশ্রী হইয়া ঈর্ষাবশে অকালে মনিষী-সজ্জায় সজ্জিত হইতে চাহে। আমরা এই শ্রেণীর ভণ্ড-তপস্বী বা বৈড়ালবতী অকাল মনিষীকে ন্যায়-কোবিদের অন্ধকার-গর্ত্তে চিরতরে প্রোথিত করিয়া যবন-সমাধি প্রদান করিতে প্রস্তুত হইয়াছি।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার দ্বাদশ বর্ষ একটি শুভ বর্ষ। দ্বাদশসংখ্যা প্রাচীনতম শিক্ষা-সাহিত্যে একটি অভিনব শুভ সংখ্যা। এই দ্বাদশ সংখ্যা নবগুণিত হইলে 'অষ্টোত্তর-শতনাম' আর একটি সর্ব্বোত্তম সংখ্যা প্রকাশ করিয়া থাকে। শ্রীল বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবত রচনাকালে ষষ্ঠ স্কন্ধে দ্বাদশ-বৈষ্ণবের স্মরণ করিয়া তন্মধ্যে প্রহ্লাদ-মহারাজের বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়া ব্যাসানুগত্যে ভাগবতের উল্লিখিত দ্বাদশ বৈষ্ণবের অর্চ্চন করিবেন। এই দ্বাদশ বর্ষ গৌড়ীয়-পত্রিকা দ্বাদশ বৈষ্ণবের মতানুসরণ করিয়া তাঁহার পারমার্থিক জীবনের আচার ও প্রচার করিবেন। দ্বাদশ-বৈষ্ণব, যথা—

স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্॥
(ভাঃ ৬।৩।২০)

উক্ত দ্বাদশ বৈষ্ণবের অন্যতম প্রহ্লাদ-মহারাজ সপ্তম স্কন্ধে যে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবধা ভক্তির কথা তাঁহার পিতাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, ভগবন্নাম সেই দ্বাদশ বৈষ্ণবগণের দ্বারা নবধা ভক্তির নবগুণান্বিত হইয়া অষ্টোত্তর-শত সংখ্যায় শম্ভু প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের দ্বারা কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার বর্ত্তমান বর্ষে ইহাই আদর্শ।

গৌর-লীলায় শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের উচ্চস্বরে কীর্ত্তিত অষ্টোত্তর-শত সংখ্যায় ও অসংখ্যায় মহামন্ত্র কীর্ত্তনই সর্ব্ব জীবের একমাত্র জীবাতু। এই হরিদাস ঠাকুরকে কেহ কেহ সেই প্রহ্লাদ-মহারাজের অবতার বলিয়া থাকেন। যাঁহারা এইরূপ বলেন, তাহারা বোধ হয় মায়িক কালের উপর নির্ভর করিয়াই অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই কাল-পর্য্যায়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই সাধারণ কালক্ষোভ্য মর্ত্ত্য-জীবগণকে শিক্ষা দিয়াছেন বা দিতেছেন। কিন্তু লীলার নিত্যত্ব স্বীকার করিলে তাহাতে কালক্ষোভ্য ধর্ম্ম প্রবেশ করিতে পারে না। নিত্য বলিলে বর্ত্তমান বুঝায়। অতীত ও ভবিষ্যৎ নিত্যত্বের ব্যাঘাত-কারক। সুতরাং নিত্য গৌরলীলা কলির কালক্ষোভ্য ধর্ম্মে আবৃত বা প্রকাশ-যোগ্য নহে। প্রহ্লাদ-মহারাজ যে-প্রকার নিত্যতত্ত্ব, শ্রীল হরিদাস ঠাকুরও তদ্রূপ। সুতরাং হরিদাস ঠাকুর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছেন, কিম্বা প্রহ্লাদ মহারাজ পরে আবির্ভূত হইয়াছেন, এইরূপ সংশয় বা পূর্ব্বপক্ষের স্থান নাই। দার্শনিক চিন্তারাজ্যে এবং পর-তত্ত্বের পারতম্য লক্ষ্য করিলে আংশিক বিকাশ হইতে পারতম্যের আদিত্ব অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে। সুতরাং গৌরসুন্দর পরতত্ত্ব বলিয়া সর্ব্বত্র স্বীকৃত আছেন। তাঁহার লীলাবিলাস সহায়ক পারিষদবর্গকেও আদি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাই হরিদাস ঠাকুরের অবতার-স্বরূপ প্রহ্লাদ-মহারাজের শিক্ষাই আমাদের বর্ত্তমান বর্ষের আদর্শ।

আমরা এই পত্রিকার পাঠক-পাঠিকাবর্গের পাদসরোজ-যুগলের বন্দনান্তে জয় গান করিতেছি এবং গললগ্নীকৃতবাসে সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা জানাইতেছি, তাঁহার অনুকূল ভাবে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা পাঠ, কীর্ত্তন ও অনুশীলন করুন্। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা পাঠের ফল শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠের ফল-স্বরূপ। সুতরাং—

"শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাত আদৃতো বানুমোদিতঃ।
সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্ম্মো দেব-বিশ্বদ্রুহোঽপি হি॥১২॥"

বিশেষ দ্রষ্টব্য

১৯৫৬ সালের ১২শে জুন তাং-এ প্রকাশিত ভারত সরকারের The Registration of Newspapers (Central) Rules, 1956" আইনের অষ্টম রুল অনুযায়ী জানাইতেছি যে,—

(১) শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা নামক মাসিক পত্রিকাখানি শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী) পশ্চিম-বঙ্গ হইতে প্রকাশিত হয়। (২) পত্রিকাখানি প্রতি বাংলা মাসের শেষ তারিখে অর্থাৎ প্রতি-মাসে একবার প্রকাশিত হয়। (৩) উক্ত পত্রিকার মুদ্রণকারীর নাম —শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী ওরফে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ। জাতি—হিন্দু, গৌড়ীয় সারস্বত ব্রাহ্মণ। ঠিকানা— শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া, (হুগলী) পশ্চিম-বঙ্গ। (৪) প্রকাশক—ঐ। (৫) সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ। জাতি—হিন্দু, সারস্বত গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ। ঠিকানা— ঐ। (৬) শ্রীপত্রিকার স্বত্ত্বাধিকারী—শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিপক্ষে উহার প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ। এই সমিতি এখনও রেজিষ্ট্রী হয় নাই।

আমি ভক্তিবেদান্ত বামন এতদ্দ্বারা প্রকাশ করিতেছি যে, উপরি-লিখিত বিষয়গুলি আমার যথাসম্ভব জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য। ইতি— ৩০শে ফাল্গুন, ১৩৬৬। ইং—১৪।৩।৬০।

স্বাঃ—শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন,
প্রকাশক

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত ধারায়
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্ত্তৃক প্রকাশিত
বিশুদ্ধ সারস্বত
শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা
ইহাতে বৈষ্ণব-ব্রতোৎসবাদি যাবতীয় দিন 'শ্রীহরিভক্তি-বিলাস'-মতে বিশুদ্ধ-বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণব মাত্রেরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য।
মূল্য—১·০০ টাকা—শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।



নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১২শ বর্ষ | অনিরুদ্ধ, ২ মধুসূদন, ৪৭৪ গৌরাব্দ
বুধবার, ৩০ চৈত্র, ১৩৬৬ ; ইং ১৩।৪।৬০ | ২য় সংখ্যা

সানুবাদং

রুক্মিণীদেবী-কৃতং "শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্তোত্র-ত্রয়োদশকম্"

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষষ্টিতমেঽধ্যায়ে—৩৪-৪৬)

শ্রীরুক্মিণ্যুবাচ—

নন্বেবমেতদরবিন্দ-বিলোচনাহ
যদ্বৈ ভবান্ ভগবতোঽসদৃশী বিভূম্নঃ।
ক্ব স্বে মহিম্ন্যভিরতো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ
ক্বাহং গুণ-প্রকৃতিরজ্ঞ-গৃহীতপাদা ॥ ৩৪ ॥

(নিজ-শয্যায় সুখোপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে সখীগণের সহিত চামর-ব্যজন-সহকারে সেবা করিতে থাকিলে ভগবান্ লক্ষ্মী-স্বরূপিণী অনন্যগতি রুক্মিণী-দেবীকে তিনি দেবীর অযোগ্য, জরাসন্ধাদি রাজগণের ভয়ে সমুদ্রগর্ভে আশ্রয়-গ্রহণকারী, রাজসিংহাসন-ত্যাগী, অজ্ঞাত-আচরণকারী

ও লৌকিক-পন্থার অননুবর্ত্তনশীল, নিষ্কিঞ্চনপ্রিয় অতএব ধনিগণের অনারাধ্য, ভিক্ষুক-প্রসংশিত, গুণহীন, দেহ-গেহাদিতে উদাসীন, স্ত্রী-পুত্র-ধনাদি বিষয়ে কামনাশূন্য, আত্মানন্দী, নিষ্ক্রিয় প্রভৃতি বাক্যে পরিহাস করিলে প্রিয়তমের এতাদৃশ অশ্রুতপূর্ব্ব অপ্রিয়বচন-শ্রবণে দেবী পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন,—)

হে কমল-নয়ন ! অনন্ত-অদ্ভুত-মাহাত্ম্য, গুণ ও সৌন্দর্য্যাদি-পরিপূর্ণ আপনি আমাকে আপনার অসমানা বলিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃই যথার্থ, যেহেতু স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত, ব্রহ্মাদি-দেবত্রয়ের অধীশ্বর, সর্ব্বৈশ্বর্য্য-শালী আপনি কোথায় ? আর মূঢ়জন-বন্দিতপদ ত্রিগুণস্বভাবা আমিই বা কোথায় ? ॥ ৩৪ ॥

সত্যং ভয়াদিব গুণেভ্য উরুক্রমান্তঃ
শেতে সমুদ্র উপলম্ভনমাত্র আত্মা।
নিত্যং কদিন্দ্রিয়গণৈঃ কৃতবিগ্রহস্ত্বং
ত্বৎসেবকৈর্নৃপপদং বিধৃতং তমোঽন্ধম্ ॥ ৩৫ ॥

হে মহাপরাক্রম ! চৈতন্যময় আপনি বিষয়াসক্ত রাজগণের ভয়েই যেন সমুদ্রতুল্য অগাধ জীব-হৃদয়ে পরমাত্মরূপে শয়ান রহিয়াছেন, অতএব আপনি রাজগণের ভয়ে সমুদ্রে পলায়ন করিয়াছেন, এই কথা যথার্থই বলিয়াছেন। বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়পরায়ণগণের সহিত সর্ব্বদাই আপনার বিরোধ রহিয়াছে, অতএব মহাবল রিপুগণের সহিত আপনি সর্ব্বদা বিদ্বেষরত—এইরূপ কথাও সত্যই বলিয়াছেন। আপনি যে বলিয়াছেন—আমরা রাজসিংহাসন প্রায় ত্যাগ করিয়াছি তাহাও সুসঙ্গত, যেহেতু অবিবেকবহুল অন্ধকারপ্রায় রাজপদ আপনার সেবকগণই পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥

ত্বৎপাদপদ্ম-মকরন্দজুষাং মুনিনাং
বর্ত্মাস্ফুটং নৃ-পশুভির্নু দুর্ব্বিভাব্যম্।
যস্মাদলৌকিকমিবেহিতমীশ্বরস্য
ভূমংস্তবেহিতমথো অনু যে ভবন্তম্ ॥ ৩৬ ॥

হে প্রভো, আপনি যে লৌকিকপন্থার অনুবর্ত্তী নহেন এবং অজ্ঞাত আচরণসমূহ ধারণ করেন বলিয়াছেন, তাহাও যথার্থ; যেহেতু ভবদীয় পদকমল-মকরন্দসেবী মুনিজনের নিকটেও আপনার আচরণসমূহ অপ্রকাশিত রহিয়াছে, সুতরাং নরাকৃতি পশুগণের পক্ষে উহা নিশ্চয়ই দুর্ব্বোধ্য; বিশেষতঃ হে ভূমন, যে ভক্তগণ আপনার অনুবর্ত্তন করেন, তাঁহাদের আচরণই অলৌকিক বলিয়া প্রতিভাত হয়; সুতরাং নিখিল জগতের অধীশ্বর আপনার আচরণ অলৌকিক না হইবে কেন? ॥৩৬॥

নিষ্কিঞ্চনো নন্বু ভবান্ ন যতোঽস্তি কিঞ্চিদ্-
যস্মৈ বলিং বলিভুজোঽপি হরন্ত্যজাদ্যাঃ।
ন ত্বা বিদন্ত্যসুতৃপোঽন্তকমাঢ্যতান্ধাঃ
প্রেষ্ঠো ভবান্ বলিভুজামপি তেঽপি তুভ্যম্ ॥ ৩৭ ॥

হে ভগবন্, আপনি—"আমরা নিষ্কিঞ্চন" ইত্যাদি যে-সমুদয় বাক্য বলিয়াছেন, তাহাও যথার্থ। যেহেতু, অন্যের নিকট হইতে যাঁহারা পূজা লাভ করেন, সেই ব্রহ্মাদিও যাঁহার পূজা করেন, তাদৃশ আপনি ব্যতিরেকে আর কিঞ্চিৎ বস্তু না থাকায় আপনি নিষ্কিঞ্চন স্বরূপ। আপনি ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রিয় এবং তাঁহারাও আপনার প্রিয়, সুতরাং আপনি যে, নিজকে 'নিষ্কিঞ্চন-জনপ্রিয়' বলিয়াছেন তাহা নিজেই বিবেচনা করুন। আপনি যে বলিয়াছেন, ধনিগণ প্রায়ই আমার পূজা করে না, তাহা যথার্থ; যেহেতু, তাহারা আঢ্যতাবশতঃ অন্ধ হইয়া অন্তকরূপী আপনাকে জানিতে না পারিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণেই রত হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

ত্বং বৈ সমস্ত-পুরুষার্থময়ঃ ফলাত্মা
যদ্বাঞ্ছয়া সুমতয়ো বিসৃজন্তি কৃৎস্নম্।
তেষাং বিভো সমুচিতো ভবতঃ সমাজঃ
পুংসঃ স্ত্রিয়াশ্চ রতয়োঃ সুখ-দুঃখিনোর্ন ॥ ৩৮ ॥

হে সর্ব্বেশ্বর, আপনি নিখিল পুরুষার্থময় এবং ফলাত্মা। আপনার লাভের জন্য সুধী পুরুষগণ নিখিল বিষয় উপেক্ষা করিয়া থাকেন,

অতএব আপনার সহিত তাদৃশ পুরুষগণেরই সম্বন্ধ সুসঙ্গত, পরস্পর আসক্ত সুখ-দুঃখভাগী পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের আপনার সহিত সম্বন্ধ সমুচিত হয় না ॥ ৩৮ ॥

ত্বং ন্যস্তদণ্ড-মুনিভির্গদিতানুভাব
আত্মাত্মদশ্চ জগতামিতি মে বৃতোঽসি।
হিত্বা ভবদ্ভ্রুব উদীরিত-কালবেগ-
ধ্বস্তাশিষোঽব্জ-ভব-নাকপতীন্ কুতোঽন্যে ॥ ৩৯ ॥

ত্যক্তদণ্ড মুনিগণই আপনার অনুভাব অবগত আছেন। আপনি জগতের অন্তর্যামী এবং আপনার ভজনকারিগণকে আপনাকে পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকেন,—ইহা জানিয়াই আমি আপনার ভ্রূসঞ্জাত কালবেগে বিনষ্ট-আশীষ ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে বরণ করিয়াছি ॥ ৩৯ ॥

জাড্যং বচস্তব গদাগ্রজ যস্তু ভূপান্
বিদ্রাব্য শার্ঙ্গ নিনদেন জহর্থ মাং ত্বম্।
সিংহো যথা স্ববলিমীশ পশূন্ স্বভাগং
তেভ্যো ভয়াদ্যদুদধিং শরণং প্রপন্নঃ ॥ ৪০ ॥

হে কৃষ্ণ, হে ঈশ, সিংহ যেরূপ ইতর প্রাণিদিগকে পরাজিত করিয়া নিজ ভোজ্য হরণ করে, সেইরূপ আপনিও ধনুর্নিনাদে রাজগণকে পরাভূত করিয়া নিজভোগ্যা আমাকে হরণ করিয়াছিলেন, অতএব আপনি ঐ রাজগণের ভয়ে সমুদ্রে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, একথা অসঙ্গত ॥৪০॥

যদ্বাঞ্ছয়া নৃপশিখামণয়োঽঙ্গ-বৈন্য-
জায়ন্ত-নাহুষ-গয়াদয় ঐকপত্যম্।
রাজ্যং বিসৃজ্য বিবিশুর্বনমম্বুজাক্ষ
সীদন্তি তেঽনুপদবীং ত ইহাস্থিতাঃ কিম্ ॥৪১॥

হে কমললোচন, যাঁহার ভজন কামনায় অঙ্গ, পৃথু, ভরত, যযাতি ও গয় প্রভৃতি উত্তম নরপতিগণ একচ্ছত্র রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বনে

গমন করিয়াছিলেন ; সেই আপনার মার্গ অনুসরণ করিয়া উক্ত রাজগণ ক্লেশগ্রস্ত হইয়াছিলেন কি ? ॥৪১॥

কান্যং শ্রয়েত তব পাদসরোজ-গন্ধ-
মাঘ্রায় সম্মুখরিতং জনতাপবর্গম্ ।
লক্ষ্ম্যালয়ন্ত্বিগণয্য গুণালয়স্য
মর্ত্ত্যা সদোরুভয়মর্থবিবিক্ত-দৃষ্টিঃ ॥৪২॥

নিখিল গুণাশ্রয় আপনার পাদপদ্মসৌরভ আত্মারাম পুরুষগণেরও প্রশংসিত, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীরও সেব্য এবং জনসমূহেরও মোক্ষ স্বরূপ। মনুষ্য-লোকে কোন্ রমণী একবার উহা লাভ করিলে তাহার অনাদর-পূর্ব্বক অর্থকামনায় নিরন্তর মহাভয়গ্রস্ত মরণশীল পুরুষান্তরের আশ্রয় করিতে পারে ?৪২॥

তং ত্বানুরূপমভজং জগতামধীশ-
মাত্মানমত্র চ পরত্র চ কামপূরম্ ।
স্যান্ম তবাঙ্ঘ্রিররণং স্মৃতিভির্ভ্রমন্ত্যা
যো বৈ ভজন্তমুপযাত্যনৃতাপবর্গঃ ॥৪৩॥

অতএব আমি সর্ব্বতোভাবে অনুকূল, জগদীশ্বর, সর্ব্বান্তর্যামী এবং ইহলোক ও পরলোকে সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদাতা আপনাকে আশ্রয় করিয়াছি। আপনি সেবকগণের সংসার-বন্ধন বিনাশপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আপনার নিকট গ্রহণ করিয়া থাকেন। তজ্জন্য আপনার এই পাদপদ্ম জন্ম জন্মান্তরেও আমার শরণ হউক ॥৪৩॥

তস্যাঃ স্যুরচ্যুত নৃপা ভবতোপদিষ্টাঃ
স্ত্রীণাং গৃহেষু খর-গো-শ্ব-বিড়াল-ভৃত্যাঃ ।
যৎকর্ণমূলমরিকর্ষণ নোপযায়াদ্-
যুষ্মৎকথা মৃড়-বিরিঞ্চিসভাসু গীতা ॥ ৪৪ ॥

হে শত্রুবিনাশন, অচ্যুত ! ব্রহ্মা-মহেশ্বরের সভায় নিরন্তর কীর্ত্তিত ভবদীয় চরিত-বৃত্তান্ত যে নারীর কর্ণপ্রান্তে উপস্থিত হয় নাই, তাদৃশ রমণীজনের গৃহে গর্দ্দভ, গো, অশ্ব, বিড়াল ও ভৃত্যের ন্যায় অবস্থিত পূর্ব্ব-কথিত রাজগণকেই তাহারা পতিরূপে প্রাপ্ত হউক ॥৪৪॥

ত্বক্-শ্মশ্রু-রোম-নখ কেশ-পিনদ্ধমন্ত-
র্ম্মাংসাস্থি-রক্ত-কৃমি-বিট্-কফ-পিত্ত-বাতম্।
জীবচ্ছবং ভজতি কান্তমতির্বিমূঢ়া
যা তে পদাব্জ-মকরন্দমজিঘ্রতী স্ত্রী ॥৪৫॥

যে স্ত্রীলোক কখনও ভবদীয় পদকমল-মকরন্দ আঘ্রাণ করে নাই, সেই রমণীই চর্ম্ম, শ্মশ্রু, রোম, নখ, কেশাচ্ছন্ন এবং অভ্যন্তরে মাংস, অস্থি, রক্ত, কৃমি, বিষ্ঠা, কফ, পিত্ত, বায়ুময় জীবিত শবতুল্য শরীরধারী পুরুষাধমকে স্বামী জ্ঞানে সেবা করিয়া থাকে ॥৪৫॥

অস্ত্বম্বুজাক্ষ মম তে চরণানুরাগ
আত্মন্ রতস্য ময়ি চানতিরিক্ত-দৃষ্টেঃ।
যর্হ্যস্য বৃদ্ধয় উপাত্তরজোঽতিমাত্রো
মামীক্ষসে তদু হ নঃ পরমানুকম্পা ॥৪৬॥

হে কমললোচন, যদিও আপনি আমার প্রতি অন্যলোকসাধারণ দৃষ্টি-সম্পন্ন এবং আত্মানন্দে পরিতৃপ্ত, তথাপি আপনার শ্রীপাদপদ্মে আসক্তিই আমার পরম লাভ-স্বরূপ; বিশেষতঃ যৎকালে এই বিশ্বের বৃদ্ধির জন্য অতিমাত্র উৎকণ্ঠা অবলম্বনপূর্ব্বক আত্মারাম আপনি রমাশক্তি আমার প্রতি ঈক্ষণ করেন, তৎকালে উহাই আমার পক্ষে পরম অনুগ্রহ হইয়া থাকে ॥৪৬॥

ভোগবাদ ও ভক্তি

শ্রীমদ্ভাগবত নানাস্থানে ভগবদ্-বস্তুর স্বরূপ-বর্ণনে মুখ্য বিচারমুখে যে "অধোক্ষজ" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, সেই শব্দটির সম্যক্ বিশ্লেষণ শ্রীজীব-গোস্বামী প্রভুপাদের সন্দর্ভে উল্লিখিত আছে। যাঁহারা এই প্রধান লক্ষিতব্য বিষয়টির কৃপা লাভ করেন নাই, তাঁহারা স্বীয় অনর্থময় ভোগপরতায় ন্যূনাধিক আবদ্ধ আছেন।

যাঁহাদের সুনির্ম্মল আত্মা ভক্তিবিরোধী জড়শাক্তেয়-মতবাদপূর্ণ বিচারের প্রণালীতে ন্যূনাধিক কলুষিত হইয়াছে, তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের পরম নির্ম্মল চরিত্র আলোচনা করিবার যতই না কেন প্রয়াস করুন, হঠাৎ ঈশানকোণের

ঝঞ্ঝাবাত তাঁহাদের হৃদয়ের সুকোমল সেবা-প্রবৃত্তি চিরতরে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দিবে—ইহা ধ্রুব নিশ্চয়। ভোগপরতাই যাঁহাদের মুখ্য মূল, তাঁহারা ত্যাগ-পরতাকে প্রতিপক্ষ-জ্ঞানে ভোগোদ্দিষ্ট ব্যাপারকে 'ভক্তি' বলিয়া ভ্রমে পতিত হইবেন। এজন্যই পরম-করুণাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুকে ভক্তি-সংজ্ঞা শিক্ষা দিবার কালে অন্যাভিলাষিতাশূন্যা অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনময়ী আত্মবৃত্তিকে 'উত্তমা ভক্তি' বলিয়া সুদৃঢ় ধারণা করাইয়াছিলেন। সেই শ্রীরূপের অনুগ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবরাজেন্দ্র আচার্য্যপ্রবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর সুলেখনী হইতে আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশ-সমূহের যে সুগভীর তাৎপর্য্য অবগত হই, তাহা পরিণামে ন্যূনাধিক ভোগপরতায় একান্ত আদরের বিষয় হয় না।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের হার্দ্দিভাব বুঝিতে অসমর্থ হইয়া শ্রীমায়াপুর-নিবাসী জনৈক বিদ্যার্থী গোপীভজনের কথা বুঝিতে প্রয়াস করিয়াছিল। তৎকালে শ্রীগৌরসুন্দরের বিপুল ক্রোধলীলা নানা সরল-হৃদয় ব্যক্তির পরকালের উন্নতির ব্যাঘাত-স্তম্ভ হইয়াছিল। এই বিদ্যার্থীর অপরাধের মাত্রা অতি অল্প—ইহাই সাধারণের বিশ্বাস ; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে। যাঁহারা ভগবদ্ভক্তের অধিকারত্রয় আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, সর্ব্বোত্তমতা, মধ্যমতা ও কনিষ্ঠতা—এই তিন প্রকার আধিকারিকতা এক নহে। এজন্যই শাস্ত্র ভগবন্নামাদির ও ভগবদ্ ভজনের উপদেশ দিয়াছেন। এই আপাত-কনিষ্ঠাধিকারোচিত উপদেশকেই অন্তিম উপদেশ মনে করিয়া যাঁহারা বুদ্ধির হঠকারিতা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের বিচার-দৌর্ব্বল্যের ক্ষয় সাধন করিবার মানসে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব শ্রেষ্ঠ ভজনের বাধার বিরুদ্ধে উপদেশকের অতিমর্ত্ত্য স্বভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। সাধারণ অর্ব্বাচীন সম্প্রদায় তাহাদের সঙ্কীর্ণ জ্ঞান-দ্বারা বিচার করিলে বিদ্যার্থীর অপরাধের মাত্রা অল্প বলিয়াই বুঝিয়া থাকে। এইরূপ বিচারের অনুকরণকারী অতীক্ষ্ণধী ব্যক্তিগণ ভোগপরতাহেতু গোপাল চাপালের অপরাধসীমার পরতমতা লক্ষ্য করিতে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলেই তাঁহাদের স্বরূপ ঐকান্তিক ভক্তগণের বিচারে ধরা পড়িয়া যায়। অর্থাৎ ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তি-সকল ভগবৎপ্রসঙ্গ-বিমুখ হইয়া সংসার-সুখে প্রমত্ত হন এবং তাহাতে বিচরণ করাই তাঁহাদের গবেষণার তাৎপর্য্য বলিয়া মনে হয়।

গোপাল চাপাল উক্ত বিদ্যার্থী অপেক্ষাও অধিক অপরাধী। বিদ্যার্থী শ্রীগৌরসুন্দরকে আক্রমণ করিতে যায় নাই ; পরন্তু বিদ্যার্থীই শ্রীগৌরসুন্দর-

কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে গোপাল-চাপাল শ্রীগৌরসুন্দরের প্রাণাধিক ভক্ত শ্রীবাস-পণ্ডিতকে কামভোগপর কুবিলাসী পাষণ্ড সজাতীয়াশয় ভক্তিবিরোধী জনগণের সহিত সমতাযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য জ্ঞাত-সারেই চেষ্টাপরায়ণ হইয়াছিল। সুতরাং ঐ সকল অপবিত্র দ্রব্য—যাহা অন্যাভিলাষিতা-শূন্য শুদ্ধভক্তের স্পর্শমাত্র হইতেও সম্পূর্ণ সুদূরে অবস্থিত—সেই সকল দ্রব্য 'হাড়ি' ডাকাইয়া দূরে নিক্ষেপ করিবার কথা বর্ণনা ভগবদ্ভক্তের ভজনে যে একমাত্র আনুষ্ঠানিক কৃত্য—ইহা জনপ্রিয়তা-ধর্ম্মে আবদ্ধ জনগণের দৃষ্টির বৈষম্য-বিধানকারী।

যাঁহারা নিজে অন্যাভিলাষী বলিয়া অন্যাভিলাষিতার সর্ব্বতোভাবে গর্হণকে অনুমোদন করেন না, তাঁহারা অপ্রিয় সত্য গোপন করিয়া প্রিয়বাক্যদ্বারা আত্মপ্রতিষ্ঠা স্থাপনে তৎপর হন। তাঁহারা কোনও দিনই উত্তমা ভক্তি কাহাকে বলে বুঝিতে পারিবেন না। তাই বলিয়া আমরা এরূপ বলিতেছি না যে, ভক্তিবিরোধি-জনগণের শাস্তিবিধান-কল্পে অতি পরুষ ভাষায় তাঁহাদিগকে নিরস্ত করা উচিত।

শ্রীকবিরাজগোস্বামী পরমনিপুণ ভক্তিসিদ্ধান্তাচার্য্য শীল সনাতন গোস্বামীর কৃপাভাজন গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-শিরোমণি শ্রীল রূপেরই অনুগত। সুতরাং তাঁহার লিপি-নৈপুণ্য-সন্দর্শনে যাঁহাদের যোগ্যতা হয় নাই, তাঁহারাই "ছানি"-রোগ-দুষ্ট চক্ষে ঝাপ্‌সা দেখার ন্যায় মনে করিতে পারেন যে, শীল কবিরাজ গোস্বামীতে অনুদারতা প্রবেশ করিয়াছে এবং সম্ভবতঃ উহা কবিরাজ গোস্বামীর লেখা নহে।

জড়শক্তি-পরিণামবাদী ব্যক্তি চিচ্ছক্তি-পরিণামবাদের কথা ধারণা করিতে অসমর্থ। সুতরাং তিনি শাক্তেয় মতবাদের কোনপ্রকার অপ্রয়োজনীয়তা প্রদর্শিত হইতে দেখিলে সেই মতবাদ সংরক্ষণের জন্য নানাপ্রকার উত্তাপী শক্তির দাস্য করিতে সমুৎসুক হইয়া পড়েন।

প্রধান বিচার্য্য বিষয় এই যে—শ্রীল কবিরাজগোস্বামী প্রভু ভবানীপূজার দ্রব্যগুলি হাড়ির দ্বারা পরিষ্কার করাইবার ব্যবস্থার সত্য ঘটনাটি পরিবর্ত্তন করিয়া অন্যরূপে বর্ণন করিলেন না কেন? তদুত্তরে শ্রীল কৃষ্ণদাসের জনৈক ভৃত্যানুভৃত্য বলিতে চাহেন যে, ভগবদ্ভক্তের প্রতিকূলাচরণ করিবার উদ্দেশ্যে অমেধ্য ও অযোগ্য বস্তুসকল অন্যান্য বস্তুর সংযোগে পবিত্রতার নামে চালাইয়া দিয়া বিশুদ্ধসত্ত্বকে গুণান্তর্গত মিশ্রসত্ত্বে পরিণত করিবার যে আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা

জড়-শাক্তেয়-বিচার-পরায়ণগণ করিয়া থাকেন, তৎসমস্ত সাধারণের চক্ষে অর্থাৎ ভোগপর-দৃষ্টিতে তত অধিক দোষাবহ বলিয়া বোধ হয় না ; কিন্তু বস্তুশক্তি-জ্ঞানের প্রধান প্রতিপক্ষরূপ যে অপরাধকে অল্প বলিয়া বোধ হইতেছে, সেই অপরাধটুকুও অন্যাভিলাষীর উত্তমভক্তি-বিজ্ঞানে যাহাতে বাধা দিতে না পারে তজ্জন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি ১৭শ অধ্যায়ে গোপালচাপালের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়া স্বীয় অহৈতুকী অসীম দয়ারই পরিচয় দিয়াছেন।

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত * * মল্লিক এম্. এ., বি. এল মহাশয়ের সহিত আমরা একমত হইতে পারিলাম না। জনপ্রিয়তা-হানির আতঙ্কে পীড়িত হইয়া যাহাতে অন্য দেবতার ভক্তগণের কিঞ্চিন্মাত্র দুঃখ না হয়, তজ্জন্য সত্যঘটনাকে আবৃত করিবার চেষ্টা কোনওরূপেই শ্লাঘ্য নহে। যদি আচার্য্যপ্রবর শ্রীকবিরাজগোস্বামী প্রভু মল্লিক মহাশয়ের ন্যায় ভক্তিসদাচারে অনিপুণ জনগণের নিকট হইতে প্রশংসা লাভের আশায় মল্লিক মহাশয়ের অভিনব প্রস্তাবের অনুমোদন করিতেন, তাহা হইলে আমরা হয়ত মদ্য-মাংস ভিন্ন ভবানী-পূজার অন্য দ্রব্যগুলি শ্রীবাসের দ্বারে রাখিবার পক্ষপাতী হইতাম এবং শাক্তেয়-মতবাদ-বিচারপর ব্রাহ্মণের দ্বারা ঐ পূজা করাইয়া শ্রীবাসের চরণে ন্যূনাধিক অপরাধগ্রস্ত হইতাম। শুদ্ধভক্তি-সংরক্ষণের জন্য শ্রীরূপানুগ কবিরাজ-গোস্বামীর যে লিপিনৈপুণ্য, তাহাতে কোন দোষ প্রদর্শন করিতে গেলে আমরা শিহরিয়া উঠি। ভগবদ্ভক্ত লঙ্ঘনের তুল্য অপরাধ আর নাই।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

বৈরাগ্য

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৪ পৃষ্ঠার পর)

এই বৈরাগ্য-কাণ্ডে এখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞাগুলি অনুশীলন করিতেছি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (অন্ত্য ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)—

মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি প্রীত হন গৌর-ভগবান্ ॥

পুনরায় এই গ্রন্থের মধ্য ২৩শ পরিচ্ছেদে—

সনাতনের বৈরাগ্যে মহাপ্রভুর আনন্দ অপার।

* * * *

যুক্ত-বৈরাগ্য-স্থিতি সব শিখাইল।
শুষ্কবৈরাগ্য-জ্ঞান সব নিষেধিল ॥

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বলিয়াছেন—

বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজ-ভক্তি-যোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে অবশেষে (১২।১৩।১৮) লিখিয়াছেন ;—

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-সহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ ॥

এই শ্লোকেও জ্ঞান, বিরাগ ও ভক্তির ক্রিয়া দ্বারা যে নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত ক্রিয়াস্থিতি, তাহা কথিত হইল। বৈরাগ্য—সহজ-ভক্তির একটী অবান্তর ফল, তাহা বুঝিতে পারিলে আর বৈরাগ্যের জন্য পৃথক্ প্রয়াস থাকিতে পারে না। যাঁহারা ভক্তিতে স্থিতি লাভ না করিয়াই বৈরাগ্যের প্রয়াস করেন, তাঁহাদের জীবন বৃথা হইয়া পড়ে এবং অবশেষে উৎপাত আসিয়া তাঁহাদিগকে স্থানভ্রষ্ট করে ; যথা (ভাঃ ৩।২৩।৫৬) ;—

নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ ॥

দেহ-যাত্রার জন্য যত প্রকার কর্ম্ম করা যায় এবং সমাজ-যাত্রার জন্য যে সকল নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম্ম কৃত হইয়া থাকে, সেই সমস্ত যদি ধর্ম্ম-উদ্দেশে কৃত না হয়, তবে নিতান্ত হেয় ; ধর্ম্ম-উদ্দেশে কৃত হইলে কর্ম্মকে 'ধর্ম্ম' বলি। ঐ ধর্ম্ম যদি বিরাগের উদ্দেশে না করা যায়, তাহা হইলে তাহাও নিতান্ত হেয়। বিরাগের জন্য যদি ঐ সমস্ত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করা যায়, তখন ঐ ধর্ম্মকে 'বৈরাগ্য' বলি। বৈরাগ্যও যদি ভগবৎসেবার উদ্দেশ্যে না করা হয়, তাহাও নিতান্ত হেয়। সেইরূপ বৈরাগীকে জীবিত অবস্থায় শবতুল্য অকর্ম্মণ্য পুরুষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং মহাপ্রভুর প্রতিষ্ঠিত মতে ভগবদ্ভক্তির উদ্দেশ্যে অর্থাৎ ভক্তির অবান্তর ফলস্বরূপ জানিয়া বৈরাগ্য স্বীকার না করিলে

মঙ্গল নাই। সুতরাং বৈরাগ্য প্রয়োজনতত্ত্বে স্থান না পাইলেও তাহা সাধুলোকের অবশ্যলভ্য ধর্ম্মবিশেষ। ভক্তিমান্ পুরুষকে অবশ্য বৈরাগী হইতে হইবেই হইবে। যাঁহার যতটুকু ভক্তি, তাঁহার ততটুকু সহজ বৈরাগ্য। যে-স্থলে অধিক ভক্তি দেখা যায়, অথচ বৈরাগ্য নাই, সে স্থলেই মূলে ভক্তি-সম্বন্ধে নিশ্চয় সন্দেহ করিতে হইবে। ভক্তি যখন বিশেষ বল লাভ করেন, তখন বৈরাগ্যও প্রবল হইয়া ভক্তের সংসার ছেদন করেন। ক্রমে ক্রমে মায়াবন্ধন হইতে সহজ মুক্তি, নির্ব্বাণ বা ব্রহ্মসাযুজ্য আসিয়া উপস্থিত হয়। গীতায় বলিয়াছেন—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥

জড়-সম্বন্ধে নির্ব্বাণ বা ব্রহ্মসাযুজ্য হইবামাত্র ভক্তের ভক্তি ভাবাকারে উদিত হয়, তাহার নাম প্রেমভক্তি। যে মুক্তিটী উদিত হইল, তাহা ভক্তিতে নিতান্ত অনুগত হইয়া সন্তান বা নিতান্ত সেবকের ন্যায় কার্য্য করিতে লাগিল; বৈরাগ্য বা মুক্তি আর স্বতন্ত্র ধর্ম্মরূপে পরিলক্ষিত হইল না। কর্ম্মসকল যেরূপ নৈষ্কর্ম্ম্যরূপে পরিপাক হইয়া ভক্তি হইয়া যায়, সেইরূপ জ্ঞান ও বৈরাগ্য নিজ নিজ ক্রিয়ার পরিপাকে ভক্তির সহিত সারূপ্য ও ক্রমশঃ সাযুজ্য লাভ করে। ভক্তি—নিত্য, অনাদি ও অনন্ত। কর্ম্ম, বৈরাগ্য ও বিবেক—এ সকলই অনিত্য, সুতরাং নিত্যধর্ম্মে পরিণতি লাভ করে। এইরূপে কৃষ্ণে প্রেমভক্তি, কৃষ্ণেতর জীব-সকলকে কৃষ্ণদাস বলিয়া ভ্রাতৃজ্ঞান, কৃষ্ণেতর বস্তুতে বৈরাগ্য এবং কৃষ্ণ-প্রীতি-কামে কর্ম্মচেষ্টা—এই মাত্র স্থিতি হয়।

এখন কেহ কেহ এরূপ মনে করিতে পারেন যে, সংসারে অবস্থিত হইয়া বস্তুসিদ্ধি পর্য্যন্ত যদি এই সমস্ত সাধিত হইতে পারে, তবে কৌপীনাদি গ্রহণ করিবার প্রয়োজন কি? নিদাঘ, ঋভু, জনক, রামানন্দ, শ্রীবাসপণ্ডিত প্রভৃতির ন্যায় স্ত্রী-পুত্র লইয়া প্রেমভক্তির সাধন করিলেই যখন হয়, তখন পৃথক্ ত্যাগা-বস্থার প্রয়োজন কি? বৈরাগ্যক্রমে কিছু আহার্য্য-সংগ্রহ ও কিছু পরিমাণ অর্থেরও প্রয়োজন, তবে গার্হস্থ্য-ধর্ম্মে ও বৈরাগ্যাশ্রমে ভেদ কি? উত্তর এই যে, বৈরাগ্যাশ্রমে অনেকটা অর্থ-চেষ্টার লাঘব আছে। অল্পেই অভাব-মোচন হয়, নিরন্তর অর্থ-সঞ্চয়ের জন্য উদ্বেগ থাকে না। অকিঞ্চন-বেষে অনেকপ্রকার বস্ত্র-সংগ্রহের প্রয়োজন থাকে না। এই জন্যই সনাতন গোস্বামী ভেক গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্রভু তাঁহার সম্বন্ধে রামানন্দকে বলিয়াছিলেন;—

ইঁহার যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম সনাতন।
পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তাঁর সম ॥
তোমার যৈছে বিষয়ত্যাগ, তৈছে তার রীতি।
দৈন্য, বৈরাগ্য, পাণ্ডিত্য, তাহাতেই স্থিতি ॥
সনাতনে কহিল, তুমি যাহ বৃন্দাবন।
তোমার দুই ভাই তথা করিয়াছে গমন ॥
কাঁথা করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ।
বৃন্দাবনে আইসে তা'র করিহ পালন ॥

গৃহস্থাশ্রমে যে ভক্তি-বলে বৈরাগ্য সাধিত হয়, এ কথা সত্য বটে, তথাপি শ্রীমহাপ্রভু রঘুনাথকে এইরূপ বলিয়াছিলেন,—

প্রভু কহে,—"কৃষ্ণ-কৃপা বলিষ্ঠ সবা হৈতে।
তোমাকে কাড়িল বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্ত হৈতে ॥
তথাপি বিষয়ের স্বভাব হয় মহা-অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায় যাতে হয় ভববন্ধ ॥
হেন বিষয় হৈতে কৃষ্ণ উদ্ধারিল তোমা।
কহন না যায় কৃষ্ণ-কৃপার মহিমা ॥" (চৈঃ চঃ অন্ত্য ষষ্ঠ পঃ)

অবস্থা-বিশেষে সংসার ত্যাগপূর্ব্বক বৈরাগ্যাশ্রম গ্রহণ করা যে মহাপ্রভুর অভিপ্রায়, ইহাতে আর সংশয় কি? মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে ফল্গু-বৈরাগ্য পরিত্যাগ ও যুক্ত-বৈরাগ্যের স্বীকার করার যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। যুক্ত-বৈরাগ্য ও ফল্গু-বৈরাগ্যের ভেদ বিচার করিয়া না রাখিলে সংশয় দূর হয় না। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু যুক্ত-বৈরাগ্যের এই লক্ষণ করিয়াছেন—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

ফল্গু বৈরাগ্যের লক্ষণ, যথা—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণীয় সমস্ত বিষয়কে কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ করিয়া অনাসক্তভাবে যথাযোগ্য বিষয়-গ্রহণ করাকে 'যুক্তবৈরাগ্য' বলা যায়। ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতঃ বিষয়ে অবশ্য বিচরণ করিবে। কৃষ্ণার্চ্চন-পদ্ধতি, যাহা পূর্ব্ব-মহাত্মগণ বিধিবদ্ধ

করিয়াছেন, সেই সকল ক্রিয়ায় বিষয়কে কৃষ্ণসেবার উপকরণ করিয়া সরল-ভাবে যথাযোগ্য বিষয় গ্রহণ করিলে কৃষ্ণ-সংসারে থাকিয়া ক্রমশঃ বৈরাগ্য হইতে পারে।

পক্ষান্তরে, এই প্রকার হরিসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধিত বস্তুসকল ও ব্যক্তিগণকে প্রাপঞ্চিক বুদ্ধি করিয়া বিষয়-বন্ধ হইতে মুক্তির চেষ্টায় যে বৈরাগ্য-পন্থা গ্রহণ করা যায়, তাহাই ফল্গু-বৈরাগ্য। প্রথম সাধনকালে প্রপঞ্চ-সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া কি প্রকার সাধন হয় এবং সেই সাধন কতদিনই বা থাকিতে পারে? ফল পাইবার কোন আশা সে সাধনে নাই।

ভক্তি-বিকাশের ক্রম-বিচারেই একথা দেখা যাইবে। আদৌ সংসারী জীব কোন সুকৃতিক্রমে কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধা লাভ করেন। 'কৃষ্ণভক্তি আমার নিত্যধর্ম্ম এবং তদতিরিক্ত আমার নিত্যলাভ আর কিছুতেই নাই'—এইরূপ সাধু-উপদেশে যে বিশ্বাস, তাহার নাম শ্রদ্ধা। সেই শ্রদ্ধার উদয় হইলে সাধু-গুরু-সঙ্গ করিতে হয়। তাহাতে ভগবানের ভজন-শিক্ষা ক্রমশঃ হইয়া থাকে। নির্ব্বন্ধিনী মতির সহিত ভজন করিতে করিতে অনর্থ-সকল নিবৃত্ত হয়।

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
মায়ামুগ্ধস্য জীবস্য জ্ঞেয়োঽনর্থশ্চতুর্ব্বিধঃ।
হৃদ্দৌর্ব্বল্যঞ্চাপরাধোঽসতৃষ্ণা তত্ত্ববিভ্রমঃ॥
স্বতত্ত্বে পরতত্ত্বে চ সাধ্য-সাধন-তত্ত্বয়োঃ।
বিরোধি-বিষয়ে চৈব তত্ত্বভ্রমশ্চর্ব্বিধঃ॥
ঐহিকেষ্বেষণা পারত্রিকেষু চৈষণাঽশুভা।
ভুক্তিবাঞ্ছা মুমুক্ষা চ হ্যসতৃষ্ণা চতুর্ব্বিধাঃ।
কৃষ্ণনাম-স্বরূপেষু তদীয়-চিৎকণেষু চ।
জ্ঞেয়া বুধগণৈর্নিত্যমপরাধাশ্চতুর্ব্বিধাঃ॥
তুচ্ছাসক্তিঃ কুটীনাটী মাৎসর্য্যং স্বপ্রতিষ্ঠতা।
হৃদ্দৌর্ব্বল্যং বুধৈঃ শশ্বজ্জ্ঞেয়ং কিল চতুর্ব্বিধম্॥

এই সমস্ত অনর্থের মধ্যে স্বরূপবিভ্রমই প্রধান অবিদ্যা-বন্ধন কার্য্য। যথা, ভাগবতে (১১।২।৩৭) ;—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥

'আমি—অমুক শর্ম্মা, আমার কর্ম্ম এই এই বিষয় ভোগ'—এই যে জড়ে অহঙ্কার, ইহা হইতেই যত উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে। ভজন করিতে করিতে যে অহংকারের ক্রম-নিবৃত্তি, তাহাকে বৈরাগ্য বলি এবং ঐ অহঙ্কারের পূর্ণ-নিবৃত্তির নাম মুক্তি। সুতরাং মুক্তি ও বৈরাগ্য একই তত্ত্ব। ক্রম-গতিতে প্রথমে বৈরাগ্য ও চরমে মুক্তি হইয়া পড়ে। মুক্ত পুরুষেরই প্রেমভক্তি লাভ হইতে পারে।

এই ভয়ঙ্কর সংসার-বন্ধনকে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে ছেদন করা দুঃসাধ্য। সুতরাং ইতর-বিষয়ে যুক্তবৈরাগ্য না করিলে ভজন হয় না এবং ভজন না হইলেও প্রয়োজনসিদ্ধি হয় না। অবিচারিত বিধানের দ্বারা যাঁহারা সমস্ত সংসারবন্ধন ক্ষণেকে নাশ করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারাই ফল্গু-বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া চরমে নৈরাশ্য ভোগ করিতে থাকেন।

"এবং নির্ব্বিষয়ং চেতঃ ক্রমাদ্ভবতি নান্যথা।
ক্রমং বিসৃজ্য রভসাদারুরুক্ষুঃ পতত্যধঃ ॥"

ভজন-বিকাশ-ক্রম যিনি ভালরূপ বুঝিলেন না, তিনি অবশ্য আরুরুক্ষু অবস্থা হইতে অধঃপতিত হইবেন, ইহা নৈসর্গিক ধর্ম্ম। সুতরাং ভজনকারীর পক্ষে যুক্তবৈরাগ্য নিতান্ত অবলম্বনীয়। ভজনপক্ক হইতে হইতে দুইটী অবস্থায় সাধক কৌপীন ধারণপূর্ব্বক গেহত্যাগ করিতে পারেন। ভজন হইতেছে, কিন্তু সে-সময় গৃহ তাঁহার পক্ষে যদি ভজন-বিরোধী হয়, এ কথাটী সাধু সাধক সে-সময়ে স্বীয় সদ্‌বুদ্ধি এবং সদ্‌গুরূপদেশ আশ্রয়পূর্ব্বক বুঝিয়া লইবেন। আবার সম্পূর্ণ বিরাগ হইয়াছে, আর গৃহ ভাল লাগে না, এইরূপ স্থির বৈরাগ্য হৃদয়ে উদিত হইলে গৃহ ত্যাগ করিতে পারেন। কৃষ্ণ-ভজনের স্বভাব ও তাৎপর্য্য বুঝিয়া নির্ব্বন্ধিনী মতির সহিত যিনি ভজন আরম্ভ করেন, অতি অল্পকালের মধ্যে তাঁহার ভক্তিবিষয়িনী শ্রদ্ধা অনেকটা অনর্থহীন হইয়া পরে নিষ্ঠা হইয়া পড়ে ও নৈষ্ঠিকী ভক্তি হয়।

"সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ।
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিধ্যত্যেষামভীপ্সিতঃ ॥"

ভজন চলিতে লাগিল। চলিতে চলিতে অনর্থ আরও অধিক পরিষ্কৃত হওয়ায় ভক্তিবিষয়িনী নিষ্ঠা রুচি হইয়া পড়ে। ঐ প্রক্রিয়াক্রমে ভক্তিবিষয়িনী রুচি ক্রমশঃ আসক্তি হয়। ঐ প্রক্রিয়াক্রমে ভক্তিবিষয়িনী আসক্তি ভাবরূপা হয়। ঐ প্রক্রিয়াক্রমে ভক্তিবিষয়ক ভাব রতি হয়; ভাব-রতি ক্রমশঃ ঐ প্রকারে ভক্তিরস হয়। ইহাই ভক্তির বিকাশক্রম। সঙ্গে সঙ্গে বিরক্তি অর্থাৎ বৈরাগ্য ও জ্ঞান মুক্তিরূপে সহজে পরিণত হইয়া কৃষ্ণ-কৃপায় ভক্তির স্বরূপে সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। তখন অখণ্ড প্রেম পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উদিত হইয়া অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ স্বীয় জ্যোৎস্না বিস্তারপূর্ব্বক সাক্ষাৎ শ্রীব্রজ-রসকে উদয় করায়।

ভজনের বিকাশের স্বরূপ কি?—ইহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। কৃষ্ণ ও তদীয় সমস্ত পরিচয়—অপ্রাকৃত. পূর্ণ, সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব। জীব ঐ তত্ত্ব-সূর্য্যের কিরণ-কণ হইয়া সম্পূর্ণ আনন্দ ভোগ করিবার যোগ্য-পাত্র। সম্প্রতি জীবের মায়াবদ্ধ অবস্থায় স্বীয় স্বরূপ, কৃষ্ণস্বরূপ ও তদুভয়ের সংযোগ-স্বরূপ জৈব-জ্ঞানে বিপর্য্যয় ধর্ম্ম ভোগ করিতেছে। ঐ বিপর্য্যয়-ভাবটী দূরীভূত হইয়া স্বরূপ-ভাবের উদয় করার যে চেষ্টা, তাহার নাম সাধন-ভজন। উদয় হইলে ভাব-ভজন ও সম্পূর্ণ উদয় হইলে প্রেম-ভজন আসিয়া পড়ে।

সাধন-ভজন কেবল অপ্রাকৃত তত্ত্বানুসন্ধানরূপা চেষ্টা। বদ্ধজীবের যে লুক্কায়িত-প্রায় অপ্রাকৃত শুদ্ধভাব আছে, তাহাকে উদ্ঘাটন করিতে সাধনের দৃঢ় প্রবৃত্তি। এরূপ সাধন না করিলে জীব পুনরায় স্বীয় অপ্রাকৃত স্বভাব পাইতে পারে না। এই কার্য্যে কিছু শুদ্ধ চেষ্টা ও কিয়ৎ-পরিমাণে কৃষ্ণ-কৃপার প্রয়োজন। এই প্রক্রিয়াটী বাক্যের দ্বারা বর্ণন ও অবিদ্যা-বদ্ধ মনের দ্বারা চিন্তন করা দুঃসাধ্য হইয়াছে। সুকৃতিমান্ সাধক সদ্‌গুরুর ভক্তিভাব ও চরিত্র অনুসরণপূর্ব্বক যখন অত্রস্থ মায়িক দ্রব্য, দেশ, কাল, দেহ, চিন্তা, গৃহ, ভোজন, আচ্ছাদন ইত্যাদিতে অপ্রাকৃত ভাবকে মিশ্রিত করিয়া ভজন করেন তখন অকিঞ্চন হইয়া কৃষ্ণ-চরণে শরণাপত্তি সহকারে অকৈতব আত্ম-দুঃখ নিবেদন করেন। তখন কৃষ্ণকৃপা করিয়া অপ্রাকৃত তত্ত্বের স্ফূর্ত্তি করিয়া দেন। সেই তত্ত্বের আলোকে সাধকের অপ্রাকৃত চক্ষু ক্রমে উন্মীলিত হইয়া পড়ে। ব্রহ্ম-সংহিতায়, যথা—

অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপ-
মাদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ।

বেদেষু দুর্ল্লভমদুর্ল্লভমাত্মভক্তৌ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥
প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তি-বিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষ্বপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্য-গুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

এইরূপ কৃপা-দর্শন হইলে প্রকৃত অপ্রাকৃত ভজন হইতে থাকে ও বিকাশ সহজে হয়। বহির্ম্মুখ চেষ্টা, অসতৃষ্ণা, ঔদাসীন্য, জাড্য ও অসৎসঙ্গ—এইগুলি অপ্রাকৃত চেষ্টায় মহা-প্রতিবন্ধক। মূল কথা এই যে, **প্রাকৃত চেষ্টায় অপ্রাকৃত লাভ হয় না।** কৃষ্ণনির্ব্বন্ধিনী মতি থাকিলে অপ্রাকৃত দেশ-কাল-দ্রব্যেও কৃষ্ণনির্ব্বন্ধিনী চেষ্টা হইতে পারে; তদাশ্রয়ে প্রাথমিক ভজন হয়, কিন্তু প্রাথমিক ভজন-কালে সাধু-গুরু-কৃপায় যিনি কৃষ্ণ-নির্ব্বন্ধিনী মতিকে বরণ করিতে ইচ্ছা না করেন, তাঁহার আর উপায় নাই। এই জন্য বিশেষ যত্নসহকারে সদ্‌গুরু-বরণেই সমস্ত লাভ হয়। অসদ্‌গুরুর-বরণ-স্থলে কেবল নিষ্ফল লৌকিক সাধনমাত্র হইয়া থাকে। ভাগবতে (২।৭।৬৪) শ্রীশুকদেব দৃঢ়রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন;—

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রী-শূদ্র-হূণ-শবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রম-পরায়ণ-শীলশিক্ষা-
স্তির্য্যগ্‌জনা অপি কিমু শ্রুতিধারণা যে ॥

যাঁহারা বিশুদ্ধ সাধন-ভজন, সদ্‌গুরু ও সাধুসঙ্গকে অবহেলা করেন, তাঁহাদের ভজনের ফল লাভ হয় না। হৃদয় কঠিন হইয়া কৈতবযুক্ত হইয়া যায় এবং অপ্রাকৃত-ভাবকে স্পর্শ করে না; যথা শ্রীশুকবাক্যে (ভাঃ ২।৩।২৪);—

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্‌গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥

এখন বৈয়াগ্যাশ্রিত মহাত্মাদিগের ব্যবহৃতি সম্বন্ধে যে দুইটী আচার্য্য-শিক্ষা শাস্ত্রও-শিক্ষা পাওয়া যায়, তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি;—

শুনি' তুষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিল।
ভাল কৈলা বৈরাগীর ধর্ম্ম আচরিলা ॥

বৈরাগী করিবে সদা নামসঙ্কীর্ত্তন।
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন রক্ষণ॥
বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ॥
বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর ভরণ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥
গ্রাম্য-কথা না শুনিবে, গ্রাম্য-বার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না পরিবে, আর ভাল না খাইবে॥
অমানী মানদ কৃষ্ণ-নাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥

শাস্ত্রবাক্য, যথা ভাগবতে (১১।৭।৩৯)—

প্রাণবৃত্ত্যৈব সন্তুষ্যেন্মুনির্নৈবেন্দ্রিয়প্রিয়ৈঃ।
জ্ঞানং যথা ন নশ্যেত নাবকীর্য্যেত বাঙ্মনঃ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে শ্রীমন্মহাপ্রভু-বাক্য—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভব-সাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥
ন শিষ্যাননুবধ্নীত গ্রন্থান্নৈবাভ্যসেদ্বহূন্।
ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ ক্বচিৎ॥ (ভাঃ ৭।১৩।৮)
অলব্ধে বা বিনষ্টে বা ভক্ষ্যাচ্ছাদনসাধনে।
অবিক্লবমতির্ভূত্বা হরিমেব ধিয়া স্মরেৎ॥
শোকামর্ষাদিভির্ভাবৈরাক্রান্তং যস্য মানসম্।
কথং তত্র মুকুন্দস্য স্ফূর্ত্তিসম্ভাবনা ভবেৎ॥ (পদ্মপুরাণ-বচন)
যাবতা স্যাৎ স্বনির্ব্বাহঃ স্বীকুর্য্যাত্তাবদর্থবিৎ।

তাৎপর্য্য এই যে, বৈরাগ্য-চিহ্ন কৌপীন গ্রহণানন্তর বনবাস বা ভক্তদিগের দেবালয় কিম্বা বিশুদ্ধতীর্থে বাস, বিষয়িসঙ্গ-পরিত্যাগ এবং প্রত্যহ কৃষ্ণ যাহা দেন, তাহাতেই দেহযাত্রা-নির্ব্বাহ করিয়া দিনযাপন, অসঞ্চয় ও যথালাভে সন্তুষ্ট হওয়া আবশ্যক এবং কাহারও সহিত অন্যপ্রকার রঙ্গ না করিয়া দিবা-রাত্র কৃষ্ণকীর্ত্তন করা প্রয়োজন। মৃত্যু হইলে দেহের কি হইবে, সে বিষয়ে চিন্তা করা উচিত নহে।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

পরদুঃখদুঃখী জগদ্‌গুরু ব্যাসাভিন্ন

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের

ষড়শীতিতম আবির্ভাব-তিথিতে

"বৈশিষ্ট্যাষ্টক"

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩২ পৃষ্ঠার পর)

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য

একলা ঈশ্বর হয়ে যদি ধন বাড়ে।
জড়ের প্রতিষ্ঠা সেই সাধু তাহা ছাড়ে ॥ ৪১ ॥

তোমার কনক ভাই ভোগের জনক।
প্রভুপাদ বলেছেন সেকথা অথক ॥ ৪২ ॥

তোমার সম্পত্তি ছাড় প্রচারের তরে।
একত্রে বসিয়া কর বিশেষ বিচারে ॥ ৪৩ ॥

স্বয়ং ভগবান্ কহে একলা আমার।
নাহি বল সবে মিলি করহ প্রচার ॥ ৪৪ ॥

প্রভুপাদ বলিয়াছেন সেই বাণী শেষ।
প্রযত্ন করহ তাহে অশেষ বিশেষ ॥ ৪৫ ॥

অন্যথায় বৃথাশ্রম সব পণ্ড হবে।
সাধু সাবধান হও পশ্চাতে পস্তাবে ॥ ৫৬ ॥

এমন কি কঠিন কার্য্য একত্র মিলিতে ?
কেনই বা এত কথা হতেছে বলিতে ? ? ৫৭ ॥

ছাড় জিদ কর হিত সময় যে নাই।
শুভ-মিলিবার তিথি এস সব ভাই ॥ ৫৮ ॥

ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য

ঘরে ঘরে মঠ সব স্থাপিতে যে হবে।
পৃথিবীর কোণে কোণে কবে সে যাইবে ?? ॥ ৫৯ ॥

হাইকোর্টের জজ হবে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব।
তিলকের শোভা হবে সবার বৈভব ॥ ৬০ ॥

বৈষ্ণব সে ভোট লয়ে রাষ্ট্রপতি হবে।
প্রচার সর্ব্বত্র ভাই প্রসারিত হবে ॥ ৬১ ॥

ভগবানের সম্পত্তি অসুর লুটে খায়।
নিরীহ প্রজাগণ সব করে হায় হায় ॥ ৬২ ।
অসুরের 'প্লান' চায় তাদের ঠকাতে।
গোধূম বিকায় মণ বত্রিশ টাকাতে ॥ ৬৩ ॥
লোহার শালার খুলে উদর ভরাবে ?
ক্ষুধার তাড়নে সব ঘাস-অষ্ঠি খাবে ॥ ৬৪ ॥
দু'পয়সার সূতা গলায় ব্রাহ্মণ বলাবে।
গেরুয়ার পোষাকমাত্র সন্ন্যাসীর হবে ॥ ৬৫ ॥
গৃহী ভিক্ষা করে সন্ন্যাসীর কাছে।
কোটি কোটি টাকা ব্যাঙ্কে সন্ন্যাসীর আছে ॥ ৬৬ ॥
কলির প্রভাব বাড়ে যত দিন যায়।
কলিহত জীব সব করে হায় হায় ॥ ৬৭ ॥
দশহাজার গো-হত্যা হয় প্রতিদিন।
অমেধ্য ভোজন করে 'লীড়ার' প্রবীণ ॥ ৬৮ ॥
মাটিয়া বুদ্ধির লোক দিনে দিনে বাড়ে।
পতি-পত্নীর সম্পর্ক সব এক কথায় ছাড়ে ॥ ৬৯ ॥
পিশাচ হইল লোক কলির প্রভাবে।
লোক-দুঃখী বৈষ্ণবের কৃপার অভাবে ॥ ৭০ ॥

সপ্তম বৈশিষ্ট্য

পরদুঃখী হয় বৈষ্ণব প্রসিদ্ধ।
সেই খ্যাতি হবে সব প্রচারে প্রবৃদ্ধ ॥ ৭১ ॥
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণভক্তি জাগিলে সবার।
আপনি পালাবে কলি করি' হাহাকার ॥ ৭২ ॥
'প্রাণিনামুপকারায়' মহাপ্রভু-বাণী।
ইহকাল-পরকাল সুখের সে খনি ॥ ৭৩ ॥
এত কাজ পড়ে আছে তোমাদের হাতে।
একত্রে মিলিয়া কার্য্য করহ তাহাতে ॥ ৭৪ ॥
বাসুদেব বিপ্র বলে প্রভুরে নমিয়া।
সকল জীবেরে দাও উদ্ধার করিয়া ॥ ৭৫ ॥
তাদের সব পাপ-তাপ মো-হীনেরে দাও।
দুঃখী জীবের দুঃখ তুমি সে ঘুচাও ॥ ৭৬ ॥

সেই ত বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ পর-দুঃখে দুঃখী।
আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তি যাহে নহে তারা সুখী ॥ ৭৭ ॥

কি দয়া করিতে পারে অবৈষ্ণব-জন!
অপরাধী হয় মাত্র "দরিদ্র-নারায়ণ" !! ৭৮ ॥

বিজ্ঞান-সম্মত সেই বৈষ্ণবের দয়া।
বৈষ্ণব-বিহীন ভূমে মায়া-দুরত্যয়া ॥ ৭৯ ॥

বিষ্ণু-বৈষ্ণব-রাজ্য যদি ধরায় হয়।
তবেই সে সুখী লোক মুনি-ঋষি কয় ॥ ৮০ ॥

অষ্টম বৈশিষ্ট্য

কেন লোক কাঁদে সব রামরাজ্য তরে?
একমাত্র কারণ সেই বিষ্ণুরাজ্য করে ॥ ৮১ ॥

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরে বসায় রাজ-সিংহাসনে।
ধনে-ধান্যে পূর্ণ ধরা বৈষ্ণবের গুণে ॥ ৮২ ॥

নদ-নদী বৃক্ষ-মাঠ গিরি ভরপুর।
দুগ্ধবতী গাভী দুগ্ধে ভাসায় প্রচুর ॥ ৮৩ ॥

পশু-পক্ষী জীব-জন্তু হিংসা নাহি করে।
বৈষ্ণবী রাজ্যের বিধি প্রসিদ্ধ সংসারে ॥ ৮৪ ॥

সকলে আনন্দে মগ্ন হরিগুণ গায়।
দেখিয়া বৈষ্ণব হৃদয় আনন্দে নাচয় ॥ ৮৫ ॥

কৃষ্ণভক্তি গন্ধহীন বিষয় বেভার।
ভরিয়া গিয়াছে আজ জগত সংসার ॥ ৮৬ ॥

অথচ শান্তি তারা করে অন্বেষণ।
প্রচারের দ্বারা তাহা করহ পূরণ ॥ ৮৭ ॥

আজিকার দিনে ভাই কোটিবদ্ধ হও।
প্রচারের দ্বারে হত জীবেরে বাঁচাও ॥ ৮৮ ॥

শ্রীল প্রভুপাদ! তুমি আজি কর দয়া।
এবার করুণা কর হইয়া অমায়া ॥ ৮৯ ॥

স্বতন্ত্রতা যার যত হোক জলাঞ্জলি।
দীন 'অভয়' দেয় আজি সে অঞ্জলি ॥ ৯০ ॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ

উপনিষদ্-বাণী

(ছান্দোগ্য ৭)

উপমন্যুর পুত্র প্রাচীনশাল, পুলুষের পুত্র সত্যযজ্ঞ, ভল্লবির পৌত্র ইন্দ্রদ্যুম্ন, শর্করাক্ষের পুত্র জন এবং অশ্বতরাক্ষের পুত্র বুড়িল—সকলেই মহাগৃহস্থ ও পরম শ্রোত্রিয় ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল—আত্মা কে এবং ব্রহ্ম কে? তাঁহারা অরুণের পুত্র উদ্দালকের নিকট গমন করিলে উদ্দালক সকলকে লইয়া রাজা অশ্বপতির নিকট উপস্থিত হয়। অশ্বপতি পূর্ব্বোক্ত ঋষিগণকে ধনদ্বারা প্রলোভিত করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহারা সমিৎপাণি হইয়া রাজার নিকট তত্ত্বজিজ্ঞাসা করেন।

রাজা উহাদিগকে ক্রমশঃ উপদেশ করেন—যাঁহারা দ্যুলোকস্থিত সুতেজা-বৈশ্বানরের উপাসনা করেন, তাঁহাদের কুলে সুতাদি দৃষ্ট হয়, অন্ন প্রাপ্তি ও প্রিয়দর্শন প্রাপ্তি ঘটে এবং তাঁহারা ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন হন। এই সুতেজা-বৈশ্বানর আত্মার মস্তক।

২য় উপদেশ—আদিত্যকে বিশ্বরূপ বৈশ্বানর আত্মা বলে। উহা আত্মার নেত্র। এই আত্মার উপাসনা করিলে বংশে বিশ্বরূপ সাধন দৃষ্ট হয়। খচ্চরযুক্ত রথ ও কণ্ঠে হারবিশিষ্ট বহু দাসী প্রাপ্তি হয়। আর বংশ প্রিয়দর্শন এবং ব্রহ্মতেজঃ-সম্পন্ন হয়।

৩য় উপদেশ—বায়ু পৃথগ্বর্ত্মা বৈশ্বানর আত্মা। তাহার উপাসনা দ্বারা পৃথক্ পৃথক উপহার, রথ, অন্ন ও প্রিয়দর্শন প্রাপ্তি হয়। আর কুলে ব্রহ্মতেজ হয়। বায়ু আত্মার প্রাণ।

৪র্থ উপদেশ—আকাশ বহুল-সংজ্ঞক বৈশ্বানর আত্মা। তদুপাসনায় বহুল ধন ও প্রজা প্রাপ্তি ঘটে। উহা আত্মার মধ্যভাগ। উহার উপাসকগণেরও অন্ন, প্রিয়দর্শন ও ব্রহ্মতেজ প্রাপ্তি হয়।

৪র্থ উপদেশ—জল রয়ি-সংজ্ঞক বৈশ্বানর আত্মা এবং আত্মার বস্তি। উহার উপাসনাফলে ধনবান ও পুষ্টিমান হয় এবং বংশে ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন ব্যক্তি জন্মে।

৫ম উপদেশ—পৃথিবী প্রতিষ্ঠা-সংজ্ঞক বৈশ্বানর আত্মা এবং আত্মার চরণ। তদুপাসনাফলে প্রজা ও পশুপ্রাপ্তি হয়, এবং কুলে প্রিয়দর্শন ও ব্রহ্মতেজঃ-সম্পন্ন ব্যক্তি জন্মে।

৬ষ্ঠ উপদেশ—ভোজনকালে 'প্রাণায় স্বাহা', 'ব্যানায় স্বাহা', 'অপানায় স্বাহা', 'সমানায় স্বাহা' ও 'উদানায় স্বাহা' মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ভোজন করা

কর্ত্তব্য। প্রাণের তৃপ্তিতে নেত্রেন্দ্রিয়-তৃপ্তি, তদ্দ্বারা তদধিষ্ঠাতা সূর্য্যের তৃপ্তি ও দ্যুলোক-তৃপ্তি। সূর্য্য দ্যুলোকে অধিষ্ঠিত। সূর্য্যের তৃপ্তিতে ভোক্তার প্রজা, পশু, অন্নাদি এবং ব্রহ্মতেজ দ্বারা তৃপ্তি হয়। ব্যানের তৃপ্তিতে কর্ণেন্দ্রিয় তৃপ্তি, দিক্‌সকল ও চন্দ্রমার তৃপ্তি ও তৎফলে ভোক্তার প্রজা, পশু, অন্নাদি ও ব্রহ্মতেজ লাভ হয়। অপানের তৃপ্তিতে বাক্-ইন্দ্রিয়, অগ্নি, পৃথিবী এবং পৃথিবী ও অগ্নিতে অধিষ্ঠিত সকল প্রাণীর তৃপ্তি ঘটে। তৎফলে ভোক্তার প্রজা, পশু, ব্রহ্মতেজাদি লাভ হয়। সমানের তৃপ্তিতে মন, পর্জ্জন্য, বিদ্যুৎ এবং পর্জ্জন্য ও বিদ্যুতে অধিষ্ঠিত প্রাণী-মাত্রেরই তৃপ্তি হয় এবং ভোক্তা পূর্ব্ববৎ তেজঃসম্পন্ন হয়।

উদানের তৃপ্তিতে ত্বক, আকাশ, বায়ু এবং আকাশ ও বায়ুতে অধিষ্ঠিত সকল প্রাণীর তর্পণ হয় এবং ভোক্তা প্রজাদিসম্পন্ন হয়। এবিষয়ে প্রধান জ্ঞাতব্য এই যে, বৈশ্বানর-বিদ্যা না জানিয়া ভোজনাদি কার্য্যের ফলে প্রজ্বলিত অগ্নির পরিবর্ত্তে ভস্মে ঘৃতাহুতি হয় মাত্র। আর তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি চণ্ডালকে উচ্ছিষ্ট প্রদান করিলে তাহাও আত্মার আহুতি-স্বরূপ হয়। জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ সকল প্রাণীই অগ্নিহোত্রের উপাসনা করে, কিন্তু অজ্ঞতা ও বিজ্ঞতা-ফলে পৃথক্ ফল লাভ হয়।

অরুণের পৌত্র সুপ্রসিদ্ধ শ্বেতকেতু দ্বাদশবর্ষ ব্রহ্মচর্য্য পালন ও বেদাধ্যয়ন করিয়া পণ্ডিতাভিমানী ও অবিনীতভাবে গৃহে প্রত্যাগমন করিলে তাহাকে পিতা জিজ্ঞাসা করেন,—তুমি যে-প্রকার পাণ্ডিত্যাভিমান ও দুর্বিনীত ভাব লইয়া আসিলে তুমি কি সেই আদেশের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, যে আদেশের জ্ঞান লাভ হইলে অমত মত হয় এবং অবিজ্ঞাত বিশেষরূপে জ্ঞাত হয়? পুত্র তদ্‌বিষয়ে অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া ঐ আদেশের পরিচয় জানিবার প্রার্থনা করায় পিতা আরুণি পুত্রকে উপদেশ করেন,—সৃষ্টির পূর্ব্বে সর্ব্বাগ্রে একমাত্র অদ্বিতীয় সৎপদার্থ ছিলেন। তিনি বহু হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁহার ঈক্ষণ-প্রভাবে তেজ, জল, অন্ন, আণ্ডজ, জরায়ুজ, উদ্ভিজ্জাদি প্রাণীর উৎপত্তি হয়। তৎপরে তিনি জীবাত্মার ত্রিবৃৎ প্রকাশ ও নামরূপে অভিব্যক্তির ইচ্ছা করেন। অগ্নির লোহিত রূপই তেজ, শুক্লরূপ জল এবং কৃষ্ণরূপ অন্নরূপে অভিব্যক্ত। আদিত্যের লোহিতরূপ তেজ, শুক্লরূপ জল এবং কৃষ্ণরূপ অন্ন নামে ব্যক্ত। চন্দ্রের লোহিতরূপ তেজ, শুক্লরূপ জল এবং কৃষ্ণরূপ অন্ন বলিয়া ব্যক্ত। বিদ্যুতেরও লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণরূপ যথাক্রমে তেজ, জল ও অন্নরূপে ব্যক্ত। এই ত্রিবৃৎকরণ জ্ঞান হইলে বংশে কাহারও অশ্রুত অমত বা অবিজ্ঞাত কিছুই

থাকে না। ইহা জানা কর্ত্তব্য যে, একমাত্র সৎপুরুষ পরমেশ্বরেরই ঐ ত্রিবৃৎ-প্রকাশ।

খাদ্যদ্রব্য ভক্ষিত হইলে ভক্ষিত অন্ন তিনরূপে পরিণত হয়। তাহার স্থূল অংশ মল, মধ্যমাংশ মাংস ও সূক্ষ্ম অংশ মনরূপে পরিণত হয়। পান করা জলও তিন প্রকারে পরিণত হয়—স্থূল ভাগ মূত্র, মধ্যম ভাগ রক্ত এবং সূক্ষ্মাংশ প্রাণ।

ভক্ষিত ঘৃতাদির তেজ পদার্থেরও তিনপ্রকার পরিণতি—স্থূল অংশ অস্থি, মধ্যমাংশ মজ্জা এবং সূক্ষ্মাংশ বাক্। অতএব মন অন্নময়, প্রাণ জলময় এবং বাণী তেজোময়ী।

যেরূপ মথিত দধির উপরে অবস্থিত অংশ ঘৃত হয় তদ্রূপ ভক্ষিত দ্রব্যের উপরে উত্থিত সূক্ষ্মতম অংশই মন, জলের ঊর্দ্ধোত্থিত সূক্ষ্মতম অংশ প্রাণ এবং ঘৃতাদি তেজঃ-পদার্থের ঊর্দ্ধে উত্থিত সূক্ষ্মাংশ বাণীরূপে পরিণত হয়। পুত্রের এই দৃষ্টান্তেও জ্ঞানের সম্পূর্ণতা না হওয়ায় আরুণি নিজ পুত্রকে পঞ্চাদশ দিবস জল মাত্র পান করিয়া থাকার উপদেশ করেন। ষোড়শ দিবসে পুত্রকে বেদত্রয়ী পাঠের আদেশ করিলে পুত্র তদ্‌বিষয়ে অসামর্থ্য প্রকাশ করেন। পিতা উহার অক্ষমতার কারণ নির্দ্দেশ করেন যে, কেবল জল পানদ্বারা ষোড়শকলাযুক্ত পুরুষের কলামাত্র অবশিষ্ট থাকিলে তাহা প্রজ্বলিত অগ্নির ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গের অবস্থানের ন্যায় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। তৎপরে পূর্ণ ভোজনের আদেশ করিলে পুত্র অন্নাদি ভোজনে তৃপ্ত হইয়া বেদপাঠে সামর্থ্য লাভ করেন। পিতা তদ্দ্বারা পুত্রকে ইহা উত্তমরূপে বুঝাইয়াছিলেন যে, প্রজ্বলিত অগ্নির কণামাত্রও যদি তৃণাদিকে স্পর্শ করে, তবে তাহার যথেষ্ট দাহন-যোগ্যতা হয়। এইপ্রকার অন্নাদি দ্বারা পূর্ণরূপে তৃপ্ত হইলে তেজ, প্রাণ ও বাণী সকলেরই পুষ্টি হয়।

যে-সময় পুরুষ নিদ্রিত হয় তখন উহা সতের সহিত সম্পন্ন হয়। যেরূপ বন্ধনদশা-প্রাপ্ত পক্ষী ইতস্ততঃ যথেষ্ট উড়িতে চেষ্টা করিলেও নিজ বন্ধনস্থানেই আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়, তদ্রূপ মন দিগ্বিদিকে ভ্রমণ করিতে থাকিলেও প্রাণেরই আশ্রয়ে থাকিতে বাধ্য। কারণ উহা প্রাণরূপ বন্ধনে আবদ্ধ।

জলের অপর নাম 'অশনায়'। জল হইতেই শরীররূপ অঙ্কুরের উৎপত্তি। কারণ অন্ন ছাড়িয়া শরীরের আশ্রয় নাই। জল অন্নকে শরীররূপে অঙ্কুরিত হইবার সাহায্য করে অর্থাৎ বীজের মূলে জল সেচন দ্বারা যেরূপ তাহার অঙ্কুর হয়, তদ্রূপ অন্নাদিতে জল সংযুক্ত হইয়া প্রাণী-শরীরের উৎপত্তি বা

পুষ্টি হয়। জল আবার তেজ হইতে উৎপন্ন। তেজ সমূলক অর্থাৎ সৎ পুরুষ হইতে জাত। সুতরাং সমস্ত বস্তুই সৎ অর্থাৎ নিত্যবস্তু পরমাত্মা হইতে জাত এবং তদাশ্রয়ে অবস্থিত।

মৃত্যু সময়ে পুরুষের বাক্ মনে লীন হয়। মন প্রাণে, প্রাণ তেজে এবং তেজ পরদেবতায় লীন হয়। তিনিই অণিমা, তিনিই সদ্রূপ অর্থাৎ নিত্য অবস্থিত সৎস্বরূপ।

মধুমক্ষিকা নানাবৃক্ষ হইতে রস অর্থাৎ মধু সংগ্রহ করিয়া যখন মধুচক্রে রাখে, তখন বিভিন্ন বৃক্ষের রসসকল অনুভব করিতে পারে না যে, আমি অমুক বৃক্ষের রস। এইপ্রকার সৎস্বরূপকে প্রাপ্ত হইলে তখন জীবেরও পূর্ব্ব অনুভূতি থাকে না। সুতরাং পূর্ব্বোল্লিখিত নিদ্রাবস্থায় পুরুষের সৎস্বরূপে অবস্থানে তাহার জাগ্রতদশায় অনুভূতি থাকে না, কিন্তু পুনর্ব্বার নিদ্রাভঙ্গ হইলে প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বরূপ অর্থাৎ মনুষ্য, পশু, পক্ষী আদি যোনিতে অবস্থিত স্বরূপের অনুভূতি পায়।

পূর্ব্ববাহিনী, পশ্চিমবাহিনী অথবা বিভিন্ন দিক হইতে নদীসকল যখন সমুদ্রে মিলিত হয়, তখন তাহাদের পৃথক্ পরিচয় থাকে না। সমুদ্রের মিলনে সমুদ্ররূপে পরিণত হয়। এইরূপ সৎ-স্বরূপ হইতে আশ্রয়চ্যুত হইয়া পুনরায় মায়াসমুদ্রে প্রবেশ করিলে অর্থাৎ মায়িক পরিচয়ে নিজ অনুভূতি পাইলে তাহার পূর্ব্বস্মৃতি থাকে না যে, আমি সৎস্বরূপে ছিলাম এবং তথা হইতে আসিতেছি।

মহান্ বৃক্ষ জীবিত, তাহার মূলে বা অগ্রভাগে আঘাত করিলে তাহা হইতে রস নির্গত হয়, কারণ উহা আত্মাতে ওতপ্রোত থাকে। যদি উহার কোন শাখা বা সমস্ত বৃক্ষকে কাটিয়া ফেলা হয় তখন উহা শুকাইয়া যায়, উহা হইতে আর রস নির্গত হয় না। এইরূপ শরীররূপ বৃক্ষের নাশ হইলে অর্থাৎ দেহ হইতে আত্মা নির্গত হইলে উহা আর জীবিত থাকে না। শরীরের মৃত্যু আছে কিন্তু আত্মার মৃত্যু নাই; উহা নিত্য। আত্মার অবস্থানে শরীরের অবস্থিতি, নচেৎ উহা শুষ্ক বৃক্ষতুল্য।

বট বৃক্ষের ফলের মধ্যে অণুরূপে বহুবীজ অবস্থান করে। একটী বীজকে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে অণুত্ব প্রযুক্ত উহার অভ্যন্তরস্থ ভাবী অঙ্কুর দৃষ্ট হয় না। কিন্তু সেই ক্ষুদ্র বীজ হইতেই একদিন মহান্ বটবৃক্ষের উৎপত্তি হয়। এইপ্রকারে অণুস্বরূপে অবস্থিত জীবের পরিচয় কেহই পায় না। ঐ অণুস্বরূপে অবস্থিত বীজই আত্মা।

যেরূপ জলে লবণ ছাড়িয়া দিলে উক্ত জল লবণাক্ত হইয়া যায়, জলাধারের আদি, মধ্য, অন্ত সর্ব্বত্রই লবণের আস্বাদ পাওয়া যায় কিন্তু উহা চক্ষে দেখা যায় না, এইরূপ আত্মা সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত থাকিলেও বদ্ধজীবের অনুভূতির অগোচরে থাকে।

কোন ব্যক্তির চক্ষু বন্ধন করিয়া কোন স্থান হইতে দূরদেশে অন্যত্র ছাড়িয়া দিলে সে যেরূপ নিজস্থানে যাইতে সমর্থ হয় না, কিন্তু চক্ষুর বন্ধন খুলিয়া দিলে অপরকে জিজ্ঞাসা করিয়া নিজ বাসস্থানে যাইতে সক্ষম হয়, তদ্রূপ আচার্য্যবান্ জীব অর্থাৎ সদ্‌গুরুর আশ্রিত জীব সদ্‌গুরুর উপদেশে নিজ স্বরূপের নিত্যাবস্থানে যাইতে সমর্থ হয়। গুরু-কৃপায় নিজ নিত্য-কৃষ্ণদাস্যত্ব অবগত হইয়া ভজন-প্রভাবে নিত্যধামে গমন করিতে পারে।

মুমূর্ষু পুরুষের আত্মীয়-স্বজন তাহাকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিলেও উক্ত জীব তাহাদিগকে বিস্মৃত হইয়া অন্যত্র চলিতে থাকে, তাহাদিগকে চিনিতে পারে না। কারণ তাহার বাণী মনে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে এবং তেজ আত্মায় লীন হয়। সুতরাং আত্মাই সত্য। আত্মার অভাবে বদ্ধজীবের অনুভবেরও অভাব হয়।

রাজ-পুরুষেরা চোরকে বাঁধিয়া আনিয়া তাহার চুরির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে সে উহা অস্বীকার করে, কিন্তু সত্যগোপন করিলে নিস্তার পায় না। ইহলোকে প্রহারাদি শাস্তি পায় এবং মৃত্যুর পর যমলোকে নীত হইয়া যথেষ্ট দণ্ড পায়, কিন্তু সৎ জীবের সেরূপ কর্ম্মফলের দণ্ড ভোগ করিতে হয় না। অজ্ঞজীব নিজ অসৎ কর্ম্মফলে সংসার ভ্রমণ ও নানাপ্রকার দুঃখ ভোগ করে, কিন্তু বিজ্ঞ জীব নিজ স্বরূপের পরিচয় জানিতে পারিয়া ভজন-বলে নিত্যধামে গমন করে; তথা হইতে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না, অতএব ঐ আত্মার স্বরূপ অবগত হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত ধারায়
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্ত্তৃক প্রকাশিত
বিশুদ্ধ সারস্বত
শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা
মূল্য—১·০০ টাকা—শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী ঠাকুরের উপদেশাবলী

১। এ জগতে সুখের জন্য কোন পৃথক্ চেষ্টা করতে হবে না। যেমন দুঃখের জন্য লোকে চেষ্টা না করলেও দুঃখ আপনা হতে এসে যায়, সেইরূপ সুখ আমাদের কর্ম্মফলেই এসে যাবে। সুতরাং সুখের জন্য পৃথক্ কোন চেষ্টা করতে হবে না।

২। বৃদ্ধের মধ্যে যে তরুণের উৎসাহ, ইহাই সেবাধর্ম্ম বা আত্ম-ধর্ম্মের লক্ষণ।

(মেদিনীপুরস্থ খাড়রে বিরাট্ সভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে)

৩। ইন্দ্রিয়-সুখকর বাক্য শ্রবণ করা অপেক্ষা কঠোর বাক্য শ্রবণ করাই শিষ্যের কর্ত্তব্য।

(শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে রথযাত্রায় চরিতামৃত ব্যাখ্যাকালে)

৪। নির্ম্মম কঠোর বাক্যগুলিই শ্রীগুরুদেবের কৃপা বলে' জানবে। যারা শ্রীগুরুদেবের কঠোর বাক্য শ্রবণ করতে পরাঙ্মুখ, তাদের কখনও মঙ্গল হতে পারে না।

(শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমায় শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দিরে বক্তৃতাকালে)

৫। কেবলমাত্র সুকৃতি অর্জ্জন করাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য নয়, অপ্রাকৃত ভক্তির অনুসন্ধানপূর্ব্বক তাঁহার আশ্রয় করাই আমাদের একান্ত প্রয়োজন।

(শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে রথযাত্রায় চরিতামৃত ব্যাখ্যাকালে)

৬। এ জগতে সুখে বাস করার যে আশা, এটা ভ্রান্ত ধারণা মাত্র।

(মেদিনীপুরস্থ খাড়রে বিরাট্ সভায় বক্তৃতাকালে)

৭। মানুষ্যমাত্রেরই জন্ম-মৃত্যু হয়ে থাকে, কিন্তু মহাজনগণের বা গোস্বামীবর্গের জন্ম-মৃত্যু সাধারণ লোকের মত নহে।

(শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমায় শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দিরে বক্তৃতাকালে)

৮। ভক্তি কখনও বাহ্য-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নয়, মানুষ ভক্তির মর্ম্মার্থ বুঝতে না পারলে কখনই ভক্ত হতে পারে না।

(শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমায় শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে বক্তৃতাকালে)

৯। পার্থিব জগতে খাওয়া-পরা বাসস্থান প্রভৃতি সংগ্রহ করবার শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা নহে।

(শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে রথযাত্রায় বক্তৃতাকালে)

১০। মুক্ত গুরুপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ না করলে জীবমাত্রই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চালিত হতে বাধ্য হয়।

(আসামের ধুবড়ী-সহরে বিরাট্ সভায় বক্তৃতাকালে)

১১। মহাজনগণের জীবনী শ্রৌতপথে আলোচনা করলে উহাতে ইন্দ্রিয়ের ময়লা প্রবেশ করতে পরে না।

(শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীব্যাসপূজায় বক্তৃতাকালে)

১২। আমাদের দেশে অনেকেই লোক সংগ্রহের জন্য ও সকলের মনোরঞ্জন করবার জন্য বাক্যজাল বিস্তার করে থাকেন, তাঁদের বাক্য বেদধ্বনি নহে। তাঁরা বেদের বাক্যজাল বিস্তার করেন মাত্র। তাঁরা বেদের ও ভাগবতের তাৎপর্য্য আচ্ছাদন করে লোক-বঞ্চনা ও অর্থ সংগ্রহ করেন'।

(শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে বক্তৃতাকালে)

১৩। মহাজনগণের শিক্ষাই আমাদের জীবনী এবং তাঁদের প্রত্যেক বাক্যই রূপানুগ ভক্তিবিনোদ-ধারার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি।

(শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীব্যাসপূজায় বক্তৃতাকালে)

১৪। শ্রীগুরুমুখে শিষ্যের প্রশংসা শ্রবণ করা শিষ্যের কখনও উচিত নয়।

১৫ গুরুসেবা করলে কৃষ্ণসেবা হয় ও কৃষ্ণসেবা করলে গুরুসেবা হয়।

(শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে রথযাত্রায় বক্তৃতাকালে)

১৬। আমাদিগকে সর্ব্বদা তৃণ হতেও সুনীচ এবং তরু হতেও সহিষ্ণু হতে হবে।

(শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীল প্রভুপাদের তিরোভাব-তিথিতে বক্তৃতাকালে)

—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিরঞ্জন-কর্ত্তৃক সংগৃহীত

———

মায়ার বিক্রম

'মীয়তে অনয়া,' ইতি জড় মায়া,
বহিরঙ্গা শক্তি কৃষ্ণের।
বিশ্ব-প্রসবিনী, ভুবন-মোহিনী,
দণ্ডদাত্রী বদ্ধ জীবের ॥১॥

কৃষ্ণ-শক্তি যত, শ্রেষ্ঠ যে ত্রিবিধ,
মায়া, তটস্থা, স্বরূপ।
বিষ্ণুর ঈক্ষণ, জগত-সৃজন,
কৃষ্ণ-ক্রীড়া কৌতুক রূপ ॥২॥

স্বরূপের কার্য্য, য়ত চিৎরাজ্য,
গোলোক-বৈকুণ্ঠ ধাম।
তটস্থ পরিণাম, জীব চিৎকণ,
মুক্ত-বদ্ধ যাহার নাম ॥৩॥

মুক্ত-জীবগণ, নিত্য কৃষ্ণ-সেবন,
চিদানন্দ পরব্যোমে।
নিত্যবদ্ধ জীব, ত্রিগুণে মোহিত,
প্রপঞ্চে ভোগের সন্ধানে ॥৪॥

স্বভাব মায়ার, প্রভাব তাঁহার,
আবরণী, বিক্ষেপাত্মিকা।
যাহার প্রভাবে, মায়ামুগ্ধ জীবে,
লভে সূক্ষ্ম-স্থূল ঔপাধিকা ॥৫॥

আবরণী সংজ্ঞায়, স্বরূপ ভুলায়,
হয়ে থাকে স্বয়ং ভোক্তা।
বিক্ষেপাত্মিকা হ'তে, চিত্তধায় অসতে
ছাড়িয়া নিজ সত্তা ॥৬॥

পিশাচী লব্ধ জন, যেন মতিছন্ন,
মায়াগ্রস্ত ভাব তেমন।
স্বর্গে বা নরকে, মর্ত্তে বা ব্রহ্মলোকে,
করে স্ব-কর্ম্মফলে গমন ॥৭॥

যাগ-যজ্ঞ-দান, যোগ-তপ-ধ্যান,
সাধি' নানা পুণ্যকাম।
দিব্যদেহ ধরি', দিব্য ভোগ করি',
করে স্বর্গে অবস্থান ॥৮॥

হইলে পুণ্যক্ষয়, স্বর্গে নাহি রয়,
পুনঃ মর্ত্ত্যে আগমন।
গতাগতি-শ্রম, ব্যর্থ দুর্লভ জনম,
হয়ে ধর্ম্মার্থ-কামে মগন ॥৯॥

শাস্ত্রের শাসন, না মানে যে জন,
অকর্ম্ম-বিকর্ম্মে রত।
সেই ত পতিত, ভক্ষে কৃমি-কীট,
রৌরবাদি নরকস্থিত ॥১০॥

হয়ে তমোযুক্ত, নাহি হয় মুক্ত,
না হয় যাবৎ পাপ মোচনে।
বেড়ায় ভ্রমিয়া, নানযোনি যাইয়া,
হিংস্র-সর্প-ব্যাঘ্র সনে ॥১১॥

কৃষ্ণেতর বিষয়, করিয়া আশ্রয়,
ইন্দ্রিয়-সুখে মগন।
এইহেতু জীব, মায়ায় মোহিত,
ভ্রমে চতুর্দ্দশ ভুবন ॥১২॥

সত্ত্ব-রজস্তম, যোগ-জ্ঞান-কর্ম্ম,
সব গুণময় বৃত্তি।
কেবল বন্ধন, সে সব কারণ,
তাহা ত্যজিয়া লভে ভক্তি ॥১৩॥

নিত্য কৃষ্ণসেবা, ভুলিয়াছে যেবা,
পরব্যোম বিরজা পারে।
দণ্ডিলে তাহারে, প্রপঞ্চ-মাঝারে,
বাঁধিয়া মায়া-নিগড়ে ॥১৪॥

মায়ামুগ্ধ জন, হয়ে নিষ্কিঞ্চন,
করে কৃষ্ণ-গুরুর সেবন।
খুলিয়া নিগড়, করি' করযোড়,
করে মায়া তাহারে বন্দন ॥১৫॥

—শ্রীরমাপতি দাসাধিকারী, ভক্ত-সুহৃদ

শ্রীল প্রভুপাদের বিরহে

শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪৪০ পৃষ্ঠার পর)

দার্শনিক চিন্তার তারতম্য

সমস্ত দর্শন-শাস্ত্রই পরতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। তবে বিচার্য্য হইতেছে এই যে, প্রকৃতপ্রস্তাবে কাহাকে পরতত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করা হইবে? দার্শনিকগণের এই সম্বন্ধে মত-বৈষম্যের কথা আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, বেদান্ত-দর্শনের পরতত্ত্ব সম্বন্ধে নির্দ্দেশই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে। দুঃখের বিষয়, এই বেদান্ত-দর্শনের সমালোচকগণের মধ্যেও মত-বৈষম্য পরিস্ফুট। আমরা ইহা সগৌরবে বলিতে পারি যে, এ বিষয়ে বেদব্যাসের বিচারই সর্ব্ববাদি-সম্মত বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ভারতীয় বিভিন্ন দার্শনিক-গণের বিচার কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বিচারে পরাভূত হইয়াছে। তজ্জন্য আমাদের দেশে ধার্ম্মিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্য কোন দর্শনের একপ্রকার প্রচার নাই বলিলেই চলে। তথাপি সাংখ্য-পাতঞ্জল, ন্যায়-বৈশেষিক প্রভৃতি দার্শনিক-গণের আলোচনা আমাদের দেশে অতি অল্প লোকেই করিয়া থাকে। ইঁহারা সকলেই বেদ-বেদান্ত বিরোধী; সুতরাং ব্যাস-বিরোধী। তজ্জন্যই ভারতে তাঁহারা পণ্ডিত সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইলেও ভারতীয় বৈদিক-ধর্ম্মের অনুকূল বলিয়া গৃহীত হন নাই। সাংখ্য ও ন্যায়-দর্শন বিশ্বের কার্য্য-কারণ-বিচারক্ষেত্রে বৈদিক মত খণ্ডন করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। সাধারণ-যুক্তি অপেক্ষা লৌকিক-যুক্তির প্রাধান্য থাকিলেও শাস্ত্রীয় যুক্তির তুলনায় উহা অকিঞ্চিৎকর। সাধারণ-যুক্তির অধিপতি স্বরূপে আমরা চার্ব্বাকাদি বহু ঋষিগণের উল্লেখ দেখিতে পাই। তাঁহাদের বিচার-যুক্তি লৌকিক যুক্তির নিকট পরাভব স্বীকার করিয়াছে—শাস্ত্র-যুক্তি ত দূরের কথা। আমরা সাধারণতঃ Common Senseএর কথা সর্ব্বদাই আলোচনা করিয়া থাকি। কিন্তু এই Common Senseএর প্রচুর তারতম্য আছে। Legal Common Sense, Social Common Sense, Natural Common Sense, Philosophical Common Sense প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার Common Sense হইতে Scriptural Common Sense অর্থাৎ শাস্ত্রীয় সাধারণ জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব আছে। আমরা শাস্ত্রীয় Common Senseএ বা বৈদিক যুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলে সর্ব্বোত্তম বিচার হইতে দূরে থাকিয়া যাইব। যিনি যতটা শাস্ত্র-

যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তিনি ততটাই উন্নত চিন্তা জগৎকে দিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং ভারতবাসীর তিনি ততটা আদর লাভ করিতে পারিয়াছেন। কলির প্রাবল্যে চিন্তাধারা ক্রমশঃ নিম্নগামী হইয়া নিম্ন-চিন্তাস্রোতের সমাদর অধিক দৃষ্ট হইলেও তাহারা চিরদিনই উন্নত চিন্তার নিকট মস্তক অবনত করিয়াই জীবন ধারণ করেন। শ্রেষ্ঠ বস্তুর অল্পতা হইলেও অভাব বা পরাভব নাই। নিম্ন-চিন্তাস্রোতের ব্যক্তিসকল উন্নত চিন্তাকে আদর করিতে বাধ্য হন, যদিও তাঁহারা তাহা গ্রহণ করিতে অপারক।

পরতত্ত্বের একত্ব সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা

পরতত্ত্ব আলোচনা-ক্ষেত্রেও চিন্তাস্রোতের তারতম্যহেতু পরতত্ত্বের তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। এস্থলে সাবধান হইতে হইবে যে, চিন্তা-স্রোতের তারতম্য-হেতু পরতত্ত্বের তারতম্য বলিলে পরতত্ত্বের ভেদ স্বীকার করা হইবে না। বস্তু একটীই, কেবলমাত্র প্রতীতিগত বৈষম্যের দ্বারা তাহার বিভিন্নতা প্রকাশ করা হয় মাত্র। কেহ যদি হস্তীর পশ্চাদ্ভাগ দর্শন করিয়া হস্তীর পশ্চাদ্ভাগস্থ লাঙ্গুল ও পাদদ্বয় স্বীকারপূর্ব্বক তাঁহার অনুভূতি প্রকাশ করেন, অথবা কেহ যদি সম্মুখস্থ শুণ্ড-কর্ণাদি দর্শন করিয়া তাহার অনুভূতি প্রকাশ করেন, অথবা কেহ যদি পার্শ্বদেশ দর্শন করিয়া শুণ্ড-কর্ণ-লাঙ্গুলবিহীন বিরাট গণ্ডার-কায়-স্বরূপ বলিয়া হস্তীকে বর্ণন করেন, তাহা হইতে হস্তী প্রাণীটী তিন প্রকার হইল না, পরন্তু তৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা তাঁহাদের স্ব-স্ব ধারণানুসারেই বর্ণনা করিয়াছেন, বুঝিতে হইবে। তজ্জন্যই বেদান্ত-ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং ব্যাসদেব একাদশ-স্কন্ধে একটী শ্লোক রচনা করিয়া বিভিন্ন চিন্তাস্রোত-বাদিগণের ধারণার তর-তমত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

আচার্য্যকুল-মুকুটমণি শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ এই শ্লোকটীর তাৎপর্য্য ৪ খানি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আপনারা তাঁহার এই গ্রন্থ-চতুষ্টয় আলোচনা করিয়া এই শ্লোকটীর তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করিবেন। সংক্ষেপে আমি দুই-একটী কথা এই সম্বন্ধে নিবেদন করিতেছি।—

অদ্বয়-তত্ত্বে অংশের পূর্ণত্ব

উক্ত শ্লোকে 'যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্' বলিয়া একটী বাক্য আছে। তাহাতে বস্তুটী 'অদ্বয়জ্ঞান' স্বরূপ বলিয়াছেন। 'অদ্বয়' বলিলে প্রাকৃত ভেদ-রাহিত্যই

বুঝিতে হইবে। প্রাকৃত ভেদ বলিলে মায়া বা অবিদ্যা-কল্পিত ভেদকেই লক্ষ্য করা হয়। অদ্বয়-বস্তুতে মায়িক বা অবিদ্যাগত ভেদ স্বীকৃত হয় না। দ্বিতীয় বস্তু অনঙ্গীকারে যে অদ্বয়ত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে, তাহা বাস্তব-দ্বিতীয়-রহিত নহে —প্রাকৃত স্থূল দ্বিতীয়-রহিত। তাহা না হইলে পরম-দার্শনিক মনীষিগণের চিন্তার তারতম্যের সার্থকতা কিছুই থাকে না। তত্ত্ববস্তু পূর্ণ বলিয়াই পূর্ণ-অংশের অবস্থিতি তাহাতে স্বীকৃত হইয়া থাকে। মায়াতীত অংশ পূর্ণের সমান অথবা পূর্ণের অভিব্যক্তি বা দ্বিতীয় মূর্ত্তি। সুতরাং অংশ-তত্ত্বও পূর্ণ বলিয়া স্বীকৃত হয়। তজ্জন্য বৈদিক বা ঔপনিষদিক যুক্তি-অনুসারে দেখিতে পাই,—"পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে"। এই বৈদিক যুক্তি স্বীকার না করিলে মনুষ্য-জাতিকে নাস্তিক হইতে হইবে। লৌকিক যুক্তি এস্থলে পরাভব স্বীকার করিয়াছে। 'পূর্ণ'—একটি বস্তু, তাহাকে তত্ত্ব বলা যায়। এই পূর্ণ হইতেই পূর্ণকে গ্রহণ করিলে, অবশিষ্ট কিছুই থাকিবে না—এইরূপ নহে। অবশিষ্টও পূর্ণই থাকে। এ'স্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয়,—'পূর্ণ' হইতে 'পূর্ণ' গ্রহণ করিবে কে? পূর্ণ হইতে পূর্ণের গ্রাহক যিনি, তিনিও পূর্ণ। যিনি পূর্ণ হইতে পূর্ণকে গ্রহণ করেন, তিনিই 'পূর্ণ' অবশিষ্ট রাখেন। এমন কি, শূন্যবাদীরও ইহা বুঝিতে বিশেষ কষ্ট হয় না। প্রাকৃত বৈজ্ঞানিক গণিতশাস্ত্রীগণ শূন্য হইতে শূন্য বিয়োগ দিয়া শূন্যই অবশেষ রাখিয়া থাকেন। শূন্যবাদী গণিতশাস্ত্রীগণের যদি এই যোগ্যতা থাকে, তাহা হইলে পূর্ণবাদী পূর্ণ-পুরুষের পক্ষে ইহা কখনই অসম্ভব হইতে পারে না। তাঁহারাও উদাহরণ দিয়া থাকেন, এক প্রদীপ হইতে বহু প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হইলেও, মূল প্রদীপের কোন হানি হয় না। এবং প্রজ্জ্বালিত প্রদীপসমূহও মূল-প্রদীপ হইতে কোন অংশে ন্যূনতা লাভ করে না। সুতরাং প্রজ্বালিত দীপসমূহ অংশ হইলে পূর্ণ এক। অতএব পরতত্ত্ব একই এবং অদ্বয়। দর্শকের যোগ্যতায় একত্ব বজায় রাখিয়াই তারতম্য প্রকাশ করে মাত্র।

পরতত্ত্বের ত্রিবিধ প্রতীতি; (ক) ব্রহ্ম

কোন কোন দার্শনিক পরতত্ত্বকে নিঃশক্তিক ধারণা করিয়া তাঁহাকে 'ব্রহ্ম' বলিয়া মনে করিয়াছেন। ব্রহ্ম পরতত্ত্বের নির্গুণ-নির্ব্বিশেষ-নিঃশক্তিক অবস্থা। এই অবস্থা বাস্তব নহে—কাল্পনিক। বস্তুতঃ ব্রহ্মবস্তুকে বেদ-উপনিষদ এবং বেদান্ত-দর্শন নিঃশক্তিক মাত্র বা নির্গুণ-নির্ব্বিশেষ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। উপনিষদে কোন কোন ক্ষেত্রে ঐরূপ বর্ণনা লক্ষিত হইলেও তাহা পূর্ব্বপক্ষ বা

প্রশ্ন-স্বরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। উহা শাস্ত্রের ব্যতিরেক উক্তি। বাস্তব-বস্তুই বস্তু; অবাস্তব-বস্তু বস্তু নহে। বস্তুর কাল্পনিক অধিকরণে সত্তাহীনতাই প্রকাশিত হয়। পার্থিব ভাষাগত মল বস্তু-বিকাশের পরিপন্থী হইয়াছে। আমরা এই মল হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছি না। সুতরাং এসম্বন্ধে শ্রোতৃমণ্ডলীর অনুভূতির প্রতি আহ্বান ও নিবেদন জানাইতেছি। যে বস্তু অনুভব-সিদ্ধ, তাহা অনেকক্ষেত্রে ভাষাসিদ্ধ নহে। ভাব ও ভাষার পার্থক্যই এইস্থলে। ভাষা সর্ব্বদাই সম্পূর্ণ। ভাষাকে ভাবের অভিব্যক্তি বলিলেও উহা তাহার পূর্ণ অভিব্যক্তি নহে। চিনি ও মিশ্রীর মাধুর্য্য-পার্থক্য ভাষার দ্বারা বুঝাইবার উপায় নাই। উহা খাওয়াইয়া বুঝাইয়া দিতে হয় অথবা খাইলেই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং পরতত্ত্ব অনুভবসিদ্ধ বস্তু বিধায় ভাষা ও পরিভাষা-ব্যক্ত নহে, তথাপি ভাষার আংশিক অভিব্যক্তি করিবার শক্তিহীনতা স্বীকার করা হয় না। যেটুকু ব্যক্ত হয়, তাহা নির্ম্মলভাবে ব্যক্ত হইতে পারে। পরতত্ত্বকে ব্রহ্ম বলিলে একটা প্রতীতিগত ব্যতিরেক সত্তা অনুভূত হইতে পারে বলিয়া স্বীকার করিলেও ইহা পরতত্ত্ব নহে। যে-স্থলে বস্তু নিঃশক্তিক, সে-স্থলে জ্ঞানিগণের ঐ পর্য্যন্তই প্রতীতি।

ব্রহ্মতত্ত্ব বেদান্ত-দর্শনে জিজ্ঞাসিত হইলেও সেই তত্ত্বকে নির্ব্বিশেষ, নিঃশক্তিক বিচার করা হয় নাই। বেদব্যাস শক্তিমৎ ব্রহ্মেরই বিচার করিয়াছেন, যে-শক্তি-প্রভাবে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদি হইয়া থাকে। সুতরাং যে তত্ত্বকে পরতত্ত্ব ব্রহ্ম বলা যায়, সেই ব্রহ্ম শক্তিমান্ ব্রহ্ম, অর্থাৎ সক্ষম ব্রহ্ম। অদ্বৈতবাদিগণের ব্রহ্ম নিঃশক্তিক ব্রহ্ম, অর্থাৎ অক্ষম ব্রহ্ম। শক্তিহীন অক্ষম ব্রহ্মের উপাসনায় জীবের কি উপকার হইবে? বেদান্ত-দর্শন দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারাই অক্ষম-ব্রহ্মের পরাৎপরতা নিরাস করিয়াছেন। "জন্মাদ্যস্য যতঃ" বলিলে অক্ষমতা বুঝায় না। নৈয়ায়িক ও সাংখ্যবাদিগণের কার্য্য-কারণবাদের মধ্য দিয়া অক্ষম-ব্রহ্মের নিরর্থকতা প্রচুর পরিমাণে প্রকাশিত হইয়াছে। শাস্ত্রযুক্তির তাড়নায় আচার্য্য শঙ্করও ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

পরতত্ত্বের ত্রিবিধ প্রতীতি; (খ) পরমাত্মা

অন্য কোন কোন দার্শনিক পরতত্ত্বকে নিঃশক্তিক বিচার করেন নাই। তাঁহারা আরও একটু অগ্রসর হইয়া সশক্তিক রূপে পরমাত্মা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আমরা নিঃশক্তিক তত্ত্ব অপেক্ষা সশক্তিক তত্ত্বের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করি। সশক্তিক তত্ত্ববাদিগণ পরমাত্মাকে মায়া-শক্তিমান্ বলিয়া স্বীকার

করেন। সাংখ্য ও পাতঞ্জল-দর্শনাশ্রিত যোগিগণের ভিতরে এই বিচার খুব পরিস্ফুট হইয়াছে। আমরা তজ্জন্য জ্ঞানী অপেক্ষা যোগিগণের প্রাধান্য দিয়া থাকি। গীতায়ও ইহার প্রমাণ দেখিতে পাই—"তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।" (গীঃ ৬।৪০)

উক্ত শ্লোকে তপস্বী, কর্ম্মী, জ্ঞানী অপেক্ষা যোগিগণকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। যোগিগণের মধ্যেও যিনি ভগবৎগতচিত্ত, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সর্ব্বসাধক পুরুষগণের মধ্যে তাঁহারই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। নির্ব্বিশেষ-নিঃশক্তিক চিন্তা অপেক্ষা সবিশেষ-স্বশক্তিক চিন্তার প্রাধান্য আমরা গীতা হইতে লাভ করিয়া থাকি। পরতত্ত্ব একটীমাত্র শক্তিমৎ-তত্ত্ব অর্থাৎ তাহা কেবলমাত্র মায়াশক্তিমৎ-তত্ত্ব বিচার করিলে সর্ব্বশক্তিমৎ-তত্ত্ব হইতে কিছু পৃথক্ বলিয়া মনে হয়। সে যাহা হউক, ব্রহ্মতত্ত্ব অপেক্ষা পরমাত্ম-তত্ত্বের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ শ্রেষ্ঠ, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহার অনুকূলে আমরা শাস্ত্রযুক্তি প্রচুর পরিমাণে পাইতেছি।

মায়া-শক্তিমান্ পরমাত্ম-তত্ত্বই যাবতীয় বিশ্বের কারণ। অবিদ্যা বা মায়া-শক্তিমত্তত্ত্ব বিশ্বের জনয়িতা স্বীকার না করিলে বিশ্বের প্রাকৃতত্ব সম্ভাবিত হয় না। শুদ্ধ দার্শনিকগণ প্রাকৃতের মিথ্যাত্ব অস্বীকার করিয়া থাকেন। উর্ব্বর মস্তিষ্কের চিন্তায় প্রাকৃতের মিথ্যাত্বের তারতম্য যতই ব্যাখ্যাত হউক না কেন, উহার আত্যন্তিক মিথ্যাত্ব স্বীকৃত হইলে জীবকে চার্ব্বাকের ন্যায় নাস্তিক করিয়া তুলিবে। আমরা নিঃশক্তিক ব্রহ্ম অপেক্ষা অন্ততঃ একটী-মাত্র শক্তিমত্তত্ত্ব পরমাত্মাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে দ্বিধাবোধ করি না। তবে একটীমাত্র শক্তির অঙ্গীকারে প্রাকৃত-শক্তিরই বিচার হওয়ায় অপ্রাকৃত-তত্ত্ব পূর্ণরূপে ব্যক্ত হইতেছে না। আবার কেবলমাত্র অপ্রাকৃত শক্তির দ্বারা অঙ্গীকৃত হওয়ায় ইহারও আমরা কিয়ৎপরিমাণে বহুমানন করিয়া থাকি।

মায়াবশ্য ঈশ্বরবাদ

প্রকৃতপ্রস্তাবে এক শক্তিমত্তত্ত্ব অপেক্ষা বহু-শক্তিমত্তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য আছে। বহুশক্তিমত্তত্ত্ব অপেক্ষা অনন্তকোটী শক্তিমত্তত্ত্বের আরও অধিক বৈশিষ্ট্য বুঝিতে পারা যায়। সর্ব্বাপেক্ষা, সর্ব্বশক্তিমৎ-তত্ত্বের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিতে আমাদের বিন্দুমাত্রও ক্লেশবোধ হয় না। ভগবানের অনন্তশক্তিমত্তা বা সর্ব্বশক্তিমত্তাই যাবতীয় শাস্ত্রসমূহে প্রচুরভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সর্ব্বশক্তিমত্তা-প্রভাবে স্বয়ং ভগবান্ বহু বিরুদ্ধ-জাতীয় ক্রিয়াবান্ বা লীলাবান্। মায়াশক্তিমান্

ভগবানের কথা শাস্ত্রে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু মায়াশক্তি বলিলে প্রাকৃত শক্তি-বিশিষ্ট বা জড়শক্তি-বিশিষ্ট এইরূপ বুঝাইলেও আর একটী চেতন-শক্তির কথা পাওয়া যায়। 'মায়া'-শব্দ মহামায়া ও যোগমায়ারূপে দ্বিবিধ। যখন এই যোগমায়া-শক্তিমান্ পুরুষের কথা বিচার করা হয় তখনই তিনি বহুশক্তিমান্ বা সর্ব্বশক্তিমান্ বুঝিতে হইবে। যোগামায়া দেবীর অঘটন-ঘটন-পটীয়সী ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। তজ্জন্য ভগবান্ মায়ার অধীশ্বর কিন্তু মায়ার অধীন নহেন। নিঃশক্তিকবাদিগণ ব্রহ্মকে মায়ার অধীনে আনিয়া কাল্পনিক ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন। এই শ্রেণীর ঈশ্বরগণ যুক্তির খাতিরে মায়ার অধীন বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে সশক্তিক ঈশ্বরবাদিগণ মায়াশক্তির অধীশ্বর-স্বরূপে যে ঈশ্বরসমূহকে বিশ্বাস করিয়াছেন, তাহা অনেক উন্নত। ঈশ্বরের এইরূপ অবস্থা স্বীকার না করিলে ঈশ্বরের ঈশিতা থাকে না, পরন্তু ঈশ্বর বশ্য হইয়া যান। ঈশ্বরকে মায়াবশ্য বলিলে, তাঁহার প্রতি নিতান্ত অপরাধ করা হয়—তাঁহাকে হীন জ্ঞান করা হয়। আমরা এইরূপ যুক্তি শ্রবণ করিয়া অন্তরে খুব ব্যথা পাইয়া থাকি। সুতরাং অপরপক্ষে একটী যুক্তি উত্থাপন করিতে পারি এই যে,—তাহা হইলে ঈশ্বরকেও বাধ্য হইয়া সাধন করিতে হইবে, নচেৎ তাঁহার মায়া-বশ্যতা কিরূপে ঘুচিবে? জীবের মায়া-বশ্যতা ঘুচাইবার জন্য যদি জ্ঞানসাধনের আবশ্যকতা থাকে, তাহা হইলে ঈশ্বরেরও অবিদ্যা বা মায়াবশ্যতা হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে জ্ঞান সাধনের আবশ্যকতা আছে, বলিতে হইবে। ভারতীয় আস্তিক সম্প্রদায় ঈশ্বরের এই প্রকার সাধন কখনই স্বীকার করিবেন না।

পরতত্ত্বের ত্রিবিধ প্রতীতি—(গ) ভগবান্

সর্ব্বশক্তিমান্ তত্ত্ববস্তুকে 'ভগবান'-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা হয়। আমার পূর্ব্বকথিত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকটির প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তাহাতে তত্ত্ববস্তুকে চরমে ভগবান্ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ ব্রহ্ম নিঃশক্তিক, পরমাত্মা মায়াশক্তিক এবং ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্। এই ভগবানের সর্ব্বশক্তি লইয়া ভগবত্তারও তারতম্য বৈষ্ণব-দার্শনিকগণের মধ্যে বিচারিত হইয়াছে। সর্ব্বশক্তিমত্তত্ত্ব ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের বাহিরে অবস্থিত থাকায় তিনি অধোক্ষজ-তত্ত্ব বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। অদ্য যাঁহার তিরোভাব সম্বন্ধে আলোচনা শ্রবণ করিবার জন্য আপনারা যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা সেই মহাপুরুষের সর্ব্বশক্তিমান্-তত্ত্ব সম্বন্ধে একটী অভিনব বিচার শ্রবণ করুন।

শ্রীল প্রভুপাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদিগকে জানইয়াছেন,—**'অধোক্ষজ'**-বিচার সুষ্ঠুতা ও উন্নতি লাভ করিলে **'অপ্রাকৃত'** বিচারে পর্য্যবসিত হয়। সুতরাং অধোক্ষজ ভগবানের উপাসনাদ্বারা চিত্ত উন্নত হইলে এবং মায়া-মোহাদি অবিদ্যা-চেষ্টা হইতে মুক্তিলাভ করিলে 'অপ্রাকৃত'-ভগবত্তত্ত্ব উপলব্ধি করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষে বহু বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বর্ত্তমান আছেন। তাঁহারা সকলেই অল্পবিস্তর অধোক্ষজ-তত্ত্ব-সেবায় নিমগ্ন। কারণ অধোক্ষজ-তত্ত্বই সর্ব্বশক্তিমান্। শ্রীমদ্ভাগবতের "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"-বাক্যের উপলব্ধি বহু বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে দেখিতে পাওয়া যায় না। অধোক্ষজ-তত্ত্বের গৌরবময় চিন্তাধারা বিশ্বের বৈশিষ্ট্যের প্রতীক-প্রতিফলনরূপে সাধারণ বৈষ্ণবগণকে অভিভূত করিয়াছে। তাহাতে বিশ্বই ঈশ্বরের শরীর-স্বরূপে বিশ্বাস জন্মাইয়াছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের প্রভাব যে যে-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে বিস্তার করিয়াছে, তাঁহারা উক্ত "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"-মন্ত্রের আলোচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। উহাতে 'স্বয়ম্' শব্দের তাৎপর্য্য অনেকেই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। এমন কি, শিব-ব্রহ্মাদি শ্রেষ্ঠ দেববৃন্দের ঈশ্বর-উপাসনার তারতম্য লক্ষ্য করিলেও অধোক্ষজ-তত্ত্ব-সেবাই অধিক পরিমাণে পরিস্ফুট দেখা যায়। দেববৃন্দের কৃষ্ণোপাসনা শাস্ত্রে পরিলক্ষিত হইলেও সেস্থলে কৃষ্ণের পূর্ণ অভিব্যক্তি তাঁহাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে নাই। 'স্বয়ং' শব্দের দ্বারা অবতারী পুরুষকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। বহু শক্তিমান্ এবং সর্ব্বশক্তিমান্ যাবতীয় ভগবৎ-তত্ত্বই কৃষ্ণ হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন। তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মকে অবতারী বলা হয়। দেব-গণের ও শ্রেষ্ঠ প্রাণিগণের আরাধনায় কৃষ্ণপাদপদ্ম কোথাও ষড়ভুজ, চতুর্ভুজ এবং দ্বিভুজ অথবা ভুজরহিত বা পাদরহিত অপাণি-পাদরূপে উদিত হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে সর্ব্ব-অবতারগণের অবতারী শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষা সর্ব্বতোভাবে আলোচনার বিষয় হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ অচিন্ত্য-শক্তিমান্ ভগবান্

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—সর্ব্বশক্তিমত্তার যদি কেহ সীমা সাব্যস্ত করিতে পারেন, তথাপি অচিন্ত্য-শক্তিমত্তার কোন সীমা লক্ষ্য করিতে পারিবেন না। সুতরাং 'অচিন্ত্য-শক্তিমান্ ভগবান্' বলিলে একমাত্র কৃষ্ণকেই লক্ষ্য করা হইবে। 'সর্ব্বশক্তি' শব্দের দ্বারা যাবতীয় শক্তি অথবা অনন্তশক্তি লক্ষ্য করিতে পারে। এবং অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষগণের অতিমর্ত্ত্য অধোক্ষজ-চিন্তায় ইহার নির্দ্দেশও সংঘটিত হইতে পারে। কিন্তু 'অচিন্ত্যশক্তি' বলিলে যে উন্নততম

সার্ব্বভৌম অপ্রাকৃত বিচার উপস্থিত হয়, তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র 'অচিন্ত্যশক্তিমান্' ভগবান্ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। এই বিচার পূর্ব্বে কখনও কোথাও প্রদর্শিত হয় নাই। যিনি স্বয়ং অচিন্ত্য-শক্তিমান্ তিনিই এই অচিন্ত্যশক্তি-মত্তত্ত্বের কথা অত্যন্ত নিকটস্থ প্রিয়জনগণকে জানাইয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার সর্ব্বোত্তম সেবকগণের হৃদয়ে ইহা সমর্পণ করিয়াছেন। এইজন্যই সেই অচিন্ত্য-শক্তিমত্তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুকে সর্ব্বোত্তম ব্যক্তিগণ "অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ"-ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা স্তব করিয়াছেন। অচিন্ত্য-পুরুষই অচিন্ত্য-তত্ত্বের সন্ধান দিতে সক্ষম। অসীম-তত্ত্বই অসীমের ধারণা জন্মাইতে সক্ষম। চিন্ত্য পদার্থ চিন্ত্যেরই আস্ফালন করে, অচিন্ত্যের ধারণা তাহার নিকট অলীক। এইজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভুর বেদান্ত-বিচারে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বের প্রকাশ হইয়াছে। স্বয়ং মহাপ্রভু অচিন্ত্য ও অসীম-তত্ত্ব বিধায় তাঁহা হইতেই অচিন্ত্য ও অসীম-তত্ত্বের প্রকাশ হওয়া সম্ভবপর হইয়াছে। শাস্ত্র যেস্থলে 'বাক্য-মনের অগোচর' বলিয়া যাঁহাকে প্রকাশ করেন, সে-স্থলে অচিন্ত্যতত্ত্বের প্রকাশ করিতে কে সক্ষম হইবে? এবিষয়ে শাস্ত্র নিজেই তাঁহার অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। শাস্ত্র বলেন—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" অন্যত্র বলিয়াছেন—"অবাঙ্-মনস-গোচরঃ।" আবার বলিয়াছেন—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন" ইত্যাদি। বেদান্ত-দর্শনও বলিয়াছেন—"তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ"। এইসমস্ত বাক্যগুলি সর্ব্বশক্তিমান্ বা বহুশক্তিমান্ ভগবানের পক্ষে নহে। ইহা অচিন্ত্যশক্তিমান্ ভগবানের পক্ষেই প্রযোজ্য। তত্ত্ববস্তু 'বাক্য-মনের অগোচর' বলিলে অপ্রাকৃত-অচিন্ত্য তত্ত্বকেই বুঝাইতেছে। তার্কিকগণের মতে উহা স্ববিরোধ-বাক্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও অচিন্ত্য-তত্ত্বপক্ষে স্ববিরোধ-দোষ আপতিত হয় না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভাষা-মল অনুভবসিদ্ধ বস্তুকে আকর্ষণ করিতে পারে না। বাক্যের দ্বারা বস্তুর নির্দ্দেশ হয় মাত্র। সাক্ষাৎকার কেবল অনুভব-সিদ্ধ। "অবাঙ্-মনস-গোচরঃ"—ইহাও একটী বাক্য। এই বাক্যের দ্বারা যে বস্তুকে নির্দ্দেশ করা হইতেছে তাহা উক্ত বাক্যের দ্বারাই ব্যক্ত হইল। তবে এরূপ ব্যক্ত হইল যে, কেবল মাত্র তাহার একটী দিক্ নির্ণয় ব্যতীত অন্য পূর্ণানুভূতি জন্মাইয়া দিতে পারিল না। কেবলমাত্র নির্দ্দেশ দিয়াই ক্ষান্ত হইল। ইহার দ্বারা 'নেতি' 'নেতি'-বাদের সহানুভূতি হইতেছে না। কারণ একটি বিচার পার্থিব বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রাখিত বলিয়া তাহার নিষেধ করা হইতেছে, অর্থাৎ

ইতির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিয়া সেই ইতি-বস্তুকে অস্বীকার করিতে বলা হয়। "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ" এই বাক্যের দ্বারা মানসিক চিন্তাপ্রসূত বাক্যসমূহকে অস্বীকার করিতে উপদেশ দেওয়া হইতেছে না। অর্থাৎ মানসিক অনুভূতি তাহাতে পরাভূত হইয়া অপ্রাকৃত অনুভূতির দিকে সাধককে অগ্রসর করাইয়া দিতেছে। সুতরাং উহা এক নহে।

শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য লীলা

ঐতিহাসিকগণ অচিন্ত্যশক্তিমত্তা বুঝিয়া উঠিতে অক্ষম। কাব্যরসের রসিক বা প্রাকৃত ঐতিহাসিকগণের চিন্তাধারায় 'অচিন্ত্য' বলিয়া কোন ব্যাপার স্বীকৃত হয় নাই। তজ্জন্য শাস্ত্রকারগণের বিচার-ধারায় প্রবেশ করিতে তাঁহারা নিতান্ত পরাঙ্মুখ। কৃষ্ণলীলায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের যে অচিন্ত্যশক্তিমত্তা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সাধারণ দার্শনিকগণ আদৌ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। এমন কি, তাঁহারা উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইয়াও তাঁহাদের অযোগ্যতা আচ্ছাদন করিবার জন্য কৃষ্ণলীলার প্রতি কটাক্ষ করিয়া থাকেন। অচিন্ত্য বস্তুতে চিন্ত্য ধারণা লইয়া অগ্রসর হইলে এরূপ বিফল-মনোরথ হইতে হইবে। কৃষ্ণচন্দ্র দ্বারকায় একই দিনে একই সময়ে একই মুহূর্ত্তে পৃথক্ পৃথক্ গৃহে অবস্থিত ষোড়শ সহস্র মহিষীর পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা সর্ব্বশক্তিমত্তার প্রভাবে নহে, পরন্তু অচিন্ত্যশক্তির প্রভাব। রাসক্ষেত্রে কৃষ্ণচন্দ্রের এক রূপেই বহুর প্রকাশ হইয়াছিল—ইহা অচিন্ত্যশক্তির প্রভাব। সাধারণ দার্শনিকগণ ইহা বুঝিতে না পারিলেও অচিন্ত্য-শক্তিমত্তত্ত্ব শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপায় তাঁহার সর্ব্বোত্তম সেবকগণ তথা শ্রীল প্রভুপাদ ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণলীলা নিত্য

কৃষ্ণের প্রত্যেকটী লীলা নিত্য বলিয়া গোস্বামিগণ বর্ণনা করিয়াছেন। 'নিত্য' বলিলেই তাহা সর্ব্বদা বর্ত্তমান বা নিত্য-বর্ত্তমান, ইহাই বুঝাইয়া থাকে। এই নিত্য-শব্দের প্রতীতি লইয়াও বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন দার্শনিকগণ বিভিন্ন বিচার করিয়াছেন। তাহাতে ব্যবহারিক নিত্যত্ব, পারমার্থিক নিত্যত্ব, আপেক্ষিক নিত্যত্ব, প্রাত্যহিক বা দৈনন্দিন নিত্যত্ব, অবশ্য-কর্ত্তব্যরূপ নিত্যত্ব, কালগত নিত্যত্ব এবং মায়িক নিত্যত্ব প্রভৃতি বহুবিধ নিত্যত্বের কথা আমরা শুনিতে পাই। কিন্তু গোস্বামিগণ যে নিত্যত্বের কথা আলোচনা করিয়াছেন, সেই নিত্যত্বের মধ্যে কোনপ্রকার ভূত-ভবিষ্যতাদি কালবৈষম্য প্রবেশ করে নাই। সুতরাং নিত্য বলিলে নিত্য বর্ত্তমান—ইহাই গোস্বামিগণের বিচার। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—"অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরারায়। কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।" ইহাই লীলার নিত্যত্বের উদাহরণ। নিত্যবস্তু বলিতে কোথাও কোথাও 'কৈবল্য' বলা হইয়াছে। অর্থাৎ 'কেবল'-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত ধর্ম্ম লইয়াই 'কৈবল্য'-শব্দের সৃষ্টি। ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শন 'নিত্য' অর্থেই 'কৈবল্য'-শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রে লিখিয়াছেন—"লোকবত্তু লীলা-কৈবল্যম্"। লীলা কৈবল্যস্বরূপ অর্থাৎ নিত্য।

'কৈবল্য'-শব্দের অন্য প্রকার অর্থ করিলে তাহা নরক-সদৃশ হইয়া পড়ে। লীলা লৌকিকের ন্যায় প্রতীত হইলেও তাহা নিত্য এবং ভগবানের সহিত কেবলতা প্রাপ্ত বা একত্ব-প্রাপ্ত। অর্থাৎ কৃষ্ণ যেরূপ নিত্য সত্য, লৌকিক লীলাও সেরূপ নিত্য—সেই নিত্যলীলা হইতেই লৌকিকক্ষেত্রে প্রকাশিত হওয়ায় সেইরূপ প্রতীত হয়। অলৌকিকের ছায়াই লৌকিক—সাদৃশযুক্ত। সৃষ্টির প্রারম্ভে বস্তুর কৈবল্য বা একত্ব লক্ষণ যাহা কোন কোন দার্শনিকগণ বিচার করিয়াছেন, সেই কৈবল্য বা একত্ব বহুত্বেরই প্রতীক। যেমন রাজা বলিলে তাঁহার সৈন্য-সামন্ত, অমাত্যবর্গ ও বহু সংখ্যক প্রজা-সমন্বিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে সেইপ্রকার 'পরতত্ত্ব এক' বলিলে তাহাতে বহুত্বের অবস্থিতি বুঝা যায়। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ বলেন—"Diversity in Unity". গণিতশাস্ত্রে যে একের কল্পনা, তাহা বহুত্বের সহায়ক মাত্র। কারণ দৃষ্টাদৃষ্ট জগতে এক বলিয়া কোন বস্তুর অবস্থিতি নাই। উহা একটী কাল্পনিক সংখ্যা মাত্র। এই কাল্পনিক 'এক' সংখ্যার দ্বারা বহুত্ব প্রমাণিত ও স্থাপিত হইয়া থাকে। উপনিষদ বলিয়াছেন—"একোঽহং বহুস্যাম্"—আমি এক বস্তুই বহু।

জীবসমূহের নিত্যত্ব

একের অন্তরালে বহুত্বই অচিন্ত্য-শক্তিমত্তার প্রভাব। তজ্জন্য জীবনিচয় নিত্য এবং সনাতন হইয়াও সেই পরব্রহ্মে অবস্থিত। জীব নিত্য বলিয়াই ব্রহ্মে অবস্থিত হইতে পারে। অনিত্য জীব ব্রহ্মে অবস্থিত থাকিতে পারে না বা ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে না। জীব ভগবানের অংশ—অতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশ। 'ভগবানের অংশ' বলিলে বস্তুর অংশ নহে, বস্তুশক্তির অংশ। বস্তুর অংশ বলিলে তাহাকে বস্তুর সমান অধিকার দেওয়া হয়। বস্তুশক্তির অংশ বস্তুর সহিত সমান নহে। পূর্ব্বে আপনাদিগকে বলিয়াছি, পূর্ণ বস্তুর অংশও পূর্ণ। তৎসম্বন্ধে লৌকিক দৃষ্টান্ত ও শাস্ত্রীয় নির্দ্দেশ প্রদর্শিত হইয়াছে। জীব-সমূহ সেই শ্রেণীর অংশ নহে। জীবমাত্রই শক্তিতত্ত্ব। শক্তি শক্তিমানে অবস্থিত থাকে। কোন শক্তিই শক্তিমান ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করিতে পারে না। "শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ"—এই দার্শনিক বাক্যই তাহার প্রমাণ। শক্তি শক্তিমানে অবস্থিত থাকিলেও শক্তি-শক্তিমানের বাস্তব ভেদ স্বতঃসিদ্ধ। ইহার পৃথক অবস্থিতি নাই বলিয়া শক্তি ও শক্তিমান অভেদ বলা হয়। সুতরাং জীব কখনও ব্রহ্ম নহে, মানুষ কখনও ভগবান্ হইতে পারে না।

শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে এই বৎসর লইয়া **১৯ বৎসর যাবৎ** ক্রমাগত প্রতিবৎসরই শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব বিরাট্‌ভাবে অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন। উক্ত সমিতি ১৩৪৮ সাল ১৪ই ফাল্গুন, ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪২, বৃহস্পতিবার হইতে ২০শে ফাল্গুন, ৪ঠা মার্চ্চ বুধবার পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী সর্ব্বপ্রথম উক্ত পরিক্রমা ও জন্মোৎসব যথারীতি আরম্ভ করেন। জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালীন

তিনি ১৯১৫ সাল হইতে ১৯৩৬ সাল পর্য্যন্ত ২২ বৎসর যাবৎ ক্রমাগত পরিক্রমা ও জন্মোৎসব করিয়াছিলেন। শ্রীবেদান্ত সমিতি তাঁহারই পাদপদ্ম অনুসরণ করিয়া অনুকরণিকগণের রীতি-নীতি হইতে বৈশিষ্ট্য সংরক্ষরণপূর্ব্বক এই বিরাট সেবা বিশুদ্ধভাবে সংরক্ষণ ও প্রচলন করিয়াছেন। জনসাধারণ এই পরিক্রমা-সেবায় সর্ব্বতোভাবে আজ ১৯ বৎসর যাবৎ যোগদান করিয়া প্রচুর সুকৃতি ও ভক্তিলাভের সুযোগ পাইয়াছেন। আমরা তজ্জন্য পরিক্রমাকারী সমস্ত সজ্জন মণ্ডলীকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ জানাইতেছি।

এবৎসর ২৪শে ফাল্গুন মঙ্গলবার হইতে ২৯শে ফাল্গুন শনিবার পর্য্যন্ত ৫ দিবসে নবদ্বীপ মণ্ডলের ৯টী দ্বীপ পরিক্রমা করা হইয়াছে। আকাশের আবহাওয়া অত্যন্ত আশঙ্কাজনক থাকায় বর্ত্তমান বর্ষে প্রতি দ্বীপে দ্বীপে শিবির স্থাপন করিবার সুযোগ হয় নাই। তথাপি পরিক্রমাকারী যাত্রীবর্গের যাহাতে কোনপ্রকার ক্লেশ না হয় তজ্জন্য প্রতি দিবসেই যাত্রিগণের জলখাবার ও বিশ্রামাদির সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। আবহাওয়া স্নিগ্ধ ও শীতল থাকায় যাত্রীগণকে কোনরূপ ক্লেশ ভোগ করিতে হয় নাই। এই বৎসর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ সর্ব্বত্র পরিক্রমা পরিচালনের ভার গ্রহণ করিলেও শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপাশীর্ব্বাদে ও নিম্নলিখিত ত্রিদণ্ডিপাদগণের সাহায্য-সহানুভূতিতে ও তাঁহাদের হরিকথা কীর্ত্তন-প্রভাবে, পরিক্রমার জন-সংখ্যা অত্যধিক হইলেও, ইহা অতি সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ত্রিদণ্ডি-পাদগণ, যথা—(১) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত পরিব্রাজক মহারাজ, (২) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত পরমার্থী মহারাজ, (৩) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত শুদ্ধাদ্বৈতী মহারাজ, (৪) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মুনি মহারাজ, (৫) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ।

এবৎসর শ্রীধাম মায়াপুর পরিক্রমার দিন অর্থাৎ গৌর-জন্মোৎসবের পূর্ব্ব-দিবস পরিক্রমা-শোভাযাত্রা অত্যন্ত বিরাট আকার ধারণ করিয়াছিল। নবদ্বীপ-সহরবাসী সকলেই এই বিরাট্ পরিক্রমা-সঙ্ঘের উচ্চ-প্রশংসা করিতেছিলেন। পরিক্রমাসঙ্ঘ নবদ্বীপ খেয়া পার হইয়া মায়াপুর যোগপীঠে উপস্থিত হইলে শ্রীমন্দির পরিক্রমাকালে উচ্চ- নৃত্য-কীর্ত্তনাদি ও বিপুল জন-সমাবেশ দর্শন করিয়া বিরোধী ভাবধারা-সমন্বিত জীবসমূহ ঈর্ষানলে দগ্ধীভূত হইতেছিল। তৎপর কীর্ত্তনান্তে শ্রীধাম মায়াপুর ও গৌরজন্মস্থানের মাহাত্ম্য "শ্রীনবদ্বীপ-ধামমাহাত্ম্য" গ্রন্থ হইতে ত্রিবিক্রম মহারাজ পাঠ করেন। তৎপরে সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক-মহারাজ ওজস্বিনী ভাষায় শ্রীগৌর-জন্মস্থান-বিরোধি সম্প্রদায় ও ব্যক্তিসকলের অপচেষ্টা-নিরসনপর একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। পরে শ্রীবাসঅঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতভবন পরিক্রমা করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠে জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-ক্ষেত্রে পরিক্রমা-দল উপস্থিত হন। এই পরিক্রমার বৈশিষ্ট্য এই যে,—সর্ব্বত্রই শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীল প্রভুপাদ ও নারায়ণ-শিলাদি বিগ্রহগণ শিবিকা-সহযোগে ভক্তগণের স্কন্ধে সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার পুরোদেশে গমন করিতেছিলেন। তাঁহাদেরই আনুগত্যে পরিক্রমা পরিচালিত

হইয়াছে। উক্ত সমিতির অন্তর্গত মঠ-মন্দিরাদিসমূহের প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক-মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দিরে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের প্রচার-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহার পূর্ব্বে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিবেদান্ত শুদ্ধাদ্বৈতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিতাবলী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তৎপরে আচার্য্য-চতুষ্টয়ের মন্দির-সম্বলিত শ্রীচৈতন্যমঠ দর্শন করিয়া যাত্রিগণ রাধাকুণ্ড-তীরস্থিত শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি-মন্দির দর্শন করেন। এখানেও শ্রীল আচার্য্যদেব বাবাজী মহারাজের অতিমর্ত্ত্য শিক্ষার আপাত-বিরোধ-স্বরূপ শ্রীল প্রভুপাদের কয়েকটী ক্রিয়া-কলাপ উল্লেখ করিয়া তাঁহার গুরুভক্তিময় তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করেন। তৎপরে চাঁদকাজীর সমাধি প্রভৃতি দর্শন করিয়া পরিক্রমা-সঙ্ঘ শ্রীধামমায়াপুরস্থ শ্রীজয়দেবের পাটে আসিয়া উপস্থিত হন।

শ্রীল গুরুমহারাজের পরিক্রমা মায়াপুরে শ্রীগৌরজন্মোৎসবের পূর্ব্বদিনে আগমন করিয়া থাকেন। তজ্জন্য স্থানীয় ১০।১৫ খানি গ্রামের অধিবাসিগণ শ্রীল গুরুমহারাজের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। পরিক্রমার যাত্রী ব্যতীত স্থানীয় সমস্ত অধিবাসিগণকে প্রচুর পরিমাণে আকণ্ঠ পূরিয়া প্রসাদ বিতরণ করা হয়। প্রসাদ বিতরণের অভিনব দৃশ্য দর্শন করিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। এসম্পর্কে আমরা ডাক্তার শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সরকার ও তাঁহার পুত্র-পরিবারবর্গের চেষ্টা, যত্ন, আগ্রহ প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি। তিনি প্রতি বৎসরই সমিতির এই পরিক্রমা-সঙ্ঘকে আহ্বান করিয়া তাঁহার গৃহে স্থান দিয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব

পরদিবস শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে সূর্য্যোদয়ের প্রারম্ভ হইতে সায়াহ্ন কাল পর্য্যন্ত অবিরত শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ ও মধ্যে মধ্যে কীর্ত্তন হইতে থাকে। সন্ধ্যার পর ভোগরাগ, আরাত্রিক ও পূজার পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে রাত্র ১১টা পর্য্যন্ত বক্তৃতা হয়। শ্রীযুত ভাগবতদাস ব্রজবাসী, শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিরঞ্জন, শ্রীহরিদাস ব্রজবাসী (হিন্দী-ভাষায়), শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মুনি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত শুদ্ধাদ্বৈতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরিব্রাজক মহারাজ, শ্রীরসরাজ ব্রজবাসী, শ্রীহরিদাস দাস অধিকারী (নারমা) প্রভৃতির বক্তৃতার পর শ্রীল গুরু-মহারাজ বক্তৃতা করেন। তৎপরে কীর্ত্তনান্তে যাত্রিগণ অমুকল্প প্রসাদ গ্রহণ করেন। পরদিবস সাধারণ মহোৎসবে বেলা ১০টা হইতে অধিক রাত্র পর্য্যন্ত কয়েক সহস্র ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

নারমার হরিদাস দাস অধিকারী চাঁপাহাটী ও মামগাছিতে অতি সুন্দর বক্তৃতা করেন। শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারীও মামগাছিতে বক্তৃতা করিয়াছেন। পরিক্রমার সর্ব্বত্রই প্রত্যহ শ্রীপাদ মোহিনীমোহন ভক্তিশাস্ত্রী রাগভূষণ মহোদয়ের সুললিত কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়াছেন।

— নিজস্ব সংবাদ



১২শ বর্ষ | ক্ষীরোদশায়ী, ৩ ত্রিবিক্রম, ৪৭৪ গৌরাব্দ | শনিবার, ৩১ বৈশাখ, ১৩৬৭ ; ইং ১৪।৫।৬০ | ৩য় সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীরুদ্র-কৃতং "শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্তোত্র-দ্বাদশকম্"

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রিষষ্টিতমেঽধ্যায়ে—৩৪-৪৫)

শ্রীরুদ্র উবাচ—

ত্বং হি ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্গূঢ়ং ব্রহ্মণি বাঙ্ময়ে।
যং পশ্যন্ত্যমলাত্মান আকাশমিব কেবলম্ ॥৩৪॥

(ঊষা-অনিরুদ্ধ-পরিণয়োপলক্ষে যাদবগণের সহিত বাণাসুরের যুদ্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন-চক্রদ্বারা বাণাসুরের সহস্র-বাহু ছেদন করিতে থাকিলে ভক্তবৎসল শঙ্কর শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—)

শ্রীরুদ্র বলিলেন,—হে দেব, আপনি নিখিল জ্যোতিঃ সকলের প্রকাশক বলিয়া স্বয়ং পরমজ্যোতিঃ-স্বরূপ এবং শব্দব্রহ্মে গূঢ়রূপে

অবস্থিত পরব্রহ্ম। পরন্তু কেবলমাত্র শুদ্ধচিত্ত ভক্তগণই নির্ম্মল আকাশের ন্যায় শুদ্ধস্বরূপ আপনাকে সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন ॥৩৪॥

নাভির্নভোঽগ্নির্মুখমম্বু রেতো
দ্যৌঃ শীর্ষমাশাঃ শ্রুতিরঙ্ঘ্রিরুর্ব্বী।
চন্দ্রো মনো যস্য দৃগর্ক আত্মা
অহং সমুদ্রো জঠরং ভুজেন্দ্রঃ ॥৩৫॥

রোমাণি যস্যৌষধয়োঽম্বুবাহাঃ
কেশা বিরিঞ্চো ধিষণা বিসর্গঃ।
প্রজাপতির্হৃদয়ং যস্য ধর্ম্মঃ
স বৈ ভবান্ পুরুষো লোককল্পঃ ॥৩৬॥

এই আকাশ—আপনার নাভি, অগ্নি—মুখ, জল—রেতঃ, স্বর্গ—মস্তক, দিক্‌সমূহ—শ্রবণেন্দ্রিয়, পৃথিবী—পদ, চন্দ্র—মনঃ, সূর্য্য—চক্ষুঃ, আমি অর্থাৎ শিব—অহঙ্কার, সমুদ্র—উদর, ইন্দ্রাদি-লোকপালগণ—বাহুসমূহ, ওষধিসমূহ—রোমরাজি, মেঘমালা—কেশরাশি, ব্রহ্মা—বুদ্ধি, প্রজাপতি—মেঢ্র এবং ধর্ম্ম—হৃদয়স্বরূপ। আপনি এইরূপে কার্য্য-কারণাত্মক এই চতুর্দ্দশ ভুবনের অবয়বী পুরুষরূপে কল্পিত হইয়া থাকেন ॥৩৫-৩৬॥

তবাবতারোঽয়মকুণ্ঠধামন্
ধর্ম্মস্য গুপ্ত্যৈ জগতো ভবায়।
বয়ঞ্চ সর্ব্বে ভবতানুভাবিতা
বিভাবয়ামো ভুবনানি সপ্ত ॥৩৭॥

হে অকুণ্ঠধামন্, ধর্ম্মরক্ষা এবং জগতের অভ্যুদয়ের জন্য আপনার এই অবতার। নিখিল লোকপালগণ আমরা আপনা-কর্ত্তৃক পালিত হইয়াই সপ্ত ভুবনের পালন করিতেছি ॥৪॥

ত্বমেক আদ্যঃ পুরুষোঽদ্বিতীয়-
স্তুর্য্যঃ স্বদৃগ্‌হেতুরহেতুরীশঃ।

প্রতীয়সেঽথাপি যথাবিকারং
স্বমায়য়া সর্ব্বগুণপ্রসিদ্ধ্যৈ ॥৩৮॥

আপনি সজাতীয়-ভেদশূন্য, আদিপুরুষ, বিজাতীয়-ভেদশূন্য, তুরীয়, স্বপ্রকাশ স্বয়ং কারণরহিত হইয়াও সর্ব্বকারণকারণ এবং সর্ব্বান্তর্যামী হইয়াও বিষয়-সমূহের প্রকাশের জন্য নিজ মায়ায় তত্তদ্ বিকারানুরূপে প্রতীত হইয়া থাকেন ॥৩৮॥

যথৈব সূর্য্যঃ পিহিতশ্ছায়য়া স্বয়া
ছায়াঞ্চ রূপাণি চ সঞ্চকাস্তি ।
এবং গুণেনাপিহিতো গুণাংস্ত্ব-
মাত্মপ্রদীপো গুণিনশ্চ ভূমন্ ॥৩৯॥

হে ভূমন্, সূর্য্য যেরূপ লোক-নয়ন-সমক্ষে নিজ ছায়াস্বরূপ মেঘদ্বারা আচ্ছাদিতের ন্যায় প্রতীত হইয়াও ঐ মেঘ এবং তদ্দ্বারা অন্তরিত ঘটাদি পদার্থসমূহকে প্রকাশ করে, সেইরূপ আপনি স্বকার্য্যভূত অহঙ্কারদ্বারা আচ্ছাদিতের ন্যায় প্রতীত হইয়াও স্বপ্রকাশরূপে সত্ত্বাদি গুণ এবং জীবগণকে প্রকাশিত করিতেছেন ॥৩৯॥

যন্মায়া-মোহিত-ধিয়ঃ পুত্র-দার-গৃহাদিষু ।
উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি প্রসক্তা বৃজিনার্ণবে ॥৪০॥

জীবগণ আপনার মায়ায় মোহিতচিত্ত এবং পুত্র-দার-গৃহাদি-বিষয়ে অত্যাসক্ত হইয়া দুঃখ-সাগরে উন্মজ্জিত ও নিমজ্জিত হইতেছে ॥৪০॥

দেবদত্তমিমং লব্ধ্বা নৃলোকমজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
যো নাদ্রিয়েত ত্বৎপাদৌ স শোচ্যো হ্যাত্মবঞ্চকঃ ॥৪১॥

যে-জীব ইন্দ্রিয়-বশীভূত হইয়া আপনার প্রদত্ত ভজনযোগ্য এই নরদেহ লাভ করিয়াও আপনার পাদপদ্মসেবায় বিমুখ, সে বস্তুতঃই শোচনীয় ; যেহেতু সে আত্মবঞ্চনা করিতেছে ॥৪১॥

যস্ত্বাং বিসৃজতে মর্ত্ত্য আত্মানং প্রিয়মীশ্বরম্ ।
বিপর্য্যয়েন্দ্রিয়ার্থার্থং বিষমত্ত্যমৃতং ত্যজন্ ॥৪২॥

যে মানব অনাত্মা, অপ্রিয় ও অনীশ্বর পুত্রাদি-বিষয়ে আসক্ত হইয়া অন্তর্যামী, প্রিয় এবং ঈশ্বর আপনাকে পরিত্যাগ করে, সে অমৃত পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষ ভক্ষণ করে ॥৪২॥

অহং ব্রহ্মাথ বিবুধা মুনয়শ্চামলাশয়াঃ।
সর্ব্বাত্মনা প্রপন্নাস্ত্বামাত্মানং প্রেষ্ঠমীশ্বরম্ ॥৪৩॥

হে দেব, আমি, ব্রহ্মা, ইন্দ্রাদি-দেবগণ, বিশুদ্ধচিত্ত মুনিগণ, আমরা সকলে সর্ব্বতোভাবে অন্তর্যামী, প্রিয়তম, ঈশ্বর আপনার শরণাগত রহিয়াছি ॥৪৩॥

তং ত্বা জগৎস্থিত্যুদয়ান্তহেতুং
সমং প্রশান্তং সুহৃদাত্মদৈবম্।
অনন্যমেকং জগদাত্মকেতং
ভবাপবর্গায় ভজাম দেবম্ ॥৪৪॥

আপনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার-কর্ত্তা, শান্ত, বৈষম্যবুদ্ধি-রহিত, প্রিয়তম, অন্তর্যামী, ঈশ্বর, সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদশূন্য এবং জগৎ ও জীবসমূহের অধিষ্ঠান-স্বরূপ। আমরা জন্ম-জন্মান্তরে ভক্তি-যোগ লাভের জন্য আপনার আরাধনা করিতেছি ॥৪৪॥

অয়ং মমেষ্টো দয়িতোঽনুবর্ত্তী
ময়াভয়ং দত্তমমুষ্য দেব।
সম্পাদ্যতাং তদ্ভবতঃ প্রসাদো
যথা হি তে দৈত্যপতৌ প্রসাদঃ ॥৪৫॥

হে দেব, এই বাণাসুর আমার সখা এবং প্রিয় সেবক, আমি পূর্ব্বে ইহাকে অভয় দান করিয়াছি। অতএব দৈত্যপতি প্রহ্লাদের প্রতি আপনার যাদৃশ অনুগ্রহ, ইহার প্রতিও তাদৃশ অনুগ্রহ করুন্ ॥৪৫॥

———

বৈকুণ্ঠ ও গুণজাত জগৎ

শ্রীকৃষ্ণের গানে আমরা শুনিতে পাই যে, প্রকৃতির সম্বল গুণত্রয়ের দ্বারাই ক্ষণভঙ্গুর কার্য্য-সকল পরিদৃষ্ট হয় এবং সেই কার্য্যের কর্ত্তৃপক্ষ হইবার বাসনাই বদ্ধজীবের অজ্ঞানোত্থ অহঙ্কার। অহঙ্কার-বিমুক্ত জনগণ বৈকুণ্ঠের উপলব্ধি করিয়া তাহাতে অবস্থিত হইলেই গৌণের পরিবর্ত্তে মুখ্য সেবোন্মুখতা লাভ করেন। সেবোন্মুখ জিহ্বাই কৃষ্ণনাম গান করিতে সমর্থ হন। কৃষ্ণনাম-গানকারি-ব্যক্তি নাম-প্রভাবে কৃষ্ণরূপ গান করিতে, কৃষ্ণগুণ গান করিতে, কৃষ্ণপরিকর-বৈশিষ্ট্যের সহিত কৃষ্ণ-লীলা স্মৃতি-পথে উদয় করাইয়া নাম গান করিতে থাকেন। এই স্বরূপাবস্থায় অবস্থানই তাঁহার গৌণ প্রতীতি হইতে ন্যূনাধিক অবসর প্রদান করে।

কনিষ্ঠ ভাগবত ক্রমশঃ উন্নত হইয়া দ্বিগুণিত তৃতীয়াংশে গৌণদৃষ্টি করিয়া থাকেন। আবার মধ্যম অধিকার লাভ করিয়া একতৃতীয়াংশে দৃশ্য জগৎকে তৃতীয়াংশ গুণজাত জগৎ জানিতে থাকেন। আর মহাভাগবত-বিচারে উন্নতি লাভ করিয়া গুণজাত জগতের সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণস্মরণ-জনিত প্রেম-বিবশ হন। সেই কালে তাঁহার বাহ্যপ্রতীতি বা বহিঃপ্রজ্ঞা ভোগের বিচার আদৌ থাকে না। কর্ম্মফলভোগ-বাসনা একেবারে নির্ম্মূলিত হইলেই স্বরূপা-বস্থিতির কোন ব্যাঘাত হয় না। আত্মনিবেদন-প্রভাবে শরণাগত ব্যক্তির কৃষ্ণশ্রবণ, কৃষ্ণকীর্ত্তন ও কৃষ্ণস্মরণ নিজস্বভাবের মধ্যেই পরিদৃষ্ট হয়; গুণজাত জগতের অহঙ্কারে অভিনিবিষ্ট না হইয়া অনাত্মপ্রতীতির হস্ত হইতে অবসর লাভ করেন। ইহাই সাধনের সিদ্ধি।

ভাবরাজ্যে অবস্থিতিকালে সেবোন্মুখ জনগণের ষড়্রিপুর দাস্য করিতে হয় না বলিয়া তাঁহাতে 'ক্ষান্তি' নামক চিদ্‌গুণ দেখা যায়। তিনি জড়ভোগের বিষয়ে বদ্ধজীবের সেবাকার্য্যে কালক্ষেপ করেন না। কৃষ্ণসেবার উপযোগী বিষয়সমূহই তাঁহার অভ্যর্থনার বিষয় হয়। ভগবদনুগ্রহ লাভ করিয়া তৎকৃপা-লাভের চেষ্টাই বলবতী হয়। ইতরাভিলাষ ত্যক্ত হইয়া নবনবায়মান উৎসাহ তাঁহার বৈশিষ্ট্য সম্পাদন করে। ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা-গানে তাঁহার রুচি পরিলক্ষিত হয়। প্রাপঞ্চিক ত্রিগুণের অতীত নিত্যা-নন্দের চিন্ময় গুণ কীর্ত্তন করিতে, স্মৃতিপথে আনিতে ও শ্রবণ করিতে সমধিক ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ভগবৎ সংসারের অন্যতম সেবক হইয়া নিত্যকাল স্বরূপে অবস্থিতিই অজাতরতি সাধারণের সহিত তাঁহার পার্থক্য নির্দ্দেশ করে।

গুণজাত জগতে অবস্থিতিকালে গুণের বিচারে সদসদ্‌বিবেক অর্থাৎ নিত্যা-নিত্যবিবেক, চিদচিদ্‌বিবেক অর্থাৎ মিশ্রামিশ্র-চেতনবিবেক ও আনন্দবিবেকের পরিবর্ত্তে সুখ-দুঃখ-বিবেকের ধূম্রসমূহ তাঁহাকে অশ্রু বিসর্জ্জন করায়।

তমোগুণ-তাড়িত বিকৃত চেতন তাঁহাকে অনেক সময় প্রকৃতিবাদী বা মায়াবাদী করিয়া তুলে। রজোগুণ-তাড়িত হইয়া ক্ষণভঙ্গুর স্বপ্ন-মনোরথে রচিত রাজ্যে ভ্রমণ করায়। ভগবদ্‌বিস্মৃতি জন্য অমঙ্গলরাশি আসিয়া গুণান্তর্গত বদ্ধজীবকে অভিভূত করায়। রজোগুণ-দ্বারা তমঃ-পরিহারাকাঙ্ক্ষা উদিত হইলে সত্ত্বের আবাহন স্বভাব হইতে আবির্ভূত হয়। সেই সত্ত্বাবির্ভাব প্রবৃত্তিরাজ্য হইতে ক্রমশঃ বদ্ধজীবকে অবসর দেয়। ইহারই চিত্তে 'বৈরাগ্য' শব্দটির আবাহন।

তাদৃশ বৈরাগ্য যদি ভগবৎকথায় প্রবৃত্তি না দেয়, তাহা হইলে ইতর প্রজল্প ও বিতণ্ডা আসিয়া বদ্ধজীবকে পুনরায় দুরন্তপার তমোরাজ্যে ডুবাইয়া দেয়। বিশুদ্ধ-সত্ত্ব রজোতমোগুণদ্বয়ের সঙ্গ পরিত্যাগ করিলে অবিমিশ্র-সত্ত্ব অর্থাৎ বিশুদ্ধ-সত্ত্ব জড়ভোগ-রাজ্য হইতে অবসর দিয়া নির্গুণভাব অর্থাৎ আপেক্ষিকতা-বর্জ্জিত বিচিত্রতার আবাহন করায়। তখনই তিনি গুণজাত জগদ্দর্শন না করিয়া বৈকুণ্ঠ দেখিতে থাকেন।

বৈকুণ্ঠের তুলসীর আঘ্রাণ লাভ করেন। বৈকুণ্ঠের স্রগ্‌গন্ধ তাঁহাকে কলুষপর্য্যায়ে অবনামিত করিতে পারে না। বৈকুণ্ঠস্পর্শ ঘটিলে শীতোষ্ণাতি-শয্যের অপ্রার্থিত অমঙ্গল তাঁহাকে গ্রাস করিতে পারে না। অভাবরাজ্যের স্বভাব, অনুপাদেয় রাজ্যের প্রলোভন, কুণ্ঠরাজ্যের আবদ্ধতা বৈকুণ্ঠে টানিয়া লইবার দুষ্পিপাসা তাঁহার মস্তিকের উষ্ণতা সাধন করে না। তখন শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সর্ব্বাত্ম-স্নপিতভাবের উদয় হয়। কর্ণের দ্বারা শ্রবণ করিবার যোগ্যতা-কাল উপস্থিত হইলে কৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রুতিগত হয়। সেই শ্রুতির পরিচালনা-ক্রমে জড়রূপ-মোহ, জড়গুণাকর্ষণ, জড়-সঙ্গ-লাভ-স্পৃহা, জড়চিন্তা এবং ভোক্তৃত্বের অভিমান থাকে না।

গুণজাত জগতে অবস্থান-কালে জীবের বৈকুণ্ঠের শব্দ, রূপ, গুণ, পরিকর ও ক্রিয়াকলাপ আলোচনার বিষয় হয় না, অনুপাদেয় ব্যাপারে চিত্ত ধাবিত হইতে থাকে। শ্রীবৃন্দাবনের অপূর্ব্ব মধুরিমা বদ্ধজীবের চিত্তবিনোদনের বিরোধী হইয়া পড়ে। নিখিল সদ্‌গুণ, নিখিল চিদ্‌গুণ ও নিখিল আনন্দগুণের ধারণা দুঃখাবরোধক পরিচ্ছিন্ন সুখ, অসম্পূর্ণ জ্ঞানাভাসের অজ্ঞান এবং

কালক্ষোভ্য বিচারে বৈকুণ্ঠানুরাগ বা মুক্তাবস্থার প্রতীতি নহে। সুতরাং গুণজাত জগতের প্রভু হইবার আকাঙ্ক্ষা হইতে বিপরীত দিকে বৈকুণ্ঠ-সেবক হইবার চেষ্টাই উভয়ের তারতম্য-বিচারে জীবের পক্ষে পরমশ্রেয়ঃ—এই কথা যিনি বুঝাইয়া দেন তিনি জড়নির্ব্বিশিষ্ট মায়াবাদ বা মায়িক ভোগরত জনগণের গুণজাত কুণ্ঠার ধ্বংস সাধন করায় তাঁহাকে মহৎ বা 'গুরু' বলা হয়।

আর যিনি জড়াতীত বৃহদভিমানে সেবাবৃত্তিতে অবস্থিত থাকেন, সেই বৈকুণ্ঠভক্ত হইতে পৃথক্ গুণতাড়িত অহঙ্কারী ভোগী কোন মতেই উপাদেয় বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন না।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

হিন্দু

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ইংরাজী ১৮৭৪ সালে ২৬শে জুন 'অমৃত-বাজার পত্রিকা'য় **'হিন্দু'**শব্দের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রদান করিয়াছিলেন—

অনেক দিবস হইল 'হিন্দু'শব্দের মূল লইয়া পণ্ডিত-মণ্ডলীতে তর্ক-বিতর্ক হইতেছে। কেহ বলেন—সিন্ধুনদী হইতে, কেহ বলেন—হিন্দুকুশ পর্ব্বত হইতে, কেহ বলেন—ইন্দু শব্দ হইতে 'হিন্দু' শব্দের উৎপত্তি। কেহ কেহ বলেন যে, যবনেরা ঘৃণা করিয়া আমাদিগকে হিন্দু বলিত। কোন কোন পণ্ডিত তন্ত্রশাস্ত্র হইতে এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া হিন্দু শব্দের ব্যাখ্যা করেন। "হীনান্ ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য হিন্দুঃ স পরিকীর্ত্তিতঃ"। ইহাতেও সন্দেহ দূর হয় না। সম্প্রতি আমরা নিম্নলিখিত চারিটী শ্লোকে হিন্দু শব্দের অর্থ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম।

উত্তরে ভারতস্যাস্য হিমাদ্রি দিব্যদর্শনঃ।
দক্ষিণে বর্ত্ততে বিন্দুসরস্তীর্থো মনোহরঃ॥
এতয়োর্ম্মধ্যভাগে যো বসতিং কুরুতে নরঃ।
আদ্যন্তবর্ণ-সংযোগাৎ হিন্দুনাম্না মহীয়তে॥
শুদ্ধার্য্যকুলসম্ভূতঃ শুদ্ধাচারপরায়ণঃ।
ভারতে বর্ত্ততে হিন্দুর্বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ॥
পূজনীয়ঃ সদা হিন্দুঃ সর্ব্বেষাং দ্বিপদামপি।
শিক্ষকঃ সর্ব্বজাতীনাং মহীতল-নিবাসিনাম্॥

অর্থ—

"এই ভারতবর্ষের উত্তরাংশে হিমাদ্রি নামে দিব্যদর্শন পর্ব্বত আছে। দক্ষিণাংশে বিন্দুসর নামে এক মনোহর তীর্থ আছে। যে ব্যক্তি এই দুইয়ের মধ্যে বাস করেন, তিনি হিমালয়ের আদ্যক্ষর ও বিন্দুর শেষাক্ষর সংযোগ দ্বারা হিন্দু নামের মাহাত্ম্য প্রাপ্ত হন। শুদ্ধ আর্য্যকুলসম্ভূত ও শুদ্ধাচারপরায়ণ হিন্দু বর্ণাশ্রম বিভাগ করত ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিতেছেন। হিন্দু মনুষ্যমাত্রেরই পূজনীয় এবং সমস্ত জাতির শিক্ষক।"

হিমালয় পর্ব্বত যে-স্থলে আছে, তাহা সকলেই জানেন, কিন্তু বিন্দুসর কোথায় তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। ভাগবতে ৩য় স্কন্ধে ২১ অধ্যায়ে কর্দ্দম-প্রজাপতি-সংবাদে এরূপ কথিত আছে—

তদ্বৈ বিন্দুসরো নাম সরস্বত্যা পরিপ্লুতং।
পুণ্যং শিবামৃতজলং মহর্ষিগণ-সেবিতম্ ॥৩৭॥

এতদ্দৃষ্টে বোধ হয় যে, সরস্বতী নদীর সন্নিকটেই বিন্দুসর। সম্প্রতি গুর্জ্জর রাষ্ট্রদেশে বিন্দুসর দৃষ্ট হয়। আমাদের বিবেচনায় ঐ বিন্দুসরই হিন্দু-স্থানের দক্ষিণসীমা। ঐ সীমা ধরিলে আর্য্যাবর্ত্ত ও ব্রহ্মাবর্ত্ত দুই খণ্ডই হিন্দু-স্থানের মধ্যবর্ত্তী হয়।

শাস্ত্রে 'হিন্দু'শব্দের উল্লেখ না থাকার হেতু এই যে, আর্য্যগণ হিন্দুস্থানে আসিবার পূর্ব্বেই বেদসমূহ রচিত হইয়াছিল। যৎকালে পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র-সকল লিখিত হয়, তখন আর্য্য-বংশীয়েরা আর্য্যাবর্ত্ত ও ব্রহ্মাবর্ত্ত অতিক্রম করিয়া স্থানে স্থানে বাস করিয়াছিলেন। এজন্য তৎপূর্ব্বে নির্ণীত 'হিন্দু'নামটী অসম্যক হইবে বোধ করিয়া পুরাণাদিতে ব্যবহার করেন নাই। এতৎপ্রযুক্ত 'হিন্দু'নামটী কেবল বাচনিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দর্শন-শাস্ত্র

দর্শন-শাস্ত্র যে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। দর্শন বস্তুতঃ বহুবিধ হইলেও স্থূল-সূক্ষ্ম বিষয় বিচারদ্বারা ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। ভারতে ষড়দর্শন বলিয়া সেই ছয়টী শ্রেণী দেদীপ্যমান। গ্রীস-দেশেও সেই ছয়টী দর্শন সম্মানিত হইয়াছে। সম্প্রতি বিশেষ গবেষণাদ্বারা প্রুশদেশীয় অধ্যাপক গার্ব্ব নির্ণয় করিয়াছেন যে, এরিষ্টটল গোতমের ন্যায়-শাস্ত্রের শিষ্য, থেলিস কণাদের বৈশেষিক-শাস্ত্রের শিষ্য, সক্রেটিস মীমাংসা-শাস্ত্রে জৈমিনির শিষ্য, প্লেটো বেদান্ত-শাস্ত্রে ব্যাসের শিষ্য, পিথাগোরাস সাংখ্য-শাস্ত্রে কপিলের শিষ্য এবং জিনো যোগশাস্ত্রে পাতঞ্জলির শিষ্য।

ঐ সকল গ্রীক পণ্ডিত কোন্ সময়ে ও কি অবস্থায় ভারতে আসিয়া শিক্ষা-লাভ করিয়াছিলেন তাহা ক্রমশঃ জানা যাইবে। তাঁহাদের সাক্ষাৎ গুরুদিগের নামই বা কি তাহা এখন অনুসন্ধেয়। **পাশ্চাত্যদেশের সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান যে ভারত হইতে গিয়াছে, তাহা সকল সহৃদয় পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন।** দর্শন-শাস্ত্রের গুরুগণ সময় সময় ম্লেচ্ছশিষ্য স্বীকার করিয়াছিলেন, ইহা অনেক পুরাতন আখ্যায়িকাতে আছে। ঐ সমস্ত আখ্যায়িকা ভাল করিয়া বিচার করিলে অনেক বিষয় জানা যায়।

ছান্দোগ্যে ইন্দ্র ও বিরোচনের প্রজাপতির নিকট তত্ত্বশিক্ষার যে আখ্যায়িকা আছে তাহাতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, বিরোচন ম্লেচ্ছ-বুদ্ধির স্থূলতাক্রমে এই জড়দেহকে আত্মা বলিয়া স্থির করত মৃত্যুর পর জড়দেহের সংরক্ষণ-ব্যবস্থা তদীয় ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। বোধ হয়, তাঁহার ইজিপ্ট-দেশীয় শিষ্যগণ সেই শিক্ষা-ক্রমে "মামি" অর্থাৎ মৃতদেহ-সংরক্ষণ-প্রথা স্বদেশে প্রচার করিয়াছিলেন। সেই প্রথা একটু পরিবর্ত্তন করিয়া অন্যান্য ম্লেচ্ছখণ্ডে কবর দিবার বিধি হইয়াছে। বিজ্ঞানশাস্ত্র যত উন্নত হইবে, এই সমস্ত ততই স্পষ্ট বোধ হইবে।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীরঘুনাথদাস-বন্দনা

(১)

বন্দি তোমা' রঘুনাথ-দাস,
লভিলে বিশুদ্ধ-ভক্তি নিত্যানন্দ পাশ!
বৈরাগ্য-সাধনে হরির দর্শন মিলয়,
রাজকুমার হয়ে তাই ত্যজিলে বিষয়।
নিত্যানন্দ প্রভুজীর আদেশ-পালনে,
চিঁড়া-দধি-মহোৎসব কৈলে পাণিহাটি-গ্রামে।

(২)

ধন্য তব দণ্ড-মহোৎসব,
প্রেমভক্তি প্রকাশে ইহা কৈলে অনুভব।
যেই নিত্যানন্দ তোমা' কৈলা আশীর্ব্বাদ,
মানসে হেরিলে তবে চৈতন্য-আবির্ভাব।

সাধু-গুরু-কৃপা যদি পায় কোন জন,
অলভ্য রহে না তার ঈশ্বর-দর্শন।

(৩)

পেতে গোরা-চরণে শরণ,
চুপে চুপে রাতি শেষে কৈলে পলায়ন।
পথ ছাড়ি' উপপথে ধাইলে ত্বরিত,
পাছে কেহ দেখে আচম্বিত।
মিলিবারে নীলাচলে মহাপ্রভু-সনে,
আঠার দিনের পথ যাইলে বার দিনে।

(৪)

উপেক্ষিয়া পথ-কণ্টক চলিলে আগুসারি,'
সার কৈলে নয়নের বারি।
পতিত হইলে যবে প্রভুর চরণে,
কৃপা কৈলা প্রভু তবে তোমা' আলিঙ্গনে।
মহান্ আদর্শ তব স্মরি মনে মনে—
তরিতে না পারে কেহ গুরু-কৃপা-বিনে।

(৫)

"কৃষ্ণ-কৃপায় তরিলে আজ তুমি"—
কহিলেন গোরা গুণমণি।
উত্তরিলে তুমি তবে, "কৃষ্ণ নাহি জানি
তব কৃপায় উদ্ধারিনু এই মনে মানি।"
আদর্শ বৈষ্ণব ওগো ভকত-প্রধান,
লহ এ দাসের তব অসংখ্য প্রণাম।

(৬)

রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বালোচনায় ও বৈষ্ণব-সেবনে,
তোমার পরশ যেন পাই ক্ষণে ক্ষণে।
তোমার সকাশে মোর এই নিবেদন,—
কৃপায় করাহ মোরে গৌরাঙ্গ-দর্শন।
অশেষ করুণা তব মনে-প্রাণে যাচি,
জন্মে জন্মে তব পদে থাকে যেন মতি।

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

উপনিষদ্-বাণী

(ছান্দোগ্য ৮)

কোন শিষ্য গুরুর নিকট সমিৎপাণি হইয়া শরণাগত ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইলে গুরু শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করেন—তুমি কি জান? শিষ্য উত্তর করেন—ভগবন্! আমি ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব্বাদি চারি বেদ, ইতিহাস পুরাণরূপ পঞ্চম বেদ, ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধকল্প, গণিত, উৎপত্তিস্থান, তর্কশাস্ত্র, নিধিশাস্ত্র, দেব-বিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পবিদ্যা, সঙ্গীতবিদ্যাদি সবই জানি, কিন্তু মন্ত্র-বেত্তা বা আত্মবেত্তা নহি। আমি আপনার ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানীর নিকট শুনিয়াছি যে, আত্মবিদ্ ব্যক্তি শোকের পারে গমন করেন। কিন্তু আমি তদ্রূপ নহি বলিয়া শোকে অভিভূত, অতএব আমাকে শোকের পারে লইয়া চলুন।

তখন গুরুদেব শিষ্যকে বলেন,—তুমি যাহা জান সে-সকলই নাম মাত্র। অতএব তুমি নামের উপাসনা কর। নামই ব্রহ্ম—ইহা জানিয়া উপাসনা করিলে নামেই গতি প্রাপ্তি হয়।

শিষ্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন—ভগবন্! নাম হইতে কিছু অধিক আছে কিনা, থাকিলে তাহার উপদেশ প্রদান করুন। তদুত্তরে আচার্য্য বলেন—বাক্ নাম হইতে শ্রেষ্ঠ। কারণ বাণীই বাক্ আদিবেদ, ষড়ঙ্গ, তর্কশাস্ত্র, নীতি-শাস্ত্র, চতুর্দ্দশ ভুবন, দেব, মনুষ্য, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, সত্য-অসত্য, সাধু-অসাধু—যাবতীয় পরিচয় প্রদান করে। বাণী না থাকিলে ধর্ম্মাধর্ম্ম কোন জ্ঞান লাভের উপায় থাকিত না। বাণীই জ্ঞান প্রদান করে। অতএব বাণীর উপাসনা কর। বাণীই ব্রহ্ম।

শিষ্য আবার জিজ্ঞাসা করেন—ভগবন্! বাণী হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছু আছে কিনা? থাকিলে কৃপাপূর্ব্বক উহা উপদেশ করুন। তদুত্তরে আচার্য্য বলেন—মন বাণী হইতে উৎকৃষ্ট। যেরূপ হাতে আমলকী অথবা কোন দ্রব্য রাখিলে মনেই উহা অবগত করায়, তদ্রূপ মনেরই ইচ্ছা হইলে পুরুষ সকল কার্য্য করিতে বা অবগত হইতে পারে। মন ইহলোক বা পরলোকের কামনা করে এবং তাহা পাইতে যত্নবান্ হয়। অতএব মনই ব্রহ্ম। মনের উপাসনা করা কর্ত্তব্য। মনের উপাসনায়ই পুরুষ স্বেচ্ছাগতি লাভ করিতে পারে।

শিষ্য পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করেন—ভগবন্! মন হইতে অধিক কি আছে? তদুত্তরে আচার্য্য বলেন—সঙ্কল্পই মন হইতে শ্রেষ্ঠ। মনে সঙ্কল্প আসিলেই জীব তজ্জন্য সচেষ্ট হয় এবং বাণীকে প্রেরণ করে। সুতরাং মনের সঙ্কল্পেই

অবস্থান ও লয়। দ্যুলোক, আকাশ, বায়ু, তেজ ও জল সঙ্কল্প করিলে পৃথিবীতে বৃষ্টি হয়। বৃষ্টির সঙ্কল্পে অন্নের উৎপত্তি, অন্নের সঙ্কল্পে প্রাণের সামর্থ্য লাভ, প্রাণের সঙ্কল্পে মন্ত্র সামর্থ্য হয়, মন্ত্রের সঙ্কল্পে কর্ম্মপ্রবৃত্তি। কর্ম্মের সঙ্কল্পে বিভিন্ন লোক প্রাপ্তি এবং তৎসঙ্কল্পে বিভিন্ন লোক প্রাপ্তির সামর্থ্য হয়। অতএব সঙ্কল্পের উপাসনা কর্ত্তব্য। সঙ্কল্পই ব্রহ্ম—ইহা জানিয়া উপাসনা করিলে সঙ্কল্প-প্রভাবে ধ্রুব লোকে ধ্রুব হইয়া—প্রতিষ্ঠিত লোকে প্রতিষ্ঠিত অথবা দুঃখরহিত লোকে দুঃখরহিত হইয়া গমন করিতে সামর্থ্য জন্মে।

শিষ্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন—ভগবন্! সঙ্কল্প হইতে অধিক কি আছে? গুরুর উত্তর—চিত্তই সঙ্কল্প হইতে শ্রেষ্ঠ। জীব চেতনাবান হইলেই সঙ্কল্প করে, মনন করে, তৎপশ্চাৎ বাণীকে প্রেরণ করে। বাণী উহাকে নামে প্রবৃত্ত করায়। নাম ও মন্ত্র একরূপ। মন্ত্রে কর্ম্মপ্রবৃত্তি জন্মায়। সুতরাং চিত্তরূপে সঙ্কল্পাদি সকলের অবস্থান। চিত্তেই লয়, সকলই চিত্তময় এবং চিত্তেই প্রতিষ্ঠিত। যদি কোন ব্যক্তি বহুজ্ঞ হইয়া অচিত্ত হয় তবে লোকে তাহার প্রশংসা করে না। সকলেই বলে এব্যক্তি বিদ্বান্ নহে। জ্ঞানী বা বিদ্বান্ হইলে অচিত্ত হইবে কেন? কিন্তু কোন ব্যক্তি অল্পজ্ঞ হইয়াও চিত্তবান্ হইলে লোকে তাহার প্রতি মনোযোগ দেয়, তাহার নিকটে শ্রবণ করিতে চায়। সুতরাং চিত্তই একমাত্র আশ্রয়। চিত্তই আত্মা, চিত্তই প্রতিষ্ঠা। চিত্তেরই উপাসনা কর্ত্তব্য। চিত্তই ব্রহ্ম, ইহা জানিয়া উপাসনা করিলে ধ্রুব হইয়া ধ্রুবলোকে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত লোকাদি প্রাপ্তি ঘটে। চিত্তের গতি অনুসারে জীব স্বেচ্ছাগতি হয়।

শিষ্য চিত্তাপেক্ষা অধিক কিছু আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে আচার্য্য উত্তর প্রদান করেন,—ধ্যানই চিত্তাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পৃথিবী দ্যুলোক, অন্তরীক্ষ, জল, পর্ব্বত, দেবতা, মনুষ্য—সকলেই ধ্যান করে। মনুষ্য মধ্যে যাহাদের মহত্ত্ব প্রাপ্তি হয় তাহা কেবল ধ্যানের প্রভাবেই হইয়া থাকে। ধ্যানহীন ক্ষুদ্র লোকসকল কলহপ্রিয়, পরনিন্দকাদি হইয়া থাকে। ধ্যানের প্রভাবেই সর্ব্ব-প্রকার সামর্থ্য লাভ হয়। অতএব ধ্যানেরই উপাসনা কর্ত্তব্য। ধ্যানই ব্রহ্ম—ইহা জানিয়া উপাসনা করিলে ধ্যানের গতি স্থানে ধ্যানকারীর স্বচ্ছন্দগতি হয়।

শিষ্য ধ্যানাপেক্ষা অধিক কিছু জানিতে চাহিলে আচার্য্য উপদেশ করেন,—বিজ্ঞান ধ্যানাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিজ্ঞান প্রভাবেই পুরুষ ঋক্-সামাদি চারি বেদ, ইতিহাস-পুরাণাদি পঞ্চমবেদ, শিক্ষা-কল্পাদি বেদাঙ্গ, তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র,

ধনুর্ব্বেদাদি যাবতীয় বিদ্যা অবগত হইতে পারে। অতএব বিজ্ঞানের উপাসনাই কর্ত্তব্য। বিজ্ঞানই ব্রহ্ম—ইহা জানিয়া উপাসনা করিলে বিজ্ঞানবান্ লোকের প্রাপ্তি ঘটে। যতদূর বিজ্ঞানের গতি, উপাসকের তথায় স্বচ্ছন্দগতি হয়।

অতঃপর বিজ্ঞানাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কিনা জিজ্ঞাসা হইলে আচার্য্য বলেন,—বিজ্ঞানাপেক্ষা বল শ্রেষ্ঠ। জীব বলবান হইলেই উন্নতি লাভ করিতে পারে। বলের দ্বারা পরিচর্য্যা-সামর্থ্য, পরিচর্য্যাকারীর উপসদন হয়, উপসন্ন অর্থাৎ শরণাগত হইলে দর্শন-শ্রবণ-মননাদি-প্রভাবে বোধবান কর্ত্তা ও বিজ্ঞাতা হয়। বলের দ্বারাই পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, মনুষ্য, পশুপক্ষী আদির স্থিতি। অতএব বলই ব্রহ্ম—ইহা জানিয়া উপাসনা করিলে পুরুষ স্বেচ্ছাগতি হয়।

বলের অপেক্ষা কিছু অধিক আছে কিনা প্রশ্ন করিলে আচার্য্য বলেন,—অন্নই বলাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অন্নপ্রাপ্তির দ্বারাই দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বোদ্ধা সবকিছু হয়। অতএব অন্নই ব্রহ্ম, তদুপাসনাই কর্ত্তব্য। অন্নাপেক্ষা অধিক কি, জিজ্ঞাসিত হইলে আচার্য্যের উত্তর—জলই তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ বৃষ্টি না হইলে অন্নের উদ্ভব হয় না।

জলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তেজ। তেজ তাপ-প্রভাবে বায়ুকে নিশ্চল করিয়া দিয়া যখন সমস্ত দিক উত্তপ্ত করে তখনই বৃষ্টি হয়। তেজ ঊর্দ্ধগামী বিদ্যুতের সহিত মিলিত হইয়া পৃথিবী কম্পিত করে। অতএব তেজই ব্রহ্ম। তাহাপেক্ষা আকাশ শ্রেষ্ঠ। কারণ তেজের উৎপত্তি আকাশ হইতে। আকাশে সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, অগ্নি, বিদ্যুতাদির স্থিতি। স্মরণ তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্মরণ না থাকিলে আকাশাদির অবস্থান অনুভবের বিষয় হয় না।

আবার আশা স্মরণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জীব আশাদীপ্ত হইয়াই স্মরণ করে বা কর্ম্ম করে। প্রাণ তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, প্রাণ না থাকিলে কিছুই থাকিত না। প্রাণই সমস্ত জগৎকে রাখিয়াছে। সত্য প্রাণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জীব যখন সত্যকে বিশেষরূপে জানিতে পারে তখনই সত্যকথা বলে। অতএব বিজ্ঞানকেই জানা দরকার। জীব যখন মনন করে তখনই বিশেষ জ্ঞান হয়। মনন না করিলে বিজ্ঞান লাভ হয় না। অতএব মতিকে জানা আবশ্যক। মনুষ্যের শ্রদ্ধা থাকিলেই মনন হয়। অতএব শ্রদ্ধার জ্ঞান আবশ্যক। নিষ্ঠা থাকিলেই শ্রদ্ধা হয়। নিষ্ঠা আবার মনুষ্যের কৃতি অনুসারেই ঘটিয়া থাকে। এজন্য কৃতিমান্ হওয়া প্রয়োজন। সুখ প্রাপ্তি হইলেই কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি হয়। সুতরাং সুখের বিষয়ই জিজ্ঞাসা প্রয়োজন।

ভূমাই সুখ বস্তু, অতএব ভূমার বিষয়ে জ্ঞান হওয়া আবশ্যক। যেখানে আর কিছু দেখে না, আর কিছু শুনে না বা করে না, তাহাই ভূমা, তাহাই অমৃত। আর সবই অল্প, অল্পে সুখ নাই।

ভূমা কিসে প্রতিষ্ঠিত, এইরূপ প্রশ্ন হইলে তদুত্তর,—ভূমা নিজ মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত। গো, অশ্ব, হস্তী, সুবর্ণাদি অন্যপদার্থ অন্যবস্তুতে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু ভূমার অন্য কোন আধার নাই, উহা নিজ আধারেই অবস্থিত; কিন্তু অন্য সকলই উহার আশ্রয়ে অধিষ্ঠিত। ভূমার উপর, নীচ, দক্ষিণ, বাম, অগ্র, পশ্চাৎ সর্ব্বত্র অবস্থান। ভূমাই আত্মা। ভূমার দর্শনকারী, মননকারী ও বিজ্ঞানবান ব্যক্তিই আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন ও আত্মানন্দী হয়। ভূমাই স্বরাট্, তাহার স্বচ্ছন্দগতি। যে ভূমাকে জানে না, সে ক্ষয়শীল লোক প্রাপ্ত হয়, তাহার স্বেচ্ছাগতি লাভ হয় না। আত্মবিৎ ব্যক্তিই সবকিছু প্রাপ্ত হয়। আহার-শুদ্ধি না হইলে আত্মদর্শন হয় না। আহারশুদ্ধিতে সত্ত্বশুদ্ধি অর্থাৎ মনের শুদ্ধি, অন্তঃকরণের শুদ্ধিতে ধ্রুবাস্মৃতি এবং স্মৃতিপ্রাপ্তিতে হৃদয়-গ্রন্থির মোচন হয়। যে বন্ধনে আত্মা আবদ্ধ সেই স্থূল-সূক্ষ্মদেহ হইতে আত্মার মোক্ষ হয়। অতএব সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের আহার ত্যাগ করিয়া ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

সত্যং পরং ধীমহি

"পরং অতিশয়েন সত্যং সর্ব্বকাল-দেশবর্ত্তিনং পরমেশ্বরং ধীমহি ধ্যায়েম ইতি।"

শ্রীমৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ঋষি নানাপুরাণ শাস্ত্র রচনাপূর্ব্বক চিত্তের প্রসন্নতা-লাভে অসমর্থতা-নিবন্ধন-শ্রীমন্নারদ-ঋষির উপদেশে 'শ্রীভগবদ্-গুণ-বর্ণন-প্রসঙ্গে' শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র-প্রণয়নে ইচ্ছুক হইয়া গ্রন্থারম্ভে সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশক গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য পরদেবতার স্মরণরূপ মঙ্গলাচরণ করিতে গিয়া বলিতেছেন যে, সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে আমরা ধ্যান করি। যদি প্রশ্ন হয় যে, গ্রন্থপ্রণেতা একজন হইয়াও 'আমরা ধ্যান করি' এরূপ বহুবচনে 'ধীমহি' বলিবার উদ্দেশ্য কি? তদুত্তরে বলা যায় যে, দেশ-কাল-পরম্পরাপ্রাপ্ত সমস্ত জীবসমূহকে 'মহাভাগবতোত্তম-লক্ষণে' সমজ্ঞান করত নিজ শিক্ষাদ্বারা 'আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু' বুদ্ধিবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক সকল জীবের সহিত স্বয়ংই ধ্যানরূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন। বিদ্যমানার্থে অস্-কর্ত্তৃ-শতৃ প্রত্যয় করিয়া সৎশব্দ ও তদুত্তরে

ষ্ণ্য প্রত্যয় করিয়া করিয়া সত্য শব্দ হইয়াছে। অর্থাৎ সৎ শব্দে যাহা চির, নিত্য, সত্য, অবিনশ্বর তাহাই বুঝাইতেছে। বাস্তববিচারে ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রই 'সত্য' শব্দে একমাত্র পরব্রহ্ম বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। কারণ ব্রহ্মাদি দেবতা-বৃন্দ ভগবানকে স্তব করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে—

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং
সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং
সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ ॥ (ভাঃ ১০।২।২৬)

হে ভগবন্! আপনি সত্যসঙ্কল্প অর্থাৎ আপনি যাহা সঙ্কল্প করেন, তাহার সত্যতা সংরক্ষণ করিয়া থাকেন; অতএব আপনি সত্যব্রত। সত্যই আপনাকে পাইবার শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া আপনি সত্যপর। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়—এই ত্রিবিধকালে আপনি সমানভাবে বর্ত্তমান থাকেন বলিয়া ত্রিসত্য; আপনি পঞ্চভূতের উৎপত্তির কারণ, আবার পঞ্চভূতের উৎপত্তির পরও আপনি তাহাতে অন্তর্যামিরূপে বিরাজমান এবং ভূতনাশে অর্থাৎ প্রলয়কালে আপনিই একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন। আপনি ঋত অর্থাৎ সুসত্য বচন এবং সত্য ও সমদর্শন এই উভয়েরই প্রবর্ত্তক। অতএব আমরা সত্যাত্মক আপনার শরণাপন্ন হইতেছি। শ্রীশ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ এই শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন, হে ভগবন্! আপনি সত্যব্রত, যেহেতু—

(১) সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্‌ব্রতং মম ॥

ইতি তদুক্তেঃ। ন চ স্বভক্তপালক-দেবতান্তরবৎ ত্বমনিত্যোঽন্যুৎকৃষ্টশ্চেত্যাহ। অর্থাৎ যে ব্যক্তি হে কৃষ্ণ! আমি তোমার সর্ব্বতোভাবে শরণ লইলাম বলিয়া থাকে, তুমিও তাহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাক, ইহাই তোমার ব্রত। (২) সত্যঃ সর্ব্বকাল-দেশবর্ত্তী পরঃ শ্রেষ্ঠশ্চতং। যদ্বা সত্যং সত্য-নামানম্।

সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণঃ সত্যমত্র প্রতিষ্ঠিতম্।
সত্যাৎ সত্যো হি গোবিন্দস্তস্মাৎ সত্যো হি নামতঃ ॥

ইত্যুদ্যম পূর্ব্বোক্তেঃ পরং পরমেশ্বরম্। তদ্বুদ্ধিবলায়োপি সত্যাত্রবেত্যাহঃ ॥ অর্থাৎ হে ভগবন্, তুমি সত্যে প্রতিষ্ঠিত এবং তোমাকর্ত্তৃক সত্য প্রতিষ্ঠিত,

তুমি পরম সত্য; সে-কারণ তুমি সত্য-নামধারী পরমেশ্বর, অতএব তুমি সত্যপর। (৩) তিস্রঃ জ্ঞান-বল-ক্রিয়াশক্তয়ঃ সত্যা যস্য তম্।—

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ॥ ইতি শ্রুতেঃ। ত্বদংশা অপি সত্যা ইত্যাহুঃ।

অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এই ত্রিবিধ কালে আপনি সমানভাবে বর্ত্তমান থাকেন বলিয়া আপনি ত্রিসত্য। সত্যস্য মৎস্য-কূর্ম্মাদ্যবতারবৃন্দস্য যোনিমুদ্গম-স্থানমবতারিণমিত্যর্থঃ। অর্থাৎ আপনি মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারগণের উদ্ভবস্থান বা অবতারী। ইঁহাদের ধাম যেহেতু নিত্য অতএব আপনিই সত্যযোনি।

নিহিতং সন্নিহিতং স্থিতমিত্যর্থঃ সত্যে—মথুরা-বৈকুণ্ঠাদিলোকে অর্থাৎ মথুরা-বৈকুণ্ঠাদিলোকে নিত্যই আপনার স্থিতি বলিয়া আপনি সত্যে নিহিত। কিঞ্চ সারস্য সার ইতিবৎ সমস্তচিদ্বস্তুসারত্বমেত্যাহুঃ সত্যস্য সত্যমিতি। অর্থাৎ নিখিল চিদ্বস্তুর সারাৎসার বলিয়া আপনি সত্যেরও সত্য। যদ্বা সত্যস্য যৎকিঞ্চিৎ কালবর্ত্তিনো মায়িক-প্রপঞ্চস্য প্রকাশকত্বাৎ সত্যং সর্ব্বকালবর্ত্তিনং চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমিতিবৎ। সত্যং হ্যেবেদং বিশ্ব-সৃজতেতি মাধ্ব-ভাষ্য-প্রমাণিত-শ্রুতেঃ। হে ঋত! নিত্যসত্যস্বরূপ! সত্য নেত্রং সর্ব্বেন্দ্রিয়োপলক্ষকং নয়নেন্দ্রিয়ং যস্য তং, সত্য আত্মা শ্রীবিগ্রহো যস্য তম্।

শ্রীল সূত গোস্বামী প্রভু শৌণকাদি মুনিগণকৃত প্রশ্নের উত্তর দানকালে বলিয়াছেন যে

তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা॥ (ভাঃ ১।২।১৪)

সুতরাং ভক্তিপ্রধান-ধর্ম্মই অনুষ্ঠানযোগ্য। অতএব একান্ত ভাবে ভক্ত-বৎসল ভগবানের বিষয় সর্ব্বদা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও তাঁহাকে হৃদয়-কমলে উপবেশন করাইয়া ধ্যানপূর্ব্বক পূজা করাই কর্ত্তব্য। এইরূপভাবে অনুষ্ঠিত হইলে পর ধ্যানরূপ অসিধারণ করিয়া বিবেকিগণ কর্ম্মবন্ধন ছেদন করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ হইয়া থাকেন। তাই শ্রীল সূতগোস্বামী বলিয়াছেন—

যদনুধ্যাসিনা যুক্তাঃ কর্ম্মবন্ধ-নিবন্ধনম্।
ছিন্দন্তি কোবিদাস্তস্য কো ন কুর্য্যাৎ কথারতিঃ॥

এই প্রমাণ দ্বারা জানা যাইতেছে যে, ধ্যানরূপ অসিই কর্ম্মবন্ধ ছেদনের

একমাত্র উপায়। সেইজন্য বেদব্যাস ঋষি "সত্যং পরং ধীমহি" এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন।

যচ্ছৌচনিঃস্থত-সরিৎ-প্রবরোদকেন
তীর্থেন মূর্দ্ধ্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ।
ধ্যাতুর্মনঃসমলশৈল-নিসৃষ্টবজ্রং
ধ্যায়েচ্চিরং ভগবতশ্চরণারবিন্দম্॥ (ভাঃ ৩।২৮।২২)

যাঁহার চরণ-প্রক্ষালন-সলিল হইতে সমুৎপন্না সরিৎশ্রেষ্ঠা গঙ্গার পবিত্র জল মস্তকে ধারণ করিয়া শিবও শিবত্ব মঙ্গলময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যে ব্যক্তি সেই চরণ ধ্যান করেন, বজ্র নিক্ষেপে পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহার মনের কল্মষ ধ্বংস হয়; অতএব সেই ভগবানের চরণারবিন্দ সর্ব্বদা ধ্যান করি। ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র ও মরুদ্‌গণ দিব্য-স্তবে যাঁহাকে ধ্যান করেন, সামবেদীয় অঙ্গ, পদক্রম ও উপনিষদের সহিত বেদসকল যাঁহার গুণগান করেন, সমাধি-অবস্থায় যোগিগণ যাঁহাকে হৃদয়ে দর্শন করেন এবং সুরাসুরগণ যাঁহার অন্ত পান নাই, সেই পরদেবতা কৃষ্ণকে আমরা প্রণাম করি। এই শ্লোকের উদ্দিষ্ট অর্থ দ্বারাও আমরা জানি যে, কৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র ধ্যেয় সর্ব্বাবতারী।

উপাসনার তারতম্যে উপাসকের নিকট উপাস্যের ধ্যেয়ত্ব বিবিধপ্রকার হইলেও শাস্ত্রসিন্ধু-মন্থনে জানা যাইতেছে যে, পরমেশ্বরসহ বিবিধ দেব-দেবীর উপাসনার মধ্যে বিষ্ণু উপাসনারই শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপিত হইয়াছে। অতএব উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব-বিধায় বিষ্ণুর ধ্যেয়ত্ব ও প্রাধান্য স্বতঃই স্বীকৃত হইতেছে। স্বয়ং অবতারী শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু জীব-জগতে একমাত্র শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের ধেয়ত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনকল্পে প্রশ্নোত্তর ছলে শ্রীল রায় রামানন্দের দ্বারা জানাইয়াছেন যে—

ধ্যেয়-মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য কোন্ ধ্যান?
রাধাকৃষ্ণপদাম্বুজ ধ্যান-প্রধান॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৮।২৫৩)

উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব নির্দ্ধারণে অসমর্থ মুনিগণের সভায় পরস্পর বিতর্ক উপস্থিত হওয়ায়, তৎকালে মুনিগণ-কর্ত্তৃক ভজনবিজ্ঞ ভৃগুমুনির উপরে উপাস্যের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয়ের ভার অর্পিত হইয়াছিল। ভজনবিজ্ঞ ত্রিকালজ্ঞ ভৃগুমুনিও তাঁহাদের আদেশক্রমে স্তব-স্তুত্যাদি বিবিধ উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুরই উপাসনার ও ধ্যানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়াছিলেন।

যস্যাংশাংশাংশভাগেন বিশ্বোৎপত্তি-লয়োদয়াঃ।
ভবন্তি কিল বিশ্বাত্মংস্তং ত্বাদ্যাহং গতিং গতা॥ (ভাঃ ১০।৮৫।৩১)

যাঁহার অংশাংশের অংশদ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্ট্যাদি কার্য্য হইয়া থাকে, আমি সেই বিশ্বাত্মা আদি-পুরুষের শরণাগত হই। অর্থাৎ যাঁহার আদি শেষ-সংজ্ঞক পুরুষাবতারের অংশকলাদি অবতাররূপে গর্ভোদশায়ী ও পয়োব্ধিশায়ী বিষ্ণুর অবতার হইয়াছে ও সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের অধিকর্ত্তারূপে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি আবির্ভূত হইয়া স্ব-স্ব-কার্য্য যথানিয়মে সম্পাদন করিতেছেন, সেই আদিপুরুষ সর্ব্বকারণকারণ গোবিন্দকে আমরা কায়-মনোবাক্যে ধ্যান করি। শ্রুতি বলেন—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি
জীবন্তি, যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তং ধ্যায়েমঃ।

যতঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ভবন্ত্যাদিযুগাগমে।
যস্মিংশ্চ প্রলয়ং যান্তি পুনরেব যুগক্ষয়ে॥

অতএব যে সর্ব্বাবতারী স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র হইতেই কারণোদ, গর্ভোদ ও পয়োব্ধিশায়ী পুরুষাবতারগণ ও প্রাভব-বৈভব-বিলাসাদি মূর্ত্তি ও অনন্ত-কোটী বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনিচয় যুগাগমে সৃষ্টি, মধ্যে পালন ও যুগক্ষয়ে প্রলয় হইতেছে, সেই সত্য-স্বরূপ পরমেশ্বরকে আমরা ধ্যান করি। শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ গায়ত্রীর ভাষ্য-স্বরূপ, ইহার আরম্ভ শ্লোকেই গায়ত্রীর অর্থ নিহিত। পরম সত্যই 'সম্বন্ধ', ধ্যানচেষ্টা বা সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান 'অভিধেয়' এবং প্রাপ্তফল ধ্যান বা প্রেমভক্তিই অভিধেয়ের প্রাপ্য 'প্রয়োজন'।

গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ আরম্ভন।
"সত্যং পরং" সম্বন্ধ "ধীমহি" প্রয়োজন॥ (চৈঃ চঃ ২।২৫।১৪৭)

—শ্রীরাসবিহারী দাসাধিকারী, ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী-ব্রত

ব্রতবিধি ও মাহাত্ম্য

ভক্তিবিঘ্ন-বিনাশন ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব প্রহ্লাদকে বলিলেন,—হে প্রহ্লাদ! যে-সকল মনুষ্য সংসার-ভয়ে ভীত, তাঁহারা আমার প্রীতি-বিধানার্থ বর্ষে বর্ষে এই মহাগুহ্য শ্রেষ্ঠ চতুর্দ্দশী-ব্রত করিবেন। যে ব্যক্তি আমার দিন জ্ঞাত হইয়াও উহা লঙ্ঘন করে সে পাপভাগী হয়; ইহার অন্যথা করিলে যাবৎ চন্দ্র-দিবাকর তাহার নরক-গতি লাভ হয়; আমার ব্রতে সমুদয় লোকের অধিকার আছে, বিশেষতঃ যাঁহারা আমার ভক্ত ও আমাতে একনিষ্ঠ, তাঁহাদের এই ব্রত অবশ্য পালন করা কর্ত্তব্য।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে ভগবন্! হে বিষ্ণো! হে নৃসিংহমূর্ত্তি-ধারিন্! আপনাকে নমস্কার, হে সুরেশ! আমি আপনার ভক্ত। একমাত্র আপনাকেই জিজ্ঞাসা করি—হে স্বামিন্! কি-প্রকারে আপনাতে আমার ঐকান্তিকী ভক্তি উৎপন্ন হইল এবং কি-প্রকারেই বা বা আমি আপনার প্রিয় ভক্ত হইলাম; হে প্রভো! ইহার কারণ আপনি আমাকে কৃপাপূর্ব্বক বলুন।

শ্রীনৃসিংদেহ বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ! হে বৎস! তোমার ভক্তির ও প্রিয়ত্বের কারণ বলিতেছি, একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। বৎস! তুমি পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণ ছিলে, তোমার নাম ছিল—বাসুদেব। তুমি কিছুমাত্র অধ্যয়নাদি কর নাই, ঐ জন্মে তুমি কোন পুণ্যই সঞ্চয় কর নাই, আমার ব্রত পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বদা কুলটাসঙ্গে লালসান্বিত হও। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আবার ব্রতাচরণ-প্রভাবে তোমার ঈদৃশী ভক্তি লাভ হইয়াছে।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে নৃসিংহ, হে অচ্যুত! হে স্বামিন্! আমি কাহার পুত্র, কি করিয়াছিলাম, আমি বারবণিতায় আসক্ত থাকিয়া কি-প্রকারেই বা ব্রত করিলাম, সম্প্রতি ইহা বিস্তৃতভাবে জানিতে ইচ্ছা করি।

শ্রীনৃসিংহদেব বলিলেন,—বৎস! প্রাচীনকালে অবন্তীপুরে সর্ব্বলোক-বিশ্রুত 'বসুশর্ম্মা' নামে একজন বেদপারগ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি নিত্য হোমক্রিয়া করিতেন এবং সকল বৈদিক ক্রিয়ায় বিশেষ তৎপর থাকিতেন। তিনি অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞসকল দ্বারা দেবতাবৃন্দের যাগ করিয়াছিলেন ও জীবিতকালে কিঞ্চিন্মাত্র দুষ্কর্ম্ম করেন নাই। উঁহার ভার্য্যার নাম সুশীলা। তিনি সদাচার-সম্পন্না ও পতিপরায়ণা বলিয়া ত্রিভুবনে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। কালক্রমে ব্রাহ্মণের ঔরসে তদীয় গর্ভে পাঁচটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। পুত্রগুলি বিদ্বান্, সদাচার ও পিতৃভক্তিপরায়ণ হয়; ঐ সকল পুত্রগণের মধ্যে যেটী সর্ব্বকনিষ্ঠ, সে তুমিই সর্ব্বদা গণিকা-সঙ্গে তৎপর হইয়াছিলে। তুমি তাহাতে আসক্ত হইয়া সুরাপান এবং সর্ব্বদা পাপকর্ম্মে রত হও। সেই পতিতালয়ে নিত্যই তোমার অবস্থিতি ছিল। একদা ঐ বারবণিতার সহিত তোমার গুরুতর কলহ হয়, তন্নিবন্ধন সে দিবস তুমি ভোজন কর নাই। ইহাতে অজ্ঞানবশতঃ সকল ব্রতের মধ্যে উত্তম যে আমার ব্রত, তাহা তোমার দ্বারা পালিত হয় এবং বিবাদ-হেতু সেই রাত্রি জাগরণও হইয়াছিল। আর ঐ পতিতারও তোমার সহিত তৎসমুদয় কৃত হয় এবং রাত্রি জাগরণে তাহার শরীরও বিশুদ্ধ হয়। যাহা হউক, অজ্ঞাতসারে এইরূপে তোমরা উভয়ে আমার ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলে।

আমার এই ব্রতাচরণ করিয়া দেবতাবৃন্দ স্বর্গে আমোদিত হন, ব্রহ্মা আমার এই উত্তম ব্রতের প্রভাবে চরাচর জগৎ সৃষ্টিতে সক্ষম হন, মহাদেবও এই ব্রতের মহিমায় ত্রিপুরাসুরকে বিনাশ করেন। অন্যান্য বহুতর দেব-ঋষি এবং মহাপ্রাজ্ঞ রাজগণ এই উত্তম ব্রত আচরণ করিয়াছিলেন। এই ব্রতের প্রভাবে সকলে সিদ্ধিলাভ করেন এবং ঐ বারবিলাসিনীও এই ব্রতের প্রভাবে ত্রৈলোক্যে বিখ্যাতা ও আমার প্রিয়া হইয়াছে। হে বৎস! এইরূপে আমার ব্রত বিশ্ববিশ্রুত হইয়াছে এবং আমাতে তোমার অত্যুত্তমা ভক্তি উৎপন্না হইয়াছে। হে প্রহ্লাদ! তুমি আমার ভক্ত-বিধায় কার্য্যের নিমিত্ত আমার সহিত এজগতে আবির্ভূত হও, আবার কার্য্যশেষে আমার সহিত মদ্ধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া থাক।

ফলশ্রুতি

যে সকল মনুষ্য আমার এই শ্রেষ্ঠ ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের কখনও ইহ সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না। এই ব্রতের প্রভাবে অপুত্রক ব্যক্তি পরম-সুন্দর ভক্তপুত্র, দরিদ্র ব্যক্তি কুবেরের ন্যায় ধন, আয়ুষ্কাম মনুষ্য দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করেন। স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে এই ব্রত অবৈধব্যকর, পতিপ্রিয়কর এবং পরম পবিত্র-স্বরূপ। হে প্রহ্লাদ! স্ত্রী হউক বা পুরুষই হউক, যাহারা এই উত্তম ব্রত পালন করে, আমি তাহাদিগকে নিত্যশান্তি ও আমার পাদপদ্ম সেবারূপ মুক্তি প্রদান করি। হে বৎস! এই ব্রত-ফলের কথা আর অধিক কি বলিব! ইহার মহিমা বর্ণন করিতে আমি বা শঙ্করও সমর্থ নহেন। হে বৎস! এই প্রকার বিচার করিয়া বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্দ্দশীতে সর্ব্বকল্মষনাশন আমার এই ব্রত করিবে। হে প্রহ্লাদ! আমি মিথ্যা কথা কহিতেছি না, একমাত্র এই চতুর্দ্দশীতে ব্রত করিলে মনুষ্যদিগের সহস্র দ্বাদশীর ফল লাভ হয়। ভক্তিপূর্ব্বক এই পাপনাশন ব্রত-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে ব্রহ্মহত্যা বিনষ্ট হয়। এই পবিত্র পরমগুহ্য ব্রত কীর্ত্তন করিলে সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়।

ব্রত-নির্ণয় ও বিধি-নিষেধ

শ্রীনৃসিংহদেব কহিলেন,—বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্দ্দশীতে আমার জন্ম-সম্ভব পাপনাশন ব্রত আচরণ করিবেন। যদি দৈববশতঃ স্বাতী-নক্ষত্রযোগে শনিবারে ও সিদ্ধিযোগের সংযোগে আমার ব্রত লাভ হয়, তবে বিশেষ ফলপ্রদ হয়। আর যদি উল্লিখিত যোগ উপস্থিত না হয়, তবে ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি শুদ্ধ-চতুর্দ্দশীতে উপবাস করিবেন, বৈষ্ণবগণ ত্রয়োদশীবিদ্ধা চতুর্দ্দশীতে

কখনও উপবাস করিবেন না। মঙ্গলবারে স্বাতী-নক্ষত্রে প্রিয়া চতুর্দ্দশীতে আমার ব্রত করিলে পাপসমুদয় বিনষ্ট হয়, আর যদি ঐ চতুর্দ্দশী ত্রয়োদশী-বিদ্ধা হয় তবে মঙ্গলবার ও স্বাতীনক্ষত্র-যুক্ত হইলেও ঐ তিথিতে ব্রত করিবেন না।

শ্রীনৃসিংহদেব আরও কহিলেন,—বৎস! আমার ব্রতদিনে প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক দন্তধাবন করিয়া আমাকে মনোমধ্যে স্মরণ করত নিয়ম গ্রহণ করিবে,—"হে নৃসিংহ! হে মহাভীম! আমার প্রতি দয়া করুন; অদ্য আমি আপনার ব্রত বিধান করিতেছি, ইহা নির্ব্বিঘ্নে সমাপন করুন।" ব্রতী ব্যক্তি ব্রতদিনে পাপীব্যক্তির সহিত আলাপ করিবেন না এবং মিথ্যালাপ, স্ত্রী ও দ্যূত-ক্রীড়াদি সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিবেন। মধ্যাহ্নকালে নদ্যাদিতে স্নান সমাপনান্তে ভক্তিযোগ-সহকারে আমাকে স্মরণ করিতে করিতে গৃহে আগমন করিবেন। আমার পূজার অগ্রে প্রহ্লাদের পূজা কর্ত্তব্য। ব্রতী আমার মন্ত্র, আমার নাম, পৌরাণিক মন্ত্রসকল পাঠপূর্ব্বক বিশেষরূপে ষোড়শোপচারে লক্ষ্মীসহ আমার পূজা করিবেন। "হে পীতাম্বর, হে মহাবিষ্ণো! হে প্রহ্লাদ-ভয়নাশকারিন্! হে নাথ! চতুর্দ্দশীর অর্চ্চনে যথোক্ত ফলপ্রদ হউন"—মন্ত্রে পূজা করিবেন। গীত-বাদ্যের ধ্বনি-সহকারে রাত্রিতে জাগরণ, পুরাণ পাঠ, নৃত্য ও আমার কথা শ্রবণ করিবেন। যত্নপূর্ব্বক এই মহাপুণ্যতমা তিথিতে উপবাস করিয়া সন্ধ্যা-কালেই আমার আবির্ভাব-সময়ে পূজা কর্ত্তব্য।

"আমার বংশে যাহারা জন্মিয়াছে বা জন্মগ্রহণ করিবে, হে দেবেশ! দুঃসহ ভবসাগর হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করুন। হে শেষশায়িন্! হে জগৎপতে! আমি পাতক-সমুদ্র-নিমগ্ন, তীব্র ব্যাধিরূপ দুঃখ-জলরাশিদ্বারা অভিভূত ও মহদ্দুঃখে পতিত হইয়াছি, আপনি আমাকে হস্তাবলম্বন প্রদান করুন। হে নৃসিংহ! হে রমাকান্ত! হে ভক্ত-ভয়ভঞ্জন! হে ক্ষীরাম্বুধি-নিবাস। হে জনার্দ্দন! হে দেব! এই ব্রতদ্বারা আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আপনার শ্রীপাদপদ্ম-সেবারূপ মুক্তি প্রদান করুন"—এইরূপ বিজ্ঞপ্তি ও প্রার্থনাপূর্ব্বক ব্রতী ব্রত সমাপ্ত করিবেন।

—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিরঞ্জন

———

পরম-পুরুষার্থ

(শ্রীল গুরুদেবের হরিকথা)

দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা করিতে গেলেই সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন—এই তিনটি কথা সাধারণভাবে পাওয়া যায়। বহু প্রাচীনযুগ থেকেই ধর্ম্ম সম্বন্ধে বহু কথা চলে আসছে বা প্রাচীন মনীষিগণও তৎসম্বন্ধে আলোচনা করে আসছেন; কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খাঁটি কথাটি একমাত্র মহাপ্রভুই বলে গেলেন। সেই চরম পথের অনুসন্ধান করতে গেলেই প্রথমে আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠে শ্রীরূপ গোস্বামীর একটি শ্লোক—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

"অন্যাভিলাষিতা" বলতে কি বুঝা যায়? জগতে বহুপ্রকারের লোক দৃষ্ট হয়। তার মধ্যে অনেকগুলো লোক বলে থাকে যে, সাংসারে এসে অন্ততঃ দু'টো মোটা কাপড়, মোটা ভাত খেতে-পরতে পেলেই সে সংসারে প্রকৃত সুখী। যাঁরা এ কথাটা বলেন তাঁরাও এই চেষ্টাটুকুই করে থাকেন যাতে করে তাঁদের জীবনে দু'টো মোটা কাপড় আর মোটা ভাতের অভাব না হয়। ঐ টুকু পেলেই তাঁরা সুখী। এই ধরণের লোকের চেয়ে যাঁরা আরও উন্নত চিন্তাশীল তাঁরা চিন্তা করেন যে, জগতে শুধু খাওয়া-পরাটাই প্রধান লক্ষিতব্য বিষয় নয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এ জগতে থাকা, ততক্ষণই কিছুটা সুখের আভাস, কিন্তু তাও সম্পূর্ণ নয়। আবার খাওয়ার মধ্যে অনেক অসুবিধা দেখা যায়। হয়ত একটু খাওয়া বেশী হলেই পেটের অসুখ হয়। তাই খাওয়া-দাওয়ার মধ্যেও বহু অশান্তি; কাজে কাজেই এটা প্রধান জিনিস বলে গণ্য হতে পারে না। তাই তাঁরা উহা অপেক্ষা আরও উন্নত সুখের চিন্তা করেন। ইহলোকেও যখন নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই, তখন পরকালেও যাতে কষ্ট না হয় তার উপায় চিন্তা করে তাঁরা লৌকিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। ফলে তাঁরা সোপার্জ্জিত অর্থের কিছুটা দান করার চেষ্টায় দাতব্য-চিকিৎসালয়, বৃক্ষরোপণ ও পুষ্করিণী খনন ইত্যাদি নানা প্রকারের পার্থিব হিতকর কার্য্যে রত থাকেন। এবং তাঁরা এই হিসাবেই দান করে থাকেন যে, দান করার পুণ্যফলেই আমরা স্বর্গে গিয়ে বাস করব এবং তাহলে আমাদের ঐহিক কষ্ট পেতে হবে না। এসকল কথা যাঁরা বলে থাকেন, তাঁদের শাস্ত্র সম্বন্ধে কিছুই জ্ঞান নাই। আমরা ঘরে ঘরে গীতা পূজা ও পাঠ করি; তাতে স্পষ্টই দেখতে পাই—

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং, ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না, গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ (গীঃ ৯।২১)

অর্থাৎ তাঁরা সেই বিপুল স্বর্গের সুখ ভোগ করে পুনরায় সেই পুণ্যক্ষয় হয়ে গেলে তাঁদের আবার মর্ত্ত্যলোকে এসে জন্ম গ্রহণ করতে হয়। এরূপে ত্রয়ীবেদোক্ত ধর্ম্মের অনুসরণকারী কাম-কামিগণ পুনঃ পুনঃ সংসারে জন্ম গ্রহণ করে। এ সম্বন্ধে আমরা শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখতে পাই—

স চাপি ভগবদ্ধর্ম্মাৎ কামমূঢ়ঃ পরাঙ্মুখঃ।
যজতে ক্রতুভির্দেবান্ পিতৃংশ্চ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ॥ (ভাঃ ৩।৩২।২)

অর্থাৎ সেই ব্যক্তি ভগবদারাধনারূপ আত্মধর্ম্ম হতে বিমুখ ও কামমূঢ়তাবশতঃ কর্ম্মমার্গে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে বিধি-যজ্ঞের দ্বারা দেবতা ও পিতৃপুরুষের যজন করে থাকে। আরও দেখা যায়—

কর্ম্মবল্লীমবলম্ব্য তত আপদঃ কথঞ্চিন্নরকাদ্-বিমুক্তঃ পুনরপ্যেবং সংসারাধ্বনি বর্ত্তমানো নরলোকসার্থমুপযাতি, এবমুপরি গতোঽপি ॥

(ভাঃ ৫।১৪।৪১)

অর্থাৎ প্রাণিগণ কর্ম্মবল্লীকে আশ্রয়পূর্ব্বক স্বর্গলোক লাভ করে, এবং নরকরূপ আপদ হইতে কিঞ্চিৎ মুক্ত হয় বটে, কিন্তু পুণ্যক্ষয় হইলে তাহাদিগকেও পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করিতে হয়।

অতএব এসকল প্রমাণে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এখানকার পুণ্যের ভোগ সমাপ্ত হইলে পর পুনরায় এখানে বা নরক ভোগের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। তাহলে এটাও চরম প্রয়োজন হতে পারে না। ওঁদের চেয়ে যাঁরা উন্নত ধরণের চিন্তা-শীল তাঁরা আরও নব-নবায়মান পথ আবিষ্কারের জন্য নানাবিধ চেষ্টা করেন যে, সুখ-দুঃখের অনুভব করার যন্ত্রটি নষ্ট করে দিয়ে একটা নির্ব্বিশেষ মুক্তি পেতে পারলেই সংসারে আর এসে জন্ম গ্রহণ করতে হবে না। তাঁদের মতে ইহাই চরম উদ্দেশ্য এবং এখানেই তার শেষ। আর এক শ্রেণীর লোক মুক্তির স্বরূপ অন্যরকম মনে করে থাকেন এবং সেই মুক্তি কি করে পাওয়া যায় তদ্বিষয়ে চিন্তা করেন। তাঁরা সেই ধরণের মুক্তিবাদীর কাছে গিয়ে সেই শিক্ষা এবং উপদেশ গ্রহণ করেন। সেখানে তাঁর দুঃখ-নিবৃত্তিরূপ মুক্তি শিক্ষা করেন; কিন্তু এটা যদিও দুঃখাভাব এনে দেয় বটে, তথাপি প্রকৃত সুখদায়িনী মুক্তি নয়। যেখানে প্রকৃত মঙ্গলের কথা, তাহাই চরম প্রয়োজন। এসম্বন্ধে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমন্ মহাপ্রভুর যে কি চরম প্রয়োজন-শিক্ষা তা একটি শ্লোকে লিখছেন—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেন যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং **প্রেমা পুমর্থো মহান্**
শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

অর্থাৎ ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এবং তদ্রূপবৈভবযুক্ত শ্রীবৃন্দাবন-ধামই আমাদের আরাধ্য বস্তু। ব্রজবধূগণ যেভাবে কৃষ্ণের উপাসনা করেছিলেন, সেই উপাসনাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র-চূড়ামণি ও নির্ম্মল শব্দ-প্রমাণ এবং তন্নির্দ্দিষ্ট পথই আমাদের গ্রহণীয়। সেই পথে শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেমই **পরম পুরুষার্থ**। ইহাই শ্রীশ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর মত। অতএব এই মত বা সিদ্ধান্তেই আমাদের পরম আদর।

সুতরাং অন্য কোনও প্রয়োজন বা ফলকে পরম পুরুষার্থ বলা যায় না। 'পুমর্থো মহান্' কেবল কৃষ্ণ-প্রেমেই পরিসমাপ্ত— অন্যত্র নহে।

—সংগ্রাহক **শ্রীরাঘবচৈতন্য ব্রহ্মচারী**
(নবদ্বীপ)

শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণ

পাণ্ডবেরা প্রব্রজ্যাশ্রম অবলম্বন করিয়াছেন, চারিদিকে ইহা রাষ্ট্র হইল। ভোজ, অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়েরা পাণ্ডবদিগকে দেখিতে আসিলেন। আরও দেখিতে আসিলেন—ধৃষ্টদ্যুম্ন ও পঞ্চালের জ্ঞাতিবর্গ, চেদি অধিপতি ধৃষ্টকেতু এবং **তাঁহার ভগ্নী নকুল-ভার্য্যা করেণুমতি প্রভৃতি, ত্রিলোক বিখ্যাত-কৈকয় রাজা, শ্রীকৃষ্ণ, অভিমন্যু, সুভদ্রা** প্রভৃতি দ্বারকাবাসিগণ। **সুভদ্রা, করেণু** প্রভৃতি স্ত্রীগণ দ্রৌপদীর নিকটে উপবেশন করিয়াছেন, আর **শ্রীকৃষ্ণ প্রমুখ** রাজগণ যুধিষ্ঠিরকে বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট রহিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডব-সখা। দ্রৌপদী ও পাণ্ডবদিগের বেষ দেখিয়া **শ্রীকৃষ্ণ** কাতর হইয়াছেন। ভগবান্ ভক্তের জন্য বড়ই ক্লেশ অনুভব করেন। দুর্য্যোধনের অত্যাচারের কথা বলিতে বলিতে শ্রীগোবিন্দের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

ভগবানের ক্রোধ হইলে ভক্তের প্রাণে বড়ই ভয় হয়, একটা অকথ্য যাতনা হয়। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে রোষাবিষ্ট দেখিয়া তদীয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব কীর্ত্তিসমূহ কীর্ত্তন

করিতে লাগিলেন।—হে কৃষ্ণ! তুমি পূর্ব্বে যত্রসায়ংগৃহ মুনি হইয়া দশ সহস্র বৎসর গন্ধমাদনে বিচরণ করিয়াছিলে, পুষ্করতীর্থে ত্রয়োদশ বৎসর কেবল জল পান করিয়া বাস করিয়াছিলে, বদরিকাশ্রমে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বায়ু ভক্ষণ-পূর্ব্বক শতবৎসর একপদে দণ্ডায়মান ছিলে। সরস্বতী নদী তীরে দ্বাদশ-বার্ষিক যজ্ঞে উত্তরীয়-বস্ত্র-বিবর্জ্জিত হইয়া তুমি জীর্ণ ও শিরাব্যাপ্ত শরীরে আবস্থান করিয়াছিলে। হে কৃষ্ণ! ধর্ম্মে লোকের প্রকৃতি আকর্ষণ করাই তোমার উদ্দেশ্য। হে কেশব! তুমিই ক্ষেত্রজ্ঞ—সর্ব্বভূতের আদি ও অন্ত। তুমিই আদি-যজ্ঞ—ভৌম নরককে উন্মূলিত করিয়া তুমি আদি অশ্ব সৃষ্টি করিয়াছ। দানব সংহার করিয়া ইন্দ্রকে ইন্দ্রত্ব দিয়াছ, এখন নবকলেবর পরিগ্রহ করিয়া মনুষ্য লোকে প্রাদুর্ভূত হইয়াছ। হে পুরুষোত্তম! তুমিই নারায়ণ, তুমিই হরি, তুমিই ব্রহ্মা, তুমিই দিকপাল, তুমিই জল-স্থল, তুমিই সমস্ত। তুমিই গুরু, তুমিই সর্ব্বস্রষ্টা।

তুমিই বামন হইয়া তিনপদ দ্বারা পৃথিবী, আকাশ স্বর্গকে আক্রমণ করিয়াছিলে; তুমিই স্বর্গ, আকাশ ও সূর্য্যলোকে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক স্বকীয় তেজ দ্বারা দিবাকরকে প্রদীপ্ত করিয়াছ। পুনঃ পুনঃ প্রাদুর্ভূত হইয়া অসুরদিগকে বিনাশ করিয়াছ তুমিই। তুমিই অদ্য দ্বারকা অধিকার করিয়া রহিয়াছ—তুমিই ইহাকে মহাসাগরের অন্তর্গত করিবে। হে মধুসূদন! তুমি কখন কপট ব্যবহার বা ক্রোধের বিষয়ীভূত নহ—তুমি কখনও মিথ্যাকথা মুখে উচ্চারণ কর না। ঋষিগণ তোমারই অভয় প্রার্থনা করেন। হে ভূতভাবন! প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে, তুমিই ভূত জগৎ সঙ্কুচিত করিয়া ব্রহ্মাকে আত্মসাৎ করিয়াছিলে—লোক পিতামহ ব্রহ্মা যুগপ্রারম্ভে তোমার নাভি সরোরুহ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। অতি দুর্দ্দান্ত মধুকৈটভ ব্রহ্মাকে সংহার করিতে উদ্যত হইলে তুমিই ক্রোধজ্বলিত হইয়া ভগবান ত্রিলোচন শূলপাণিকে স্বীয় ললাটদেশ হইতে প্রাদুর্ভূত করিয়াছিলেন। আমি শ্রীনারদমুখে শুনিয়াছি,—ব্রহ্মা ও শম্ভু তোমারই দেহ হইতে উদ্ভূত হইয়া তোমারই আজ্ঞা পালন করিয়া থাকেন। অর্জ্জুন বহু স্তুতিবাদের পর নীরব হইলেন।

ভগবান ভক্তের জন্য আত্মবিস্মৃত হন। তখন ভক্তগুণের উল্লেখ করিয়া তাঁহার স্বরূপ স্মরণ করাইয়া দেয়। সাধারণ লোকে আত্মবিস্মৃত হইয়া কোন কর্ম্ম করিতে উদ্যত হইলে তাহার বন্ধু তাহার পূর্ব্ব গুণাবলী উল্লেখ করিয়া তাহার স্বরূপাবস্থা স্মরণ করাইয়া দেয়। শ্রীকৃষ্ণ তখন অর্জ্জুনকে বলিতে লাগিলেন।—

তোমায় আমায় কিছু নাহিক অন্তর।
আমি নারায়ণ ঋষি, তুমি হও নর॥
পাণ্ডবে আমার আর নাহি ভেদ লেশ।
সহিতে না পারি আমি পাণ্ডবের ক্লেশ॥
যে তোমারে দ্বেষ করে সে করে আমারে।
তোমারে যে স্নেহ করে সে আমারে করে॥
তুমি হও আমার হে আমি যে তোমার।
যে জন তোমার পার্থ, সে জন আমার॥

পার্থ! তুমি আমার আমি তোমার। তোমায় দ্বেষ করিলে আমায় দ্বেষ করা হয়। ভক্ত বড়ই ভাগ্যবান্, বড়ই নির্ভয়।

এতক্ষণ দ্রৌপদী কিছুই বলিবার অবসর পান নাই। তিনি ভ্রাতার নিকটে উপবিষ্ট। আপনার জন দেখিলে হৃদয়ের নিভৃত স্থানে যে সমস্ত শোক দুঃখের কারণ থাকে—নানা কারণে যাহা সকলের সম্মুখে প্রকাশিত হয় না, তাহাই সামান্য প্রশ্রয়ে বিব্রত হইয়া পড়ে। ফণিনী পদদলিত হইয়াও ভিতরে আপনার ক্রোধ চাপিয়া বসিয়াছিলেন, এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ-সম্মুখে আপনার দুঃখের দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতে লাগিলেন,—ভগবন্! তুমি অনন্তশক্তিসম্পন্ন, ব্রহ্মা-শঙ্কর ইত্যাদি তোমার ক্রীড়া-পুত্তলি—তুমি সকল ভূতের ঈশ্বর, তবে তুমি থাকিতেও আমার এই দুর্গতি? হে কৃষ্ণ! আমি পাণ্ডবদিগের সহধর্ম্মিণী, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগ্নী এবং তোমার অত্যন্ত প্রিয়। সভামধ্যে দুষ্ট দুঃশাসন আমায় আকর্ষণ করিল, আমি একবস্ত্রা—আমায় পুনঃ পুনঃ রাজসভামধ্যে পাপিষ্ঠেরা উপহাস করিল—আমা অপেক্ষা হতভাগিনী আর কে আছে? পাণ্ডব, পাঞ্চাল, যাদবেরা জীবিত থাকিতেও ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা আমায় দাসীভাবে উপভোগ করিতে অভিলাষী হইল? হে জনার্দ্দন! আমি ধর্ম্মতঃ ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবধূ, তথাপি তাহারা বলপূর্ব্বক আমায় দাসী করিতে চাহিল। হায়! আমার স্বামীগণের বল বিক্রমে ধিক! আমি পুত্রবতী—আত্মা ভার্য্যার উদরে জন্ম পরিগ্রহ করে বলিয়া ভার্য্যাকে জায়া বলে। আমার স্বামীগণ আমার অপমান সহ্য করিলেন। পাণ্ডবগণ শরণাগতকে কদাচ পরিত্যাগ করেন না। আমি শরণার্থিনী হইয়াও আশ্রয় পাইলাম না। ইঁহাদের পরাক্রম অতুলনীয়, তথাপি আমি কি কারণে উপেক্ষিত হইলাম?

কৃষ্ণ কাঁদিতেছেন। কমলকোষ তুল্য কোমল করতল দ্বারা মুখমণ্ডল

আচ্ছাদন করিয়া কৃষ্ণা রোদন করিতেছেন। তিনি আবার বলিতে লাগিলেন,—হে কৃষ্ণ! হে করুণাময়! আমার বোধ হইতেছে আমি পতি-পুত্রবিহীনা, আমার বন্ধু নাই, ভ্রাতা নাই, পিতা নাই, তুমিও আমার পক্ষে নাই, কিন্তু—

তুমি অনাথের নাথ বলে সর্ব্বজন।
চারি কর্ম্মে তুমি নাথ রাখ সর্ব্বক্ষণ।
সম্বন্ধে, গৌরবে, স্নেহে, আর প্রভুপণে।
দাসী জ্ঞানে মোরে প্রভু রাখিও চরণে॥

শ্রীকৃষ্ণ নানাপ্রকারে কৃষ্ণাকে সান্ত্বনা করিলেন। তখন পাঞ্চালী একবার অর্জ্জুনের প্রতি অভিমান-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন,—অর্জ্জুন কৃষ্ণার মনোভাব বুঝিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিলেন।

ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সকলেই ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু সকলে সময়ের অপেক্ষা করিয়া নিবৃত্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন,—যদি আমি দ্যূতক্রীড়ার সময় দ্বারকায় না থাকিতাম, তবে কখনই পাণ্ডবদিগের এ ক্লেশ হইত না। শ্রীকৃষ্ণ তখন শাল্বের দ্বারকা আক্রমণ এবং তাহার বিনাশের বিবরণ জানাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বলিলেন,—ত্রয়োদশ বৎসরান্তে নিশ্চয়ই যুদ্ধ ঘটিবে—দুর্য্যোধন আপন মৃত্যুপথ খুলিয়া রাখিয়াছে।

যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণ বিদায় গ্রহণ করিলেন। দ্রৌপদী প্রণয় সুশীতল অশ্রু বিমোচনদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সৎকার করিলেন। সকলে বিদায় গ্রহণ করিলে পাণ্ডবেরা পবিত্র দ্বৈতবনে দ্বাদশবৎসর বসতি করিবেন এই অভিপ্রায়ে পবিত্র দ্বৈতবন উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন।

—শ্রীমহাদেব সাহিত্য-সরস্বতী
চিনপাই (বীরভূম)

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত ধারায়
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তসমিতি-কর্ত্তৃক প্রকাশিত
বিশুদ্ধ সারস্বত
শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা
ইহাতে বৈষ্ণব-ব্রতোৎসবাদি যাবতীয় দিন 'শ্রীহরিভক্তি-বিলাস'-মতে বিশুদ্ধ-বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণব মাত্রেরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য।
মূল্য – ১·০০ টাকা—শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

শ্রীগোদ্রুম-দ্বীপ

সুর সরিদুপকণ্ঠে গোদ্রুমে গৌরতীর্থে
বসতি সুরভিকুঞ্জে ভক্তি পূর্ব্বং বিনোদঃ।
যুগল চরন সেবা সৌখ্যলাভাশয়াহসৌ-
ব্রজ রস রসিকায়াঃ পাদপদ্মাশ্রয়েহত্র ॥

(শ্রীগোদ্রুম সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্বরচিত-স্বহস্তলিখিত শ্লোক)

পৃথিবীর মধ্যে এক শ্রেষ্ঠ জম্বুদ্বীপ।
তন্মধ্যে ভারত হয় উজ্জ্বল-প্রদীপ ॥

ভারতের মধ্যে গৌড়দেশ সুবিখ্যাত।
তন্মধ্যে নবদ্বীপ-ধাম পরম উৎকৃষ্ট ॥

নবদ্বীপ-মধ্যে হয় শ্রেষ্ঠ শ্রীগোদ্রুম।
ভজনের স্থান এই, নহে কারো সম ॥

শ্রীগোদ্রুম সম ক্ষেত্র নাহি ত্রিভুবনে।
ভজিলে গৌরকৃপা পায় সেই বনে ॥

প্রাচীনে সাধুগণ গোদ্রুম-উপবনে।
ভজনানন্দে বসতি করিত স্থানে স্থানে ॥

গৌরতীর্থ এই হয় ভাগীরথীর কূলে।
রমণীয় সুশোভিত নানা লতা-ফুলে ॥

ভজরে আমার মন গোদ্রুম-কানন।
হেরিব নয়ন ভরে গৌরলীলা-ধন ॥

কবে বা ভ্রমিতে ভ্রমিতে সেই বন।
হেরিব প্রাচীন শোভা অপূর্ব্ব বর্ণন ॥

যদি ভাগ্যে হয় মোর চিন্ময় দর্শন।
ধরায় লুটিব আমি গোদ্রুম-কানন ॥

—শ্রীধামকৃপাপ্রার্থী **শ্রীহরিহর ব্রহ্মচারী**

ভৌম-শ্রীবৃন্দাবনধাম

শ্রীকৃষ্ণ-চরণে প্রণত ব্রহ্মা-শিব ইন্দ্রাদি দেবগণ ভগবানের নিকট ভূভার হরণপূর্ব্বক ধর্ম্ম-মর্য্যাদা-রক্ষার প্রার্থনা জানাইলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে চতুরানন! হে শঙ্কর! হে দেবগণ! তোমরা আমার বাক্য শ্রবণ কর—আমার আদেশে তোমরা নিজ নিজ স্ত্রীগণের সহিত যদুবংশে জন্মগ্রহণ কর; আমিও যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়া তোমাদের কার্য্যসিদ্ধি করিব। বেদ আমার বাক্য, বিপ্র আমার মুখ, গোগণ তনু, তোমরা দেবগণ অঙ্গ এবং সাধুগণ আমার হৃদয়ের প্রাণ। যুগে যুগে যখন পাষণ্ডগণ যজ্ঞ-দয়াদি ধর্ম্ম নষ্ট করে, তখন আমিই স্বয়ং ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া থাকি।

গোলোকপতি জগদীশ্বর হরি এইরূপ বলিলে রাধা প্রাণপ্রিয়ের বিরহে বিহ্বলা হইয়া দাবাগ্নিদগ্ধ লতার ন্যায় মূর্চ্ছিতা হইলেন; তাঁহার নেত্র অশ্রু-জলে আপ্লুত, দেহ কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইল। রাধা বলিলেন,—হে প্রাণ-নাথ! আপনি ভূভার হরণ জন্য ভূতলে গমন করিবেন, অতএব আমার এক বিশেষ প্রতিজ্ঞা বাক্য শ্রবণ করুন। আপনি চলিয়া গেলে আমি এখানে কোনরূপেই প্রাণধারণ করিতে পারিব না। ভগবান্ বলিলেন—হে রাধিকে! শোক করিও না, আমি তোমার বাক্য পালন করিব—তোমাকেও সঙ্গে লইয়া গিয়া ভূভার হরণ করিব। তখন রাধিকা বলিলেন,—যেখানে বৃন্দাবন, যমুনা-নদী ও গোবর্দ্ধন-গিরি নাই, সেখানে আমার মনের শান্তি হইবে না। তখন স্বয়ং ভগবান্ হরি নিজ গোলোকধাম হইতে চৌরাশী ক্রোশ ভূমি, গোবর্দ্ধন-গিরি ও যমুনাকে ভূতলে প্রেরণ করিলেন। ঐ সমাগত চৌরাশীক্রোশ ব্রজ চতুর্ব্বিংশতি-বনযুক্ত ও সর্ব্বলোকবন্দিত।

ব্রহ্মা দেবগণসহ পরিপূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন,—আপনি কোথায় অবতীর্ণ হইবেন; আর পরিকরগণই বা কোন্ গৃহে, কি নামে জন্ম লইবেন? ভগবান্ বলিলেন,—আমি নিজে বসুদেব-পত্নী দেবকীতে আবির্ভূত হইব, আমার কলা বলদেব রোহিণীতে অবতীর্ণ হইবেন। ভগবতী যোগমায়া কংসভীতি-ত্রাণার্থ দেবকীর সপ্তম গর্ভ আকর্ষণপূর্ব্বক ব্রজপুরে রোহিণীতে স্থাপন করিবেন এবং স্বয়ং নন্দপত্নী যশোদার কন্যারূপে অবতীর্ণা হইবেন। দ্রোণ নামক বসু নন্দ এবং ধরা যশোদা হইবেন; সুচন্দ্র বৃষভানু হইবেন আর কলাবতী তাঁহার কীর্ত্তিনাম্নী ভূ-বিখ্যাতা পত্নী হইবেন এবং স্বয়ং রাধা সেই কীর্ত্তিতে অবতীর্ণা হইবেন।

ভগবান্ আরও বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! ব্রজধামে নন্দ, উপনন্দ, ভবন, শ্রীদাম, সখা সুদাম, সুবল, স্তোককৃষ্ণ, অর্জ্জুন, অংশু—এই ৯ জন নন্দগৃহে এবং বিশাল, ঋষভ, তেজস্বী, দেব, প্রস্থ, বরূথপ বৃষভানুগণমধ্যে এই ৬ জন আমার সখা হইবে। এইপ্রকার শ্রুতিরূপা, ঋষিরূপা, মৈথিলী, কোশলা, অযোধ্যাপুরবাসিনী, যজ্ঞসীতা, দণ্ডকারণ্যবাসি-ঋষিগণ, বৈকুণ্ঠবাসিনী রমা ও শ্বেতদ্বীপবাসিনী সখীসকল, সমুদ্রকন্যাগণ, জালন্ধর রমণীগণ, বর্হিষ্মতীপুর-নিবাসিনীগণ, সুতলবাসিনী রমণীগণ, নাগকন্যাগণ ব্রজপুরে গোপী হইয়া জন্ম-গ্রহণ করিবেন।

যথাকালে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় তেজ বৃষভানু-পত্নীতে রাধারূপে আবেশিত করেন, সেই তেজ হইতে যমুনাকূলের নিকুঞ্জদেশে উত্তম মন্দিরে রাধা আবির্ভূতা হন। ভাদ্রমাসের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে সোমবার মধ্যাহ্নকালে তিনি অবতীর্ণা হন। শতশরৎ-শশধরশান্তি রমণীয়া কন্যাদর্শনে মাতা কীর্ত্তি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া কন্যার শুভজাতকর্ম্মাদি সম্পন্ন করাইলেন। রাধা রত্নখচিত সুবর্ণময় দোলায় সখীজন-কর্ত্তৃক আন্দোলিত হইয়া দিনে দিনে নিজপ্রভায় শশীকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। যাঁহার দর্শন দেবগণেরও সুদুর্লভ, গোকুল-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠভূষণ-স্বরূপা, রাসরঙ্গের প্রকাশকারিণী, দীপাবলীরূপ জ্যোৎস্না শরীরধারিণী হইয়া আজ বৃষভানুমন্দিরে উদিতা হইয়াছেন।

এদিকে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ বসুদেব দেবকীকে বিবাহ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে রথরজ্জু গ্রহণকারী কংসের উপর সহসা "রে কংস, তুই যাহাকে রথে বহন করিতেছিস্, সেই দেবকীর অষ্টম গর্ভজ সন্তান তোর নিহন্তা হইবে"—এইরূপ আকাশবাণী হয়। উগ্রকর্ম্মা কুসঙ্গনিষ্ঠ অতিখল নির্লজ্জ নির্দ্দয় কংস তখনই ভগিনীবধে অভিলাষী হইয়া শাণিত অসি-হস্তে দেবকীর কেশ ধারণ করিলে সাধুসত্তম বসুদেব অনন্যোপায় হইয়া দেবকীর গর্ভজাত যাবতীয় সন্তান তাহার হস্তে সমর্পণ করিবেন—প্রতিশ্রুত হইলে কংস ভগ্নীবধ হইতে নিবৃত্ত হয়, কিন্তু তাঁহাদিগকে কারাগারে অবরুদ্ধ করিয়া রাখে। অনন্তর দেবকীগর্ভে বসুদেবের প্রতিবর্ষে ১টী করিয়া কীর্ত্তিমান্ প্রভৃতি ৮টী পুত্রসন্তান এবং সুভদ্রা নামে ১টী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ৬টী পুত্রকে পর পর কংস নির্দ্দয়ভাবে শিলাপৃষ্ঠে নিষ্পিষ্ট করিবার পর সপ্তম গর্ভে হর্ষ-শোক-বিবর্দ্ধন ভগবান্ বলদেব আবির্ভূত হইলে যোগমায়া তাঁহাকে আকর্ষণপূর্ব্বক ব্রজপুরে রোহিণীর গর্ভে সংস্থাপিত করেন ও তথায় নিজতেজে নন্দভবন উদ্ভাসিত করিয়া শেষ-অনন্তরূপী বলদেব

আবির্ভূত হন এবং এইরূপে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবের শুভ আসন রচনা করেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে বসুদেবের হৃদয়-মধ্যে উদ্ভাসিত হইয়া দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করিলে দেবগণ আসিয়া স্তব করিতে লাগিলেন,—যে পুরুষোত্তমের অংশ, কলা, আবেশ ও অপরাপর অবতারাদির দ্বারাই সৃষ্টি-সংহারাদি সাধিত হয়, পরিপূর্ণতম পরাৎপর তত্ত্ব সেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমীতিথিতে রোহিণী-নক্ষত্রযুক্ত বুধবারে হর্ষণযোগে মধ্যরাত্রিতে অপাপচন্দ্রে বৃষলগ্নে অন্ধকারাবৃত সময়ে মৃদুমন্দ মেঘগর্জ্জন ও বারিবর্ষণের মধ্যে অরণি হইতে যজ্ঞাগ্নির ন্যায় বসুদেবগৃহে সাক্ষাৎ হরি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন। ভগবানের আবির্ভাবে নিখিল জগৎ উল্লসিত ও পরিতৃপ্ত হইল।

দ্বিভুজমূর্ত্তি ধারণ করিবার পর ভগবানের আদেশে বসুদেব তাঁহাকে নন্দালয়ে রাখিয়া আসিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। বসুদেব যখন সেই বালককে ক্রোড়ে লইয়া গমনে উদ্যত হইলেন অমনি নন্দালয়ে নন্দপত্নী যশোদায় স্বয়ং যোগমায়া জন্মগ্রহণ করেন। তখন সমগ্র জগৎ যেন যোগমায়া প্রভাবে নিদ্রিত। বসুদেব নন্দালয়ে পৌঁছিয়া শিশুকে সত্বর যশোদার শয্যার উপর রাখিয়া দিয়া সেই কন্যাকে লইয়া পুনর্ব্বার যমুনা পার হইয়া পূর্ব্ববৎ কারাগারে প্রবেশপূর্ব্বক অবস্থিত হইলেন। গোপী যাশাদা পুত্র কিংবা কন্যা জন্মিয়াছে, জানিতে পারেন নাই। পরদিবস নন্দমহারাজ মহাসমারোহে নবজাত শিশু শ্রীকৃষ্ণের জাতকর্ম্মাদি সমাপন করেন। বাল্য হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য অসমোর্দ্ধ অতিমর্ত্ত্য লীলার নিদর্শন পাওয়া যায়। উহাই তাঁহার ভক্ত-চাতককে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে।

দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ নন্দ-যশোদার নিত্য পুত্র। তিনি কখনও বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া ঐশ্বর্য্যপর দ্বারকা-মথুরাদিতে গমন করেন না। অসুর মারণাদি লীলা স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য নহে, উহা অপরাপর অবতারাদির দ্বারাই সাধিত হয়। লীলা-পুরুষোত্তম রাধারমণ শ্রীকৃষ্ণ স্বগণসহ বৃন্দাবনে নিত্যলীলায় অনুরক্ত। বৃন্দাবন তাঁহার পরম প্রিয়স্থান।

বর্হিষদ নগরের পূর্ব্বোত্তরে, যদুপুরের দক্ষিণে এবং শোণপুরের পশ্চিমে মথুরামণ্ডল বিদ্যমান। সার্দ্ধ একবিংশতি-যোজন দীর্ঘ ও তৎপরিমিত বিস্তৃত দিব্য মথুরামণ্ডলকে মনীষিগণ ব্রজপুর বলিয়া থাকেন। ঐ দিব্য মথুরামণ্ডল তীর্থরাজ প্রয়াগ-কর্ত্তৃক পূজিত হন। তথায় বৃন্দাবন নামে এক সর্ব্বোত্তম বন বিদ্যমান; ঐ মনোহর বৃন্দাবন পরিপূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল। বৈকুণ্ঠ

হইতে অপর কোন উত্তম লোক হয়ও নাই, হইবেও না। কিন্তু এই একমাত্র বৃন্দাবন সেই বৈকুণ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। তথায় গিরিবর গোবর্দ্ধন বিরাজিত; তত্রস্থ যমুনা-পুলিন পরম মঙ্গলময়। সেখানে নন্দীশ্বর ও বৃহৎসানু নামে আরও দুইটী পর্ব্বত আছে। সে-স্থান চতুর্ব্বিংশতি ক্রোশ পরিমিত বিস্তৃত কাননে পরিবেষ্টিত, ঐ মনোহর বন পশুগণের হিতদায়ী এবং গোপ-গোপী ও গোপগণের আশ্রয়ণীয়, বহু লতা ও কুঞ্জে পরিবৃত এবং উহাই বৃন্দাবন নামে অভিহিত।

পূর্ব্বে পৃথিবীতে গোলোক হইতে যে ভূমি আগমন করিয়াছিলেন, তাহা স্বর্ণ-কমলে সুরভি-রাগযুক্ত; কামধুক বৃক্ষগণ মধবীলতাসহ বৃন্দাবনে দিব্য বেশ ধারণ করিয়া স্বর্গের নন্দন কাননকেও তিরস্কৃত করে। যমুনার সোপান-শ্রেণী রত্ননির্ম্মিত, উহা হইতে তরঙ্গাকারে সুবর্ণবর্ণ প্রস্ফুরিত হয় এবং তাহার জল হংস-পদ্মাদি-সঙ্কুল। বিহগগণ-সমন্বিত লতাপুষ্প মনোহর, সুন্দর নির্ঝর ও গুহান্বিত গিরিরাজ গোবর্দ্ধন মধুকর-পরিবৃত করিবরের ন্যায় বিরাজমান। চারিদিকের নিকুঞ্জসকল দিব্যদেহ ধারণ করিয়া শোভিত রহিয়াছে। ঐ নিকুঞ্জ সভামণ্ডপ, প্রশস্ত পথ, প্রাঙ্গণ, স্তম্ভশ্রেণী, দিব্যপ্রভাযুক্ত পতাকা, সুবর্ণ কলস, শ্বেত ও অরুণবর্ণ পুষ্পসমন্বিত পুষ্পমন্দিরে শোভমান। বসন্তের মাধুর্য্য-ধারণকারী সারস ও কোকিলসমূহ কূজন করিতেছে; ময়ূরগণ যেখানে-সেখানে মধুর রব করিতেছে। মধুকরসমূহ রাধাকৃষ্ণ-গুণগাথা গান করিতেছে এবং মধুমত্ত হইয়া কুঞ্জের সর্ব্বত্র পতিত ও শোভিত হইতেছে। পুলিনে মন্দগামী শীতল সমীরণ সহস্রদল পদ্মের পরাগ প্রক্ষেপ করিতে করিতে মুহুর্মুহু প্রবহমান। সেই পুলিনস্থ নিকুঞ্জে কোটিচন্দ্রকান্তি হংসগামিনী পদ্মহস্তা রাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ সমলঙ্কৃত, স্ত্রীগণ-পরিবৃত ও রাসমণ্ডল-মধ্যগত। তিনি কোটী কন্দর্পকান্তি, শ্যামসুন্দরতনু, বংশীধর, বেত্রকর, পীতবসনধারী মনোহর; তিনি শ্রীবৎসচিহ্নিত কৌস্তভভূষিত ও বনমালা-শোভিত, নূপুর-মঞ্জীর-কাঞ্চী-কেয়ূর-সমলঙ্কৃত, হার, কঙ্কণ ও বালার্ককিরণময় কুণ্ডলদ্বয়ে মণ্ডিত। তিনি কৃপাকটাক্ষ ও বেণুধ্বনিদ্বারা গোপীগণের মন হরণ করিতেছেন। সেই নির্জ্জন রাসমণ্ডলে পুরুষ একমাত্র কৃষ্ণই আছেন, সেইস্থানে গোপীযূথ ব্যতীত অন্য কাহারও প্রবেশাধিকার নাই।

রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনীয় রাসাদি- লীলা-বিলাসে গিরিরাজ-গোবর্দ্ধন ও যমুনা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাই প্রবন্ধান্তরে তৎসম্বন্ধে আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

—শ্রীরমাপতি দাসাধিকারী, ভক্ত-সুহৃদ

গুরু-পাদাশ্রয়

এক প্রকার লোক আছেন, তাঁহারা বলেন,—"ভগবান্‌কে ডাকিতে হইবে, একথাটী না হয় ভাল বলিয়াই স্বীকার করা যায়, কিন্তু তাঁহাকে ডাকিতে গেলে যে আবার কাহারও অধীন হইয়া ডাকিতে হইবে তাহার কি মানে আছে? ভগবান্ তোমার আমার সকলেরই, যাহার যেমন ইচ্ছা তিনি তেমন করিয়া স্বতন্ত্রভাবে ভগবানকে ডাকিতে পারেন, গুরুপাদাশ্রয় প্রভৃতি একটা সেকেলে কথা।" আর একপ্রকার লোক আছেন, তাঁহারা বলেন,—"গুরুকরণ ব্যাপারটা ঠিক বটে, হাতের জল শুদ্ধ হওয়া আবশ্যক; তবে গুরু-নির্ব্বাচন-কার্য্যটা আমারই ইচ্ছানুযায়ী হইবে। আমি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে গুরু বলিয়া মানিব, শাস্ত্রের অত ঘুরপ্যাঁচের মধ্যে আমি নাই।" তৃতীয় প্রকারের লোক আছেন, তাঁহাদের মতে—গুরুকরণ প্রথাটা মামুলী-ধরণের যেমন চলিয়া আসিতেছে তেমনই হইবে। গুরুবংশে যিনিই থাকুন, তাঁহার যোগ্যতাযোগ্যতা দেখিবার দরকার নাই, মন্ত্রটা পাইলেই হইল। বার্ষিক দিয়াই আমরা খালাস।"

উক্ত তিন শ্রেণীর ব্যক্তি মুখে একেবারে 'ভগবান্ নাই' বলিয়া নাস্তিক্য-মতের অনুমোদন না করিলেও বস্তুতঃ কেহই ভগবান্‌কে পাইতে ইচ্ছা করেন না। ভগবান্‌কে পাইবার ইচ্ছা থাকিলে তাঁহারা ওরূপ খাম্‌খেয়ালী কথা ছাড়িয়া দিয়া মহাজনগণ যে ভাবে ভগবদন্বেষণ শিক্ষা দিয়াছেন, সেই শিক্ষা গ্রহণ করিতেন অর্থাৎ গুরুপাদপদ্মাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতেন। উপযুক্ত তৃষ্ণা না হইলে জলের মূল্য বুঝা যায় না, কিন্তু সেই জলই আবার মহামূল্য হয় তখন, যখন আমাদের তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফাটিয়া যাইতে থাকে। এই তৃষ্ণা হওয়াটা বড় সৌভাগ্যের কথা। বহু জন্মের সুকৃতি পুঞ্জীভূত হইলে তবে তৃষ্ণার উদয় হয়। এই তৃষ্ণা উদিত হওয়ার জন্যই একদিন মহর্ষি ভরত রাজা-রহূগণকে সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন "হে রহূগণ! জীব ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস যে-কোন আশ্রমই অবলম্বন করুন না কেন অথবা জল, অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতি যে দেবতারই উপাসনা করুন না কেন, মহাভাগবত সদ্‌গুরুদেবের চরণ-রেণুতে আত্মার অভিষেক ব্যতীত কিছুতেই জীবের আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ হইতে পারে না।" প্রহ্লাদ মহারাজও কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবপ্রতি গুরুপাদাশ্রয়ের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"যে-পর্য্যন্ত গৃহব্রত কৃষ্ণবিমুখ জীব নিষ্কিঞ্চন, মহাত্মা ভগবদ্ভক্তের

পাদ-রজোদ্বারা অভিষেক স্বীকার না করেন, সে-পর্য্যন্ত সমস্ত অনর্থের অপগম-স্বরূপ কৃষ্ণপাদপদ্মে তাঁহার মতি হয় না।"

যাহারা কুক্কুর-গর্দ্দভাদির ন্যায় সর্ব্বদা বিষয়েই অভিনিবিষ্ট, কে ভগবান্, গুরু আর ভক্তিই বা কি—এ সকল কথা স্বপ্নেও জানে না এবং যাহাদের নামাপরাধ ঘটে নাই, এরূপ অজামিলাদির ন্যায় সাঙ্কেত্যাদি নামাভাস-অনুসারে ভগবন্নাম গ্রহণ-ফলে গুরুপাদাশ্রয় বা সাধুসঙ্গ ব্যতীতও উদ্ধার পাইতে পারে; কিন্তু যাহারা "শ্রীহরিই ভজনীয়, শ্রীগুরুদেব ভজনোপদেষ্টা এবং ভগবান্‌কে পাইবার উপায়ই ভজন, গুরুপাদাশ্রিত ব্যক্তিগণ পূর্ব্বে গুরু-উপদেশানুসারে ভজন করিয়া ভগবান্‌কে লাভ করিয়াছেন"—এরূপ জানিয়া শুনিয়াও বোকা সাজিয়া বলিতে চায়—"গুর্ব্বানুগত্য আবার একটা কি জিনিষ, দীক্ষাগ্রহণাদির পরিশ্রম আবার কে সহ্য করিতে যাইবে? কোন নির্জ্জনস্থানে যাইয়া একটু ভগবানের নাম করিব, তাহাতে আবার অত বিধিনিষেধের আবশ্যক কি?" —তাহারা গুর্ব্বজ্ঞা-লক্ষণরূপ মহাপরাধ হেতু ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হয়। জন্মাজন্মান্তরে যদি কোন দিন তাহাদের গুরুপাদাশ্রয় করিবার সুমতি হয়, তবেই তাহারা সে অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া গুরুপাদাশ্রয়ে ভগবদ্ভক্তি লাভ করিতে পারিবে। যদিও স্বরূপতঃ আমাদের দীক্ষাদির অপেক্ষা নাই, তথাপি কৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত-চিত্ত দেহাদিসম্বন্ধ জন্য কদর্য্য-শীল জনগণের তত্তৎপ্রবৃত্তি সঙ্কোচীকরণের জন্য সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে মন্ত্রগ্রহণের একান্ত আবশ্যকতা আছে। গুরুদত্ত দীক্ষ-মন্ত্র জপ করিতে করিতে জপকারী তাঁহার মনোধর্ম্ম হইতে ত্রাণ লাভ করিতে থাকেন,—বাহ্য ভোগময় জগৎ-প্রতীতি হইতে নিরস্ত হইয়া অপ্রাকৃতানুভূতি ক্রমে বিশুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল-হৃদয়ে ভজনীয় বস্তুর আস্বাদন করেন। প্রণবপুটিত নমস্ শব্দযোগে চতুর্থ্যন্তপদ দ্বারা সাধিত মন্ত্র জপ করিতে করিতে আত্মনিবেদনরূপ নমস্কার সাধিত হয়। ক্রমে চতুর্থ্যন্তপদ বা বৈয়াকরণের সম্বন্ধ-নির্ণায়ক ভাষা শিথিল হইয়া পড়িলে সম্বোধন পদদ্বারা অবাধে সেবন-যোগ্যতা লাভ হয়—

"কৃষ্ণমন্ত্র হইতে হয় সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হইতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥"

'হা' কিম্বা 'হে'—এই সম্বোধনের শব্দ ভগবানের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা-জ্ঞাপক—প্রেমবাচক শব্দ। গৃহ কিম্বা বন যে-কোন স্থলেই "হে হরে, হে কৃষ্ণ" বলিয়া ডাকা যাইতে পারে কিন্তু মন্ত্রজপ দ্বারা মনন ধর্ম্ম হইতে ত্রাণ লাভ পূর্ব্বক সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত এরূপ সম্বোধন শ্রীভগবানের প্রীতি-

প্রদ হয় না। অবিবাহিতা বালিকাকে তাহার পিতামাতা যখন তাহার স্বামীর সহিত পরিচিত করাইয়া দেন, তখনই সে বালিকা 'স্বামিন্' বলিয়া প্রীতিভরে সম্বোধন করিতে পারে,—স্বামিসেবা করিয়া স্বামীকে আনন্দ দান করিতে পারে; জীবের পক্ষেও সেইরূপ। গুরুদেব কৃপা করিয়া যখন জীবকে সম্বন্ধজ্ঞান প্রদান করেন, তখন জীব তাঁহার সহিত ভগবানের কি সম্বন্ধ জানিয়া সেবাদ্বারা ভগবৎ প্রীতি উৎপাদনে সমর্থ হন, তৎপূর্ব্বে তিনিই বা কোথায় অবস্থিত, আর ভগবানই বা কোথায় অবস্থিত অর্থাৎ জীব প্রপঞ্চে থাকিয়া প্রাপঞ্চিক অনুভূতিবিশিষ্ট, আর ভগবান্ সেই প্রপঞ্চ হইতে বহুদূরে গোলোক বৈকুণ্ঠে অবস্থিত।

কতকগুলি লোক সংসারের দুঃখ-শোকে জর্জ্জরিত হইয়া কিম্বা একটু কৃত্রিম ভাব-প্রণবতা-সহকারে 'হা হরি, হা কৃষ্ণ' প্রভৃতি বলিয়া অশ্রুবিসর্জ্জনাদি দ্বারা ভগবানের প্রতি প্রেমচেষ্টা প্রদর্শন করিতে যান। তাহা বস্তুতঃ 'প্রেম' শব্দবাচ্য নহে; সংসার-তাপক্লিষ্ট ব্যক্তির ক্রন্দন হেতুমূলক, নির্হেতুক নহে। তবে হেতুমূলা চেষ্টা হইলেও যদি কোন কপটতা না থাকে, তবে সে ব্যক্তি গুরু-পাদাশ্রয়পূর্ব্বক ভজনক্রমাবলম্বনে কালক্রমে ভগবৎপ্রেম লাভে সমর্থ হইবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ভগবান্‌কে কেমন করিয়া পাইতে হইবে, তাহা জানাইবার জন্য তিনিই জগতে গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। সুতরাং ভগবদভিন্ন সর্ব্বদেবময় গুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধি না করিয়া তাঁহার চরণাশ্রয়েই জীবের ভজনপথে অগ্রসর হওয়া উচিত। মায়াবদ্ধ জীব মনোধর্ম্ম-চালিত হইয়া ভগবদ্দত্ত স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন না বলিয়া তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে গুরুদেবের নির্দ্দেশানুযায়ী চলিতে হইবে।

গুরুকরণ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া যে যাহাকে-তাহাকে গুরু করিতে হইবে, তাহারও কোন অর্থ নাই। যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্, কৃপাসিন্ধু, সম্পূর্ণ (অভাবগ্রস্ত নহেন), সর্ব্বজীবের হিতসাধনে রত, নিষ্কাম, সর্ব্বপ্রকারে সিদ্ধ, ভক্তি-সিদ্ধান্তে সুনিপুণ হইয়া শিষ্যের সমস্ত সংশয় ছেদন করিতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ, যিনি স্বয়ং সর্ব্বদা হরিসেবায় নিযুক্ত হইয়া শিষ্যকেও হরিসেবায় নিযুক্ত করেন, 'হরিসেবা কর' এই কথা বলা ব্যতীত যিনি শিষ্যকে অন্য কোন উপদেশ প্রদান করেন না, তিনিই গুরুদেব। গুরুদেবেরও যেমন যোগ্যতা আছে, শিষ্যেরও সেইরূপ প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবুদ্ধি থাকা আবশ্যক। যোগ্যতা-বিহীন শিষ্য তাহার দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রকৃত সদ্‌গুরুকেও অসৎ বলিতে পারেন, এজন্য শাস্ত্রে গুরু-শিষ্যের মধ্যে পরস্পর পরীক্ষার বিধান আছে। শিষ্য নিষ্কপটে হরি-

ভজনপ্রয়াসী হইয়া গুরুগৃহে এক বৎসর বাস করিবেন। ইতোমধ্যে গুরুদেবও শিষ্যের অভিপ্রায় ও শিষ্যও গুরুদেবের তাঁহার প্রতি হরিভজন ছাড়া কোন অবান্তর উদ্দেশ্য আছে কি না জানিতে পারিবেন। অযোগ্য গুরু বা শিষ্যের অযোগ্যতা তাঁহাদের কার্য্যেই পরিণত হইবে।

শাস্ত্রে গুরুশিষ্যের এইরূপ পরীক্ষা বিধি আছে জানিয়া শিষ্য তাঁহার জড় দর্শনহেতু মহাজনের ক্রিয়ামুদ্রা বিচার করিতে যাইয়া মহাজন-পাদপদ্মে অপরাধী না হইয়া বসেন, আবার অসদ্‌গুরুর নিকট যাইয়াও প্রতারিত না হন, এজন্য গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥" অর্থাৎ সততযুক্তচিত্তে প্রীতি-পূর্ব্বক ভজনকারী ব্যক্তিতে ভগবান্ অন্তরে অন্তর্যামী গুরুরূপে এমন বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন যাহাতে করিয়া সে ভগবানের দ্বিতীয় প্রকট স্বরূপ মহান্ত গুরুর চরণ আশ্রয় করিতে পারে। মোট কথা, ভগবান্‌কে ভজনা করিবার একান্ত ইচ্ছা থাকিলে—কোন প্রকার দুরভিসন্ধি মনে না থাকিলে ভগবান্‌ই জীবের সমক্ষে গুরুরূপে অবতীর্ণ হন। বদ্ধাবস্থায় মনোধর্ম্ম-চালিত জীব তাঁহার সমান-ধর্ম্মীকেই গুরু করিয়া বসেন! সুতরাং মনোধর্ম্মী জীব সাধুশাস্ত্রোপদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া নিজ ইচ্ছামত গুরুকরণ করিতে পারেন না। করিলে অসৎকে 'সৎ' বলিবার অপরাধে তাঁহার কখনও ভগবৎকৃপা লাভ হইবে না।

কুলগুরুর যদি শাস্ত্রোদ্দিষ্ট যোগ্যতা থাকে, তবে তিনি 'গুরু'-পদবাচ্য হইতে পারেন, নতুবা কেমন করিয়া তিনি গুরু হইতে পারেন? গুরু অর্থে শ্রেষ্ঠ বা অজ্ঞান-অন্ধকার হইতে যিনি ত্রাণ করেন। গুরুদেব যদি নিজেই অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া অশ্রেষ্ঠ বা অসিদ্ধ হন, তাহা হইলে তাদৃশ অনধিকারী গুরুক্রবের অনুগমনে শিষ্যের নরকই প্রাপ্য বিষয় হইবে। এক অন্ধ অন্যকে কি করিয়া পথ দেখাইবে? কুসংস্কারাচ্ছন্ন সংসারী জীবের পক্ষে এরূপ কথাগুলি বড়ই আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইবে, কিন্তু শাস্ত্র বলেন,—"পরমার্থগুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিক-গুর্ব্বাদি পরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ" অর্থাৎ অনধিকারী ব্যবহারিক লৌকিক গুরু পরিত্যাগ করিয়াও পরমার্থ-গুর্ব্বাশ্রয় কর্ত্তব্য। বলিমহারাজ তাঁহার কুল-গুরু শুক্রাচার্য্যকে এবং ভীষ্ম পরশুরামকে ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে অসদ্ গুরু ত্যাগ জন্য কোন অপরাধ হইতে পারে না—ইহা স্পষ্টভাবেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গুরুকরণ ভগবদ্ভজনের নিমিত্ত, সেই ভগবদ্ভজনই যদি না হইল, তবে আর লোক-দেখান গুরু করায় লাভ কি? সদ্‌গুরুর অভাবে বরং অদীক্ষিত থাকিয়া চিরজীবন ভগবৎকৃপা অপেক্ষা করা ভাল, তথাপি অসদ্ গুরুর নিকট নাম-দীক্ষা লইয়া নরকে যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। সরলতা থাকিলে ও হরিভজন-পিপাসু হইলে ভগবানই সেই সাধককে সদ্‌গুরু-লাভের সুযোগ করিয়া দেন।

—শ্রীনিমাই চরণ ব্রহ্মচারী

দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম

চাতুর্বর্ণ্য বা বর্ণধর্ম্ম

(১)

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩৭ পৃষ্ঠার পর)

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অকাম, অক্রোধ, অলোভ, সর্ব্বভূতের প্রিয় এবং হিতচেষ্টা—ইহা সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্ম।

সত্য, দয়া, তপস্যা (একাদশী প্রভৃতিতে উপবাস), শৌচ (স্নান), তিতিক্ষা, ঈক্ষা (যুক্তাযুক্ত বিবেক), শম (মনের সংযম), দম (বাহ্যেন্দ্রিয় দমন), অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ, দান, স্বাধ্যায় (যথোচিত জপ), আর্জ্জব (সরলতা), সন্তোষ, সমদর্শী মহতের সেবা, ধীরে ধীরে অনিত্য কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি, মানবগণের নিষ্ফল কার্য্যদর্শন, মৌন (বৃথা-আলাপ-পরিত্যাগ), আত্মবিবেক, প্রাণিদিগকে যথাযোগ্য অন্নাদি বিভাগ, সকল ভূতে আত্মজ্ঞান, মনুষ্যগণে ভগবদধিষ্ঠান-দর্শন, মহদ্‌গণের আশ্রয়, ভগবানের গুণ-কর্ম্ম-শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, সেবা, ইজ্যা (পূজা), নতি (নমস্কার), দাস্য, সখ্য, আত্মসমর্পণ—এই ত্রিশটী মনুষ্যমাত্রেরই পরমধর্ম্মরূপে ঋষিগণ-কর্ত্তৃক নিরূপিত হইয়াছে।

যাঁহার গর্ভাধানাদি সংস্কার সকল অবিচ্ছিন্ন, ব্রহ্মা যাঁহাকে অনুমোদন করেন, তিনিই দ্বিজ। কুল ও আচারে পরিশুদ্ধ বর্ণীর ব্রহ্মচর্য্যাদি ক্রিয়া বিহিত আছে। ব্রাহ্মণের অধ্যয়নাদি ষট্‌কর্ম্ম, ক্ষত্রিয়-জাতির প্রতিগ্রহ ব্যতীত অন্য পঞ্চকর্ম্ম এবং প্রজাপালক রাজার ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যের নিকট হইতে করগ্রহণ প্রভৃতি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যবস্থা আছে। বৈশ্য জাতি সর্ব্বদাই ব্রাহ্মণ-কুলের অনুগত থাকিয়া কৃষি-বাণিজ্যাদিদ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিবে এবং শূদ্রজাতির দ্বিজ-সেবা ও তাহাই তাহার জীবিকা। কৃষি-গো-রক্ষা-বাণিজ্য, প্রত্যহ ধান্য যাচ্ঞা, ধান্য-ক্ষেত্রাদিতে ক্ষেত্রস্বামি-পরিত্যক্ত শস্যগ্রহণ এবং আপণাদিতে পতিত শস্যকণা-সংগ্রহ—এই চারিপ্রকার আপৎকালে বিপ্রবৃত্তি। বিপদ্ উপস্থিত না হইলে নীচ মনুষ্য কখনও শ্রেষ্ঠ বৃত্তি অবলম্বন করিবে না, আপৎ কালে ক্ষত্রিয় ভিন্ন সকলের সকল বৃত্তি বিহিত আছে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় নিন্দিত নীচ-সেবারূপ শ্ব-বৃত্তি সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবেন।

বিরাটপুরুষের মুখ হইতে বেদ এবং ব্রাহ্মণ সৃষ্ট হইলেন। ভগবদ্‌মুখ ও বেদোমুখ বলিয়া ব্রাহ্মণ বর্ণসমূহের মধ্যে মুখ্য। তাঁহার বাহুযুগল হইতে পালনরূপা বৃত্তি ও তদাশ্রিত ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইয়া চৌরাদি উপদ্রব হইতে

বর্ণসকলকে রক্ষা করিয়া থাকে। সেই বিভুর উরুদ্বয় হইতে জীব-জগতের জীবিকানির্ব্বাহার্থ ব্যবসায় এবং তদাশ্রিত বৈশ্যবর্ণ প্রাদুর্ভূত হইয়া জীব-জন্তুগণের জীবিকা সম্পাদন করে এবং পাদদ্বয় হইতে ধর্ম্মসিদ্ধির নিমিত্ত পরিচর্য্যা-বৃত্তি ও শূদ্রবর্ণ সৃষ্ট হয়।

পরিচর্য্যা, শুশ্রূষা বা সেবাবৃত্তি শূদ্রবর্ণীয় জন্য নির্দ্দিষ্ট হইলেও ইহা সার্ব্ববর্ণিক। কারণ ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ববর্ণই যদি শ্রীহরির সেবা করেন, তবে সেবাবৃত্তি দ্বারা শ্রীহরিও পরিতুষ্ট হন। এইজন্য শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই সেবাবৃত্তির মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। চারি বর্ণী স্ব-স্ব জীবিকার সহিত যে ভগবান্ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আত্মবিশুদ্ধির জন্য শ্রদ্ধার সহিত স্বধর্ম্ম-পালনদ্বারা তাঁহারা পরমপিতা শ্রীহরির পূজা করিবেন—ইহাই শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম। যাহারা জগতের পিতা ঈশ্বরকে ভজন করে না, পরন্তু তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে, তাহারা স্থানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়।

নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম বা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভগবদ্ভজন করিতে করিতে অসিদ্ধাবস্থায় যদি ভজন হইতে ভ্রষ্ট বা মৃত্যু হয়, তথাপি কোনও অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই। ভজনহীন ব্যক্তিগণের ভক্তিশূন্য স্বধর্ম্ম পালনের দ্বারা কোনও প্রয়োজনসিদ্ধি হয় না। সেবাবৃত্তিই একমাত্র ভগবৎ প্রাতির কারণ। ভগবদ্ভক্তিশূন্য কর্ম্মজড়গণের নিমিত্তই (গীঃ ৩।২৬) "ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ" শ্লোক উল্লিখিত হইয়াছে। অজ্ঞান কর্ম্মিগণকে জ্ঞানের উপদেশ দ্বারা বুদ্ধিভেদ উৎপাদন করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, কিন্তু ভগবৎ-ভাগবত-ধর্ম্ম বা সেবা-ধর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিবার উপদেশ নিষিদ্ধ হয় নাই। শুশ্রূষা ব্যতীত কোন কর্ম্মেরই সিদ্ধি হয় না। শুশ্রূষা বা সেবা শূদ্রের বৃত্তি হইলেও বস্তুতঃ উহা সর্ব্ববর্ণেরই সাধারণ ধর্ম্ম। এই সেবাবৃত্তি জীব মাত্রেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ইহা দ্বারাই চারি বর্ণী হরিতোষণে সমর্থ হন।

ভগবদ্ভক্তি বা ভগবৎসেবা একই তাৎপর্য্যপর। শাস্ত্র বলেন—"'ভজ' ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ।" সুতরাং সেবন-ধর্ম্মের অপর নাম 'ভজন'।

ভগবদ্দাস্যের গুরুত্ব ও মহিমা সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবত (মঃ১৭।১০৫) বলেন—

অল্প করি না মানিহ 'দাস' হেন নাম।
অল্প ভাগ্যে 'দাস' নাহি করে ভগবান্॥"

এইমতে কৃষ্ণ মহারাজ-রাজেশ্বর।
কর্ত্তা-হর্ত্তা ব্রহ্ম-শিব যাঁহার কিঙ্কর॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ১৭।২৪)

"স্বামিত্বং তু হরেরেব মুখ্যমন্যত্র ভৃত্যতা" (ভাঃ ৫।১০।১১ মধ্বভাষ্য), "তদ্বশা ইতরে সর্ব্বে শ্রীব্রহ্মেশ পুরঃসরাঃ" (ভাঃ ১১।২।৪৭ মধ্বভাষ্য), "সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ" (ভাঃ ২।৬।৩২) ইত্যাদি বাক্যে দেখা যায়, ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবগণ সকলেই বিষ্ণুর আজ্ঞাবাহী ভৃত্য এবং এই দাসত্ব, সেবকত্ব ও ভৃত্যত্ব লাভের নিমিত্ত তাঁহাদের বহুতর স্তব-স্তুতি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। সেবা-পরায়ণ সুকৃতিশালী জীবই প্রকৃত ভজনপরায়ণ এবং তিনি ভগবদ্দাস্যে প্রতিষ্ঠিত। ভোগী আধ্যক্ষিক জীব জড়-প্রভুত্ব কামনায় ভগবানের সেবায়ও বিমুখতা প্রদর্শন করে এবং উহা দাসবৃত্তির পরিচায়ক মনে করিয়া জড়ভোগে প্রমত্ত হয়। জড়ীয় চিন্তাস্রোত হইতে মুক্ত না হইলে জীব ভগবদ্দাস্য লাভে সমর্থ হয় না। যিনি জাগতিক সর্ব্বপ্রকার লোভনীয় বিষয় হইতে পরিমুক্ত, আত্মার নিত্যা বৃত্তিরূপ ভগবৎসেবা তাঁহার পক্ষেই সম্ভব। তাই "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।" আত্মারাম মুনিগণও লীলাময় পুরুষোত্তমের আরাধনায় তৎপর হন। সুতরাং মুক্তির পরও সেবাধর্ম্মের নিত্যত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

সচ্চিদানন্দ বস্তুর সেবাই শুদ্ধ জীবাত্মার নিত্যবৃত্তি—অণুচৈতন্য জীব বিভু-চৈতন্যের দ্বারা নিত্যই আকৃষ্ট। শ্যামসুন্দর বিগ্রহই ভক্তের আরাধ্য ও প্রিয় বস্তু। সেই প্রিয়তম বস্তুর প্রিয় হইবার চেষ্টাকেই 'দাস্য' বলা হয়। যাঁহারা ভগবানের প্রিয়, তাঁহাদের অলভ্য কি? পার্থিব বস্তুর আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের নিকট অকিঞ্চিৎকর। যাহারা ভগবানের অশেষ মহিমা জানিতে অসমর্থ, তাহারাই মায়ার দাসত্বে অবস্থিত হইয়া নিজদিগকে কৃতার্থ মনে করে। ভগবদ্ভক্ত ভগবানের সেবকত্ব বা দাসত্ব লাভ করিয়া সর্ব্বদা ইতর বস্তুর অসারতা উপলব্ধি করেন।

কৃষ্ণদাস্যভাবে যে চমৎকারিতা, তাহার সহিত কোটী-ব্রহ্মানন্দ-সুখেরও তুলনা হয় না। অপরাপর উন্নত মুখ্যরসেও দাস্যভাব মিশ্রিত আছে। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃষ্ণদাস্যরসের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনকল্পে (চৈঃ চঃ আঃ ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ) লিখিয়াছেন—

কৃষ্ণদাস-অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু। কোটী-ব্রহ্মসুখ নহে তার এক বিন্দু॥
পরমপ্রেয়সী লক্ষ্মী হৃদয়ে বসতি। তেঁহো দাস্যসুখ মাগে করিয়া মিনতি॥

দাস্যভাবে আনন্দিত পারিষদগণ। বিধি-ভব-নারদাদি-শুক-সনাতন।
কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব্ব প্রভাব। গুরু-সম-লঘুকে করায় দাস্যভাব॥
অন্যের কা কথা, ব্রজে নন্দ-মহাশয়। তাঁর সম 'গুরু' কৃষ্ণের আর কেহ নয়॥
শুদ্ধ বাৎসল্যে ঈশ্বর-জ্ঞান নাহি তাঁর। তাঁহাকেই প্রেমে করায় দাস্য-অঙ্গীকার॥
তেঁহো রতি মাগে কৃষ্ণের চরণে। তাঁহার শ্রীমুখবাণী তাহাতে প্রমাণে॥
শ্রীদামাদি ব্রজে যত সখার নিচয়। ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানহীন, কেবল-সখ্যময়॥
কৃষ্ণসঙ্গে যুদ্ধ করে, স্কন্ধে আরোহণ। তাঁরা দাস্যভাবে করে চরণ সেবন।
কৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজে যত গোপীগণ। যাঁর পদধূলি করে উদ্ধব প্রার্থন।
যাঁ-সবার উপরে কৃষ্ণের প্রিয় নাহি আন। তাঁহারাও করে দাসী অভিমান॥
তা-সবার কথা রহু, শ্রীমতী রাধিকা। সবা হৈতে সকলাংশে পরম-অধিকা॥
তেঁহো যাঁর দাসী হঞা সেবেন চরণ। যাঁর প্রেমগুণে কৃষ্ণ বদ্ধ অনুক্ষণ॥
দ্বারকাতে রুক্মিণ্যাদি যতেক মহিষী। তাঁহারাও আপনাকে মানে কৃষ্ণদাসী॥
আনের কি কথা, বলদেব মহাশয়। যাঁর ভাব—শুদ্ধসখ্য-বাৎসল্যাদিময়॥
তেঁহো আপনাকে করেন দাস-ভাবনা। কৃষ্ণদাস-ভাব বিনু আছে কোন্ জনা ??
সহস্র-বদনে যেঁহো শেষ-সঙ্কর্ষণ। দশ দেহ ধরি করে কৃষ্ণের সেবন॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র—সদাশিবের অংশ। গুণাবতার তেঁহো, সর্ব্বদেব-অবতংস॥
তেঁহো করেন কৃষ্ণের দাস্য প্রত্যাশ। নিরন্তর কহে শিব,—'মুঞি কৃষ্ণদাস'॥
কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত, বিহ্বল দিগম্বর। কৃষ্ণগুণ-লীলা গায়, নাচে নিরন্তর॥
পিতা-মাতা গুরু-সখা-ভাব কেনে নয়। কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাবে দাস্যভাব সে করয়॥
এক কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য—জগৎ-ঈশ্বর। আর যত সব,—তাঁর সেবকানুচর॥

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র নিজ নিজ বর্ণধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে পালন করিয়াও যদি কৃষ্ণভজন বা ভগবৎসেবা না করেন, তাহা হইতে তাহারা প্রাকৃত অভিমানবশে উচ্চতা লাভ করিয়াও অবশেষে পুণ্যক্ষয়ে অধঃপতিত হন। ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন ব্যতীত বিষয়ী বর্ণাভিমানীর কোনই মঙ্গল নাই। অতএব সেব্য-সেবক-সেবনধর্ম্ম নিত্য হওয়ায় সেবাধর্ম্ম চারি বর্ণীরই অবশ্য কৃত্য। গুরুসেবা ও কৃষ্ণ-ভজনবলে বদ্ধজীব মায়াজাল হইতে মুক্ত হইয়া কৃষ্ণ-পাদপদ্ম লাভ করেন। ইহাই তাঁহার পক্ষে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মপালনের একমাত্র চরম লক্ষ্য—ইহাকেই ভাষান্তরে 'স্বরূপে অবস্থিতি' বলা হইয়াছে।

—শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন

———



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥
অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১২শ বর্ষ | প্রদ্যুম্ন, ৫ বামন, ৪৭৪ গৌরাব্দ
মঙ্গলবার, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭ ; ইং ১৪।৬।৬০ | ৪র্থ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীনারদ-কৃতং "শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্তবাষ্টকম্"

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্ততিতমেঽধ্যায়ে—৩৭-৪৪)

শ্রীনারদ উবাচ—

দৃষ্টা ময়া তে বহুশো দুরত্যয়া
মায়া বিভো বিশ্বসৃজশ্চ মায়িনঃ।
ভূতেষু ভূমংশ্চরতঃ স্বশক্তিভি-
র্বহ্নেরিব ছন্নরুচো ন মেঽদ্ভুতম্ ॥৩৭॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ "হে মুনিবর, ঈশ্বর-সৃষ্ট এই ভূমণ্ডলে কোন বিষয়ই আপনার অবিদিত নাই, অতএব পাণ্ডবগণ সম্প্রতি কোন্ কার্য্য সম্পাদনের ইচ্ছা করিতেছেন" এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীনারদ-ঋষি বলিলেন,—

হে সর্ব্বব্যাপক প্রভো ! আপনি বিশ্বকর্ত্তা, পরমমায়াবী এবং অগ্নির ন্যায় স্বীয় প্রকাশ গুপ্ত রাখিয়া নিজশক্তিদ্বারা সর্ব্বভূতে বিরাজমান রহিয়াছেন। আমি বহুবার ভবদীয় দুর্ল্লঙ্ঘ্যা মায়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি, অতএব আমার নিকট আপনার এতাদৃশ প্রশ্ন আশ্চর্য্য মনে হইতেছে না ॥৩৭॥

তবেহিতং কোঽর্হতি সাধু বেদিতুং
স্বমায়য়েদং সৃজতো নিযচ্ছতঃ।
যদ্বিদ্যমানাত্মতয়াবভাসতে।
তস্মৈ নমস্তে স্ববিলক্ষণাত্মনে ॥৩৮॥

আপনার মায়াবলে এই জগৎ অসৎ হইয়াও সদ্‌রূপে প্রকাশিত হইতেছে। আপনি ইহার সৃষ্টি এবং পালন-ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন। কোন ব্যক্তিই আপনার চেষ্টা সম্যগ্-অবগত হইতে পারে না। অতএব সর্ব্বতোভাবে বিলক্ষণ-স্বরূপবিশিষ্ট অর্থাৎ অচিন্ত্য-পুরুষরূপী আপনাকে কেবলমাত্র প্রণাম করিতেছি ॥৩৮॥

জীবস্য যঃ সংসরতো বিমোক্ষণং
ন জানতোঽনর্থবহাচ্ছরীরতঃ।
লীলাবতারৈঃ স্বযশঃ প্রদীপকং
প্রাজ্বালয়ৎ ত্বা তমহং প্রপদ্যে ॥৩৯॥

হে ভগবন্, জীবগণ চিরকাল অনর্থকারী এক শরীর হইতে শরীরান্তরে সংসরণ অর্থাৎ বিচরণ করিতেছে, পরন্তু এই শরীর হইতে মুক্তিলাভের উপায় অবগত নহে। আপনি তাহাদের বিমুক্তির জন্য লীলাবতারসমূহ দ্বারা স্বকীয় যশোরূপ প্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়া থাকেন। আমি আপনার শরণাগত হইতেছি ॥৩৯॥

অথাপ্যাশ্রাবয়ে ব্রহ্ম নরলোক-বিড়ম্বনম্।
রাজ্ঞঃ পৈতৃষ্বস্রেয়স্য ভক্তস্য চ চিকীর্ষিতম্ ॥৪০॥

হে প্রভো, ব্রহ্মন্, আপনি সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া পাণ্ডবগণের যাবতীয় অভিলষিত বিষয়ই অবগত আছেন, তথাপি আপনার আদেশ রক্ষার্থ

আমি ভবদীয় পিতৃষ্বস্রপুত্র ও ভক্ত রাজা যুধিষ্ঠিরের অভিলষিত কর্ম্ম মনুষ্য-লীলানুকরণকারী আপনার শ্রুতিগোচর করিতেছি ॥৪০॥

যক্ষ্যতি ত্বাং মখেন্দ্রেণ রাজসূয়েন পাণ্ডবঃ।
পারমেষ্ঠ্যকামো নৃপতিস্তদ্ভবানন্নুমোদতাম্ ॥৪১॥

হে দেব, সাম্রাজ্যাভিলাষী রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় নামক মহা-যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা আপনার আরাধনা করিবেন। আপনি তাহার অনুমোদন করুন্ ॥৪১॥

তস্মিন্ দেব ক্রতুবরে ভবন্তং বৈ সুরাদয়ঃ।
দিদৃক্ষবঃ সমেষ্যন্তি রাজানশ্চ যশস্বিনঃ ॥৪২॥

হে দেব, সেই মহাযজ্ঞে আপনার দর্শনাভিলাষে দেবতা প্রভৃতি স্বর্গবাসিগণ এবং যশস্বিরাজগণ তথায় সমবেত হইবেন ॥৪২॥

শ্রবণাৎ কীর্ত্তনাদ্ধ্যানাৎ পূয়ন্তেঽন্তেবসায়িনঃ।
তব ব্রহ্মময়স্যেশ কিমুতেক্ষাভিমর্শিনঃ ॥৪৩॥

হে ঈশ, ব্রহ্মঘন-মূর্ত্তিময় আপনার শ্রবণ, কীর্ত্তন ও ধ্যানহেতু শ্বপচগণও বিশুদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। যাঁহারা দর্শন ও স্পর্শ করিতে পারেন তাঁহাদেব কথা আর কি বলিব ?৪৩॥

যস্যামলং দিবি যশঃ প্রথিতং রসায়াং
ভূমৌ চ তে ভুবনমঙ্গল দিগ্বিতানম্।
মন্দাকিনীতি দিবি ভোগবতীতি চাধো
গঙ্গেতি চেহ চরণাম্বু পুনাতি বিশ্বম্ ॥৪৪॥

হে ভুবনমঙ্গলকর ! স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও রসাতলে সুবিস্তৃত এবং দিঙ্মণ্ডলে ভূষণস্বরূপ ভবদীয় যশোরাশি এবং স্বর্গে 'মন্দাকিনী'নামে, পাতালে 'ভোগবতী' সংজ্ঞায় ও পৃথিবীতে 'গঙ্গা'নামে প্রসিদ্ধ ভবদীয় শ্রীপাদপদ্ম প্রক্ষালন-বারি বিশ্বকে পবিত্র করিতেছে ॥৪৪॥

———

প্রকৃত মহাজন কে ?

সাধু বা মহাজন,—মহদ্‌ব্যক্তিকে 'মহাজন' বলে। পারমার্থিক ও জাগতিক বিচারে 'মহৎ' সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা বর্ত্তমান। বদ্ধজীবের মনোধর্ম্ম বা ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের ধারণায় যাঁহারা তাহার ইন্দ্রিয়ভোগ্য এবং ইন্দ্রিয়তর্পণের ইন্ধন-প্রদানকারী, তাঁহারাই 'মহাজন' বলিয়া তাহার নিকট বিবেচিত হন। ব্যবসায়ীর নিকট 'উত্তমর্ণ' মহাজন হইতে পারেন; ভোগপর কর্ম্মীর নিকট 'জৈমিন্যাদি ঋষি' বা বিভিন্ন-মতপোষক ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ; চিত্তনিরোধাভিলাষি-গণের নিকট 'পতঞ্জল্যাদি ঋষি'; শুষ্কজ্ঞান-পন্থিগণের নিকট নিরীশ্বর কপিল ও বশিষ্ঠ, দুর্ব্বাসা বা দত্তাত্রেয় প্রভৃতি কেবলাদ্বৈতবাদিগণ; রজস্তমোগুণাশ্রিত-গণের নিকট পাশব-বলদৃপ্ত বিষ্ণু-বিরোধকার্য্যে অতুলনীয় অধ্যবসায়ী হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, রাবণ ও তৎপুত্র মেঘনাদ, জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজগণ, একলব্য ও কর্ণাদি গুরুভক্তগণ; যোষিৎ-সঙ্গপ্রিয় পুরুষাভিমানিগণের নিকট দক্ষাদি স্ত্রী-পূজক প্রজাপতিগণ; জাগতিক লোকের নিকট দৈহিক ও মানসিক রোগ, শোক, দুঃখ, ভয় বা ফল্গু অভাব-দূরীকরণে অভিলাষী বা অনুরাগি-ব্যক্তিগণ মহাজন বলিয়া বৃত হইতে পারেন; প্রকৃতি-বিমোহিত জীবের নিকট বিষ্ণুসম্বন্ধ-বিহীন 'দার্শনিক', 'বৈজ্ঞানিক', 'ঐতিহাসিক', 'সাহিত্যিক', 'কবি', 'বাগ্মী,' 'সমাজপতি', বা 'দেশনেতা' মহাজন বলিয়া নির্ণীত হইতে পারেন; আত্মবঞ্চিত ব্যক্তিগণের নিকট পরমার্থ-ভূত আত্ম-বৃত্তি ভগবদ্‌ভক্তিকে শুক্র-শোণিতে আবদ্ধ বলিয়া বিশ্বাসী অর্থাৎ শুধু শৌক্রবংশের দোহাই দিয়া আত্ম-জ্ঞান-জননী ভগবদ্-ভক্তির বা গুরুত্বের দাবীকারী বঞ্চক ও ভাড়াটিয়া অর্থ-গৃধ্নুগণ; 'ঢঙ্গবিপ্রে'র ন্যায় শ্রীহরিদাস-তুল্য যথার্থ সাধুর বিরোধী ও তাঁহার অপ্রাকৃত হরিভজন-চেষ্টার কৃত্রিম বহিরনুকরণকারিগণ; বুজরুকী ও কুহক-বিদ্যাভিজ্ঞগণ; পূতনা, তৃণাবর্ত্ত, বৎস, বক, অঘ, ধেনুক, কালীয়, প্রলম্ব প্রভৃতি অসুরগণ; অথবা বিষ্ণুবিরোধী পৌণ্ড্রক, শৃগাল-বাসুদেব, দৈত্যগুরু শুক্র, নাস্তিক চার্ব্বাক, বেণ, সুগত, অর্হৎ প্রভৃতি এবং গৌর-কৃষ্ণের বাস্তব-সত্যত্বে বা তাঁহার পরমেশ্বরত্বে অবিশ্বাসকারী বঞ্চকগণ তদনুকরণে আপনারাই অথবা বঞ্চিতদিগের বিষ্ণুবিরোধী মনোধর্ম্মের অনুকূল মনোহর বাক্য প্রয়োগ-পূর্ব্বক তাহাদের দ্বারা নিজেদের অবতারত্ব প্রতিপাদন বা ঘোষণা করাইবার ইচ্ছা করিয়া মূর্খ, বঞ্চিত, দুর্ভাগার নিকট 'মহাজন' বলিয়া কল্পিত হইতে পারেন; ফলতঃ ভগবদ্ভক্তি-হীনের নিকট ঐরূপ 'অন্যাভিলাষী', 'কর্ম্মী', 'শুষ্কজ্ঞানী', 'অভক্তযোগী' বা কনক-

কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোভী-ব্যক্তিগণ 'মহাজন' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারেন, সত্য ; কিন্তু নিরস্তকুহক পরমসত্য বা বাস্তব-বস্তু প্রতিপাদনকারী নির্ম্মৎসর শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ ॥ (ভাঃ ৬।৩।২৫)

অর্থাৎ জগতে যে-সকল কর্ম্মী 'মহাজন' বলিয়া প্রখ্যাত, সেই সকল ধর্ম্মবক্তৃ ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য জানেন না। তাঁহাদের বুদ্ধি—ত্রিগুণময়ী বৈষ্ণবী-মায়া-দ্বারা বিমোহিত ; তাই তাঁহারা বৈকুণ্ঠ ভগবদ্ভক্তিকে অনাদর করিয়া প্রকৃতির উপাসনা-মূলক বিস্তারশীল কর্ম্মকাণ্ডে নিযুক্ত এবং মায়া-জালে আবদ্ধ। এসকল মহাজনের মতি—ঋক্-সাম-যজুর্ব্বেদের আপাতরমণীয় মধুর অর্থবাদ-বাক্যে জড়ীকৃত ; সেই সকল ব্যক্তি প্রাকৃত লোকের ধারণায় 'মহাজন' বলিয়া কল্পিত হইলেও ইঁহারা পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের নিত্যসেবা-বুদ্ধিযুক্ত নহেন।

জগতের লোক 'কর্ম্মবীর' বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন, 'ধর্ম্মবীর' বলিয়া সম্মান পাইতে পারেন, 'জ্ঞানবীর' বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন, 'বৈরাগ্য ও ত্যাগের আদর্শ' বলিয়া পূজিত হইতে পারেন, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত (৩।২৩।৫৬) বলেন,—

নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ ॥

অর্থাৎ এই জগতে যে কর্ম্মবীর 'ধর্ম্মের' জন্য কর্ম্ম না করেন, যে ধর্ম্মবীর ,বিরাগের' জন্য ধর্ম্ম না করেন, যে ত্যাগবীর 'শ্রীবিষ্ণুপ্রীত্যর্থে ভোগ ত্যাগ' না করেন, সে ব্যক্তি—'জীবন্মৃত'। বস্তুতঃ হরিতোষণের নামই 'সেবা' ; আর যে-কর্ম্মে, যে-ধর্ম্মে, যে-ত্যাগে শ্রীকৃষ্ণের কোন প্রীতি বা সম্বন্ধ নাই, তাহা দেশের সেবা, দশের সেবা, সমাজের সেবা, শৌক্রবংশ বা জাতিগত অদৈব-বর্ণাশ্রমের সেবা, রোগীর সেবা দরিদ্রের সেবা, নির্ধনের সেবা বা ধনবানের সেবা, স্ত্রী-জাতির সেবা, নানা দেব-সেবা প্রভৃতি "শ্রেষ্ঠগুণসম্পৎ" বা "প্রাতঃস্মণীয় কার্য্য" নামে জগতে প্রচারিত থাকিলেও তাহা প্রকৃত-পক্ষে 'ইন্দ্রিয়তোষণ' বা 'ভোগ'। জগতের দুর্ভাগ্য,—জীবের নিকট এইপ্রকার ইন্দ্রিয়তোষণের ইন্ধন-প্রদাতৃগণই ,এইরূপ ইন্দ্রিয়-তর্পণ-পোষক বক্তা, প্রচারক বা শাস্ত্রকারগণই 'মহাজন' বলিয়া বিখ্যাত।

প্রকৃত্যাশ্রিত-বুদ্ধিযুক্ত, বাহ্য-জগৎ-দর্শনকারী, ইন্দ্রিয়দাস ভবরোগগ্রস্ত জীব তাহার বিকৃত বুদ্ধিদ্বারা প্রকৃত মহাজনকে বুঝিতে বা চিনিয়া লইতে পারেন না; কেন না, তাহার বুদ্ধি সর্ব্বদাই ভ্রমাদি চারিটী দোষে দুষ্টা।

অনাদিকাল হইতে রক্ত, মাংস বা শুক্রাদি সপ্তধাতু-বিশিষ্ট কুণপে 'আত্ম'-বুদ্ধি ও রুচিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ গড্ডলিকা-প্রবাহের ন্যায় অক্ষজ-জ্ঞান-স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। ঐপ্রকার প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীপাদের ন্যায় মহাজনের বাক্যকেও অনাদর করিয়া মহাজনের চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিয়া, মহাজনকে 'অনুদার' প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়া নিজের অসুবিধা নিজে বরণ করিয়া লইতেছে; কেহ বা তাহার ইন্দ্রিয়-তর্পণমূলা ধারণানুযায়ী কল্পিত মহাজন সৃষ্টি করিয়া ব্যভিচার, লাম্পট্য, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশা, কুটিনাটী, জীবহিংসা প্রভৃতি অসংখ্য অপরাধজনক কার্য্যে লিপ্ত হইয়া পড়িতেছে।

বাস্তবিক পক্ষে, প্রকৃত 'মহাজন' নির্ণীত না হইলে জীবের কোন চেষ্টাই সুফলপ্রসূ হইতে পারে না। মহাজনের স্বরূপ-নির্ণয়ে (চৈঃ চঃ মধ্য ২৫শ পঃ ৫৪-৫৭ সংখ্যায়) এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

পরম কারণ 'ঈশ্বরে' কেহ নাহি মানে।
স্ব-স্ব মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে॥
তা'তে ছয় দর্শন হৈতে 'তত্ত্ব' নাহি জানি'।
'মহাজন' যেই কহে সেই 'সত্য' মানি'॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাণী অমৃতের ধার।
তিঁতো যে কহয়ে 'বস্তু' সেই 'তত্ত্ব' সার॥

অর্থাৎ সাঙ্খ্য-পাতঞ্জলাদি দর্শন কেহই প্রকৃতপক্ষে বিষ্ণুকে 'ঈশ্বর' বলিয়া মানেন না; এককথায় তাঁহারা সকলেই 'প্রচ্ছন্ন' বা 'অপ্রচ্ছন্ন' নাস্তিক অর্থাৎ কেহই 'আস্তিক' নহেন; তাঁহারা কেবল নিজ-নিজ-মতবাদের বাহাদুরী প্রদর্শন করিবার জন্য তর্কদ্বারা পরমত-খণ্ডন ও স্ব-স্ব-মতবাদ স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র; সুতরাং ঐসকল শাস্ত্রের উপদেষ্টৃগণ জগতে 'মহাজন' বলিয়া পরিচিত হইলেও তাঁহারা 'মহাজন' নহেন; তাঁহারাই অত্যন্ত 'সংকীর্ণ' ও অনুদার। এই কথা শ্রবণ করিয়া ঐসকল তথা-কথিত মহাজনের ভক্তগণ তাঁহাদের প্রাকৃত অক্ষজ-জ্ঞানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও শুদ্ধভক্তের চরণে অপরাধ করিয়া বলিবেন,—"ইহা 'গোঁড়ামি' মাত্র!" তাঁহাদের ধারণা,—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

মহাপ্রভু বা মাধবেন্দ্রপুরীপাদও পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের অন্যতম একটি মহাজন মাত্র! সুতরাং তাঁহারা প্রাকৃত-সহজধর্ম্মের চিন্তা-স্রোতে নিমগ্ন হইয়া চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী হইয়া যে ঐপ্রকারই সিদ্ধান্ত করিবেন, তদ্‌বিষয়ে আর সন্দেহ ও আশ্চর্য্য কি? কিন্তু যাঁহাদের অপ্রাকৃত স্বরূপধর্ম্ম জাগরিত হইয়াছে, তাঁহারা সেই স্বরূপ-ধর্ম্মের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া প্রত্যেক জীবেরই স্বরূপ দর্শন করিতে সমর্থ। মহাভাগবত বা পরমহংসেরই অধোক্ষজ-দর্শন বা সুদর্শন, অতএব সেই নিষ্কিঞ্চনগণই একমাত্র প্রকৃত মহাজন। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীও নিষ্কিঞ্চন মহাজন, তাঁহার আচরণে কোনওপ্রকার মৎসরতা বা লোকবঞ্চনা নাই; তিনি আচরণ করিয়া যাহা প্রচার করিয়াছেন, তৎপ্রদর্শিত সেই দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকে আদর্শ-জ্ঞানে অনুগমন করিলেই যে নিঃশ্রেয়সার্থী জীবের নিশ্চয়ই মঙ্গল-লাভ ঘটিবে, তাহা মহাপ্রভু দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের আদর্শ প্রদর্শন-পূর্ব্বক শিক্ষা দিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।৩।১৯-২১) 'দ্বাদশ জন' মহাজনের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। কলিযুগে ভগবদ্ভক্তি-প্রচার শুদ্ধবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের চারিজন আচার্য্যই 'মহাজন'। অস্মৎ-সম্প্রদায়ে গৌড়ীয়েশ্বর শ্রীদামোদর-স্বরূপই মূল 'মহাজন'। তদভিন্ন কলেবর পরমতত্ত্ব-শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়তম শ্রীরূপ-সনাতন, বা শ্রীরূপানুগ সাধু-জনগণ সকলেই 'মহাজন'। শ্রীবিষ্ণুস্বামীর অনুগত শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীধরস্বামীও 'মহাজন'। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জয়দেব,—ইঁহারা সকলেই 'মহাজন'। কিন্তু যাহারা এই সকল মহাজনে ভোগবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া অর্থাৎ ইঁহাদিগের 'সেবা' করিবার পরিবর্ত্তে ইঁহাদিগকে স্ব-স্ব তুচ্ছ স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্ররূপে মাপিয়া লইতে বা 'গুরুর উপর গুরুগিরি' করিতে ধাবিত হয়, সেই সকল দুর্ভাগা ব্যক্তি ঐ সকল মহাজন হইতে বহু দূরে অবস্থিত। ইন্দ্রিয়তর্পণ বা মায়া-দাস্যই তাহাদের নিকট 'কল্পিত মহাজনে'র মূর্ত্তি লইয়া উপস্থিত হয় এবং তাহাদিগকে ছলনা করিয়া তাহাদিগের ইন্দ্রিয়কে প্রকৃত সত্যপথ হইতে আবৃত করিয়া বিক্ষিপ্ত করে। সুতরাং শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের চেষ্টা কখনও তাহাদিগের প্রাকৃত-বুদ্ধির ধারণার বিষয় হয় না।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীরামানুজস্বামীর উপদেশ

['প্রপন্নামৃতম্'-গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ]

প্রভু রঙ্গনাথের আজ্ঞা লাভ করিয়া যতীশ্বর শ্রীরামানুজ শ্রীবৈষ্ণব-সমাবৃত হইয়া স্বীয় মঠে প্রবেশ করিলেন ।।১।।

অন্যান্যস্থানে যে-সমস্ত বৈষ্ণব ছিলেন তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া কৃপাপূর্ব্বক প্রসন্ন হইয়া সমস্তশাস্ত্রের ৭২টী সারবাক্য করুণার্ণব মহযশস্বী জগদ্‌গুরু যতীরাজ তত্ত্বদানরূপ মহদ্দান বিচারে স্বীয় শিষ্য শ্রীবৈষ্ণবদিগকে বলিলেন ।।২-৩।।

স্বীয় গুরুদেবের ও বৈষ্ণবের কৈঙ্কর্য্যে সমান সম্মান করত তাঁহাদের সর্ব্বদা সেবা করিবে। পূর্ব্বাচার্য্যদিগের বাক্যে বিশ্বাস করিবে ।।৪।।

ইন্দ্রিয়কিঙ্কর হইয়া দিবানিশি যাপন করিবে না। পরমার্থ শাস্ত্র ব্যতীত ইতর-শাস্ত্রসকল সামান্যশাস্ত্র। তাহাতে কখন নিরত হইয়া থাকিবে না ।।৫।।

প্রথমে আচার্য্যের কৃপায় ভগবজ্‌জ্ঞান লাভ করত ভগবদ্ভক্তি-শাস্ত্রে সর্ব্বদা নিরত থাকিবে ।।৬।।

শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, রস, রূপাদি পার্থিব-বিষয়ের কিঙ্কর হইবে না। অর্থাৎ ঐ বিষয়সকলকে তৎতৎকার্য্যসময়ে মাত্র গ্রহণপূর্ব্বক সেই সকলকে সমান দেখিবে। বিষয়বিশেষে আসক্ত হইবে না ।।৭।।

পুষ্প, চন্দন, তাম্বূল প্রভৃতি সুগন্ধদ্রব্যে কামপ্রবৃত্ত রুচি-কার্য্য কখনই করিবে না। অর্থাৎ ভক্তিপ্রবৃত্ত রুচিকার্য্য কেবল ভগবন্নির্ম্মাল্যরূপ তত্তৎ দ্রব্যে করিবে ।।৮।।

ভগবন্নাম-কীর্ত্তনে তোমাদের যে প্রীতি ছিল, সেই প্রীতি এখন ত্বদীয়ভক্ত-গণের নাম-সংকীর্ত্তনে হউক ।।৯।।

মহাভাগবতাশ্রয় ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র কারণ—ইহা জানিয়া দৃঢ়রূপে তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবে ।।১০।।

প্রাজ্ঞপুরুষ বিষয়াসক্তি ক্রমে যেরূপ বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ বিষ্ণু-কৈঙ্কর্য্য ও বৈষ্ণব-কৈঙ্কর্য্য পরিত্যাগ করিলে মনুষ্য মাত্র বিনাশ প্রাপ্ত হয় ।।১১।।

বৈষ্ণবসেবায় উপায়বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তি উপেয় বুদ্ধি সর্ব্বদা করিবে। বৈষ্ণবসেবা করিয়া অন্য কোন ফল পওয়া যায়—এরূপ বুদ্ধিকে উপায় বুদ্ধি বলে। অন্য বহু সুকৃতি-ফলে বৈষ্ণবসেবা কৃত হয়—এই বুদ্ধিকেই উপেয়বুদ্ধি বলে ।।১২।।

মহাভাগবতদিগকে আহ্বান করিতে হইলে অসম্মানসূচক একবচন ব্যবহার করিবে না। সম্মানসূচক বহুবচন ব্যবহার করিবে। বৈষ্ণব দৃষ্টি করিবামাত্র কৃতাঞ্জলি হইবে ॥১৩॥

ভগবান্ বিষ্ণুর বা বিশুদ্ধ-বৈষ্ণবদিগের নিকটে পদবিস্তার করিয়া বসিবে না ॥১৪॥

গুরুদেব, বৈষ্ণব ও ভগবানের গৃহের দিকে পাদপ্রসারণপূর্ব্বক কখন নিদ্রা যাইবে না ॥১৫॥

নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া গুরুপরম্পরা প্রথানুসারে ভগবৎ-ভাগবত নাম উচ্চারণ করিবে। ভগবন্নিকটে মহাভাগবত দর্শন করিয়া ঐরূপ আচরণ করিবে ॥১৬॥

গুরুপ্রাপ্ত মন্ত্ররাজকে ধ্যানপূর্ব্বক ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। ভগবান্নাম বা ভগবদ্ভক্তের সংকীর্ত্তন করিবে ॥১৭॥

শ্রীবৈষ্ণবসকল যখন কীর্ত্তন করিতেছেন তাহা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাদিগকে সম্যক্ পূজা না করিয়া মধ্যে চলিয়া গেলে বিশেষ অপরাধ হয় ॥১৮॥

বৈষ্ণব আসিতেছেন শুনিলে কিছু দূর গিয়া অভ্যর্থনা করিবে, আর বৈষ্ণব যখন চলিয়া যান তাঁহার সহিত কিছু দূর পর্য্যন্ত অনুগমন করিবে ॥১৯॥

পূর্ব্বোক্ত দুইটী অনুষ্ঠান না করিলে মহাদোষ হয়। স্বীয় জীবন যাত্রা বৈষ্ণবের দাসত্বের সহিত ঐক্য করিয়া সর্ব্বদা পূজা করিতে হয় ॥২০॥

বিনয়াদি গুণ দ্বারা এবং ভক্তি দ্বারা মহাত্মা বৈষ্ণবদিগের অনুসরণ না করিয়া প্রাকৃত ব্যক্তিদের গৃহে গৃহে সর্ব্বদা দেহ-যাত্রার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ গমন করত আপনার নামের পূর্ব্বে তাহাদের নাম স্বীয় নিয়মাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক আদরে উচ্চারণ করিলে বৈষ্ণবের স্বরূপের হানি হয় ॥২১-২৩॥

ভগবানের দিব্য বিমান ও গোপুরসকল দৃষ্টি মাত্রেই অঞ্জলি ধারণ করিবে। অন্য দেবতাদিগের মন্দির দেখিয়া কোনপ্রকারে বিস্মিত হইবে না ॥২৪॥

অন্য দেবতার কীর্ত্তন শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইবে না। বিষ্ণু বা বৈষ্ণবদিগের নাম সঙ্কীর্ত্তনকারী ভক্তপুরুষ দেখিয়া আনন্দ লাভ না করাই তাহাদিগের মধ্যে একটী অপচার বা অপরাধ বলিয়া জানিবে ॥২৫-২৬॥

শ্রীবৈষ্ণবদিগের দেহছায়া লঙ্ঘন করিবে না। স্বীয় দেহের ছায়া অন্য বৈষ্ণব-কর্ত্তৃক স্পর্শ করাইবে না ॥২৭॥

বৈষ্ণবদিগের পঞ্চসংস্কার অপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে স্পর্শ করিয়া বৈষ্ণদিগকে স্পর্শ করিবে। পূর্ব্ববন্দনকারী দরিদ্রবৈষ্ণবকে অনাদর করিলে পাতক হয় ॥২৮॥

বৈষ্ণব যদি 'আমি দাস' বলিয়া পূর্ব্বে প্রণাম করেন তাঁহাকে অনাদর করিলে মহাপরাধ হয় ॥২৯॥

বৈষ্ণবদিগের জন্ম, নিদ্রা, আলস্য, অপ্রকাশ্য। সেই সকল দেখিয়া কাহাকেও কিছু বলিবে না। তাঁহাদিগের দোষ শীঘ্র পরিত্যাগ করিয়া গুণ-সকল কীর্ত্তন করিবে ॥৩০-৩১॥

বিষ্ণুপাদোদক ও বৈষ্ণব-পাদোদক রূপ উত্তম জল প্রাকৃত লোকের দর্শন পথে থাকিয়া পান করিবে না ॥৩২॥

তত্ত্বত্রয়-জ্ঞানহীন ও শ্রীরহস্যত্রয়-জ্ঞানরহিত ব্যক্তির পাদোদক কদাপি গ্রহণ করিবে না। চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর এই তত্ত্বত্রয়। ভগবান্ এক অদ্বয়তত্ত্ব এবং সেই অদ্বয়বস্তুর দুইটী বিশেষ অর্থাৎ চিৎ ও অচিৎ, এইরূপ জ্ঞানরহিত লোক পঞ্চসংস্কারে সংস্কৃত হইলেও তাহাদের পাদোদক গ্রহণ করিবে না ॥৩৩॥

জ্ঞানানুষ্ঠানযুক্ত অর্থাৎ অর্থপঞ্চকজ্ঞান ও তত্ত্বত্রয়-জ্ঞানযুক্ত (৫১ শ্লোক) ও সদাচাররত বৈষ্ণবের পাদোদক যত্নপূর্ব্বক নিত্য পান করিবে ॥৩৪॥

আপনাকে বৈষ্ণবদিগের সহিত সমান জ্ঞান করিবে না। প্রাকৃতলোকের দৈবাৎ সংস্পর্শমাত্র বস্ত্রের সহিত স্নাত হইয়া সহসা বৈষ্ণবচরণামৃত পান করিবে ॥৩৫॥

বৈরাগ্য-জ্ঞান-ভক্ত্যাদি গুণসম্পন্ন মহাত্মা বৈষ্ণবদিগকে মহাভাগ চরমবিগ্রহ বলিয়া জানিবে। সেই মহাত্মাদিগকে বিশেষরূপে বিশ্বাস করিবে ॥৩৬॥

বৈরাগ্যজ্ঞান-ভক্ত্যাদি গুণবান্ যে মহাত্মা ভাগবতসকল আছেন, তাঁহাদের প্রতি প্রীতি অভ্যাস করিবে ॥৩৭॥

প্রাকৃতলোকের গৃহস্থিত শালগ্রামশিলার চরণামৃত গ্রহণ করিবে না। প্রাকৃত-ব্যক্তিদিগের গৃহস্থিত বিষ্ণুবিগ্রহ সেবা করিবে না ॥৩৮॥

ভগবানের লীলাস্থানসকলের প্রাকৃতলোকের দৃষ্ট হইলেও তীর্থপ্রসাদ গ্রহণ করিবে, সংশয় করিবে না ॥৩৯॥

বিষ্ণুসন্নিধানে কোন শ্রীবৈষ্ণব যদি প্রসাদ দান করেন, তাহা "আমি উপবাসাদি নিয়মযুক্ত" বলিয়া পরিত্যাগ করিবে না ॥৪০॥

সর্ব্বপাপহর পবিত্র হরিপ্রসাদে কদাচিদপি উচ্ছিষ্ট বুদ্ধি করিবে না ॥৪১॥

বৈষ্ণবদিগের নিকটে নিজগুণ কীর্ত্তন করিবে না এবং অন্য কাহাকেও নিন্দা করিবে না ॥৪২॥

মহাত্মা বৈষ্ণবদিগের গুণানুভব কৈঙ্কর্য্য সময়ে একক্ষণও অন্য কার্য্য করিবে না ॥৪৩॥

প্রতিদিন এক ঘটিকা গুরুর সদ্‌গুণসকল বিশ্বাসপূর্ব্বক বর্ণন করিবে ॥৪৪॥

শঠকোপাদি আচার্য্যবিষয়ে প্রবন্ধ অথবা গুরুসম্বন্ধে প্রবন্ধে দিনের মধ্যে এক ঘটিকা অবশ্য কীর্ত্তন করিবে ॥৪৫॥

দেহাভিমানী ব্যক্তির সহিত সহবাস করিবে না। বিষয়াতুর বঞ্চকগণ যদি বৈষ্ণবচিহ্নসকল ধারণ করে, তথাপি তাহাদের সহিত সহবাস করিবে না ॥৪৬॥

অন্য দেবতা-ভক্তগণের সহিত, সঙ্গদোষ নিবৃত্তির জন্য পরদোষ-তৎপর ব্যক্তির সহিত সর্ব্বদা সম্ভাষণ করিবে না ॥৪৭॥

মহাভাগ বৈষ্ণবদিগের সহিত সর্ব্বদা সল্লাপ করিবে। তাঁহাদের নিন্দুক পুরুষাধমদিগকে দেখিবে না ॥৪৮॥

গুরুর প্রতি অপরাধী ক্রূর ব্যক্তিগণকে দেখিবে না। গুরু ও বৈষ্ণবে যাঁহারা একনিষ্ঠ এরূপ পুরুষদিগের সহিত সর্ব্বদা সঙ্গ করিবে ॥৪৯॥

সৎসম্প্রদায়ে প্রয়োজন সিদ্ধির যে উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তদ্ব্যতীত অন্যোপায়নিষ্ঠ পুরুষদিগকে পরিবর্জ্জন করিবে অর্থাৎ তাহাদিগের সঙ্গ করিবে না ॥৫০॥

প্রপত্তি-ধর্ম্মনিরত ব্যক্তিগণের সহিত সহবাস করিবে। রহস্যত্রয়-সারজ্ঞ এবং তত্ত্বত্রয়-বিশারদ মহাভাগবতগণের সহিত সহবাস করিবে ॥৫১॥

তত্ত্বত্রয় যথা,—

ঈশ্বরশ্চিদচিচ্চেতি পদার্থ ত্রিতয়ং হরিঃ।
ঈশ্বরশ্চিত ইত্যুক্তো জীবোদৃশ্যমচিৎ পুনঃ ॥৫১॥

অর্থকামপর ব্যক্তির সহিত কদাচিৎ বাস করিবে না। ভগবৎ-ভক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তির সহিত সর্ব্বদা সংলাপ করিবে ॥৫২॥

আপনাদিগকে যদি বৈষ্ণব তিরস্কার করেন, তাহা হইলে অপকার স্মরণ না করিয়া মৌন হইয়া বসিবেন ॥৫৩॥

বৈষ্ণবের পরমপদে বুদ্ধি সঞ্জাত হয়। শ্রীবৈষ্ণবদিগের সর্ব্বদা হিতচেষ্টা করিবেন ॥৫৪॥

যে কর্ম্ম ধর্ম্ম-বহির্ভূত তাহা যদ্যপি মহাফলযুক্ত হয়, মেধাবী ব্যক্তি তাহাকে হিত বলিয়া সেবা করিবে না ॥৫৫॥

পুষ্প, চন্দন, তাম্বূল, বস্ত্র, উদক, ফলাদি এবং অন্ন যাহা হরিকে অর্পণ করা হয় নাই, তাহা কখনই সেবন করিবে না ॥৫৬॥

হরিকে যাহা অর্পিত হয় নাই এমত কোন বস্তু সাধনান্তর দ্বারা প্রাপ্ত অর্থ-কামাদি-প্রযুক্ত ধারণ করিবে না ॥৫৭॥

ঐ সকল বস্তু অযাচিত প্রাপ্ত হইলেও গ্রহণ করিবে না। জাত্যাদি বুদ্ধিদ্বারা অদুষ্ট অন্নাদি আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিবে ॥৫৮॥

স্বদেহপ্রিয় ভোগ্যদ্রব্য পরমাত্মাকে অর্পণ করিবে না। শাস্ত্রীয় সমস্ত ভোগ্যবস্তু বিষ্ণুকে অর্পণ করিবে ॥৫৯॥

ভগবদর্পিত সুগন্ধি পানীয়-ভক্ষ্যাদি বস্তুতে ভোগবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা প্রসাদ বুদ্ধি করিবে ॥৬০॥

শাস্ত্রীয় সমস্তকর্ম্ম মন্ত্রত্রয়ার্থ-নিষ্ঠ মহাভাগবতের সম্বন্ধে কৈঙ্কর্য্যবুদ্ধিতে করিবে ॥৬১॥

অপচার ব্যতীত আত্মনাশের আর কোন কারণ নাই। তাঁহার সুখোল্লাসন যাহাতে হয় এরূপ সামান্য অপচার আত্মমোক্ষের হেতুত্ব প্রযুক্ত স্বীকৃত হইতে পারে ॥৬২॥

বিষ্ণুভক্তদিগের পূজা করিলে পুরুষার্থ আছে। বৈষ্ণবে দ্বেষ করিলে কোন পরমার্থ হয় না, কেবল আত্মার নাশ হয় ॥৬৩॥

অর্চ্চাবিষ্ণুতে শিলাবুদ্ধি, গুরুতে নরমতি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু বা বৈষ্ণবের কলিমলনাশক চরণামৃতে জলবুদ্ধি, কলি-কলুষহারী সিদ্ধ ভগবন্মন্ত্রে শব্দ-সামান্য বুদ্ধি, সর্ব্বেশ্বর শ্রীপতি রূপ ঈশ্বরে এবং তদিতর দেবগণে যাহার সমানবুদ্ধি, সেই ব্যক্তি নারকী ॥৬৪॥

বৈষ্ণবদিগের আরাধন, ভগবানের উত্তম পূজা বিধি, বিষ্ণু অপমান অপেক্ষা বৈষ্ণব উল্লঙ্ঘন গুরুতর, বৈষ্ণব-পদজল বিষ্ণু-পদজল হইতে গুরুতর, তাহা জানিয়া অতন্দ্রিতরূপে বৈষ্ণবদিগের সমারাধনে যত্নবান হও ॥৬৬॥

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীশচীনন্দনাষ্টক

গৌর কলেবর, রক্তাম্বর-ধর,
ভালে তিলক-ভূষণ।
ভকতবৎসল, পুরন্দর-বাল,
নমি শ্রীশচীনন্দন ॥১॥

রক্ত ওষ্ঠাধর, ঠাম মনোহর,
পূর্ণ সুধাংশু-বদন।
বত্রিশ লক্ষণ, বপু বিভূষণ,
নমি শ্রীশচীনন্দন ॥২॥

নেত্রে জলধার, নবভাব-ভোর,
বর্ণে সুবর্ণ বর্ণন।
চন্দন-চর্চ্চিত, শ্রীঅঙ্গ শোভিত,
নমি শ্রীশচীনন্দন ॥৩॥

নখচয়-জ্যোতি, কিবা শোভা অতি,
মঞ্জীর রঞ্জী চরণ।
গদগদ অন্তর, স্বনামে বিভোর,
নমি শ্রীশচীনন্দন ॥৪॥

ধৃত-কোটিডোর, কমণ্ডলু-কর,
সন্ন্যাস-বেশ শোভন।
দণ্ড, উপবীত, তনু-বিমণ্ডিত,
নমি শ্রীশচীনন্দন ॥৫॥

নবদ্বীপ-ইন্দু, জগজীব-বন্ধু,
ভবতারণ কারণ।
জগন্নাথাত্মজ, বিশ্বরূপানুজ,
নমি শ্রীশচীনন্দন ॥৬॥

সংকীর্ত্তন-রঙ্গে, ভক্তগণ-সঙ্গে
কলি-কলুষ-নাশন।
করুণা-নিদান, কল্যাণ-কারণ,
নমি শ্রীশচীনন্দন ॥৭॥

ছন্ন অবতার, জন-মন-চোর,
বিশ্ব-বিপদ-ভঞ্জন।
জগতের গুরু, ভক্তি-কল্পতরু,
নমি শ্রীশচীনন্দন ॥৮॥

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-কৃপালেশাকাঙ্ক্ষী—
—শ্রীমুরারিমোহন প্রধান
পিছলদা (মেদিনীপুর)

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত ধারায়
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তসমিতি-কর্ত্তৃক প্রকাশিত
বিশুদ্ধ সারস্বত
শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা
ইহাতে বৈষ্ণব-ব্রতোৎসবাদি যাবতীয় দিন 'শ্রীহরিভক্তি-বিলাস'-মতে বিশুদ্ধ-বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণব মাত্রেরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য।
মূল্য — ১·০০ টাকা—শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

উপনিষদ্-বাণী

(ছান্দোগ্য ৯)

এই ব্রহ্মপুরের ভিতরে যে সূক্ষ্ম কমলাকার স্থান আছে, উহাতে যে সূক্ষ্ম আকাশ আছে, ঐ আকাশের অভ্যন্তরে যে বস্তু বিদ্যমান, তাহার অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য। তাহা কি বস্তু এরূপ প্রশ্ন হইলে উত্তর,—যতগুলি ভৌতিক আকাশ আছে, হৃদয়ান্তর্গত আকাশও ততগুলি। দ্যুলোক এবং পৃথিবী উভয়ই তাহার অভ্যন্তরে বিরাজিত, আবার বায়ু, অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্রমা, বিদ্যুৎ, নক্ষত্র অথবা ইহলোকে যাহা কিছু আছে সবই ঐ হৃদয়াকাশে অবস্থিত। এখন যদি প্রশ্ন হয়,—যদি এই ব্রহ্মপুরে সমস্ত বস্তু সমাহিত হয় তাহা হইলে উহার বৃদ্ধাবস্থা কিম্বা নাশ হইলে তখন কি অবশিষ্ট থাকে? তদুত্তর,—উহার জরাবস্থা নাই, ভৌতিক দ্রব্যের নাশে উহার বিনাশ হয় না; এই ব্রহ্মপুর সত্য অর্থাৎ নিত্যাবস্থিত। ইহাতে সমস্ত কামনা সম্যকপ্রকারে স্থিত। ইহাই আত্মা, উহা ধর্ম্মাধর্ম্মশূন্য, জরাহীন, মৃত্যুহীন, শোকরহিত, ভোজনেচ্ছা-বিরহিত, সত্যকাম এবং সত্যসঙ্কল্প।

ইহলোকে যদি কোন প্রজা রাজার আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকে, তাহা হইলে তাহার সকল কামনা পূর্ণ হয়; সে যথায় যাইতে ইচ্ছা করে তথায় গমন করিবার সৌভাগ্য লাভ করে। ইহলোকে কর্ম্মফলে উপার্জ্জিত অথবা স্বর্গে পুণ্যফলে অর্জ্জিত লোক বা ভোগসকল নাশ হইয়া যায়, ইহলোকে আত্মার বিজ্ঞান অথবা সত্যকামনা ব্যতীত পরলোকগমনে যথেচ্ছগতি হয় না, কিন্তু যে ব্যক্তি আত্মা ও সত্যকামনা লইয়া ব্রহ্মপুরে গমন করে, তাহার স্বেচ্ছাগতি লাভ হয়। ঐ ব্যক্তি যদি পিতৃলোককামী হয়, তবে সঙ্কল্পমাত্রেই সে পিতৃলোকে গমন করিতে পারে, তথায় সম্পন্ন হইয়া মহিমান্বিত হয়। সে যদি মাতৃলোক, ভ্রাতৃ-লোক, ভগিনীলোক, সখালোক, গন্ধমাল্যলোক, অন্নপানলোক সম্বন্ধী, গীতবাদ্য সম্বন্ধী লোক অথবা স্ত্রীলোক কামনা করে তবে কামনা মাত্রই তাহার তত্তৎস্থানে গমন-যোগ্যতা হয়। সে তথায় গিয়া সম্পন্ন ও মহিমান্বিত হয়। অর্থাৎ আত্মবিৎ ব্যক্তির কামনাসকল অপেক্ষাযুক্ত থাকে না, সঙ্কল্পমাত্রে সর্ব্বকামনা পূর্ণ হয়। ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইলে সব কিছু প্রাপ্তি ঘটে।

ঐ ব্রহ্মপুর সত্যবস্তু হইলেও অনৃতের আচ্ছাদনে অবস্থিত। কারণ ইহলোকে যাহারা মৃত্যুলাভ করে, তাহারা মরণান্তে পুনর্ব্বার নিজ পূর্ব্ববাসস্থান বা নিজ আত্মীয়-স্বজনের দর্শন পায় না কিম্বা নিজ পূর্ব্বব্যবহৃত দ্রব্যাদি দেখিতে পায় না।

কারণ এখানে সবই অনৃতের আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত। এখানে সকলই নশ্বর, অতএব অনিত্য। পৃথিবীতে অবস্থিত সুবর্ণখনি তদনভিজ্ঞ লোকের জ্ঞানগোচর বা দৃষ্টি-গোচর হয়, উক্ত খনির উপর দিয়া যাতায়াত করিলেও তাহার অনুসন্ধান পায় না, কেন না উহা অনৃতের আবরণে আচ্ছাদিত। নিত্যবস্তুর জ্ঞানলাভ হইলে আর কোন বস্তুর জ্ঞানের অভাব থাকে না; সব কিছুই জ্ঞাত হয়।

ঐ আত্মা হৃদয়ে অবস্থিত। 'হৃদি' অয়ম্ এই নিরুক্তি অনুসারে হৃদয় শব্দ নিষ্পন্ন অর্থাৎ হৃদয়ে উহা বিদ্যমান। যাহার এই জ্ঞান আছে তাহার স্বর্গলোকপ্রাপ্তি হয়। 'স্বর্গ' অর্থে বৈকুণ্ঠ, স্বে স্বর্গে গীয়তে অর্থাৎ স্বর্গে যাহার মহিমা গীত হয় তাহারই নাম স্বর্গ, কিন্তু ইন্দ্রলোক বাস্তব স্বর্গ নহে, অনিত্য। এই যে সম্প্রসাদ, ইহা শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরমজ্যোতিকে প্রাপ্ত এবং নিজ স্বরূপে যুক্ত হয়। ইহা অমৃত, অভয় এবং ইহাই ব্রহ্ম। ঐ ব্রহ্মেরই অপর নাম 'সত্য'। সত্যে স, ত ও য—এই তিন অক্ষর আছে। স-কার অমৃত, ত-কার মর্ত্ত্য এবং য-কার উভয়ের নিয়মনকারী। অতএব য-কারের জ্ঞান প্রাপ্ত ব্যক্তি নিত্য স্বর্গে গমন করিতে সমর্থ।

আত্মা ইহলোকের অসম্ভেদ অর্থাৎ পারস্পরিক অসংঘর্ষ বলিয়া ইহার ধারণকারী ব্যক্তিই সেতু অর্থাৎ দুর্গমস্থানে যাতায়াতের অবলম্বন দিবা বা রাত্রি ইহাকে অতিক্রম করে না; জরা, মৃত্যু, শোক, সুকৃত বা দুষ্কৃত ইহাকে প্রাপ্ত হয় না, কেননা এই ব্রহ্মলোক পাপশূন্য। পাপী ব্যক্তিগণের মধ্যে পরস্পর সংঘর্ষ অর্থাৎ দ্বন্দ্ব-কলহাদি হইয়া থাকে; তাহারা জরা-মৃত্যু-শোকাদির বশীভূত এবং পাপ বা পুণ্য-ফলে ব্রহ্মপুর প্রাপ্ত হয় না। অতএব ব্রহ্মপুর-প্রাপ্ত ব্যক্তি সম্পূর্ণ নিষ্কাম। এজন্য এই সেতুকে অতিক্রম করিতে পারিলে অতিক্রমণকারী অন্ধ হইলেও দৃষ্টিশূন্য হয় না। বিদ্ধ হইলেও অবিদ্ধ, উপতাপী হইলেও অনুপতাপী হয়। এই সেতুকে পার হইলে অন্ধকাররূপ রাত্রিও দিবসে পরিণত হয়। কেননা এই ব্রহ্মলোক সর্ব্বদা প্রকাশশীল, সুতরাং তথায় অন্ধকারের অভাব।

এই ব্রহ্মলোকের জ্ঞান শাস্ত্র ও আচার্য্যোপদেশে অনুষ্ঠিত ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারাই লাভ হয়। ঐ ব্রহ্মচর্য্য পালনকারী ব্যক্তির ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি এবং সমস্ত লোকে যথেচ্ছগতি হয়। বীর্য্যধারণমাত্রকে ব্রহ্মচর্য্য বলে না, তাহা হইলে নপুংসক ব্যক্তির উহা প্রাপ্তি হইত। কিন্তু ব্রহ্মে বিচরণকারীই ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মের অনুশীলনকারী অন্যাভিলাষ-রহিত, জ্ঞান-কর্ম্মাদিশূন্য; শুদ্ধভক্তির সাধনকারীই ব্রহ্মচারী।

যাহাকে 'যজ্ঞ' বলে, তাহাই ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারাই ঐ ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। পরম-পুরুষার্থ-সাধনের নাম যজ্ঞ। প্রেমভক্তিই পরম-পুরুষার্থ। যাহার নাম ইষ্ট, তাহাকেও 'ব্রহ্মচর্য্য' বলে। কেন না ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা পূজা করিলেই আত্মাকে প্রাপ্ত হয়। সত্রায়ণকেও ব্রহ্মচর্য্য বলে। কেন না ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা সৎ অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে ত্রাণ লাভ হয়, এজন্য সত্রায়ণ নাম। মৌনকেও ব্রহ্মচর্য্য বলে। কারণ ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা মননকারী ব্যক্তি (অন্যবিষয়ে মৌনী হইয়া) আত্মাকে জানিতে পারে। যাহার নাম অনাশকায়ন (যাহার নাশ হয় না), তাহাও ব্রহ্মচর্য্য। কারণ ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা প্রাপ্ত আত্মার নাশ হয় না।

যাহাকে অরণ্যায়ণ বলে, তাহাও ব্রহ্মচর্য্য। কারণ এই ব্রহ্মলোকে 'অর' এবং 'ণ্য' এই দুই সমুদ্র আছে। এতদ্ব্যতীত তৃতীয় স্থান দ্যুলোকে ঐরংমদীয় সরোবর এবং সোম-সবন নামক অশ্বত্থ আছে, তথায় ব্রহ্মার অপরাজিতাপুরী এবং প্রভুর বিশেষরূপে নির্ম্মিত সুবর্ণময় মণ্ডপ বিদ্যমান। ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা যাহারা অর ও ণ্য দুই সমুদ্র প্রাপ্ত হয়, তাহারাই এই ব্রহ্মপুর প্রাপ্ত হয়। তাহাদের সমস্তলোকে অবাধ গতি হয়।

হৃদয়স্থ নাড়ীসকল পিঙ্গলবর্ণ সূক্ষ্মরসযুক্ত এবং কৃষ্ণ-নীল-পীত ও লোহিত-বর্ণযুক্ত। যে-প্রকার কোন বিস্তীর্ণ মহাপথ সমীপবর্ত্তী ও দূরবর্ত্তী সকল গ্রামেই গমন করে, তদ্রূপ ঐ চিৎ সূর্য্যের কিরণ ঐ পুরুষে ও সূর্য্যমণ্ডলে উভয়ত্রই বর্ত্তমান। উহা ঐ আদিত্য হইতে নির্গত হইয়া নাড়ীসকলে ব্যাপ্ত এবং নাড়ী-সকল হইতে নির্গত হইয়া আদিত্যমণ্ডলে ব্যাপ্ত। সুখে নিদ্রিত পুরুষ যখন কোন স্বপ্নাদি দর্শন করে না তখন ঐ ব্যক্তি ঐ নাড়ীসকলে বিচরণ করে; তখন কোন পাপ তাহাকে স্পর্শ করে না, সে তখন তেজে ব্যাপ্ত থাকে। আবার যখন জীব শরীরের দুর্ব্বলতাকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ শরীরে অভিনিবিষ্ট তখন তাহার স্বজনগণ তাহাকে তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট করে, সে তখন ভগবদ্ বহির্ম্মুখ হইয়া স্বজন পালনাদিকেই স্বধর্ম্ম বলিয়া অভিমান করে। কিন্তু সে যখন ঊর্দ্ধে উৎক্রমণ করে, তখন এই কিরণ সকলের সাহায্যেই ঊর্দ্ধে গমন-শক্তি লাভ করে। 'ওঁ' এই বস্তুর ধ্যান দ্বারা ঊর্দ্ধলোক বা অধোলোক প্রাপ্তি হয়। মনের গতি অনুসারে অর্থাৎ সঙ্কল্পমাত্রেই ধ্যানকারী ব্যক্তি আদিত্য-লোকে উপস্থিত হয়। আদিত্যকে লোকদ্বার বলে। উহা বিদ্বান ব্যক্তির ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির দ্বার এবং অবিদ্বানের নিরোধস্থান-স্বরূপ। হৃদয়ে একশত একসংখ্যক নাড়ী আছে, তন্মধ্যে একটী মস্তকের দিকে গমন করিয়াছে। ঐ

নাড়ীদ্বারা ঊর্দ্ধগামী জীব অমরত্ব প্রাপ্ত হয়। অন্য নাড়ীসকল উৎক্রমণের কারণ মাত্র।

যে আত্মা পাপশূন্য, জরারহিত, মৃত্যুরহিত, শোকরহিত, ক্ষুধারহিত, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প তাহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। যিনি শাস্ত্র ও গুরু-উপদেশ অনুসারে আত্মার অনুসন্ধান করেন তাহার সমস্ত লোক ও সমস্ত কামনাপ্রাপ্তি হয়—প্রজাপতির এই উক্তি।

প্রজাপতির ঐ বাক্যকে দেবতা ও অসুর উভয়েই পরম্পরায় জানিয়াছিল। উভয়েই এই কামনা করিয়াছিল,—আমি ঐ আত্মার জ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছুক, যাহার জ্ঞানে জীব সম্পূর্ণ লোক ও সমস্ত প্রাপ্ত হয়। এই সঙ্কল্প করিয়া ইন্দ্র ও বিরোচন সমিৎপাণি হইয়া প্রজাপতির নিকট গমন করেন। তাঁহারা বত্রিশ-বর্ষ ব্রহ্মচর্য্য পালন করিলে পর প্রজাপতি উভয়কে জিজ্ঞাসা করেন,—তোমাদের কি নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন? তাঁহারা বলেন,—আমরা পাপরহিত, জরারহিত, মৃত্যুরহিত, শোকরহিত, ক্ষুধাশূন্য, পিপাসাশূন্য সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প আত্মার অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা করি। যে উক্ত জ্ঞানে সমর্থ হয় তাহার সম্পূর্ণ লোক ও সমস্ত ভোগ প্রাপ্তি হয়। প্রজাপতি বলেন—যে পুরুষ অক্ষিতে দৃষ্ট হন, উঁহাই আত্মা, অমৃত, অভয়, ব্রহ্ম। তাহারা পুনরায় প্রশ্ন করেন—ভগবন্, যাহা জলে ও দর্পণে দৃষ্ট হয় তাহার মধ্যে আত্মা কোন্‌টী? প্রজাপতি বলেন,—আমি যে নেত্রান্তর্গত পুরুষের বর্ণন করিয়াছি তিনিই সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদিকে প্রতীত হন। জলপূর্ণ পাত্রে অবলোকন করিয়া তোমরা আত্মার বিষয় অবগত হও। তাঁহারা জলপূর্ণ পাত্রে দৃষ্টিপাত করেন। প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করেন—কি দেখিতেছ? তাঁহারা বলেন—ভগবন্! আমরা যেরূপ সুন্দর বস্ত্র-অলঙ্কারাদি-শোভিত, দর্পণে ঐপ্রকারই দেখিতেছি। প্রজাপতি বলেন,—এই আত্মাই অমৃত, অভয় ব্রহ্ম। উভয়েই শান্তচিত্তে চলিয়া যান দেখিয়া প্রজাপতি বিচার করেন,—উহারা আত্মসাক্ষাৎকার না করিয়াই চলিয়া যাইতেছে। এবিষয়ে স্থিরনিশ্চয় না হইলে তাহাদের পরাভব অবশ্যম্ভাবী।

অসুর-রাজ বিরোচন অসুরগণের নিকট গমন করিয়া তাহাদিগকে আত্ম-বিদ্যা সম্বন্ধে উপদেশ করেন,—ইহলোকে এই শরীরই পূজনীয় ও সেবনীয় বস্তু। ইহারই পূজা ও পরিচর্য্যা করিলে ইহ-পরলোক উভয়লোক লাভ হয়। অসুরগণ ঐ উপদেশে দেহারামী হইয়া পড়ে। এজন্য জনপ্রবাদ আছে,—যদি কোন লোক দান না করে, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যজনাদি না করে, তাহাকে লোকে

'অসুর-স্বভাববিশিষ্ট বলে। উহারা মৃতক শরীরকেই বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা সুসজ্জিত করে এবং তদ্দ্বারাই পরলোক প্রাপ্তির আশা করে।

দেবরাজ ইন্দ্র বিচার করেন,—শরীরকে উত্তমরূপে বস্ত্র-অলঙ্কারাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিলে জলে বা দর্পণে দৃষ্ট তদ্রূপ দেখা যায়; ইহা যেরূপ অন্ধ শ্রান্ত খণ্ডিত, প্রতিবিম্বও তদ্রূপ। সুতরাং এই বিনাশী শরীর কিরূপে আত্মা হইতে পারে? এই চিন্তা করিয়া তিনি পুনরায় বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালনান্তে প্রজাপতির নিকট গমন করেন। প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করেন,—ইন্দ্র, তুমি পুনরায় কিজন্য আসিয়াছ? ইন্দ্র বলেন,—ভগবন্, আমি আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান পাই নাই। ছায়া-শরীরের সঙ্গে আত্মার যথেষ্ট পার্থক্য আছে। শরীরের সেবায় আত্মসেবা হয় না। শরীর নাশবান কিন্তু আত্মা নাশরহিত; সুতরাং এই উপদেশে আমি ইষ্টফল পাইতেছি না। প্রজাপতি তাহাকে পুনরায় ব্রহ্মচর্য্য পালনের উপদেশ করেন। ইন্দ্র পুনর্ব্বার বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালনান্তে প্রজাপতি সমীপে উপসন্ন হইলে প্রজাপতি বলেন,—স্বপ্নে পূজিত বিচরণশীল পুরুষই আত্মা। উহাই অমৃত, অভয়, আত্মা। ইন্দ্র তখন শান্ত-হৃদয়ে চলিয়া যান, কিন্তু দেবলোকে গমন না করিয়া পুনরায় চিন্তা করেন—প্রজাপতির উপদিষ্ট বাক্য যথাযথ বোধ হয় না। শরীরের অন্ধতা, দুর্ব্বলতা বা বিনাশাদি-দ্বারা আত্মার ঐসকল কিছুই হয় না, সুতরাং এই প্রকার আত্মদর্শনে কোন ফল নাই। অতএব ইন্দ্র পুনরায় বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালনান্তে প্রজাপতি সমীপে গমন করিলেন। প্রজাপতি তাঁহাকে উপদেশ করেন,—যে অবস্থায় পুরুষ দর্শনবৃত্তিরহিত ও সম্যক প্রকারে আনন্দিত হইয়া স্বপ্নানুভব করে না, তাহাই আত্মা। তাহা শুনিয়া ইন্দ্র চলিয়া যান, কিন্তু তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া বিচার করেন—নিদ্রাকালে আমার এ জ্ঞানমাত্রও থাকে না যে, আমি কে এবং উহা অন্যপ্রাণী অনুভব করিতেও পারে না; কিন্তু বিনাশ প্রাপ্তের ন্যায় অবস্থাগ্রস্ত হয়। ইহাতেও আমি ইষ্টফল পাইতেছি না।

তিনি পুনরায় ৩২ বৎসর ও ৫ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালনান্তে প্রজাপতির শরণাগত হইলে এই উপদেশ লাভ করেন,—শরীর মরণশীল কিন্তু ইহাতে অমৃত অশরীরী আত্মার অধিষ্ঠান। শরীরে অভিনিবেশ যুক্ত আত্মা প্রিয়-অপ্রিয়যুক্ত হয়, কিন্তু দেহাভিমানশূন্য জড়শরীর-রহিত শুদ্ধাত্মার প্রিয় অপ্রিয় কিছুই নাই। বায়ু, অভ্র, বিদ্যুৎ, মেঘধ্বনি সকলই অশরীরী। ইহারা যেরূপ আকাশ হইতে উত্থিত হইয়া সূর্য্যের পরমজ্যোতিকে প্রাপ্ত হইয়া স্ব-স্বরূপে

অবস্থিত হয়, এই আত্মাও শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরমজ্যোতিকে প্রাপ্ত হইয়া স্ব-স্বরূপে অবস্থান করে। তখন সে দর্শন, শ্রবণ, ভ্রমণ, আত্মীয় স্বজনসহ ক্রীড়াদি বা শরীরের স্মরণও করে না, কিন্তু সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে পারে। শকটে যোজিত ঘোড়া বা বলদের ন্যায় প্রাণ শরীরে যুক্ত আছে। ঐ শরীরে অবস্থিত পুরুষ চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুভব করে—ঐসকল ইন্দ্রিয়দ্বারে অনুভবকারী জীব শরীরে অবস্থিত হইয়া শরীরকে আত্মা বলিয়া অভিমান করে। তাদৃশ অনুভবদ্বারা অভিভূত না হইয়া যাঁহারা শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তদ্রূপ আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন, তাঁহাদের দেহাভিমান থাকে না। তাঁহাদের সমস্ত কামনা ও সমস্ত ভোগ স্বতঃই লাভ হয়। তখন তাঁহারা সমস্ত পাপমুক্ত হইয়া নির্ম্মল আত্মার জ্ঞানে কৃতকৃতার্থ হন। তখন তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, শ্যাম হইতে শবল এবং শবল হইতে শ্যামকে পাইয়া থাকি। অর্থাৎ স্বরূপ-শক্তি শ্রীমতীর আনুগত্যে শ্যামসুন্দরের দর্শন এবং শ্যাম-সুন্দরের কৃপায়ই স্বরূপশক্তির শরণাগতি প্রাপ্তি হয়।

এই আত্মজ্ঞান প্রজাপতিগণ ব্রহ্মার নিকট, মনু প্রজাপতির নিকট এবং প্রজাবর্গ মনুর নিকট প্রাপ্ত হন। গুরুকুলে বাস করিয়া নিয়মপূর্ব্বক গুরুসেবা ও স্বাধ্যায়ান্তে সমাবর্ত্তন করিয়া, ইন্দ্রিয়গণকে নিজবশে রাখিয়া, প্রাণীহিংসা-রহিত হইয়া আয়ুষ্কাল সমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত অথবা চির-ব্রহ্মচারী থাকিয়া পরব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন থাকিলে দেহান্তে তল্লোক-প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। তথা হইতে পুনরাবর্ত্তন হয় না।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধন

গোলোক-বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধন-গিরির উৎপত্তি-বিবরণ

শ্রীগোবর্দ্ধন-গিরি শ্রীহরির বক্ষ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছেন। ইনি হরিদাস-গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও হরিপ্রেষ্ঠ। গোলোকের উৎপত্তি-বিবরণে ইহাঁর মহিমা বিশেষরূপে অবগত হওয়া যায়।

পরিপূর্ণতম পরংব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অনাদি, প্রকৃতির অতীত, পুরুষোত্তম, শ্যামসুন্দর-বিগ্রহ এবং নিত্য-লীলানুরক্ত। ইনি স্বেচ্ছায় স্বীয় প্রভাবে বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-মূর্ত্তিতে প্রকটিত হন। ইহাঁ হইতেই শেষমূর্ত্তি সমুৎপন্ন হইয়া লোকবন্দিত গোলোককে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া আছেন। গোলোকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের

পাদপদ্ম হইতেই ত্রিপথগামিনী গঙ্গা ও বামস্কন্ধ হইতে সরিদ্বরা যমুনা উদ্ভূতা হইয়াছেন। শ্রীহরির গুল্‌ফদ্বয় হইতে সুবর্ণ-রত্নমণ্ডিত বিবিধ মধুর-লীলাযোগ্য রাসমণ্ডল সমুদ্ভূত হইয়াছে। তাঁহার জঙ্ঘাদ্বয় হইতে সভাপ্রাঙ্গন, প্রশস্ত পথ, মণ্ডপ, বসন্ত-মাধুর্য্য, কূজন-গুঞ্জনকারী কোকিল-ময়ূর-মধুকর ও সরোবর-পরিসেবিত নিকুঞ্জের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহার জানুদ্বয় হইতে সর্ব্ববনোত্তম শ্রীবৃন্দাবন এবং উরুদ্বয় হইতে লীলা-সরোবর, কটিদেশ হইতে স্বর্ণভূমি এবং উদরের রোমরাজি হইতে মাধবীলতা সমুৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহার নাভিকমল হইতে সহস্র সহস্র পদ্ম উদ্ভূত হইয়া গোলোকের সরোবরসমূহ পরিশোভিত করিয়াছে। তাঁহার ত্রিবলীপ্রান্ত হইতে অতিশীতল মৃদুমন্দ সমীরণ ও কণ্ঠের উভয় পার্শ্ব হইতে দ্বারকা ও মথুরাপুরী প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীহরির ভুজদ্বয় হইতে শ্রীদামাদি পার্ষদ, মণিবন্ধ হইতে নন্দগণ, করাগ্র হইতে উপনন্দগণ এবং বাহুমূল হইতে বৃষভানুগণ উদ্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার রোমরাজি হইতে সমস্ত গোপী, মন হইতে গো-বৃষসকল এবং বুদ্ধি হইতে তৃণ-গুল্ম জন্মিয়াছে। তাঁহার বামস্কন্ধ হইতে গৌরতেজ এবং সেই তেজ হইতে লীলা, শ্রী, ভূ ও বিরজা আবির্ভূতা হইয়াছেন। লীলা তাঁহার অতিপ্রিয়া, তাঁহাকেই রাধা বলিয়া সকলে অবগত হন। সেই রাধার ভুজদ্বয় হইতে সখী বিশাখা ও ললিতা এবং তাঁহার রোমরাজি হইতে তদীয় সহচরী গোপীগণ সমুদ্ভূতা হইয়াছেন। ভগবান এইরূপে সচ্চিদানন্দময় স্বীয় তনু হইতে সকল লীলোপকরণ প্রকাশপূর্ব্বক গোলোক রচনা সম্পূর্ণ করেন।

গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণ রাধার সহিত বিরাজমান। একদা সেই রাসমণ্ডলে নূপুরের ধ্বনি শ্রুত হইল, অঙ্গনমধ্যে মুক্তাফলের মালা হইতে অমৃতবিন্দু পতিত হইতে লাগিল; মালতী-লতাজাল হইতে স্বয়ং পতিত মধুগন্ধে সেই স্থান আমোদিত হইল, তাল-লয়-মানযুক্ত মৃদঙ্গ ও বেণুবাদ্যের সহিত সুকণ্ঠ-গীতধ্বনিতে অঙ্গন পূরিত হইল; সুন্দরীগণ-পরিবৃত রাসমণ্ডলমধ্যে কোটিকন্দর্প, মনোহর শ্রীকৃষ্ণ অবস্থিত হইলে রাধা শ্রীহরিকে বলিতে লাগিলেন,—হে জগৎপতে! যদি রাসে আমার প্রেমে আপনি বশীভূত হইয়া থাকেন, তবে আপনার নিকট আমার অভীপ্সিত প্রার্থনা করি। ভগবান্ বলিলেন,—প্রিয়ে! তোমার মনোবাসনা প্রকাশ কর, যাহা আমার অদেয়বস্তু, প্রেমবশ্য আমি তাহাও প্রদান করিব। তখন রাধা বলিলেন,—হে দেব! যমুনাতটে বৃন্দাবনের নিকুঞ্জদেশে রাসরসের যোগ্য মনোরম নির্জন স্থান নির্ণয় করুন, ইহাই আমার মনোরথ।

'তাহাই হউক' বলিয়া ভগবান উপযুক্ত নির্জ্জন স্থান চিন্তা করিতে করিতে নিজ হৃদয় নিরীক্ষণ করিলেন। তখনই গোপীগণের সম্মুখে কৃষ্ণ-হৃদয় হইতে অনুরাগের অঙ্কুর-স্বরূপ সজল তেজ অঙ্কুরিত হইল। এবং ঐ তেজ রাসভূমিতে পতিত হইয়া পর্ব্বতাকারে পরিণত হইয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মনোরম নির্ঝর-যুক্ত গুহাবিশিষ্ট রত্নধাতুময় ঐ পর্ব্বতটঙ্কদম্ব-বকুল-অশোকপর্ব্বত-লতাজালে আবৃত এবং বিহগগণে সমাকুল। ক্ষণকাল মধ্যে ঐ পর্ব্বত লক্ষযোজন বিস্তৃত, শতকোটী-যোজন দীর্ঘ এবং পঞ্চাশকোটি-যোজন উন্নত হইয়া বিরাটকায় ধারণপূর্ব্বক অবস্থিত হইল। তাহার শত শত শৃঙ্গ স্বর্ণকুম্ভ-শোভিত প্রাসাদের ন্যায় প্রতীয়-মান হইতে লাগিল। ইহারই নাম গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত বা শতশৃঙ্গ। এইরূপ বিরাটকায় ধারণ করিয়াও তাহার মনের শান্তি হইল না। গোবর্দ্ধন মনের উৎসাহে আরও বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তখন ভয়বিহ্বল গোলোকে মহা কোলাহল উত্থিত হইল; তদ্দর্শনে হরি হস্তদ্বারা তাহাকে নিবারণ করিলেন এবং বলিলেন,—গোবর্দ্ধন! তুমি কেন এইরূপ ভীষণভাবে বর্দ্ধিত হইয়া লোকসকল আচ্ছাদিত করত অবস্থিত হইয়াছ? তুমি ভিন্ন আর কেহ কি এখানে বাস করিবে না? এইরূপ বলিয়া তাহার শান্তিবিধান করিলেন। হরিপ্রিয়া রাধা তখন সৌম্যমূর্ত্তি গোবর্দ্ধন-দর্শনে প্রসন্না হইয়া রাসযোগ্য গোবর্দ্ধনের সেই নির্জ্জনস্থানে প্রিয়ের সহিত বিরাজ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সর্ব্বতীর্থময় এই গিরিবর গোবর্দ্ধন সর্ব্বপ্রথমে শ্রীকৃষ্ণহৃদয় হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন।

গিরিরাজ-গোবর্দ্ধনের পৃথ্বীতলে আবির্ভাব ও ভৌম-ব্রজে আগমন-বৃত্তান্ত

গোলোকেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজধাম হইতে চৌরাশী ক্রোশ ভূমি, গোবর্দ্ধন ও যমুনা-নদীকে ভূতলে প্রেরণ করেন। তদনুসারে ভারতের পশ্চিম-প্রদেশে শাল্মলীদ্বীপ-মধ্যে দ্রোণপর্ব্বতের পত্নীতে গোবর্দ্ধন জন্মলাভ করিলেন। গোবর্দ্ধন জন্মগ্রহণ করিলে পর দেবগণ তদুপরি পুষ্পবর্ষণ এবং হিমালয়, সুমেরু প্রভৃতি গিরিবরগণ তথায় আগমনপূর্ব্বক যথাবিধি গোবর্দ্ধনের পূজা, প্রণামও প্রদক্ষিণান্তে স্তব করিতে লাগিলেন,—তুমি স্বয়ং পরিপূর্ণতম কৃষ্ণচন্দ্রের গোপ, গোপী ও গোগণযুক্ত গোলোকের বৃন্দাবনে 'গোবর্দ্ধন' নামে বিরাজ করিয়া থাক। বর্ত্তমানে তুমিই আমাদের সমগ্র গিরি-সমাজের রাজা। বৃন্দাবন তোমার ক্রোড়ে বিরাজিত, তুমি গোলোক-মুকুট; তোমাকে নমস্কার হে

গোবর্দ্ধন! তুমি পূর্ণব্রহ্মের ছত্র-স্বরূপ; তোমাকে নমস্কার। শৈলগণ এইরূপ স্তুতিপূর্ব্বক স্ব-স্বস্থানে প্রস্থান করেন এবং তদবধি গোবর্দ্ধন "গিরিরাজ" নামে অভিহিত হইলেন।

একদা তীর্থযাত্রারত মুনিবর পুলস্ত্য দ্রোণাচল-নন্দন গিরি-গোবর্দ্ধনে উপনীত হন। মুনিসত্তম পুলস্ত্য মাধবীলতা-ফুল-শোভিত, বিবিধ ফলবন্ত বৃক্ষ-সমন্বিত, নির্ঝর-নিনাদিত, কন্দরশালী, শতশৃঙ্গযুক্ত, রত্নময়, ধাতুরাগ-রঞ্জিত, কূজনরত, পক্ষীপরিবৃত, হরিণ-বানরাদি-পরিব্যাপ্ত, ময়ূরধ্বনি-মুখরিত, তপোযোগ্য, প্রেমিক ভক্তগণের সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ সেই গোবর্দ্ধন-গিরি দর্শন করিলেন। মহামুনি পুলস্ত্য গোবর্দ্ধন-গিরিকে লাভ করিবার জন্য তৎপিতা দ্রোণাচলের নিকট গমন করিলেন এবং তৎকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া মুনি বলিতে লাগিলেন,—হে গিরীন্দ্র দ্রোণ! তুমি সর্ব্বদেব-পূজিত, দিব্য ওষধি-সমন্বিত ও সর্ব্বদা মানবগণের জীবনপ্রদ। আমি কাশীবাসী হইয়াও তোমার নিকট প্রার্থী হইয়া আসিয়াছি। তোমার তনয় গোবর্দ্ধনকে আমায় দাও। আমি অন্য কিছু প্রার্থনা করি না। কাশীতে বিশ্বেশ্বর মুমূর্ষু জীবের কর্ণে তারকব্রহ্ম নাম প্রদান করায় সকলেই মুক্তিলাভ করে এবং ত্রিলোক-পাবনী গঙ্গাও তথায় অবস্থান করিতেছেন। তথাপি তরু-লতা-সুশোভিত তোমার পুত্র গোবর্দ্ধনকে তথায় স্থাপন করিয়া তথায় তপস্যা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। মুনি-শার্দ্দুল পুলস্ত্যের বাক্য-শ্রবণে পুত্রস্নেহ-বিহ্বল দ্রোণ অশ্রুবিগলিত-নেত্রে দুঃখিতান্তঃকরণে মুনিকে বলিতে লাগিলেন,—এই পুত্র আমার অতিপ্রিয়, তাই আমি পুত্রস্নেহাকুল হইয়াছি। হে মুনে! তথাপি আপনার শাপভয়ে ভীত হইয়া পুত্রকে আপনার ইচ্ছা জানাইতেছি।

হে পুত্র গোবর্দ্ধন! শুভ ভারত ধর্ম্মক্ষেত্র, তথায় মানবগণ ধর্ম্মাচরণ-পূর্ব্বক মুক্তিপদের অধিকারী হন। অতএব মুনির সহিত তুমি ভারত-বর্ষে গমন কর। তখন গোবর্দ্ধন বলিলেন,—আমি অষ্টযোজন দীর্ঘ, পঞ্চ যোজন বিস্তৃত ও দুই যোজন উচ্চ। হে মুনে! আমাকে কিরূপে আপনি লইয়া যাইবেন? পুলস্ত্য বলিলেন,—হে পুত্র! তুমি স্বচ্ছন্দে আমার হস্তে অবস্থানপূর্ব্বক গমন কর। আমি হাতে করিয়া তোমাকে কাশী পর্য্যন্ত লইয়া যাইব। গোবর্দ্ধন বলিলেন,—হে মুনে! আপনি যাইতে যাইতে ভারবোধে সেস্থলে আমাকে স্থাপন করিবেন আমি তথায় থাকিয়া যাইব, সে-স্থান হইতে আর উঠিব না—আমারও ইহা প্রতিজ্ঞা জানিবেন। পুলস্ত্য বলিলেন,—

শাল্মলীদেশ হইতে কোশলদেশ পর্য্যন্ত তোমাকে হস্ত হইতে পথে কোথাও আমি নামাইব না—আমারও ইহা শপথ জানিবে।

তখন অশ্রুপূর্ণ-লোচনে গিরিরাজ-গোবর্দ্ধন পিতা দ্রোণকে প্রণামপূর্ব্বক মুনি-করতলে আরোহণ করিলেন। মুনিবর জগৎকে স্বীয় প্রভাব প্রদর্শন করিতে করিতে দক্ষিণ-করে গোবর্দ্ধনকে ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং ক্রমে ব্রজমণ্ডলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জাতিস্মর গোবর্দ্ধন পথিমধ্যে যাইতে যাইতে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি পরিপূর্ণতম সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই ব্রজে অবতীর্ণ হইবেন; তিনি এইস্থানে রাখাল-বালকগণের সহিত বাল্য ও কৈশোর-লীলা এবং গোপ-গোপীগণের সহিত দানলীলা ও মানলীলার অনুষ্ঠান করিবেন। অতএব পবিত্র যমুনাতীরস্থ এই ব্রজভূমি আমি কখনও পরিত্যাগ করিব না। লীলাময় ভগবান্ রাধার সহিত গোলোক হইতে এখানে আগমন করিবেন; আমি দুর্লভদর্শন তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইব।

গোবর্দ্ধন মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া মুনির করে অসহ্য ভার প্রদান করিলেন। তখন ভার-পীড়িত মুনি পরিশ্রান্ত হইয়া পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গেলেন এবং হস্ত হইতে গোবর্দ্ধনকে নামাইয়া ব্রজমণ্ডলে স্থাপনপূর্ব্বক নিঃসন্দেহে শৌচ-জপাদি নির্ব্বাহার্থ গমন করিলেন। মুনিপুঙ্গব পুলস্ত্য শৌচান্তে স্নানাদি সমাপনপূর্ব্বক গিরিবর গোবর্দ্ধনকে বলিলেন—চল, আমরা পুনরায় অগ্রসর হই। কিন্তু গিরি-গোবর্দ্ধন আর উত্থিত বা অগ্রসর হইলেন না। তখন মুনি স্বীয় তেজোবলে তাহাকে হস্তে উঠাইবার উপক্রম করিলে মহাভারী গোবর্দ্ধন অঙ্গুলি-মাত্রও চালিত হইলেন না। ঋষি বলিলেন—হে গিরিরাজ! চল, চল; আর ভার দিও না; তুমি অসন্তুষ্ট হইয়াছ, ইহা আমি জানিতে পারিয়াছি। এখন তোমার কি মনোবাসনা, আমার নিকট ব্যক্ত কর। গিরিরাজ বলিলেন,—হে মুনে! এবিষয়ে আমার বিন্দুমাত্রও দোষ নাই; আপনিই আমাকে এস্থানে স্থাপন করিয়াছেন। আমাকে রাখিয়া দিলে আমি যে আর উঠিব না—এ শপথ আমি পূর্ব্বেই করিয়াছি। এরূপ বাক্য শ্রবণে মুনিশার্দ্দুল পুলস্ত্য অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন, ক্রোধে তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় বিচলিত হইল; তিনি ওষ্ঠ কম্পিত করিয়া দ্রোণ-তনয় গোবর্দ্ধনকে এই বাক্যে অভিশাপ প্রদান করিলেন,—হে গিরে! অত্যন্ত ধৃষ্টতা করিয়া তুমি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলে না। তুমি প্রতিদিন এক এক তিল করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হও। অতঃপর গিরিরাজ

গোবর্দ্ধন প্রতিদিবস একতিল করিয়া ক্ষীণ হইতে লাগিলেন। এইরূপে পুলস্ত্য ঋষি কর্ত্তৃক গিরিরাজ-গোবর্দ্ধন শাল্মলীদ্বীপ হইতে ব্রজমণ্ডলে আনীত হন।

এই শৈলেন্দ্র গোবর্দ্ধন সর্ব্বতীর্থের শ্রেষ্ঠ; বৃন্দাবন এবং গোলোকের মুকুট-সদৃশ। কৃষ্ণপ্রিয় এই গোবর্দ্ধন পূজিত হইয়া গোপ, গোপী ও গোগণকে রক্ষা করেন। ভগবান্ ইন্দ্রযাগের অবজ্ঞা করিয়া নিজজনসহ যাঁহার পূজা করিয়াছেন, ভগবান্ যেস্থানে অবস্থিত হইয়া গোপ-সখাগণসহ নিত্য ক্রীড়া করেন, তাহার মাহাত্ম্য বর্ণনাতীত। গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতে অসংখ্য তীর্থ বিরাজমান। মহাপাপ-বিনাশিনী মানসী গঙ্গা, গোবিন্দকুণ্ড, চন্দ্র সরোবর, রাধাকুণ্ড, কৃষ্ণকুণ্ড, ললিতাকুণ্ড, গোপালকুণ্ড এবং কুসুমাকর কুণ্ড অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণের মুকুটস্পর্শে এই শৈলের শিলা মুকুট-চিহ্নিত হইয়াছে, ইহার নাম 'মুকুটশিলা'। যে শিলায় শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক অনেক চিত্র লিখিত হইয়াছে, তাহা 'চিত্রশিলা' নামে প্রসিদ্ধ। যে শিলা বাজাইয়া কৃষ্ণ ক্রীড়া করিতেন তাহা 'বাদনীশিলা' নামে খ্যাত। ভগবান্ গোপবালকসহ যেস্থানে কন্দুক ক্রীড়া করিতেন, তাহা 'কন্দুকক্ষেত্র' নামে বিখ্যাত। যে-স্থানে গোপগণের উষ্ণীষ অপহরণ করিয়াছিলেন, তাহা উষ্ণীষতীর্থ নামে পরিচিত। মাধব গোপবধূগণের পথ অবরুদ্ধ করিয়া যেস্থলে দধিভাণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক কদম্ব ও পলাশপত্রের দোনা প্রস্তুত করিয়া দধিভক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা দ্রোণতীর্থ নামে অভিহিত হয়। এইরূপে লৌকীকতীর্থ ও কদম্বখণ্ডতীর্থও হরির বিশেষ প্রিয়স্থান। যে স্থানে রাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ রাসে বিহার করিয়াছিলেন তাহা শৃঙ্গারমণ্ডল নামে খ্যাত। এইস্থানে গোবর্দ্ধনের গুহামধ্য হইতে শ্রীনাথজী প্রকটিত হইয়াছেন। ভারতের চারি-কোণস্থিত পর্ব্বতে জগন্নাথ, রঙ্গনাথ, দ্বারকানাথ ও বদ্রীনাথ ভগবান্ অবস্থিত; আর এই শ্রীনাথ-গোবর্দ্ধনের মধ্যে অবস্থিত। এই পঞ্চনাথ ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতের স্তম্ভস্বরূপ ও আর্ত্তজনের রক্ষাকর্ত্তা।

গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের ক্রোড়দেশে অসংখ্য তীর্থের অবস্থিতি। শৃঙ্গার-মণ্ডলের অধোদিকে গোবর্দ্ধনের বদন বিদ্যমান। এইস্থানে ভগবান্ ব্রজবাসি-গণকে লইয়া অন্নকূট করিয়াছিলেন। মানসীগঙ্গা গোবর্দ্ধনের নেত্রদ্বয়, চন্দ্র-সরোবর নাসিকা, গোবিন্দকুণ্ড ওষ্ঠাধর, কৃষ্ণকুণ্ড চিবুক, রাধাকুণ্ড জিহ্বা, ললিতাকুণ্ড কপোলদ্বয়, গোপালকুণ্ড কর্ণ, কুসুমসর কর্ণান্তস্থান এবং মুকুটশিলা গোবর্দ্ধনের ললাটদেশ। চিত্রশিলা তাহার মস্তক, বাদনীশিলা গ্রীবা, কান্দুক পার্শ্বদেশ, উষ্ণীষ কটিদেশ, দ্রোণতীর্থ পৃষ্ঠদেশ, লৌকিক উদর, কদমখণ্ড বক্ষ,

শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নিত স্থান গিরিরাজের মন এবং শৃঙ্গারমণ্ডল আত্মা নামে অভিহিত।

গোবর্দ্ধনশিলার অপার মহিমা বর্ণনাতীত। গিরিরাজ হরির রূপান্তর। গোবর্দ্ধনের দর্শন-স্পর্শন-পূজনে মানবগণ কৃতকৃতার্থ হন। মানবগণ কেদার যাত্রা, ঋষভপর্ব্বত, ঋষ্যমূক-পর্ব্বত, সহ্যাদ্রি, দেবগিরি, বেঙ্কটাদ্রি, মহেন্দ্রপর্ব্বত, বিন্ধ্যগিরি প্রভৃতিতে যাত্রা করিয়া যে ফল লাভ না করিতে পারেন, কেবল গোবর্দ্ধন-দর্শন ও পূজা দ্বারা তাহা প্রাপ্ত হইবেন। চিত্রকূট, নীলাচল, গোদাবরী, হরিদ্বার, পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, কাশী, নৈমিষারণ্য, বরাহক্ষেত্র, অযোধ্যা, সাগরসঙ্গম, সেতুবন্ধ, শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে দান, জপ-তপ, স্নান, পূজায় যে ফল লাভ হয়, একমাত্র গিরিরাজের দর্শন, স্পর্শন ও পূজনদ্বারা তৎসমুদয় লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ইন্দ্রপূজা নিবারণপূর্ব্বক এই গিরিরাজের পূজা প্রবর্ত্তন করেন।

গোবর্দ্ধন-পূজা-বিধি

গিরিবর গোবর্দ্ধনের সানুদেশ গোময়দ্বারা লেপন করিয়া বিবিধ যজ্ঞসম্ভার স্থাপন করিতে হইবে। জিতেন্দ্রিয় ও ভক্তিযুক্ত হইয়া যমুনাজল বা গঙ্গাজল-দ্বারা পুরুষসূক্তমন্ত্রে এবং পরে গো-দুগ্ধ ও পঞ্চামৃতে স্নান করাইয়া গন্ধ, পুষ্প ও যমুনাজলে পুনরায় স্নান করাইতে হইবে। অতঃপর দিব্যবস্ত্র, আসন, মালা ও অলঙ্কার, নৈবেদ্য ইত্যাদি প্রদান করিয়া দীপদান করিতে হইবে। তৎপরে প্রণাম ও প্রদক্ষিণপূর্ব্বক করযোড়ে প্রণাম করিতে হইবে—"হে গোবর্দ্ধন! তুমি পূর্ণব্রহ্মের ছত্র ও গোলোকের মুকুটস্বরূপ; বৃন্দাবন তোমার ক্রোড়ে অবস্থিত, তোমাকে নমস্কার।" অনন্তর পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া নীরাজন এবং ঘণ্টা-কাঁসর-মৃদঙ্গাদির মধুরধ্বনি-সহকারে লাজ বর্ষণ করিতে হইবে। অতঃপর শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পর্ব্বত-সমীপে অন্নকূট স্থাপন এবং ইহাতে তুলসীদল অর্পণ করিয়া ভোগ নিবেদন কর্ত্তব্য; পরে বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ ও অপরাপর সমাগত সকলকে প্রসাদ বিতরণ করিতে হইবে। যেখানে গোবর্দ্ধন-গিরি নাই, তথায় গোময়দ্বারা গোবর্দ্ধনগিরি রচনা করিয়া পুষ্পলতা-তৃণদ্বারা পরিবেষ্টিত করিতে হইবে ও যথাবিধি পূর্ব্বোক্ত বিধানে পূজা কর্ত্তব্য। যিনি নিত্য গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের পূজা করেন, তাঁহার সর্ব্বতীর্থ সেবার ফললাভ হয় এবং দেহান্তে তিনি গোলোকে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের নিত্যসেবার অধিকারী হন।

—শ্রীরমাপতি দাসাধিকারী, ভক্ত-সুহৃদ

———

সনাতন-ধর্ম্ম

(শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতা অবলম্বনে লিখিত)

জীবের যাহা নিত্যধর্ম্ম তাহাকে সনাতন-ধর্ম্ম বলে। 'সদা+তন' ইতি সনাতন; 'তন'—শব্দার্থে 'বিস্তার' বুঝায়। যে ধর্ম্ম সদা-সর্ব্বদা অর্থাৎ নিত্যকাল বিস্তার লাভ করে, তাহাকে সনাতন ধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম বলে। ভগবান নিত্যবস্তু। জীবও নিত্য, তাহার ধর্ম্মও নিত্য অর্থাৎ সনাতন। এই ত্রিবিধ তত্ত্বের নিত্যত্ব যাহাতে স্বীকৃত আছে, তাহাই সনাতন ধর্ম্ম।

এই সনাতন ধর্ম্মের উপর দিয়া বৌদ্ধ, জৈন, ইস্‌লাম, মায়াবাদ এবং খৃষ্টান প্রভৃতি অধর্ম্মের এক বিরাট প্লাবন চলিয়া গিয়াছে। বেদ, বেদান্ত, ভারত উপনিষদ্ ও শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণাদিই সনাতন ধর্ম্মের প্রাণস্বরূপ। নাস্তিক্যবাদ পোষণকারী ধর্ম্মযাজকগণ এই সমস্ত শাস্ত্র অস্বীকার করত বিভিন্ন অপধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। জনসাধারণকে ঈশ্বর-বিশ্বাসহীন করিয়া পশুধর্ম্মে পরিচালিত করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই। পাঞ্চভৌতিক শরীরের দুঃখ নিবৃত্তির পর মনুষ্যের নির্ব্বাণ লাভ অর্থাৎ সুখ-দুঃখ-বোধরাহিত্য এক প্রকার অবস্থা কিরূপে লাভ হইবে মায়াবাদিগণ তাহার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই চেষ্টা প্রকৃতপ্রস্তাবে ফলবতী হয় নাই। কারণ ভগবৎ-পাদপদ্ম লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত জীব ত্রিতাপ জ্বালা হইতে উদ্ধার পায় না। বৌদ্ধ-জৈনগণের ঈশ্বর-বিশ্বাসহীন কেবলমাত্র অহিংসাবৃত্তি বা অন্যান্য সাধুবৃত্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম লাভ করা যায় না। একমাত্র ভগবৎ সেবার্থ সনাতন ধর্ম্ম বা বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবায় মনোনিবেশ করিলেই জাগতিক সকল প্রকার অনিত্য সুখ ও নানাপ্রকার দুঃখের অবসান হয়। গীতা বলেন—"যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্" অর্থাৎ ভগবান বলিতেছেন, আমার ভক্তগণই আমার নিকট যায় ও আমাকে লাভ করে। কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদিতে উপাস্য, উপাসনা এবং উপাসকের নিত্যত্ব স্বীকৃত হয় নাই। তাঁহারা বলেন—"জীব কর্ম্মের ফলে সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে এবং ভাল-মন্দ কর্ম্মের ফলস্বরূপ সুখ-দুঃখ ভোগ করিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। যদি তাহারা নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারে তবে আর তাহাদের জন্ম হইবে না। জন্ম না হইলে আর তাহাদের জাগতিক দুঃখ-কষ্ট হইতে রেহাই পাইবার জন্য সাধনেরও প্রয়োজন হইবে না"—তথাপি তদানীন্তন ভারত-সম্রাট্ অশোক এবং কনৌজাধিপতি হর্ষবর্দ্ধন এবং অন্যান্য নৃপতিগণও ভারতে ও ভারতের বাহিরেও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

মধ্যযুগে দেখি—ইস্‌লামগণ ইস্‌লাম-ধর্ম্ম প্রচারের জন্য তরোয়াল গ্রহণ করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই। তদানীন্তন ইস্‌লামরাজগণ নানা সুযোগ-সুবিধার প্রলোভন দেখাইয়া সনাতন ধর্ম্মযাজী বহুলোককে ইস্‌লাম ধর্ম্মে ধর্ম্মান্তরিত করেন। পুনঃ ভারতবর্ষ ইংরেজ অধিকৃত হইলে তাহারাও রাজ-দ্বারের নানা সুযোগ-সুবিধার প্রলোভন দেখাইয়া অনেক কোমল হৃদয়ের লোককে ধর্ম্মান্তরিত করে। এই সমস্ত ধর্ম্মগুলি অনিত্য ধ্বংসশীল। কারণ জৈন, বৌদ্ধ, ইস্‌লাম ও খৃষ্টান-ধর্ম্মের সৃষ্টির সময় আমরা অবগত আছি। যে ধর্ম্মের সৃষ্টি আছে তাহার ধ্বংস আছে। অতএব বৌদ্ধ, জৈন, ইস্‌লাম ও খৃষ্টানের ধ্বংসশীল ধর্ম্ম জীবের নিত্যধর্ম্ম নহে। কিন্তু সনাতন ধর্ম্মের জন্ম নাই, সুতরাং অজ ও নিত্য। এই ধর্ম্মের জন্মকাল কেহ নিরূপণ করিতে পারেন না, ইহা অনাদি। অতএব ইহার ধ্বংস নাই।

উপরোক্ত বেদবিরোধী শাস্ত্রবিরোধী ধর্ম্মসমূহের প্লাবনেও সনাতন-ধর্ম্ম স্বীয় স্থানে অক্ষুণ্ণাবস্থায় সগৌরবে প্রকটিত আছেন।

আচার্য্য শ্রীশঙ্কর যে অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহা মায়াবাদ নামে পরিচিত। তিনি বেদকে নামেমাত্র স্বীকার করিয়াছেন; কারণ, তাঁহার দর্শনে বেদের একদিক মাত্র বিচারিত হইয়াছে। সুতরাং তিনি অর্দ্ধকুক্কুটীর ন্যায় বেদের সমস্তদিক লইয়া বিচার করেন নাই বলা যায়। তিনি যে ব্রহ্মবাদ প্রচার করিয়াছেন তাহাতে ব্রহ্মকে নিরাকার, নির্ব্বিকার, নিঃশক্তিক, নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ ইত্যাদি নেতি নেতিরূপে বর্ণন করিয়াছেন। আমরা এই ব্রহ্মবাদকে সনাতন ধর্ম্মের অনুকূল মনে করিতে পারিতেছি না। কারণ ব্রহ্মের নিরাকারত্ব, নির্গুণত্ব ইত্যাদি নেতি নেতি বাদ শুদ্ধ বৈদান্তিকগণ সনাতন ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করেন না। আচার্য্য শ্রীশঙ্কর বেদের স্বাভাবিক অর্থ পরিত্যাগ করিয়া বিপরীত অর্থ প্রচার করত বহু ভারতবাসীকে তাঁহার স্বকপোলকল্পিত পথে লইয়া গিয়াছিলেন। সনাতন ধর্ম্ম ঈশ্বরের রূপ, গুণ ও লীলা স্বীকার করিয়াছেন। ভগবানের প্রতি সেবাধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম। যাহারা ভগবানের রূপ, গুণ, লীলা অস্বীকার করিয়া ভগবানকে নিরাকার, নির্ব্বিকার, নিঃশক্তিক ও নির্গুণ বলিয়া প্রচার করেন, তাহাদিগকে সনাতন ধর্ম্মাবলম্বিগণ প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মী বলিয়া স্বীকার করেন না। মুসলমান, খৃষ্টানগণ বিগ্রহ-বিরোধী। তাহারা আমাদের নিকট অস্পৃশ্য। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—

কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশানন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড ॥ (চৈঃ চঃ)

ভগবানের নিরাকারবাদের চিন্তাস্রোত বহু অপধর্ম্মের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থেও ঈশ্বরের সাকারত্বের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে। মুসলমানগণের হাদীসের একটী আয়াতে দেখা যায়—"ইন্না লাহা খালাকা মেন্ সুরাতিহি।" অর্থাৎ "খোদা নিজের রূপের ন্যায় মানব সৃষ্টি করিয়াছেন। আবার খৃষ্টানদের ধর্ম্মগ্রন্থ Bible এ দেখি,—"God created men out of His own image." সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যেক ধর্ম্মগ্রন্থেই ভগবানের নরাকৃতির স্বীকৃতি রহিয়াছে। বৈষ্ণবগণ ভগবানের নররূপই স্বয়ংরূপ ও মৌলিক পরতত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করেন।

ঈশ্বরের রূপ, গুণ, লীলা অস্বীকার করার অর্থই ঈশ্বরকে অস্বীকার করা। যে-ধর্ম্মে ঈশ্বরের রূপ, গুণ, লীলার স্বীকার নাই, তাহা সনাতন ধর্ম্ম বা ভাগবত ধর্ম্ম নহে।

আচার্য্য শঙ্করের মায়াবাদে যে মুক্তির কথা বলা হইয়াছে উহা প্রকৃতপক্ষে মুক্তি নহে; কারণ উহা একপ্রকার জড়ত্ব প্রাপ্তি বিশেষ। মায়াবাদিগণ বলেন যে, জীবই ব্রহ্ম। অবিদ্যা মায়াগ্রস্ত হওয়ার দরুণ জীব-সত্তা পৃথকরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। জীব যখন পুনঃ জ্ঞানসাধনে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে তখন জীবসত্তা বিধ্বংস হইয়া ব্রহ্মে লয় পাইবে। এই সিদ্ধান্ত একপ্রকার আত্মহত্যা-বিশেষ। জীবের আর কোনও পৃথক স্থিতি রহিল না। এইরূপ অবস্থা প্রাপ্তিকে মুক্তি বলিয়া স্বীকার করিলে তাহার কোনও সার্থকতা থাকে না। কারণ জাগতিক ক্ষেত্রে দেখিতে পাই যে, চিনি সকলেই আস্বাদন করিতে চায়; কিন্তু চিনি হইতে কেহ ইচ্ছা করেন না। চিনি খাওয়াতেই আনন্দ, চিনি হওয়াতে কোন আনন্দ নাই। প্রকৃতপ্রস্তাবে ভগবানের সেবা করিয়াই আনন্দ লাভ হয়। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে নিজসত্তা লোপ করিলে প্রস্তরবৎ হইয়া যাইতে হয়—কোন সেবানন্দ লাভ হয় না,—জীবাত্মার আত্মহত্যা হয় মাত্র। কারণ নির্ব্বিশেষত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহার আর অনুভব শক্তি থাকিল না। সুতরাং সে জড়ের ন্যায় হইয়া পড়িল—চেতন-ধর্ম্ম লোপ হইয়া গেল। জাগতিক ক্ষেত্রে দেখা যায়, যাহারা আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করে, তাহারা যদি কোন প্রকারে পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হয় তবে সরকার তাহাদিগকে কারাগারে প্রেরণ করিয়া থাকেন। কারণ তাহারা আত্মবিরোধী, সমাজদ্রোহী পাপী। সেইরূপ ভগবৎসেবা-বিমুখ হইয়া ভগবানে যাহারা নিজ সত্তা লোপ করিয়া অনুভবরাহিত্য প্রস্তরবৎ হইতে চান, তাহারা ধর্ম্ম-জগতে অপরাধী হইয়া জন্ম-জন্মান্তরে ভীষণ নরক-

যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে। সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে, মায়াবাদীরা ঈশ্বর-অপরাধী। তাঁহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে সনাতন ধর্ম্মের প্রচারক ছিলেন—এরূপ বলা যায় না। তাঁহারা মুখে মাত্র বেদকে স্বীকার করিয়াও বেদ-বিরোধী বৌদ্ধ। আপাত দৃষ্টিতে তাহারা বৌদ্ধ ধর্ম্মাদিকে বিতাড়ন-মানসে জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন মাত্র। মায়াবাদীদের ন্যায় দয়ানন্দ সরস্বতীর প্রবর্ত্তিত আর্য্যসমাজীগণও নামেমাত্র বেদকে স্বীকার করত নানা অশাস্ত্রীয় বেদবিরোধী কার্য্যে লিপ্ত রহিয়াছেন। ইহাদের প্রচার-ধারা ঠিক আচার্য্য শ্রীশঙ্করের ন্যায় প্রতীত হইলেও অনেক পার্থক্য আছে। এই সমস্ত বিভিন্ন অপধর্ম্ম কুধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইলেও সনাতন বৈষ্ণব-ধর্ম্ম অদ্যাপি তাঁহার বিজয় পতাকা সগৌরবে উন্নত করিয়া রাখিয়াছে। ইহার বিনাশ কখনও হইবে না।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল উপাসনাই সনাতন ধর্ম্ম বা বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের উপাস্য, উপাসনা ও উপাসক নিত্য বস্তু। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলাদি বর্ণন এবং তাঁহাদের প্রতি সেবা-প্রীতিই সনাতন ধর্ম্ম বা বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূল প্রতিপাদ্য বস্তু। যে-ধর্ম্মে এই প্রতিপাদ্য বস্তুটীর নিত্যত্ব নাই তাহা কুধর্ম্ম নামে খ্যাত। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, মহাভারত ও ইতিহাস পুরাণাদির বিষয়-বস্তুই সনাতন ধর্ম্মের বিষয়বস্তু। এই সনাতন ধর্ম্মই আমাদের একমাত্র গ্রহণীয় এবং পালনীয়। যে-ধর্ম্ম যতখানি সনাতন ধর্ম্ম বা বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনুগত, সেইধর্ম্ম ততখানিই আমাদের গ্রহণযোগ্য হইতে পারে,—ইহাই মহাজন-বাক্য। স্বয়ং ভগবান অবতারী পুরুষ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু বঙ্গদেশের শ্রীধাম মায়াপুরে আবির্ভূত হইয়া যে প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন তাহার মধ্যেই সনাতন ধর্ম্মের যাবতীয় প্রতিপাদ্য বস্তু নিহিত রহিয়াছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রচারিত বিমল প্রেমধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম। তাই শ্রীশ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন—

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার লীলাস্থল বৃন্দাবনই আমাদের আরাধ্য বস্তু এবং ব্রজের গোপীগণ যেরূপে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা-পরিচর্য্যাদি করিয়াছিলেন, তাহাই আমাদের অভিধেয় এবং গ্রহণীয়। একমাত্র

অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতই তাহার প্রমাণ। ইহাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মত এবং ইহাই আমাদের একমাত্র আদরণীয়।

ভগবানের অন্যান্য অবতারগণ বা স্বয়ং ভগবান্ বাংলা ছাড়া ভারতের বিভিন্ন দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু স্বয়ং ভগবান শ্রীমন্ মহাপ্রভু বাংলায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহার কারণ, শ্রীমন্ মহাপ্রভু যে বিমল প্রেমধর্ম্ম জগৎকে দান করিতে আসিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বে কোন সময়ে কোন অবতারে দান করেন নাই, এবং এই প্রেমধর্ম্মও ছিল অত্যন্ত গূঢ় এবং তত্ত্বপূর্ণ। এই প্রেমধর্ম্মের দার্শনিক তত্ত্ব বুঝিবার জন্য উর্ব্বর মস্তিষ্কের প্রয়োজন। তাই তিনি উর্ব্বর মস্তিষ্কের দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

সেই সময়ে তাঁহার প্রেমবন্যার প্লাবনে জনগণ বহুল পরিমাণে নিস্নাত হইয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে বাঙ্গালী তাঁহার পূর্ব্ব গৌরব হারাইয়াছেন; কারণ বিদেশী ভাবধারায় নব্যশিক্ষিত জনগণ নানা কুসঙ্গে জড়ীভূত হওয়ার দরুণ ঈশ্বর-বিশ্বাসহীন হইয়াছেন এবং তাহাদের মস্তিষ্ক পুনঃ পুনঃ তামাক-আবাদী ক্ষেত্রের ন্যায় অনুর্ব্বর হইয়া পড়িয়াছে। শুধু বাঙ্গালী নহে, আজকাল প্রায় সমস্ত ভারতবাসীই ঈশ্বর-বিশ্বাসহীন হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষ ধর্ম্মের দেশ। পুনঃ তাহারা ঈশ্বরোন্মুখী হইয়া ভগবানের সেবা করিলেই তাহাদের মঙ্গল হইতে পারে। ধর্ম্মবিশ্বাস হারাইলেই ভারতের ধ্বংস অনিবার্য্য।

ইংরাজী ব্যাকরণে আমরা সাধারণ ভুল বা Common Errors বলিয়া কতকগুলি ভুল দেখিতে পাই। যেমন আমাদের দেশে 'অশ্বডিম্ব' বলিয়া একটি শব্দ আছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে 'অশ্বডিম্ব' বলিলে কোন অর্থই হয় না, অথচ ইহার প্রচলন বাংলা ভাষায় আছে। ধর্ম্মজগতেও সেইরূপ কতকগুলি Common Errors রহিয়াছে। এমন কতকগুলি কর্ম্ম আছে যেগুলি ধর্ম্মের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হয় না। যেমন বর্ত্তমান মনুষ্য দান, বৃক্ষাদি রোপণ, পুষ্করিণী খনন, দুঃস্থ সেবা ইত্যাদিকে ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন; কিন্তু শাস্ত্র বলেন, এই সমস্ত কর্ম্মগুলি সম্পাদনে পুণ্য অর্জ্জন হয় বটে, কিন্তু ভগবৎ সেবালাভ বা মোক্ষলাভ হয় না। যথা শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায়—

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি ॥

অর্থাৎ মানব এই সমস্ত পুণ্যাদি কর্ম্মের ফলে বিশাল স্বর্গসুখ লাভ করে এবং স্বর্গসুখ ভোগ করিতে করিতে পুণ্যও ক্রমশঃ ক্ষয় পায়। শেষে একেবারে ক্ষয় হইয়া গেলে পুনঃ ত্রিতাপ যন্ত্রণা ভোগ করিবার জন্য মর্ত্ত্যলোকে আসিতে বাধ্য হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে—দান-পুণ্যাদি কর্ম্মের দ্বারা মনুষ্যের চিরশান্তি বা পরাশান্তি লাভ হয় না—যদিও ইহ সংসারে ইহার প্রয়োজনীয়তা অনেকস্থলে উপলব্ধ হইয়া থাকে। শাস্ত্র বলেন, পরম শান্তিময় পুরুষের ভজন করিলেই পরাশান্তি লাভ হইয়া থাকে। গীতা বলেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

সর্ব্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিলেই আমাদের সনাতন ধর্ম্ম পালিত হইবে এবং পরাশান্তি লাভ হইতে পারে। কোন্ ধর্ম্ম আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে, সে-সম্বন্ধে নিখিল শাস্ত্র-চূড়ামণি শ্রীমদ্ভাগবত কি বলিয়াছেন তাহা আলোচনা করা দরকার—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥
ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

ইহার বাংলা পয়ারে শ্রীল গুরুপাদপদ্ম লিখিয়াছেন—

"সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥
অন্যধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরিকথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥"

যে ধর্ম্মের যাজনের দ্বারা অধোক্ষজ হরি অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় বস্তু শ্রীভগবানের প্রতি অনন্যভক্তি লাভ হয়, তাহাকেই প্রকৃত ধর্ম্ম বা কৈতবশূন্য ধর্ম্ম, সনাতন ধর্ম্ম বা ভাগবত ধর্ম্ম বলা যায়। সেই ধর্ম্ম পালনই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। এই ধর্ম্ম যাজন করিলেই আমরা ভগবানকে লাভ করিতে পারি। কিন্তু যে ধর্ম্মের দ্বারা কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় না বা পরাশান্তির সন্ধান লাভ হয় না, সে-ধর্ম্ম যতই সুষ্ঠুরূপে পালিত হউক না কেন, তাহা 'বালি পেশাই করিয়া তৈল বাহির করার' চেষ্টার ন্যায়ই পণ্ডশ্রম হইয়া থাকে। শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধু-গ্রন্থে শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥ (পূর্ব্ব বিঃ, ১ল, ৯)

একমাত্র অভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ জ্ঞান এবং স্মার্ত্ত ক্রিয়া কর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত, সম্পূর্ণরূপে আনুকূল্যের সহিত কৃষ্ণানুশীলন দ্বারাই ভক্তি লাভ হইয়া থাকে। একমাত্র ভক্তির দ্বারাই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা, শ্রুতিপ্রমাণ—

ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি
ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সীতি।

অর্থাৎ ভক্তিই ভক্তকে ভগবদ্ধামে লইয়া যাইয়া ভগবদ্দর্শন করান এবং ভক্তির দ্বারাই ভগবানের প্রীতি লাভ করা যায়। সাধারণ ভাষায় আমরা বলিতে পারি যে,—শ্রীভগবানের প্রীতির নিমিত্ত যাহা করা যায় তাহাকেই ভক্তি সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। এই ভগবৎ সেবাময় সনাতন ধর্ম্ম বা বৈষ্ণব-ধর্ম্ম যাজন করিলেই পরমানন্দ লাভ হইয়া থাকে।

অনেকে হয়ত বলিবেন যে, ভগবৎ-সেবানন্দ বলিয়া কিছু জানি না। তাহার উত্তরে বলিব,—ভগবানের সেবা করিয়া যে কি অপ্রাকৃত আনন্দ উপলব্ধি হয় তাহা ভগবৎ-সেবানন্দীগণই জানেন, অন্যে জানিতে সক্ষম হন না। কারণ ইহা উপলব্ধি-সাপেক্ষ—ভাষার দ্বারা ইহা বুঝান সম্ভব হয় না; যেমন পুত্রের সেবা-শুশ্রূষা করিয়া মাতার যে কি আনন্দ হয়, তাহা বন্ধ্যা স্ত্রীগণ জানিতে পারেন না। সেইরূপ প্রথমতঃ ভগবানের সেবা করা দরকার; তারপর সেবা করাতে যে কি অতুলনীয় আনন্দ হয় তাহা ক্রমশঃ উপলব্ধি হইবে—ইহাই শাস্ত্রবাক্য।

সুতরাং 'ধর্ম্ম পালন করিলে কি হইবে?'—এই প্রকার তর্ক উঠাইলেই চলিবে না; উহা পালন করিয়া দেখা দরকার, তবেই সনাতন ধর্ম্ম ভাল কি মন্দ, বিচার হইবে। নচেৎ 'জলে নামিব না' অথচ 'সাঁতার শিখিব'—এই প্রকার অর্থহীন চেষ্টার কোনই মূল্য নাই। আমরা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, সুতরাং তাঁহার সেবা করাই আমাদের নিত্যধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মেই উপাস্য, উপাসনা ও উপাসকের নিত্যত্ব রহিয়াছে। কিন্তু অন্যান্য ধর্ম্মে উপাস্য, উপাসনা ও উপাসকের নিত্যত্ব নাই। সেইজন্যই একমাত্র সনাতন ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্মের নিত্যত্ব নাই।

পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম্ম নামে চলে।
ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে॥ (চৈঃ চঃ)

তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—একমাত্র কৈতবশূন্য ভাগবত-ধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্মই ধর্ম্ম, আর যাবতীয় ধর্ম্ম ছলধর্ম্ম নামেই উক্ত হইয়াছে।

—শ্রীচিদঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌর-দর্শন-মহিমা

দক্ষিণদেশে নাম বিলাতে
গেলেন যবে প্রভু,
না পেয়ে তাঁর অপার কৃপা
ফেরে নি কেউ কভু।
রাম-উপাসক বিপ্র এক
আসিয়া প্রভু পাশে,
প্রভুরে কয় বারেক যেতে
তাহার গৃহ-বাসে।
গিয়া প্রভু তাই বিপ্র-গৃহে
করিলা কৃপা তারে
'রাম' নাম লইতে বিপ্রে
দেখিলা নিরন্তরে।
স্কন্দক্ষেত্র তীর্থ আদি
নানান্ দেশ ঘুরি'
আসিলা পুনঃ বিপ্র-ঘরে
লীলাচ্ছলে হরি।
দেখিলা তবে লহে বিপ্র
সদা 'কৃষ্ণ'নাম,
পুছিলা প্রভু,—কেন বিপ্র
ত্যজিলে 'রাম' নাম ?
কহে বিপ্র,—ইহো তোমার
দরশনের ফল,
জানিনু মনে 'কৃষ্ণ' নামে
আছে মহাবল।
সাক্ষাৎ-কৃষ্ণ তোমা' হেরি'
ভুলিনু 'রাম' নাম,
'কৃষ্ণ' নামের মাঝেই রহে
ইষ্ট আমার রাম।

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

ভক্তিই শ্রেয়ঃ পথ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২২ পৃষ্ঠার পর)

ভগবন্মায়াগ্রস্ত জীব এই নামাত্মক ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্ব ও উপাদেয়ত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়াই বেদত্রয়ের পরোক্ষবাদরূপ কর্ম্মমার্গের আপাত-রমণীয়তায় আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। এমন কি মহাজন নামে খ্যাত যাজ্ঞবল্ক্য, জৈমিন্যাদি ঋষিগণও মায়ায় বিমোহিত হইয়া বিস্তারশীল কর্ম্মমার্গের ব্যবস্থা দিয়াছেন। যমরাজবাক্য—

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ ॥ (ভাঃ ৬।৩।২৫)

শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই এই কর্ম্মের নিন্দা শ্রুত হয়; কেন-না কর্ম্মই বন্ধনের হেতু। কর্ম্মীগণই শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকেন। যথা—"কৃতাত্যয়ে অনুশয়বান্ দৃষ্ট-স্মৃতিভ্যাম্" ব্রঃসূঃ৩।১।৮। কর্ম্মনির্ম্মিত ইহলোক বা পরলোক নাশপ্রাপ্ত হয়, শোকগ্রস্ত হইতে হয়। "এবং লোকং পরং বিদ্যাৎ নশ্বরং কর্ম্মনির্ম্মিতং, সতুল্যাতিশয়ধ্বংসং যথা মণ্ডলবর্ত্তিনাম্ (ভাঃ ১১।৫)। কর্ম্মনির্ম্মিত বস্তুর জন্য পরস্পরদ্বন্দ্ব, দ্বেষ ও নাশজনিত শোকভাগী হইতে হয়। শ্রীগীতা বলেন—

"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মনোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ" (গীঃ ৩।৯) অর্থাৎ ভগবদ্ উদ্দেশ্য ব্যতীত কর্ম্মই বদ্ধদশা প্রদান করে। এইবাক্যে **অন্যত্র** শব্দে কর্ম্মমাত্রই যে ভগবদুদ্দেশ্যমূলক তাহা নিরাস করা হইয়াছে।

অধিক কি, স্বয়ং ব্যাসদেব মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণাদিতে কর্ম্মের প্রতি প্রেরণা প্রদান করায় তদীয় গুরুদেব শ্রীল নারদ গোস্বামী কর্ত্তৃক অত্যন্ত তিরস্কৃত হইয়াছেন এবং তাঁহার কৃতকর্ম্মের প্রতিকারস্বরূপ একমাত্র ভক্তিশাস্ত্র-শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা অশান্তির হস্ত হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যথা শ্রীমদ্ভাগবত ১।৫।৮,৯,১০,১২,১৫,১৬ শ্রীনারদ উবাচ—

ভবতানুদিতপ্রায়ং যশো ভগবতোঽমলম্।
যেনৈবাসৌ ন তুষ্যেত মন্যে তদ্দর্শনং খিলম্ ॥

অর্থাৎ হে মহর্ষে, আপনি অন্যান্য শাস্ত্রে ভগবানের অমল যশঃ অতিক্ষীণ ভাবেই, না বলার মত বর্ণন করিয়াছেন। তজ্জন্য আপনার কর্ম্মদ্বারা সেই ভগবান্ সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই (তদসন্তোষে আপনারও অসন্তোষ)। এই হেতু আপনার জ্ঞান বা কৃত শাস্ত্রকে হেয় বলিয়াই বিবেচনা করি।

যথা ধর্ম্মাদয়শ্চার্থা মুনিবর্য্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
ন তথা বাসুদেবস্য মহিমা হ্যনুবর্ণিতঃ॥

হে মুনিবরর, মহাভারতাদি গ্রন্থে আপনি ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গকে প্রধান পুরুষার্থরূপে যে প্রকার বর্ণন করিয়াছেন, ভগবান্ বাসুদেবের মহিমা সেইপ্রকার মুখ্যভাবে বর্ণন করেন নাই।

ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো
জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা
ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যশিক্ষয়াঃ॥

যে বাক্য নানাবিধ সুন্দর সুন্দর শব্দালঙ্কারাদিযুক্ত হইয়াও জগৎপবিত্রকারী শ্রীহরির যশঃ কীর্ত্তন করে না, শ্রীহরির মানসপটে বিরাজমান সাধুগণ তাহাকে কাকের ক্রীড়াস্থান উচ্ছিষ্টগর্ত্তের ন্যায় কামী কর্ম্মিগণেরই রতিস্থান বলিয়া মনে করেন, কমনীয় ব্রহ্মে নিবাসকারী সারাসারবিবেকী পরমহংসগণ তাহাতে রমণ করেন না।

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥

যখন কর্ম্মশূন্য উপাধি-রহিত অমল জ্ঞানও ভগবদ্ভক্তিশূন্য বলিয়া শোভা পায় না, তখন সাধন ও সিদ্ধিকালে দুঃখরূপ কাম্যকর্ম্ম এবং অকাম্যকর্ম্মও যদি ভগবানে সমর্পিত না হয়, তবে উহা কিপ্রকারে শোভা পাইবে অর্থাৎ তাহা কখনই শোভা পায় না—ইহা বলাই বাহুল্য; কেন-না উহা বহির্ম্মুখী ও সত্ত্ব-শোধক-ভাবহীন।

জুগুপ্সিতং ধর্ম্মকৃতেঽনুশাসতঃ
স্বভাবরক্তস্য মহান্ ব্যতিক্রমঃ।
যদ্বাক্যতো ধর্ম্ম ইতীতরঃ স্থিতো
ন মন্যতে তস্য নিবারণং জনঃ॥

কাম্যকর্ম্ম সততই নিন্দনীয়; বদ্ধজীবও স্বভাবতই ঐ কর্ম্মে আসক্ত। আপনি ধর্ম্মের জন্য ঐ প্রকার নিন্দ্য কর্ম্মের উপদেশ বা ব্যবস্থা দান করিয়া মহা অন্যায় করিয়াছেন। কেন-না আপনার বাক্যে উহাই মুখ্যধর্ম্ম বলিয়া স্থির করিয়া প্রাকৃত লোক অন্য কাহারও নিবৃত্তির উপদেশকে গ্রাহ্য করিবে না।

বিচক্ষণোঽস্যার্হতি বেদিতুং বিভো-
রনন্তপারস্য নিবৃত্ততঃ সুখম্।
প্রবর্ত্তমানস্য গুণৈরনাত্মন-
স্ততো ভবান্ দর্শয় চেষ্টিতং বিভো॥

কোন কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি কর্ম্মনিবৃত্তি হইতেই অনন্তপার ভগবানের সেবা-জনিত সুখ জানিতে সমর্থ হন, কিন্তু অবিচক্ষণ ব্যক্তি কর্ম্মাসক্ত হইয়া তাহা জানিতে পারে না। সুতরাং হে সর্ব্বজ্ঞ, ত্রিগুণপরিচালিত দেহাভিমানী জীবের জন্য ভগবানের লীলা প্রকাশ করুন।

নারদের এই বাক্যানুসারে ব্যাসদেব ভক্তিযোগ অবলম্বন করত **পূর্ণ পুরুষ** ভগবান্‌কে (অংশরূপী) পরমাত্মা বা অসম্যকরূপ ব্রহ্মকে নহে) দর্শন করিলেন এবং সেই ভগবানের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থানকারিণী মায়াকেও দর্শন করিয়াছিলেন। মায়ার দ্বারা জীবের স্বরূপ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া জীব সত্ত্ব, রজস্তম এই ত্রিগুণাত্মক জড় হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়াও নিজেকে জড়বস্তু অর্থাৎ জড়-দেহ-মন-বুদ্ধি প্রভৃতি বলিয়া জ্ঞান করে এবং সেই অভিমান হেতুই অনর্থগ্রস্ত হইয়া থাকে। আবার এই অনর্থের (অর্থাৎ অসচ্চেষ্টা, স্বরূপভ্রম, হৃদয়দৌর্ব্বল্য ও অপরাধ) অধোক্ষজ ভগবানে সাক্ষাদ্ ভক্তিযোগদ্বারাই যথাযথ উপশম দর্শন করিয়া অজ্ঞ লোকের নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবতরূপ ভক্তিশাস্ত্র প্রণয়ন করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে ৬।৯।৪৯ শ্লোকে দেবগণের প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যে কর্ম্মের নিষিদ্ধতা কীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা—

স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি।
ন রাতি রোগিণোঽপথ্যং বাঞ্ছতোঽপি ভিষক্তমঃ॥

অর্থাৎ যেমন রোগী কুপথ্য ইচ্ছা করিলেও সদ্বৈদ্য তাহাকে তাহা কখনও ব্যবস্থা দেন না, ঐরূপ যিনি পরম মঙ্গল কি তাহা জানেন অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিই পরম মঙ্গল বলিয়া যিনি জানেন, তিনি কখনও অজ্ঞ ব্যক্তিকে কর্ম্মের উপদেশ করেন না।

এই প্রকার শাস্ত্রে কর্ম্মের সর্ব্বত্র নিন্দা সত্ত্বেও যাঁহারা রজোগুণের বর্দ্ধন করত কর্ম্মের উপদেশ প্রদান করেন, ভক্তির উপদেশ করেন না, তাহারা কি প্রকৃত বদ্ধজীবের বান্ধব না শত্রু, তাহা বিশেষভাবে চিন্তনীয়। অনেকেই গীতা শাস্ত্রের তুলনামূলক বাক্যগুলি দর্শন করিয়া এবং উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা ফল, অর্থবাদ এবং উপপত্তিরূপ ষড়বিধ লিঙ্গদ্বারা গীতা-প্রতিপাদ্য ভক্তিকে ধারণা করিতে অসমর্থ হইয়া কর্ম্মেরই প্রচার করিতে

থাকেন। তাঁহারা শাস্ত্রের ঐরূপ আপাত-বিরোধী বাক্যগুলির সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া মোহগ্রস্ত হইয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় ৩।২৬ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥

অর্থাৎ অজ্ঞ কর্ম্মসঙ্গিদিগের বুদ্ধিভেদ উৎপাদন করিবে না। বরং বিদ্বান্ ব্যক্তি অবহিত হইয়া সকল কর্ম্ম সম্যক্ আচরণপূর্ব্বক অজ্ঞদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবে।

আবার পূর্ব্বোক্ত "স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্" শ্লোকে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তদ্বিপরীত বাক্য কীর্ত্তন করিলেন। বস্তুতঃ ইহা আপাত বিরুদ্ধ হইলেও বিরুদ্ধ নহে। কর্ম্মীকে জ্ঞানযোগের উপদেশ পক্ষে তাহার বুদ্ধিভেদ জন্মাইতে নিষেধবাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। যেহেতু জ্ঞানযোগীর পক্ষে কর্ম্মযোগদ্বারা চিত্ত-শুদ্ধির আবশ্যকতা আছে। নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে করিতেই অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া থাকে, তখনই তাহার জ্ঞানযোগ সম্ভব হইতে পারে। তজ্জন্য জ্ঞান-উপদেষ্টার পক্ষে নিষ্কাম কর্ম্ম স্বয়ং আচরণ করিয়া অন্যকেও সেই পদ্ধতিতে তাহার শুদ্ধি করাইতে বিধি প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু ভক্ত্যুপদেশপক্ষে ঐ বিধি প্রযোজ্য নহে। যেহেতু ভক্তি স্বতঃপ্রবলা বলিয়া অন্তঃকরণ শুদ্ধির অপেক্ষা নাই। যদি ভক্তিতে শ্রদ্ধা উৎপাদন করিতে সমর্থ হওয়া যায় তাহা হইলে কর্ম্মিগণের বুদ্ধিভেদও জন্মান উচিত। যেহেতু ভক্তিতে শ্রদ্ধাবান্ জনের কর্ম্মে অধিকার নাই।

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ (ভাঃ ১১।২০।৯)

অর্থাৎ সে-পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিতে হইবে যতকাল পর্য্যন্ত নির্ব্বেদ না আসে অথবা আমার কথা শ্রবণাদিতে যতদিন না শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। বেদাদি শাস্ত্রে কর্ম্ম হইতে মুক্তির জন্যই কর্ম্মের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। শিশুগণকে লাড্ডু প্রভৃতি দ্বারা লুব্ধ করিয়া যেমন ঔষধ সেবন করান হয়, সেই প্রকার কর্ম্ম করিবার ব্যবস্থা দ্বারা মনুষ্যকে কর্ম্মস্পৃহাশূন্য করানই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা॥

ভাঃ ১১।১১।৩২ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—

"ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ" অর্থাৎ যিনি সমস্ত

ধর্ম্ম সম্যকরূপে ত্যাগ করিয়া আমার ভজন করেন, তিনি উত্তম সাধু। তদ্রূপ গীতায় ১৮।৬৬ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" অর্থাৎ সর্ব্বধর্ম্মত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর।

আরও শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাস-নারদ-সংবাদে শ্রীনারদ ভক্তিকে আশ্রয়কারীর কর্ম্ম বা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগহেতু কোনপ্রকার প্রত্যবায় বা অনিষ্ট হইতে পারে না এবং কর্ম্মপন্থীর তত্তৎ কর্ম্মদ্বারা কোন মঙ্গল সম্ভব নহে বলিয়া স্পষ্টই উক্তি করিয়াছেন, যথা—

ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তো ভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥

অর্থাৎ, নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম অথবা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহরির পাদপদ্ম ভজন করিতে করিতে অসিদ্ধ অবস্থাতেও যদি ভজন হইতে কোন-প্রকারে ভ্রষ্ট অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তথাপি কর্ম্মে অনধিকার হেতু কোন আশঙ্কা নাই। যেহেতু যে-কোন অবস্থায়, এমন কি নীচ যোনিতে থাকিলেও ঐ ভক্ত্যাকৃষ্ট ব্যক্তির কখনও কোন অমঙ্গল হয় কি? অর্থাৎ সেবাবাঞ্ছা থাকায় তাহার কোনও অমঙ্গল হয় না। পরন্তু ভজনহীন ব্যক্তিগণের ভক্তিশূন্য স্বধর্ম্ম বা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মরূপ কর্ম্ম পালনের দ্বারা কোন নিত্য প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না।

সুতরাং এবম্প্রকার শাস্ত্র তাৎপর্য্যজ্ঞ সুমেধা ব্যক্তিগণই কর্ম্মাদি মার্গ পরিত্যাগ করত একমাত্র শ্রীভগবানে ভক্তিযোগের বিধান করিয়া থাকেন।

এবং বিমৃশ্য সুধিয়ো ভগবত্যনন্তে
সর্ব্বাত্মনা বিদধতে খলু ভাবযোগম্।
তে মে ন দণ্ডমর্হন্ত্যথ যদ্যমীষাং
স্যাৎ পাতকং তদপি হন্ত্যরুগায়বাদঃ॥ (ভাঃ ৬।৩।২৬)

এই সকল বিষয় অর্থাৎ দৈবীমায়ায় মোহিত হইয়া মহাজনগণও ভক্তিমার্গ অবলম্বন না করিয়া কর্ম্মমার্গে আসক্ত হইয়া পড়েন—বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া সুধী ব্যক্তিগণই (সুমেধসঃ) সর্ব্বান্তঃকরণে অখিল-কল্যাণ-গুণের আকর ভগবান্ বাসুদেবের নাম-কীর্ত্তনাদিরূপ ভক্তিযোগই বিধান করেন। ইঁহাদের কোন পাপ হইতে পারে না, যদি বা প্রমাদবশতঃ অথবা ভগবদিচ্ছায় কোন পাপ সম্ভব হয় তথাপি তাঁহাদের কর্ম্মকাণ্ডীয় প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ত্তব্য নহে, শ্রীহরির নামসংকীর্ত্তনই তাঁহাদের সেই সমস্ত পাপ নষ্ট করিয়া দেয়। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

শ্রীশ্রীরথযাত্রায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি　　**শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ**

চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)

৯ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭ ; ইং ২৩।৫।৬০

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন,—

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-কুলতিলক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল **সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব** ও **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা** উপলক্ষে আগামী ১০ই আষাঢ় ১৩৬৭, ইং ২৪শে জুন ১৯৬০, শুক্রবার হইতে ২০শে আষাঢ় ১৩৬৭, ইং ৪ঠা জুলাই ১৯৬০, সোমবার পর্য্যন্ত একাদশ-দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সংকীর্ত্তন, ইষ্ট-গো[illegible], আগন্তুকগণের সেবা-পূজা, ভোগ-রাগ, আরাত্রিক, **মহাপ্রসাদ বিতরণ** প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজন-মুখে বিরাট্ **মহামহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনমহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা প্রদত্ত হইল। ইতি—

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশ-প্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—কোনও বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব** মহারাজের নিকট উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা

১। **১০ই আষাঢ়**, ২৪শে জুন, শুক্রবার—অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব** উপলক্ষে পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তন।

২। **১১ই আষাঢ়**, ২৫শে জুন, শনিবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত **নগর-সংকীর্ত্তন**-মুখে শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে গমন, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও **গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন**, গঙ্গা-স্নানান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৩। **১২ই আষাঢ়**, ২৬শে জুন, রবিবার—**শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা**। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাযোগে রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীগুণ্ডিচা-বাড়ী শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে গমন। পরে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭৷৷টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে **রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ** ও কীর্ত্তন।

৪। **১৩ই আষাঢ়**, ২৭শে জুন, সোমবার হইতে ১৫ই আষাঢ় [illegible] জুন, বুধবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়—প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা উপাখ্যান পাঠ ও সন্ধ্যা আরাত্রিক-অন্তে **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা**।

৫। **১৬ই আষাঢ়**, ৩০শে জুন, বৃহস্পতিবার—**হেরাপঞ্চমী** দিবসে শ্রীলক্ষ্মীবিজয় উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত শ্রীশ্যামসুন্দর-মন্দিরে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও **নগর-সংকীর্ত্তন**। অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭৷৷টা পর্য্যন্ত **শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ** ও কীর্ত্তন।

৬। **১৭ই আষাঢ়**, ১লা জুলাই, শুক্রবার হইতে **১৯শে আষাঢ়**, ৩রা জুলাই, রবিবার পর্য্যন্ত তিনদিবস—প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭৷৷টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আরাত্রিকান্তে রাত্র ৮টা **হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রীরামলীলা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবিধ শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা**।

৭। **২০শে আষাঢ়**, ৪ঠা জুলাই, সোমবার—অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাযোগে **শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা**, পরে শ্রীমঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন; রাত্রে সর্ব্বসাধারণে **মহাপ্রসাদ বিতরণ**।



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥
অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১২শ বর্ষ | ক্ষীরোদশায়ী, ৮ শ্রীধর, ৪৭৪ গৌরাব্দ
শনিবার, ৩২ আষাঢ়, ১৩৬৭ ; ইং ১৬।৭।৬০ | ৫ম সংখ্যা

সানুবাদং

কারারুদ্ধ-নৃপতিগণ-কৃতং "শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-স্তবাষ্টকম্"

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রিসপ্ততিতমেঽধ্যায়ে—৮-১৬)

রাজান ঊচুঃ—

নমস্তে দেবদেবেশ প্রপন্নার্ত্তিহরাব্যয়।
প্রপন্নান্ পাহি নঃ কৃষ্ণ নির্বিণ্ণান্ ঘোরসংসৃতেঃ ॥ ৮ ॥

(জরাসন্ধ নিহত হইলে তৎকর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত ও কারাগারে অবরুদ্ধ বিংশতিসহস্র-অষ্টশত নরপতি গিরিব্রজ-দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ করিয়া অবনত-মস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি-সহকারে বিবিধ স্তুতিবাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন,—)

রাজগণ বলিলেন,—হে দেবদেবেশ, শরণাগত-দুঃখহর, অব্যয়স্বরূপ, আপনাকে প্রণাম করিতেছি। হে শ্রীকৃষ্ণ, আমরা অতিশয় খিন্নচিত্তে

আপনার শরণাগত হইতেছি, আপনি আমাদিগকে ঘোর সংসারবন্ধন হইতে পরিত্রাণ করুন্ ॥ ৮ ॥

নৈনং নাথানুসূয়ামো মাগধং মধুসূদন।
অনুগ্রহো যদ্ভবতো রাজ্ঞাং রাজ্যচ্যুতির্বিভো ॥ ৯ ॥

হে প্রভো, মধুসূদন, আমরা এই জরাসন্ধের উপর কোনরূপ দোষারোপ করি না। যেহেতু রাজগণের রাজ্যচ্যুতি আপনার অনুগ্রহ-স্বরূপই বলিতে হইবে ॥ ৯ ॥

রাজ্যৈশ্বর্য্য-মদোন্নদ্ধো ন শ্রেয়ো বিন্দতে নৃপঃ।
ত্বন্মায়া-মোহিতোঽনিত্যা মন্যতে সম্পদোঽচলাঃ ॥ ১০ ॥

নৃপতিগণ রাজ্যৈশ্বর্য্যজনিত মত্ততানিবন্ধন উচ্ছৃঙ্খলচিত্ত হইয়া স্বকীয় কল্যাণমার্গ লাভ করিতে পারে না এবং আপনার মায়ায় মোহিত হইয়া অনিত্য ঐশ্বর্য্যসমূহকে স্থির বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥

মৃগতৃষ্ণাং যথা বালা মন্যন্ত উদকাশয়ম্।
এবং বৈকারিকীং মায়ামযুক্তা বস্তু চক্ষতে ॥ ১১ ॥

অবুধগণ যেরূপ মরীচিকাকে জলাশয় বলিয়া নির্দ্ধারণ করে, সেইরূপ অবিবেকিগণও বিকারগ্রস্তা মায়াকেই সদ্‌বস্তুরূপে দর্শন করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

বয়ং পুরা শ্রী-মদ-নষ্টদৃষ্টয়ো
জিগীষয়াস্যা ইতরেতরস্পৃধঃ।
ঘ্নন্তঃ প্রজাঃ স্বা অতিনির্ঘৃণাঃ প্রভো
মৃত্যুং পুরস্ত্বাবিগণয্য দুর্ম্মদাঃ ॥
ত এব কৃষ্ণাদ্য গভীররংহসা
দুরন্তবীর্য্যেণ বিচালিতাঃ শ্রিয়ঃ।
কালেন তন্বা ভবতোঽনুকম্পয়া
বিনষ্টদর্পাশ্চরণৌ স্মরামি তে ॥ ১২-১৩ ॥

হে প্রভো, পূর্ব্বকালে আমরা ঐশ্বর্য্যমদান্ধ এবং দুরভিমানযুক্ত হইয়া সম্মুখস্থ মৃত্যুরূপী আপনাকে গণনা না করিয়াই এই পৃথিবীর বিজয়-কামনায় পরস্পর স্পর্দ্ধাশীলতা ও অতিশয় নির্দ্দয়তা-সহকারে

নিজ প্রজাগণকে বিনষ্ট করিয়াছি। হে কৃষ্ণ, সেই আমরা অদ্য অলক্ষ্যগতি ও দুর্লঙ্ঘ্য প্রভাবযুক্ত কাল-কর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট এবং আপনার কৃপাবলে হতগর্ব্ব হইয়া শ্রীচরণযুগল স্মরণ করিতেছি ॥ ১২-১৩ ॥

অথো ন রাজ্যং মৃগতৃষ্ণিরূপিতং
দেহেন শশ্বৎ পততা রুজাং ভুবা।
উপাসিতব্যং স্পৃহয়ামহে বিভো
ক্রিয়াফলং প্রেত্য চ কর্ণরোচনম্ ॥ ১৪ ॥

হে বিভো, অতঃপর আমরা পুনরায় প্রতিক্ষণ ক্ষীয়মান এবং রোগসমূহের আকরস্বরূপ এই শরীরদ্বারা উপাসনীয় ও মরীচিকাতুল্য রাজত্ব কিম্বা যাহা কেবল শ্রবণ মাত্রেই কর্ণযুগলের রুচিজনক, তাদৃশ পারলৌকিক স্বর্গাদি সুখভোগ কামনা করি না ॥ ১৪ ॥

তৎ নঃ সমাদিশোপায়ং যেন তে চরণাব্জয়োঃ।
স্মৃতির্যথা ন বিরমেদপি সংসরতামিহ ॥১৫॥

অতএব এই সংসারে নানাযোনিসমূহে নিরন্তর ভ্রমণকালে আমাদের হৃদয় হইতে যাহাতে ভবদীয় পাদপদ্মযুগলের স্মৃতি বিলুপ্ত না হয়, তাদৃশ উপায় নির্দ্দেশ করুন্ ॥১৫॥

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণত-ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥১৬॥

হে প্রভো, আমরা প্রণতজন-দুঃখহর, গোবিন্দ, পরমাত্মস্বরূপ, বাসুদেব, শ্রীহরি এবং শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে প্রণাম করিতেছি ॥১৬॥

কৃষ্ণভক্তিই শোক-কাম-জাড্যাপহা

কৃষ্ণভক্তি—শোক-বিনাশিনী

কেবল চিন্ময় রাজ্যে যে-সকল ইন্দ্রিয় কার্য্য করে, তাহাতে কোন অচিৎ-পিণ্ডের বাধা নাই। চিন্ময় সদ্‌গুণসমূহ বর্ত্তমান অচিজ্জগতের সহিত বিচিত্রতায় সাদৃশ্য লাভ করিলেও অচিজ্জগৎ চিজ্জগতের প্রতিফলিত ছায়ামাত্র। ইহাতে চিজ্জগতের সহিত অচিজ্জগতের সাদৃশ্য থাকিলেও বাস্তব-বস্তু ও বস্তু-প্রতিমের বিচারে বস্তু ও ছায়ার ন্যায় পরস্পর ভেদধর্ম্মে অবস্থিত। এখানে কালক্ষোভ্য বিষয় ও আনন্দবাধ প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি ছায়া-প্রতিম দেশ, কাল ও পাত্রে নানা-

প্রকার অভাব বিজড়িত করিয়া রাখিয়াছে। চিন্ময় জগৎ নিত্য, অচিদ্‌বর্জ্জিত, বিচিত্রতাপূর্ণ ও সকল সদ্‌গুণমণ্ডিত ভাবমালায় প্রদীপ্ত হইয়া নিত্যানন্দ বিধান করে। অচিজ্জগতে নানাপ্রকার হেয়তা, অনুপাদেয়তা, অভাব প্রভৃতি বিষয় আমাদের প্রয়োজনের ব্যাঘাত করিয়া থাকে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যেকেই এই সকল কথা অনুভব করি।

অভাব-নামক সমস্যার সমাধানই শোক হইতে পরিত্রাণের হেতু। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—আমরা শোকের হস্ত হইতে সে-কাল পর্য্যন্তই মুক্তিলাভ করিতে পারি না—যে-কাল পর্য্যন্ত 'আমি' ও 'আমার'—এই বিচার-প্রণালীতে কালাধীনতা, অজ্ঞান-পরিচর্য্যা ও অসন্তুষ্টি-নাম্নী বিরুদ্ধ বৃত্তি, যাহা আমাদের স্বতোষণ-ধর্ম্মের ব্যাঘাতকারক—আমরা উহাদের আনুগত্য করিতে ধাবিত হই।

অভাব-রাজ্যে পূর্ত্তি-কার্য্যই বর্ত্তমান অনুভূতিতে স্বতোষণ। অপর-তোষণ ব্যতীত ইহজগতে স্বতোষণ লাভের অন্য কোন উপায় নাই। আমরা যে পরিমাণে নিজে ত্যাগ স্বীকার করি অর্থাৎ তপস্বী হইয়া অপরতোষণ-কার্য্যে ব্রতী হই, তাহার বিনিময়ে সেই পরিমাণে পুষ্প-ফলাদি লাভ করিয়া স্বতোষণ-সাধনে উন্নতি লাভ করি। কিন্তু এই স্বতোষণ খণ্ডকালের অধীন,—নিত্য নহে।

আমরা যখন অপরের উপকারের জন্য নিযুক্ত হওয়ার প্রণালীকে সর্ব্বোত্তম মঙ্গলের আকর বলিয়া জ্ঞান করি, তৎকালে যদি আমরা বুঝিতে পারি যে, ইহাও একটী অনিত্য খণ্ডকালের অন্তর্ভুক্ত ব্যাপার-বিশেষ, তাহা হইলে তখনই আমাদের নিত্যানিত্য-বিবেক, চিদচিৎ-বিবেক, আনন্দ-নিরানন্দ-বিবেক আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহার ফলে পরবস্তুর বিচারে বাস্তব সত্যের নিত্যতা, বাস্তব-বস্তুর কেবল চিন্ময়তা ও বাস্তব-বস্তুর নিত্যানন্দময়তা আমাদের লক্ষ্যবস্তু হয়। তখনই আমরা ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চম-অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটীর উদ্দিষ্ট পদার্থে আমাদের শোক-সমস্যার মীমাংসা লক্ষ্য করি।

আমাদের দুর্ব্বলতার অপনোদনকল্পে আমরা ভগবানের বলদেব-বিগ্রহের শরণাপন্ন হই। সেই বলদেব-প্রকাশ-বিগ্রহ মহান্ত-গুরুরূপে আমাদের লঘুতা স্বীয় গুরুতায় পরিপূরণ করেন।

আমাদের যে কাব্য ও সাহিত্যের অভাব আছে, তাহা পরিপূরণ করিবার জন্যই চিন্ময় পরমেশ্বর স্বীয় প্রকাশ-বিশেষকে অবতারণ করাইয়া আমাদিগকে পরম-মঙ্গল-লাভের সুযোগ দিয়া থাকেন এবং আমাদের বিবেককে নিয়মিত

করেন। অচিজ্জগতের প্রভুসূত্রে আমাদের নিজত্বে যে অহঙ্কার বর্ত্তমান, ভগবৎপ্রপত্তি-ব্যতীত সেই অহঙ্কারকে প্রশমিত করিবার আর অন্য কোন উপায় নাই। যেখানে আমাদের সম্বল—ভগবৎপ্রপত্তির কিয়দংশ, তথায় আমরা আমাদের বল-লাভের জন্য শ্রীবলদেবের প্রকাশ-বিগ্রহের নানা আকার দর্শন করি। শ্রীবলদেব দশদেহ-ধারণ-পূর্ব্বক স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহারই দশদেহ দশ-দিকে কার্য্য করিবার জন্য যে জগতে মহান্তগুরু ও তাঁহার উপাদানসমূহ,—আমরা এই গূঢ়বিষয়ের সন্ধান পাই।

জগতে যে-সকল বস্তু ভগবৎসেবোপকরণ বলিয়া গৃহীত হয় না, সেই সকল বস্তুর সঙ্গত্যাগ-পিপাসা আমাদের হৃদয়ে জাগরিত হইলে আমরা কৃষ্ণসেবানুকূল চেষ্টাসমূহে নিযুক্ত হইয়া থাকি। তাদৃশী চেষ্টার ফলে আমাদের অভাবজনিত শোকোৎপত্তি হয় না। বর্ত্তমান কালের তাৎকালিক শোক নিত্য ভগবানের ও ভাগবতের সেবা-প্রভাবেই হ্রাস পায়। হরিসেবোন্মুখতা উদিত হইলে উহা স্বতোষণ ও অপরতোষণের বাসনা হইতে আমাদিগকে ক্রমশঃ মুক্তিলাভ করাইয়া পরতোষণ বা হরিভক্তিতে আমাদিগকে অবস্থান করায়।

সেই কালেই আমরা শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের প্রচুর কৃপালাভ করিবার জন্য তাঁহাদের অকপট অনুগামিগণের সেবানুশীলন-মুখে মহাজন-লিখিত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতির শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদির বিচার-পরায়ণ হই। এই অনুষ্ঠানের দ্বারা আমাদের আত্মধর্ম্ম ভগবদ্ভক্তির বিকাশ ঘটে। গৌণ বা আনুষঙ্গিকভাবে জাগতিক অভাব-জন্য শোক হইতেও আমাদের অবসর লাভ হয়।

কৃষ্ণভক্তিই—কাম-বিনাশিনী

কৃষ্ণসেবা-বিমুখতারই অপর নাম—কাম। পূর্ণবস্তুর সেবা করাই অপূর্ণ অংশের একমাত্র কৃত্য। সেবা দুই প্রকারে বিহিত হয়—অনুকূল-সেবায় কৃষ্ণপ্রেমা; আর প্রতিকূলসেবা-চেষ্টায় সেবা-বিরোধি-নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ। সেবার প্রতিকূলা চেষ্টা আমাদিগকে ষড়্‌বিধ ক্লেশে নিমজ্জিত করে। এই ক্লেশের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে হইলে নির্ম্মৎসর কৃষ্ণসেবকের সেবাই আমাদের একমাত্র ঔষধ জানিতে হইবে। ইহজগতে কৃষ্ণসেবকই আমাদের কৃষ্ণপ্রেম-বিরোধি-কামের হস্ত হইতে পরিত্রাণকারী। অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীকৃষ্ণের সেবোন্মুখতার অভাবেই আমাদের প্রাকৃত কাম-প্রবৃত্তি। কামের আংশিক ব্যাঘাত বা ক্ষুণ্ণতাই ক্রোধ-উৎপত্তির হেতু। কামকে বর্ত্তমানকালে ব্যাধিগ্রস্ত

নিজত্বের ইন্দ্রিয়তোষণের জনক জানিতে হইবে। ব্যাধি-বিমুক্ত নিজত্বে অপ্রাকৃত কামদেবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিই একমাত্র বৃত্তি। কৃষ্ণ-প্রপত্তি বা কৃষ্ণসেবাই আমাদের প্রাকৃত কামবীজ-বিনাশক ও একমাত্র প্রতিষেধক।

আমাদের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ লাভেচ্ছায় অন্তঃপ্রার্থী (Afferent) জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চক জনকের কার্য্য করে। জড়েন্দ্রিয়-তোষণ-পিপাসার গর্ভে জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চক জনকের ঔরসে পুরুষ প্রকৃতিগত নশ্বর ব্যবহারের উদয়। এই নশ্বর ব্যবহার-সিদ্ধির জন্য বহির্গামী (Efferent) কর্ম্মেন্দ্রিয়-পঞ্চক জনকসূত্রে ক্রিয়ার গর্ভে অল্পকালস্থায়ী আনন্দ-নামক নশ্বর সন্তানের প্রার্থী হয়। জনক-জননী-সূত্রে বাসনা নিযুক্ত হইলে বৎসল রসের উদয় হয়। সেই বাৎসল্যের বিচারে কৃষ্ণ-তনয়ের আবির্ভাব-বৈমুখ্যক্রমে শৌক্রবংশ-পরম্পরা বৃদ্ধি লাভ করে—জনক-জাতীয় ও জননী-জাতীয়া সন্তান-সন্ততি বাৎসল্যানুষ্ঠানে জড়জগতে বৃদ্ধি লাভ করে।

জীবের কৃষ্ণসেবা-রহিত পতনের উল্লেখমুখে আমরা মধুর-রস-বিকার, বাৎসল্যরস-বিকার ও বিশ্রম্ভসখ্যার্দ্ধরস-বিকারে অধঃপতন বর্ণন করিয়া ঐহিক পরোপকারের চিন্তাস্রোতোজাত ধর্ম্মবিচারের কথা বলি। বর্ত্তমানকালে আমরা গৌরবসখ্য-বিচারে জনক-জননী-সন্তান-সন্ততি পাইয়াছি। সুতরাং একের বহুত্ব বা বিশ্লেষণ-বিচারে অবতীর্ণ বহুত্বের মধ্যে যে বন্ধুত্বের আবশ্যকতা আছে, সেই গৌরব শ্লথ হইলে যে বৈষম্য উপস্থিত হয়, তাহাতে অবরতা, হেয়তা, গুণজড়তা, কাল-ক্ষোভ্যতা প্রভৃতি নানাপ্রকার নিরানন্দ, অজ্ঞান ও তাৎকালিকতার দোষ আহূত হয়।

যাঁহারা জীবের বদ্ধদশায় নশ্বর পরিবর্ত্তনশীল বিশ্ব-প্রতীতির প্রতি অধিক দৃষ্টিপাত করেন, তাঁহারা কৃষ্ণভজন হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্রতা-গ্রহণপূর্ব্বক মর্য্যাদা-বিচারের দাস্যরসমূলক মধুর, বৎসল ও গৌরব-বন্ধুত্ব মাত্র বাস্তব-বস্তুতে সংশ্লিষ্ট আছে জানিয়া কৃষ্ণভজনের পারতম্য-নির্দ্দেশে স্বীয় ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন। তখনই আমার মত কৃষ্ণবিমুখ ধৃষ্টজীব গৌরব-পূজিত চতুর্হস্তবিশিষ্ট বিষ্ণুতত্ত্বের আবাহন করেন এবং বিষ্ণুই একমাত্র মর্য্যাদা-পথের সেব্য ও সর্ব্বশক্তিমান্—প্রভৃতি বিচারে প্রবিষ্ট হন।

জড়জগতে বিধি ও রাগের পরস্পর তাৎপর্য্য বুঝিতে অসমর্থ হওয়ার ফলেই আমরা বিষ্ণুকে পরম গৌরবান্বিত বন্ধুজ্ঞান-পূর্ব্বক আপনাকে হীনজ্ঞান করিয়া জড়জগতের প্রতিবাদী (আসামী) মাত্র মনে করি।

বর্ত্তমানকালে আমরা নানা প্রকার চিন্তাযুক্ত জনগণের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে যাই। তাহাতে জাগতিক নীতিসমূহ আমাদিগের নিকট দার্শনিক তথ্যরূপে বিক্রম প্রকাশ করে। আমরা তখন বলিয়া থাকি যে, নাভিদেশের নিম্নাংশের ক্রিয়াগুলি চিজ্জগতে নাই। বহির্গামী ইন্দ্রিয়-মলসমূহের যখন চিজ্জগতে অবকাশ বা অধিষ্ঠান নাই, তখন নাভিদেশের নিম্নাঙ্গে হরিমন্দির-স্থাপনের সম্ভাবনা নাই, বিচার করি। জাগতিক আপেক্ষিক বিচারে ইহার যুক্তিযুক্ততা আছে। চিজ্জগতের পরম নির্ম্মল অবস্থাকে বিকৃত করিয়া খণ্ডিত কালাধীন রাজ্যের আদর্শে দর্শন করিলে বা মুখ্য বিচারকে গুণজাতরাজ্যে কলুষিত করিবার অধিকার-লাভের আশায় ব্যস্ত হইলে সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষোত্তমকে কান্তরূপে, পুত্ররূপে, প্রভুরূপে, সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বক্ষণ পাল্যবন্ধু-রূপে গ্রহণ করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহার নিকট হইতে উপদেশাত্মক সেবা-লাভের উদ্দেশে অর্জ্জুনের ন্যায় উপদিষ্টের বিচার গ্রহণ-পূর্ব্বক ভগবানের দ্বারা আমাদের সেবা করাইয়া ফেলি অর্থাৎ আমরা ভগবানের সেবা করিবার পরিবর্ত্তে ভগবানের সেবা গ্রহণ করি। ইহাতে কৃষ্ণপ্রেমের উদ্দেশ্য ন্যূনাধিক বিপন্ন হইতে আরম্ভ করে।

বিষ্ণুকে পরতত্ত্ব-জ্ঞানপূর্ব্বক কৃষ্ণকে তাঁহার অবতাররূপে বিচার করিলে আমাদের কৃষ্ণভজনে দরিদ্রতা উপস্থিত করায়। কৃষ্ণের সর্ব্বতোভাবে অনুকূল অনুশীলনের অভাবে কৃষ্ণেতর বস্তুকে পাল্যজ্ঞান করিলে উহার প্রভুতা আসিয়া আমাদের নিত্য কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তিকে বিপন্ন করে। তখন আমরা বিষ্ণুকে সখা-স্বরূপ জ্ঞান করিয়া কখনও কখনও তাঁহার দ্বারা আমাদের মনোরথ চালাইবার জন্য নীতি-প্রতিষ্ঠানের ঔজ্জ্বল্যবিধান করি—ক্রমশঃ বিষ্ণুর নিকট হইতে নানা-প্রকার আব্দার করিয়া সেবা প্রার্থনা করি—বিষ্ণুকেই আমাদের প্রয়োজনের একমাত্র সরবরাহকারী বলিয়া মনে করি। এই সরবরাহ-কার্য্যের সৌকর্য্যার্থ আমাদের বাসনা ভগবত্তায় পিতৃত্ব ও মাতৃত্বারোপণে ব্যস্ত হয়। ইহজগতে আমাদের জন্মের প্রারম্ভের পূর্ব্ব হইতেই জনক-জননী আমাদের সেবা-কার্য্যাদিতে নিযুক্ত থাকেন। আমাদের অতি শৈশবে—যে-কালে আমাদের মাতা-পিতার সেবায় কোন যোগ্যতার অনুভূতি থাকে না, তৎকালে তাঁহারা আমাদের সেবা করেন। তখন আমাদের প্রাক্তনী বাসনার ফলে তাঁহাদের নিকট হইতে অসমর্থাবস্থায়ও আমরা সেবা আদায় করি। আমাদের প্রতি জনক-জননীর সেবা-বিধানই এই নশ্বর জগতে প্রদত্ত ঋণ-পরিশোধার্থ

অপরতোষণ (Altruism) প্রবৃত্তির ফল অর্থাৎ দাদন দেওয়া টাকাগুলির ব্যাঙ্ক হইতে পুনরায় প্রাপ্তির কালই পিতা-মাতার নিকট হইতে সেবা-লাভের সময়।

এইরূপে আমরাও আবার সন্তানদের জনক-জননীসূত্রে আমাদের পুত্র-কন্যার সেবা করিয়া থাকি। যেহেতু আমরা পূর্ব্বে তাঁহাদের নিকট হইতে সেই সেবালাভ করিয়াছি, তজ্জন্যই তাহার প্রতিদানের কাল ঐ অবস্থায় উপস্থিত হইয়া থাকে। সে-সময় আমরা অপরতোষণ প্রবৃত্তিতে উত্তেজিত হইয়া পরতোষণ বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণ ভুলিয়া যাইব, সে-কালে অপস্বার্থপরতা আমাদিগকে গ্রাস করিবে। ইহার উদাহরণ আমাদের জীবনে আমরা সর্ব্বক্ষণ উপলব্ধি করিতেছি। বর্ত্তমানে স্বতোষণের অন্তর্গত আমাদের পুত্র-পৌত্রাদি, পুত্র-পৌত্রের সেবক-সম্প্রদায়, সমাজ এবং অচিজ্জগতের সমগ্র মানব-জাতির সমাজের ভৃত্য-সমূহ আমাদিগের কেবল সেবা-বিধান করে।

সমগ্র চেতন জগৎ অচেতন জগতের ভোক্তা—এই অভিমান প্রবল হইলেই আমরা প্রভু-রসে আমাদের সমাজকে স্থাপিত করিয়া সমাজের বাহিরে চেতন ও অচেতন, প্রাণী ও জড়বস্তুগুলিকে আমাদের স্বেন্দ্রিয়-তোষণে নিযুক্ত করি। যখন সেই সকল চেতন ও অচেতন আমাদের সামাজিক শুভবিধানে পরাঙ্মুখ হইয়া ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণীবিশেষের প্রতি আরক্ত চক্ষু প্রদর্শন করে, তৎকালে আমরা আমাদের খর্ব্ব-দর্শনে জগতে অশান্তি, অবরতা, বিপ্লব প্রভৃতি অরিষ্টের উপলব্ধি করি। এখানেই শান্ত-রসাশ্রিত মৌন-নামক তপস্যার উদয় হয়। এই মৌনভঙ্গেই পুনরায় অশান্তির উপলব্ধি হইয়া থাকে।

আমরা যে-কাল পর্য্যন্ত না অশান্তির স্বরূপ উপলব্ধি করিব, তৎকালাবধি আমাদের প্রস্তাবিত শান্তির বিগ্রহ অশান্তি-নামক বিগ্রহের সাফল্য করাইবে। বিগ্রহ (Personality of the Absolute Godhead in His Analytic and Synthetic Manifestations)-স্বরূপের অনুপলব্ধি-ক্রমেই আমাদের বিগ্রহেতরানুভূতি বা জড়-নির্ব্বিশেষ বিচার। জড়-নির্ব্বিশেষের প্রকারভেদরূপ চিন্নির্ব্বিশেষ বা চিন্মাত্র বিচার কেবলাদ্বৈতবাদীকে (Pantheistকে) বিগ্রহ-রাহিত্য-চিন্তায় নিমগ্ন করায়।

কৃষ্ণভক্তি—জাড্য-বিনাশিনী

বিগ্রহ (Entity) কালাতীত ও কালাধীন। বিগ্রহ (Entity) প্রাকৃত (পার্থিব) ও অপ্রাকৃত। অপ্রাকৃত বিগ্রহে আস্থা কমিয়া গেলেই প্রাকৃত বিগ্রহসমূহ আমাদের চিন্তাস্রোতে বিগ্রহ (Puzzle) উৎপাদন করায়।

তখনই একায়ন বিচার বহুশাখায় বিক্ষিপ্ত হইয়া বেদরূপে Knowledge—

Transcendental and mundane) জড়জগতের গৃহ ও শ্রৌত সূত্রদ্বয়ে ওতপ্রোতভাবে আমাদের বস্ত্র (field) উৎপন্ন করে। সুতরাং উৎক্রান্ত-পদ্ধতি বা আরোহবাদে (Ascending Processএ) খণ্ড জাগতিক চিন্তাস্রোতে পূর্ণবস্তুকে অধীন করাইবার যে যত্ন, তাহা আমাদের উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত করে। তজ্জন্য যাঁহারা অনুক্ষণ অনুকূলভাবে অপ্রাকৃত কৃষ্ণের উপাসনা করেন, তাঁহাদের বাক্যে আমাদের সৌভাগ্যক্রমে নিত্যা শ্রদ্ধা পুনঃ স্থাপিত হয়। কার্ষ্ণের অর্থাৎ বলদেব ও তদনুগত জনগণের শক্তি-সাহায্য-ব্যতীত আমাদের কৃত্রিম (pedantic) বল—যাহা অহঙ্কার-নামে পরিচিত, তাহার অকর্ম্মণ্যতা অনুভূতির বিষয় হয় না। আধ্যক্ষিক অহঙ্কারের অকর্ম্মণ্যতা অনুভূত হইলে আমরা দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া জাগতিক বিচারের আনন্দ, জাগতিক বিচারের সুষ্ঠু জ্ঞান, জাগতিক বিচারের অধিক-কাল অবস্থানের চেষ্টা প্রভৃতি সকলই সচ্চিদানন্দের তুলনায় অপ্রয়োজনীয় জানিতে পারি। এইরূপ কৃষ্ণদীক্ষায় দীক্ষিত হইলেই পরম মঙ্গল লাভ হয়। 'দীক্ষা'-শব্দের দ্বারা দিব্যজ্ঞান লক্ষিত হয়। দিব্যজ্ঞানের জাগতিক জ্ঞানের দিকে কোন প্রগতি নাই। জাগতিক জ্ঞান-সংগ্রহের দিকে ধাবিত হওয়ার বিচার বিরোধ উৎপাদন করে।

বর্ত্তমানকালে আমরা 'আমি কে'?—ইহার চরম বিচার না করিয়া, ক্ষণভঙ্গুর স্থূল শরীরকে বা পরিবর্ত্তনশীল মানস-শরীরকে 'আমি' বলিয়া ধারণা করিয়া 'আমিকে' অবিবেচনার রাজ্যে নিযুক্ত করিয়া থাকি। 'কাম' কি প্রকার বস্তু, কামের চিন্তাকারী কে এবং কেনই বা কাম আমাদিগকে উন্মত্ত করায়,—এইগুলির মীমাংসাই শ্রীবিগ্রহে সুষ্ঠুভাবে উদাহৃত আছে।

শ্রীবিগ্রহের দর্শন মন্ত্রের দ্বারা সম্পাদন করিতে হয়। জড়-জগতের চিন্তা বা মনন-কার্য্য হইতে রক্ষক-শব্দসমূহকে 'মন্ত্র' বলে। অর্থাৎ যে-সময়ে আমরা পারমার্থিক বাক্য শ্রবণ করি, তখন সেই শ্রৌত বাক্যই আমাদের চিত্ত-দর্পণে পতিত ধূলিরাশিকে অপসারিত এবং পূর্ণ অমৃতের আস্বাদনে সর্ব্বক্ষণ আমাদিগকে চালিত করিয়া থাকে।

দুইটী বিন্দুর অভ্যন্তরে যে অতিসূক্ষ্ম জড়াকাশ বর্ত্তমান, তাহা সাধারণ-গতিশীল পদার্থের ছিদ্রজন্য ব্যাঘাতকারক নহে। কিন্তু ছিদ্রান্বেষী ঐ ছিদ্র-অভ্যন্তরে পড়িয়া যাইবে,—এই আশঙ্কায় যে-সকল জড়নিরাকারবাদের চিন্তা-স্রোত হইতে উত্থিত উদাহরণ ঘটাকাশ ও মহাকাশ শব্দের দ্বারা ব্যবহৃত হয়, উহারা কৃষ্ণসেবার অন্তরায় মাত্র।

শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চা-মূর্ত্তি আমাদের ইন্দ্রিয়ভোগ্য ব্যাপার নহেন। যে মুহূর্ত্তে আমরা শ্রীবিগ্রহকে জড়বিগ্রহ জ্ঞান করিয়া আমরা দ্রষ্টা ও প্রভু, তিনি আমাদের দ্রষ্টা নহেন, তিনি আমাদের প্রার্থনা-শ্রবণের যোগ্য নহেন, তাঁহার সকল হৃষীক আমাদের আত্মার রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতির সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে না,—এইরূপ বিচার যা মনে করি, সেই ক্ষণেই শ্রীবিগ্রহে জড়-বিগ্রহ বিরোধ আসিয়া আমাদের দুর্ভাগ্য বর্দ্ধন করে। যে-কালে আমরা জানিব,—আমরা শ্রীবিগ্রহের সেবক এবং তিনি একমাত্র আমাদের সেব্য ও সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, তৎকালেই রূপ-রসাদি কামদেবের ইন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত হইবে এবং তদনুকূলে আমাদের তাদৃশ ইন্দ্রিয়গুলিও প্রভুত্ব করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহার সেবনে বা ভজনে নিযুক্ত হইবে।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীনিম্বাদিত্যাচার্য্য

শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিম্বাদিত্য এই চারিজন বৈষ্ণবাচার্য্য। আর যত বৈষ্ণবাচার্য্য হইয়াছেন সকলেই এই চারি আচার্য্যের মধ্যে কোন না কোন আচার্য্যের অনুগত। রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। মধ্ব শুদ্ধদ্বৈত-বাদী। বিষ্ণুস্বামী শুদ্ধাদ্বৈতবাদী। নিম্বাদিত্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। নিম্বাদিত্য একজন পুরাতন আচার্য্য। অনেকে বলেন যে, ব্রজমণ্ডলের শ্রীগোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের সন্নিধানে ইহাঁর স্থান ছিল। ইনি সনক, সনাতন, সনন্দ ও সনৎকুমার প্রভৃতি ঋষি-গণের মত প্রচার করিয়াছেন। উক্ত ঋষিগণ নারদ-গোস্বামীকে ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম প্রপাঠকোক্ত যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই নারদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। নিম্বাদিত্যকে শাস্ত্রে অরুণি ও নিম্বার্ক-নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি কোন সময়ে নিম্ববৃক্ষের উপর চড়িয়া অর্করূপে উদয় হওয়ায় ঋষিগণ ইহাঁকে নিম্বার্ক বলেন। কথিত হয়, ইনি দশটী শ্লোকে নিজের শিক্ষা সংগ্রহ করিয়া জগৎকে প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার নামে আরোপিত সেই দশটী শ্লোক আমরা যথাসাধ্য ব্যাখ্যা করিতেছি। ইহা পাঠ করিয়া বিদ্বজ্জন নিম্বাদিত্যের বৈষ্ণবমত সংগ্রহ করুন।

প্রথম শ্লোকে **জীবতত্ত্ব** যথা ;—

জ্ঞান-স্বরূপঞ্চ হরেরধীনং
শরীর যোগ-বিয়োগ-যোগ্যম্।

অণুং হি জীবং প্রতিদেহ ভিন্নং
জ্ঞাতৃত্ববন্তং যদনন্তমাহুঃ ॥১॥

নিম্বাদিত্য প্রথমেই জীবতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন। সংখ্যায় জীব অনন্ত। অনন্ত পরমেশ্বর বৃহৎ চৈতন্য-স্বরূপ। জীব তাঁহার অণুচৈতন্য-বিশেষ। জীব জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতাস্বরূপ। অহং পদবাচ্য জ্ঞানস্বরূপ। চৈতন্য ধর্ম্মবশতঃ জ্ঞাতাস্বরূপ। সূর্য্য যেমত স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ হইয়াও জগৎ প্রকাশক স্বরূপ হইয়াছেন, তদ্রূপ চৈতন্যধর্ম্মবিশিষ্ট জীব জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও জ্ঞাতৃত্ব-ধর্ম্মযুক্ত। অণুস্বরূপ হওয়ায় মুক্তাবস্থায় স্বীয় সিদ্ধদেহে ব্যাপ্ত এবং বদ্ধাবস্থায় সিদ্ধদেহাবরণ-রূপ লিঙ্গ ও স্থূলদেহদ্বয়ে ব্যাপ্ত। সুতরাং জীব ব্যাপক নন। প্রতি দেহে ভিন্ন ভিন্ন জীব অবস্থান করেন। জীব স্বভাবতঃ হরিদাস। জীবের অণুত্বপ্রযুক্ত তিনি মায়িক শরীরের যোগ-বিয়োগ-যোগ্য। যখন মায়া-কবলিত থাকেন, তখন মায়িক লিঙ্গ ও স্থূল শরীরে যুক্ত থাকেন। মুক্তাবস্থায় তাহা হইতে বিয়োগ লাভ করেন। ইহাই জীবের নিত্যস্বরূপ।

দ্বিতীয় শ্লোকে **জীবের অবস্থা** বর্ণন করিতেছেন ;—

অনাদি-মায়া-পরিমুক্তরূপং
ত্বেনং বিদুর্বৈ ভগবৎপ্রসাদাৎ।
মুক্তঞ্চ বদ্ধং কিল বদ্ধমুক্তং
প্রভেদ-বাহুল্যমথাপি বোধ্যম্ ॥২॥

ভগবদ্বহির্ম্মুখতা-প্রযুক্তই জীবের মায়াবন্ধ। ভগবৎপ্রসাদেই আবার অনাদি মায়া হইতে জীব মুক্ত হন। ভগবৎপ্রসাদ ব্যতীত অন্য চেষ্টা দ্বারা (অর্থাৎ কর্ম্ম, যোগ বা জ্ঞানাদি চেষ্টা দ্বারা) জীব মায়ামুক্ত হইতে পারেন না। জীব সুতরাং তিন প্রকার অবস্থা লাভের যোগ্য। যাহারা ভগবৎবহির্ম্মুখতা স্বীকারপূর্ব্বক মায়া ভোগ করিতে প্রবৃত্ত, তাঁহারা বদ্ধজীব। যাঁহারা মায়া-ভোগকে অকিঞ্চিৎকর জানিয়া আপনাপন প্রভুর পদাশ্রয় স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা মুক্ত। যাঁহারা মায়াবদ্ধ থাকিয়া সাধু-গুরুকৃপায় ভগবৎপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন ও করিবেন, তাঁহারা বদ্ধ-মুক্ত। মুক্ত, বদ্ধ ও বদ্ধমুক্তগণ আবার অবস্থাভেদে বহুপ্রকার। মুক্তগণ পার্ষদ ও পার্ষদানুগত ইত্যাদি অবস্থায় বিবিধ। বদ্ধগণ বিষয়ী, বিবেকী ও মুমুক্ষু ভেদে বিবিধ। বদ্ধমুক্তগণ পার্ষদ ও সাধকভেদে বিবিধ।

চেতনপদার্থ জীবের এইরূপ বর্ণন করিয়া **অচেতন পদার্থ** ৩য়শ্লোকে ব্যাখ্যা করিতেছেন ;—

অপ্রাকৃতং প্রাকৃতরূপকঞ্চ
কালস্বরূপং তদচেতনং মতম্।
মায়া-প্রধানাদি-পদপ্রবাচ্যা
শুক্লাদি ভেদাচ্চ সমেপি তত্র ॥৩॥

অচেতন পদার্থ দুই প্রকার অর্থাৎ কাল ও মায়া। তন্মধ্যে কাল অপ্রাকৃত ও প্রাকৃতভেদে দুই প্রকার। অপ্রাকৃত কাল মায়া প্রকৃতির অতীত চিৎস্বরূপ। ভগবৎ ইচ্ছাতেই কালের ক্রিয়া। সুতরাং কাল স্বয়ং অচেতন অর্থাৎ ক্রিয়াহীন প্রকৃতির অতীত অবস্থায় চিদ্‌দ্রব্যবিশেষ, নিত্য বর্ত্তমান। প্রকৃতির অন্তর্গত অবস্থায় ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানান্তর্ভূত জড়দ্রব্যবিশেষ। বস্তুতঃ চিৎকালের মায়িক বিকারই মায়িক কাল। ছায়াধর্ম্ম-বিশিষ্টা মায়াপ্রকৃতি চিদ্বিকার মাত্র। তাহা প্রধান ও অবিদ্যা ভেদে এবং নিমিত্ত ও উপাদানভেদে নানা পদবাচ্য। বেদে "অজামেকাং লোহিতকৃষ্ণশুক্লাং" এই মন্ত্র দ্বারা মায়ার ত্রিগুণত্ব ভেদাদি প্রদর্শিত হইয়াছে। মায়া তত্ত্ব চিত্তত্ত্বের সম হইলেও অর্থাৎ ছায়ারূপী বস্তুতে আদর্শের সমতা থাকিলেও তদিতরত্বভেদ দৃষ্ট হয়। সমস্ত জড় জগৎ এবং বদ্ধ জীবের লিঙ্গ ও স্থূলদেহ অচেতন তত্ত্ব। জৈব জগৎ ও জড় জগতের সম্বন্ধে বক্তব্য শেষ করিয়া চতুর্থ শ্লোকে **ঈশতত্ত্ব** ব্যাখ্যা করিতেছেন, যথা ;—

স্বভাবতোঽপাস্ত সমস্তদোষ
মশেষকল্যাণগুণৈকরাশিম্।
ব্যূহাঙ্গিনং ব্রহ্ম পরং বরেণ্যং
ধ্যায়েম কৃষ্ণং কমলেক্ষণং হরিম্ ॥৪॥

ভগবত্তত্ত্ব নির্দ্দোষ। মোহ, তন্দ্রা, ভ্রম, রুক্ষরসতা, উষ্ণ, কাম, লৌল্য, মদ, মাৎসর্য্য, হিংসা, খেদ, পরিশ্রম, অসত্য, ক্রোধ, আকাঙ্ক্ষা, আশঙ্কা, বিশ্ববিভ্রম, বৈষম্য ও পরাপেক্ষা—এই অষ্টাদশ দোষ ভগবৎস্বরূপে নাই। অশেষ কল্যাণ-গুণ ভগবৎ-স্বরূপে সম্পূর্ণ বর্ত্তমান। সত্য, শৌচ, দয়া, ক্ষমা, ত্যাগ, সন্তোষ, সরলতা, শম, দম, তপঃ, সাম্য, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রুত, জ্ঞান, বিরক্তি, ঐশ্বর্য্য, শৌর্য্য, তেজ, বল, স্মৃতি, স্বাতন্ত্র্য, কৌশল, কান্তি, ধৈর্য্য, মার্দ্দব, প্রাগল্‌ভ্য, প্রশ্রয়, শীল, ওজ, বল, ভগ, গাম্ভীর্য্য, স্থৈর্য্য, আস্তিক্য, কীর্ত্তি, মান ও অহঙ্কার প্রভৃতি সমস্ত মহদ্‌গুণ এবং সমস্ত মঙ্গলময় গুণসকল ভগবানে পরিপূর্ণ। সেই ভগবত্তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে পরংব্রহ্ম। তাহা জগতের চিত্ত হরণ করে বলিয়া সর্ব্ববেদে হরি-নামে পরিচিত। সমস্ত সৌন্দর্য্য ও

মাধুর্য্যের মূল বলিয়া তিনি কমলনয়ন। ব্রহ্ম ও পরমাত্মার অঙ্গী ও অংশীরূপে বরেণ্য। গোলোক চতুর্ব্যূহ, পরব্যোম চতুর্ব্যূহ এবং অন্যান্য চতুর্ব্যূহগণ তাঁহার অঙ্গ বলিয়া তিনি মূল অঙ্গী। তাঁহার স্বরূপ ধ্যান ও স্মরণ করাই জীবের কর্ত্তব্য। ব্রহ্মজ্ঞান ও পরমাত্মযোগ কৃষ্ণভক্তির নিকট নিতান্ত ক্ষুদ্র। সেই **কৃষ্ণতত্ত্বে পরাশক্তি নিত্য বর্ত্তমান এবং কৃষ্ণের সহিত জীবের নিত্য উপাস্য** এইটি দেখাইবার জন্য পঞ্চম শ্লোক যথা ;—

অঙ্গে তু বামে বৃষভানুজাং মুদা
বিরাজমানামনুরূপ সৌভগাম্।
সখী-সহস্রৈঃ পরিসেবিতাং সদা
স্মরেম দেবীং সকলেষ্টকামদাম্ ॥৫॥

সেই শ্রীকৃষ্ণের বামে কৃষ্ণরূপের অনুরূপ সৌন্দর্য্য বিশিষ্টা, সহস্র সহস্র সখীগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা পরিসেবিতা, সকল ইষ্টকামদাত্রী বৃষভানু-নন্দিনী পরমদ্যোতমানা শ্রীমতী রাধিকাকে স্মরণ করি। কৃষ্ণ হইতে নিত্য অপৃথক্ হ্লাদিনী মহাভাবরূপা স্বরূপ-শক্তি কৃষ্ণলীলার সহায়। তাঁহার আশ্রয় ব্যতীত অণুচৈতন্য রূপ জীবের কৃষ্ণসেবা পূর্ণ হয় না। যুগলসেবাই ব্রজভাবের জীবন। রাধিকার আনুগত্য ব্যতীত কৃষ্ণলীলাগত শৃঙ্গার রস কখনই লাভ হয় না। এইমতে স্বকীয়ভাব ভজনই চরম ভজন। পারকীয় মত স্বীকৃত নয়। রাধিকা জীবের সমস্ত ইষ্ট ফল দিয়া থাকেন। এই মতে বৈধভাবই প্রচুর। রাগমার্গীয় ভজন আছে বটে, যথেষ্ট নাই।

স্বীয় মতের **পরম পুরুষার্থ** ষষ্ঠ শ্লোকে ব্যাখ্যা করিতেছেন যথা ;—

উপাসনীয়ো নিতরাং জনৈঃ সদা
প্রহানয়েঽজ্ঞান-তমোঽনুবৃত্তেঃ।
সনন্দনাদ্যৈর্মুনিভিস্তথোক্তং
শ্রীনারদায়াখিলসত্ত্বসাক্ষিণে ॥৬॥

অজ্ঞান-তম বিনাশের জন্য জীবসকল সর্ব্বদা নিশ্চিন্তরূপে সাধু সঙ্গে ভগবানের উপাসনা করিবেন। এই কথা নারদকে অখিল জীবের উদ্দেশে সনন্দনাদি মুনিগণ উপদেশ করিয়াছিলেন। তাৎপর্য্য এই যে, সাধন-ভক্তি দ্বারা অজ্ঞানতম বিনাশপূর্ব্বক প্রেমলক্ষণা ভক্তি লাভ করাই পরমপুরুষার্থ। ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তমপ্রপাঠকে নারদের প্রতি কুমারদিগের তত্ত্বোপদেশ আছে। নারদ সনৎকুমারের নিকট উপসন্ন হইয়া আত্মবিদ্যা জিজ্ঞাসা

করিলে তিনি বলিলেন—"অথাত আত্মাদেশ এব আত্মৈবাধস্তাদাত্মোপরিষ্টাদাত্মা পশ্চাদাত্মা পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরত আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি। স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ। স স্বরাড্ ভবতি। তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি। তস্য হ বা এতস্যৈবং পশ্যত এবং মন্বানস্যৈবং বিজানত আত্মতঃ প্রাণঃ। আত্মত আশা। আত্মতঃ স্মরঃ। আত্মতঃ আকাশঃ। আত্মতস্তেজঃ। আত্মত আপঃ। আত্মত আবির্ভাব-তিরোভাবৌ। আত্মতোন্নং। আত্মতো বিজ্ঞানং। আত্মতো ধ্যানং। আত্মতশ্চিত্তং। আত্মতঃ সঙ্কল্পঃ। আত্মতো মনঃ। আত্মতো বাক্। আত্মতো নাম। আত্মতো মন্ত্রাঃ। আত্মতঃ কর্ম্মাণি। আত্মত এবেদং সর্ব্বমিতি॥" নারদ তৎপূর্ব্বে কেবল মন্ত্রবিৎ ছিলেন, আত্মবিৎ ছিলেন না। মন্ত্রাপেক্ষা নাম সূক্ষ্ম। নামাপেক্ষা বাক্ সূক্ষ্ম। বাগাপেক্ষা মন। মন অপেক্ষা সঙ্কল্প। সঙ্কল্প অপেক্ষা চিত্ত। চিত্ত অপেক্ষা ধ্যান। ধ্যান অপেক্ষা বিজ্ঞান। বিজ্ঞান অপেক্ষা বল। বল অপেক্ষা অন্ন। অন্ন অপেক্ষা জল। জল অপেক্ষা তেজ। তেজ অপেক্ষা আকাশ। আকাশ অপেক্ষা স্মৃতি। স্মৃতি অপেক্ষা আশা। আশা অপেক্ষা প্রাণ। তদপেক্ষা সত্য। সত্য, বিজ্ঞান প্রীতি লাভ করিতে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে নিষ্ঠা, পরে রুচিরূপ রতি, পরে স্বখরূপ আসক্তি এবং শেষে ভূমারূপ রতিকে আশ্রয় করে। ভূমাই পূর্ণানন্দ। জড়াতীত আত্মবিজ্ঞান ভূমাসুখ লাভ করিলে প্রেম-লক্ষণা ভক্তি হয়। এইরূপ জ্ঞানপূর্ব্বক উপাসনাই প্রেমসেবা প্রাপ্তির কারণ এবং ইহার দ্বারাই অজ্ঞান তম নাশ হয়।

পুরুষার্থ বলিয়া সপ্তম শ্লোকে নিজের **তাত্ত্বিক মত প্রকাশ** করিতেছেন যথা ;—

সর্ব্বং হি বিজ্ঞানমতো যথার্থকং
শ্রুতিস্মৃতিভ্যো নিখিলস্য বস্তুনঃ।
ব্রহ্মাত্মকত্বাদিতি বেদবিন্মতং
দ্বিরূপতাপি শ্রুতিসূত্রসাধিতা॥৭॥

সকল বস্তুই ব্রহ্মাত্মক। বেদবিৎদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্মরূপ সদ্বস্তু হইতে অসদ্বস্তু উদয় হইতে পারে না। বস্তু-বিজ্ঞানই নিখিল বস্তুর যথার্থ তত্ত্ব —ইহা শ্রুতি ও স্মৃতিতে জানা যায়। কোন স্থানে দ্বৈতবাক্য এবং কোন স্থানে উভয়নিষ্ঠ বাক্য প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং কেবলাদ্বৈতবাদ স্থান পায় না। শ্রুতি ও সূত্রবিচারে অদ্বৈত ও দ্বৈত উভয়ই সিদ্ধ হওয়ায় দ্বৈতাদ্বৈতবাদই শাস্ত্রতাৎপর্য্য-রূপে গ্রহণীয়।

ব্রহ্ম যদি এক বস্তু হইয়া এইরূপ পরিণত হন, তবে **কিরূপে দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধ হয়,** এই বিতর্ক নিরসনের জন্য অষ্টম শ্লোকের অবতারণা,—

নান্যাগতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দাৎ
সংদৃশ্যতে ব্রহ্মশিবাদিবন্দিতাৎ।
ভক্তেচ্ছয়োপাত্ত সুচিন্ত্যবিগ্রহা-
দচিন্ত্যশক্তেরবিচিন্ত্যশাসনাৎ ॥৮॥

ব্রহ্ম-শিবাদি-বন্দিত, ভক্তের ইচ্ছাক্রমে গৃহীত, সুচিন্ত্যবিগ্রহ, অচিন্ত্যশক্তি-সম্পন্ন এবং অবিচিন্ত্য-শাসনযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম ব্যতীত জিজ্ঞাসু জীবের পক্ষে আর অন্য গতি দেখা যায় না। সর্ব্বব্যাপী হইয়া পরমসৌন্দর্য্যশালিত্ব এবং বিগ্রহবত্ত্ব কেবল তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তিক্রমেই সম্ভব। এককালে দ্বৈত ও অদ্বৈত-ভাব কেবল অবিচিন্ত্য শাসন হইতেই হয়। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা দ্বারা এ সমস্ত সামঞ্জস্য লাভ করিতে পারে না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহই বিদ্বজ্জনের একমাত্র আশ্রয়ভূমি।

কৃষ্ণাশ্রয়ের ফল ৯ম শ্লোকে ব্যক্ত যথা ;—

কৃপাস্য দৈন্যাদি যুজি প্রজায়তে
যয়াভবেৎ প্রেমবিষেশলক্ষণা।
ভক্তির্হ্যনন্যাধিপতের্মহাত্মনঃ
সাচোত্তমা সাধনরূপিকা পরা ॥৯॥

ভক্তি দুই প্রকার অর্থাৎ সাধনরূপী অপরা ভক্তি এবং উত্তমা প্রেমলক্ষণা ভক্তি। শেষোক্ত ভক্তিই পরম পুরুষার্থ। দৈন্য, দয়া ও তদীয় সেবার সহিত সাধন ভক্তি করিতে করিতে অধিনাথ মহাত্মা কৃষ্ণের কৃপা হয়। সেই কৃপা লাভ করিতে পারিলে প্রেমলক্ষণা ভক্তি লাভ হয়।

সাধকের কি কি আবশ্যক ইহা দেখাইবার জন্য দশম শ্লোক যথা ;—

উপাস্যরূপং তদুপাসকস্য চ
কৃপালবো ভক্তিরতস্ততঃ পরম্।
বিরোধিনোরূপমথৈতদাপ্তয়ে
জ্ঞেয়া ইমেঽর্থা অপি পঞ্চ সাধুভিঃ ॥১০॥

প্রেমলক্ষণাভক্তি লাভের জন্য সাধুগণ শ্রীগুরুচরণ হইতে অবগত হইয়া পাঁচটী অর্থ আলোচনা করিবেন। পাঁচটী অর্থ যথা ;—১ উপাস্যরূপ, ২ উপাসকরূপ ; ৩ কৃপালবভক্তি, ৪ উত্তমা-প্রেমলক্ষণাভক্তি এবং ৫ এতৎপ্রাপ্তির

বিরোধী তত্ত্ব। শ্রীরামানুজের অর্থপঞ্চকে উপাস্য রূপকে পরস্বরূপ; উপাসক রূপকে স্বস্বরূপ, কৃপালব ভক্তিকে উপায়স্বরূপ, প্রেমলক্ষণা ভক্তিকে পুরুষার্থস্বরূপ এবং বিরোধীকে বিরোধীরূপ বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্বন্ধ জ্ঞানতত্ত্বে স্বস্বরূপ, পরস্বরূপ, উপায়স্বরূপ, পুরুষার্থস্বরূপ এবং বিরোধী-স্বরূপের জ্ঞান বর্ণিত আছে। সেই জ্ঞান লাভ করতঃ অভিধেয়-ভক্তি অবলম্বন-পূর্ব্বক জীবের প্রয়োজনতত্ত্বরূপ প্রেমলাভ করিবার উপদেশ। প্রভুর শিক্ষায় অধিক সরলতা এবং বিজ্ঞান যাথাত্ম্য পরিলক্ষিত হয়।

নিম্বাদিত্য হইতে নিমাএত সম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে। কেহ কেহ নিমানন্দী সম্প্রদায়কে নিমাএত সম্প্রদায়ের সহিত ঐক্য করিয়া গোলমাল করিয়া থাকেন। তাঁহাদের জানা উচিত যে, শ্রীমহাপ্রভুর অন্য নাম নিমাঞি-পণ্ডিত। **'নিমাঞি' নামটী শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অতিশয় প্রিয় বলিয়া শ্রীবক্রেশ্বর-পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীগোপালগুরুগোস্বামী মহাপ্রভুকে নিমানন্দ আখ্যায় প্রচার করিয়াছেন।** যথা তৎকৃত্য পদ্যে ;—

শ্রীমন্নারায়ণো ব্রহ্ম নারদো ব্যাস এব চ।
শ্রীল-মধ্বঃ পদ্মনাভো নৃহরি-মাধবস্তথা ॥
অক্ষোভ্যো জয়তীর্থশ্চ জ্ঞানসিন্ধুর্মহানিধিঃ।
বিদ্যানিধিশ্চ রাজেন্দ্রো জয়ধর্ম্মমুনিস্তথা
পুরুষোত্তমশ্চ ব্রহ্মণ্যো ব্যাসতীর্থ মুনিস্তথা।
শ্রীমল্লক্ষ্মীপতিঃ শ্রীমান্ মাধবেন্দ্রপুরীশ্বরঃ ॥
ততঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ প্রেমকল্পদ্রুমো ভুবি।
নিমানন্দাখ্যয়া যোঽসৌ বিখ্যাত ক্ষিতিমণ্ডলে ॥

(গোপালগুরু গোস্বামী)

যাঁহারা শ্রীমধ্বাচার্য্য হইতে ঈশ্বরপুরী পর্য্যন্ত পরিত্যাগ-পূর্ব্বক একটি সম্প্রদায় স্থির করেন, তাঁহারা মহাপ্রভুর নিমানন্দ নাম লইয়া নিমানন্দ সম্প্রদায় বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেন। বস্তুতঃ নিমানন্দ সম্প্রদায় নিমাএত সম্প্রদায় হইতে পৃথক!

অনেকে বলেন যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মত নিম্বাদিত্যের মতের সহিত সর্ব্ববিষয়ে এক। তাহা নয়। নিম্বাদিত্যের মত দ্বৈতাদ্বৈত। গৌড়ীয় মত অচিন্ত্যভেদাভেদ। দ্বৈতাদ্বৈত ও অচিন্ত্যভেদাভেদ মতে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে, তাহা সম্প্রতি আমরা স্পষ্ট করিলাম না। স্থল-বিশেষে করিব। পূর্ব্বে

নিম্বার্ক-মতে পারকীয় রসে ভজন স্বীকৃত হয় নাই। স্বকীয়ত্বই নিত্য। গৌড়ীয় মতে পারকীয় রসই সর্ব্বপ্রধান। স্বকীয় মতের মাধুর্য্য অপেক্ষা পারকীয়ে মাধুর্য্য অধিক। এ বিষয়টিও এস্থলে অধিক স্পষ্ট করিলাম না। যাঁহারা এই দুই তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা অনায়াসে বুঝিবেন। যাঁহারা এ বিষয়ে অধিক অনুশীলন করেন নাই, তাঁহাদের নিকটে যতই বলিব সে-সকল বনে রোদনের ন্যায় হইবে।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

পরমহংসস্বামী ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের পিছলদায় শুভাগমনে

বিপুল সাদর সম্বর্দ্ধনায় শ্রীচরণ-কমলে

ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি

জয় জয় গুরুবর করুণা-সাগর।
জ্ঞানের আকর তুমি কৃতিরত্নবর॥
বসন্তের কুঞ্জে কুহু আগমনী গান।
নানাবর্ণ পুষ্পপুঞ্জে কত অর্ঘ্য দান॥
মধুর মলয়ে ভরা সুমধুর গন্ধ।
ছড়াইছে চারিদিকে অতুল আনন্দ॥
ফাগ মেখে রাঙ্গা গায় রাঙ্গা উষা হাসে।
রাঙ্গা রবির রাঙ্গা করে চৌদিক ভাসে॥
প্রকৃতির অভ্যর্থনা জানায় সাদরে।
তব শুভ আগমন পিছলদা পুরে॥

পল্লীবাসী পথে পথে তোরণ সাজায়।
পুষ্প-মাল্য-পতাকায় বিবিধ শোভায়॥
পল্লী-পথ পাশে পাশে কদলী রোপণ।
তার তলে পূর্ণ কুম্ভ করিয়া স্থাপন॥
খোল-করতাল-শিঙ্গা-শঙ্খ-ঝাঁজ-রোলে।
সংকীর্ত্তনে ভক্তগণ হরি হরি বলে॥

শিশুগণ ছুটে' আসে তোমা দেখিবারে।
আনন্দে প্রণাম করে সম্বর্দ্ধনা-তরে॥
মঙ্গলাচরণ করে স্ত্রীলোকের গণ।
শঙ্খবাদ্যে পুষ্প, খই করি' বরিষণ॥
সকলেই সম্বর্দ্ধনা জানায় সাদরে।
শ্রীগুরুর পদার্পণ পিছলদা পুরে॥
আমি অতি দীন হীন নীচ অভাজন।
কি আছে শকতি মম বন্দিব চরণ॥
চন্দন-চর্চ্চিত-পুষ্প নব-দুর্ব্বাদল।
ধূপ-দীপ-গঙ্গাজল নাহি কোন ফল॥
নাহি শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রীতি নাহি কোন ধন।
কি দিয়া পূজিব তব ওরাঙ্গা চরণ॥
তাই বুক ভাসে মোর ঝরে আঁখিজল।
একমাত্র হৃদয়ের প্রধান সম্বল॥
করুণা-নিদান তুমি মহাগুণবান্।
নিজগুণে ক্ষমা কর কর কৃপা দান॥
মম সম পাপী-তাপী পরিত্রাণ-তরে।
তব শুভ আগমন পিছলদা পুরে॥
গৌড়ীয়-গগণে তুমি দীপ্ত দিবাকর।
নাশিতেছ জগতের অজ্ঞান-আঁধার॥
ভুল-ভ্রান্তি দোষ আদি করি' সংশোধন।
সিদ্ধান্তের সার তুমি করিছ জ্ঞাপন॥
জ্ঞান-কর্ম্মযোগ আদি অতি তুচ্ছ ফল।
দেখাইলে ভকতির মহিমা প্রবল॥
মায়াবাদী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী যত ছিল।
তব কাছে হারি' সবে বৈষ্ণব হইল॥
শ্রীমথুরা, সিধাবাড়ী, আসাম-ভিতরে।
নবদ্বীপ, পিছলদা, চুঁচুড়া-সহরে॥
কত মঠ গড়িয়াছ লোক-শিক্ষা-তরে।
আদর্শ আচার্য্য তুমি আচারে-প্রচারে॥

বর্ষে বর্ষে কত তীর্থ পরিক্রমা করি'।
তব সঙ্গে ভক্ত লভে ভক্তি সুমাধুরী ॥
কলিকালে এ'জগতে অধর্ম্ম-প্লাবনে।
বেদান্ত সমিতি মাত্র ধর্ম্ম-সংরক্ষণে ॥
এরূপ দুর্দ্দিনে যদি উহা না থাকিত।
উপদেশ-দানে কেবা জীবেরে রক্ষিত ??
যাঁহার গৌরব-চূড়া উজ্জ্বল উন্নত।
পৃথিবীর নানাধর্ম্মী করে মাথা নত ॥
যাঁহার প্রতিষ্ঠা করি' দেখাইলে মর্ম্ম।
সর্ব্বধর্ম্ম-মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের ধর্ম্ম ॥

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রতি পত্র-ছত্র।
প্রকাশিছে তব যশ মহিমা সর্ব্বত্র ॥
তোমার অমৃত-বাণী পত্রিকা জানায়।
জীবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম—কৃষ্ণসেবা হয় ॥
তোমার কৃপায় জীব কৃষ্ণকৃপা পায়।
তব কৃপা ভিন্ন আর অন্য গতি নাই ॥
চিরকাল এইমাত্র আমার মিনতি।
জন্মে জন্মে তব পদে থাকে যেন মতি ॥

—সেবকাধম **শ্রীমুরারি মোহন প্রধান**
শ্রীপিছলদা (মেদিনীপুর)

উপনিষদ্-বাণী

(বৃহদারণ্যক)

প্রজাপতির দুইপ্রকার পুত্র—দেবতা ও অসুর। এতদুভয়ে পরস্পর স্পর্দ্ধা করিতেন। দেবগণ বিচার করিলেন যে, যজ্ঞে উদ্‌গীথ (সামগান) দ্বারা তাঁহারা অসুরগণকে অতিক্রম করিবেন। এই বিচারে তাঁহারা বাক্‌কে উদ্গান (সামগান) করিতে অনুরোধ করেন। বাণী যখন ঐ কার্য্য করিতে থাকে, তখন অসুরগণ উহা জানিতে পারিয়া বাণীকে পাপবিদ্ধ করিল। অনুচিত ভাষণই পাপ (অসত্য, কটুভাষণাদি)। তখন দেবতাগণ ঘ্রাণকে উদ্গান করিতে বলিলেন। ঘ্রাণ উদ্গানারম্ভ করিলে অসুরগণ তাহা বিদিত হইয়া ঘ্রাণকেও

পাপদ্বারা বিদ্ধ করিল। অনুচিত আঘ্রাণই ঐ পাপ। পুনরায় দেবতাগণ চক্ষুকে উদ্গান করিতে বলেন। চক্ষু তাহা আরম্ভ করিলে অসুরগণ চক্ষুকেও পাপবিদ্ধ করে। অনুচিত (নিষিদ্ধ পদার্থ) দর্শনই পাপ। দেবগণ তখন শ্রোত্রকে উদ্গান করিতে বলেন। অসুরগণ তাহাকেও পাপে বিদ্ধ করে। ঈশ্বর-নিন্দা, পরনিন্দা, আত্মপ্রশংসাদি শ্রবণ করাই পাপ। পুনর্ব্বার দেবগণ মনকে উদ্গান করিতে বলেন। কিন্তু তাহাও অসুরগণদ্বারা পাপবিদ্ধ হয়। অনুচিত (কাম, ক্রোধ, লোভ, বৈরিতা আদি) সঙ্কল্পই ঐ পাপ। তখন দেবগণ মুখাভ্যন্তরে অবস্থিত প্রাণকে উদ্গান করিতে বলেন। অসুরগণ উহা অবগত হইয়াও প্রাণকে পাপবিদ্ধ করিতে পারিল না। তখন দেবগণ প্রকৃতিস্থ হইলেন, অসুরগণও পরাভূত হইল।

ঐ প্রাণদেবতা বাগাদি ইন্দ্রিয়ের পাপ নাশ করিয়া যথার্থ স্থানে স্থাপন করিল। ঐ বাগ্‌দেবতা মৃত্যুর পরে গমন করিয়া অগ্নিরূপ হইয়া দেদীপ্যমান। প্রাণ-দেবতা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া বায়ুরূপ হইল। চক্ষু-দেবতা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া আদিত্য হইল। শ্রোত্র দিক্‌সকল ও মন চন্দ্রমা হইল। পরে প্রাণ নিজের খাদ্য আবাহন করিল। কারণ খাদ্যের দ্বারাই প্রাণ রক্ষিত হয়। প্রাণ অন্নের আবাহন করিলে অন্যান্য ইন্দ্রিয় বলিল যে, অন্নের আবাহন করিয়া তোমারই খাদ্য হইল। এখন আমাদিগকেও উহার অংশী কর। তখন প্রাণ বলিল যে, তোমরা আমাতে প্রবিষ্ট হও। তদনুসারে তাহারা প্রাণে প্রবেশ করিল। তাৎপর্য্য এই যে, প্রাণে আহার দিলে সকল ইন্দ্রিয়েরই পুষ্টি হইবে। প্রাণের এক নাম আঙ্গিরস (অঙ্গের রস — সার এই অর্থে ঐ নাম)।

বাক্‌ই সাম। পবমান নামক সামের উদ্গাতা যখন সামের অভ্যাস করে তখন এই মন্ত্র গান করে—অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়। অর্থাৎ আমাকে অসৎ হইতে সৎএর দিকে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাও এবং মৃত্যু হইতে অমৃতের দিকে লইয়া যাও। অতএব মৃত্যুই অন্ধকার। তাহা হইতে অমৃতে যাওয়া কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বে একমাত্র পুরুষ ছিলেন। তিনি নিজেকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। এক মনু, অপর শতরূপা। শতরূপা বিচার করিলেন, এ পুরুষ নিজ অঙ্গ হইতে আমাকে উৎপাদন করিয়া আমাকে সম্ভোগ করে কেন? অতএব আমি নিজকে গোপন করিব। এই বলিয়া শতরূপা গাভীরূপ হইলেন, তখন মনু বৃষভরূপ ধারণ করিলেন। শতরূপা অশ্বীরূপ ধারণ করিলে মনু অশ্ব, শতরূপা

গর্দ্ধভী হইলে মনু গর্দ্ধভ—এই প্রকার উভয় হইতে সকল প্রাণীরই মিথুন উৎপন্ন হইল।

এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে নাম-রূপরহিত ছিল। সৃষ্টির পর নামরূপে ব্যক্ত হইল। আত্মা শরীরের কেশ হইতে নখাগ্র পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থিত হইল। কিন্তু তাহাকে কেহ দেখিতে পায় না। এই আত্মা পুত্র হইতে, ধন হইতে এবং অন্যান্য সকল বস্তু হইতে প্রিয়। কারণ উহা অন্তরতম প্রদেশে অবস্থিত। আত্মভিন্ন অন্য বস্তু প্রিয় হইলে উহা নষ্ট হইয়া যায়। তখন জীব শোক করে। এজন্য প্রিয় আত্মারই উপাসনা করা উচিত। প্রথমে ব্রহ্ম একাকী ছিলেন। একল অবস্থায় বিভূতিযুক্ত কর্ম্ম করা যায় না—এই বিচারে তিনি ক্ষত্রিয় রূপ রচনা করিলেন। দেবগণ মধ্যে ইন্দ্র, বরুণ, সোম, রুদ্র, মেঘ, যম, মৃত্যু এবং ঈশানাদি ক্ষত্রিয়কে উৎপাদন করিলেন। অতএব ক্ষত্রিয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর নাই। এজন্য রাজসূয় যজ্ঞে ব্রাহ্মণ নীচে বসিয়া ক্ষত্রিয়ের উপাসনা করেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের যোনিস্বরূপ। এজন্য রাজা উৎকৃষ্টতা প্রাপ্ত হইলেও যজ্ঞের অন্তে ব্রাহ্মণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ক্ষত্রিয় যদি ব্রাহ্মণের হিংসা করেন তবে পাপী হইয়া থাকেন।

ব্রহ্ম বিভূতিযুক্ত কর্ম্ম করিতে অসমর্থ হওয়ায় বৈশ্যজাতি রচনা করেন। দেবগণ মধ্যে বসু, রুদ্র, আদিত্য, বিশ্বদেব এবং মরুৎ ইত্যাদি গণশঃ দেবগণকে রচনা করেন। পুনরায় বিভূতিযুক্ত কর্ম্ম করিতে অসমর্থ হইয়া শূদ্রবর্ণ রচনা করেন। পূষা শূদ্রবর্ণ। পৃথিবীই পূষা। পোষণার্থে পূষা।

তথাপি বিভূতিযুক্ত কর্ম্ম করিতে অসমর্থ হইয়া ধর্ম্ম রচনা করেন। ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়েরও নিয়ন্তা। অতএব ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। দুর্ব্বল পুরুষ ধর্ম্মের দ্বারা বলবানকে জয় করিতে পারে। অতএব ধর্ম্মই সত্য। এজন্য সত্যভাষণকারীকে ধার্ম্মিক বলা হয়।

ব্রহ্ম অগ্নিরূপে দেবগণমধ্যে ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। এজন্য মনুষ্যগণ অগ্নিতে কর্ম্ম করিয়া অগ্নির মাধ্যমে দেবগণ হইতে কর্ম্মফল কামনা করে। ব্রহ্ম এই দুই রূপে ব্যক্ত।

আত্মাকে অবগত না হইয়া কেহ পৃথিবী ত্যাগ করিলে তাহার সকল কর্ম্ম বিফল হয়। ঐ ব্যক্তি কোন মহৎকর্ম্ম করিলেও তাহা ক্ষীণ হইয়া যায়। অতএব আত্মলোকের উপাসনা কর্ত্তব্য।

গৃহী কর্ম্মাধিকারী সমস্ত জীবের ভোগ্য-স্বরূপ। গৃহী যজ্ঞ করিলে দেবগণের

ভোগ্য হয়, স্বাধ্যায় দ্বারা ঋষিগণের, পিতৃগণকে পিণ্ডদান করিলে পিতৃগণের এবং মনুষ্যগণকে বাসস্থান ও ভোজনদ্বারা মনুষ্যগণের, তৃণাদি দ্বারা পশুগণের ভোগ্য হয়। এজন্য শ্বাপদ, পক্ষী বা অন্যান্য জীবজন্তু সকলেরই ভোগ্য প্রাপ্তি গৃহীর কর্ম্ম হইতেই হইয়া থাকে।

পিতা প্রজাপতি বিজ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বারা সপ্ত অন্নের রচনা করেন। তন্মধ্যে এক অন্ন সাধারণ অর্থাৎ সব প্রাণীর ভোগ্য। দ্বিতীয় অন্ন দেবগণকে বিতরণ করেন। তৃতীয় নিজের জন্য রাখেন। পশুগণকে এক অন্ন প্রদান করেন। পশুগণকে প্রদত্ত অন্নে প্রাণন-ক্রিয়াকারী এবং অপ্রাণী সকলেই প্রতিষ্ঠিত।

যাহারা সাধারণ অন্নের আশ্রিত তাহারা পাপ হইতে দূরে থাকে না। কারণ উহা মিশ্র অন্ন। দুইটী অন্ন দেবগণকে দিয়াছেন, তাহা হুত ও প্রহুত। এজন্য গৃহস্থগণ দেবগণকে যজ্ঞ ও বলি অর্পণ করেন। কেহ কেহ দর্শ ও পৌর্ণমাসকে দেবগণের অন্ন বলেন। পশুগণকে প্রদত্ত অন্ন—দুধ। পশু-মনুষ্যাদি সকলেই প্রথমে দুধের আশ্রয়ে পুষ্ট হয়।

তিনি তিন অন্ন নিজের জন্য রাখেন। মন, বাণী ও প্রাণ—এই তিন অন্ন। মনুষ্য মনের দ্বারাই দেখে, মন দ্বারাই শুনে। কাম, সঙ্কল্প, সংশয়, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি (ধৈর্য্য), অধৃতি, লজ্জা, বুদ্ধি, ভয়—এসমস্তই মন। পশ্চাদ্দিকে স্পর্শ করিলেও মনের দ্বারাই জানা যায়। শব্দসকল—বাক্, প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান এবং মন এসকলই প্রাণ। শরীর বাঙ্ময়, মনোময় ও প্রাণময়। বাক্ ইহলোক, মন অন্তরীক্ষ এবং প্রাণ স্বর্গলোক। বাক্ ঋগ্বেদ, মন যজুর্ব্বেদ এবং প্রাণ সামবেদ। বিজ্ঞাত বস্তু বাক্ রূপ, জিজ্ঞাস্য বস্তু মনের রূপ এবং অবিজ্ঞাত বস্তু প্রাণের স্বরূপ। প্রাণই অবিজ্ঞাত।

গার্গ্য-গোত্রোৎপন্ন বালাকি অত্যন্ত অহঙ্কারী ও বাচাল ছিলেন। তিনি কাশীরাজ অজাতশত্রুর নিকট গিয়া বলিলেন—আমি তোমাকে ব্রহ্ম উপদেশ করিব। অজাতশত্রু বলেন—আচ্ছা, এ জন্য আমি আপনাকে সহস্র গাভী প্রদান করিব।

গার্গ্য বলেন—আদিত্যে যে পুরুষ আছেন, তাঁহাকেই আমি ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিতেছি। অজাতশত্রু বলেন—না, এরূপ বলিবেন না। তিনি সমস্ত বস্তু অতিক্রম করিয়া অবস্থিত, তিনি সমস্ত প্রাণীর মস্তক-স্বরূপ এবং তিনিই দীপ্তিমান্। যিনি এইরূপে উপাসনা করেন, তিনিও সকলকে অতিক্রম করিয়া সকলের মস্তক-স্বরূপে বিরাজ করেন। গার্গ্য বলেন—চন্দ্রমধ্যে যে পুরুষ

অবস্থিত, আমি তাঁহাকেই ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিতেছি। অজাতশত্রু বলেন—না, আমি তাঁহাকে মহান্, শুক্লবস্ত্রধারী ও সোম রাজারূপে উপাসনা করি। যিনি এই প্রকার উপাসনা করেন তিনি প্রকৃতিবিকৃতিময় সমস্ত যজ্ঞ-অনুষ্ঠানে সমর্থ হন। গার্গ্য বলেন—বিদ্যুতে অবস্থিত পুরুষকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করি। অজাতশত্রু বলেন—না, তাঁহাকে আমি তেজস্বীরূপে উপাসনা করি। এই প্রকার উপাসক তেজস্বী হয়, তাহার সন্তানও তেজস্বী হয়। অতঃপর গার্গ্য আকাশস্থিত পুরুষের ব্রহ্মরূপে উপাসনার কথা বলিলে অজাত-শত্রু তাহারও প্রতিবাদ করিয়া বলেন, তাঁহাকে পূর্ণ ও অপ্রবর্তিরূপে উপাসনা করিলেও সন্তান ও পশুদ্বারা পূর্ণ হওয়া যায় এবং সন্তানাদির উচ্ছেদ হয় না। তৎপরে গার্গ্য বায়ু, অগ্নি, জল, দর্পণ, শব্দ, দিক্‌সকল, ছায়া ও আত্মাতে অবস্থিত পুরুষের উপাসনার কথা উল্লেখ করিলে অজাতশত্রু সমস্তই প্রতিবাদ করিয়া তাঁহাকে মৌনী করিয়া দেন। তখন গার্গ্য অজাতশত্রুর শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করেন। তৎপরে অজাতশত্রু তাঁহাকে উপদেশ করেন—বিজ্ঞানময় পুরুষ শয়নকালে হৃদয়াকাশে শায়িত থাকেন; তখন বাক্, চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ, মন সবই তাহাতে লীন থাকে। আত্মা স্বপ্নে অবস্থিত হইলে কখনও নিজের ব্রাহ্মণ, কখনও রাজা, কখনও বা উচ্চ-নীচ অবস্থা দর্শন করে। গাঢ় নিদ্রামগ্ন হইলে কোন জ্ঞান থাকে না। তখন হিতা নামক ৭২০০০ নাড়ীর মধ্য দিয়া সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া বুদ্ধির সহিত শয়ন করিয়া থাকে।

যেরূপ মাকড়সা তন্তুসকলের উপর যাতায়াত করে তাহাতে আবদ্ধ হয় না, যেরূপ অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, এইরূপ ব্রহ্ম হইতে সমস্ত প্রাণী, সমস্ত লোক, দেবগণ ও সমস্ত ভূত বিবিধরূপে উৎপন্ন হয়। এজন্য তিনি সত্যের সত্য।

যিনি আধান, প্রত্যাধান, স্থূণা এবং দাম (রজ্জু) সহিত শিশুকে জানেন, তিনি তাঁহার বিদ্বেষী ভ্রাতৃব্যকে অবরোধ করেন। মধ্যম প্রাণই শিশু। শরীর অবধান (অধিষ্ঠান), মস্তক প্রত্যাধান, প্রাণ স্থূণা (অন্ন-পান-জনিত শক্তি) এবং অন্ন দাম (বন্ধন রজ্জু)। তাহার সাত অক্ষিতি তাহাকে স্তব করে। অক্ষিতি=নেত্রাঙ্ক। অক্ষিতে যে লালবর্ণ রেখা আছে, তাহারা রুদ্র মধ্যপ্রাণের অনুগত হয়, নেত্রের জল দ্বারা মেঘ হয়। দর্শনশক্তি দ্বারা আদিত্য, নেত্রের কালিমা দ্বারা অগ্নি, এবং শুক্লতা দ্বারা অনুগত হন। নীচের পলক দ্বারা পৃথিবী ও উপরের পলক দ্বারা দ্যুলোক অনুগত।

ব্রহ্মের দুইটী রূপ—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। মর্ত্ত্য ও অমৃত, স্থিত ও যৎ, সৎ ও ত্যৎ। মূর্ত্ত বায়ু ও অন্তরীক্ষ হইতে ভিন্ন। মর্ত্ত্য স্থিত ও সৎ। বায়ু ও অন্তরীক্ষ অমূর্ত্ত, অমৃত, যৎ ও ত্যৎ।

প্রাণ ও দেহান্তর্গত আকাশ হইতে ভিন্নই মূর্ত্ত। ইহা মর্ত্ত্য, স্থিত ও সৎ। নেত্রই মূর্ত্ত, নর্ত্ত্য ও সতের সার।

প্রাণ ও শরীরের অন্তর্গত আকাশ অমূর্ত্ত, অমৃত, যৎ ও ত্যৎ। দক্ষিণ নেত্রান্তর্গত পুরুষই ঐ সকলের রসস্বরূপ। তাঁহার রূপ কুসুম্ভে রঞ্জিত বস্ত্র, ইন্দ্রগোপ কীট, অগ্নি-জ্বালা, শ্বেত কমল ও বিদ্যুতের চমকের ন্যায়। সত্যের সত্য তাঁহার নাম। প্রাণই সত্য, তাহার সত্য বলিয়া তিনি সত্যের সত্য।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও শ্রীজগন্নাথদেব

কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু হরিসেবা-বিমুখ মায়াবদ্ধ জীবের উদ্ধারনিমিত্ত, উপাস্য বস্তু হইয়াও উপাসকের লীলাভিনয় করিয়াছেন—কৃষ্ণ-প্রেমধন-বঞ্চিত জীবগণকে কৃষ্ণপ্রেমধন প্রদানোদ্দেশ্যে স্বয়ং উপাস্য কৃষ্ণ হইয়াও কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীজগন্নাথদেব যে সকল জীবের নিত্য-উপাস্য বস্তু, তাহা জগজ্জীবগণকে জানাইবার জন্য শ্রীজগন্নাথ-ক্ষেত্র শ্রীপুরীধামে শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে নিজ অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে লইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু কতই না নৃত্য-কীর্ত্তন করিয়াছেন। স্বয়ং শ্রীজগন্নাথদেব তাঁহার নৃত্য দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন; তাই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু একটি শ্লোকে তাঁহার নৃত্যের কথা এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন,—

স জীয়াৎ কৃষ্ণচৈতন্যঃ শ্রীরথাগ্রে ননর্ত্ত যঃ।
যেনাসীজ্জগতাং চিত্রং জগন্নাথোঽপি বিস্মিতঃ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৩।১)

[জগন্নাথের রথাগ্রে যিনি নৃত্য করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয়যুক্ত হউন; তাঁহার সেই নৃত্য দেখিয়া সমস্ত জগৎ এবং স্বয়ং জগন্নাথও বিস্মিত হইয়াছিলেন।]

যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অনুগত গৌড়ীয়ভক্ত, তাঁহারা শ্রীজগন্নাথদেবকে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্ররূপেই দর্শন করিয়া থাকেন। অন্যপ্রকার দর্শন তাঁহাদের নাই। তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম যাঁহার হৃদয়-বৃন্দাবনে উদিত হইয়াছে, তিনি

তাঁহার প্রেম লাভ করিয়াছেন। শ্রীজগন্নাথদেবকে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানে গোপীভাবে বিভাবিত হইয়া বলিয়াছিলেন—

"অন্যের হৃদয়—মন, মোর মন—বৃন্দাবন,
'মনে' 'বনে' এক করি' জানি।
তাহাঁ তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৩।১৩৭)

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাসদেব শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদি ও অন্ত্যলীলার বিভিন্নস্থানে শ্রীচৈতন্যচরিতবর্ণন-প্রসঙ্গে জগজ্জীবকে জানাইয়াছেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও শ্রীজগন্নাথদেবে কিছুমাত্র ভেদ নাই; উভয়েই অভিন্ন-স্বরূপ। স্বয়ং ভগবান্ উপাস্য বস্তু হইয়াও জগজ্জীবকে উপাসনা শিক্ষা দিবার জন্য উপাসকের লীলাভিনয় করিয়াছেন মাত্র। যথা, (শ্রীচৈতন্য-ভাগবত অঃ ৩।৪৩৮—৪৩৯)—

সেই প্রভু গৌরচন্দ্র চতুর্ব্যূহরূপে।
আপনে বসিয়া আছে সিংহাসনে সুখে॥
আপনেই উপাসক হই' করে ভক্তি।
অতএব কে বুঝয়ে ঈশ্বরের শক্তি॥

* * *

আপনেই জগন্নাথ ভাবেন আপনে।
আপনে করিয়া আর্ত্তি লওয়ায়েন জনে॥

* * *

আবিষ্ট হইলা প্রভু করি' আচমন।
"কতদূর জগন্নাথ"? বলে ঘনে ঘন॥
(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

আপনেই উপাসক, উপাস্য আপনে।
কে বুঝে তাহান মন, তান কৃপা বিনে॥
এই প্রভু দারুরূপে বৈসে যোগাসনে।
ন্যাসিরূপে ভক্তিযোগ করেন আপনে॥
(শ্রীচৈঃ ভাঃ অঃ ১০।৯৪—৯৫)

জগন্নাথ-মগ্ন প্রভুর নয়ন হৃদয়॥ ইত্যাদি

শ্রীজগন্নাথদেব ও শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মধ্যে যেরূপ কোন ভেদ নাই, সেইরূপ

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মধ্যেও কোনও ভেদ নাই; এতৎ সম্বন্ধে এস্থলে একটি প্রমাণ উল্লিখিত হইল ;—

এক সময় কাশীরাজের আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া মহাদেব শ্রীকৃষ্ণকে নানাভাবে স্তব-স্তুতিদ্বারা প্রসন্ন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহাদেবকে উপদেশ প্রদান প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—

সিন্ধুতীরে বটমূলে 'নীলাচল' নাম।
ক্ষেত্র-শ্রীপুরুষোত্তম—অতি রম্যস্থান ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কালে যখন সংহারে।
তবু সে স্থানের কিছু করিতে না পারে ॥
সর্ব্বকাল সেই স্থানে আমার বসতি।
প্রতিদিন আমার ভোজন হয় তথি ॥

এ জগতে যাঁহাদের কৃপায় জগন্নাথদর্শন হয়, তাঁহারাই প্রকৃত বান্ধব। এতৎ-সম্বন্ধে ভক্তগণ-প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্তি—

তোমরা ত আমার করিলা বন্ধু কাজ।
দেখাইলা আনি জগন্নাথ মহারাজ ॥

(শ্রীচৈতন্যভাগবত অঃ ২।৪২১)

পরমব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথদেব জাগতিক বিধি-নিষেধের অতীত বস্তু। যথা (শ্রীচৈতন্যভাগবত অঃ ১০।১১৪-১১৫)

দামোদর স্বরূপ বলেন,—"শুন ভাই।
হেন বুঝি, ওড়ন যাত্রায় দোষ নাই ॥
পরংব্রহ্ম জগন্নাথরূপ-অবতার।
বিধি বা নিষেধ এথা না করে বিচার ॥

ওড়ন যাত্রায় শ্রীজগন্নাথদেবকে জগন্নাথের সেবকগণ মাণ্ডুয়া বস্ত্র পরিধান করান কেন?—ইত্যাদি বাক্যশ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বপ্নে শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভুকে দর্শনদান করিয়া শাসন করেন। এই লীলাদ্বারা ভগবান্ জীবকে শিক্ষা দিলেন যে, তিনি বিধি-নিষেধের অতীত। যথা শ্রীচৈতন্যভাগবত (অঃ ২০।১২৬-১৩৭)—

সকল জানেন প্রভু চৈতন্য গোসাঞি।
জগন্নাথরূপে স্বপ্নে গেলা তান ঠাঞি ॥

স্বপনে দেখেন বিদ্যানিধি মহাশয়।
জগন্নাথ বলাই আসি হৈলা বিজয়॥

*　　*　　*　　*

একসময় শ্রীরামানুজাচার্য্যপাদ পুরীধামে শ্রীজগন্নাথদেবের পূজা-পদ্ধতি, আচার-বিচার সংশোধন করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হন। সেজন্য সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীজগন্নাথদেবের ইচ্ছাক্রমে শ্রীরামানুজাচার্য্যপাদ নিদ্রাবস্থাতেই ৩০০ শত মাইল দূরে কূর্ম্মক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের (মঃ ৭।১১৩) ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর-কৃত অনুভাষ্যে কূর্ম্মস্থান সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে— * * * শ্রীরামানুজ যেকালে একাদশ-শক-শতাব্দীতে কূর্ম্মাচলে শ্রীজগন্নাথদেব-কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হন, তখন কূর্ম্মমূর্ত্তিকে শিব-মূর্ত্তি জ্ঞান করায় উপবাস করেন, পরে তাঁহাকে বিষ্ণুমূর্ত্তি জানিয়া কূর্ম্মদেবের সেবা প্রকাশ করেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব আর্ত্তজনের বন্ধু

ভগবান আর্ত্তজনের আর্ত্তি-ক্রন্দন শ্রবণে কাতর হইয়া তৎক্ষণাৎ তিনি আর্ত্তজনকে সকল বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীযুত বিভুপদ পণ্ডা বি-এ, বি-টি, কাব্য-পুরাণতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় লিখিত প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য :—

"চটকল-শ্রমিকদিগের বাসপল্লী। শ্রমিকগণ সকলেই উড়িষ্যা-দেশবাসী। তাহারা কলে কাজ করিয়া কোন প্রকারে কায়ক্লেশে জীবন যাপন করে। তাহাদের আয়ের পরিমাণ এত অল্প যে, একদিন কোন কারণে কার্য্য বন্ধ হইলে তৎপরদিবস তাহাদিগকে সপরিবারে একাহারী হইতে হয়, কখনও বা অনাহারে থাকিতে হয়। এইপ্রকার কষ্টের মধ্যেও তাহাদের মনে কোন অশান্তি বা অসন্তোষ নাই। অর্জ্জিত স্বল্প অর্থে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াই আনন্দে দিন কাটায়। সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার সময়ে সকলে একত্রিত হইয়া বিভিন্ন প্রকার বাদ্য-সহকারে শ্রীজগন্নাথদেবের নামকীর্ত্তন করে এবং রাত্রিতে মনের সুখে নিদ্রা যায়। কিন্তু এই আনন্দ-প্রবাহের মধ্যে যে তাহাদের পল্লীভবন একদা ক্রন্দনমুখর হইয়া উঠিবে, তাহা কেহ ভাবিতেই পারে নাই। একদা প্রাতঃকালীন আহারাদি সমাপন করিয়া শ্রমিকগণ যথারীতি কলে কার্য্য করিতে গিয়াছে। শ্রমিক-রমণীগণ নিজ-নিজ গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত। তাহারা পতি-পুত্রাদির মাধ্যাহ্নিক আহারের জন্য আহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত

কারতেছে। হঠাৎ সংবাদ আসিল,—'মধু' নামক একটি শ্রমিক কলে কাজ করিবার সময় পায়ে এমন আঘাত পাইয়াছে যে, সে অচেতন অবস্থায় ভূপতিত হইয়াছে। এই আকস্মিক দুঃসংবাদে 'মধুর' পরিবারস্থ রমণীগণ ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। নিরক্ষর দরিদ্র শ্রমিক হইলেও তাহারা সুখে দুঃখে পরস্পর সহানুভূতিশীল বলিয়া প্রতিবেশি-রমণীগণও এই সংবাদ শ্রবণে অতিমাত্রায় দুঃখিত হইল এবং ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাহাদের কাতর ক্রন্দনে পাষাণও দ্রবীভূত হয়।

এদিকে শ্রমিকটি যেস্থলে হতচেতন হইয়া ভূতলশায়ী হইয়াছিল তৎপার্শ্ব-স্থিত শ্রমিকগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নানা প্রকার কাতর আর্ত্তি-সূচক ধ্বনি করিতে করিতে ইতস্ততঃ ধাবিত হইল। অবশেষে নিরুপায় হইয়া তাহারা যথাজ্ঞান 'মধু'র সংজ্ঞা ফিরাইয়া আনিবার জন্য প্রচুর যত্ন করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হইল। প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর দল ছুটিয়া আসিল, এবং যথাবিধি ব্যবস্থা করিবার পর ভগ্নপাদ শ্রমিকটিকে তাহার কুটীরে পৌঁছাইয়া দিল এবং ডাক্তার ডাকাইবার ব্যবস্থা করিল। ইতোমধ্যে 'মধু'র কিয়ৎপরিমাণে সংজ্ঞা ফিরিয়াছে। সে যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে এবং ভীষণ চীৎকার করিতেছে। শ্রমিক রমণীগণের কাতর ক্রন্দনধ্বনি এবং আহত ব্যক্তির চীৎকার একত্র মিলিত হইয়া এক ভীষণ করুণ দৃশ্যের অবতারণা করিল।

যথাসময়ে ঔষধপত্র ও যন্ত্রপাতিসহ ডাক্তার বাবু আসিয়া পড়িলেন। তিনি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া সময়োচিত ব্যবস্থা করিলেন এবং মন্তব্য করিলেন যে, পা-দুইখানি হাঁটু হইতে খুলিয়া না দিলে রোগী বাঁচিবে না। ডাক্তারের এই মন্তব্যে রোগীর এবং পরিবারস্থ সকলেরই শোক দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। 'মধুর' আয়ের উপরেই তাহার পরিবারের সকলেরই জীবিকা নির্ভর করিতেছে। কর্ত্তিতপদ হইলে সে অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে। সুতরাং কি প্রকারে সংসার বাঁচিবে এবং সেও নিজে বাঁচিবে কি করিয়া, এই দুশ্চিন্তায় তাহাদের শোকের সীমা রহিল না। তাহারা শিরে করাঘাত করিতে করিতে হা হুতাশ করিতে লাগিল। কিন্তু এই বিবেচনায় ত' ডাক্তারের মন্তব্য উপেক্ষা করা চলে না। অবশ্য ডাক্তার বাবুকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করা হইল, যাহাতে পা' দুখানি খুলিয়া না দিয়া সাধারণভাবে চিকিৎসায় আরোগ্য করান হয়। কিন্তু তিনি বিশেষ বিবেচনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তই বহাল রাখিলেন। শ্রমিকগণ তাঁহার

কথায় সম্পূর্ণ আস্থাস্থাপন করিতে না পারিয়া তাঁহার সম্মতিক্রমেই কলিকাতা হইতে অন্য একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারকে আনাইবার ব্যবস্থা করিল। কলিকাতা হইতে আগত ডাক্তার বাবুও যথারীতি পরীক্ষা করিয়া পূর্ব্ব ডাক্তারের মতই সমর্থন করিলেন। অবশেষে অনুরোধ, উপরোধ, ক্রন্দনাদির মধ্যে স্থির হইল যে, পরদিবস প্রত্যুষে পা' দুখানি খুলিয়া দেওয়া হইবে।

এই ব্যবস্থায় রোগীর মানসিক অবস্থা যে কি প্রকার, তাহা বিশেষভাবে অনুমেয়। সে অন্য সব ব্যবস্থা ভুলিয়া গিয়া একমাত্র শ্রীজগন্নাথদেবের শরণাপন্ন হইল; আর শ্রীজগন্নাথদেবকে প্রাণ খুলিয়া ডাকিতে ডাকিতে বলিতে লাগিল—"এ আমার কি দশা হইল! তুমি আমার এ কি করিলে! আমার পা কাটা হইলে আমি বাঁচিব কি করিয়া! আমার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা বাঁচিবে কি করিয়া! তুমি আমাকে বাঁচাও প্রভো! তুমি ব্যতীত এ অবস্থায় আমার ত্রাণকর্ত্তা কেহই নাই। হে প্রভো! আমাকে বাঁচাও। আমাকে কৃপা কর। হে জগন্নাথ! হে প্রভো জগন্নাথ"—এইভাবে সে সর্ব্বদা জগন্নাথকে ডাকিতেছে এবং ক্রন্দন করিতেছে। যতই পা খুলিয়া দিবার বীভৎস দৃশ্য তাহার মানস-নয়নে ভাসিয়া উঠিতেছে, ততই জগন্নাথকে আকুল হইয়া ডাকিতেছে।

পরদিবস প্রাতঃকালে প্রতিবেশী শ্রমিকগণ 'মধু'র কুটিরের সম্মুখে ভীড় করিয়াছে। কৌতূহল-মিশ্রিত উদ্বেগ-সহকারে তাহারা সকলে অতি প্রত্যুষে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। 'মধু'র পরিবারবর্গ তখনও নিদ্রিত। রাত্রি জাগরণ-বশতঃ প্রাতঃকালের দিকে সকলেই একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। যথাসময়ে ডাক্তার বাবু ও তাঁহার সহকারিগণ যন্ত্রপাতিসহ আসিয়া পড়িলেন। দর্শনেচ্ছু বহু ব্যক্তিও তথায় সমবেত হইয়াছেন। উপস্থিত জনসমূহের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া মধু 'জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ' ধ্বনি করিতে করিতে তাহার কুটীর হইতে বহির্গত হইল। তাহার নয়নে আনন্দাশ্রু, শরীরে ভগবৎপাদ-স্পর্শজনিত রোমাঞ্চ, বদনে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। গত দিবসের যন্ত্রণার বিন্দুমাত্র তাহার শরীরে নাই। যেন কোনপ্রকার উদ্বেগজনক ঘটনা সংঘটিত হয় নাই। ডাক্তার বাবু প্রমুখ উপস্থিত জনতা তাহা দর্শন করিয়া অবাক্। ডাক্তার বাবুর প্রশ্নের উত্তরে মধু আনন্দোদ্বেলিতকণ্ঠে বলিতে লাগিল,—"আপনাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরেই আমি হতাশ হইয়া আমাদের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা বন্ধু শ্রীজগন্নাথদেবকে প্রাণ খুলিয়া ডাকিতে লাগিলাম।

সারারাত্রি ধরিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছি, যন্ত্রণার আতিশয্যে ও কষ্টে ক্লান্ত হইয়া রাত্রির শেষভাগে একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। এমন সময়ে দেখিলাম—একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কিরে! তোর কি হ'য়েছে? একটু কোথায় ঘা লেগেছে তাই নিয়ে এত চীৎকার! যা পালা!'—বলিয়া তিনি তাঁহার সুকোমল চরণদ্বারা আমার শরীরে আঘাত করিলেন। আমার মনে হইল, যেন কেহ কোন এক স্নিগ্ধ সুকোমল দ্রব্য আমার ক্ষতস্থানে বুলাইয়া দিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রা ভঙ্গ হইল। চোখ মেলিয়া দেখি, সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নাই এবং আমার শরীরে বিন্দুমাত্র ব্যথা নাই। সমস্ত যন্ত্রণার অবসান হইয়াছে।" এই কথা বলিতে বলিতে মধু জগন্নাথদেবের চরণোদ্দেশ্যে অসংখ্য দণ্ডবন্নতি জ্ঞাপন করিল। উপস্থিত শ্রমিকগণ 'জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ' বলিয়া উচ্চ আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। ডাক্তার বাবু ও অন্যান্য সমাগত ব্যক্তিগণ ভগবানের অপার করুণার কথা মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

'মধু'র মধুর চরিত্র এই স্থানেই শেষ হয় নাই। আর একটি ঘটনায় তাহা আরও সুমধুর হইয়াছে। ভাগ্যবশে অন্তর্যামীর প্রেরণায় সে আরও প্রস্ফুটিত বিবেকবশে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীচরণকমলে প্রার্থনা জানাইয়াছিল,—প্রভো! জীবন দান করিলে, এই জীবন যেন তোমার ঐকান্তিক ভক্তগণের আনুগত্যে তোমার অহৈতুকী সেবায়ই নিরন্তর নিযুক্ত থাকে।"

এই মহাপ্রভু জগন্নাথ শ্রীহরিই একমাত্র সকল জীবের নিত্য উপাস্য বস্তু, তৎসম্বন্ধে কয়েকটি শাস্ত্র প্রমাণ, যথা,—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ (গীঃ ১০।১০)

[নিত্যভক্তিযোগ দ্বারা যাঁহারা প্রীতিপূর্ব্বক আমার (শ্রীকৃষ্ণের) ভজনা করেন, আমি তাঁহাদের শুদ্ধজ্ঞানজনিত বিমল প্রেমযোগ দান করি; তাঁহারা তাহাদ্বারা আমার পরমানন্দধামকে লাভ করেন।]

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ (গীঃ ৮।১৪)

[যাঁহারা প্রত্যহ অনন্যচিত্ত হইয়া কেবল আমাকেই (ভগবান্‌কেই) স্মরণ করেন, আমি সেই নিত্যযুক্ত ভক্ত-যোগিদিগের পক্ষে সুলভ।]

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি॥ (ভাঃ ১।২।৬)

[যাহা হইতে ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত শ্রীকৃষ্ণ শ্রবণাদি-লক্ষণা ফলাভিসন্ধানরহিতা ঐকান্তিকী স্বাভাবিকী নিরপেক্ষা ভক্তি হয়, তাহাই মানবগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সেই ভক্তিবলে অনর্থ উপশান্ত হইয়া আত্মা সম্যক্‌রূপে প্রসন্নতা লাভ করে।]

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নাম-গ্রহণাদিভিঃ॥ (ভাঃ ৬।৩।২২)

নাম-সংকীর্ত্তনাদি দ্বারা শ্রীভগবান্ বাসুদেবের যে ভক্তি যোগ, তাহাই এই জগতে সকল জীবের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়।]

কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তিই সর্ব্বশাস্ত্রের সার উপদেশ—

প্রভু বলে—সর্ব্বকাল সত্য কৃষ্ণনাম।
সর্ব্বশাস্ত্রে 'কৃষ্ণ' বই না বলয়ে আন॥
হর্ত্তা-কর্ত্তা-পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈশ্বর।
অজ-ভব-আদি সব কৃষ্ণের কিঙ্কর॥
কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি' যে আর বাখানে।
বৃথা জন্ম যায় তার অসত্য বচনে॥
আগম-বেদান্ত-আদি যত দরশন।
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে—কৃষ্ণপদে ভক্তিধন॥
(শ্রীচৈঃ ভাঃ ম ১।১৪৮-১৫১)

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে॥

[বেদে, রামায়ণে, পুরাণে, মহাভারতের আদি, অন্ত, মধ্য সর্ব্বত্রই শ্রীহরিই একমাত্র কীর্ত্তিত হইয়াছেন।] (হরিবংশ)

নিজ ছাত্রগণের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ—

বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণনাম।
অহর্নিশ শ্রীকৃষ্ণচরণ কর' ধ্যান॥

*　　*　　*

অঘ-বক-পূতনারে যে কৈলা মোচন।
ভজ ভজ সেই নন্দনন্দন-চরণ॥
পুত্র বুদ্ধি ছাড়ি' অজামিল সে স্মরণে।
চলিলা বৈকুণ্ঠ, ভজ সে কৃষ্ণচরণে॥

যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি।
তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি ॥
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ প্রাণধন।
চরণে ধরিয়া বলি,—'কৃষ্ণে দেহ মন' ॥

(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১।৩৩৬,৩৩৮-৩৩৯, ৩৪২-৩৪৩)

সন্ন্যাস গ্রহণের পরে অনুগামী লক্ষ-লক্ষ-জনগণ প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'কৃষ্ণভক্তির-'বর দান—

"সবে গৃহে যাহ গিয়া লহ কৃষ্ণনাম।
সবার হউক কৃষ্ণচন্দ্র ধন প্রাণ ॥
ব্রহ্মা-শিব-শুকাদি যে রস বাঞ্ছা করে।
হেন রস হউক তোমা সবার শরীরে" ॥

(চৈঃ ভাঃ অঃ ১।৫৫-৫৬)

ভক্ত কূর্ম্মবিপ্রকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সকল ভক্তগণকে কৃষ্ণনাম-ভক্তি প্রচার করিতে আদেশ,—

প্রভু কহে,— * * *
গৃহে রহি' কৃষ্ণনাম নিরন্তর লৈবা ॥
যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ' উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ ॥
কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ ॥
এইমত যাঁর ঘরে করে প্রভু ভিক্ষা।
সেই ঐছে কহে, তারে করায় এই শিক্ষা ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৭।১২৭-১৩০)

ভক্ত বাসুদেব বিপ্রের প্রতি শ্রীমন্মহাভুর উপদেশ,—

প্রভু কহে,— * * *।
নিরন্তর কহ তুমি 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' নাম ॥
কৃষ্ণ উপদেশি' কর জীবের নিস্তার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন অঙ্গীকার ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৭।১৪৭-১৪৮)

শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকেও জীবকে নিরন্তর হরিভজনের উপদেশ দিয়াছেন। শিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোকে প্রভুর উপদেশ,—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

[যিনি তৃণাপেক্ষা আপনাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন, যিনি তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, নিজে মানশূন্য, অপর সকলকে মান প্রদান করেন, তিনি সর্ব্বদা হরিনাম কীর্ত্তনের অধিকারী।]

অতএব শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি সাত্বত শাস্ত্র ও মহাজনগণ এবং সর্ব্বজগতের নাথ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শিক্ষামৃত আলোচনা করিলে জানা যায়, জীবের স্বধর্ম্ম—ভগবদ্দাস্য। মানব সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া নানাবিধ কর্ত্তব্য কর্ম্মকে স্বধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া ভগবৎসেবা বিস্মৃত হইয়া নানা যোনি ভ্রমণপূর্ব্বক ত্রিতাপ যাতনা ভোগ করিতেছে। জীব কৃষ্ণ-কৃপায় সদ্গুরু-পদাশ্রিত হইয়া কৃষ্ণ-কাঙ্ক্ষ-ভজনে প্রবৃত্ত হইলে মায়িক সুখ-দুঃখ-ত্রিতাপ যাতনা হইতে মুক্ত হইয়া ভগবদ্ধামে ভগবৎসেবালাভে প্রেমসমুদ্রে নিমজ্জিত হইতে পারেন। জীবের বদ্ধ ও মুক্ত অবস্থার কথা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সংক্ষেপে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

জীব যদি হইলেন কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ।
মায়াদেবী তবে তারে যাচিলেন সুখ॥
মায়াসুখে মত্ত জীব শ্রীকৃষ্ণ ভুলিল।
সেই সে অবিদ্যাবশে অস্মিতা জন্মিল॥
অস্মিতা হইতে হৈল মায়াভিনিবেশ।
তাহা হইতে জড়গত রাগ আর দ্বেষ॥
এইরূপে জীব কর্ম্মচক্রে প্রবেশিয়া।
উচ্চাবচ গতিক্রমে ফিরেন ভ্রমিয়া॥

*　　*　　*

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুসঙ্গ হয়।
পুনরায় গুপ্ত নিত্যধর্ম্মের উদয়॥
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথা হয় আলোচন।
পূর্ব্ব ভাব উদি কাটে মায়ার বন্ধন॥

*　　*　　*

যথা তথা বাস করি, যে-সে বস্ত্র পরি।
সুলব্ধ ভোজন দ্বারা দেহ-রক্ষা করি॥
কৃষ্ণভক্ত-কৃষ্ণসেবা আনন্দে মাতিয়া।
সদা কৃষ্ণপ্রেমরসে ফিরেন গাহিয়া॥

(কল্যাণকল্পতরু)

—শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী
(শ্রীধাম মায়াপুর)

৬৬ দিনে ৬২ বক্তৃতা

মেদিনীপুর ও ২৪-পরগণায় ২৮টী গ্রামে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ** বিগত ৬ই বৈশাখ ১৩৬৭, ইং ১৯।৪।৬০ মঙ্গলবার সকালবেলা সদলবলে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে **মেদিনীপুর জেলান্তর্গত** কেশবপুর জালপাই (১) গ্রামে উপস্থিত হন। তথা হইতে ক্রমশঃ আমতল্যা (২), নন্দীগ্রাম (৩), ভেটুরিয়া (৪), সাইবাড়ী (৫), পূর্ব্বচক (৬), মোহাটি (৭), সিমুলিয়া (৮), এঁড়াসাল (৯), কুলবাড়ী (১০), পিছল্‌দা (১১), নরচাকুনান্ (১২), তেরপেখিয়া (১৩), কল্যাণপুর (১৪), মলুবসান (১৫), তমলুক (১৬), চকগাড়ুপোতা (১৭); এবং তথা হইতে ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত ডায়মণ্ডহারবার (১৮), কাকদ্বীপ (১৯), লক্ষ্মীকান্তপুর (২০), কাশীনগর (২১), গিলারছাট (২২), কৃষ্ণচন্দ্রপুর (২৩), সরবেড়িয়া (২৪), একতারা (২৫), হটুগঞ্জ (২৬), চাঁদপুর (২৭), পুনঃ ডায়মণ্ডহারবারে (২৮) উপস্থিত হন। তথা হইতে ১০ই আষাঢ় ১৩৬৭, ইং ২৪।৬।৬০ তারিখে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসবে যোগদান করিবার জন্য চুঁচুড়া-সহরে শুভবিজয় করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রচার-সঙ্ঘে (পার্টিতে) **'তমলুক'** পর্য্যন্ত যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

(১) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত মুনি মহারাজ, (২) শ্রীযুত রসরাজ ব্রজবাসী, (৩) শ্রীযুত মুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, (৪) শ্রীযুত শ্রীহরি ব্রহ্মচারী, (৫) শ্রীযুত স্বাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারী, (৬) শ্রীযুত নৃপঞ্চাস্য ব্রহ্মচারী, (৭) শ্রীযুত চিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী, (৮) শ্রীযুত গজেন্দ্রমোক্ষণ দাসাধিকারী, (৯) শ্রীযুত সন্ধিনী-বিলাস দাসাধিকারী, (১০) শ্রীযুত ভুবনমোহন ভক্তিশাস্ত্রী (১১) শ্রীযুত মাধবানন্দ ব্রহ্মচারী, (১২) শ্রীযুত রমানাথ ব্রজবাসী, (১৩) শ্রীযুত অযোধ্যানাথ দাস, (১৪) শ্রীযুত ননীগোপাল দাসাধিকারী, (১৫) শ্রীযুত অচ্যুতকৃষ্ণ দাস, (১৬) ভক্ত শ্রীযুত কানাই (১৭) শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী, (১৮) শ্রীযুত জিতজ্ঞান দাসাধিকারী, (১৯) শ্রীযুত ভগবানদাস ব্রহ্মচারী, (২০) ভক্ত শ্রীযুত হারাধন দাস।

উক্ত বিশজন সেবকের মধ্যে শ্রীযুত রসরাজ ব্রজবাসী, শ্রীযুত ভগবানদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ দাস ও শ্রীযুত জিতজ্ঞান দাসাধিকারী এই চারিজন

প্রচারের প্রথম তিন সপ্তাহকাল অবস্থান করিয়া পরে তাহাদের বিশেষ সেবা-কার্য্যব্যপদেশে শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুমতি অনুসারে স্ব-স্ব-সেবাক্ষেত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

নিম্নে আমরা শ্রীল আচার্য্যদেবের দৈনন্দিন প্রচার-তালিকা পাঠকগণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিলাম।—

(১) ইং ১৯।৪।৬০, বাং ৬ই বৈশাখ '৬৭ মঙ্গলবার—**কেশবপুর জলপাই** গ্রামে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সামন্ত দাসের গৃহ-প্রাঙ্গণে রাত্রি ৮টায় **'মনুষ্য কাহাকে বলে'** সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(২) ইং ২০।৪।৬০, বাং ৭ই বৈশাখ—ঐ গ্রামে শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ দাসের নূতন বাড়ীতে গৃহ-প্রবেশ-উৎসবান্তে রাত্রি ৮টায় স্থানীয় শ্রীযুক্ত বিষ্ণুহরি দাসের গৃহ-প্রাঙ্গণে **'বৈষ্ণবের শুদ্ধাচার এবং ভক্তির লক্ষণ'** সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৩) ইং ২১।৪।৬০, বাং ৮ই বৈশাখ—**আমতল্যা** গ্রামে রাত্রি ৭৷৷টায় শ্রীযুত ভুবনমোহন জানা মহাশয়ের গৃহ-প্রাঙ্গণে **'সনাতন ধর্ম্ম'** সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৪) ইং ২২।৪।৬০, বাং ৯ই বৈশাখ—রাত্রি ৭টায় ঐ গ্রামে ঐ স্থানেই **'মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য'** সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৫) ইং ২৩।৪।৬০, বাং ১০ই বৈশাখ—রাত্রি ৮টায় উক্ত গ্রামের শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র দাস মহাশয়ের গৃহে **'বিভিন্ন সমস্যার সমাধান'** সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৬) ইং ২৪।৪।৬০, বাং ১১ই বৈশাখ—**নন্দীগ্রাম** শ্রীজানকীনাথের মন্দিরের সন্নিকট শ্রীদুর্গামণ্ডপে রাত্রি ৭টায় স্থানীয় লোকের বিশেষ অনুরোধে **'বিভিন্ন সমস্যার সমাধান'** সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৭) ইং ২৫।৪।৬০, বাং ১২ই বৈশাখ—রাত্রি ৭টায় ঐ গ্রামের ব্রজমোহন তিওয়ারী শিক্ষা নিকেতনের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বিজয়কুমার গোস্বামী মহোদয়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে উক্ত স্কুলে **'ধর্ম্মের আবশ্যকতা'** সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৮) ইং ২৬।৪।৬০, বাং ১৩ই বৈশাখ—**ভেটুরিয়া** গ্রামে রাত্রি ৮৷৷টায় শ্রীযুত সত্যপ্রকাশ দাসাধিকারী মহোদয়ের গৃহে **'জীবসেবা ও ঈশ্বরসেবার পার্থক্য'** সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৯) ইং ২৭।৪।৬০, বাং ১৪ই বৈশাখ—উক্ত গ্রামের সন্নিকটস্থ **খোদাম-বাড়ী হাইস্কুলে সকাল ৯টায় 'ধর্ম্মের আবশ্যকতা'** সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(১০) ইং ২৭।৪।৬০, বাং ১৪ই বৈশাখ—**ভেটুরিয়া** গ্রামে শ্রীযুত ননী-গোপাল দাসাধিকারী মহোদয়ের গৃহ-প্রাঙ্গণে রাত্রি ৮৷৷০ টায় **'মনুষ্যের মনুষ্যত্ব কোথায়'** সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়।

(১১) ইং ২৮।৪।৬০, বাং ১৫ই বৈশাখ—ঐ গ্রামে, ঐ স্থানেই রাত্রি ৭৷৷০টায় **'সনাতন ধর্ম্ম'** সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(১২) ইং ২৯।৪।৬০, বাং ১৬ই বৈশাখ—**সাঁইবাড়ী** গ্রামে রাত্রি ৮টায় **'শ্রীচৈতন্যদেব ও উপাসক-সম্প্রদায়'** সম্বন্ধে শ্রীযুত গগনচন্দ্র হাজরা মহাশয়ের উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পশ্চাদ্বর্ত্তী ময়দানে বক্তৃতা।

(১৩) ইং ৩০।৪।৬০, বাং ১৭ই বৈশাখ—উক্ত গ্রামের উক্ত স্থানেই রাত্রি ৮টায় **'মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য'** সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(১৪) ইং ২।৫।৬০, বাং ১৯শে বৈশাখ—পূর্ব্বচকের সন্নিকট বেগুণাবাড়ী জুনিয়র হাইস্কুলে রাত্রি ৮টায় **'মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য'** সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(১৫) ইং ৩।৫।৬০, বাং ২০শে বৈশাখ—পূর্ব্বচকে শ্রীযুত গিরিধারী দাস-অধিকারী মহোদয়ের গৃহ-প্রাঙ্গণে রাত্রি ৮টায় **'বৈষ্ণব-দর্শন ও শঙ্কর-দর্শন'** সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(১৬) ইং ৪।৫।৬০, বাং ২১শে বৈশাখ—**মোহাটীস্থ** ভক্ত শ্রীযুত শশী-ভূষণ মহাশয়ের অনুরোধে স্থানীয় শিবমন্দিরে রাত্রি ৯টায় **'মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য'** সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(১৭) ইং ৫।৫।৬০, বাং ২২শে বৈশাখ—রাত্রি ৭৷৷০টায় **সিমুলিয়ার হাই-স্কুল প্রাঙ্গণে 'সনাতন ধর্ম্ম'** সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(১৮) ইং ৬।৫।৬০, বাং ২৩শে বৈশাখ—সকাল ৯টার সময়ও উক্ত স্থানেই **'ছাত্রজীবনে ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা'** সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(১৯) ইং ৬।৫।৬০, বাং ২৩শে বৈশাখ—রাত্রিতে উক্ত গ্রামের উক্ত স্থানেই **'বৈষ্ণব ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব'** সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(২০) ইং ৭।৫।৬০, বাং ২৪শে বৈশাখ—**এঁড়াসালে** রাত্রি ৮টায় শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী মহাশয়ের গৃহ-প্রাঙ্গণে **'শ্রীএকাদশী—শুদ্ধা ও বিদ্ধা'** সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(২১) ইং ৮।৫।৬০, বাং ২৫শে বৈশাখ—ঐ গ্রাম, ঐস্থানে রাত্রি ৮টায় **'বৈষ্ণব কি জাতি' না ধর্ম্ম ?'** সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(২২) ইং ৯।৫।৬০, বাং ২৬শে বৈশাখ—ঐ গ্রামে রাত্রি ৮টায় শ্রীযুত জিত-জ্ঞান মহাশয়ের গৃহ-প্রাঙ্গণে **'জীবের ধর্ম্ম কি ?'** সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(২৩) ইং ১০।৫।৬০, বাং ২৭শে বৈশাখ—**কুলবাড়ী** গ্রামে রাত্রি ৮টায় **'মনুষ্যত্ব কোথায়'** সম্বন্ধে স্থানীয় ঠাকুর মন্দিরে বক্তৃতা।

(২৪) ইং ১২।৫।৬০, বাং ২৯শে বৈশাখ—**পিছলদা গ্রামে** রাত্রি

৮টায় **'মানব-জীবনের উদ্দেশ্য'** সম্বন্ধে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শ্রীশ্রীপিছলদা-পাদপীঠ-প্রাঙ্গণে বক্তৃতা।

(২৫) ইং ১৩।৫।৬০, বাং ৩০শে বৈশাখ—রাত্রি ৮টায় **শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠের** পশ্চাৎ-প্রাঙ্গণে **'সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়'** সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(২৬) ইং ১৪।৫।৬০, বাং ৩১শে বৈশাখ—**নর-চাকনান** গ্রামে ভক্ত হারাধনের অনুরোধে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে **'শ্রীচৈতন্যদেবের দানের বৈশিষ্ট্য'**-সম্বন্ধে রাত্রি ৮টায় বক্তৃতা।

(২৭) ইং ১৫।৫।৬০, বাং ১লা জ্যৈষ্ঠ—**তেরপেখ্যার** হাটে রাত্রি ৮টায় **'বেদান্তের প্রতিপাদ্য'** সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(২৮) ইং ১৬।৫।৬০, বাং ২রা জ্যৈষ্ঠ—উক্ত স্থানেই পূর্ব্বোক্ত সময়েই **'বেদান্তের প্রতিপাদ্য'** সম্বন্ধে পুনঃ বক্তৃতা।

(২৯) ইং ১৭।৫।৬০, বাং ৩রা জ্যৈষ্ঠ—পূর্ব্বোক্ত স্থানে এবং পূর্ব্বোক্ত সময়ে **শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ।**

(৩০) ইং ১৯।৫।৬০, বাং ৫ই জ্যৈষ্ঠ—**কল্যাণপুরে** শ্রীযুত রাসবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে রাত্রি ৮টার সময় **'ধর্ম্ম-জীবনের আবশ্যকতা'** সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৩১) ইং ২০।৫।৬০, বাং ৬ই জ্যৈষ্ঠ—পূর্ব্বোক্ত স্থানে ও পূর্ব্বোক্ত সময়ে **'বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান'** সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৩২) ইং ২১।৫।৬০, বাং ৭ই জ্যৈষ্ঠ—কল্যাণপুরে পূজ্যপাদ শ্রীল গোস্বামী মহারাজের **শ্রীমদনমোহন গৌড়ীয় মঠে** রাত্রি ৮টায় **'বৈষ্ণব-ধর্ম্ম'** সম্বন্ধে বক্তৃতা। এই **কল্যাণপুর** প্রচারে শ্রীযুত গজেন্দ্র মোক্ষণ দাসাধিকারী মহোদয়ের সহযোগিতাই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(৩৩) ইং ২২।৫।৬০, বাং ৮ই জ্যৈষ্ঠ—**মলুবসানে** রাত্রি ৭৷৷০টায় শ্রীযুত রমণীভূষণ পাল মহাশয়ের গৃহ-প্রাঙ্গণে **'শ্রীনামতত্ত্ব'** সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৩৪) ইং ২৩।৫।৬০, বাং ৯ই জ্যৈষ্ঠ—**তমলুকে** শ্রীহরিনাম প্রচারিণী সভা-প্রাঙ্গণে **'শ্রীনামতত্ত্ব'** সম্বন্ধে রাত্রি ৮টায় বক্তৃতা। এইস্থানে শ্রীযুত প্রবোধ চন্দ্র পট্টনায়েক উকিল মহাশয়ের চেষ্টা ও যত্ন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(৩৫) ইং ২৪।৫।৬০, বাং ১০ই জ্যৈষ্ঠ—**তমলুকে** পূর্ব্বোক্ত স্থানে এবং পূর্ব্বোক্ত সময়ে **'সনাতন ধর্ম্ম'** সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৩৬) ইং ২৫।৫।৬০, বাং ১১ই জ্যৈষ্ঠ—পূর্ব্বোক্ত স্থানে একই সময়ে **'বেদান্তের প্রতিপাদ্য'** সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৩৭) ইং ২৬।৫।৬০, বাং ১২ই জ্যৈষ্ঠ—পূর্ব্বোক্ত স্থানে পূর্ব্ব সময়েই **শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ।**

(৩৮) ইং ২৮।৫।৬০, বাং ১৪ই জ্যৈষ্ঠ—**চকগাড়ুপোতার** শ্রীযুত গৌরহরি খুটিয়া (দাস) ও শ্রীযুত গৌরহরি দাসের আগ্রহে স্থানীয় স্কুলে **'সনাতন ধর্ম্ম ও দেবদেবীর পূজা'** সম্বন্ধে রাত্রি ৮টায় বক্তৃতা।

(৩৯) ইং ২৯।৫।৬০, বাং ১৫ই জ্যৈষ্ঠ—পূর্ব্বোক্ত স্থানে এবং পূর্ব্বোক্ত সময়েই **'পঞ্চরসতত্ত্ব ও ভাগবত'** সম্বন্ধে বক্তৃতা। **এখানে আর্য্যসমাজের সহিত ভাগবত সম্বন্ধে মতভেদ হয়। পরে ইহার আলোচনা প্রকাশিত হইবে।**

(৪০) ইং ৩০।৫।৬০, বাং ১৬ই জ্যৈষ্ঠ—পূর্ব্বোক্ত সময়ে শ্রীযুত নরেন্দ্র নাথ পড়ুয়ার গৃহপ্রাঙ্গণে **'বৈষ্ণবাচার'** সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৪১) ইং ৩১।৫।৬০, বাং ১৭ই জ্যৈষ্ঠ—পূর্ব্বোক্ত স্থানে এবং পূর্ব্ব সময়েই **'বর্ত্তমান সমস্যা'** সম্বন্ধে বক্তৃতা। **এখানে 'বৈষ্ণবের কৃষিকর্ম্ম বিধেয় কিনা' প্রশ্ন উঠে। ইহার বিস্তৃত আলোচনা এই পত্রিকায় পরে প্রকাশিত হইবে।**

(৪২) ইং ২।৬।৬০, বাং ১৯শে জ্যৈষ্ঠ—**ডামণ্ডহারবারে** রাত্রি ৭॥টায় শ্রীযুত শৈলেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয়ের গৃহ-প্রাঙ্গণে **শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ** হয়।

(৪৩) ইং ৩।৬।৬০, বাং ২০শে জ্যৈষ্ঠ—**কাকদ্বীপে** শ্রীবিশালাক্ষী মন্দিরে রাত্রি ৮টায় **'সনাতন ধর্ম্ম'** সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৪৪) ইং ৪।৬।৬০, বাং ২১শে জ্যৈষ্ঠ—পূর্ব্বোক্ত স্থানে, ঐ সময়ে **'মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম'** সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৪৫) ইং ৬।৬।৬০, বাং ২৩শে জ্যৈষ্ঠ—**লক্ষ্মীকান্তপুরে** রাত্রি ৮টায় স্থানীয় হরিসভায় **'সনাতন ধর্ম্ম'** সম্বন্ধে বক্তৃতা। এখানে ডাঃ দীনবন্ধু বাবুর চেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(৪৬) ইং ৭।৬।৬০, বাং ২৪শে জ্যৈষ্ঠ—**কাশীনগরে** হাটচালায় রাত্রি ৮টায় শ্রীমধুসূদন দাসাধিকারীর চেষ্টায় **'মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য'** সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৪৭) ইং ৮।৬।৬০, বাং ২৫শে জ্যৈষ্ঠ—**কাশীনগর** হাটে রাত্রি ৮টায় **'সনাতন ধর্ম্মই বৈষ্ণবধর্ম্ম'** সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৪৮) ইং ৯।৬।৬০, বাং ২৬শে জ্যৈষ্ঠ—**গিলারছাটে** রাত্রি ৮টায় **'বৈষ্ণব-ধর্ম্ম'** সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৪৯) ইং ১০।৬।৬০, বাং ২৭শে জ্যৈষ্ঠ—পূর্ব্বোক্ত স্থানে ও পূর্ব্বোক্ত সময়েই **'শ্রীনামগ্রহণই মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য'** সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৫০) ইং ১১।৬।৬০, বাং ২৮শে জ্যৈষ্ঠ—পুনঃ **কাশীনগর** হাটে রাত্রি ৮টায় **"বৈষ্ণবাচার ও নিত্যধর্ম্ম'** সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৫১) ইং ১২।৬।৬০, বাং ২৯শে জ্যৈষ্ঠ - রাত্রি ৮টায় কৃষ্ণচন্দ্রপুরে **'বিভিন্নাংশ জীবের সেবাধিকার'** সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৫২) ইং ১৩।৬।৬০, বাং ৩০শে জ্যৈষ্ঠ—**সরবেড়িয়াতে** শ্রীযুত দ্বিজোত্তম দাসাধিকারী মহোদয়ের গৃহে রাত্রি ৮টায় **"অধোক্ষজ তত্ত্ব"** সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৫৩) ইং ১৫।৬।৬০, বাং ১লা আষাঢ়—**একাতারা** গ্রামের প্রাথমিক স্কুল প্রাঙ্গণে রাত্রি ৭৷৷০টায় **'মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য'** সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৫৪) ইং ১৬।৬।৬০, বাং ২রা আষাঢ়—পূর্ব্বোক্ত স্থানে ও সময়ে **'সনাতন ধর্ম্ম'** সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৫৫) ইং ১৭।৬।৬০, বাং ৩রা আষাঢ়—**হটুগঞ্জের** হরিসভাগৃহে রাত্রি ৮টায় **'মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য ও বৈষ্ণব-ধর্ম্ম'** সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৫৬) ইং ১৮।৬।৬০, বাং ৪ঠা আষাঢ়—**চাঁদনগরে** পরলোকগত শ্রীযুত বসন্ত কুমার ঘোষের গৃহ-প্রাঙ্গণে রাত্রি ৮টায় **'শ্রীনামতত্ত্ব'** সম্বন্ধে আলোচনা।

(৫৭) ইং ১৯।৬।৬০, বাং ৫ই আষাঢ়—**চাঁদনগরে** রাত্রি ৮টায় শ্রীযুত নীলমণি ঘোষের গৃহ-প্রাঙ্গণে **শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ।**

(৫৮) ইং ২০।৬।৬০, বাং ৬ই আষাঢ়—**চাঁদনগরে** শ্রীযুত কৃষ্ণপদ ঘোষের গৃহে অপরাহ্ণ ৫টার **শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ।**

(৫৯) ইং ২০।৬।৬০, বাং ৬ই আষাঢ় **চাঁদনগরে** রাত্রি ৮টার সময় শ্রীযুত রজনীকান্ত ঘোষের গৃহে **শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ।**

এই চাঁদনগর প্রচার কার্য্যে শ্রীযুত রাধানাথ দাসাধিকারী মহোদয় সবিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করেন।

(৬০) ইং ২১।৬।৬০, বাং ৭ই আষাঢ়——**ডায়মণ্ডহারবার**-দেওয়ানী আদালতের মোহরার সেরেস্তাহলে রাত্রি ৭৷৷০টায় **'সনাতন ধর্ম্ম'** সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৬১) ইং ২২।৬।৬০, বাং ৮ই আষাঢ়—পূর্ব্বোক্ত স্থানে ও সময়ে পুনঃ **সনাতন ধর্ম্ম'** সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৬২) ইং ২৩।৬।৬০, বাং ৯ই আষাঢ়—পূর্ব্বোক্ত স্থানে ও সময়ে **শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়।**

—শ্রীচিদঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

———

সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণের বক্তৃতা

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত মুনি মহারাজ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ভেটুরিয়া গ্রামে 'মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে, পূর্ব্বচকে 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' পাঠ, মোহাটীতে 'বৈষ্ণব ধর্ম্ম', 'এড়াঁসালে 'মনুষ্য কে ?', কুল-বাড়ীতে 'ভক্ত প্রহ্লাদের শিক্ষা,' চকগাড়ুপোতায় 'শ্রীচৈতন্যের দান' সম্বন্ধে এবং ২৪পরগণার লক্ষ্মীকান্তপুরে "মনুষ্যত্ব কি ?" গিলারছাটে 'নিত্যধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীযুত রসরাজ ব্রজবাসী ভেটুরিয়া গ্রামে 'বিভিন্ন সমস্যার সমাধান', মোহাটীতে 'মনুষ্যের করণীয়' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

শ্রীযুত শ্রীহরি ব্রহ্মচারী ভেটুরিয়ায় 'সম্বন্ধ তত্ত্ব' সম্বন্ধে এবং নর-চাক্‌নানে 'মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য' ও শ্রীপিছল্‌দা গৌড়ীয় মঠে 'সনাতন ধর্ম্ম', ২৪ পরগণা জেলার গিলারছাটে 'বৈষ্ণব-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা' সম্বন্ধে বক্তৃতা এবং সরবেড়িয়াতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন।

শ্রীযুত চিদ্‌ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী ভেটুরিয়ায় 'সনাতন ধর্ম্ম', সাঁইবাড়ীতে 'মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্য', এঁড়াসালে 'বৈষ্ণব-ধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম', কুলবাড়ীতে 'মনুষ্যত্ব কি ?', নর-চাক্‌নানে 'মানব-জীবনের উদ্দেশ্য কি ?', ২৪ পরগণার গিলারছাট গ্রামে 'সনাতন ধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির এই প্রচারকার্য্যে শ্রীযুত ভুবনমোহন ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীযুত রাসবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযুত সুদর্শন ব্রহ্মচারী, শ্রীযুত পদ্মনাভ দাস অধিকারী, শ্রীযুত দ্বিজোত্তম দাসাধিকারী, শ্রীযুত মধুসূদন দাসাধিকারী, শ্রীযুত রসিকমোহন দাসাধিকারী প্রমুখ ভক্তগণ সবিশেষ সহায়তা করেন।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা

পথিমধ্যে গয়া, কাশী ও প্রয়াগ দর্শনাদি

আগামী ২৭ আশ্বিন, ১৩ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার রাত্র ৮টায়
হাওড়া হইতে সমিতির রিজার্ভ গাড়ী ছাড়িবে।
যাত্রিগণ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা অফিসে যোগাযোগ করুন।



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥
অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১২শ বর্ষ | প্রত্যূষ, ৯ হৃষীকেশ, ৪৭৪ গৌরাব্দ
মঙ্গলবার, ৩১ শ্রাবণ, ১৩৬৭ ; ইং ১৬।৮।৬০ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সানুবাদং

মুনিগণ-কৃতং "শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্তোত্রৈকাদশকম্"

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে
চতুরশীতিতমেঽধ্যায়ে—১৬-২৬)

শ্রীমুনয় উচুঃ,—

যন্মায়য়া তত্ত্ববিদুত্তমা বয়ং
বিমোহিতা বিশ্বসৃজামধীশ্বরাঃ।
যদীশিতব্যায়তি গূঢ় ঈহয়া
অহো বিচিত্রং ভগবদ্বিচেষ্টিতম্ ॥১৬॥

(সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে সমাগত যাদবগণ, গোপীগণ ও অপরাপর নৃপতিগণের সহিত ব্যাসদেব-নারদাদি মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনার্থ আগমন করিয়া তৎকর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া লজ্জিতভাবে বলিতে লাগিলেন—)

শ্রীমুনিগণ বলিলেন,—"হে ভগবন্, যেহেতু আপনি মনুষ্য-লীলায় নিজ-স্বরূপ প্রচ্ছন্ন রাখিয়া অনীশ্বরবৎ আচরণ করিতেছেন, সেইজন্য আমরা মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণের অধীশ্বর এবং পরমতত্ত্বজ্ঞ হইয়াও আপনার মায়ায় বিমোহিত হইতেছি। অহো! আপনার লীলাচরিত অতিশয় অচিন্তনীয় ॥১৬॥

অনীহ এতদ্বহুধৈক আত্মনা
সৃজত্যবত্যত্তি ন বধ্যতে যথা।
ভৌমৈর্হি ভূমির্বহুনাম-রূপিণী
অহো বিভূম্নশ্চরিতং বিড়ম্বনম্ ॥১৭॥

ভূমি স্বরূপত এক হইলেও ঘট, শরাব প্রভৃতি বিকার-ভেদে যেরূপ বিবিধ নাম ও আকৃতি ধারণ করে, সেইরূপ আপনি স্বরূপতঃ এক এবং অক্রিয় হইয়াও নিজস্বরূপ দ্বারা বহুরূপে এই বিশ্বের সৃষ্টি, পালন এবং সংহার করিয়া থাকেন, অথচ নিজে কর্ম্মফলে বদ্ধ হন না। তাদৃশ পরিপূর্ণ স্বরূপ আপনার জন্মাদি চরিত—অনুকরণ মাত্র, বস্তুতঃ সত্য নহে ॥১৭॥

অথাপি কালে স্বজনাভিগুপ্তয়ে
বিভর্ষি সত্ত্বং খল-নিগ্রহায় চ।
স্বলীলয়া বেদ-পথং সনাতনং
বর্ণাশ্রমাত্মা পুরুষঃ পরো ভবান্ ॥১৮॥

হে ভগবন্, তথাপি আপনি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের একমাত্র রক্ষক পরম-পুরুষ বলিয়া ভক্তগণের রক্ষা এবং দুষ্টগণের দমনের জন্য যথাকালে শুদ্ধসত্ত্বময় বিগ্রহ ধারণ এবং স্বলীলায় বেদমার্গ পালন করিয়া থাকেন ॥১৮॥

ব্রহ্ম তে হৃদয়ং শুক্লং তপঃ-স্বাধ্যায়-সংযমৈঃ।
যত্রোপলব্ধং সদ্ব্যক্তমব্যক্তঞ্চ ততঃ পরম্ ॥১৯॥

হে ব্রহ্মন্, মানবগণ যে বেদশাস্ত্র হইতে তপস্যা, অধ্যয়ন এবং সংযম দ্বারা ব্যক্ত (কার্য্য), অব্যক্ত (কারণ) এবং তদুভয়ের অতীত

সৎস্বরূপ ব্রহ্ম বস্তুর সন্ধান লাভ করিয়া থাকেন, সেই বেদশাস্ত্র আপনার বিশুদ্ধ অন্তরঙ্গ স্বরূপ ॥১৯॥

তস্মাদ্‌ব্রহ্মকুলং ব্রহ্মন্ শাস্ত্রযোনেস্ত্বমাত্মনঃ।
অভাজয়সি সদ্ধাম তদ্‌ব্রহ্মণ্যাগ্রণীর্ভবান্ ॥২০॥

হে দেব, এই বেদশাস্ত্রই আপনার উপলব্ধি-বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ এবং এই ব্রাহ্মণগণই সেই বেদশাস্ত্রের একমাত্র প্রচারক বলিয়া আপনি নিজের উপলব্ধিস্থান-স্বরূপ এই ব্রাহ্মণ-কুলকে পূজা করিয়া থাকেন, সুতরাং আপনি ব্রহ্মণ্যগণের অগ্রণীরূপে কর্ম্মের আচরণ করিতেছেন ॥২০॥

অদ্য নো জন্ম-সাফল্যং বিদ্যায়াস্তপসো দৃশঃ।
ত্বয়া সঙ্গম্য সদ্‌গত্যা যদন্তং শ্রেয়সাং পরঃ ॥২১॥

অদ্য আমরা সাধুজন-শরণ আপনার সঙ্গলাভ করিয়া বিদ্যা, তপস্যা, চক্ষু এবং জন্মের সাফল্য প্রাপ্ত হইয়াছি। যেহেতু, আপনি নিখিল মঙ্গলসমূহের পরাকাষ্ঠা-স্বরূপ ॥২১॥

নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে।
স্ব-যোগমায়য়াচ্ছন্নমহিম্নে পরমাত্মনে ॥২২॥

হে প্রভো শ্রীকৃষ্ণ, স্বীয় যোগমায়াবলে গূঢ়মাহাত্ম্যশালী অকুণ্ঠবুদ্ধি, সর্ব্বান্তর্য্যামী পরম পুরুষ ভগবান্ আপনাকে প্রণাম করিতেছি ॥২২॥

ন যং বিদন্ত্যমী ভূপা একারামাশ্চ বৃষ্ণয়ঃ
মায়া-জবনিকাচ্ছন্নমাত্মানং কালমীশ্বরম্ ॥২৩॥

হে ভগবন্, আপনি লোক-লোচন-সমীপে মায়া-যবনিকায় সমাবৃত বলিয়া এই রাজগণ, এমন কি আপনার সহিত সর্ব্বদা একত্র বিহারশীল যাদবগণও পরমাত্মা সর্ব্বান্তর্যামী কালরূপী আপনাকে অবগত হইতে পারেন না ॥২৩॥

যথা শয়ানঃ পুরুষ আত্মানাং গুণতত্ত্বদৃক্।
নামমাত্রেন্দ্রিয়াভাতং ন বেদ রহিতং পরম্ ॥২৪॥
এবং ত্বা নামমাত্রেষু বিষয়েষ্বিন্দ্রিয়েহয়া।
মায়য়া বিভ্রমচ্চিত্তো ন বেদ স্মৃত্যুপপ্লবাৎ ॥২৫॥

হে দেব, স্বপ্নদশায় অৎকালিক বিষয়সমূহে সত্যবুদ্ধি-সম্পন্ন পুরুষ যেরূপ নিজকে মনঃকল্পিত অযথার্থ সিংহ-ব্যাঘ্রাদিরূপে দর্শন করিয়া নিজের তাদৃশ স্বরূপই সত্য বলিয়া অবগত হয়, পরন্তু তদ্ব্যতীত দেবদত্তাদি প্রকৃত স্বরূপ অবগত হয় না; সেইরূপ স্বপ্নতুল্য বিষয় সমূহে ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তিরূপ মায়াদ্বারা বিমোহিত-চিত্ত হইয়া মানবগণ বিবেকবুদ্ধির বিনাশ হেতু আপনার স্বরূপ জানিতে পারে না ॥২৪-২৫॥

তস্যাস্তে তদৃশিমাঙ্ঘ্রিমঘৌঘমর্ষ-
তীর্থাস্পদং হৃদি কৃতং সুবিপক্ক-যোগৈঃ।
উৎসিক্ত-ভক্ত্যুপহতাশয়-জীবকোশা
আপুর্ভবদ্গতিমথানুগৃহাণ ভক্তান্ ॥২৬॥

হে ভগবন্, আপনার যে পাদপদ্ম সর্ব্বপাপবিনাশিনী গঙ্গাদেবীর আশ্রয়স্বরূপ এবং সুপরিপক্ক যোগবল সম্পন্ন মহাপুরুষগণও সর্ব্বদা হৃদয়-মধ্যে যাঁহার ধ্যান করিয়া থাকেন, আমরা অদ্য সেই চরণ-কমলের দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি। অতএব আমাদিগকে নিজভক্ত করিয়া অনুগৃহীত করুন, যেহেতু আপনার উদ্রিক্ত ভক্তিবলে যাঁহাদের অন্তঃকরণস্বরূপ জীবকোশ বিধ্বস্ত হইয়াছে, তাদৃশ পুরুষগণই পুরাকালে বৈকুণ্ঠধাম লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, অন্য কেহ তাহাতে সমর্থ হয় নাই ॥২৬॥

"কৃষ্ণে মতিরস্তু"

সংসারে কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে অবর ব্যক্তি প্রণতিসূচক আনুগত্যের ভাষা বলিলে তিনি তদুত্তরে "তোমার মঙ্গল হউক" বলিয়া থাকেন। এই জাগতিক মঙ্গল-লাভের জন্য 'অবর'-পরিচিত ব্যক্তি বরেণ্যব্যক্তির পদে 'পায়ে লাগি মহারাজ,,,'নমস্কার', 'প্রণাম' প্রভৃতি শব্দ বলিয়া থাকেন। উদ্দেশ্য—অধমর্ণ-সূত্রে উত্তমর্ণের নিকট ইন্দ্রিয়-তর্পণ-লাভরূপ-প্রার্থনা-চালিত হইয়াই নমস্কারাদির আবাহন। সম্মানের গ্রাহক সম্মান লাভ করিয়া সম্মান-দাতার যে মঙ্গল-আকাঙ্ক্ষা করেন, সেই কল্যাণে নানাপ্রকার ফর্দ্দ আছে। 'ধনে-পুত্রে লক্ষ্মী-লাভ হউক', 'যশঃ প্রতিভা সংবর্দ্ধিত হউক', 'শরীর নিরাময় হউক' প্রভৃতি

নানাপ্রকার আশীর্ব্বাদে জাগতিক লোকসকল আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করে। 'মনোঽভীষ্ট পূর্ণ হউক', 'ইন্দ্রিয়সমূহ তৃপ্তিলাভ করুক', 'বিত্তলাভ হউক',—ইহাই আশীর্ব্বাদের দৌড়। দেব-দ্বিজাদির চরণে দণ্ডবৎ করিয়াও আমরা এক তরফা 'বরং দেহি, ধর্ম্মং দেহি,' প্রভৃতি নানাপ্রকার কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকি।

যাঁহারা ইহজগতে ভগবানের শক্তির পরিচয় আছে জানেন, তাঁহারা ভগবদ্‌বস্তুকে তাৎকালিক অবস্থা-বিশেষ মনে করিয়া ব্রহ্মের নিত্যত্ব বা পরমাত্মার ব্যাপকত্বাদিকে ভগবত্তার উপরে আসন প্রদান করেন। ব্রহ্মের নিঃশক্তিক ও পরমাত্মার জড়শক্তি-প্রাবল্যই অনেকের নিকট সর্ব্বস্ব বোধ হয়। কিন্তু ঐসকল কামনা বদ্ধজীবের অপস্বার্থপরতার মধ্যেই আবদ্ধ। যখন কামনা কামদেবের কামতৃপ্তির জন্য বিহিত না হয়, তখন নিজাভীষ্ট-সিদ্ধির এই প্রকার লাড্ডু পাইবার আশা বদ্ধজীবকে অস্থির করিয়া তোলে।

সাধুদিগের নিকট যে-কালে মনুষ্য ভগবানের পরাক্রমের কথা শ্রবণ করেন, তখন ত্রিবিক্রমের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া নিজেদেরও অস্তিত্ব সংরক্ষণ নিত্যাকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের হৃদয়ে উদিত হয়। ভগবদ্‌বস্তুর নিত্যতা, ভগবদ্‌বস্তুর পূর্ণজ্ঞানময়তা, ভগবদ্‌বস্তুর নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়তা অংশবিশেষ বলিয়া তিনি পূর্ণের সেবা-ব্যতীত অন্য কোন প্রকার আত্মবৃত্তি থাকার অবৈধ কল্পনা করেন না,—ইহাই জীবের মুক্তাবস্থার স্মৃতি।

বদ্ধজীবের পূর্ণতার সম্ভাবনা থাকিলে অপূর্ণ মনোধর্ম্ম তাহাদিগকে কখনও ঘানিপাকে ঘুরাইতে পারিত না। যাহারা বলদের ন্যায় ঘানিতে ঘূর্ণায়মান হয়, তাহাদের এষণা ভগবদিতর বস্তুতেই নিহিত। যখনই তাহাদের মনে পড়ে যে, ভগবান্ পূর্ণশক্তিক অচিচ্ছক্তি পরিণত জগৎ তাঁহার বাহ্য-অঙ্গের ইন্ধন-স্বরূপ নশ্বর কালের পরিখার অভ্যন্তরে অবস্থিত, তখনই সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ভগবানের পূর্ণস্বতন্ত্রতা পরম নির্ম্মল অণুচিৎএর নিকট প্রতিভাত হয়। বদ্ধ-জীবের অপূর্ণ চিন্তাস্রোত যে-কালে অপূর্ণবস্তুর আপেক্ষিকতায় আবদ্ধ হয়, সেইকালে পূর্ণপুরুষের সেবা-প্রবৃত্তি কাহাকে বলে অর্থাৎ ভক্তির স্বরূপ কি এবং উহাই যে আত্মার ধর্ম্ম, তদুপলব্ধি-বিষয়ে নানাপ্রকার ব্যাঘাত আসিয়া জীবকে মানসিক তাণ্ডবনৃত্যে প্রধাবিত করায়। এই জন্যই প্রকৃত সাধুগণ ভগবৎসেবাতৎপর হওয়াই মুক্ত জীবাত্মার নিত্য-স্বভাব বলিয়া উপদেশ দিয়া

থাকেন—তজ্জন্যই তাঁহারা আশীর্ব্বাদমুখে "কৃষ্ণে মতিরস্তু" বাণী-দ্বারা বন্ধু-বর্গের নিত্য-মঙ্গল কামনা করেন।

কৃষ্ণে মতি না থাকিলেই জীবের সীতারামোপাসনার অবনতি ঘটে। তাহাতে পূর্ণ উৎসাহের অভাবে শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ-সেবার নিত্যসার্দ্ধরসদ্বয় নশ্বর কার্য্যাদিতে নিযুক্ত থাকার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়। তাহাতে ব্যাঘাত ঘটিলে জীব পুরুষোত্তম বাসুদেবের সেবাকেই নিত্যধর্ম্ম বলিয়া আদর করেন। তাহাতে বাধা উপস্থিত হইলে পূর্ণচেতন-ধর্ম্মে স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত নির্ব্বিশেষভাবে শিবত্ব কল্পনা করেন। ইহাতে জড়বিচিত্রতা ও জড়-বিলাস স্তব্ধ হইয়া পড়ে।

আবার-জড়ভোগরহিত আদর্শে ভবানীপতির নির্ব্বিশেষ-ভাবেরই আদর বৃদ্ধি পায়। তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া প্রকৃতি-পূজার শ্রেষ্ঠতায় আমরা ভবানী-পতির বক্ষদেশে দেবীকে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে দেখিয়া সকাম হইয়া পড়ি।

প্রাকৃতদর্শনে আমরা নানাভাবে প্রকৃতিসৃষ্ট পদার্থগুলির আলোচনায় চেতন-ধর্ম্মের ব্যবহার করিয়া আত্মশ্লাঘা করি; তখন জড়বাদ, সন্দেহবাদ, নাস্তিক্যবাদ ক্লীব-বিচার, নির্ব্বিশেষ জড়াপ্রকৃতির বিচার প্রভৃতি আমাদিগকে গ্রাস করিয়া আমাদের পূজা-চেষ্টা নষ্ট করিয়া দেয়—পূজ্য-জ্ঞানের অভাবে ভোগরাহু আসিয়া আমাদিগের শান্তিচন্দ্রিমাকে গ্রাস করিয়া আমাদিগকে ভোগিদাস করিয়া তোলে। তখন আমরা অন্যের নিকট নমস্কার ও প্রণতি প্রাপ্তির জন্য বসিয়া থাকি।

কেহ বা গুরু-সজ্জায় শিষ্যের বেষ গ্রহণ করেন, কোথাও কিঞ্চিৎ দ্রবিণের বিনিময়ে ভগবদ্দাস ভক্তগণকে ভগবানের সেবা ছাড়াইয়া নিজ-সেবায় নিযুক্ত করিয়া প্রলোভন-প্রদর্শন-পূর্ব্বক নিজেই ভোগী হইয়া পড়েন। তখন ভগবানের অর্চ্চাবিগ্রহকে নিজভোগ্য-দৃশ্যমাত্রজ্ঞানে তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য চিত্তকে গগন হইতে অবনত করেন, কখনও বা ভগবন্নাম-গ্রহণে প্রেমোদয় হইতেছে না বলিয়া নামভজন-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক "যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে" প্রভৃতি জড়বিচার ভগবানের ঘাড়ে চাপাইয়া আপনি নির্ব্বাক হইয়া পড়েন এবং উহাকেই শ্রুতি-প্রতিপাদ্য বিষয় বলেন। কখনও বা অষ্টযোগিনী সিদ্ধি-লাভ করিতে গিয়া চক্রে ভৈরবীগণের পূজায় আত্মভোগ সংগ্রহ করেন।

প্রাকৃত সহজিয়াগণ "কৃষ্ণে মতিরস্তু" প্রভৃতি সাধুদিগের আশীর্ব্বাদে ভ্রান্ত

হইয়া স্বয়ংই কৃষ্ণকে ভোগ করিবার বাসনায় প্রাকৃত নারীর পূজায় স্বীয় স্ত্রৈণ-বিচারকেই অভিধেয় জ্ঞান করেন। ঐগুলি "কৃষ্ণে মতিরস্তু"র অপব্যবহার। ভোগবাসনাগ্রস্ত ব্যক্তি জড়ভোগে আসক্ত হইয়া "অনাসক্তস্য বিষয়ান্" ও "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা"—এই শ্লোকদ্বয়ের অর্থ বুঝিতে পারে না বলিয়াই দয়া-নিধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য 'যুক্ত' ও 'ফল্গু' বৈরাগ্যের নিদর্শন জানাইয়া দিয়া "কৃষ্ণে মতিরস্তু"র বিচার বদ্ধজীবের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি করাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য—ভিন্ন নহেন। সুতরাং শ্রীচৈতন্যের দানই—শ্রীকৃষ্ণের কল্যাণ-দান।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

অপরাধ-ভঞ্জনপাট কুলিয়া কোথায় ?

কোন ব্যক্তির এই প্রশ্নটী আমাদিগের হস্তে আসিয়াছে। প্রশ্নকর্ত্তা একজন বিজ্ঞবৈষ্ণব। অতএব আমরা যত্ন সহকারে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বঙ্গদেশের অনেকস্থানে কুলিয়ানামে এক একটী ক্ষুদ্রগ্রাম বর্ত্তমান আছে। যে কুলিয়ার বিষয়ে আমরা আলোচনা করিতেছি, সে কুলিয়া জগতের মধ্যে একটী অতুল্যস্থানবিশেষ। কেন না ইতিহাস সেই কুলিয়াকে বিশেষ সম্মান করিয়া উক্তি করিয়াছেন। সেই কুলিয়ার নাম শ্রীপাটকুলিয়া। সেইখানে কলি-পাবনাবতার শ্রীমদ্গৌরাঙ্গপ্রভু সাতদিবস অবস্থিতি করিয়া, চাপাল-গোপাল নামক মহা অপরাধদণ্ডিত শ্রীনদীপনিবাসী একজন অধ্যাপককে অপরাধ হইতে মুক্ত করিয়াছেন। সেইখানে মহেশ্বরবিশারদের জাঙ্গাল নিবাসী দেবানন্দ-নামক একটী ভাগবতবেত্তা পণ্ডিতের ভক্তাপরাধ মার্জ্জনপূর্ব্বক পবিত্র করিয়া-ছিলেন। সেইখানে কৃষ্ণানন্দনামক তন্ত্রবিৎ কোন পণ্ডিত বৈষ্ণবাপরাধে মহা-রোগগ্রস্ত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় রোগ ও অপরাধ হইতে মুক্ত হইয়া-ছিলেন। এবম্ভূত তীর্থাবতংস কুলিয়ানগর কোথায়—ইহা স্থির করিতে গেলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক পণ্ডিতবর্গের বিরচিত গ্রন্থালোচন ব্যতীত অন্য উপায় কি থাকিতে পারে ?

কুমারহট্ট হইতে তিনমাইল পূর্ব্বে একটী ক্ষুদ্রগ্রামে কয়েক বৎসর হইল কুলিয়া পাটের মেলা বলিয়া একটী মেলা সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রতিবৎসর পৌষমাসে সেই মেলায় কলিকাতা ইত্যাদি নগর হইতে বহুজন গিয়া থাকেন। এই গতিকে সামান্য সামান্য লোকের নিকটে কুলিয়ার নাম উচ্চারণ করিলে

ঐ গ্রামকে কুলিয়া বলিয়া তাঁহারা বুঝিয়া থাকেন। বস্তুত অপরাধভঞ্জনের পাট বা দেবানন্দের পাট বলিয়া যে কুলিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবতে, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে, শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যে এবং প্রেমদাসবাবাজীকৃত চন্দ্রোদয়ভাষানুবাদে উল্লিখিত আছে সে কুলিয়া নবদ্বীপ যোলক্রোশ পরিধির মধ্যে অবশ্য বর্ত্তমান থাকিবে। শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ে ;—

কুলিয়ানগর আইলেন ন্যাসীমণি। সেইক্ষণে সর্ব্বদিকে হইল মহাধ্বনি ॥
সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়। শুনিমাত্রে সর্ব্বলোকে মহানন্দে ধায় ॥
বাচস্পতির গ্রামেতে যতেক লোক ছিল। তার কোটীকোটীগুণে সকল বাড়িল।
ক্ষণেকে আইল মহাশয় বাচস্পতি। * * *
কুলিয়ার প্রকাশে যতেক পাপী ছিল। উত্তম মধ্যম নীচ সবে পার হৈল ॥
হেনই সময়ে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ। দৃঢ় করি ধরিলেন প্রভুর চরণ ॥
কলিযুগে কিসের বৈষ্ণব কি কীর্ত্তন। এইমতে অনেক নিন্দিনু অনুক্ষণ ॥
সংসার-উদ্ধারে সিংহ তোমার প্রতাপ। বল মোর কিরূপে খণ্ডয় মোর পাপ।
বিপ্রেরে করিতে প্রভু তত্ত্ব উপদেশ। ক্ষণেকে পণ্ডিত দেবানন্দের প্রবেশ ॥
পূর্ব্বে তান যত কিছু ছিল অপরাধ। সকলে ক্ষমিয়া প্রভু করিয়া প্রসাদ ॥
কুলিয়াগ্রামেতে আসি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। হেন নহি যারে প্রভু না করিলা ধন্য ॥

ঐগ্রন্থে অন্যস্থলে নিত্যানন্দপ্রভুর নবদ্বীপে থাকার সময় এইরূপ বর্ণন আছে,—

খালাছড়া বড়গাছি আর দোগাছিয়া। গঙ্গার ওপার কভু যায়েন কুলিয়া ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে, মধ্যখণ্ডে, প্রথম অধ্যায়ে ;—

কুলিয়াগ্রামে কৈল দেবানন্দেরে প্রসাদ। গোপালবিপ্রের ক্ষমা শ্রীবাস-অপরাধ ॥
পাষণ্ডীনিন্দুক আসি পড়িলা চরণে। অপরাধ ক্ষমি তারে দিল কৃষ্ণপ্রেমে ॥

শ্রীকবিরাজগোস্বামী মহাপ্রভুর কুলিয়া আগমন অনুক্রমে বিস্তার করেন নাই। এইজন্য তাঁহার বর্ণনায় কুলিয়াগ্রাম কোন্‌স্থানে তাহা ভাল করিয়া বিবেচনা না করিলে বুঝা যায় না। তিনি মধ্যখণ্ড, ১৬ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন যে পানিহাটীতে রাঘবপণ্ডিতের ঘর হইয়া কুমারহট্টে শ্রীবাসকে দর্শনপূর্ব্বক কাঞ্চনপল্লিতে শিবানন্দসেনের ও বাসুদেবদত্তের গৃহে পদার্পণ করতঃ বাচস্পতি-গৃহে উপস্থিত হইলেন। এই বাচস্পতির গৃহ যে বিদ্যানগর তাহা আমরা পরে দেখাইব। বাচস্পতি গৃহ হইতে লোকভিড়ের কষ্ট নিবারণ জন্য কুলিয়াগ্রামে

মাধবদাসের গৃহে আসিয়া সাতদিবস রহিলেন। তাহার অব্যবহিতপরেই শান্তিপুর, ও তথা হইতে রামকেলি গমনের যে কথা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে স্থান সকলের ক্রমপর্য্যায় নাই। যেহেতু তিনি নিজেই কহিতেছেন ;

শান্তিপুর পুনঃ কৈল দশদিন বাস। বিস্তারি করিয়াছেন বৃন্দাবনদাস ॥
অতএব ইহা তাঁর না কৈল বিস্তার। পুনরুক্তি হয় গ্রন্থ বাড়য়ে অপার ॥

স্পষ্ট বোধ হইতেছে, কবিরাজগোস্বামী সকলকথা পর্য্যায় ক্রমে বর্ণন করিলেন না। বৃন্দাবন দাসঠাকুরের বর্ণনের উপর নির্ভর করিয়া রাখিলেন।

চৈতন্যমঙ্গলে লিখিয়াছেন ;—

গঙ্গাস্নান করি প্রভু রাঢ় দেশ দিয়া। ক্রমে ক্রমে উত্তরিল নগর-কুলিয়া ॥
পূর্ব্বাশ্রম দেখিবেন সন্ন্যাসের ধর্ম্ম। নবদ্বীপ আইলা প্রভু এই তাঁর মর্ম্ম।
মায়ের বচনে পুনঃ গেলা নবদ্বীপ। বারকোণাঘাট নিজ বাড়ীর সমীপ ॥

এই বর্ণনে আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি যে, কুলিয়াগ্রাম নবদ্বীপ-মণ্ডলের অন্তর্গত। কেবল এক গঙ্গা পার এবং তথা হইতে তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের মায়াপুরস্থ ঘর দেখা যায়। তাঁহার ঘরও বারকোণাঘাটের নিকট।

চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে লিখিত আছে ;—

"ততঃ কুমারহট্টে শ্রীবাস-পণ্ডিত-ব্যট্যামভ্যাযযৌ। ততো অদ্বৈতবাটী-মভ্যেত্য হরিদাসেনাভিবন্দিত স্তথৈব তরণীবর্ত্তনা নবদ্বীপস্য পারে কুলিয়া-নামগ্রামে মাধবদাসবাট্যামুর্ত্তির্ণবান্। এবং সপ্তদিনানি তত্র স্থিত্বা পুন স্তট বর্ত্তনৈবঃ চলিতবান্।"

এই কথাগুলি পাঠে বোধ হয় যে, নবদ্বীপ দুইপারে হইলেও তৎকালে গঙ্গার পূর্ব্বপারে নবদ্বীপ নামক বিপুল গ্রাম বর্ত্তমান ছিল ; এবং কুলিয়াগ্রাম তাহার সাক্ষাৎ পশ্চিমপারে ছিল।

শ্রীচৈতন্যচরিত-কাব্যে বিংশতি-সর্গে লিখিত আছে যে, শ্রীরামের বাটী হইতে রাত্রযোগে কাঞ্চনপল্লি-গ্রাম বাসুদেব দত্ত ও শিবানন্দসেনের গৃহে একরাত্র থাকিয়া শান্তিপুর হইয়া নবদ্বীপের অপরপারে কোন গ্রামে গিয়া থাকিলেন। যথা ;—

অন্যেদ্যুঃ স শ্রীনবদ্বীপ-ভূমেঃ পারে গঙ্গং পশ্চিমে কাপিদেশে।
শ্রীমান্ সর্ব্বপ্রাণিনাং তত্তদঙ্গৈ র্নেত্রানন্দং সম্যগাগত্য তেনে ॥

ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে নবদ্বীপ গঙ্গার পূর্ব্বপারে এবং কুলিয়া-নগর গঙ্গার পশ্চিমপারে। কেবল গঙ্গা মধ্যে থাকায় নবদ্বীপ-নগর হইতে কুলিয়া-নগর এক ক্রোশের অধিক হইবে না।

এইসকল গ্রন্থকারের বর্ণন পাঠ করিলে নিশ্চয় বুঝায় যে, **কাচড়াপাড়ার তিন মাইল পূর্ব্বে যে কুলিয়া লক্ষিত হয়, তাহা কোনক্রমেই দেবানন্দাদির অপরাধভঞ্জনের পাট হইতে পারে না।** সে কুলিয়া প্রাচীন নবদ্বীপের নিকট বাহিনী গঙ্গার পশ্চিম কুলে এককোশ মধ্যে অবস্থিত ছিল। আবার সাত-কুলিয়া বলিয়া যে গ্রামটী আছে তাহা প্রাচীন নবদ্বীপ হইতে তিন-চারিক্রোশ দূরে গঙ্গার পূর্ব্বপারেই আছে। সে গ্রামও অপরাধ-ভঞ্জনের পাট হইতে পারে না। কেন-না, সে-স্থানে কখনও কোন নগর ছিল এবং প্রধান প্রধান লোকের ঘর ছিল—এরূপ কোন জনশ্রুতি-মাত্রও পাওয়া যায় না। এস্থলে আমাদের গঙ্গার পশ্চিম পারে প্রাচীন নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামকে কুলিয়া বলিয়া স্থির করিতে হইবে। অবশ্য গঙ্গার প্রবাহ পরিবর্ত্তনে সেই কুলিয়া-নগরের অনেকটা নষ্টহইয়া গিয়া থাকিতে পারে। তথাপি তাহার কোন অংশ এবং জনশ্রুতি তাহার পরিচয় দিবে সন্দেহ নাই।

আমরা দেখিতেছি যে, বিদ্যাবাচস্পতির গৃহ হইতে কুলিয়াগ্রাম অধিক দূর নহে; কেন-না, বাচস্পতি 'মহাপ্রভু কুলিয়াগ্রামে গিয়াছেন'—শুনিবামাত্র তিনি ক্ষণেকের মধ্যে কুলিয়ায় উপস্থিত হইলেন এবং কুলিয়ায় যাইতে তাঁহাকে পার হইতে হয় নাই। সুতরাং কুলিয়া ও বিদ্যানগর একপারে এবং দুই এক মাইলের মধ্যে স্থিত—এরূপ স্থির করিতে হইবে। এখন দেখুন বিদ্যাবাচস্পতির বাটী কোথায়? চৈতন্যভাগবতে;—

সার্ব্বভৌম ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি নাম। (চৈঃ ভাঃ মঃ ২১ অঃ)

হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর। বিহরে সংহতি নিত্যানন্দ গদাধর॥
একদিন প্রভুকরে নগর ভ্রমণ। চারিদিকে যত আপ্ত ভাগবতগণ॥

সার্ব্বভৌম-পিতা বিশারদ মহেশ্বর। তাহার জঙ্গালে গেলা প্রভু-বিশ্বম্ভর॥
সেইখানে দেবানন্দ-পণ্ডিতের বাস। পরম সুশান্ত বিপ্র মোক্ষ অভিলাষ॥

এই বর্ণনে আমরা জানিতেছি যে, মহেশ্বর-বিশারদ, সার্ব্বভৌম ও বিদ্যা-বাচস্পতির পিতা ছিলেন। যে জাঙ্গালের উপর তাঁহার ঘর ও টোলবাড়ী ছিল, সেই স্থানেই দেবানন্দপণ্ডিতের গৃহ ও ভাগবতের টোল ছিল। সে কালে গঙ্গাদেবী মহৎপুর বা মাতাপুরের নিকট হইয়া মাউগাছী, জান্নগর ইত্যাদি গ্রাম স্পর্শ করিয়া তথা হইতে বিশারদের জাঙ্গালকে পশ্চিমপারে ফেলিয়া পূর্ব্বাভিমুখে কিয়দ্দূর চলিয়া গঙ্গানগর হইয়া শ্রীমায়াপুরের নিকট হইতে আবার দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখ হইয়া কুলিয়ার তীরে তীরে, কুলিয়ারগঞ্জ দিয়া দক্ষিণে প্রবাহমানা ছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতিপূর্ব্বে কোনও সময়ে গঙ্গার ধারা কুলিয়া গ্রামের পশ্চিম-দিয়া দক্ষিণাভিমুখে বহমান ছিলেন। মহেশ্বর বিশারদের সময় ঐ ধারাটী শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। শুষ্ক হইলেও ঐ ভূমিটা আজ পর্য্যন্ত জোল, খাল, বিল, কুশ, কাঁটা ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ। বর্ষাকালে তথায় গৃহ করিয়া থাকিবার যোগ্য ছিল না বলিয়া তৎকালিক নবদ্বীপের দেওয়ান-বাজারের অপর পার হইতে একটী জাঙ্গাল বাঁধিয়া কয়েকজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিদ্যানগর-নামে একটী ছোট গ্রামপত্তন করিয়াছিলেন। প্রাচীন নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা তীরে তীরে গঙ্গানগর ছাড়িয়া বেছাপ্পর আতপ-পুরের মধ্যদিয়া দেওয়ানের বাজারে ঘাট পার হইয়া বিশারদের জাঙ্গালে যাইতে হইত। ঘাট পার হইয়াও জাঙ্গালে উঠিতে অনেক কাঁটা-খোঁচা পার হইয়াও যাইতে হইত। বিদ্যাবাচস্পতির বাটী যে বিদ্যানগর, ইহাতে আরও অনেক প্রমাণ আছে। এইজন্যই নবদ্বীপ হইতে লোকসকল বিশারদের জাঙ্গাল যাইতে বন, ডাল, কণ্টক, অরণ্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু কুলিয়া যাইতে সেরূপ হয় নাই। প্রাচীন নবদ্বীপ হইতে কুলিয়া-নগরে যাইতে কেবল এক গঙ্গা পার মাত্র হইয়াছিল। বিদ্যা-নগর-গ্রাম যদিও পূর্ব্বে বিশারদের জাঙ্গাল বলিয়া পরিচিত ছিল, তথাপি বিদ্যা-বাচস্পতির মাহাত্ম্য-বলে ঐ গ্রাম পরে বিদ্যানগর বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল—এইরূপ অনুমিত হয়। এখনও গঙ্গার পশ্চিম পারে কুলিয়ারগঞ্জ বলিয়া একটী স্থান আছে। সেই স্থানটীকে কেহ কেহ কোলেরগঞ্জ বলে। গ্রামের অনেক অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং গঙ্গার প্রবাহ পরিবর্ত্তনে প্রাচীন নবদ্বীপের পশ্চিমাংশটা কুলিয়ার সহিত এক হইয়া যাওয়ায় কুলিয়ার অনেক অংশ নবদ্বীপের সহিত মিলিত হইয়া নবদ্বীপ হইয়া গিয়াছে। এই পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আমাদের অনেক কথা আছে, তাহা পরে বলিব। কুলিয়া ও পাহাড়পুর বলিয়া দুইটী গ্রাম লাগালাগি ছিল। সেই কুলিয়াগ্রাম এখনকার নবদ্বীপ। এবং এই নবদ্বীপকে কুলিয়ার পাট, ও অপরাধ-ভঞ্জনের পাট বলিতে কোন আশঙ্কা নাই। প্রধান নাম নবদ্বীপ, কুলিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় উক্ত নাম-গুলিদ্বারা ঐ স্থানকে পরিচয় দিবার প্রয়োজনতা হয় না। আমাদের প্রবন্ধ বাড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া আমরা এই খানে অদ্য বিশ্রাম করিলাম। ভবিষ্যতে আরও বিশেষ বিশেষ প্রমাণ দিয়া এ বিষয় স্থাপন করিব।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

প্রার্থনা

হে ঠাকুর ! পতিত পাবন কৃষ্ণের প্রকাশ।
নিস্তারের কারণ তুমি, তুমি দয়িতদাস ॥১॥
কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগীগণের প্রভাব বাড়িল।
ধরা হতে শুদ্ধ ভক্তি আত্ম-গোপন কৈল ॥২॥
এ জগতে যেই জন ভক্তি পথে যাবে।
অসুর মানবগণ তার শত্রু হবে ॥৩॥
কলির প্রভাব যত বাড়িতে লাগিল।
তব মনস্কাম সব অপুরণ হইল ॥৪॥
সকাম মনুষ্যগণ বিপরীত ভজে।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব সব ভগবান্ সাজে ॥৫॥
কংশ-কশিপু থেকে কভু নহে কম।
ঐ সকল অসুরের আছেন প্রভু যম ॥৬॥
কলিকালে জীব সকল শুদ্ধ-ভক্তির নামে।
নিজের ইন্দ্রিয় তর্পণ করে সর্ব্ব ক্ষণে ॥৭॥
অজ্ঞ-রূঢ়ী লইয়া করে অসুর গর্জ্জন।
বিশুদ্ধ ভক্ত করে বিদ্বদ্-রূঢ়ী গ্রহণ ॥৮॥
সুকৃতিবান্ করে তোমার আশ্রয় গ্রহণ।
কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী সব করে পলায়ণ ॥৯॥
সুকৃতি দূরে থাকুক্ পূণ্য নাহি মোর।
সিদ্ধান্ত সমুদ্রে কিসে হইব বিভোর ॥১০॥
১০৮ শ্রীর কার্য্য তুমি সদা কর।
মাধুর্য্য সেবানুমতি তুমি দিতে পার ॥১১॥
জগতের ধন রত্ন কিছুই না চাই।
পঞ্চম পুরুষার্থেতে মোরে দিও ঠাঁই ॥১২॥
তোমার গুণের কভু নাই আদি-অন্ত।
যেই জন চিন্তে তোমা সেই ভাগ্যবন্ত ॥১৩॥

যাহা তুমি জীবে দিতে চাহ অনিবার।
পাত্র নাহি মিলে সেই বস্তু রাখিবার ॥১৪॥
তব হৃদি' গুহামাঝে যে ধর্ম্ম রহিল।
মায়ার প্রভাবে মোরা বুঝিতে নারিল ॥১৫॥
তোমার শাসনামৃত যেই জন পাবে।
নিত্য গোলোকেতে তাঁর বাসস্থান হবে ॥১৬॥
তুমি বাঞ্ছা কল্পতরু আচার্য্য-ঠাকুর।
জন্মে জন্মে হই যেন তোমার কুকুর ॥১৭॥

—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিরঞ্জন

ভক্তিই শ্রেয়ঃ পথ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৫৮ পৃষ্ঠার পর)

'ভক্তিই শ্রেয়ঃ পথ' বলিতে অন্য পথগুলি ভক্তির সমান নহে—ইহা বুঝিতে কাহারও অযোগ্যতা থাকা উচিত নহে। সকল পথই সমান এবং একই বস্তুকে প্রদান করে—প্রকৃতপক্ষে ইহা শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। বিভিন্ন পথে বিভিন্ন বস্তুর প্রাপ্তিরই উল্লেখ শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি পন্থার ব্যবস্থা প্রদানের দ্বারা তত্তৎ অধিকারীকে ক্রমশঃ ভক্তিতে উন্নয়ন করাই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। পরন্তু ভক্ত্যানুগত্যবিহীন স্বতন্ত্রতার ফলেই ভক্তীতর পন্থাগুলি ভোগ-মোক্ষাদি নানাবিধ নশ্বর ও ক্লেশ-স্বরূপ নির্ব্বিশেষতা-রূপ অসদ্ জ্ঞান প্রদান করে। তজ্জন্যই ভক্তীতর পন্থাগুলির গর্হন-বাক্য শাস্ত্রে প্রচুর পরিমানে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু ভক্তির বিরুদ্ধে কুত্রাপি গর্হণ-বাক্য দৃষ্ট হয় না—ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পূর্ব্ব সংখ্যায় কর্ম্মের প্রতি কতিপয় গর্হণ বাক্যের উদ্ধার করিয়া স্বতন্ত্র-কর্ম্মমার্গের হেয়ত্ব ও ভক্ত্যনুগত কর্ম্মেরই বৈধত্ব আলোচিত হইয়াছে। ভক্ত্যানুগত্বহীন জ্ঞানসম্বন্ধেও বহুবিধ গর্হণবাক্য শাস্ত্রে বর্ত্তমান। শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং বেদবক্তা ব্রহ্মা স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন—

শ্রেয়ঃ স্তিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধ লব্ধয়ে।

তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ (ভাঃ ১০।১৪।৪)

অর্থাৎ—হে প্রভো, যাহারা পরম মঙ্গল স্বরূপ আপনার ভক্তিপথকে পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিশূন্য ক্লেবল-জ্ঞান লাভের জন্য ক্লেশ স্বীকার করে, তাহাদের ফলস্বরূপে ঐ ক্লেশই কেবল লভ্য হইয়া থাকে। তণ্ডুল-বিহীন তুষকে অবঘাতনদ্বারা যেমন কখনও চাউল পাওয়া যায় না, কেবল কষ্টমাত্রই সার হয়, তদ্রূপ ভক্তিশূন্য কেবল-জ্ঞান-পথে কেবল কষ্টই ফল লাভ হয়, পরম মঙ্গল লাভ হয় না।

ঐপ্রকার কেবল-জ্ঞানকে ধিক্কার দিয়া শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও বলেন—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ (গীঃ ১২।৫)

যে সকল দেহধারী জীব ভক্তিশূন্য নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান বা কেবল-জ্ঞান লভ্য অব্যক্ত নিরাকার তত্ত্বে আসক্তচিত্ত, তাহাদের দুঃখই গতি বা ফল লভ্য হইয়া থাকে। জ্ঞানের প্রকৃত ফল প্রেমানন্দ তাহাদের লভ্য হয় না।

উপনিষদ্বাক্যও ঐপ্রকার জ্ঞানকে ধিক্কার প্রদান করা হইয়াছে। যথা—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥ (ঈশোপনিষৎ ৯)

অর্থাৎ যিনি অবিদ্যার বা মায়ার সেবা করেন, তিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে প্রবেশ করেন। আর যে ব্যক্তি নির্ব্বিশেষ জ্ঞানস্বরূপ বিদ্যাতে আসক্ত, তিনি তদপেক্ষা অধিক অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে গমন করেন। অর্থাৎ বরং অবিদ্যা বা কর্ম্মমার্গে বিচরণ শ্রেয়ঃ, তথাপি নির্ব্বিশেষ জ্ঞানমার্গ কখনই আশ্রয় করা কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু কর্ম্মমার্গ হইতে ভক্তিমার্গে জীব অনায়াসেই উন্নীত হইয়া থাকেন, কিন্তু নির্ব্বিশেষ চিন্তাস্রোতযুক্ত ব্যক্তির পক্ষের ভক্তি লাভ অসম্ভব ব্যাপার। কেন-না, এই সকল ব্যক্তি ভক্তিদেবী চরণে অপরাধী।

ভক্তির আনুগত্যবিহীন জ্ঞান সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করতঃ একমাত্র ভক্তির আশ্রয়েই ভগবানকে লাভ করা সম্ভব হয়—ইহাই শ্রীব্রহ্মা বলিয়াছেন—(ভাঃ ১০।১৪।৩)

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিতজিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্।

জ্ঞানের চেষ্টার দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যায় না। জ্ঞান অক্ষজ বস্তু। তদ্দ্বারা অধোক্ষজ বস্তুকে স্পর্শ করা সম্ভব নয়। তজ্জন্য যাঁহারা অক্ষজ জ্ঞানের চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করত নিজ নিজ আশ্রমে বা সাধুসন্নিধানে অবস্থিত হইয়া সাধুদিগের শ্রীমুখ হইতে স্বতঃ উচ্চারিত ভবদীয় নাম-রূপ-গুণ-লীলা-বিষয়ক কথা করায়। মন ও বাক্যদ্বারা শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ-কীর্তনাদি করিতে করিতে জীবন ধারণ করেন, তাঁহারাই ত্রিলোক মধ্যে অন্যকর্ত্তৃক অপরাজিত আপনাকেও (ভগবানকেও) ভক্তিবলে পরাজিত করিয়া বশীভূত করিয়া থাকেন।

আরোহপন্থী 'নেতি নেতি' বিচারের জ্ঞানদ্বারা যে মুক্তের অভিমান করে, তাহা ব্রহ্মাদি দেবগণকর্ত্তৃক ধিক্কৃত হইয়াছে—ইহা পূর্ব্বে নিবেদন করিয়াছে। আরোহপথ কখনই জীবকে ভগবৎসেবা প্রদান করিতে পারে না। তজ্জন্যই এই জ্ঞান-প্রচেষ্টাকে ধিক্কার দিয়া একমাত্র অবরোহ-পথেরই শাস্ত্রে সর্ব্বত্র বিধান ও প্রশংসা দৃষ্ট হয়। জীবন্মুক্ত-দশা লাভ করিয়াও আরোহপন্থী বা ভক্তিশূন্য জ্ঞানপন্থী ভগবচ্চরণে অপরাধী। তজ্জন্য তাহাদের কথা শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, যথা—

জীবন্মুক্তাঽপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ।
যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ ॥ (বাসনাভাষ্যধৃত)

অর্থাৎ অচিন্ত্য মহাশক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবানে অপরাধ হেতু জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণও নিজ কর্ম্মদ্বারা পুনরায় বদ্ধদশা প্রাপ্ত হন। অন্যত্র—

নানুব্রজন্তি যো মোহদব্রজন্তং জগদীশ্বরম্।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাপি স ভবেদ্ ব্রহ্মরাক্ষসঃ ॥
(বিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়-ধৃত পুরাণবাক্য)

মূঢ়তা বশতঃ যে ব্যক্তি জগদীশ্বরের শুভবিজয়কালে তাঁহার অনুব্রজ্যা করে না। সে ব্যক্তি জ্ঞানাগ্নিদ্বারা সমস্ত কর্ম্ম দগ্ধ করিলেও ব্রহ্ম-রাক্ষস বলিয়া গণ্য হয়।

ভক্ত্যানুগত্য-হীন জ্ঞানের এই প্রকার বহু নিন্দা ও গর্হন-বাক্য শাস্ত্রে রহিয়াছে। অষ্টাঙ্গ যোগ-পথের প্রতিও এবম্প্রকার গর্হনবাক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা—(ভাঃ ১০।৫১।৬০)

যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ।
অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুত্থিতম্ ॥

অর্থাৎ—অজ্ঞগণ প্রাণায়ামাদিদ্বারা চিত্তকে নিরোধ করিয়া থাকেন, কিন্তু হে রাজন্! তাহাদ্বারা তাহাদের চিত্ত বিষয়-মল হইতে মুক্ত হয় না বলিয়া তাহা আবার বিষয়ে আসক্ত হইয়া থাকে।

প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জন্তো যোগিনো মনঃ।
বিষদন্ত্যসমাধানান্মনোনিগ্রহকর্শিতাঃ॥ (ভাঃ ১১।২৯।২)

হে পুণ্ডরীকাক্ষ, প্রায়ই দেখা যায় যে, যে-সকল যোগী যোগমার্গে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা মনোনিগ্রহবিষয়ে ব্যাকুল হইয়া ক্লেশ পাইয়া থাকেন; কারণ তদ্দ্বারা তাহাদের মনোনিগ্রহ হয় না।

যাহারা শ্রেয় পথের পথিক বা উত্তম ভক্তিযোগ অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা প্রণায়ামাদি যোগাঙ্গকে অন্তরায় বলিয়া বলেন—যথা

অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতা যুঞ্জতো যোগমুত্তমম।
ময়া সম্পদ্যমানস্য কালক্ষপণহেতবঃ॥ (ভাঃ ১১।১৫।৩৩)

অর্থাৎ—যাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগ (ভক্তিকে) অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা এই সকল চেষ্টাকে (প্রাণায়ামাদি যোগাঙ্গকে) ভক্তি পথের বিঘ্নস্বরূপ বলিয়া থাকেন। আমার ভক্তগণের এই সমস্ত যোগের ফল লাভ করিতে বাকী থাকে না। আমি তাঁহাদের সমস্ত সাধনের ফল প্রদান করিয়া থাকি; তজ্জন্য তাহাদের নিকট ঐ সকল সাধনচেষ্টা বৃথা সময়-নষ্ট মাত্র। আমার সেবা ত্যাগ করত তাহারা ঐপ্রকার বৃথা সময়-নষ্ট করেন না।

ভক্তগণ কর্ম্ম-জ্ঞান-মার্গের ফল ভুক্তি-মুক্তি-পিশাচী বলিয়াই দর্শন করেন—

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥ (ভঃ রঃ সিঃ)

কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি পথগুলির মধ্যে ভক্তিই যে শ্রেষ্ঠ, তাহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগীতাতে স্পষ্টই বলিয়াছেন—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥
(গীঃ ৬।৪৬-৪৭)

অর্থাৎ ভুক্তিকামী কর্ম্মী, ব্রহ্মোপাসক জ্ঞানী, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপোনিষ্ঠ তপস্বী হইতে পরমাত্মোপাসক যোগীই শ্রেষ্ঠ—ইহাই আমার মত। আবার

সর্ব্বপ্রকার যোগীর মধ্যে যিনি শ্রদ্ধাসহকারে আমাতে আসক্ত হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে আমাকে ভজন করেন, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী—ইহাই আমার মত।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকেও ভক্তিই শ্রেয়ঃ পথ বলিয়া উক্তি করিয়াছেন—যথা—(ভাঃ ১১।১৪।২০)

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথাভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥

হে উদ্ধব, প্রদীপ্ত ভক্তি যেরূপ আমাকে সাধন করে, অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্যজ্ঞান, স্বধ্যায় (বেদ-অধ্যায়ন), তপস্যা ও সন্ন্যাস আমাকে সেরূপ সাধিতে পারে না।

সকল পথই এক বা তদ্বারা একই ফল লাভ হইবে—এইপ্রকার যাহারা বলেন, তাহারা ভগবন্মায়ায় মোহিত হইয়াই নিম্নলিখিত বাক্যগুলি শাস্ত্রে দেখিতে পায় না। যথা—

যোগস্য তপসশ্চৈব ন্যাসস্য গতয়োঽমলাঃ।
মহর্জনস্তপঃ সত্যং ভক্তিযোগস্য মদ্গতিঃ॥ (ভাঃ ১১।২৪।১৪)

অর্থাৎ—যোগ, তপঃ ও সন্ন্যাস—ইহাদের গতি কর্ম্মগতি অপেক্ষা নির্ম্মল হইলেও ঐসকল মার্গে যোগিগণ মোহর্লোক, তপোলোক ও সত্যলোক লাভ করেন; কিন্তু ভক্তিযোগে ভক্তগণ আমার চিদ্ধাম বৈকুণ্ঠে গমন করেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও ভগবান্ স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্॥ (গীঃ ৯।২৫)

অর্থাৎ যাহারা অন্যান্য দেবতাদির উপাসনা করেন তাহারা তত্তৎ দেবতার অনিত্য লোক ও অনিত্য ফল লাভ করেন; পিতৃলোকের উপাসকগণ অনিত্য পিতৃলোক, ভূতপূজকগণ ভূতত্বই প্রাপ্ত হন; কিন্তু আমার সচ্চিদানন্দ শ্রীবিগ্রহের উপাসকগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন।

একমাত্র অবরোহ পন্থার বা ভক্তিযোগই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ইহাই সর্ব্বত্র লক্ষ করা যায়। যথা—(মুণ্ডক ৩।২।৩; কঠ ২।২৩)

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥

অর্থাৎ—এই পরমাত্মাকে বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা লাভ করা যায় না, ধারণাশক্তি অথবা বহুশাস্ত্র শ্রবণের দ্বারাও লাভ করা যায় না। যে ব্যক্তি

তাঁহাকেই একমাত্র প্রভু বলিয়া বরণ করেন, কেবল সেই ব্যক্তিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে।

শ্রীব্রহ্মার বাক্যেও দেখা যায়—

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদ-লেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥ (ভাঃ ১০।১৪।২৯)

অর্থাৎ—হে দেব! হে ভগবন্! যিনি আপনার পাদপদ্মযুগলের করুণা-কণামাত্র লাভ করিয়াছেন একমাত্র তিনিই আপনার যথার্থ মাহাত্ম্য জানেন, তদ্ব্যতীত দীর্ঘকাল অনুসন্ধান করিয়াও কেহ তাহা জানিতে সমর্থ হয় না।

অবরোহ-পন্থী বা ভক্ত্যাশ্রয়ী আরোহ-পন্থীর মত কখনই পতিত হন না, তাঁহারা নির্ভয়ে ও সুখে সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকেন। যথা—

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো ॥ (ভাঃ ১০।২।৩৩)

হে মাধব, আপনার ভক্তগণ আপনাতেই বদ্ধসৌহৃদ (সুদৃঢ় প্রীতিযুক্ত) তাঁহারা কখনই স্থান ভ্রষ্ট হন না অর্থাৎ মুক্তাভিমানী জ্ঞানিদিগের ন্যায় অধঃ-পতিত হন না। তাঁহারা সুরক্ষিত হইয়া বিঘ্নকারীদিগের মস্তকে পদক্ষেপ করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকেন।

অন্যত্র ভাঃ ১১।২।৩৫ শ্লোকেও এই ভক্তি পথ বা ভাগবত ধর্ম্মের নিরাপদত্ব ও সুখসাধকত্ব সম্বন্ধে নবযোগেন্দ্রর অন্যতম শ্রী কবিঋষি বলিতেছেন—

যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ ॥

অর্থাৎ এই ভগবৎ সম্বন্ধীয় ধর্ম্মসমূহ এরূপ শ্রেষ্ঠ যে কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাশ্রয়কারী ব্যক্তির ন্যায় এই ভক্তি ধর্ম্মাশ্রয়ীর কখনও কোন বিপদ নাই। এমন কি এই পথে চক্ষুদ্বয় বন্ধ করিয়া বেগে ধাবমান্ হইলেও কখনও পতিত হইতে হইবে না।

এই পথ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়াই জ্ঞানমুক্ত পুরুষগণও এমন কি জন্মযোগী শ্রীশুকদেব পর্য্যন্ত চরমে এই পথের পথিক হইয়াছেন। যথা—

স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবো-
ঽপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি ॥ (ভাঃ ১২।১২।৬৯)

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ব্রহ্মজ্ঞানানন্দে মগ্ন হইয়া অন্যভাব দূরে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু, শ্রীকৃষ্ণের ভুবনমোহিনী লীলায় আকৃষ্ট হইয়া ভক্তিভাবে তাঁহার সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ চিত্তেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছিল এবং তিনি কৃপাপরবশ হইয়া এই পরমার্থ প্রকাশক শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ বিস্তার করিয়াছিলেন। সেই ভাগবত-প্রকাশক অখিল-পাপ-নাশক ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেবকে আমি নমস্কার করি। ইহাতে ভাগবত-বক্তা শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কৃষ্ণলীলায় আসক্তি, ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষা কৃষ্ণ-প্রেমানন্দের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিতেছে।

সর্ব্বোপরি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রদর্শিত প্রমান হইতে জানা যায়—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ (ভাঃ ১।৭।১০)

অর্থাৎ—ব্রহ্মানন্দে মগ্ন এবং ব্রহ্মচিন্তারত মুনিগণ ক্রোধাহঙ্কারমুক্ত হইয়াও অমিত-বিক্রম শ্রীহরির ফলাভিসন্ধান-রহিত নিষ্কাম সেবা বা ভক্তি করিয়া থাকেন। কেন না, ভগবান্ শ্রীহরি এতাদৃশ গুণসম্পন্ন যে, তিনি আত্মারাম গণকেও আকর্ষণ করিয়া সেবায় বা ভক্তিধর্ম্মে নিযুক্ত করেন।

তাই পিতৃকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তম অধ্যয়ন সম্বন্ধে প্রহ্লাদ মহারাজ বলিলেন—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদ সেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষনা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥ (ভাঃ৭।৫।২৩-২৪)

অর্থাৎ, শ্রীপ্রহ্লাদ কহিলেন—বিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ, পরিকর, লীলাশ্রবণ, তাঁহার তত্তৎ কীর্ত্তন, তাঁহার তত্তৎ স্মরণ, তাঁহার পাদপদ্ম সেবন, তাঁহার পূজন, তাঁহার দাস্য, তাঁহার সহিত সখ্যভাব স্থাপন এবং তাঁহাতে আত্মনিবেদন অর্থাৎ কায়মনোবাক্য সমর্পণ,—এই নয়টী ভক্তির লক্ষণ যে-ব্যক্তি বিষ্ণুতে পূর্ব্বেই সমর্পনপূর্ব্বক পরে এই নববিধা ভক্তির সাক্ষাৎ অনুষ্ঠান করেন, আমার মতে তিনিই উত্তম অধ্যয়ন বা শিক্ষা করিয়াছেন।

সুকৃতিমান্ ব্যক্তি একটু নিরপেক্ষ হইয়া উল্লিখিত শাস্ত্রবাক্যগুলি অনুধাবন করিলে নিঃসন্দেহে নিশ্চয়ই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন যে, ভক্তিই সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বস্তু এবং **'ভক্তিই শ্রেয়ঃ পথ'**। সর্ব্বশেষে মাঠর শ্রুতিবাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক আমি বিদায় গ্রহণ করিতেছি—

ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী ॥

অর্থাৎ ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকট লইয়া যান, ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করান। সেই পরম পুরুষ ভগবান্ একমাত্র ভক্তিরই বশ, ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

শ্রীযমুনা

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরে স্বীয় আবির্ভাবের পূর্ব্বে নিজধাম গোলোক হইতে চৌরাশীক্রোশ ভূমি, গিরিরাজ গোবর্দ্ধন ও সরিদ্বরা যমুনাকে ভূতলে প্রেরণ করেন। শ্রীহরির আদেশ প্রাপ্ত হইয়া যমুনা শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করিয়া গমনোদ্যতা হইলে বিরজা ও বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা এই নদীদ্বয় যমুনা-অঙ্গে লীন হন। এজন্য যমুনা পরিপূর্ণতমা ও কৃষ্ণের প্রেয়সীগণের মধ্যে অন্যতমা বলিয়া উক্তা হইয়াছেন।

এক সময়ে সরিদ্বরা যমুনা নিজ প্রবলবেগে বিরজা ভেদ করিয়া তাঁহাকে পৃথক্ করিয়া দেন এবং স্বয়ং নিকুঞ্জদ্বার দিয়া নির্গত হন। অতঃপর মহানদী যমুনা অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড স্পর্শ করিয়া গঙ্গার সহিত সঙ্গতা হন। তিনি নিজ প্রবলবেগে গঙ্গা-প্রবাহ ভেদ করেন এবং বামনদেবের বামপদাঙ্গুষ্ঠের নখদ্বারা নির্ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ড-মস্তক হইতে প্রকাশিত বিবর-পথে গঙ্গার সহিত মিলিতা। পরে ধ্রুব-মণ্ডলে গিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হন; বৈকুণ্ঠ হইতে বিনির্গত হইয়া অখিল ব্রহ্মলোক প্লাবিত করেন এবং শত শত দেবলোক অতিক্রম করেন। অতঃপর অতিবেগে সুমেরু-পর্ব্বতের মস্তকে পতিত হন এবং গিরি-শৃঙ্গসমূহ অতিক্রম করিয়া গণ্ডশৈলসকল ভেদ করত সুমেরুর দক্ষিণ-দিকে গমন করেন।

যমুনা ও গঙ্গা পরস্পর পৃথক্ হইয়া গঙ্গা হিমালয়-পর্ব্বতে এবং যমুনা

কলিন্দ-পর্ব্বতে গমন করেন। এইস্থানে যমুনা কালিন্দীনামে আখ্যাতা হইয়াছেন। বেগবতী যমুনা কলিন্দ-শৈলের সানুদেশস্থিত গণ্ডশৈলসমূহের তট ভেদ করিয়া ভূতলে পতিত হন এবং তত্রস্থ দেশসকল পবিত্র করত খাণ্ডব-কাননে উপস্থিত হন। কলিন্দ-নন্দিনী যমুনা শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য দিব্যদেহ ধারণপূর্ব্বক তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি বহুদিন যাবৎ পিতৃ-গৃহে কলিন্দ-পর্ব্বতের কন্যারূপে মনুষ্য-দেহে বিরাজিত থাকিয়া বেগময় জলরূপে ব্রজমণ্ডলে উপস্থিত হন। তীর্থরাজ মথুরা-বৃন্দাবন-সমীপে মহাবন-পর্ব্বস্থ গোকুলে, যমুনা-সুন্দরী শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাসে মিলিতা হইবার অভিলাষে স্থিরতা লাভ করেন।

যমুনা ব্রজমণ্ডল হইতে যখন প্রবাহরূপে পুনঃ প্রচলিত হন, তখন তাঁহার অত্যন্ত ব্রজ-বিরহ-ব্যথা উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি প্রেমানন্দজ নয়নজলে আকুলিত হইয়া পশ্চিম-বাহিনী হন। অতঃপর নিজবেগে বারত্রয় ব্রজমণ্ডলকে নমস্কার করিয়া তত্রত্য দেশসকল পবিত্র করিতে করিতে তীর্থরাজ প্রয়াগে গিয়া গঙ্গার সহিত মিলিতা হইয়া সমুদ্র-গমনে উদ্যতা হন।

যমুনা সাগরে মিলিতা হইবার পর গদ্‌গদ-বাক্যে গঙ্গাকে বলিতে লাগিলেন,—হে গঙ্গে! তুমি ধন্যা; তুমি কৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে জাতা, সর্ব্বলোক-পূজিতা ও সকল ব্রহ্মাণ্ডের পাবনী। হে প্রিয়ে! আমি ঊর্দ্ধে হরিপুরে গমন করিতেছি, তুমিও আমার সহিত গমন কর। তোমার সমান পবিত্র তীর্থ হয়ও নাই, হইবেও না। হে গঙ্গে! তুমি সর্ব্বতীর্থময়ী, অতএব আমি তোমাকে প্রণাম করি। আমি তোমাকে যদি কিছু মন্দবাক্য বলিয়া থাকি, তাহা ক্ষমা কর।

গঙ্গা বলিলেন,—হে যমুনে! তুমিও কৃষ্ণ-বামাঙ্গসম্ভূতা; সুতরাং, অখিল-ব্রহ্মাণ্ড-পাবনী ও ধন্যা। তুমি পরমানন্দরূপিনী সর্ব্বলোকের একমাত্র পূজিতা ও সাক্ষাৎ পরিপূর্ণতমা; বিশেষতঃ তুমি পরিপূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণের পরম-প্রিয়া পাটরাণী; অতএব হে কৃষ্ণে! আমি তোমায় প্রণাম করি। তুমি তীর্থ ও দেবগণেরও দুর্লভ, গোলোকেও তুমি সুলভ নহ। আমি কৃষ্ণের আদেশে পাতালে গমন করিতেছি; কিন্তু তোমার বিরহ-ব্যথায় গমনে সমর্থা হইতেছি না। আমরা উভয়ে আবার ব্রজপুরের রাসমণ্ডলে একত্র মিলিত হইব। হে হরিপ্রিয়ে! আমি যাহা কিছু অপ্রিয় বলিয়াছি, তাহা আমাকে ক্ষমা কর। এইরূপে গঙ্গা ও যমুনা পরস্পর প্রণাম করিয়া দ্রুতবেগে প্রবাহিতা হইতে

লাগিলেন। সুরনদী গঙ্গা নিখিল লোক পবিত্র করত পাতালে প্রবিষ্ট হইয়া শেষনাগের ভোগবতী বনে 'ভোগবতী' নামে বিখ্যাতা হইলেন। ত্রিলোচন শঙ্কর ও শেষনাগ তদীয় জল স্ব-স্ব মস্তকে ধারণ করিলেন।

অনন্তর অতি বেগবতী যমুনাও স্বীয় বেগে সপ্ত সাগর মণ্ডল ভেদ করিয়া সপ্তদ্বীপময়ী মহী প্লাবিত করত স্বর্ণময় ভূমির মধ্য দিয়া লোকালোকাদ্রিতে উপনীত হইলেন। তাঁহার উদ্বেলিত জল বেগে লোকালোক-পর্ব্বতের নিম্ন-দেশস্থ গণ্ডশৈলের তটভূমি ভেদ করিয়া সত্বর তাহার শিখরদেশে উৎক্ষিপ্ত হইলেন এবং ক্রমে তদূর্দ্ধদেশ স্বর্গে গমন করিয়া ব্রহ্মলোক হইতে অখিল সুরলোক পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইলেন। পরে ব্রহ্মাণ্ডরন্ধ্রে আগমন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার গোলোকে গমন করিলে দেবগণ প্রণত হইয়া পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে যমুনা ভূলোকে অবতরণপূর্ব্বক পৃথ্বী ধন্যা করিয়া পুনঃ গোলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীযমুনা পূজাবিধি

শুভ সিংহাসনে ষোড়শদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া কর্ণিকায় কৃষ্ণনাম-সংযুক্ত কালিন্দী-নাম অঙ্কিত করিবে। পরে ষোড়শদলে যথাবিধি জাহ্নবী, বিরজা, কৃষ্ণা, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, গোমতী, কৌশিকী, বেণী, সিন্ধু, গোদাবরী, বেদস্মৃতী, বেত্রবতী, শতদ্রু, সরযূ, ঋষিকুল্যা ও কুকুদ্মিনী নাম বিন্যস্ত করিয়া পূজা করিবে। পদ্মের চারিদিকে বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন, বৃন্দা ও তুলসীনাম সন্নিবেশপূর্ব্বক প্রত্যেকের নামোচ্চারণ করিয়া পূজা কর্ত্তব্য। পরে সমাহিত হইয়া "ওঁ নমো ভগবত্যৈ কলিন্দনন্দিন্যৈ সূর্য্যকন্যকায়ৈ যমভগিন্যৈ শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়ায়ৈ যুথীভূতায়ৈ স্বাহা" মন্ত্রে আবাহন করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা বিধেয়। ব্রতী ব্রহ্মচারী ও মৌনী হইয়া মন্ত্র জপ করিবে এবং জিতেন্দ্রিয়, ভূমিশায়ী ও অল্পাহারী হইবে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, দ্বেষ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিযুক্ত-চিত্তে সকল অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে হইবে। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কালিন্দী-দেবীকে ধ্যান করত অরুণোদয়ে নদীতে স্নান ও সন্ধ্যা-বন্দনাদি কর্ত্তব্য এবং মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালেও সন্ধ্যা বন্দনাদিতে তৎপর হইবে। পূজান্তে গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা মহাত্মা বৈষ্ণবগণের পূজা করিয়া ভোজন করান কর্ত্তব্য এবং বস্ত্র-দক্ষিণাদি যথাসাধ্য প্রদান করিতে হইবে।

শ্রীযমুনা স্তোত্র

সকল অনুষ্ঠানান্তে যমুনার সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ দিব্যস্তব পাঠ কর্ত্তব্য—হে কৃষ্ণ-

বামাঙ্গসম্ভূতা কৃষ্ণে ! তোমাকে সতত নমস্কার। তুমি কৃষ্ণরূপিনী, তোমাকে নমস্কার। যে ব্যক্তি পাপ-পঙ্কিলে কলঙ্কিত, কামী, কুবুদ্ধি, সাধুগণের সহিত কলহকারী, কলিন্দনন্দিনী যমুনে ! তাহাকেও তুমি বৃন্দাবন-ধামে স্থান প্রদান করিয়া থাক। হে কৃষ্ণে তুমি সাক্ষাৎ কৃষ্ণময়ী, আর তোমার বেগময় আবর্ত্তে মৎস্যরূপে এবং ঊর্ম্মিতে ঊর্ম্মিতে কূর্ম্মরূপে ভগবান্ সর্ব্বদা বিহার করেন, প্রত্যেক পরিবিন্দুতে গোবিন্দ পরিজ্ঞাত হন। তুমি ঘন মেঘনিভা, কৃষ্ণাঙ্গ-সম্ভূতা ও লীলাবতী ; তোমাকে বন্দনা করি। তুমি নিজবলে গগণ-তল হইতে বিরজা-নদীর জলরাশি খণ্ডিত করিয়া বৈরাজ-নামক বেগ প্রবাহিত করিয়াছ ; তুমি ব্রহ্মাণ্ড ছিন্ন ও সর্ব্বত্র সুর-নগর, গিরি, গণ্ডগিরি প্রভৃতি দুর্গসমূহ ভিন্ন করিয়া ভূমণ্ডলে লহরী তুলিয়া প্রবাহিতা হইয়াছ। হে যমুনে ! পৃথিবীতে তোমার যে পবিত্র নাম পর্ব্বত-প্রমাণ পাপরাশি নাশ করে, সেই অখণ্ড নাম আমার বাঙ্‌মণ্ডলীতে ক্ষণকাল বাস করুক। দণ্ডার্হ পাপীজনও কোনওরূপে তোমার সেই নাম যদি একবারমাত্র বাক্যদ্বারা উচ্চারণ করে, তাহাকে তুমি পাপরহিত কর। সে ব্যক্তিকে তোমার প্রচণ্ড দণ্ডধর ভ্রাতা মার্ত্তণ্ড-তনয় ধর্ম্মরাজের পুরে গমন করিতে হয় না। হে যমুনে ! তুমি বিষয়ান্ধ-কূপ-পতিত ব্যক্তির উদ্ধারের রজ্জু, কলুষরূপ মুষিকের নাশ-কারিণী সর্পিণী, বিরাটরূপী ভগবানের বেণী, উষ্ণীষ ও কণ্ঠের সুন্দর হার। অহো ! ভূতলস্থ মানবের ভাগ্য ধন্য ; কেন না, আদিদেব-বল্লভা গোলকেরও অতি দুর্ল্লভা সুভগা যমুনা অদ্বিতীয়া নদীরূপে তথায় প্রবাহিতা হইয়া সকলকে পবিত্র করিতেছেন। হে কৃষ্ণকান্তি ! কালিন্দি ! তুমি গোপী, গোকুল, গোপগণের ক্রীড়াবিধায়িনী ; চঞ্চলভাবে প্রচলিত জলের গোলাকার লহরী মালায় তোমার কূল কল্লোল-কোলাহল-সমাকুল ; তোমার সমীপস্থ বৃন্দাবনে কুতূহলী অলিকুলের মধুরধ্বনি, ময়ূরের কেকা রব এবং কোকিলের কূজনে মুখরিত ; তরু-লতা-ভূষিত এহেন ব্রজভূষণ বৃন্দাবন আমাকে রক্ষা করুন। অনন্তদেব অনন্ত বদনে তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াও অন্ত পান না। যিনি কলিন্দ-নন্দিনী যমুনার এই স্তব নিত্য পাঠ ও শ্রবণ করেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের পরমধামে গমনপূর্ব্বক চিল্লীলা-মিথুনের সাক্ষাৎসেবা লাভের অধিকারী হন।

—শ্রীরমাপতি দাসাধিকারী, ভক্ত-সুহৃদ

শ্রীবলদেব

(জামসেদপুর দুর্গাবাড়ীতে শ্রীরাধাগোবিন্দ-মন্দিরে)

শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজের বক্তৃতা

আজ শ্রীমদ্ বলদেব প্রভুর আবির্ভাব-তিথি—সমস্ত জগত যার সঙ্গে অনিবার্য্য-সম্বন্ধ রাখে, তাঁর পরিচয় অনেকে রাখেন না। ইহা অত্যন্ত দুঃখের কথা। শ্রীবলদেব প্রভু বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মাণ্ড উভয় স্থানেই সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের মূল-স্বরূপে বিরাজমান। বৈকুণ্ঠের যাবতীয় সেবা, যাবতীয় সেবক সকলের প্রকাশ তাঁর হাতে; আবার ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্ট্যাদি সমস্ত ব্যাপারে তিনিই একমাত্র তত্ত্ব, যাঁর কৃপা-কটাক্ষ না হোলে ব্রহ্মাণ্ডের কোন ব্যাপার সম্পন্ন হয় না।

তিনি শ্রীবৈকুণ্ঠে সন্ধিনী-শক্তিমদ্ বিগ্রহরূপে ধাম ও সেবকগণকে প্রকাশ করেন। আবার ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, ভূষণ, আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র ও সিংহাসন এই দশরূপে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবাকে একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশের কার্য্যে সর্ব্বপ্রথম কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু নামক বলদেবাংশ মহামায়ার প্রতি ঈষাণ-কার্য্য দ্বারা মায়াকে শক্তি দান করেন, যাতে মায়া মহত্তত্ত্ব (একটী স্বর্ণ-ডিম্ব) প্রকাশ করেন, উহা হোতে তিনটী অহঙ্কার প্রকাশ হয়—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। ঐ তিন তত্ত্ব থেকে সাত্ত্বিকে দেবগণ ও মন; রাজসিকে ইন্দ্রিয়গণ ও বুদ্ধি এবং তামসিকে পঞ্চভূত—জল, মাটি, আকাশ, বাতাশ ও তেজ এবং উহাদের গুণ (তন্মাত্রা) রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ও রূপ। মায়াদ্বারা এইরূপে অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ড হোলে প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীবলদেব এক এক মূর্ত্তিতে প্রবেশ করেন; তখন তাঁর নাম গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু। সেই ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর অবস্থানের উপযুক্ত স্থান না থাকায়, ব্রহ্মাণ্ডের অর্দ্ধ পরিমিত স্থান নিজাঙ্গ শ্বেদজলে পূরণ কোরে তাতে শয়ন করেন, সেজন্য নাম গর্ভোদশায়ী। এই পুরুষ থেকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রকাশিত হন। তাঁর অংশ ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু প্রতি জীব-হৃদয়ে অন্তর্য্যামিরূপে এবং ব্রহ্মাণ্ডের শাসকরূপে ক্ষীর-সমুদ্রে অবস্থান করেন। আবার অনন্তদেব শ্রীবলদেব প্রভুর শেষ অংশ 'শেষ'-নাম ধারণ কোরে নিজসহস্র ফণীর এক ফণায় ব্রহ্মাণ্ডকে আশ্রয় দেন। সেটা তার এক ফণায় সরিষার আকারে বিরাজ করে—এতবড় তত্ত্ব তিনি।

শ্রীবলদেব প্রভুর নামকরণকালে গর্গ ঋষি বোলেছিলেন—

গর্ভ-সংকর্ষণাৎ তং বৈ প্রাহুঃ সঙ্কর্ষণং ভুবি।
রামেতি লোক-রমণাদ্বলং বলবদুচ্ছ্রয়াৎ ॥ (ভাঃ ১০।২।১৩)

যখন বলদেব প্রভু দেবকীর হৃদয়ে অবস্থান করেন, তখন তাঁর দেবকী-দেবীর সম্বন্ধে উক্তি—

সপ্তমো বৈষ্ণবং ধাম যমনন্তং প্রচক্ষতে।
গর্ভো বভূব দেবক্যা হর্ষশোক-বিবর্দ্ধনঃ ॥ (ভাঃ ১০।২।৫)

দেবকী সপ্তম গর্ভে বলদেবকে ধারণ করেন, এইটী তাঁর হর্ষ-শোক-বিবর্দ্ধন গর্ভ। আনন্দময়ের আগমনে হর্ষ; কিন্তু পাছে কংস সন্তানটীকে নাশ করে, এই জন্য আন্তরিক শোক। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের ভয় বুঝিতে পেরে যোগমায়াকে আদেশ করেন—'দেবকীর সপ্তম গর্ভকে আকর্ষণ কোরে রোহিণী-গর্ভে স্থাপন করার জন্য'। যিনি (রোহিণী দেবী) বসুদেবের অপর পত্নী ছিলেন, তিনি বসুদেব-নিকটে না থেকে নন্দ-ভবনে কিছুকাল বাস করতেন। গর্ভ আকর্ষণ করার জন্য 'সঙ্কর্ষণ' নাম। অথবা যদুবংশ ও নন্দ-গোপবংশ উভয় কুলকে প্রীতিদ্বারা আকর্ষণ করেন বোলেই সঙ্কর্ষণ। আর লোক সকলের আনন্দপ্রদ হেতু রাম এবং বলাধিক্য হেতু বলভদ্র। তাঁর থেকে বলবান সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে কেউ জন্মায় নাই, তাঁরই শক্তিতে সকলে শক্তিমান। তিনি শক্তি হরণ করলে আর কারুর কোন শক্তি থাকে না। এবিষয়টী 'কেন' উপনিষদে উক্ত হয়েছে—

কোন সময়ে দেবগণ কোন এক অসুরকে বিনাশ কোরে নিজ নিজ শক্তির স্পর্দ্ধা করেন। তখন ভগবান তাঁদের নিকট এক 'যক্ষ'-মূর্ত্তিতে উপস্থিত হন। তাঁর অপূর্ব্ব রূপ দর্শনে দেবগণ তাঁকে জানবার ইচ্ছায় অগ্নি ও মরুৎকে পাঠান। তাদের যোগ্যতা বুঝবার জন্য ভগবান্ পর পর উভয়ের নিকট একটী ঘাসকে পোড়াবার ও উড়াবার জন্য স্থাপন করেন। কিন্তু তাঁদের কোন যোগ্যতা হয় নাই যে, সেই তুচ্ছ ঘাসটীকে বিচলিত করেন। তার কারণ সর্ব্বশক্তিমান প্রভু তাঁদের শক্তিকে তখন হরণ কোরেছিলেন। পরে দেবরাজের নিকট মহামায়া সেই যক্ষের পরিচয় দেন যে, তিনিই সর্ব্বশক্তিমান ব্রহ্ম। তাঁর শক্তিতেই দেবগণের আস্ফলন। উপনিষদে ও শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হোয়েছে—সেই সর্ব্বশক্তিমান প্রভুর শাসনে সূর্য্য, চন্দ্র, যম, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি যথাযোগ্য কার্য্য সাধন করেন। আকাশে নক্ষত্রগণ বিরাজিত থাকে, সমুদ্র বেলাভূমি লঙ্ঘন করেন এবং বৃক্ষ-লতাসকল কালে কালে ফুল-ফল প্রভৃতি প্রদান করে।

কোন সময়ে এই বলদেব প্রভু যমুনাকে আহ্বান কোরেছিলেন, তাঁর নিকটে যেতে তিনি তাঁর শক্তিগণ সহ যমুনার জলে বিহার কোরবেন ইচ্ছায়। যমুনা প্রথমে তাতে অসম্মতি জ্ঞাপন কোর্‌লে শ্রীবলদেব প্রভু **হলদ্বারা** যমুনাকে আকর্ষণ করেন। তখন যমুনা ভীতা হইয়া বলদেবের স্তুতি করতে থাকে—

রাম রাম মহাবাহো ন জানে তব বিক্রমম্।
যস্যৈকাংশেন বিধৃতা জগতী জগতঃ পতেঃ॥

পরং ভাবং ভগবতো ভগবন্ মামজানতীম্।
মোক্তুমর্হসি বিশ্বাত্মন্ প্রপন্নাং ভক্তবৎসল॥ (ভাঃ ১০।৬৫।২৮,২৯)

হে মহাবাহো রাম! আপনার বিক্রম আমি জানতে না পেরে শ্রীপাদ-পদ্মে অপরাধ কোরেছি। আপনারই একাংশে অখণ্ড জগৎ ধৃত। আপনার পরম ভাবে অজ্ঞা প্রপন্না আমাকে কৃপাপূর্ব্বক মুক্ত করুন।

আবার অন্য একসময় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র শাম্ব দুর্য্যোধন-কন্যা লক্ষ্মণাকে স্বয়ম্বর-সভা থেকে হরণ করেন। দুর্য্যোধনাদি বহু বীর ঐ বালকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হোয়ে সকলে যুগপৎ চেষ্টায় বহু কষ্টে বালককে অস্ত্র-শস্ত্রহীন কোরে আবদ্ধ করেন, তখন বলদেব প্রভু শিষ্য দুর্য্যোধনের প্রতি স্নেহপরবশ হোয়ে, কৃষ্ণচন্দ্রের ক্রোধে দুর্য্যোধনের দল ধ্বংস না হয়, এই আশঙ্কায় সাত্যকী ও উদ্ধব সহ হস্তিনায় আগমন করেন। তিনি নিকটস্থ কোন উপবনে অবস্থিত হোয়ে উদ্ধব দ্বারা দুর্য্যোধনের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন যে, রাজা উগ্রসেনের আজ্ঞা নিয়ে তিনি এসেছেন পুত্র শাম্বের উদ্ধারার্থ; দুর্য্যোধন নিজ কল্যাণ-কামনা-কল্পে বধূ সহ শাম্বকে যেন প্রত্যর্পণ করেন। কিন্তু দুষ্ট দুর্য্যোধন কর্ণ, শকুনি প্রভৃতির পরামর্শে অবজ্ঞাসূচক বাক্য দ্বারা বলদেবের আজ্ঞা অগ্রাহ্য করেন—

অহো মহচ্চিত্রমিদং কালগত্যা দুরত্যয়া।
আরুরুক্ষত্যুপানদ্ বৈ শিরো মুকুটসেবিতম্॥

এতে যৌনেন সম্বদ্ধাঃ সহ শয্যাসনাশনাঃ।
বৃষ্ণয়স্তুল্যতাং নীতা অস্মদত্ত-নৃপাসনাঃ॥

চামরব্যজনে শঙ্খমাতপত্রং চ পাণ্ডুরম্।
কিরীটমাসনং শয্যাং ভুঞ্জন্ত্যস্মদপেক্ষয়া॥

অলং যদূনাং নরদেব-লাঞ্ছনৈ-
র্দাতুঃ প্রতীপৈঃ ফণিনামিবামৃতম্।
যেঽস্মৎ প্রসাদোপচিতা হি যাদবা
আজ্ঞাপয়ন্ত্যদ্য গতত্রপা বত॥ (ভাঃ ১০।৬৮।২৪-২৭)

অহো দুরতিক্রমা কালগতি কি বিচিত্রা। আজ কিনা মুকুটসেবিত মস্তকে পদযুগলে বিরাজিত পাদুকা আরোহণ কোরতে চায়। যাদবগণের সঙ্গে যৌন সম্বন্ধ স্থাপন কোরে একত্র শয়ন, উপবেশন ও ভোজনের অধিকার দিয়ে আমাদের তুল্যতা প্রদান কোরেছি, চামর ব্যজন, শঙ্খ, আতপ-পত্র, কিরীটাদি সমস্তই আমাদের কৃপায় উহারা ভোগ করে; কিন্তু তাদের প্রতি যে আমাদের অনুগ্রহ, সেটা সর্পকে অমৃত প্রদানে ন্যায় হোয়েছে। আজ নির্লজ্জ তারা কিনা আমাদিগকে আজ্ঞা প্রদান করে!

শ্রীবলদেব প্রভুর নিকট যখন এই সংবাদ গেল, তিনি তখন কুরুদলের অবাচ্য অসংবদ্ধ বাক্য শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে হাসতে হাসতে বলেছিলেন—

নূনং নানামদোন্নদ্ধাঃ শান্তিং নেচ্ছন্ত্যসাধবঃ।
তেষাং হি প্রশমো দণ্ডঃ পশূনাং লগুড়ো যথা ॥

অহো যদূন্ সুসংরব্ধান্ কৃষ্ণং চ কুপিতং শনৈঃ।
সান্ত্বয়িত্বাহমেতেষাং শমমিচ্ছন্নিহাগতঃ ॥

ত ইমে মন্দমতয়ঃ কলহাভিরতাঃ খলাঃ।
তং মামবজ্ঞায় মুহুর্দুর্ভাষান্ মানিনোঽব্রুবন্ ॥

নোগ্রসেনঃ কিল বিভুর্ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকেশ্বরঃ।
শক্রাদয়ো লোকপালা স্তাদেশানুবর্ত্তিনঃ ॥

সুধর্ম্মাক্রম্যতে যেন পারিজাতোঽমরাজ্ঞিপঃ।
আনীয় ভুজ্যতে সোঽসৌ ন কিলাধ্যাসনার্হণঃ ॥

যস্ত পাদযুগং সাক্ষাচ্ছ্রীরুপাস্তেঽখিলেশ্বরী।
স নার্হতি কিল শ্রীশো নরদেব-পরিচ্ছদান্ ॥

যস্যাঙ্ঘ্রি-পঙ্কজ-রজোঽখিল-লোকপালৈ-
র্মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিত-তীর্থ-তীর্থম্।
ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ।
শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক্ব ॥

ভুঞ্জতে কুরুভির্দত্তং ভূখণ্ডং বৃষ্ণয়ঃ কিল।
উপানহঃ কিল বয়ং স্বয়ন্তু কুরবঃ শিরঃ ॥

অহো ঐশ্বর্য্যমত্তানাং মত্তানামিব মানিনাম্।
অসম্বদ্ধা গিরো রুক্ষাঃ কঃ সহেতানুশাসিতা ॥(ভাঃ ১০।৬৮।৩১-৩৯)

নানামদে মত্ত অসাধুগণ শান্তির ইচ্ছা করে না, তাদের প্রশমনের উপায় পশুগণের ন্যায় দণ্ডপ্রহার দ্বারা। আমি সুসংক্রুদ্ধ যাদবগণ ও কৃষ্ণচন্দ্রকে শান্ত কোরে এদের মঙ্গল-কামনায় এখানে এসেছি। মন্দমতি ও কলহাভিরত খল

এরা আমাকে অবজ্ঞা কোরে দুর্ভাষা প্রয়োগ করল। ইন্দ্রাদি লোকপালগণ যাঁর আজ্ঞানুবর্ত্তী, সেই বৃষ্ণিভোজ অন্ধকেশ্বর উগ্রসেন কিনা রাজার যোগ্য নয়? সুধর্ম্মা সভা ও স্বর্গকল্পতরু পারিজাত বল পূর্ব্বক এনে, যে দ্বারকায় স্থাপন করা হোয়েছে এবং যাঁর পাদপদ্ম সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী সতত সেবা করেন, সেই শ্রীল কৃষ্ণচন্দ্রও রাজ-সিংহাসনের অধিকার যোগ্যতা রাখেন না! যাঁর পাদপদ্মরজঃ অখিল লোকপালগণ মণ্ডকে ধারণ করেন, শ্রেষ্ঠ তীর্থরূপে এবং ব্রহ্মা, শিব ও আমি যাঁর কলার কলা, অংশের অংশরূপে চিরকাল পাদপদ্মে উপহার দিয়ে থাকি, সেই কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট এই ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র সিংহাসনের গৌরব! অহো! এই প্রকার ঐশ্বর্য্য-মত্ত অভিমান-মদ-মত্ত ব্যক্তির ন্যায় অসম্বদ্ধ বাক্য কে সহ্য করে? আজ পৃথিবী নিষ্কৌরবা কোরে ফেলব। এই কথা বোলে শ্রীবলদেব যখন লাঙ্গল দিয়ে হস্তিনাকে আকর্ষণ করিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করার চেষ্টা করেন, তখন দুর্দ্দান্ত দুর্য্যোধনাদির দর্প দমিত হয়। তারা প্রাণভয়ে ভীত হোয়ে শাম্ব ও লক্ষ্মনাকে অগ্রে নিয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে প্রভুর সাক্ষাতে উপস্থিত হয় এবং স্তব করে—

রাম রামাখিলাধার প্রভাবং ন বিদাম তে।
মূঢ়ানাং নঃ কুবুদ্ধীনাং ক্ষন্তুমর্হস্যতিক্রমম্॥
স্থিত্যুৎপত্যপ্যয়ানাং ত্বমেকো হেতুর্নিরাশ্রয়ঃ।
লোকান্ ক্রীড়নকানীশ ক্রীড়তস্তে বদন্তি হি॥
ত্বমেব মূর্দ্ধ্নীদমনন্ত-লীলয় ভূমণ্ডলং বিভর্ষি সহস্রমূর্দ্ধ্নন্।
অন্তে চ যঃ স্বাত্মনিরুদ্ধবিশ্বঃ শেষেঽদ্বিতীয়ঃ পরিশিষ্যমানঃ॥
কোপস্তেঽখিল শিক্ষার্থং ন দ্বেষান্ন চ মৎসরাৎ।
বিভ্রতো ভগবন্ সত্ত্বং স্থিতি-পালন-তৎপরঃ॥
নমস্তে সর্ব্বভূতাত্মন্ সর্ব্বশক্তিধরাব্যয়।
বিশ্বকর্ম্মন্ নমস্তেঽস্তু ত্বাং বয়ং শরণং গতাঃ॥ (ভাঃ ১০।৬৮।৪৪-৪৮)

হে অখিল ব্রহ্মাণ্ডের আধার রাম! আপনার প্রভাবানভিজ্ঞ মূঢ় কুবুদ্ধি আমাদিগকে আপনার অতিক্রম ক্ষমা করুন। আপনিই সমস্ত জগতের স্থিতি, উৎপতি ও প্রলয়ের একমাত্র ঈশ্বর। এবিষয়ে অপরের অপেক্ষা করেন না। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ব্যাপার ক্রীড়াশীল এবং আপনার ক্রীড়নক-সদৃশ। আপনি এই ভূমণ্ডল নিজ সহস্রশিরের একশিরে সর্ষপাকারে ধারণ করেন। আবার লয় কালে সমস্ত বস্তুকে নিজ মধ্যে নিরুদ্ধ কোরে অদ্বিতীয় রূপে অবস্থান করেন। স্থিতি-পালন-তৎপর আপনার কোপ অখিল লোকের শিক্ষার নিমিত্ত, দ্বেষ বা মৎসরতা-হেতু নয়। হে সর্ব্বশক্তিধর অব্যয় সর্ব্বভূতাত্মন্! বিশ্বকর্ম্মন্!

আমরা আপনার পাদপদ্মে শরণাগত, আমাদিগকে রক্ষা করুন। এই কথা শুনে বলদেব প্রভু উহাদিগকে অভয় দান করেন, এই প্রকার বহু বিচিত্র কথা বলদেব প্রভুর বিষয়ে শুনতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণচন্দ্র যখন যে লীলার নিমিত্ত ব্রহ্মাণ্ডে আসেন, বলদেব প্রভু কৃষ্ণের নিত্যসহচর রূপে তাঁর সঙ্গে অবতীর্ণ হন। ত্রেতায় লক্ষ্মণ, দ্বাপরে বলরাম, আবার কলিতে নিত্যানন্দ প্রভু। এই নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপার কথা অতি বিচিত্র; তিনি কেবল করুণার মূর্ত্তি নিয়েই ধরাধামে অবতীর্ণ হোয়েছিলেন। জগাই-মাধাই দস্যু দলপতি প্রভৃতির প্রতি তাঁর বিচিত্র কৃপার কথা শুনলে তাঁর পাদপদ্মে চিত্তবৃত্তি আপনা আপনি লুটিয়ে পড়ে। তাঁর চিদ্‌বল লাভে বলবান্ হোতে পারলে ব্রহ্মাণ্ড অতিতুচ্ছ বোধ হয়—বড় বড় বীরকেও পদদলিত করা সামান্য ব্যাপার মাত্র মনে হয়।

যখন হিরণ্যকশিপু নিজপুত্র প্রহ্লাদকে শাসন করতে অসমর্থ হন, প্রহ্লাদের হরিভজনে বাধা দিতে গিয়ে যতপ্রকার কৌশল আছে কোন উপায়েই প্রহ্লাদকে বিনাশ করতে পারলেন না, তখন তিনি বলছেন—প্রহ্লাদ! আমি চোখ রাঙিয়ে দাঁড়ালে সমস্ত লোকসহ লোকপালগণ ভয়ে কাঁপতে থাকে, সেই আমার সামনে তুমি নির্ভীকবৎ অবস্থান করছ, কার বলে বলবান্ হইয়া? তখন তাহার পুত্র প্রহ্লাদ উত্তর দিয়েছিলেন—

ন কেবলং মে ভবতশ্চ রাজন্
স বৈ বলং বলিনাঞ্চ পরেষাম্।
পরেঽবরেঽমী স্থির-জঙ্গমা যে
ব্রহ্মাদয়ো যেন বশং প্রণীতাঃ॥ (ভাঃ ৭।৮।৭)

হে রাজন্! আমি যার বলে বলবান্, আপনিও সেই বলে বলী। তিনি অন্য সকলেরও বলস্বরূপ। উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট, স্থাবর-জঙ্গম, এমন কি, ব্রহ্মাদি দেবগণ পর্য্যন্ত তাঁর শক্তিতে তাঁর বশীভূত। সেই বলদাতা বলদেবের চিদ্‌বলে আমি বলী। কিন্তু আপনি তাঁর বল পেয়েও মোহ-বশতঃ আপনার শক্তিকে নিজ শক্তি বলিয়া অহমিকা রাখেন।

এই প্রকার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় সর্ব্বশক্তিমান প্রভুর পাদপদ্মসেবা পরিত্যাগ ক'রে মায়ামোহে মুগ্ধ হোয়ে আমরা কতকাল যে ঘুরে বেড়াচ্ছি, তার ইয়ত্তা নাই। কবে এমন দিন আস্‌বে যেদিন করুণাময়ের করুণায় আমরা তাঁর তত্ত্ব অবগত হোয়ে নিজ দুর্ভাগ্যকে দূর করতে পারবো। শ্রীবলদেবই নিত্যানন্দ। নিত্যানন্দই গুরুরূপে চিদ্‌বল প্রদানের জন্য নিত্যকাল জগতে অবতীর্ণ আছেন। সৌভাগ্যবশে সাধুসঙ্গে নিজ তত্ত্ব অবগত হোতে পারলেই

করুণাময়ের করুণায় অভিষিক্ত হবার যোগ্যতা হবে। এজন্য ঠাকুর মশায় গেয়েছেন—

আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥

অর্থাৎ নিত্যানন্দরূপী গুরুদেব কৃপাপূর্ব্বক আমার বিষয়-বাসনা তুচ্ছ কোরে দিলে সংসার মুক্ত হোয়ে কৃষ্ণলীলা স্থল বৈকুণ্ঠবস্তু বৃন্দাবন দর্শনের সৌভাগ্য হবে। অন্যথা মায়াবন্ধন ছেদনের আর কোন উপায় নাই। হে অপার-করুণাময় গুরুদেব! কৃপাপূর্ব্বক এ অধমকে নিজ পাদপদ্মে আকর্ষণ করুন।

—জনৈকশ্রোতৃ-প্রেরিত

বিভিন্ন সমস্যার সমাধান

(শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতা অবলম্বনে লিখিত)

মানবগণ জন্ম পরিগ্রহের পর হইতেই সমস্যার পসরা লইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে। বাঁচিয়া থাকা একটি সমস্যা। মনুষ্য জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য কতই না কত সমস্যার সম্মুখীন হইতেছে। আবার মৃত্যুও একটি সমস্যা। কারণ অনেকে মনে করেন যে, আমাদের এই সংসার বুঝি চিরকালই থাকিবে। তাহারা সাংসারিক জড় আমোদ-প্রমোদে এতই প্রমত্ত হইয়াছে যে, মৃত্যু যে **তাহাদের অবশ্যম্ভাবী, তাহা তাহারা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে।** মৃত্যু ধ্রুব সত্য হইলেও, ইহা সকলেরই অবাঞ্ছিত হইলেও, কি ভাবে মৃত্যু ঘটিবে তাহাও আজকাল একটা বিরাট সমস্যার অঙ্গীভূত হইয়াছে।

ব্যক্তিগত সমস্যা ছাড়া গৃহ, গ্রাম, জেলা, প্রদেশ এবং সমগ্র ভারত তথা বিশ্বের নানা সমস্যা আমাদের প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। যাহা কিছু সুখের ব্যাঘাত-কারক তাহাই সমস্যা। আমরা সকলেই সুখ চাই। সুখ না হইলে আমাদের চলিবে না। কিন্তু সুখের অন্বেষণ করিতে যাইয়া দুঃখই পাইয়া থাকি। কোনও কোনও দূর-দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি নিরুপায় হইয়া বলিয়া থাকেন—দুঃখ আমাদের কর্ম্মফলে আসিয়া থাকে এবং সুখ-সম্পদ নিজ নিজ পরিশ্রমের ফলে লভ্য হয়। ইহাও সত্য কিনা, তাহার বিচারও একটি সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

কর্ম্মাণ্যারভমাণানাং দুঃখহত্যৈ সুখায় চ।
পশ্যেৎ পাক-বিপর্য্যাসং মিথুনীচারিণাং নৃণাম্॥ (ভাঃ ১১।৩।১৮)

অর্থাৎ মানবগণ দুঃখ বিনাশ পূর্ব্বক সুখ লাভের জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকে। কিন্তু পরিশেষে দেখা যায় কর্ম্মের ফল বিপরীত হইয়া থাকে। যাহা দ্বারা দুঃখ ধ্বংস হইবে, তাহা দ্বারাই দুঃখ লাভ হইয়া থাকে। এবং যাহার দ্বারা সুখ লাভ হইবে, তাহার দ্বারা দুঃখই আসিয়া উপস্থিত হয়। দুঃখ যেমন অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে আসিয়া উপস্থিত হয়, সুখও সেইরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে মনুষ্যের ভাগ্যানুসারে আসিয়া থাকে।

আজকাল রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, এমন কি, রাস্তায় গমণাগমণ, মল-মূত্রাদি ত্যাগ সম্বন্ধেও বিষম সমস্যা। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সমস্যার তাণ্ডব নৃত্য। এই সমস্ত সমস্যার কারণ কি? এবং কিরূপেই বা ইহার সমাধান হইবে? বিশ্বের লব্ধপ্রতিষ্ঠ মনিষীবৃন্দ চিন্তা করিয়া এ-পর্য্যন্ত কিছু ঠিক করিতে পারেন নাই এবং এইরূপ সমস্যার সমাধান করিয়া বিশ্বে অনাবিল-শান্তি আনয়ন করা ত দূরে থাকুক, মানুষের অশান্তির ক্রমবর্দ্ধনশীলতা রোধ করিতেই অক্ষম হইয়া পড়িতেছেন। জগৎ জড়-বিদ্যায় যতই উন্নতি লাভ করুক না কেন, তাহার দ্বারা জীবের শান্তি সাধিত হইতে পারে না। একমাত্র শাস্ত্রানুমোদিত মুনি-ঋষিগণের শিক্ষা-ধারায় জগৎকে ঢেলে সাজিতে পারিলেই বিশ্বের নানা সমস্যার সমাধান সম্ভব হইতে পারে। আধুনিক যুগের মনুষ্য খাওয়া দাওয়া প্রভৃতি জীবিকা নির্ব্বাহের স্বচ্ছলতাকেই শুধু চরমশান্তি বলিয়া মনে করে। কিন্তু শাস্ত্র বলেন উদরপূরণাদি ইন্দ্রিয়-তর্পন করাই বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান নহে।

শাস্ত্রকারগণ বলেন—

আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষো
ধর্ম্মেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

অর্থাৎ আহার, নিদ্রা, ভয় এবং ইন্দ্রিয় তর্পনাদি মনুষ্য এবং পশুগণের মধ্যে সমান। কিন্তু তাহাদের মধ্যে একমাত্র ধর্ম্মই মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব এবং বিশেষত্ব প্রদান করিয়াছে। সুতরাং ধর্ম্মহীন মনুষ্যকে পশুর বা তদিতর প্রাণীরূপেই শাস্ত্র গণ্য করিয়াছেন।

যদি খাওয়া-দাওয়ার সচ্ছলতার উপর জীবের শ্রেষ্ঠত্ব এবং শান্তি বিরাজ

করিত, তা'হলে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গকেই শ্রেষ্ঠ ও শান্তিময় জীব বলিতে হয়। কিন্তু আমরা তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠ বলি না—তাহার কারণ, পরম শান্তিময় পুরুষ স্বয়ং-ভগবান শ্রীহরির আরাধনা একমাত্র মনুষ্যই সর্ব্বতোভাবে করিতে পারে; অন্য কোনও প্রাণী তাহা করিতে পারে না। এইজন্য মনুষ্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং মনুষ্যই ধর্ম্মের দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে সমস্ত সমস্যার সমাধান করিতে পারে। আমাদের এই ভারতবর্ষ ধর্ম্মের দেশ। ধর্ম্ম ব্যতীত কোন কথাই বলে না। কিন্তু ভারতবাসী যদি জড়সুখে মত্ত থাকিয়া ভগবৎ-পাদপদ্ম বিস্মৃত হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ভারতের চরম দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে। মনুষ্য যদি ধর্ম্মচিন্তা বাদ দেয়, তবে সে কোনদিনই তাহাদের সমস্যাগুলির সমাধান করিতে সক্ষম হইবে না। আধুনিক জড়-শিক্ষায় শিক্ষিত মনুষ্যের নিরীশ্বর-চিন্তাশ্রোতই দেশে নানা সমস্যার পত্তন ও তাহার প্রাচুর্য্য আনয়ন করিয়াছে। শুধু খাদ্য-সমস্যা সমাধান কল্পেই ভগবান্ আমাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান দেন নাই। বিদ্যা-বুদ্ধিশূন্য মনুষ্যেতর প্রাণীগণও তাহাদের খাদ্য-সমস্যার প্রচুর সমাধান করিতেছে। পশুর যে স্বাভাবিক জ্ঞানবুদ্ধি (intuition) আছে, তাহা দ্বারাই তাহারা তাহাদের ভোগ-সমস্যা মনুষ্য অপেক্ষা ভালভাবেই সমাধান করে। কিন্তু men are rational being (মানুষ বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণী)। শুধু animality বাড়াইয়া তুলিলে চলিবে না; তাহা হইলে মনুষ্যত্ব কমিয়া যাইবে।

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
'কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত-বিত্ত রয়॥ (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৩।১৭৮)

সুতরাং ভগবৎ-পাদপদ্ম সেবাই বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞানের (Rationality) চরম সার্থকতা।

খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য্যে যদি সুখশান্তি থাকিত তবে নৃপতিগণ অশান্তিতে জীবন অতিবাহিত করেন কেন? খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য্য, চাষ প্রণালীর উন্নতি বা আইন-কানুনের কড়াকড়ি করিলেও সমস্যার সমাধান সম্ভব নহে। চোরসকল মনে করে পরিশ্রম করিয়া সৎজীবন যাপন করা অপেক্ষা চুরি করা ভাল। কারণ তাহারা যদি ৩০০০৲ টাকা চুরি করে, তবে ধরা পড়িলেও ১০০০৲ টাকা উকিলকে দিয়া আইনের ফাঁকীতে মুক্ত হইয়া ২০০০৲ টাকা লাভ করিতে পারে। কিংবা বড় জোর ২।৩ বৎসরের জেল হইতে পারে, কিন্তু এই সব শাস্তির দ্বারা চোরের চৌর্য্যবৃত্তি বন্ধ হইবে না—বরং বৃদ্ধি প্রাপ্তই হইবে। আইনের কড়াকড়ি অপেক্ষা ধর্ম্মভাব যদি প্রত্যেক মানব হৃদয়ে প্রবলরূপে

জাগিয়ে দেওয়া যায়, তবে মরিয়া গেলেও নরকের ভয়ে কেহ চৌর্য্যবৃত্তি গ্রহণ করিবে না। সুতরাং দুর্ব্বৃত্তদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার সমস্যা কেবল ধর্ম্মই দূর করিতে পারে। যদি অশান্তির সমস্যা হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হয়, তবে বর্ত্তমান শিক্ষাধারার আমূল পরিবর্ত্তন করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ বর্ত্তমান শিক্ষা-জগতে ধর্ম্ম-চিন্তার লেশও পরিদৃষ্ট হয় না। বর্ত্তমানে পুত্র পিতাকে মান্য করে না, ছাত্র শিক্ষককে মান দেয় না। আধুনিক ধর্ম্মহীন জড় শিক্ষার ফলেই এই সব পিতা-পুত্র সমস্যা, ছাত্র-শিক্ষক সমস্যার প্রবলাকার ধারণ সম্ভব হইয়াছে। স্কুল কলেজে পারমার্থিক শিক্ষা না দেওয়া পর্য্যন্ত দেশে উশৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পাইয়া নানা সমস্যা সৃষ্টি করিবেই। পাপ, অন্যায় ও অপকর্ম্ম ইত্যাদি করিলে তাহার ফল নিদারুণরূপে ভোগ করিতে হইবে এবং ভীষণ নরকে পচিয়া মরিতে হইবে এইরূপ বাস্তব শাস্ত্রীয় ভয় প্রত্যেক মনুষ্য-হৃদয়ে জাগরিত করিতে না পারিলে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান সুদূর পরাহত।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহু সম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপিহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়শায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥ (ভাঃ ১১।৯।২৯)

অর্থাৎ বহুজন্মান্তরের পর আমাদের এই সুদুর্লভ মনুষ্য শরীর লাভ হইয়াছে। ইহা অনিত্য হইলেও পরমার্থপ্রদ, পরম শান্তিপ্রদ। ইন্দ্রিয়-তর্পণাদি সুখের বিষয় সকল প্রতি জন্মেই লাভ হয়; কিন্তু ভগবদ্ভজন মনুষ্য ব্যতীত অন্য কোনও জন্মে সম্ভবপর নহে। অতএব মৃত্যু পর্য্যন্ত ধীরব্যক্তি শীঘ্রই পরম-শান্তিময় পুরুষ ভগবানের ভজন কর।"

ভগবান গীতায় বলিয়াছেন—

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ। (গীঃ ৯।২৪)

অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—"হে অর্জ্জুন! আমিই সর্ব্ব যজ্ঞের এবং সর্ব্ব কর্ম্মের ভোক্তা এবং প্রভু"। সুতরাং সকলেরই উচিৎ সেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করা।

ভগবানের কথা পালন না করার ফলেই আমাদের যত সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। গীতায়—যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পনম্॥ (গীঃ ৯।২৭) সমস্ত বস্তুই ভগবানের। তিনিই

একমাত্র ভোক্তা। ভগবানকে বাদদিয়া মনুষ্য ভোক্তা হওয়ার দরুনই যত অশান্তি আসিয়াছে। বর্ত্তমানে মনুষ্য ভগবানের সেবা না করিয়া নিজেদের ইন্দ্রিয় তর্পণেই ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু গীতায় দেখি, ভগবানের প্রীতি উৎপাদন করাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য হইতে চ্যুত হইবার ফলে মনুষ্যের নানা অশান্তি নানা সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। যদি আমরা Back to God and back-to home—এর দিকে অর্থাৎ মহাজনগণের বাণী এবং শ্রীভগবানের পাদপদ্ম সেবা করার জন্য চেষ্টিত হই, তবে আমরা সমস্ত সমস্যার সমাধান করিয়া পরমশান্তি এবং পরামুক্তি লাভ করিতে পারিব।

আমরা কঠোপনিষদে দেখি—

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥ (কঠ ২।২।১৩)

অর্থাৎ "যিনি নিত্য বা বাস্তব বস্তু সমূহেরও পরম নিত্য বা পরম সত্য বস্তু, যিনি চেতন জীবসমূহেরও মুখ্যচেতন, যিনি এক হইয়াও সকলের কামনা পূরণ করেন, যে-সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই আত্মস্থ ভগবানকে পরিদর্শন করেন, তাঁহারাই নিত্যশান্তি লাভ করিয়া থাকেন, অপরে তাহা লাভ করিতে পারে না"।

আবার শ্রীমদ্ভাগবতগীতায় দেখি—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥
(গীঃ ১৮।৬২)

অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"হে অর্জ্জুন! তুমি সর্ব্বতোভাবে সেই ঈশ্বরের শরণাগত হও; তাঁহার প্রসাদে পরাশান্তি লাভ করিবে এবং নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে।"

সুতরাং আমরা প্রত্যেক শাস্ত্রেই দেখিতে পাতেছি যে, একমাত্র ঈশ্বর-উপাসনা দ্বারাই জীব পরা শান্তি লাভ করিতে পারে। যাঁহার শ্রীপাদপদ্মে পরাশান্তি বিরাজ করে, সেই পরম মঙ্গলময় পরমশান্তিময় শ্রীভগবানের আরাধনার ফলে আমরা সকল সমস্যা, সকল অসুবিধা, সকল অমঙ্গল বিদূরিত করিতে সক্ষম হইব।

যাহারা ভগবদুপাসনা বাদ দিয়া জড় জগতের ভোগবাসনাকে যতই

উন্নত করিতে চেষ্টা করেন, তাহাদের দ্বারা সমস্যার সমাধান কস্মিন্ কালে কুত্রাপি হয় নাই বা হইবে না। তজ্জন্য গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে শরণ গ্রহন করিলে আমরা সর্ব্বপ্রকার সুখ-শান্তি লাভ করিতে পারিব।

বিশেষ করিয়া এই কলিযুগে জীবের মঙ্গল সহজলভ্য করিবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরসুন্দররূপে এই জগতে আবির্ভূত হইয়া শ্রীহরিনাম প্রচারের দ্বারা সর্ব্ব সমস্যার সমাধান করার শিক্ষা দিয়াছেন—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতোমখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যাং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥ (ভাঃ ১২।৩।৫২)

অর্থাৎ "সত্যযুগে শ্রীভগবানের ধ্যান ফলে, ত্রেতায় যজ্ঞের দ্বারা, দ্বাপরে পরিচর্য্যায় কিন্তু কলিযুগে শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন প্রভাবেই ভগবৎ-পাদপদ্ম লাভ করা যায়"।

সুতরাং এই কলিকালে অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা ও শ্রীহরিকীর্ত্তনের দ্বারাই আমরা ভগবৎ-কৃপা লাভ ও তদীয় সেবা লাভ করিতে পারিব এবং তৎ-কৃপাবলেই সকল সমস্যা সকল অশান্তি বিদূরিত করিতে পারিব।

আমরা গণিতশাস্ত্রে দেখি—একটি বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া যতগুলিই বৃত্ত অঙ্কিত করি না কেন, বৃত্তগুলি পরস্পর ছেদন করিয়া যাইবে না; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বিন্দুর পাশে অন্য একটি স্থানকে কেন্দ্র করিয়া বৃত্ত অঙ্কিত করিলে পূর্ব্বাঙ্কিত বৃত্তের সহিত সংঘর্ষ হইবে—ছেদন করিয়া যাইবে। আজকাল প্রত্যেক দেশের স্ব-স্ব স্বার্থের হানি ঘটিলেই, পরস্পর পরস্পর সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইতেছে এবং সমস্যার সমাধান করা ত দূরে থাকুক, অশান্তির দাবানল মানব-জাতিকে দগ্ধীভূত করিতেছে; কিন্তু যদি প্রত্যেক দেশের স্বার্থ এক, অভিন্ন হয়, তবে অশান্তির কোন কথা থাকেনা। অর্থাৎ ভগবৎ-সেবাই যদি সকল দেশের সকল লোকের কাম্য হয়, ঈশ্বরের প্রীতি উৎপাদনই যদি সকলের উদ্দেশ্য হয়, তবে সকলেই সেই চরম উদ্দেশ্য—সেই চরম স্বার্থ প্রতিপাদন করিবার জন্যই ছুটিয়া চলিবে। তখন আর ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ লইয়া পরস্পর ঝগড়া হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না; সমগ্র বিশ্বে তখন সকল সমস্যার সমাধান হইয়া এক পরাশান্তি বিরাজ করিবে।

—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

———

রথযাত্রা

উদ্‌ভ্রান্ত পথশ্রান্ত
পথপ্রান্তে ব'সে একা ;
এ দীন আশ্রয়হীনে
হে নাথ দিবে কি দেখা ?
চাহি' বিশ্ব জনপথ,
চ'লেছে তোমারি রথ,
সরল তোমারি পথ
মোর পথ আঁকা বাঁকা।
তুমি প্রভু জগন্নাথ,
জগৎছাড়া আমি নাতো,
জন্মান্ধেরে ধরি' হাত
দেখাও দিব্য-মূর্ত্তি-রেখা।
তুমি হে দীনের বন্ধু,
অপার করুণা-সিন্ধু,
বিতরি' করুণা-বিন্দু,
রথে সেবা লহ সখা।

বৈষ্ণব দাসানুদাসাভাষ
শ্রীযদুবর দাস বি-এ, বি-টি

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীরথযাত্রা ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব মহোৎসব

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবৎসরও গত ১০ই আষাঢ়, ১৩৬৭ ইং ২৪শে জুন ১৯৬০, শুক্রবার হইতে ২০শে আষাঢ় ১৩৬৭, ইং ৪ঠা জুলাই ১৯৬০, সোমবার পর্য্যন্ত একাদশ-দিবসব্যাপী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে মহামহোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত করিয়াছেন। এতদ্‌-উপলক্ষে স্থানীয় ও বহিরাগত বহু ভক্তবৃন্দ প্রত্যহ পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি শ্রবণ এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথাকর্ষণাদি সেবা-সুযোগ লাভ করিয়া বহু ভক্ত্যন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জনে সক্ষম হইয়াছেন।

গত ১০ই আষাঢ়, ১৩৬৭, ইং ২৪শে জুন, ১৯৬০, শুক্রবার শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব তিথি দিবসে সকালে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত কীর্ত্তনাদি কীর্ত্তন করা হয় এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্‌ভক্তি বেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ তাঁহার অতিমর্ত্ত্য জীবনী পাঠ করেন। বৈকালে শ্রীযুত শ্রীহরি ব্রহ্মচারী 'শ্রীমদ্ভক্তি বিনোদ-দশকম্' কীর্ত্তন করেন, পরে মঠ-সেবকগণ শ্রীলঠাকুরের স্বরচিত গীতি সমূহ কীর্ত্তন করেন ।

সন্ধ্যার সময় শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে সভা হয়। শ্রীল আচার্য্য-দেবের আজ্ঞাক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্‌ভক্তিবেদান্ত মুনি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, এবং ক্রমশঃ শ্রীযুত শ্রীহরি ব্রহ্মচারী, শ্রীযুত ভাগবতদাস ব্রজবাসী, শ্রীযুত গজেন্দ্র-মোচন ব্রহ্মচারী ও শ্রীযুত চিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পূত ও অতিমর্ত্ত্য জীবনী এবং তদীয় ভজনোপদেশ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পরিশেষে পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেব নাস্তিক ঐতিহাসিক গণের দূরধিগম্য শ্রীল ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য জীবনী সম্বন্ধে এক সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করার পরে সভার কার্য্য ভঙ্গ হয় ।

১১ই আষাঢ়, ২৫শে জুন সমস্ত সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীগণ নগর-সঙ্কীর্ত্তন মুখে শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে গমন করেন এবং চরিতামৃত হইতে শ্রীমৎ ত্রিবিক্রম মহারাজ গুণ্ডিচা-মার্জ্জন লীলা পাঠ করেন। তৎপর মহা-উৎসাহের সহিত সকলে শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন, প্রক্ষালনাদি করিয়া শ্রীগঙ্গা দর্শন ও স্নানাদি পূর্ব্বক কীর্ত্তন মুখে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১২ই আষাঢ়, ২৬শে জুন, রবিবার— শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব সুরম্য রথে আরোহণ করিয়া সাড়ম্বরে নগরসঙ্কীর্ত্তন মুখে শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে সঙ্কীর্ত্তনকারী ভক্তবৃন্দের উদ্দণ্ড নৃত্য এবং রথাকর্ষণকারী ভক্তগণের আনন্দোল্লাস দশ দিক মুখরিত করিতেছিল। এইরূপে রথাঢ়ুর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব নগর পরিভ্রমন করতঃ শ্রীগুণ্ডিচা মন্দিরে শুভবিজয় করেন।

এই রথযাত্রার দিনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ দক্ষতার সহিত রথাকর্ষণকারী কীর্ত্তনোন্মত্ত জনতাকে পরিচালনা করেন। এই রথযাত্রায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পরমার্থী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত শুদ্ধাদ্বৈত মহারাজ, শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত মুনি মহারাজ প্রমুখ মঠবাসী সন্ন্যাসী; ব্রহ্মচারী ও বহিরাগত ভক্তগণ ও স্থানীয় স্ত্রীপুরুষ বহু গণ্য মান্য ব্যক্তিসকল যোগদান করিয়াছিলেন।

একাদশ দিবস ব্যাপী উৎসবপঞ্জীর মধ্যে শ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং ৩দিন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ-উল্লাস বর্দ্ধন করিয়াছেন। অন্যান্য দিন সমূহের সেবাপঞ্জী অনুসারে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ পাঠ ও ছায়াচিত্রে বক্তৃতাদি প্রদান করিয়া এই উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। হেরাপঞ্চমীর দিন ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যের দ্বন্দোৎসবে গোপীগণের বিজয়বৈজয়ন্তী উৎসব করা হয়। এই উৎসবে স্থানীয় ও বহিরাগত বহু সজ্জনমণ্ডলী যোগদান করিয়া বিচিত্র মহা-প্রসাদ সম্মান করিয়া আনন্দধ্বনি করেন।

২০শে আষাঢ়, ৪ঠা জুলাই মঙ্গলবার, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব সুরম্য-রথারোহন করিলে নগর-সঙ্কীর্ত্তনমুখে পূর্ণযাত্রা করেন। এবং নগর পরিভ্রমনান্তে স্ব-স্থানে অধিষ্ঠিত হন। এইদিনও কীর্ত্তনোল্লাস এবং ভক্তগণের উদ্দণ্ড নৃত্য ও রথা-কর্ষনকারী ভক্তগণের "জয় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব কি জয়"— এই জয়ধ্বনি মুখরিত করিয়া দিগ্ দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হইতেছিল। পথিমধ্যে **চুঁচুড়া জজ-কোর্টের সুপ্রবীন উকিল শ্রীযুত চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্ মহোদয়ের** বৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব উপস্থিত হইলে তাঁহার সহধর্ম্মিণী প্রমুখ বহু আত্মীয়বর্গ নানাবিধ পুষ্পমাল্যাদি ও ভোগসামগ্রীর দ্বারা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রচুর সেবা করেন। আমরা বেদান্ত সমিতি তাহাকে এবং তাঁহার পরিবারবর্গকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

শ্রীশ্রীরথারুঢ় জগন্নাথদেব মঠে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ সমাপনান্তে আরত্রিকাদি শেষ করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ভোগ দিবার পর আহুত অনাহুত সমস্ত লোককে প্রচুর প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

—নিজস্ব সংবাদ

মথুরা শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে তিরোভাব মহোৎসব

গত ১০ই আষাঢ় শুক্রবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম বিশিষ্ট শাখা মথুরায় শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে আধুনিক যুগের শুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধারার পুনঃ প্রবর্ত্তনকারী সপ্তম গোস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব বিরাট সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি বেদান্ত নারায়ণ মহারাজের সভাপতিত্বে এক বিরহ সভার আয়োজন হইয়াছিল। সভায় শ্রীযুত রামগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীযুত কৃষ্ণস্বামী ব্রহ্মচারী এবং শ্রীযুত হরিদাস ব্রজবাসী প্রমুখ বক্তৃ-মহোদয়গণ শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র এবং তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। উপসংহারে সভা-পতি মহোদয় উপরোক্ত বিষয়ে সুন্দর এবং বিস্তৃতরূপে এক সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। বলাবাহুল্য সমিতির অন্যান্য শাখা সমূহে শ্রীল ঠাকুরের বিরহোৎসব সমারোহের সহিত উদ্যাপিত হইয়াছে। —নিজস্ব সংবাদ

শ্রীভাগবত-পত্রিকার সম্পাদক—
শ্রীশ্রীমদ্ নারায়ণ মহারাজের সভাপতিত্ব

গত ২১শে আষাঢ়, ৫ই জুলাই, মঙ্গলবার মথুরা সহরের হোলীবালী গলিতে মথুরা শিবাজী-উদ্যান-শাখার 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ং-সেবক-সঙ্ঘের' শ্রীগুরু-পূজন মহোৎসব বিশেষ ধুমধামের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে ঐস্থানে প্রাতঃ ৫টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত এক বিরাট সভার আয়োজন হইয়াছিল। সভায় সঙ্ঘের কর্ম্মকর্ত্তৃগণ ব্যতীত সহরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ বহু বিদ্বান্ মণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সঙ্ঘের বিশেষ অনুরোধে **'শ্রীভাগবত পত্রিকার' সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত নারায়ণ মহারাজ** সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। পতাকা উত্তোলন, উদ্বোধন-সঙ্গীত প্রভৃতি অনুষ্ঠানের পর মথুরার বি, এস, এ, কলেজের ভাইস্ প্রিন্সীপাল শ্রীহীরালালজী প্রধান অতিথি-স্বরূপে বক্তৃতা করেন। তৎপর উক্ত সঙ্ঘের সঞ্চালক মহোদয়ের বক্তৃতা হয়। উপসংহারে সভার সভাপতি উক্ত স্বামীজী মহোদয় "গুরুশিষ্যের স্বরূপ এবং তাঁহাদের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। সভান্তে উক্ত সঙ্ঘের প্রধান সঞ্চালক মহোদয় উক্ত স্বামীজী মহারাজের সহিত তাঁহাদের অন্যান্য শাখার কর্ত্তৃপক্ষগণকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করিয়া পরিচয় করাইয়া দিবার পর সভা ভঙ্গ হয়।

—জনৈক মথুরাবাসী

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী

এ-বৎসর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবক **শ্রীমান্ নিমাই দাস ব্রহ্মচারী** চুঁচুড়া সহরস্থ ভূদেব চতুষ্পাঠী কেন্দ্র হইতে শ্রীশ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের **মধ্যপরীক্ষায় প্রথম বিভাগে** উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমরা তাহার সাফল্যের জন্য তাহাকে বিশেষ আনন্দের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। সমিতির অন্যান্য সংস্কৃত বিদ্যার্থীগণ তাহার আদর্শে সকলেই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে আরও আনন্দের বিষয় হইবে। শ্রীমান নিমাই আগামী বর্ষে ব্যাকরণের উপাধি ও বেদান্তের আদ্য পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

—নিজস্ব সংবাদ

———

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা

বিরাট আয়োজন

শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ
কংসটীলা, পোঃ মথুরা (মথুরা)
তাং—ইং ২১।৭।৬০

সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি এই বৎসর শ্রীশ্রীমথুরাধামস্থ **শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ** হইতে **শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার বিরাট্ আয়োজন** করিয়াছেন। তজ্জন্য **২৭শে আশ্বিন ১৩ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার হাওড়া ষ্টেশন হইতে রাত্র ৮টা ৪০মি, এর ট্রেণে রিজার্ভ গাড়ীতে** যাত্রা করা হইবে। পথিমধ্যে **গয়া, কাশী, প্রয়াগ,** প্রভৃতি দর্শন করিবারও ব্যবস্থা হইয়াছে। আমরা ধর্ম্মপ্রাণ সকলকে নিম্নলিখিত নিয়মানুযায়ী যোগদান করিয়া এই অপূর্ব্ব সুযোগ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি। ইতি—

নিবেদক—
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভ্যবৃন্দ

নিয়মাবলীঃ—

১। **পত্র ব্যবহার ও টাকা পাঠাইবার ঠিকানা ঃ—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ, শ্রীউদ্ধারণ গোড়ীয় মঠ, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী), পঃ বঙ্গ।**

২। কার্ত্তিকের ৩য় সপ্তাহে হাওড়ায় প্রত্যাবর্ত্তনের সম্ভাবনা।

৩। প্রত্যেক যাত্রীকে **দুইবেলা প্রসাদ,** হাওড়া ষ্টেশন হইতে **যাতায়াত ট্রেণভাড়া ও মোটর ভাড়া** প্রভৃতি খরচের জন্য **১৫০৲ টাকা** ভিক্ষাস্বরূপ দিতে হইবে।

৪। **মোটর বাসে** পরিক্রমা হইবে, তজ্জন্য পৃথক্ ব্যয় লাগিবে না।

৫। যাত্রিগণ সংক্ষেপে **শীতোপযোগী** বিছানা, চাদর ও জামা সঙ্গে আনিবেন। আবশ্যক বোধে ১টী ঘটী ও ১টী বাটী লইবেন।

৬। যাত্রিগণ **১৭ই আশ্বিন, ৩রা অক্টোবরের পূর্ব্বেই** দেয় ভিক্ষার মধ্যে **৫০৲ টাকা** ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের** নিকট উক্ত চুঁচুড়ার ঠিকানায় জমা দিবেন।

৭। অগ্রিম ৫০৲ টাকা দেওয়া বাদে বাকী ১০০৲ টাকা ২৭শে আশ্বিন, ১৩ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার—**বেলা ৩টা হইতে ৬টার মধ্যে** হাওড়া ষ্টেশনে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হইবে।



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥
অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১২শ বর্ষ | গর্ভোদশায়ী, ১১ পদ্মনাভ, ৪৭৪ গৌরাব্দ শুক্রবার, ৩১ ভাদ্র, ১৩৬৭ ; ইং ১৬।৯।৬০ | ৭ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীবসুদেব-কৃতং "শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বলরাম-স্তোত্রাষ্টাদশকম্"

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চাশীতিতমেঽধ্যায়ে—৩-২০)

বাসুদেব উবাচ,—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ সঙ্কর্ষণ সনাতন।
জানে রামস্য যৎ সাক্ষাৎ প্রধান-পুরুষৌ পরৌ॥ ৩॥

(মুনিগণের নিকট পুত্রদ্বয়ের মাহাত্ম্য শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহাদের অদ্ভুত চরিত্রে বিশ্বাসযুক্ত হইয়া শ্রীবসুদেব শ্রীরাম-কৃষ্ণকে প্রীতি-সহকারে অভিনন্দিত করিয়া বলিতে লাগিলেন,—)

হে মহাযোগিন্ কৃষ্ণ, হে সনাতনস্বরূপ সঙ্কর্ষণ, এই বিশ্বের সাক্ষাৎ কারণরূপ যে প্রকৃতি ও পুরুষ, আমি আপনাদের দুইজনকে তাহাদেরও কারণস্বরূপ পরমেশ্বর বলিয়া অবগত হইয়াছি॥ ৩॥

যত্র যেন যতো যস্য যস্মৈ যদ্‌যদ্‌যথা যদা।
স্যাদিদং ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধান-পুরুষেশ্বরঃ ॥ ৪ ॥

ঘট, পট প্রভৃতি যে-সমস্ত পদার্থ যে-দেশে, যে-কালে, যে-প্রকারে, যাহাদ্বারা, যাহা হইতে, যাহার সম্বন্ধে, যাহার উদ্দেশ্যে উৎপন্ন হয়, প্রকৃতি এবং পুরুষের অধীশ্বর আপনিই সাক্ষাৎ তৎসমস্তের স্বরূপ। অর্থাৎ তাহারা আপনারই কার্য্য ॥ ৪ ॥

এতন্নানাবিধং বিশ্বমাত্মসৃষ্টমধোক্ষজ।
আত্মনানুপ্রবিশ্যাত্মন্ প্রাণো জীবো বিভর্ষ্যজ ॥ ৫ ॥

হে অধোক্ষজ, হে পরমাত্মন্, হে অজ, আপনিই প্রাণ (ক্রিয়াশক্তি) এবং জীব (জ্ঞানশক্তি) রূপে স্বকীয় মায়ারচিত এই বিচিত্র বিশ্বমধ্যে অন্তর্যামীসূত্রে প্রবেশপূর্ব্বক ইহার পোষণ করিতেছেন ॥ ৫ ॥

প্রাণাদীনাং বিশ্বসৃজাং শক্তয়ো যাঃ পরস্য তাঃ।
পারতন্ত্র্যাদ্বৈসাদৃশ্যাদ্ব্যয়োশ্চেষ্টৈব চেষ্টতাম্ ॥ ৬ ॥

বাণের মধ্যে যে ভেদশক্তি দেখা যায়, তাহা যেরূপ বাণ-নিক্ষেপকারী পুরুষেরই শক্তি, সেইরূপ বিশ্বকারণ প্রাণাদি পদার্থেও পরাধীন বলিয়া তদন্তর্গত শক্তিও পরমকারণ পরমেশ্বরেরই হইয়া থাকে। চেতন ও অচেতন পদার্থের মধ্যে পরস্পর বৈসাদৃশ্যবশতঃ অচেতন পদার্থ চেতনের ন্যায় স্বতন্ত্র না হইয়া উহার অধীনই হইয়া থাকে। বায়ুর শক্তি দ্বারা যেমন তৃণাদির গমন-ক্রিয়া এবং পুরুষের শক্তিদ্বারা যেরূপ বাণের বেগ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ পরমেশ্বরের শক্তিদ্বারাই প্রাণাদি পদার্থের কেবলমাত্র চেষ্টা দেখা যায়, পরন্তু ইহাদের কোন স্বতন্ত্র শক্তি নাই ॥ ৬ ॥

কান্তিস্তেজঃ প্রভা সত্তা চন্দ্রাগ্ন্যর্কর্ক্ষ-বিদ্যুতাম্।
যৎস্থৈর্য্যং ভূভৃতাং ভূমের্বৃত্তির্গন্ধোঽর্থতো ভবান্ ॥ ৭ ॥

চন্দ্রের কান্তি, অগ্নির তেজ, সূর্য্যের প্রভা, বিদ্যুৎ ও নক্ষত্রগণের স্ফুরণ-রূপ সত্তা, পর্ব্বতের স্থিরত্ব এবং ভূমির আধারশক্তি ও গন্ধগুণ এই সমস্ত বস্তুতঃ আপনারই স্বরূপ ॥ ৭ ॥

তর্পণং প্রাণনমপাং দেব ত্বং তাশ্চ তদ্রসঃ।
ওজঃ সহো বলং চেষ্টা গতির্বায়োস্তবেশ্বর ॥ ৮ ॥

হে দেব, ঈশ্বর, আপনিই জল এবং তদীয় তৃপ্তিজনন শক্তি, জীবন শক্তি ও রসস্বরূপ এবং বায়ুর ওজঃ, সহ, বল, চেষ্টা ও গতি—এই সমস্তও আপনারই শক্তিস্বরূপ ॥৮॥

দিশাং ত্বমবকাশোঽসি দিশং খং স্ফোট আশ্রয়ঃ।
নাদো বর্ণস্ত্বমোঙ্কার আকৃতীনাং পৃথক্কৃতিঃ ॥ ৯ ॥

দিক্‌সমূহের অবকাশ, দিক্‌সমূহ, আকাশ, তদাশ্রয় শব্দতন্মাত্র, নাদ, ওঁকার বর্ণ এবং পদার্থসমূহের পৃথক্ পৃথক্ নামনির্দ্দেশক পদসমূহ অর্থাৎ বর্ণ-পদাদিরূপা বৈখরী—এই সমস্তও আপনি ॥ ৯

ইন্দ্রিয়ং ত্বিন্দ্রিয়াণাং ত্বং দেবাশ্চ তদনুগ্রহঃ।
অববোধো ভবান্ বুদ্ধের্জীবস্যানুস্মৃতিঃ সতী ॥ ১০ ॥

ইন্দ্রিয়গণের বিষয়-প্রকাশিকা শক্তি, তাহাদের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাগণ, তাহাদের অধিষ্ঠান-শক্তি, বুদ্ধির অধ্যবসায় শক্তি এবং জীবের যথার্থ প্রতিসন্ধান শক্তি—এইসকলও আপনারই স্বরূপ ॥ ১০ ॥

ভূতানামসি ভূতাদিরিন্দ্রিয়াণাঞ্চ তৈজসঃ।
বৈকারিকো বিকল্পানাং প্রধানমনুশায়িনাম্ ॥ ১১ ॥

ভূতগণের কারণস্বরূপ তামস অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়গণের কারণস্বরূপ রাজস অহঙ্কার, বৈকল্পিক দেবগণের কারণীভূত সাত্ত্বিক অহঙ্কার এবং জীবগণের সংসার-কারণীভূতা প্রকৃতি—এই সমস্তও আপনি ॥১১॥

নশ্বরেষ্বিহ ভাবেষু তদসি ত্বমনশ্বরম্।
যথা দ্রব্য-বিকারেষু দ্রব্যমাত্রং নিরূপিতম্ ॥ ১২ ॥

মৃত্তিকা, সুবর্ণ প্রভৃতি বস্তুর বিকারজাত ঘট, কুণ্ডল প্রভৃতি বিনশ্বর পদার্থসমূহের মধ্যে যেরূপ মৃত্তিকা, সুবর্ণ প্রভৃতি বস্তুই অবিনশ্বর মূলরূপে নির্ণীত হয়, সেইরূপ জগতে বিনাশশীল পদার্থসমূহের মধ্যে একমাত্র আপনিই অবিনশ্বররূপে বর্ত্তমান থাকেন ॥ ১২ ॥

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাস্তদ্‌বৃত্তয়শ্চ যাঃ।
ত্বয্যদ্ধা ব্রহ্মণি পরে কল্পিতা যোগমায়য়া ॥ ১৩॥

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ,—এই গুণত্রয় এবং তাহাদের বৃত্তিসমূহ সাক্ষাৎ পরমব্রহ্মস্বরূপ আপনার যোগমায়ায় কল্পিত হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

তস্মান্ন সন্ত্যমী ভাবা যর্হি ত্বয়ি বিকল্পিতাঃ।
ত্বঞ্চামীষু বিকারেষু হ্যন্যদাব্যবহারিকঃ ॥ ১৪ ॥

হে দেব, পূর্ব্বোক্ত ভাবসমূহ কল্পিত বলিয়া কেবলমাত্র যৎকালে কল্পিত হয়, তখনই আপনার মধ্যে উহাদের প্রতীতি হইয়া থাকে এবং আপনিও তৎকালেই কারণরূপে ঐ সকল বিকার-পদার্থে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকেন, অন্যকালে তাহাদের কোন সত্তা থাকে না, কেবলমাত্র তাদৃশ বিকল্পকর্ত্তা পরমার্থস্বরূপ আপনিই অবশিষ্ট থাকেন ॥ ১৪ ॥

গুণপ্রবাহ এতস্মিন্নবুধাস্ত্বখিলাত্মনঃ।
গতিং সূক্ষ্মামবোধেন সংসরন্তীহ কর্ম্মভিঃ ॥ ১৫ ॥

এই গুণ-প্রবাহ-মধ্যে সর্ব্বান্তর্যামী আপনার সূক্ষ্মগতি সম্বন্ধে যাহারা অজ্ঞ, তাদৃশ জনগণই দেহাভিমান-জনিত কর্ম্ম-নিবন্ধন সংসারদশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

যদৃচ্ছয়ানৃতাং প্রাপ্য সুকল্পামিহ দুর্ল্লভাম্।
স্বার্থে প্রমত্তস্য বয়ো গতং ত্বন্মায়য়েশ্বর ॥ ১৬ ॥

হে ঈশ্বর, ইহলোকে কোনরূপে ভাগ্যক্রমে পটুতর ইন্দ্রিয়-শক্তিযুক্ত, এই দুর্ল্লভ মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াও আপনার মায়াপ্রভাবে স্বার্থবিষয়ে অসাবধানতাবশতঃ আমার আয়ুঃ বৃথাই অতিবাহিত হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

অসাবহং মমৈবৈতে দেহে চাস্যান্বয়াদিষু।
স্নেহপাশৈর্নিবধ্নাতি ভবান্ সর্ব্বমিদং জগৎ ॥ ১৭ ॥

হে ভগবন্, আপনিই এই জীবসমূহকে দেহে অহং-বুদ্ধিরূপ এবং পুত্রাদি-বিষয়ে মমত্ব-বুদ্ধিরূপ স্নেহপাশদ্বারা আবদ্ধ করিয়া থাকেন ॥১৭॥

যুবাং ন নঃ সুতৌ সাক্ষাৎ প্রধান-পুরুষেশ্বরৌ।
ভূভার-ক্ষত্রক্ষপণ অবতীর্ণৌ তথাত্থ হ ॥১৮॥

আপনারা দুইজন বস্তুতঃ আমাদের পুত্র নহেন, পরন্তু ভূভারভূত ক্ষত্রিয়গণের বিনাশার্থ আপনারা প্রকৃতি-পুরুষের ঈশ্বর হইয়াও মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহা আপনার জন্ম-সময়ে বলিয়াছিলেন।

তৎ তে গতোঽস্ম্যরণমদ্য পদারবিন্দ-
মাপন্ন-সংসৃতি-ভয়াপহমার্ত্তবন্ধো।
এতাবতালমলমলমিন্দ্রিয়-লালসেন
মর্ত্ত্যাত্মদৃক্ ত্বয়ি পরে যদপত্যবুদ্ধিঃ ॥১৯॥

হে দীনবন্ধো, সেই জন্য আমি অদ্য শরণাগতজনের সংসার-ভয়নাশক ভবদীয় পদকমল আশ্রয় করিয়াছি। এই মর্ত্ত্যশরীরে আত্মবুদ্ধিযুক্ত আমি যে ইন্দ্রিয়-তৃষ্ণার বশীভূত হইয়া আপনাকে নিজ পুত্র বলিয়া মনে করিয়াছি, আমার তাদৃশী ইন্দ্রিয়-তৃষ্ণা অতঃপর নিবৃত্ত হউক ॥১৯॥

সূতীগৃহে নন্বু জগাদ ভবানজো নৌ
সংজজ্ঞ ইত্যনুযুগং নিজধর্ম্মগুপ্ত্যৈ।
নানাতনূগগনবদ্বিদধজ্জহাসি
কো বেদ ভূম্ন উরুগায়বিভূতি-মায়াম্ ॥২০॥

হে মহাকীর্ত্তিশালিন্, আপনি বস্তুতঃ জন্মরহিত হইয়াও স্বকৃত-ধর্ম্মমর্য্যাদা রক্ষার জন্য প্রতিযুগে জন্মাভিনয় লীলা করিয়া থাকেন, একথা সূতিকাগৃহে দেবকী এবং আমার নিকট বলিয়াছিলেন। হে ভগবন্, আপনি ঘট-পটাদিগত মহাকাশের ন্যায় প্রতিযুগে বিবিধরূপ স্বীকার করিয়া পুনরায় তাহাদের অন্তর্দ্ধান করিয়া থাকেন। হে ভূমন্, আপনার বিভূতিরূপ মায়াকে কেহই অবগত হইতে সমর্থ নহে ॥২০॥

———

আমার কথা

শ্রীগৌর-সুন্দরের উপদিষ্ট বাক্যই তাঁহার শ্রীঅঙ্গ, কালে কালে তাঁহার বাণীর প্রচারকগণই তাঁহার উপাঙ্গ, শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষাই অস্ত্র, শ্রীচৈতন্য-বাণীতে অবস্থিত শ্রীহরিজনগণই তাঁহার পার্ষদ। সুতরাং সাবরণ শ্রীগৌর-সুন্দরের পূজার উদ্দেশ্যে শুদ্ধাশুদ্ধ গৌড়ীয়গণ এবং তাঁহাদের সর্ব্বস্ব গৌড়ীয়া-নাথের পূজা-মুখেই ভারতের দেশ-জিগমিষু প্রচারকগণের নিকট আমার কএকটী কথা অদ্য নিবেদন করিতেছি।—

আমার প্রভুর প্রভু আমাদিগকে যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহার সেই শিক্ষার মধ্যে আমরা এই কয়টী মহাবাক্য প্রাপ্ত হই,—(১) তৃণাদপি সুনীচ, (২) তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, (৩) অমানী, (৪) মানদ হইয়া অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তনই জীবের পরমধর্ম্ম। আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম এই চারিটী মহাবাক্যেরই জীবন্ত মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া আমাকে তাঁহার পাদপদ্মে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। আমিও আমার বান্ধবগণকে সেই অব্যর্থ প্রণালী অনুসরণ করিয়াই জগতের সর্ব্বজীবকে বাস্তবসত্যের পাদপীঠে আকর্ষণ করিবার জন্য পরামর্শ প্রদান করিতেছি।

ত্রিদণ্ডিকুল-চূড়ামণি শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামিপাদ "দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য, কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি। হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ, চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্" ॥—উপদেশের দ্বারা ত্রিদণ্ডিগণকে যেরূপ প্রচার-প্রণালী শিক্ষা দিয়াছিলেন, আমিও মহাজনগণের পদাঙ্কানুসরণে আমার বন্ধুবর্গকে সেইরূপ প্রচার-প্রণালীরই অনুসরণ করিবার জন্য নিবেদন জানাইতেছি।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব জগতের সকল শিক্ষকের পরম শিক্ষক ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমত্তার আদর্শ। তিনি আমাদিগকে তাঁহার শিক্ষাষ্টকে যে 'চেতোদর্পণ-মার্জ্জনের' কথা বলিয়াছিলেন, আমাদিগকে তাহারই অনুকীর্ত্তন করিতে হইবে। আমরা শ্রৌতবাণীর বাহকমাত্র। আমাদের নিজের কোন দাম্ভিকতা বা বৃথা অহঙ্কারের অবকাশ নাই, ইহা সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে।

আমরা জগতের সকল লোককে তাহাদের প্রাপ্য সম্মান ও অধিকার প্রদান করিতে কোনরূপে কুণ্ঠিত হইব না। আমরা সকলের নিকটই কৃষ্ণ-ভক্তির বর প্রার্থনা করিব। জগতে যত প্রকার প্রতিকূল, অনুকূল, চরিত্র আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হউন না কেন, আমরা সকলকে যথাযোগ্য সম্মান

প্রদান করিয়া আমাদের অভীষ্টদেবের প্রেমসেবা করিতে থাকিব। আমাদের শিক্ষণীয় ব্রজবাসিগণের পরমোচ্চধারার মন্ত্র এই,—

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ॥
বৃন্দাবনাবনিপতে জয় সোম সোম-
মৌলে সনন্দন-সনাতন-নারদেড্য।
গোপেশ্বর ব্রজবিলাসিযুগাঙ্ঘ্রি-পদ্মে
প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মাম্॥

আমাদিগকে পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিভিন্ন লোকের নিকট হরিকীর্ত্তনের পসরা লইয়া উপস্থিত হইবার কালে অনেক কিছু দৃশ্য দেখিতে, শুনিতে ও তাহা হইতে শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। কিন্তু আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মে ঐ সকল বিষয় অপাশ্রিতভাবে তাঁহার সেবার পুষ্টির জন্য রহিয়াছে, এই কথা আমরা যেন বিস্মৃত না হই। জগতের অভিজ্ঞতা ও জাগতিক শিক্ষার যাবতীয় চরমোৎকর্ষ আমার গুরুপাদপদ্মের রেণুর পশ্চাতে যদি তাঁহার সেবার অপেক্ষায় উৎসুক হইয়া অপেক্ষা করে, তবেই উহাদের সার্থকতা, নতুবা উহা মায়া-মরীচিকা-মাত্র, ইহা আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে।

আমার যে-সকল বন্ধুবর্গ শ্রীচৈতন্যের বাণী প্রচারের জন্য পাশ্চাত্যদেশে অভিযান করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমি গৌড়ীয়ের সহস্রারে লিখিত আমার প্রভু শ্রীরূপের বাণী-দুইটী পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিতে চাই,—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু "জয়তি জয়তি নামানন্দং মুরারে" প্রভৃতি শ্লোকে বেদান্তের ফলপাদের "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ, অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" সূত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, সকলকে মানদান-পূর্ব্বক অনুক্ষণ তাহারই অনুকীর্ত্তন আমার বন্ধুগণ করুন, ইহাই আমার অনুরোধ।

আপনারা যে জাতির নিকট হরিকীর্ত্তন-প্রচারার্থ গমন করিতেছেন, তাঁহারা জাগতিক সর্ব্ববিষয়ে নৈপুণ্যের শিখরদেশে আরোহণ করিয়া আছেন। তাঁহারা বিচার-পরায়ণ, সৌজন্যগুণে বিভূষিত এবং বহু বিষয়ে শ্রেষ্ঠ

ও গৌরবান্বিত। সুতরাং তাঁহাদের নিকট সদ্‌যুক্তি ও সদ্‌বিচারের অকৃত্রিম প্রদর্শনী উন্মুক্ত করিলে তাঁহারা যে শ্রৌতবাণীর শ্রেষ্ঠ গ্রাহক হইবেন, এ বিষয়ে আপনাদের আশাবন্ধ অবিচলিত থাকা উচিত। আমরা সহিষ্ণুতা-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অকৈতব হরিকীর্ত্তনের পসরা উন্মুক্ত করিলে নিশ্চয়ই তাহা সুবুদ্ধিমান্ জাতির হৃদয়ের বরণ-মাল্য প্রাপ্ত হইবে।

আমরা প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোন চেষ্টা লইয়া প্রচার-কার্য্যে প্রবৃত্ত হই নাই, এই কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। আমরা কেবল বাস্তবসত্যের পসরা মাথায় লইয়া সকল সত্যানুসন্ধিৎসুর দ্বারে-দ্বারে গমন করিব। লোকের আদর বা অনাদরে মুহ্যমান হওয়া আমাদের কৃত্য নহে। আমরা আমাদের প্রভুর অকপট সেবা করিয়া তাঁহারই সুখবর্দ্ধনের জন্য সর্ব্বদা সচেতন থাকিব।

আমরা আমাদের ব্যক্তিবিশেষের জাগতিক পাণ্ডিত্য, আভিজাত্য প্রভৃতির উৎকর্ষ-প্রদর্শনে বা তাহার অল্পতায় অভাব বোধ করিবার মনোভাবে আক্রান্ত হইয়া বিশ্বদর্শন করিব না। ইহা আমাদের স্বরূপভ্রান্তির অবস্থা। জগতের সকল লোক বাস্তবিকই জাগতিক সর্ব্ববিষয়ে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেই সকল বস্তু আমাদের প্রার্থনীয় পণ্যদ্রব্য নহে। আমরা শ্রীচৈতন্যবাণীর কীর্ত্তনকারী ত্রিদণ্ডিভিক্ষুক মাত্র। আমাদের শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণবের সেবাসুখ ব্যতীত অন্য কোন অধিকতর উন্নত স্পৃহনীয় বিষয় নাই।

আমরা যন্ত্রী নহি, যন্ত্র-মাত্র। ইহা আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে। ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুকগণ শ্রীচৈতন্যের জীবন্ত মৃদঙ্গ। শ্রীগুরুপাদপদ্মের তলে আমরা অনুক্ষণ বাদিত হইব। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের অনুক্ষণ আনুগত্য ও শ্রৌত-বাণীকে ধ্রুবতারা করিয়া আমাদিগকে ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশবাণীর বিজয়-পতাকা লইয়া পরিব্রাজকের ধর্ম্ম পালন করিতে হইবে।

আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা একমাত্র শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্ট-প্রচারের জন্যই পরিব্রাজকের ব্রতে অভিষিক্ত হইয়াছি। অনুক্ষণ গুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে কীর্ত্তন-ব্রতে দীক্ষিত থাকিলেই বৃথা পর্য্যটন-পিপাসা বা অন্যাভিলাষের কোন প্রকার প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তি আমাদের হৃদয়ে কোন প্রকার বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে পারিবে না।

শ্রীগৌরনাম, শ্রীগৌরধাম ও শ্রীগৌরকামের সেবাব্রতই আমাদের নিত্যধর্ম্ম। আমরা ত্রিদণ্ডিভিক্ষু, বিশ্বের সর্ব্বত্র শ্রীমঠের প্রকাশ-বিগ্রহ প্রকটের জন্য

মাধুকর-ভৈক্ষ্যই আমাদের অবলম্বন। আমরা ভোগী বা ত্যাগী নহি। আমরা অপ্রাকৃত পরমহংসকুলের পাদুকা-বহনের আকাঙ্ক্ষাকেই সর্ব্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা বলিয়া জানি।

আমরা তৃণাদপি সুনীচ হইয়া সকলকেই ইহা জানাইব যে, বিকৃত প্রতিফলিত রাজ্যের আংশিক স্বতন্ত্রতাধিকার অপেক্ষা অপ্রাকৃত বাস্তবসত্যের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরতাই স্বাধীনতার সর্ব্বোত্তমা মূর্ত্তি। দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া আমরা সকলের নিকট সেই স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিব। "রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো" শ্রীরূপানুমোদিত শরণাগতির এই বাণীকে আমাদের মূলমন্ত্র করিয়া আমরা সর্ব্বদা শ্রীহরিকীর্ত্তনে নিযুক্ত থাকিব।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

যাহাকে সম্প্রতি নবদ্বীপ বলেন তাহাই অপরাধ-ভঞ্জনের পাট কুলিয়া।

পূর্ব্বপ্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি যে, তাৎকালিক গঙ্গা-প্রবাহের পূর্ব্বতীরে শ্রীধাম নবদ্বীপ ও পশ্চিম তীরে শ্রীপাট কুলিয়া। সেই কুলিয়ার কতক অংশ গঙ্গাদেবী ভাঙ্গিয়া লইয়াছেন, কতক অংশ নবদ্বীপ নামে প্রচারিত হইয়াছে, এবং কিছু অংশ অদ্যাপিও কুলিয়ার গঞ্জ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কুলিয়ার অনেক অংশই চরভূমি। কেন না, তৎপশ্চিমে বহুকাল পূর্ব্বে যে গঙ্গা প্রবাহমানা ছিলেন, সেই ধারা ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে গাদিগাছা ও মাজিদার নিকটবর্ত্তী হইলেন; সেই সময় কুলিয়ার চরটীর পত্তন হয়। তন্মধ্যে যে যে স্থল মহাপ্রভুর কিছু পূর্ব্বে দৃঢ় ও উচ্চ হইয়াছিল, তাহাতেই অনেকগুলি ব্রাহ্মণ ও অপর জাতি বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। **তেঘরী**, বৈঁচি-আড়া, বেদড়াপাড়া, চিনেডেঙ্গা প্রভৃতি স্থান জনগণের বাসভূমি হইয়াছিল। বৈঁচি-আড়ার কিয়দংশে প্রসিদ্ধ শ্রীকর চট্টোপাধ্যায়ের সন্তানগণ বিল্বগ্রাম ও পাটুলি হইতে আসিয়া বাস করেন। যুধিষ্ঠির চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তিনপুত্র ছকড়ি, তিনকড়ি ও দোকড়ি। তাঁহাদিগের প্রকৃত-নাম শ্রীমাধবদাস চট্ট, শ্রীহরিদাস চট্ট এবং শ্রীকৃষ্ণসম্পত্তি চট্ট, প্রাচীন "শ্রীবংশী-লীলামৃত" সংস্কৃত-গ্রন্থে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিমধ্যে পরিগণিত। **সেই মাধবদাস চট্টের বাটীতে**

সন্ন্যাসি-শিরোমণি গৌরচন্দ্র আসিয়া সাতদিবস বাস করতঃ 'দেবানন্দ পণ্ডিত', গোপালচাপাল ও কৃষ্ণানন্দের 'অপরাধ ভঞ্জন' করিয়াছিলেন বলিয়া কুলিয়ার নাম অপরাধ-ভঞ্জনের পাট হইয়াছিল। শ্রীবংশী-শিক্ষা নামক গ্রন্থে এরূপ লিখিত আছে :—

ভাগীরথী-তটে রম্যে গৌড়ে পুণ্যে নবদ্বীপে।
কুলিয়ায়াং শুভে শাকে রসেন্দু-বেদ-চন্দ্রমে॥
শ্রীবংশীবদনো যস্যাং প্রকটোঽভূদ্দ্বিজালয়ে।
সর্ব্বসদ্‌গুণপূর্ণাং তাং বন্দেঽহং মধুপূর্ণিমাম্॥
চৌদ্দশত ষোল শকে মধু পূর্ণিমায়।
বংশীর প্রকটোৎসব হয়ত সন্ধ্যায়॥

নদীয়ার মাঝখানে সকল লোকেতে জানে,
কুলিয়া-পাহাড় নামে স্থান।
তথায় আনন্দধাম, শ্রীছকড়ি চট্ট নাম,
মহাতেজা কুলীন সন্তান॥

এই গ্রন্থে নদীয়ার মাঝখানে বলিয়া কুলিয়া গ্রামের উল্লেখ হইয়াছে। এই উক্তিদ্বারা সাতকুলিয়া বা কাঞ্চনপল্লির নিকটস্থ কুলিয়া অবশ্যই নিরস্ত হইতেছে। প্রাচীন তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে গেলে পক্ষপাতশূন্য হইতে হয়। বহুমানীত শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে, তাহা এইস্থলে বিচার করিয়া দেখুন। সেইগ্রন্থে লিখিত আছে, যথা ;—

অথবা শ্রীনবদ্বীপে নবদ্বীপ-নাম।
পৃথক পৃথক কিন্তু হয় একগ্রাম॥
গঙ্গা পূর্ব্ব-পশ্চিম তীরেতে দ্বীপ নয়।
পূর্ব্বে অন্তর্দ্বীপ, শ্রীসীমন্তদ্বীপ হয়॥
গোদ্রুমদ্বীপ, শ্রীমধ্যদ্বীপ চতুষ্টয়।
কোলদ্বীপ, ঋতু, জহ্নু, মোদদ্রুম আর।
রুদ্রদ্বীপ এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার॥
নবদ্বীপ-মধ্যে 'মায়াপুর'-নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান্॥

এই বর্ণনাক্রমে দেখা যাইতেছে, নিজ নবদ্বীপ বলিয়া একটী ভূখণ্ড তখন শ্রীগঙ্গাদেবী দ্বারা বেষ্টিতা ছিলেন। তৎ-চতুষ্পার্শে অন্যান্য বহু গ্রাম

নবদ্বীপের ষোলক্রোশ পরিধি-মধ্যে স্থাপিত ছিল। **ভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থকার আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বে** শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলের যে সংস্থাপন চক্ষে দর্শন করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাহা আধুনিক লোকের অনুমান অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ ও মাননীয়। শ্রীনরহরি-ঘনশ্যামদাস একজন ত্যাগী বৈষ্ণব। তিনি কখন শ্রীবৃন্দাবনে ও কখন শ্রীনবদ্বীপে থাকিয়া ভজন করিতেন। সুতরাং তিনি পক্ষপাত-শূন্য; তাঁহার বর্ণনা হইতে যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা বুদ্ধিমান লোকের গ্রহণ করা উচিত। আমাদের কোন মনোগত বিষয় সিদ্ধ হইতেছে না বলিয়া তাঁহার বর্ণনাকে অবহেলা করা কেবল দুর্ভাগ্যের কার্য্য। তাঁহার গ্রন্থে 'কোলদ্বীপ' বলিয়া যে-স্থানকে উক্তি করিয়াছেন, তাহা গঙ্গাদেবীর পশ্চিমতটে আর চারিটী দ্বীপের সহিত সংস্থাপিত। নিজ-নবদ্বীপ যে কোন্ স্থান এবং তন্মধ্যস্থিত মায়াপুর-বা কোথায়, তাহা আমরা পরে প্রমাণসমূহের সহিত দেখাইব। সম্প্রতি কুলিয়ার স্থানটা নির্দ্দেশ করা যাউক। শ্রীনরহরিদাস শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর ধাম-পরিক্রমা বর্ণনে এইরূপ লিখিয়াছেন;—

কুলিয়া-পাহাড়পুর দেখ শ্রীনিবাস।
পূর্ব্বে কোলদ্বীপ পর্ব্বতাখ্য এ প্রচার॥ (ভক্তিরত্নাকর)

কোন্ স্থান হইতে আচার্য্য-প্রভু কুলিয়া-নগরে গেলেন, তাহা বিচার করিয়া দেখুন। পরিক্রমা-পদ্ধতিতে লিখিত আছে;—

বামন পুকুরে পুণ্যগ্রাম।
ব্রাহ্মণপুষ্কর এ বিদিত পূর্ব্বনাম॥
ব্রাহ্মণের জানি মনঃকথা।
আইলেন আনন্দে পুষ্করতীর্থ তথা॥
এ প্রসঙ্গ অতি সুমধুর।
পুষ্করের দ্বারে কৃপা হইল প্রভুর॥
কুলিয়া-পাহাড়পুর গ্রাম।
পূর্ব্বে কোলদ্বীপ পর্ব্বতাখ্যানন্দ-ধাম॥
প্রভুপ্রিয় ভক্তে কোলদ্বীপে।
পর্ব্বতের প্রায় দেখা দিলা 'কোল'-রূপে॥

'বামনপুর'-নামক গ্রাম যে 'ব্রাহ্মণপুষ্কর' তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেন না, তথায় অদ্যাপিও পুষ্কর-তীর্থের চিহ্ন আছে এবং পরিক্রমা-সময়ে

বৈষ্ণবগণও তাহা দর্শন ও স্পর্শন করেন। ব্রাহ্মণপুষ্কর গঙ্গার পূর্ব্বতীরে এবং কুলিয়া-পাহাড়পুর গঙ্গার পশ্চিম-তীরে। যেহেতু পরিক্রমা-পদ্ধতিতে লেখা আছে ;—

"জাহ্নবীর পশ্চিম কুলেতে। কোলদ্বীপাদিক 'পঞ্চ' বিখ্যাত জগতে॥"

পরিক্রমা-পদ্ধতিতে ব্রাহ্মণপুরা হইতে কুলিয়া-পাহাড়পুর যাইতে গঙ্গা পার হওয়ার কথা লেখা নাই ; তথাপি ব্রাহ্মণপুরা হইতে পর্ণশীলার ঘাটে গঙ্গা পার হইয়া শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু কোলদ্বীপ গিয়াছিলেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অদ্যাপিও সেই ঘাটে পার হইলে কুলিয়ারগঞ্জে উঠা যায়। আচার্য্য প্রভু কুলিয়া দর্শন করিয়া 'সমুদ্রগড়' গেলেন। তাহাতেও গঙ্গাপারের উল্লেখ নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে গঙ্গা তখন কুলিয়া ও সমুদ্রগড়ের মধ্যে ছিলেন না। কেবল বর্ষাকালে নিম্ন ভূমিটা জলময় হইয়া যাইত ও এখনও যায়। কোন ব্যক্তি পরিক্রমা-পদ্ধতি পড়িয়া পর পর গ্রাম অবলম্বনপূর্ব্বক মায়াপুর হইতে কোলদ্বীপে যদি যান, তবে তাঁহার সমস্ত ধান্দা মিটিয়া যায়। 'বৈষ্ণবাচার-দর্পণ'-গ্রন্থেও এইরূপ বর্ণন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কিছুদিন পরে, কবিকঙ্কন নিজকৃত চণ্ডীগ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন ;—

ত্বরা করি' সদাগর রাত্রি-দিন যায়।
পূর্ব্বস্থলী সদাগর বহিয়া এড়ায়॥
কোথাও রন্ধন, কোথা দধি-খণ্ড-কলা।
নবদ্বীপে উত্তরিল বেনিয়ার বালা॥
চৈতন্য-চরণে সাধু করিল বন্দন।
সেখানে রহিয়া কৈল রন্ধন-ভোজন॥
পাড়পুর, সমুদ্রগড়ি বাহিল মেলান।
মীরজাপুরে করিল ডিঙ্গর চাপান॥

প্রথমে নদীয়ার ঘাটে ধনপতি সদাগর অন্নপাক করিয়া আহার করিল ; সেই স্থানটাকে তখন 'দেওয়ানগঞ্জ' বলিত। দেওয়ানগঞ্জের অপর পারে বিশারদের জাঙ্গাল ও শ্রীরামপুর। তাহা ছাড়িয়া দক্ষিণে পাহাড়পুর পাইলেন। এই কুলিয়া-পাহাড়পুরকে কবিকঙ্কণ 'পাড়পুর' বলিয়া লিখিয়াছেন। পাড়পুর ছাড়াইয়া সমুদ্রগড়ে পৌঁছিলেন। এখনও সেই পথ লক্ষিত হইবে। 'কাশিমবাজার পেনিলসুলা ম্যাপ' দেখিলে এ সকল সন্দেহ মিটিয়া যায়। কুলিয়া গ্রাম যে বর্ত্তমান নবদ্বীপ, ইহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে

সেই সময়ে দেওয়ানগঞ্জ হইয়া গঙ্গা কুলিয়াকে দক্ষিণে রাখিয়া উত্তরাভিমুখে গঙ্গানগরের দিকে চলিয়াছিলেন। সে সময় বর্ত্তমান নবদ্বীপের নহলাপাড়া গঙ্গার গর্ভে ছিল কি উপরে, তাহা স্থির করিতে পারা যায় না। প্রাচীন নিবাসীগণ বলেন যে, নহলা-পাড়ায় অনেকাংশ গঙ্গার গর্ভে ছিল। জলশুষ্ক হইলে দেওয়ানগঞ্জ পারের ভগ্ননিবাস বহুপ্রজাবর্গ, সংলগ্ন ও কুলিয়ার চরে আসিয়া বাস করেন। গঙ্গা দেওয়ানগঞ্জ পারের যত জমি ছাড়িয়া দিতে লাগিলেন, ততই শ্রীনবদ্বীপের স্বস্থল পরবস্থিতে বাবলাড়ি প্রভৃতি পুরাতন গঞ্জের অনেক স্থান বসিয়াছিল। সেইসময়ে পুরাতনগঞ্জে একটী স্থানে শ্রীবাস-অঙ্গন কল্পিত হয়। তাহাই আবার এখন কুলিয়ার চরে আসিয়াছে। দেওয়ান-গঞ্জের দিকের প্রজাসকল নিজ নদীয়ানগরের প্রজা। তাহারাই সংলগ্ন চরে যত উঠিয়া গেল, ততই নবদ্বীপ নামকে প্রশস্ত করিল। যেখানে বড় নাম উপস্থিত হয়, সেখানে ছোট নাম কাযে কাযেই লুপ্ত হয়। কুলিয়ার কয়েকটী পল্লিতে পূর্ব্বপ্রসিদ্ধ কুলিয়া নাম লুপ্ত হইয়া নবদ্বীপ-নাম ব্যাপ্ত হইল। এইরূপ কুলিয়া সংস্থাপন করিতে হইলে, নিজ নবদ্বীপের সংস্থাপন করা প্রয়োজন। আমরা পরে তাহা করিব।

বর্ত্তমান নবদ্বীপকে পূর্ব্বোক্ত কারণে শ্রীকুলিয়াপাট বলিয়া সংস্থাপন না করিলে সমস্ত নিরপেক্ষ অনুসন্ধান বিফল হয়। কুলিয়া-গ্রামে ছকড়ি-মাধবচট্ট মহাশয় ও তদীয় পুত্র প্রভু বংশীবদনানন্দ বাস করিতেন এবং বংশীবদনানন্দের বংশধরগণ কুলিয়া গ্রামে শ্রীমায়াপুর হইতে আনীত শ্রীমন্মহাপ্রভুর দারুমূর্ত্তি রাখিয়া শ্রীপাট বাঘনাপাড়া চলিয়া যান। তাহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। বর্ত্তমান নবদ্বীপের পশ্চিমাংশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বহুপূর্ব্বে যে গঙ্গাধারা ছিলেন তৎপশ্চিমেও কোন স্থানে অনুসন্ধান করিয়া কুলিয়া নগর পাওয়া যায় না। যদি সেখানে কোন কুলিয়া থাকিত সেরূপ প্রধান নগর লুপ্ত হইলে তাহার কিছু না কিছু চিহ্ন পাওয়া যাইত। আমরা কোন সময়ে সমুদ্রগড়-নিবাসী কোন অতিবৃদ্ধ অধ্যাপকের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, তিনি শিশুকালে কুলিয়ার গঞ্জে বাজার করিতে আসিতেন এবং সে-সময় কুলিয়াগ্রামের অনেক অংশ স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীশ্রীগুরু-মহারাজজী-স্মরণে
শ্রদ্ধাঞ্জলি

(১)

দেখা তোমার পেলাম গুরু
উদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে,
দেখিতে পুনঃ সাধ হয় মনে
দেখেও দেখা ফুরায় না যে।
কিসের এত প্রাণের টানে
চেয়েই থাকি তোমার পানে,
পেলাম যেন পরম পাওয়া
হৃদি যে তাই উঠ্‌ল নেচে।

(২)

মায়াবদ্ধ-জীব যে আমি
তবু আমায় দেখা দিলে,
নয়ন-মন আজ ধন্য হ'ল
না জানি কি পুণ্য-ফলে!
প্রণাম তোমা' করিনু যবে
আমিরে মোর দিয়েছি সঁপে,
প্রার্থনা মোর ঠাঁই যেন পাই
তব অভয়-চরণ-তলে।

(৩)

লোহাও যে হয় খাঁটি কনক
পরশ-মণির পরশনে,
মনে আমার দেয় যে দোলা
দয়াল তব দরশনে।
কৃপা করি' এ অভাগায়
এতই ভালবাসিলে হায়!
পরশিলে আমারে যেই
ভরিল জল আঁখির কোণে।

(৪)

কত যে লোক আস্‌ছে মঠে
　　সংখ্যা তাহার যায় না গোণা,
ঠাকুর ! তোমার অপার স্নেহে
　　ঘুচে সবার ভোগ-বাসনা ।
তোমার চরণ-সন্নিধানে
এসেছি আজ ভাগ্যগুণে,
সফল হল এবার বুঝি
　　কতকালের ধ্যান-ধারণা ।

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

উপনিষদ্-বাণী

বৃহদারণ্যক (২)

কোন সময়ে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য নিজ পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলেন—অয়ে মৈত্রেয়ী, আমি সন্ন্যাস করিব। অতএব আমার বিষয়-সম্পত্তি অপর পত্নী কাত্যায়নীর সহিত উভয়কে বণ্টন করিয়া দিব। মৈত্রেয়ী বলিলেন—হে স্বামিন্! যদি পৃথিবীর সমস্ত সম্পত্তি আমার হয় তাহাতে কি আমি অমরত্ব লাভ করিতে (মৃত্যুধর্ম অতিক্রম করিতে) পারিব? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দেন—ধনের দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয় না। মৈত্রেয়ী বলিলেন—যাহাতে অমরত্ব লাভ হয় না, তাদৃশ বস্তুতে কি প্রয়োজন? কিন্তু আপনি যেজন্য সন্ন্যাস করিতেছেন, সেই বিষয়েরই উপদেশ করুন। তখন যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলেন যে, জগতে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রীতি স্বার্থ-বিজড়িত। স্ত্রী পতির প্রয়োজনে পতির প্রিয় হয় না; কিন্তু আত্ম-প্রীতি-হেতুই পতি-প্রিয় হইয়া থাকে, পুত্রের প্রয়োজনে পুত্র প্রিয় হয় না—ধনের প্রয়োজনে ধন প্রিয় হয় না, ব্রাহ্মণের নিমিত্ত ব্রাহ্মণ প্রিয় হয় না, ক্ষত্রিয়ের নিমিত্ত ক্ষত্রিয় প্রিয় হয় না, লোকের প্রয়োজনে লোক প্রিয় হয় না, দেবতাদের প্রয়োজনে দেবতাগণ প্রিয় হন না, অথবা প্রাণীদের প্রয়োজনে প্রাণীসকল প্রিয় হয় না। সর্ব্বত্র আত্মপ্রীতিই প্রধান হেতু। পরন্তু সেই আত্মার বিচারে ভুল হইয়া যায়। অতএব আত্মাকে জানিতে হইবে। আত্মাই দর্শনীয়, শ্রবণীয়, মননীয় এবং ধ্যানযোগ্য। আত্মার দর্শন, শ্রবণ,

মনন এবং বিজ্ঞানেই সকল বস্তু বিজ্ঞাত হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, দেবগণ বা ভূতগণ তাহাকে পরাস্ত করে, যে আত্মা হইতে উহাদিগকে ভিন্ন জ্ঞান করে। জগতে যাহা কিছু দেখা যায়, সে সকলই আত্মসম্বন্ধীয়।

দুন্দুভি (ঢাক) বাজাইলে তাহার শব্দকে কেহ ধরিতে পারে না, কিন্তু উহার আঘাতকে ধরিলে আর বাদ্য হয় না ; শঙ্খ বাদিত হইলে উহার ধ্বনিকে কেহ ধরিতে পারে না, কিন্তু বাদ্যকে আটকাইলে ধ্বনিও আটক হইয়া যায় ; বাদিত বীণার শব্দকে ধরা যায় না, কিন্তু বীণার স্বরকে বদ্ধ করিয়া দিলে উহাতে আর ধ্বনি হয় না ; তদ্রূপ পরমাত্মাকে জানিলে, মূল বস্তুর জ্ঞান হইলে তাঁহা হইতে প্রকটিত বস্তুর জ্ঞান স্বয়ংই হইয়া যায়। অগ্নিতে আর্দ্র ইন্ধন প্রয়োগ করিলে তাহা হইতে ধূম নির্গত হইয়া অগ্নিকে দেখিতে দেয় না, ধূমকে পৃথকরূপে দেখা যায়, তদ্রূপ অবিদ্যাগ্রস্ত জীব পরমাত্মার দর্শনে অসমর্থ। অগ্নির ধূম অবিদ্যাতুল্য। ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ব্ববেদ, রামায়ণ-মহাভারতাদি ইতিহাস এবং অষ্টাদশ পুরাণ, সমস্তই পরমাত্মার নিঃশ্বাস-স্বরূপ। অর্থাৎ ঐসকল অপৌরুষেয়। ইহা কোন মনুষ্য-রচিত হইলে ভ্রম-প্রমাদাদি দোষদুষ্ট হইত। কিন্তু পরমাত্মা হইতেই সমস্ত বেদ প্রকাশিত। সমস্ত জলের সমুদ্রই একমাত্র আশ্রয়। যেরূপ স্পর্শের আশ্রয় ত্বক, গন্ধের আশ্রয় নাসিকা, রসের আশ্রয় রসনা, সমস্ত রূপের আশ্রয় চক্ষু, সমস্ত শব্দের আশ্রয় কর্ণ, সমস্ত সংকল্পের আশ্রয় মন, সমস্ত বিদ্যার আশ্রয় হৃদয়, সমস্ত কর্ম্মের আশ্রয় হস্ত, সমস্ত আনন্দের আশ্রয় উপস্থ, সমস্ত বিসর্গের আশ্রয় পায়ু, সমস্ত মার্গের আশ্রয় চরণ, তদ্রূপ সকল বেদের আশ্রয় বাণী।

যেরূপ জলে একখণ্ড লবণ ফেলিয়া দিলে উহা যখন গলিয়া যায়, তখন বহু অনুসন্ধানেও লবণকে পাওয়া যায় না ; কিন্তু জল আস্বাদন করিলে কেবল লবণাক্ত আস্বাদন পাওয়া যায় ; এইরূপ পরমাত্ম-তত্ত্ব সমস্ত প্রাণীতে অবস্থিত হইলেও তিনি অনন্ত, অপার ও বিজ্ঞানঘন বলিয়া তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না ; কিন্তু সাধন-বলেই জানিবার যোগ্যতা হয়। অবিদ্যাগ্রস্ত জীব পরমাত্মতত্ত্ব অবগত না হওয়ায় অন্যবস্তু দেখে, অন্যবস্তুর গন্ধ গ্রহণ করে, অন্যকে অভিবাদন করে, অন্যের মনন করে, অন্যকে জানে ; কিন্তু যখন আত্মবস্তুর দর্শন হয়, তখন দ্বিতীয় বস্তুর অভিনিবেশ থাকে না। যদ্দ্বারা সকল বস্তু জানা যায় তাহাকে কিরূপে জানা যাইবে ? বিজ্ঞাতাকে কে জানিবে ?

এই পৃথিবী সমস্ত ভূতের মধু, ইহাতে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, তিনিই

আত্মা, তিনিই অমৃত, তিনি ব্রহ্ম। জল, অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্রমা, দিকসকল, বিদ্যুৎ, মেঘ, আকাশ, সমস্ত মনুষ্য প্রভৃতি সকল প্রাণীর মধু অর্থাৎ প্রিয়, কিন্তু পরমাত্মার অধিষ্ঠানেই সকল বস্তু প্রিয় হইয়া থাকে। তিনি সমস্ত প্রাণীর অধিপতি সকল প্রাণীর রাজা। যে প্রকার রথের নাভি ও নেমিতে সমস্ত অরা সংযুক্ত থাকে (চাকার মধ্যস্থলের গোলাকৃতি কাষ্ঠ যাহাতে সমস্ত কাষ্ঠ সংযুক্ত তাহাকে 'নাভি', আর কাষ্ঠগুলিকে 'অরা', চলিত কথায় 'আরা' বলে) তদ্রূপ সমস্ত প্রাণী একমাত্র পরম পুরুষ পরমেশ্বরের আশ্রয়ে বর্ত্তমান, তিনি সর্ব্বব্যাপী।

এই মধুবিদ্যা দধীচি ঋষি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিকট উপদেশ দিয়াছিলেন।

ঋষির উপদেশ,—ঈশ্বর নিজ মায়া দ্বারা বহুরূপে প্রকটিত হন। শরীর রূপী রথের দশ ইন্দ্রিয় ও শত নাড়ী ঘোড়ার সদৃশ। তিনি অপূর্ব্ব (কারণ-রহিত), অনপর (কার্য্য রহিত), অনন্তর (বিজাতীয় দ্রব্য-রহিত) এবং অবাহ্য (তাঁহার বাহিরে কোন বস্তু নাই)। তিনিই সকলের অনুভবযোগ্য ব্রহ্ম। ইহাই সমস্ত বেদান্তের অনুশাসন (উপদেশ)।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

মানুষ কাহাকে বলে ?

(শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতা অবলম্বনে লিখিত)

মানুষ কাহাকে বলে ? এই প্রশ্ন যদি হঠাৎ কাহারও হৃদয়ে উদিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে তখন দুই হাত, দুই পদ, দুই চক্ষু, দুই কান ইত্যাদি বিশিষ্ট একপ্রকার প্রাণীর কথা মনে পড়ে। সেই প্রাণীকেই 'মানুষ' ধরিয়া লইয়া তাহাকে প্রাণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিয়া থাকি। শুধু এই দ্বিভুজ, দ্বিপদ প্রাণীকেই কি মনীষীসকল শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন ? এই জিজ্ঞাস্য বিষয়ের সমাধানে আমাদের কিছু আলোচনা করা আশ্যবক।

যাহার প্রাণ আছে তাহাকেই প্রাণী সংজ্ঞা দেওয়া হয়। প্রাণী মাত্রেরই জন্ম, বৃদ্ধি এবং বিনাশ রহিয়াছে। কীট, পতঙ্গ, জন্তু-জানোয়ার, বৃক্ষসকল, এমন কি বহু পাহাড়-পর্ব্বতেরও জন্ম, বৃদ্ধি এবং বিনাশ রহিয়াছে। অতএব উহারা প্রাণীশব্দবাচ্য। বহু পাহাড়-পর্ব্বত প্রথমতঃ মাটির নীচে জন্মগ্রহণ

করিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় এবং তাহারা মৃত্তিকার উপরে মাথা তুলিয়া পরে ক্রমশঃ আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বিরাট আকার ধারণ করে,—এই অবস্থাতে বুঝিতে হইবে যে, পাহাড়-পর্ব্বতগুলির প্রাণ আছে। কিন্তু যখন উহাদের বর্দ্ধনশীলতা বন্ধ হইয়া যাইবে, তখন বুঝিতে হইবে যে, উহাদের প্রাণ বিনির্গত হইয়াছে। প্রস্তরের যে প্রাণ আছে তাহার প্রমাণ-স্বরূপে রামায়ণে দেখিতে পাই যে, সতী অহল্যাদেবী মহর্ষি গৌতমের অভিশাপে প্রস্তর-যোনি লাভ করিয়াছিলেন। পরে শ্রীরামচন্দ্রের পাদস্পর্শে পূর্ব্বস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিন্ধ্যপর্ব্বতও দধিচী মুনির আজ্ঞা পালন করিয়া আজও উন্নত মস্তক অবনতাবস্থায় রাখিয়াছে। এই প্রকার নানা প্রাণী পৃথিবীতে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহারা কেহবা স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, অণ্ডজ এবং জরায়ুজ রূপে জন্মগ্রহণ করে।

জীবো জীবস্য জীবনম্—অর্থাৎ একটি জীব অন্য আর একটি জীবের জীবনধারণের আহারস্বরূপ। বৃহদাকারের তিমিঙ্গল মৎস্য ক্ষুদ্রাকারের মৎস্যসকলকে আহার করিয়া থাকে। এমন কি, ইহাও দেখা যায় যে, এক শ্রেণীর মানুষও মানুষকে আহার করিয়া থাকে। অন্ধকারাচ্ছন্ন আফ্রিকা মহাদেশের ঘোর অরণ্যে যে-সমস্ত মনুষ্য বসবাস করে, তাহারা অন্য কোন বিদেশী মনুষ্য দেখিলেই তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার কাঁচা মাংস ভক্ষণ করে। ইরাণদেশীয় যাযাবরগণকে আমাদের দেশে প্রচুর দেখা যায়। তাহারা জীবন্ত 'টিকটিকি' ধরিয়া কিছুক্ষণ বগলে রাখিয়া গরম করিয়া কাঁচাই কচ্ কচ্ করিয়া চিবাইয়া ভক্ষণ করিয়া ফেলে। অনেক পাহাড়িয়া দেশের মানুষ বৃদ্ধ মাতাপিতা অকর্ম্মণ্য হইলে তাহাদিগকে হত্যা করিয়া তাহাদের মাংস খায়। সাঁওতালগণ ব্যাঙ, সাপ ইত্যাদি অভক্ষ্যবস্তু সততই আহার্য্যরূপে গ্রহণ করে। কোন কোন পাহাড়িয়া অঞ্চলে 'কুকুর-পিঠা' নামে এক অদ্ভুত আহার প্রস্তুত করিয়া খায়। কুকুর পিঠার বিবরণ এইরূপ—

একটি ক্ষুধার্ত্ত কুকুরকে চা'লগুড়ি ও গুড় মিশ্রিত করিয়া খাইতে দেয়। ক্ষুধার বশবর্ত্তী হইয়া কুকুরটী পেট ভরিয়া প্রচুর পরিমাণে উহা ভক্ষণ করে। পরে সেই কুকুরটীকে মারিয়া ফেলা হয় এবং সেই মৃত কুকুরটীকে আগুনে পোড়াইয়া পেট চিরিয়া উদরস্থ সেই গুড়-মিশ্রিত চা'লগুলি বাহির করিয়া ভক্ষণ করে। সুতরাং বহুরকম প্রবৃত্তির মানুষও জগতে আছে—যাহাদের জীবন-যাত্রার ধারা শ্রবণ করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

উপরিউক্ত বিভিন্ন প্রকার প্রবৃত্তিবিশিষ্ট প্রাণীদের জীবনধারণের ধারা

আলোচনা করিবার জন্য এই স্থানে উপস্থিত হই নাই। তবে এস্থলে বিচার্য্য এই যে—কোন্ প্রাণী 'মনুষ্য' শব্দবাচ্য।

শাস্ত্রকারগণ বলেন—প্রাণীগণ বিভিন্ন জন্ম অতিক্রম করিয়া পরে মনুষ্য হয়। অর্থাৎ মনুষ্যেতর প্রাণী আশীলক্ষবার জাত হইয়া পরে মানুষ হয়। এই মনুষ্যও চারলক্ষবার হইয়া থাকে। উক্ত মনুষ্যাকৃতির যে পরিচয় দিয়াছি, তাহারা ঐ চার লক্ষেরই অন্তর্গত। এখানে সেই শাস্ত্রবাক্যটী বলিলে আপনারা ঋষিগণের সুচিন্তিত সুবৈজ্ঞানিক বিচার বুঝিতে পারিবেন—

জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ।
কৃময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকম্।
ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবঃ চতুর্লক্ষাণি মানবাঃ॥ (বিষ্ণুপুরাণ)

অর্থাৎ প্রাণীসকলকে জলজন্তুরূপে নয়লক্ষবার জন্ম-পরিগ্রহ করিতে হয়; বৃক্ষলতা, পাহাড়াদি-স্থাবররূপে বিশলক্ষবার, কৃমি-কীটরূপে এগারলক্ষবার, পক্ষীরূপে দশলক্ষবার, ত্রিশলক্ষবার পশুরূপে এবং মনুষ্যরূপে চারলক্ষবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়;—এইভাবে চৌরাশীলক্ষবার জন্ম-মরণ-মালিকায় নানা দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যে পরিভ্রমণ করিবার পর জীব বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্য হয়। এই মনুষ্যও চারলক্ষবার হইয়া থাকে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই চার-লক্ষ মনুষ্যেরই বিবিধ শ্রেণীর উদাহরণ আপনাদিগকে জানাইয়াছি। উহাদিগকে আকারে মনুষ্য বলিলেও প্রকৃত মনুষ্য বলা যাইবে না। প্রকৃত মনুষ্য বিচার করিতে গেলেও অনেক মতভেদ দেখা দিবে। জ্ঞানের তারতম্য হেতুই মনুষ্যের তারতম্য হইয়াছে। ইহার চরম পরিণতি ভগবদ্-ভক্তিতেই দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্তিই একমাত্র চরম ফলরূপে শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৫১)
তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় শ্রীকৃষ্ণচরণ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।২৫)

তবে প্রাণীমাত্রেরই হরিভজনের অধিকার রহিয়াছে। পশুও যদি ঈশ্বরোপাসনা করে, তবে সেও কৃষ্ণ-বিমুখ মনুষ্য, দেবতা, গন্ধর্ব্বাদি হইতেও শ্রেষ্ঠ হয়। যেমন আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই যে, ভক্তপ্রবর শ্রীল শিবানন্দ সেনের একটি কুক্কুর শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট ভক্ত বলিয়া উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছিলেন। যে প্রাণী হরিভজন করিবে সেই-ই চৌরাশী লক্ষ যোনির অসহনীয়

ত্রিতাপজ্বালা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া ঈশ্বর-কৃপায় পরাগতি লাভ করিবে। দেবতা, গন্ধর্ব্বাদি সকল জীবই ভগবদ্ভক্তের সেবা করিবার জন্য উন্মুক্ত হইয়া থাকে। শাস্ত্রে আছে যে—একবার কৃষ্ণাপরাধী হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র সুরভী নামক গাভীর শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। যদ্যপি ইন্দ্র দেবরাজ এবং সুরভী একটি গাভী পশুশ্রেণীভুক্ত, তথাপি সুরভীরই প্রাধান্য শাস্ত্রে দেখা যায়। ভক্তের এইরূপই মহিমা সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত আছে।

আবার আমরা রামায়ণে দেখিতে পাই যে—শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কায় যাইবার জন্য যখন সেতু নির্ম্মাণ করিতেছিলেন তখন একটি কাঠবিড়াল কিছু সেবা করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। শ্রীরামচন্দ্র সঙ্কুচিতচেতন কাঠবিড়ালীর সেবা-প্রবৃত্তি দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং সন্তুষ্ট হইয়া উহাকে পরাগতি প্রদান করেন। শুক-শারী পক্ষিগণ সর্ব্বদাই ভগবানের নামগান করিয়া থাকে এবং নিত্য বৈকুণ্ঠে গমন করে। সুতরাং প্রত্যেক প্রাণীই ভগবানের সেবা করিয়া ভগবৎকৃপায় পরম পদ যে প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহার প্রমাণ আমরা শাস্ত্রে ভূয়ঃ ভূয়ঃ দেখিতে পাইতেছি।

যদ্যপি মনুষ্যেতর জন্মেও ভগবৎসেবকের উদাহরণ দেখা যায়, তথাপি মনুষ্য জন্ম শ্রীভগবানের সেবা করার পক্ষে বিশেষ অনুকূল। প্রাণীসকল আশীলক্ষযোনি ভ্রমণ করিবার পর সৌভাগ্যক্রমে মনুষ্যজন্ম লাভ করে এবং সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরোপাসনা করিবার সুযোগ পায়। বিচার-বুদ্ধির তুলনায় মনুষ্য শ্রেষ্ঠ। সুতরাং এই রকম শ্রেষ্ঠ জন্মে যদি হরিভজন না হয় তবে আর দুঃখের সীমা থাকে না।

শাস্ত্রে আছে—

আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষো
ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

অর্থাৎ আহার, নিদ্রা, ভয়, ইন্দ্রিয়-তর্পণাদি সকল প্রাণীর মধ্যেই সমভাবে অবস্থিতি করে—ইহা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ধর্ম্মই পশু হইতে মনুষ্যকে বিশেষত্ব প্রদান করিয়াছে। এই ধর্ম্মহীন মানব পশুর সমান।

বর্ত্তমান মনুষ্যের মনুষ্যত্ব কোথায়? মনুষ্য শব্দের সার্থকতা কোথায়? তাহারা শুধু অন্যান্য ইতর প্রাণীদের ন্যায় খাওয়া-দাওয়া, নিদ্রা, ইন্দ্রিয়তর্পণাদি

কর্ম্মেই সর্ব্বদা ব্যস্ত। তাহারা বর্ত্তমানে ভগবদ্বিমুখ হইয়া কলির করাল গ্রাসে দ্রুতবেগে ধ্বংসের দিকে ধাবমান হইতেছে। আধুনিক কালের মনুষ্য মনুষ্যত্ব হারাইয়া অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষাও হীন হইয়াছে। তাহারা নিজদিগকে অন্য প্রাণী অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া দাবী করে, তাহাদের সেই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী আজ আর নাই। কারণ পাহাড়-পর্ব্বত, বৃক্ষ-লতা, পশু-পক্ষী প্রভৃতি প্রাণীসমূহের ন্যায় মনুষ্যও ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত। বরঞ্চ ইতর প্রাণীগণ কোন কোন অংশে মনুষ্যাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয়-তর্পণাদি ব্যাপারে পশুদের একটা নির্দ্দিষ্ট সময় আছে, কিন্তু মনুষ্য সর্ব্বদাই ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত—কোন কালাকাল বিচার করে না। ভগবান কৃপাপূর্ব্বক প্রাণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন যে মানব-জন্মের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা শুধু হরিভজনের জন্যই,—অন্য কোন ইন্দ্রিয়-চরিতার্থের জন্য নহে। মনুষ্য যদি হরিভজন না করে তাহা হইলে অন্যান্য প্রাণীর সহিত তাহার কোন পার্থক্য থাকে না। আধুনিক যুগে প্রায় সকল মনুষ্যই হরিসেবা ছাড়িয়াছে এবং তাহাদের সকল কর্ম্মই অন্যান্য প্রাণীদের ন্যায় ইন্দ্রিয়তর্পণাদির ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। মনুষ্যের গুণ ও ক্রিয়া-কলাপের মাধ্যমেই তাহার শ্রেষ্ঠত্বের বিচার হইবে। পাশ্চাত্য দেশের মত ইন্দ্রিয়তর্পণাদির স্বাচ্ছন্দ্যের উপর তাহা নির্ভর করে না।

একমাত্র মনুষ্য-জন্মেই সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দরভাবে ভগবান শ্রীহরির সেবা করিবার সুযোগ লাভ হইয়া থাকে, যাহা অন্যান্য জন্মে পাওয়া যায় না। সেই কারণে এই মনুষ্য-জন্মকে শ্রেষ্ঠ জন্ম বলা হইয়া থাকে। এই দুর্লভ মনুষ্য-জন্মে ঈশ্বরোপাসনা না হইলে মনুষ্য-জীবনের কোন সার্থকতা থাকে না বা তাহার কোন শ্রেষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায় না। **কেবলমাত্র হরিসেবা প্রবৃত্তিই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠী।** ভক্তাগ্রগণ্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন—

*　　*　　*　　*

মনুষ্য জনম পাইয়া　　রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া
জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু ॥

মনুষ্যত্ব লাভের উপায়স্বরূপ স্বয়ং ভগবান গীতায় এইরূপ বলিয়াছেন যথা—সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অর্থাৎ অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক এবং সাধারণ তথাকথিত ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিত্যাগ করত একমাত্র ভগবানের শরণ গ্রহণ করিলেই মনুষ্য হইতে পারা যায়।

শাস্ত্র-চূড়ামণি শ্রীমদ্ভাগবতে দুইটি শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

তস্মাৎ ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতি চোদনাম্।
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ ॥
মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্ব্বদেহিনাম্।
যাহি সর্ব্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ ॥

(ভাঃ ১১।১২।১৪-১৫)

অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—হে উদ্ধব! তুমি শ্রুতি, স্মৃতি, বিধি, নিষেধ, শ্রবণযোগ্য এবং শ্রুত যাবতীয় বিষয় পরিত্যাগ করত নিখিল প্রাণীগণের অন্তর্যামী-স্বরূপ এক আমারই শরণ গ্রহণ কর, তাহা হইলে মৎকর্ত্তৃক সর্ব্বদাই অভয় লাভ করিবে।

অতএব শাস্ত্র-প্রমাণের দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে,—শ্রীভগবানের শরণ লওয়াই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। **ভগবানের প্রতি অনন্য শরণাপত্তিই মনুষ্যকে মনুষ্য শব্দবাচ্যে ও শ্রেষ্ঠত্বে অভিষিক্ত করে।** সকল শাস্ত্র ভগবদ্ভক্তেরই শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়াছেন; এমন কি, মহাজনগণও ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গই কামনা করিয়া থাকেন। তাই শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলিত-তনু স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরসুন্দরের নিজজন শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন—

* * * *

গৃহে বা বনেতে থাকে হা গৌরাঙ্গ বলে ডাকে
নরোত্তম মাগে তাঁর সঙ্গ ॥

—শ্রীচিদঘনানন্দ ব্রহ্মচারী

কলিকালে মহামন্ত্রই কীর্ত্তনীয়

১ম প্রমাণ ঃ—অবতারী গৌরসুন্দরের যে মহাদান "শ্রীনাম ও প্রেম," তাহা কেবল কৃষ্ণবিরহের অমৃত-পারাবার মাত্র। ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর অপ্রাকৃত বিরহোন্মত্ত চেতনের সেবার্ত্তিব্যঞ্জক। সুতরাং শ্রীতারক ব্রহ্মনাম সেই বিরহাত্মক সম্বোধনেরই গাথা-স্বরূপ। অতএব শ্রীনামের কাম পূরণের উদ্দেশ্যে অহর্নিশ কীর্ত্তন করিলে নামী কৃষ্ণে অনুরাগ জন্মে।

২য় প্রমাণ ঃ—শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ রক্ষ মাম্। কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, পাহি মাম্ ॥ রাম রাঘব, রাম রাঘব, রাম

রাঘব রক্ষ মাম্। কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, পাহি মাম্॥" বলিতে বলিতে দিব্যোন্মাদে ছুটিয়াছিলেন, তখন সেখানে 'রক্ষ' বা 'পাহি' শব্দ সম্ভোগ-বাদের উক্তি নহে, তাহা অত্যন্ত বিরহের অভিব্যক্তি। হে কৃষ্ণ, তুমি বিরহি-গণের জীবন-রক্ষৌষধি, গোপীগণের কিঙ্করীকে তোমার বিরহসাগর হইতে রক্ষা কর! হে রাধানাথ। তুমি বিরহ-সাগর হইতে রক্ষা করিয়া আমাকে আশ্রয় প্রদান কর। হে চতুর-শিরোমণি, হে গোকুল-মহোৎসব! তোমার বিরহ-মাধুর্য্যামৃতের এমনই ধর্ম্ম যে যতই উহা হইতে উদ্ধারের জন্য আর্ত্তি উদিত হয়, ততই বিরহামৃত-সাগর অধিকতর উদ্বেলিত হইতে থাকে। তাহার শেষ নাই, তাহার কূল নাই, তল নাই; এ জন্যই শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন, অপ্রাকৃত প্রেমসাগর অকূল ও অতল।

৩য় প্রমাণ ঃ—'আবৃত্তিরসকৃৎ উপদেশাৎ' বেদান্ত-দর্শনের চতুর্থপাদের এই সূত্র হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে, "অসকৃৎ" অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ নিরন্তর শব্দব্রহ্মের শ্রবণ-মননাদি দ্বারা আবৃত্তি অর্থাৎ অভ্যাস বা অনুশীলন করিতে হইবে। ইহার স্থলে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'। কিন্তু কে কীর্ত্তন করিবে? মর্ত্ত্যজীব? মর্ত্ত্যজীব ত সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিতে পারেন না। যিনি মরণ-ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া অতিমর্ত্ত্য, তিনিই সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তনে সমর্থ। যাঁহাদের কর্ণ আছে, তাঁহাদিগকেই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'—বুঝিতে হইবে। তবে সাধকগণ তাহার অনুরূপ চেষ্টাবিশিষ্ট হইলেই তাঁহাদের সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি।

৪র্থ প্রমাণ ঃ—"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং **কলৌ তদ্ধরি-কীর্ত্তনাৎ**॥"

হরির কীর্ত্তন হইলে সমস্ত কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সাধিত হয়। সত্যযুগে ধ্যানের কথা বর্ণিত আছে। বর্ত্তমান কলিকালে বিক্ষিপ্ত মনে ধ্যানের সফলতা হইতে পারে না; এজন্য মহাধ্যানের কথা বর্ণিত হইয়াছে। **হরিকীর্ত্তন মহাধ্যান।** কৃতে অর্থাৎ সত্যযুগে ধ্যানের কথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু সেই ধ্যানের দ্বারা সত্যযুগে **ঔদার্য্য-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন হইত না।** এজন্য কলিকালে কীর্ত্তন রূপে মহাধ্যান। সেই ধ্যানে অসম্পূর্ণতা থাকায় ত্রেতায় যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সে যুগের লোকের কিঞ্চিৎ অক্ষমতাও লক্ষিত হওয়ায় যজ্ঞের দরকার হইয়াছিল—বলিলে দোষ নাই। এজন্য কলিতে **মহাযজ্ঞ** সঙ্কীর্ত্তনের বিধি। যজ্ঞেও ঔদার্য্যের অভাব থাকায় দ্বাপরে অর্চ্চন-

বিধি প্রবর্ত্তিত হইল। কলিতে মহা-অর্চ্চন বিধি। মহা-অর্চ্চন শ্রীনাম-কীর্ত্তন। সমস্ত চিকিৎসায় নিরাশ হইয়া বৈদ্য অন্তিমকালে যেমন অত্যন্ত মুমূর্ষু রোগীকে অতি শক্তিশালী ঔষধ খাইতে দেন,—যেহেতু তাহাতে খুব শক্তি (Potency) আছে; সেরূপ কলিকালে জীবের দুর্দ্দশার চরম দেখিয়া **শ্রীনাম কীর্ত্তনের** ব্যবস্থা হইয়াছে। শ্রীনাম কীর্ত্তনে সর্ব্বশক্তি সমর্পিত হইয়াছে—সকল শক্তি পূর্ণমাত্রায় আছে। কীর্ত্তনই—মহাধ্যান, মহাযজ্ঞ, মহার্চ্চন। কৃষ্ণের ধ্যান, যজ্ঞ, অর্চ্চন—সাধারণ মাত্র। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনরূপ মহাধ্যানে, মহাযজ্ঞে, মহার্চ্চনে তত্তদ্‌বিষয়ের পরিপূর্ণতা আছে।—

কলিযুগে সুদুঃসাধ্য অন্য শুভকর্ম্ম।
অতএব নাম আসি' হইল যুগধর্ম্ম॥

(শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি)

৫ম প্রমাণ ঃ—"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"

ত্রেতায় শ্রীরামচন্দ্রের উপাসকগণ যজ্ঞবিধিদ্বারা উপাসনা করিতেন। তাঁহারা বলিতেছেন,—শ্রীরামচন্দ্রকে সীতাদেবী যে-ভাবে উপাসনা করিয়াছিলেন, সেই ভাবে ত সেবা করিতে পারি না।" কিন্তু এখানে একটা কথা এই যে, শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন 'সুমেধসঃ'। 'সুমেধস'-শব্দ বহুবচনে প্রযুক্ত হইয়াছে। এক সীতাদেবী যদি বহু সীতাদেবী হইয়া সেবা করেন, তবে সীতা ও রাম উভয়েই অসন্তুষ্ট হইবেন। কারণ শ্রীরামচন্দ্র একপত্নী-ব্রতধর; আর সীতাদেবী একপতি-ব্রতধারিণী। কিন্তু নাম মহাযজ্ঞের দ্বারা যে পূর্ণ বস্তুর উপাসনা, তাহাতে অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র এবং পার্ষদের নিত্য অবস্থান বিশেষরূপে বিবেচ্য। তাঁহাদের অনুগত হইয়া সুমেধাগণ নামকীর্ত্তন করিয়া থাকেন; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অনুগত হইয়া তাঁহারই পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করিয়া নাম-যজ্ঞ করিয়া থাকেন। যাঁহারা গৌরবিহিত কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া, অন্য প্রকার হারমনিয়াম, বেহালাদি যন্ত্রের দ্বারা কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা অচৈতন্যাশ্রিত জন। তাঁহাদের কীর্ত্তন একমাত্র ইন্দ্রিয়তর্পণ, ভোগ, এমনকি অপরাধ ব্যতীত অন্য কিছুই নয়।

৬ষ্ঠ প্রমাণ ঃ—হর্ষে প্রভু কহেন,—"শুন স্বরূপ-রামরায়।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই ত' সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥

নাম-সঙ্কীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ নাশ।
সর্ব্ব-শুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস॥
সঙ্কীর্ত্তন হৈতে পাপ-সংসার-নাশন।
চিত্ত-শুদ্ধি, সর্ব্ব-ভক্তি সাধন-উদ্গম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণ-প্রাপ্তি, সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন॥
(চৈঃ চঃ অঃ ২০।৮-১৫)

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥ (শিক্ষাষ্টক ২)

অর্থাৎ—ভগবান্ তাঁহার নিজ সর্ব্বশক্তি যে নামে সর্ব্বতোভাবে সমর্পণ করিয়াছেন, যে-নাম গ্রহণে কালাকাল বা শুদ্ধাশুদ্ধির বিচার নাই, সেইরূপ পরম কৃপাময় উদার বিগ্রহ শব্দাবতার শ্রীনামকে সর্ব্বকাল গ্রহণ না করিবার প্রবৃত্তি বা তৎপ্রতি অনুরাগহীনতা অত্যন্ত দুর্দ্দৈব-ফলেই উদিত হয়, অর্থাৎ চৈতন্যরসবিগ্রহ শ্রীনাম-চিন্তামণির সুখোৎপাদন বা শ্রীনামের কাম-পরিতৃপ্তি করিবার উদ্দেশ্য ব্যতীত নাম গ্রহণের ছলনায় যে দেহ ও মনের সুবিধাবাদ সংগ্রহ অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষবাঞ্ছারূপ অনর্থ-পিপাসা, তাহাই বৃথা নাম-গ্রহণের উদাহরণ।　　—**শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিরঞ্জন**

দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম

চাতুর্ব্বর্ণ্য বা বর্ণধর্ম্ম

(১)

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১২শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১২০ পৃষ্ঠার পর)

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি যে, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র—এই চারি বর্ণী বর্ণধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে পালন করিয়াও যদি ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনে বিমুখ হন, তবে সেবন-ধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইয়া প্রাকৃতাভিমান-বশে আত্যন্তিক মঙ্গললাভের পরিবর্ত্তে বিবিধ দুর্দ্দশা বরণ করেন। সুতরাং ইঁহাদের ভগবদুপাসনাই একমাত্র ও শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য—ইহা প্রমাণিত হইতেছে।

কেবল ব্যবহারিক ও লৌকিক কাম্য-কর্ম্মাদিদ্বারা ইন্দ্রিয়তোষণ হয় মাত্র, পরন্তু ভগবদ্ভক্তিময় জীবন-যাপনই নিত্যধর্ম্মযাজীর মূল লক্ষ্য। বৃত্তি বা গুণগত-বিচারেই বর্ণ-চতুষ্টয় বিভাগ—ইহা সচ্ছাস্ত্র-অনুমোদিত।

"যদ্বৃত্ত্যা তুষ্যতে হরিঃ", "ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলম্", "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ", "ভক্ত্যা মামভিজানাতি" ইত্যাদি বাক্য হইতে জানা যায়—ভক্তিবৃত্তিদ্বারাই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শ্রীহরি সন্তুষ্ট হন। সুতরাং ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করিতে পারিলেই আমরা সকলে বাস্তব ব্রাহ্মণত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি। সরলতা ও ভগবৎসেবাই চারিবর্ণীর মুখ্যধর্ম্ম, অপরাপর গুণগুলি গৌণ। তথাপি অহিংসা, অকাম, অলোভ, প্রাণীগণের প্রতি দয়া, সমদর্শী মহতের আশ্রয়গ্রহণ এবং ভগবন্নাম-রূপ-গুণ-লীলা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিই উক্ত ভগবৎসেবা বা ভক্তিলাভের বিশেষ সহায়ক ও অপরিহার্য্য গুণমধ্যে পরিগণিত। তাই ভজন বা সেবাবিহীন অবস্থা চিন্তা করাই চরম নাস্তিকতা এবং ইহাই চারিবর্ণীর অধঃপাতজনক।—

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।২৬)

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥ (ভাঃ ১১।৫।৩)

অর্থাৎ এই চারি বর্ণাশ্রমীর মধ্যে যাঁহারা স্বীয় প্রভু ভগবান্ বিষ্ণুর ভজন না করিয়া, নিজ-নিজ বর্ণাশ্রমাহঙ্কারে তাঁহার ভজনে অবজ্ঞা করেন, তাঁহারা স্বস্থান-ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভগবদ্বিমুখতাই সরলতা বা ব্রাহ্মণতার মাপকাঠি। ইহার দ্বারা অপর বর্ণীও উত্তরোত্তর ঊর্দ্ধগতি লাভ করেন। আর ইহার ব্যত্যয় হইলে সকল বর্ণীই ভগবদ্বিমুখ হইয়া প্রাকৃত ভোগের আবাহন করেন এবং এইরূপে ভগবৎকৃপার অভাববশতঃ তাহারা স্ব-স্ব বৃত্তি পরিত্যাগ করেন।

ভগবদ্বিমুখ বর্ণীর অধঃপতন-বিষয়ে সর্ব্ববেদান্ত-সার শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাদির দ্বিজত্ব-নিবন্ধন শ্রীহরির পাদপদ্মলাভের যোগ্যতা থাকিলেও বেদ-বর্ণিত অর্থবাদ-বচনে মোহিত হইয়া ভগবদুপাসনা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বর্গাদি কর্ম্মফলে আসক্ত হইয়া থাকেন। যথার্থ কর্ত্তব্য-বিষয়ে অনভিজ্ঞ, অবিনীত, মূর্খ অথচ পাণ্ডিত্যাভিমানগ্রস্ত মূঢ়গণ শ্রুতিমধুর

পরোক্ষবাদরূপ বৈদিক স্বর্গাদি-সুখ-প্রতিপাদক বচনে উৎসুক হইয়া যজ্ঞাদিতে তাদৃশ কর্ম্মফলপ্রদ দেবতাগণের চাটুবাক্য অর্থাৎ প্রশংসাবাদ উচ্চারণ করিয়া থাকে। তাহারা রজোগুণের আধিক্য-নিবন্ধন হিংসা-বিষয়ে সঙ্কল্পযুক্ত, কামুক, সর্পতুল্য খলস্বভাব, দাম্ভিক, দুরভিমানগ্রস্ত এবং পাপাচার-রত হইয়া ভগবদ্ভক্তগণকে উপহাস করিয়া থাকে এবং কামিনী-সেবায় রত হইয়া মিথুন-সুখযুক্ত গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক পরস্পর গৃহবার্ত্তার আলোচনা, অন্নাদি-দানরহিত দক্ষিণাশূন্য অবিধিপূর্ব্বক যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও হিংসা-দ্বেষ-বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইয়া কেবলমাত্র নিজের জীবিকা-নির্ব্বাহ-কামনায় পশুগণের বিনাশসাধন করিয়া থাকে। তাদৃশ ক্রুরচিত্ত পুরুষগণ ধন-সম্পত্তি, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা, সৎকুল, দান, রূপ, দেহবল এবং যজ্ঞাদি ক্রিয়াজনিত গর্ব্বহেতু বিবেক-বুদ্ধি-রহিত হইয়া জগদীশ্বর শ্রীহরি ও তদীয় ভক্ত সাধুগণের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহারা নিখিল প্রাণিগণের মধ্যে নিরন্তর বর্ত্তমান এবং শ্রুতিগণ-কীর্ত্তিত পরম প্রেমাস্পদ জগদীশ্বরের কথা শ্রবণ করিয়াও জানিতে চেষ্টা করে না। ঐ অবুধগণ নিজ নিজ মনোরথজাত গ্রাম্য বিষয়াদির কথা-প্রসঙ্গেই কাল অতিবাহিত করিয়া থাকে। যে-ধর্ম্ম হইতে বিজ্ঞান ও মোক্ষসাধক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাদৃশ ধর্ম্মকৃত্য-সম্পাদনোপযোগী ধনকে তাহারা কেবলমাত্র আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তি-সাধনের জন্যই ব্যবহার করে, কিন্তু দুরন্তবীর্য্য মৃত্যুর কথা চিন্তা করে না। স্ত্রীসঙ্গ, আমিষভক্ষণ এবং মদ্যপান-স্পৃহা সংযত করিবার জন্যই এবং উহা হইতে ক্রমশঃ নিবৃত্তির উদ্দেশ্যেই স্ত্রীসঙ্গ, যজ্ঞদ্বারা আমিষভক্ষণ ও মদ্যপানের আপাতত ব্যবস্থা শাস্ত্রে কোথাও কোথাও প্রদত্ত হইয়াছে মনে হইলেও শাস্ত্রে মদ্যের ঘ্রাণরূপ ভক্ষণই বিহিত হইয়াছে, পান বিহিত হয় নাই। যথেচ্ছ পশুহিংসার পরিবর্ত্তে যজ্ঞে পশুব্যবহার (যাহাকে জীবন দেওয়া যায়) এবং ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র সুসন্তানলাভের জন্যই মৈথুন বিহিত হইয়াছে— কিন্তু মনোরথ-বাদিগণ এবম্বিধ বিশুদ্ধ স্বধর্ম্ম অবগত হয় না। ঈদৃশ ধর্ম্মতত্ত্বানভিজ্ঞ সেইসকল অবিনীত, সাধুত্বাভিমানী দুর্জ্জন নিঃশঙ্কচিত্তে পশুহিংসা করে এবং পরলোকে নিহত পশুগণ তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। পুত্র-কলত্রাদিযুক্ত শবতুল্য নিজদেহে অত্যাসক্ত সেই সকল মানবগণ পরদেহস্থিত জীবাত্মার প্রতি হিংসাবশতঃ পরমাত্মরূপী জগদীশ্বর শ্রীহরির প্রতিই বিদ্বেষ করিয়া থাকে। ইহারা কখনই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। জাড্য-ভাবগ্রস্ত, ত্রিবর্গাসক্ত,

ক্ষণকাল বিশ্রামরহিত এইসকল পুরুষগণ নিজ আত্মাকেই বিনাশ করে। এই সমস্ত আত্মবঞ্চক, অশান্তচিত ব্যক্তিগণ নিজেন্দ্রিয়তর্পণপর অসৎ কর্ম্ম-জ্ঞানকেই ভক্তি-সাধনের উপযোগী মনে করিয়া তৎতৎ ক্রিয়া আচরণপূর্ব্বক পরিণামে বিনষ্ট-মনোরথ হইয়া পড়ে। এইরূপে ভগবদ্বিমুখ মানবগণ নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও অন্তিমকালে ভগবন্মায়া-রচিত গৃহ, পুত্র, বান্ধব, স্ত্রী প্রভৃতিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক নরকে প্রবেশ করিয়া অশেষ দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে।"

দাম্ভিক, ক্রোধী এবং কামুক বর্ণীগণ রজোগুণ-তাড়িত হইয়া সত্ত্বগুণে অবস্থিত সাধকগণের প্রতি মাৎসর্য্য প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অনাদর করিয়া থাকে। তাহারা নিজেদের ওজন বুঝিতে না পারিয়া পরমসত্যে প্রতিষ্ঠিত ভগবৎপ্রিয়গণের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়। এই খলস্বভাব জনগণ কেবল সাধুগণকে অবজ্ঞা বা অবমাননা করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, অধিকন্তু সাধুগণের আরাধ্যবস্তু ভগবান্ বিষ্ণুরও নিন্দা করিতে থাকে। এইরূপে তাহাদের অপরাধের মাত্রা বৈষ্ণবকে ছাড়াইয়া বিষ্ণু পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়। তখন আপনাদিগকে ভোগে উন্মত্ত করাইয়া 'সমগ্র দৃশ্যজগৎ— আমার ভোগ্য কামিনীময়' এই বিচারবশে অন্য কিছুই তাহার লক্ষ্য হয় না। ফলে ভোগবুদ্ধি প্রবল হওয়ায় সেব্য-সেবকভাব বিস্মৃত হইয়া বৈষ্ণব ও বিষ্ণুকে তাহাদের নিজেদের ভোগে লাগাইবার চেষ্টা করে। তাহারা "বিদ্যামদে, ধন-মদে বৈষ্ণব না চিনে।" "এক কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য জগৎ-ঈশ্বর। আর যত সব,— তাঁর সেবকানুচর।"— ইহা ভুলিয়া গিয়া তাঁহাকে অবজ্ঞা-পূর্ব্বক প্রাপঞ্চিক ধারণাবশে ভগবানের সর্ব্বোত্তম অপ্রাকৃত নরলীলাকে মায়িক-ধারণা ও তাঁহাতে মর্ত্ত্যবুদ্ধির আরোপ করে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা ও মূলকারণ হইলেও, মায়ামুগ্ধ ব্রহ্মবন্ধুগণ ভগবানের সেবার পরিবর্ত্তে দাম্ভিকতাবশে প্রাকৃতবুদ্ধিক্রমে তাঁহাকে ক্ষত্রিয়কুলজাত বা গোপবংশীয় বলিয়া তাহাদের সেবক জ্ঞান করায় অপরাধী ও ভক্তিচ্যুত হইয়া অধঃপতন বরণ করেন। "সর্ব্বে ব্রহ্মজা ব্রাহ্মণাঃ ভবন্তি" বিচারে পরব্রহ্ম ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণের পুত্রত্বে বা ব্রাহ্মণত্বে স্নেহ-প্রদর্শন বা মর্য্যাদা প্রদানকে তাঁহারা ভুল বুঝিয়া থাকেন। সাত্বতপতি শ্রীকৃষ্ণ নিখিল জগতের পূজ্যতম তত্ত্ব হইয়াও নিজ প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের মর্য্যাদা-রক্ষণার্থে অনেক সময়ে লোকচক্ষে বিসদৃশ আচরণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। একদা শ্রীনারদ-ঋষি দ্বারকা-পুরীতে উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ উক্ত

মুনিবরের পাযুগল প্রক্ষালনপূর্ব্বক স্বীয় মস্তকে ঐ পাদোদক ধারণ করেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বহুক্ষেত্রে তিনি বিপ্রগণের পাদোদক পান, স্বহস্তে তাঁহাদের সেবা-পূজা ও অম্লানবদনে যদুকুলের প্রতি তাঁহাদের অভিশাপাদি গ্রহণ-পূর্ব্বক ধর্ম্ম-মর্য্যাদা স্থাপন করিয়া 'মর্য্যাদা-পুরুষোত্তম' নামেও অভিহিত হইয়াছেন। যাঁহার চরণ-প্রক্ষালন-বারি গঙ্গা সমস্ত লোকের তীর্থরূপে বিরাজমান এবং যিনি স্বয়ং 'ব্রহ্মণ্যদেব' এই সার্থক নামে পরিচিত, তাঁহার পক্ষে এরূপ আচরণ সঙ্গতই হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া কি প্রাকৃত ব্রাহ্মণাভিমানিগণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সর্ব্বকারণকারণ মনুষ্যবিগ্রহাশ্রিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে এইরূপ পূজাগ্রহণের অধিকারী অথবা তাঁহাকে ব্রাহ্মণাধীন হীন গোত্রে গোত্রিত করিতে পারেন?

ভগবানের এইরূপ বিষম আচরণে কেহ তাঁহাকে মায়িকবুদ্ধি করিয়া নরকগামী না হন, তজ্জন্য শ্রীনারদ বলিলেন,—হে বিশ্বকীর্ত্তে বিভো! সজ্জন-গণের প্রতি আপনার সুহৃদ্‌ভাব এবং দুষ্টগণের প্রতি দণ্ডবিধান বিচিত্র নহে। কোন ব্যক্তিই আপনার জগন্মঙ্গলকর চেষ্টা সম্যক্ অবগত হইতে পারে না। জগতের স্থিতি, পালন ও পরমমঙ্গল-সাধনের জন্য স্বেচ্ছাক্রমে আপনার এই কৃষ্ণাবতার। আপনার শ্রীপাদপদ্মযুগল সংসারকূপ-নিমগ্ন জনগণের উদ্ধারার্থ অবলম্বন-স্বরূপ; হে ভুবন-মঙ্গলকর! ত্রিলোকে সুবিস্তৃত ও দিঙ্মণ্ডলে ভূষণস্বরূপ ভবদীয় যশোরাশি এবং শ্রীপাদপদ্মপ্রক্ষালন-বারি বিশ্বকে পবিত্র করিতেছে। অহঙ্কার-দাম্ভিকতাবশে আমি কখনও যেন সেই শ্রীচরণযুগল বিস্মৃত না হই—এইরূপ অনুগ্রহ করুন।" শ্রীকৃষ্ণ তদুত্তরে বলিলেন,—

ব্রহ্মন্ ধর্ম্মস্য বক্তাহং কর্ত্তা তদনুমোদিতা।
তচ্ছিক্ষয়ন্ লোকমিমমাস্থিতঃ পুত্র মা খিদঃ॥ (ভাঃ ১০।৬৯।৪০)

"হে ব্রহ্মন্! আমি ধর্ম্মসমূহের বক্তা, কর্ত্তা এবং তৎসমর্থক হইয়া নিজ আচরণদ্বারা লোকমধ্যে উহা প্রচারার্থ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছি, অতএব হে পুত্র! তোমার পাদপ্রক্ষালনরূপ মদীয় অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণে তুমি মোহিত হইও না।"

'সারার্থ-দর্শিনী'-টীকাকার উক্ত শ্লোক-ব্যাখ্যায় বলিতেছেন—"অহং তাবৎ ক্ষত্রিয়ো গৃহস্থস্তাং ব্রাহ্মণং স্বগৃহমায়াতং যদি নার্চ্চয়ামি তদা স্বাচরণেন মৎপ্রচারিতো ধর্ম্মঃ কথং তিষ্ঠেৎ? "যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ" ইতি ন্যায়াত্তেন ধর্ম্মপ্রচারণার্থমেব ত্বৎপাদৌ ময়াদ্য ক্ষালিতৌ, ন তু বস্তুতঃ। **

স্নেহং জ্ঞাপয়িত্বা সান্ত্বয়তি—হে পুত্রেতি। যথা পিতরি তদঙ্কনিহিত-পাদোঽপি পুত্রস্য নাপরাধস্তথৈব মম্বি তথেতি বুধ্যস্বেতি ভাবঃ।"

অর্থাৎ ভগবান্ বলিতেছেন,—আমি ক্ষত্রিয়কুলজাত গৃহস্থ হইয়া যদি মৎগৃহাগত ব্রাহ্মণ তোমাকে শাস্ত্রোক্ত বিধিক্রমে পূজার্চ্চনাদিদ্বারা সম্মান প্রদর্শন না করি, তাহা হইলে আমার প্রচারিত সাত্বত-ধর্ম্ম কিরূপে লোকের গ্রহণযোগ্য হইয়া ফলদায়ক হইবে? "শ্রেষ্ঠব্যক্তি যেরূপ আচরণ করেন, তদধীন ব্যক্তিসকল তাঁহার অনুগমন করিয়া থাকেন"—এই ন্যায়ানুসারে স্বয়ং আচরণমুখে মৎপ্রণীত ধর্ম্ম-প্রচারার্থই অদ্য তোমার পাদ-প্রক্ষালন করিয়াছি; কিন্তু বস্তুতঃ এইরূপ আচরণ আমার কর্ত্তব্য নহে। আরও বিচার্য্য এই যে, আমিই ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হওয়ায় ব্রাহ্মণাদি তোমরা সকলেই আমার পুত্রস্থানীয়। তাই আমার বিরুদ্ধ আচরণ জন্য তোমাকে সান্ত্বনা দিবার নিমিত্তই 'পুত্র' বলিয়া সম্বোধন করিতেছি। স্নেহ-বৎসল পিতার ক্রোড়ে আরূঢ় অজ্ঞ শিশুপুত্রের পাদস্পর্শাদি-দোষ যেরূপ তিনি গ্রহণ করেন না, তোমাতেও আমার তদ্রূপ ভাব জানিবে।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সচ্চিদানন্দতনু ও আবির্ভাব-তিরোভাবাদি-লীলা মায়িক নহে, ইহা বুঝাইবার জন্যই গীতায় তিনি অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া অর্ব্বাচীন মায়াবাদী সম্প্রদায়কে সাবধান-পূর্ব্বক স্বীয় তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া **মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।**
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ (গীঃ ৯।১১)
জন্ম-কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥ (গীঃ ৪।৯)

অজ ভগবান হইয়াও তিনি যাঁহাদিগকে পিতৃ-মাতৃত্বে বরণ করিয়াছিলেন, সেই বসুদেব-দেবকীকেও তাঁহার ভগবত্তা-বিষয়ে সুষ্ঠু ধারণা প্রদানার্থই পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারের আবির্ভাব সম্বন্ধে বর্ণনা দিয়াছিলেন। এমন কি, পাছে তাঁহাকে বসুদেব-দেবকী চিনিতে না পারেন বা ভুল বুঝেন, এইজন্য শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতেই প্রথমে তিনি আবির্ভূত হইয়া পশ্চাৎ দ্বিভুজ শিশুর রূপ পরিগ্রহ করেন।

এতদ্বাং দর্শিতং রূপং প্রাগ্‌জন্ম-স্মরণায় মে।
নান্যথা মদ্ভবং জ্ঞানং মর্ত্ত্যলিঙ্গেন জায়তে॥ (ভাঃ ১০।৩।৪৪)

অর্থাৎ আমার (শ্রীকৃষ্ণের) পূর্ব্বজন্ম স্মরণের জন্যই তোমাদিগকে এই

চতুর্ভুজ রূপ প্রদর্শন করিলাম। অন্যথা মনুষ্যোচিত লক্ষণদ্বারা বিষ্ণু-আবির্ভাব-জ্ঞান হইতে পারে না।

শ্রীবসুদেব-দেবকীও ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—আপনি প্রকৃতির অতীত পুরুষ, সর্ব্বান্তর্যামী, বিশুদ্ধ জ্ঞানানন্দ-স্বরূপ, সাক্ষাৎ ভগবান্—তাহা জানিতে পারিয়াছি। আপনি ইন্দ্রিয়াতীত, ব্রহ্ম ও পরমাত্মার আশ্রয়, গুণাতীত, স্ব-স্বরূপে বিশুদ্ধরূপে মর্ত্ত্যলোকের রক্ষণেচ্ছায় আমাদের গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আপনি সমস্ত জগতের ঈশ্বর ও সর্ব্বমঙ্গলকারণ। ভক্তগণের নিত্যারাধ্য ভবদীয় অপ্রাকৃত বিষ্ণুরূপ আমাদের অজ্ঞানময় চর্ম্মচক্ষুর গোচরীভূত নহে। এই গুণ-প্রবাহ-মধ্যে সর্ব্বান্তর্যামী আপনার সূক্ষ্মগতি সম্বন্ধে যাহারা অজ্ঞ, তাদৃশ জনগণই দেহাভিমান-জনিত কর্ম্ম-নিবন্ধন সংসার-দশা প্রাপ্ত হইয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করে। হে ভগবন্! নিখিল জীবসমূহ দেহে অহং-বুদ্ধিবশতঃ পুত্রাদি-বিষয়ে মমত্ব-বুদ্ধিরূপ স্নেহপাশদ্বারা আবদ্ধ হয়। কিন্তু আপনি বস্তুতঃ আমাদের পুত্র নহেন, পরন্তু ভূভারভূত দুষ্কৃতকারিগণের বিনাশার্থ প্রকৃতি-পুরুষের ঈশ্বর হইয়াও মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

বাৎসল্য-রসাশ্রিত প্রেষ্ঠ সেবকগণের অজ ভগবানের অপ্রাকৃতত্ব সম্বন্ধে এইরূপ উক্তিসত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্ম-মর্য্যাদা-রক্ষণের সুযোগ লইয়া ব্রাহ্মণব্রুবগণ যদি তাঁহাকে 'বৈশ্য গোপকুল জাত' বা 'ক্ষত্রিয়-কুলজাত' বলিয়া অবজ্ঞা করেন বা নিজদিগকে ব্রাহ্মণোত্তম বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন, তাহা কি সঙ্গত হইবে? যে ব্রহ্মণ্যদেবকে আশ্রয় করিয়া তাঁহারা প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাকে অবজ্ঞা বা হীন প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিলে তাঁহাদের স্বীয় অস্তিত্ব কিরূপে সংরক্ষিত হইতে পারে? ইহা 'পিতৃ-দ্রোহাচরণ' ভিন্ন আর কিছুই নয়। কোন বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট ব্যক্তি যদি সেই শাখাই মূলবৃক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চেষ্টা করে, তাহার ন্যায় অর্ব্বাচীন আর কে আছে? পিতাকে অস্বীকার বা অবজ্ঞা করিলে পুত্রের পুত্রত্ব কোথায়? তাই কোনও বিশিষ্ট মহাজন গাহিলেন—

'জগতের পিতা কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ॥"

ব্রাহ্মণাদি বর্ণীর শ্রৌতপথে অধোক্ষজ-কৃষ্ণসেবাই একমাত্র বৃত্তি। কিন্তু সেই অচ্যুতের সেবাপূজাদ্বারা তাঁহার সর্ব্বসিদ্ধি হইবে, ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া বিষ্ণুকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অন্যান্য আধিকারিক দেবগণের

সেবায় প্রবৃত্ত হইয়া বহ্বীশ্বরবাদের আবাহন করেন। মায়াধীশ কৃষ্ণকে মায়িক দেব-দেবীর সহিত সমজ্ঞান করিয়া তাহারা অপরাধক্রমে পাষণ্ডী-শ্রেণীভুক্ত হন। ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইয়া তাহারা বিষ্ণুকে বাদ দিয়া 'উদ্দিশ্য দেবতা এব জুহোতি চ দদাতি চ'—ইতর দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে পূজা-হোমাদির অনুষ্ঠান করেন এবং কর্ম্মকাণ্ডই বেদের একমাত্র তাৎপর্য্য ও নশ্বর ক্রিয়ানুষ্ঠানদ্বারা যে ফললাভ হয়, তাহাই চরম প্রয়োজন—এইরূপ বিবর্ত্তবুদ্ধিতে পতিত হন। প্রাকৃত কামনা-বাসনাদ্বারা প্রপীড়িত হইয়া উহার সত্বর ফললাভোদ্দেশ্যে তাহারা বিষ্ণু হইতেও দেব-দেবীর ক্ষমতা অধিক মনে করিয়া তাঁহাদেরই প্রপত্তি স্বীকার করেন। কিন্তু বহু আয়াসযুক্ত ক্রিয়াবিশেষদ্বারা সেই অল্পবুদ্ধিগণ যে ফললাভ করেন, তাহা নশ্বর এবং আত্যন্তিক মঙ্গলের পরিপন্থী। কৃষ্ণ স্বরূপের উপর অশ্রদ্ধা বা অবিশ্বাসই তাহাদিগকে এইরূপ দুর্দ্দশায় উপনীত করে।

ভোগৈশ্বর্য্যাসক্ত এই মূঢ় বর্ণীগণ কৃষ্ণভজনে বিমুখ হইয়া নারায়ণ-তত্ত্বের প্রতিই তাহাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি আরোপের ভাণ করেন। কারণ তাহারা জানেন যে, নারায়ণ বা শালগ্রাম-শিলা ব্যতীত তাহাদের কাল্পনিক ভোগের যোগান-দারকারী দেব-দেবীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ও পূজা সম্ভব নয়। শ্রীকৃষ্ণ ও নারায়ণে রসগত বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্র্য আছে, পরন্তু তত্ত্বতঃ কোন পার্থক্য না থাকিলেও, ইহাঁদিগকে ভেদবুদ্ধি করায় ঐ অনিত্য দেবযাজীগণ নামাপরাধী হইয়া অবশেষে নারায়ণকেও 'সাংখ্যের পুরুষ' মনে করিয়া তাঁহার দ্বারা কাজ হাঁসিলের চেষ্টা করেন। অর্থাৎ তাহারা উভয় তত্ত্বেই বস্তুতঃ আস্থাহীন হইয়া পড়েন; বিষ্ণুই সকল দেবতার প্রাণ ও মূল—তাঁহার পূজা করিলেই সকলের পূজা ও তুষ্টি হয়—"তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং, প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ"—ইহা জানিয়াও নানা দেব-দেবীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। কামনা-মূলে বহু দেবতার পূজা-অপসাম্প্রদায়িকতা ও বেদবিরুদ্ধ মত—ইহা বহুতর শাস্ত্রে প্রতিধ্বনি করিলেও, ইহারা পঞ্চোপাসক-শ্রেণীভুক্ত হইয়া শক্তি, গণেশ, রুদ্র, কল্পিত বিষ্ণু (কর্ম্মের অঙ্গ বা কর্ম্মফলবাধ্য) ও সূর্য্যের উপাসনায় ব্যাপৃত হন। ব্রহ্মসংহিতা ও অপরাপর সাত্বত শাস্ত্রে এই পঞ্চোপাসকগণের আরাধ্যদেবতা সকলেই মূল-পুরুষ (নারায়ণেরও অংশী) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে জগতে বিভিন্ন কার্য্য করিতেছেন, তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

ভ্রান্ত বর্ণী বিবিধ কামনাপূর্ত্তির আশু প্রয়োজনে ভগবানের স্বরূপশক্তির ভজন ছাড়িয়া তাঁহার ছায়াশক্তির পূজায় ব্যস্ত হন। কিন্তু বিমুখমোহিনী মায়াশক্তি

স্বরূপশক্তির ছায়ারূপে পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে যে ব্যক্তি যেরূপভাবে ভগবানে বিমুখ হইতে চাহে তাহাকে সেইরূপভাবেই নানাপ্রকার সুখ-দুঃখ দিয়া মোহিত করেন। এই সকল অজ্ঞগণ নিজেরা পুরুষের অভিমান বা শিবের অভিমান করিয়া ভগবানের স্ত্রীরূপ বা মহামায়ার রূপ দেখিবার ইচ্ছা করে, কিন্তু তাঁহার স্তব-স্তুতি সাধনা করিয়াও ঐরূপভাবে মোহিত হয়। শাস্ত্রে ভগবানের সহিত শান্ত, দাস, সখা, মাতা-পিতা ও পত্নী-সম্বন্ধ—এই পাঁচপ্রকার আত্মার নিত্য-সম্বন্ধের কথা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু জীবাত্মার সহিত ভগবানের স্ত্রী বা জননী-সম্বন্ধের কথা বলেন নাই। ভগবানকে স্ত্রী বা জননীরূপে দেখিতে চাহিলেই জীবদিগকে মহামায়া মোহিত করেন। ভগবান ক্লীব বা স্ত্রী নহেন; তিনি লীলা-পুরুষোত্তম, জীবমাত্রেই তাঁহার প্রকৃতি।

এইরূপে আসুর বর্ণী লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের ভজন পরিত্যাগপূর্ব্বক পঞ্চোপাসনার অন্তর্গত যে কাল্পনিক কর্ম্ম ফলবাধ্য নারায়ণ-উপাসনার ভাণ করেন, তাহাতেও তাহার অস্তিত্ব সংরক্ষিত হয় না। কারণ মূলকে অস্বীকার করায় নারায়ণ-তত্ত্বেরও কোন প্রতিষ্ঠা থাকে না। অথচ চেতন জীবের সেবা-বৃত্তির ক্রম-বিকাশের বিভিন্ন অবস্থায় আরাধ্য নৃসিংহ-রামাদি নারায়ণের বিভিন্ন অবতারাদিরও মূল-পুরুষ—শ্রীকৃষ্ণ। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—"এতে চাংশ-কলা পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" ব্রহ্মসংহিতা বলেন—রামাদি-মূর্ত্তিষু কলা-নিয়মেন তিষ্ঠন্, নানাবতারমকরোদ্ ভুবনেষু কিন্তু। কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥" শ্রীকৃষ্ণের চতুঃষষ্টি গুণের তালিকায় তাঁহাকে "অবতারাবলী-বীজম্" বলা হইয়াছে। গর্গ-ঋষি নন্দ মহারাজকে বলিলেন—তোমার এই তনয় প্রতিযুগে স্বীয় মূর্ত্তি প্রকট করিয়া থাকেন। শুক্ল, রক্ত ও পীত এবং অন্য দ্বাপরযুগে শুকপক্ষীর ন্যায় বর্ণ যদিও ইনি ধারণ করিয়াছিলেন তথাপি সেই সকল যুগাবতার সম্প্রতি এই শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহে প্রবেশ করিয়াছেন। ইহা হইতে কৃষ্ণের সর্ব্বাবতারিত্ব প্রমাণিত হইতেছে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন—"বিষ্টভ্যাহ-মিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ", "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ" ইত্যাদি। লোক-পিতামহ ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণ-স্তবে বলিতেছেন—

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনামাত্মাস্যধীশাখিল-লোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নর-ভূ-জলায়নাৎ, তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥
(ভাঃ ১০।১৪।১৪)

যখন প্রলয়-বারিতে ত্রিলোক নিমগ্ন হইয়াছিল, তখন ঐ সলিলে অবস্থিত নারায়ণের উদরস্থ নাভিনাল হইতে ব্রহ্মা প্রকাশিত হইয়াছিলেন। একথা বস্তুতঃ মিথ্যা নহে, তথাপি হে সর্ব্বেশ্বর! আমি কি আপনা হইতে বহির্গত হই নাই? বস্তুতঃ আমি আপনা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছি, যেহেতু আপনিই নারায়ণ—সর্ব্বদেহধারী জীবসমূহের আশ্রয়স্বরূপা। হে অধীশ! আপনার নারায়ণত্বের আরও কারণ এই যে, আপনি অখিল লোকসাক্ষী এবং ত্রিকালজ্ঞ। নরজাত জল (কারণ বারি) শব্দে নার, তাহাতে যাহার অয়ন অর্থাৎ শয়ন, তিনিই নারায়ণ। **সেই নারায়ণ আপনার অঙ্গ অর্থাৎ বিলাস-মূর্ত্তি।** এ সকলই আপনার অচিন্ত্য শক্তির পরিচয় ও পরম সত্য।

জলশায়ী অন্তর্যামী যেই নারায়ণ।
সেহো তোমার অংশ, তুমি মূল-নারায়ণ॥
'অঙ্গ'-শব্দে অংশ কহে, সেহো সত্য হয়।
মায়াকার্য্য নহে—সব চিদানন্দময়॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৩।৬৯-৭০)

এইসকল উক্তি হইতে 'শ্রীকৃষ্ণ যে নারায়ণেরও অংশী ও সকল অবতারের অবতারী' ইহা দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। অথচ নাস্তিক বর্ণীসকল এই দুই তত্ত্বেরই চিৎসবিশেষত্ব লোপ করিয়া তাঁহাদিগকে 'ক্লীব ব্রহ্মে' পরিণত করিতে বিশেষ যত্নবান হন। মহামায়া প্রকৃতির দাস হইয়া তাহারা ভগবানকে নির্ব্বিশেষ, নিঃশক্তিক প্রতিপন্ন করেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ ভোগোন্মুখী হইয়া বিরাট-রূপোপাসনা বা বিশ্ব-রূপোপাসনার প্রবর্ত্তন করেন, আবার কেহ কেহ নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত-চিন্তাস্রোতকে বহুমানন করত ফল্গুত্যাগী নামে অভিহিত হন। একজন জড়ীয় সবিশেষবাদী, অপরজন অচিৎ নির্ব্বিশেষপন্থী। প্রাকৃত জগতের বাহ্য ব্যাপকতা বুঝাইবার জন্যই বিরাট্‌পুরুষের ধারণা; জড়-ধারণায় যে বৃহতের কল্পনা, উহাই বিরাটরূপ বা বিশ্বরূপ—ইহা জড়-সবিশেষবাদীর বোধগম্য হয় না। আবার অচিৎ-নির্ব্বিশেষভাবের ঊর্দ্ধে থাকিয়া ভগবান্ অপ্রাকৃত রূপ-গুণ-লীলাদি চিদ্‌বৈশিষ্ট্যযুক্ত—ইহা কেবল নির্ব্বিশেষবাদী বা মায়াবাদীর বুদ্ধির অগম্য। এই শ্রেণীর লোক মনে করেন—'যত কিছু ইন্দ্রিয়, নাম, রূপ, গুণ সমস্ত আমাদেরই থাকিবে, তাহা হইলে আমরা বিশ্বভোগের অধিকারী হইতে পারিব।' ইহারা মুখে ভগবানকে 'সর্ব্বশক্তিমান্' বলিয়াও কার্য্যকালে তাঁহাকে 'নিঃশক্তিক', 'নপুংসক' প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করেন। ইহারা পরাৎপর তত্ত্ব পরমেশ্বরকেও 'মায়াময়' বলিয়া তাঁহার অচিন্ত্য সর্ব্বশক্তিমত্তার প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কারণ

ভগবানকে জড়বৎ 'ঠুঠোরাম' করিতে না পারিলে ইহারা জগতের নিরঙ্কুশ কর্ত্তা ও ভোক্তা সাজিতে পারেন না। পরিশেষে ইহারা ভগবানকে ইন্দ্রিয়বিহীন করিয়াই ক্ষান্ত হন না, পরন্তু তাঁহার অস্তিত্ব জগৎ হইতে সম্পূর্ণরূপে লোপ করিবার চেষ্টা করেন। ইহারা স্বয়ং ভগবানের আসন দখল করিয়া বসেন। "ঈশ্বরোঽহং অহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী"—ইহাই ইহাদের ধ্যান-জ্ঞানে পরিণত হয়। গীতায় এইরূপ বহুমুখী নাস্তিকের তালিকা ও তাহাদের অপগতি সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্॥ (গীঃ ১৬।৯)
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয়! ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥ (গীঃ ১৬।২০)

"জগদাহুরনীশ্বরম্", "অপরস্পরসম্ভূতং" ইত্যাদি বাক্যে জড়বাদ, স্বভাববাদ, ক্রমোন্নতিবাদ ও ক্রমোৎপত্তিবাদরূপ নাস্তিকতাই খণ্ডিত হইয়াছে। ইহাদের মরণান্তে জড়ধর্ম্মপ্রাপ্তিই ফল। আসুরী-যোনি প্রাপ্ত হইয়া সেইসকল মূঢ় ভগবৎ সাক্ষাৎকার-লাভে অসমর্থ হইয়া ততোঽধিক অধম গতি প্রাপ্ত হয়।

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি বর্ণীর শ্রেষ্ঠবৃত্তি যে হরিসেবা বা ভগবদ্ভজন, তাহা পরিত্যাগ করিলে তাহাদিগকে কিরূপ দুর্ভাগ্য বরণ করিতে হয়, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচিত হইল।

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন

সৌরপুরাণের (?) মধু আচার্য্য *

'সৌর-পুরাণম্' পুরাণ নহে। সুতরাং অষ্টাদশ পুরাণের সম্মান কথিত সৌর-পুরাণের নাই। পুরাণ ও উপপুরাণের পার্থক্য তদনুরূপ বুঝিতে হইবে।

* নবদ্বীপ গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত-কলেজের কোন কোন অধ্যাপক সৌরপুরাণের উল্লেখ করিয়া শ্রীশ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন। তাহাতে উক্ত কলেজের বিদ্যার্থী শ্রীযুত মদনমোহন দাস ব্যাকরণ-বৈষ্ণবদর্শন-তীর্থ এবং শ্রীযুত সীতানাথ দাস কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহাশয়দ্বয় উক্ত অধ্যাপকগণের প্রতিবাদের জন্য শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা নবদ্বীপ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের নিকটে আবেদন জানাইলে তিনি সংক্ষেপতঃ উক্ত প্রতিবাদ অধ্যাপকবর্গের নিকট লিখিতভাবে উক্ত বিদ্যার্থীদ্বয়ের মারফতে প্রেরণ করেন। অধ্যাপকগণ নির্ব্বাক হইয়া আজ পর্য্যন্ত ইহার কোন প্রত্যুত্তর দেন নাই। নবদ্বীপ পণ্ডিতমহলে এই বিষয়ে বিশেষ সমালোচনা হওয়ায় সাধারণের অবগতির জন্য ইহা শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় প্রকাশিত হইল।

বিশেষতঃ উপপুরাণগুলি সমস্তই সত্যবতী-সুত বেদব্যাস-প্রণীত কিনা, তৎসম্বন্ধে দেশীয় ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রচুর মতভেদ আছে। পণ্ডিত শ্রীযুত পঞ্চানন দেবশর্ম্মা তর্করত্ন মহাশয়ের সন ১৩১৬ সালে সম্পাদিত 'সৌর পুরাণম্' গ্রন্থখানির নামকরণ অথবা শিরোনামা বিশুদ্ধ হয় নাই। এতদ্ব্যতীত 'সৌরোপপুরাণ' যাহা প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগে কলির প্রারম্ভে প্রচলিত ছিল ইহা সেই 'সৌরোপপুরাণ' নহে। তর্কের স্থলে অযথা 'সৌরোপপুরাণ'কে প্রকাশিত 'সৌরপুরাণম্' বলিয়া ধরিয়া লইলেও ইহা প্রাচীন গ্রন্থ হইতে অন্যরূপ। এবং ইহাতে বহু আধুনিক মধ্যযুগীয় বিষয় ছলনাপূর্ব্বক ভবিষ্যৎ উক্তির দ্বারা সন্নিবেশিত হওয়ায়, মাননীয় শ্রীযুত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের সম্পাদিত 'সৌরপুরাণম্' সত্যবতীসুত বেদব্যাস-বিরচিত প্রাচীন-কালের 'সৌরোপপুরাণম্' গ্রন্থের সহিত কখনই এক নহে। কোন উপপুরাণের লক্ষণপঞ্চক দৃষ্ট হইলেও তাহা উপপুরাণই, পরন্তু পুরাণ নহে। ইহা সমগ্র ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণের অভিমত।

তর্করত্ন মহাশয়ের সম্পাদিত তথাকথিত 'সৌরপুরাণের' চত্বারিংশৎ অধ্যায়ে একটী অভিনব ঐতিহ্যের উল্লেখ দেখিতে পাই। এই অধ্যায়টী কোন বিদ্বেষ-বহ্নিদগ্ধ অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কারণ এই অধ্যায়ে সন্নিহিত উপাখ্যান সর্ব্বৈব মিথ্যা। দক্ষিণ দেশে আচার্য্য-কুল-মুকুটমণি শ্রীশ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য স্মার্ত্ত অদ্বৈতবাদিগণকে বিদলিত করিয়া শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের বিজয়পতাকা উত্তোলন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচার-বৈশিষ্ট্যে উত্তেজিত অসহিষ্ণু অদ্বৈতবাদী স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ শ্রীমন্ মধ্বকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য অযথা 'সৌরপুরাণম্' নামক গ্রন্থে একটি উপাখ্যান সংযোজিত করিয়া বিচারাসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছেন। সুতরাং ইহা কোন প্রকারেই প্রমাণসহ নহে।

যদি কোন অপণ্ডিত ব্যক্তি ভ্রান্তিবশতঃ তথাকথিত 'সৌরপুরাণের' চত্বারিংশৎ অধ্যায়ের উপাখ্যানকে অবলম্বন করিয়া 'মধু আচার্য্য'কে 'মধ্বাচার্য্য' বলিয়া ভ্রম করেন, তাহা হইলে দুঃখের আর সীমা থাকিবে না। 'মধু'+'আচার্য্য' সন্ধি করিলে 'মধ্বাচার্য্য' শব্দ নিষ্পন্ন হয়, কিন্তু দক্ষিণদেশীয় বৈষ্ণবাচার্য্য যিনি মধ্বাচার্য্য নামে ভুবনবিখ্যাত উন্নততম মহাপুরুষ, তিনি উক্ত বৈয়াকরণিক সন্ধির দ্বারা নিষ্পন্ন 'মধ্বাচার্য্য' নহেন। জগদ্‌গুরু 'মধ্বাচার্য্য' শব্দটি অন্যভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছে। যথা— 'মধ্ব'+'আচার্য্য' এই পদদ্বয় সন্ধিযুক্ত হইয়া

মধ্বাচার্য্য হইয়াছে। সুতরাং ইনি 'মধু আচার্য্য' নহেন, পরন্তু মধ্ব আচার্য্য। ইনি সর্ব্বত্র মধ্বমুনি নামে পরিচিত। অনুমান সহস্র বৎসর পূর্ব্বে শ্রীশ্রীমন্ নারায়ণ আচার্য্য 'মধ্ব-বিজয়'-গ্রন্থ সংস্কৃত-ভাষায় রচনা করিয়া মধ্বের জীবন-চরিত গ্রন্থ সমগ্র বিশ্বে প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থই সর্ব্বত্র প্রামাণিক জীবনী রূপে আজ পর্য্যন্ত আদৃত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং তথাকথিত সৌরপুরাণের চত্বারিংশৎ অধ্যায়ের 'মধ্বাচার্য্যকে' অথবা 'মধু আচার্য্য'কে মধ্যযুগীয় দক্ষিণ দেশের মধ্বাচার্য্য বা মধ্বমুনির সহিত যাহারা এক বলিয়া মনে করিবেন, তাহারা ভ্রান্তগণের মধ্যেও অত্যন্ত ভ্রান্ত বলিয়া গৃহীত হইবেন।

এই সম্বন্ধে আরও বহুকথা বলিবার থাকিলেও অলমতিবিস্তরেণ।

—শ্রীরাঘবচৈতন্য ব্রহ্মচারী

শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে স্নানযাত্রা-মহোৎসব

বিগত ২৬শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত শ্রীপিছল্‌দা গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা উপলক্ষে ২৫শে হইতে ২৭শে পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী মহোৎসব মহা ধুমধামের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উৎসবানুষ্ঠানে বিভিন্ন স্থান হইতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ ও ভক্তমণ্ডলী আসিয়া যোগদান করেন।

এই উৎসবের প্রধান উদ্যোগকারী কল্যাণপুর-নিবাসী শ্রীযুত গজেন্দ্রমোক্ষণ দাসাধিকারী, শ্রীযুত রাসবিহারী ভিষগ্‌রত্ন এবং পূর্ব্বচক-নিবাসী শ্রীযুত ভুবন মোহন দাসাধিকারী (ভক্তিশাস্ত্রী), এঁড়াশাল নিবাসী শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীযুত জিতজ্ঞান দাসাধিকারী, পাথুরিয়া নিবাসী শ্রীযুত সন্ধিনীবিলাস দাসাধিকারী, ভেটুরিয়া-নিবাসী শ্রীযুত সত্যপ্রকাশ দাসাধিকারী, শ্রীযুত তারকব্রহ্ম দাসাধিকারী, শ্রীযুত অচ্যুত কৃষ্ণ দাসাধিকারী, কলমিছাবাড়-নিবাসী শ্রীযুত ধ্রুবানন্দ দাসাধিকারী, ডিঃ কাশিমপুর-নিবাসী শ্রীযুত মুরারি মোহান প্রধান, কোটালপুর-নিবাসী শ্রীযুত প্রবোধ চন্দ্র পড়্যা প্রভৃতি মঠের প্রতি অনুরাগবিশিষ্ট ভক্তমহোদয়গণ যোগদান করিয়া এই উৎসবকে বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত করেন। বিশেষতঃ পিছলদাবাসী শ্রীযুত গৌরগোবিন্দ দাসাধিকারী, গোবিন্দ দাস, কোকিল রক্ষিত, নিরাপদ মাইতি প্রভৃতি বহু ব্যক্তির সহানুভূতিতে উৎসবের সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। পাঠ-

কীর্ত্তনাদি এই উৎসবের বিশেষ অঙ্গ ছিল। দ্বাদশ শতাধিক জন সাধারণকে উৎসবে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

পাঠকবর্গ শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে,—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা দিবসে এতদ্দেশের শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সকলে মিলিত হইয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বিমলপ্রেম-ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা স্ব স্ব আত্মোন্নতিকল্পে এক সম্মিলনী প্রতিষ্ঠা করেন। এই অধিবেশন প্রতি পূর্ণিমা-তিথিতে স্থানে স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে। এবং এই সম্মিলনীর নাম রাখা হইয়াছে—**"তাম্রলিপ্ত শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী"**। এই সম্মিলনী স্থাপনকল্পে মাননীয় শ্রীযুত গজেন্দ্রমোক্ষণ দাসাধিকারী প্রভুর চেষ্টাই বিশেষ প্রশংসনীয়। শুদ্ধা ভক্তির প্রচারের জন্য সর্ব্বত্র এইরূপ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিলে দেশের ধর্ম্ম-দুর্ভিক্ষ দূর হইতে পারে।

—**শ্রীমুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী**

ঝুলন-যাত্রা

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ-বৎসরও গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্তর্গত চুঁচুড়া শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে, মথুরা শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে, আসামের অন্তর্গত শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে **ঝুলন যাত্রা** মহোৎসব বিশেষ সুচারু-রূপে সম্পন্ন হইয়াছে। **গোলোকগঞ্জের ঝুলন যাত্রা মহোৎসব** আসাম প্রদেশে গত বৎসর হইতে একটি অভিনব ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্থানীয় ও দূরদেশীয় জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলেই এই উৎসবে যোগদান করিয়াছেন ও করিতেছেন। অধর্ম্মী, বিধর্ম্মীগণও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া গোলোকগঞ্জের ঝুলনযাত্রা পরিদর্শন করিয়া থাকেন। ঝুলন পূর্ণিমার অন্তে প্রতিপদ্ দিবসে বিরাট মহা-মহোৎসব গোলোকগঞ্জের একটি বিশেষ পর্ব্ব। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই বৎসর পাঠকবর্গ সকলেই অবগত আছেন যে—আসামী-বাঙ্গালী বিদ্বেষ-বহ্নি তাহার লেলিহান জিহ্বা বিস্ফারিত করিয়া সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে উদরসাৎ করিতেছিল। সৈন্যবিভাগীয় বিদ্বেষবহ্নি-নিবারক অস্ত্র সর্ব্বত্র বিচরণ ও বিস্ফারণ করা সত্ত্বেও উহা নির্ব্বাপিত হইবার লক্ষণ পরিদৃষ্ট না হইলেও, শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠের ঝুলন উৎসব সকলেরই চিত্তাকর্ষণ করিয়াছে। শ্রীযুত সুদামসখা ব্রহ্মচারী মহোদয়ের কৃতিত্ব এ-সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসনীয়।

চুঁচুড়া শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে ঝুলনযাত্রা মহোৎসবও বিশেষ আশ্চর্য্যজনক-ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে বিভিন্ন মূর্ত্তি-সম্বলিত শ্রীকৃষ্ণলীলাদি প্রদর্শন এবং তৎসহ একটি গোলকসম্বলিত বারি-বিস্ফোরণ দর্শকবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল। শ্রীবিগ্রহগণের শয়ন ও ভোজন সময় ব্যতীত প্রত্যহই সকাল ৬টা হইতে রাত্র ১০টা পর্য্যন্ত ষোড়শ ঘটিকা দর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকিত। এবৎসর শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠের ঝুলনযাত্রা জনসাধারণের বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

জন্মাষ্টমী

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্তর্গত সমুদয় মঠেই শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীব্রত পালন করা হয়। বেদান্ত সমিতির এই ব্রত পালনে বৈশিষ্ট্য এই যে—প্রত্যুষে মঙ্গলারতির পর হইতেই কোথাও শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী, কোথাও বা শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, কোথাও বা শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ পারায়ণ করা হইয়াছে। দিবারাত্র শ্রবণ-কীর্ত্তনই এই জন্মাষ্টমী-ব্রত উদ্‌যাপনের প্রধান কৃত্য। ইহাতে সর্বক্ষণ অন্য চিন্তাশূন্য হইয়া অনাহারে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকাই বিধি। জন্মাষ্টমী-ব্রত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বপ্রধান; সুতরাং এই ব্রতে নিরম্বু উপবাস করা একান্ত কর্ত্তব্য। নিতান্ত অসমর্থ-পক্ষে মধ্যরাত্রে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাবের পর তাঁহার পূজা, ভোগরাগ, আরতির পরে কিঞ্চিৎ অনুকল্পমাত্র গ্রহণ বিধেয়। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পরে অর্থাৎ রাত্র ১২টার পর অনুকল্পের পরিবর্ত্তে অন্ন, লুচি, পুরি, প্রভৃতি বৃহৎকল্পের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, আমাদের মনে হয় সর্ব্বসাধারণের পক্ষে ইহা নিতান্ত অসঙ্গত।

এই ব্রত উদ্‌যাপনের পর প্রত্যেক মঠেই নন্দোৎসব বিপুলভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। আহুত, অনাহুত, রবাহুত সকলেই এই উৎসবে যোগদান করায় অকাতরে তাহাদিগকে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

রাধাষ্টমী-ব্রতে
বেদান্ত-স্যমন্তক পারায়ণ

সমস্ত মঠেই শ্রীরাধাষ্টমী উৎসব পালিত হইয়াছে। এই উৎসবে বিশেষতঃ মহিলাগণ সমগ্র সতীগণের মধ্যে শ্রীরাধারাণীকে সর্ব্বোত্তমা জানিয়া তাঁহাদের সতীত্ব বজায় রাখিবার জন্য উপবাস করিয়া থাকেন। ব্রজমণ্ডলেও কোন কোন স্থানে বৈষ্ণবগণ এই তিথিতে উপবাস করেন।

শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসমতে এবং অন্যান্য বৈষ্ণব-স্মৃতি-অনুসারে শক্তিতত্ত্বের আবির্ভাব-তিরোভাবাদিতে উপবাসের নিত্যত্ব অর্থাৎ অবশ্য কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিধান লিপিবদ্ধ হয় নাই। এই নিমিত্ত গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অনুগত সেবকগণের মধ্যে রাধাষ্টমী ব্রত অন্যান্য জন্মাষ্টমী, একাদশী প্রভৃতির ন্যায় অনাহার বা আহার সঙ্কোচের দ্বারা উদ্‌যাপিত হয় নাই। পরন্তু বিপুল সমারোহের সহিত চতুর্ব্বিধ প্রসাদের দ্বারা উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

এই রাধাষ্টমী দিবসে নবদ্বীপের অন্তর্গত শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীশ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ মহোদয় কৃত "বেদান্ত স্যমন্তকঃ" আদ্যন্ত সমগ্র গ্রন্থ ব্যাখ্যাদিসহ পারায়ণ করা হয়।

—শ্রীহরিহর ব্রহ্মচারী

শ্রীব্রজ-পরিক্রমায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি **শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ,**
কংসটীলা, পোঃ মথুরা (মথুরা)
তাং—ইং ২১।৭।৬০

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি এই বৎসর শ্রীশ্রীমথুরাধামস্থ **শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ** হইতে **শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার বিরাট্ আয়োজন** করিয়াছেন। তজ্জন্য **২৭শে আশ্বিন, ১৩ই অক্টোবর, বৃহস্পতিবার হাওড়া ষ্টেশনের ৮নং প্লাটফরম হইতে রাত্র ৮টার ট্রেণে টুরিষ্ট কারে রিজার্ভ গাড়ীতে** যাত্রা করা হইবে। পথিমধ্যে **গয়া, কাশী, প্রয়াগ** প্রভৃতি দর্শন করিবারও ব্যবস্থা হইয়াছে। আমরা ধর্ম্মপ্রাণ সকলকে নিম্নলিখিত নিয়মানুযায়ী যোগদান করিয়া এই অপূর্ব্ব সুযোগ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি। ইতি—

নিবেদক—**শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভ্যবৃন্দ**

নিয়মাবলী ঃ—

১। প্রত্যেক যাত্রীকে **দুইবেলা প্রসাদ,** হাওড়া ষ্টেশন হইতে **যাতায়াত ট্রেণভাড়া ও মোটর ভাড়া** প্রভৃতি খরচের জন্য **১৫০৲ টাকা** ভিক্ষাস্বরূপ দিতে হইবে।

২। **মোটর বাসে** পরিক্রমা হইবে, তজ্জন্য পৃথক্ ব্যয় লাগিবে না।

৩। যাত্রিগণ সংক্ষেপে **শীতোপযোগী** বিছানা, চাদর ও জামা সঙ্গে আনিবেন। আবশ্যক বোধে ১টী ঘটী ও ১টী বাটী লইবেন।

৪। যাত্রিগণ **১৭ই আশ্বিন, ৩রা অক্টোবরের পূর্ব্বেই** দেয় ভিক্ষার মধ্যে **৫০৲ টাকা** নিম্নঠিকানায় জমা দিবেন।

৫। অগ্রিম ৫০৲ টাকা দেওয়া বাদে বাকী ১০০৲ টাকা ২৭শে আশ্বিন, ১৩ই অক্টোবর, বৃহস্পতিবার—**বেলা ৩টা হইতে ৬টার মধ্যে** হাওড়া ষ্টেশনে ৮নং প্লাটফরমে মঠের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হইবে।

৬। **টাকা পাঠাইবার ও পত্র ব্যবহারের ঠিকানা ঃ— ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ, শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী) পশ্চিম বঙ্গ।**

৭। কার্ত্তিকের ৩য় সপ্তাহে হাওড়ায় প্রত্যাবর্ত্তনের সম্ভাবনা।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।



ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥
অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১২শ বর্ষ | সঙ্কর্ষণ, ১৩ দামোদর, ৪৭৪ গৌরাব্দ | ৮ম সংখ্যা
সোমবার, ৩১ আশ্বিন, ১৩৬৭ ; ইং ১৭।১০।৬০

সানুবাদং

শ্রীবলিরাজ-কৃতং "শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বলরাম-স্তোত্রাষ্টকম্"

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চাশীতিতমেঽধ্যায়ে—৩৯-৪৬)

বলিরুবাচ,—

নমোঽনন্তায় বৃহতে নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে।
সাঙ্খ্যযোগ-বিতানায় ব্রহ্মণে পরমাত্মনে॥ ৩৯॥

(শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম কংস-কর্ত্তৃক নিহত দেবকীর ষট্-পুত্র আনয়ন-উদ্দেশ্যে সুতলপুরে প্রবেশ করিলে বলিরাজ বিশ্বাত্মা সর্ব্বরাধ্য রাম-কৃষ্ণের পাদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক আত্মনিবেদনদ্বারা উভয়ের পূজান্তে প্রণাম করিলেনএবং প্রেমার্দ্রচিত্তে বারম্বার তাঁহাদের পাদপদ্ম বক্ষে ও শিরোদেশে ধারণপূর্ব্বক আনন্দাশ্রুপূরিত নয়নে পুলকিত কলেবরে গদ্‌গদ্‌স্বরে বলিতে লাগিলেন,—)

বলিরাজ বলিলেন,—আমি মহাপুরুষ অনন্তদেবকে এবং সাংখ্য-যোগশাস্ত্র-বিস্তারকারী জগদ্‌বিধাতা সর্ব্বান্তর্যামী ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিতেছি ॥ ৩৯ ॥

দর্শনং বাং হি ভূতানাং দুষ্প্রাপঞ্চাপ্যদুর্ল্লভম্ ।
রজস্তমঃ স্বভাবানাং যন্নঃ প্রাপ্তৌ যদৃচ্ছয়া ॥ ৪০ ॥

রজঃ ও তমোগুণযুক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে আপনাদের সাক্ষাৎকার দুর্ল্লভ হইলেও কোন স্থলে আপনাদের কৃপাবশতঃই সুলভ হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

দৈত্য-দানব-গন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধ-বিদ্যাধ্র-চারণাঃ ।
যক্ষ-রক্ষ-পিশাচাশ্চ ভূত-প্রমথ-নায়কাঃ ॥ ৪১ ॥

বিশুদ্ধসত্ত্ব-ধাম্ন্যদ্ধা ত্বয়ি শাস্ত্র-শরীরিণি ।
নিত্যং নিবদ্ধবৈরাস্তে বয়ঞ্চান্যে চ তাদৃশাঃ ॥ ৪২ ॥

কেচনোদ্বদ্ধবৈরেণ ভক্ত্যা কেচন কামতঃ ।
ন তথা সত্ত্বসংরব্ধাঃ সন্নিকৃষ্টাঃ সুরাদয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

হে প্রভো ! দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, চারণ, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, ভূত, প্রমথনায়ক, চিরবদ্ধ বৈরভাবযুক্ত আমরা এবং তাদৃশ অন্যান্য সকলে বিশুদ্ধ-সত্ত্বাশ্রয় ভক্তিশাস্ত্রোক্ত সচ্চিদানন্দময় শরীরধারী আপনার প্রতি শিশুপাল প্রভৃতি কেহ কেহ নিবদ্ধ-বৈরী-ভাবযুক্ত উপাসনা করিলেও, ন্যায়-অনুরাগযুক্ত ভক্তিদ্বারা গোপীগণ যেরূপ আপনার সান্নিধ্য-লাভে সমর্থ হইয়াছেন, সত্ত্বগুণাবিষ্ট দেবগণও তাদৃশ সান্নিধ্যলাভে সমর্থ হন্ নাই ॥ ৪১-৪৩ ॥

ইদমিত্থমিতি প্রায়স্তব যোগেশ্বরেশ্বর ।
ন বিদন্ত্যপি যোগেশা যোগমায়াং কুতো বয়ম্ ॥ ৪৪ ॥

হে যোগেশ্বরেশ্বর, ব্রহ্মাদি যোগীন্দ্রগণও "ইহা এই প্রকার" এইরূপ স্বরূপতঃ এবং বিশেষতঃ আপনার যোগমায়া প্রায় অবগত হইতে পারেন না ; সুতরাং আমরা কিরূপে উহা অবগত হইব ? ৪৪ ॥

তন্নঃ প্রসীদ নিরপেক্ষ-বিমৃগম্যযুষ্মৎ-
পাদারবিন্দ-বিষণান্য-গৃহান্ধ-কূপাৎ।
নিষ্ক্রম্য বিশ্বশরণাঙ্ঘ্র্যুপলব্ধ-বৃত্তিঃ
শান্তো যথৈক উত সর্ব্বসখৈশ্চরামি ॥ ৪৫ ॥

হে প্রভো, পূর্ণকাম মহাজনগণেরও অন্বেষণযোগ্য ভবদীয় পদকমল-রূপ আশ্রয় হইতে দূরে অবস্থিত গৃহান্ধকূপে পতিত আমি যাহাতে তাহা হইতে নির্গত হইয়া সর্ব্বজনাশ্রয়-তরুমূলে স্বয়ং-বিগলিত ফল-দ্বারা জীবন-ধারণপূর্ব্বক শান্তভাবে একাকী অবস্থান করিতে পারি অথবা নিখিল বান্ধব মহাপুরুষগণের সহিত পর্য্যটন করিতে পারি, সেইরূপ অনুগ্রহ করুন ॥ ৪৫ ॥

শাধ্যস্মানীশিতব্যেশ নিষ্পাপান্ কুরু ন প্রভো।
পুমান্ যচ্ছ্রদ্ধয়াতিষ্ঠংশ্চোদনয়া বিমুচ্যতে ॥ ৪৬ ॥

(যদি বলেন, অল্পপুণ্য আমাদের ন্যায় ব্যক্তির কিরূপে সম্ভাবনা ? তজ্জন্য বলিতেছি—) হে জীবেশ, হে প্রভো, পুরুষগণ শ্রদ্ধাসহকারে আপনার যে অনুশাসন পালন করিয়া বিধি-নিষেধরূপ বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়, আমাকে সেইরূপ শিক্ষা প্রদানপূর্ব্বক নিষ্পাপ করুন ॥ ৪৬ ॥

প্রাকৃত-সহজিয়া-মত নিরাস

দৃষ্টি-বৈলক্ষণ্য

['ইষ্টবেঙ্গল টাইমস্' পত্রের সম্পাদকীয় মতের প্রতিবাদ]

সৎশিক্ষার নিরপেক্ষ দর্শক-সূত্রে আমরা প্রদর্শনীর ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া পারি না। পক্ষান্তরে যাহাদের আপেক্ষিক বিচারে রিপুর ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়, তাহারা পারমার্থিক-শিক্ষা-ক্ষেত্রেও নিজ-নিজ বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব ও ভ্রান্তি প্রবেশ করাইবার যত্ন না করিয়া থাকিতে পারে না।

কেহ কেহ প্রাকৃত-সাহজিক-বাদ আশ্রয় করিয়া ছোট হরিদাসের কপটতাকে পার্ষদ-জীবনের কৃত্যজ্ঞানে উহার আলোচনা হইতে বিরত হইবার উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলি,—"অসৎসঙ্গ ত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার।

স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর ॥"—ইহাই শ্রীগৌরসুন্দরের উপদেশ। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার নিজ-রচিত শ্লোকে লিখিয়াছেন যে, বিষয়ী যোষিৎসঙ্গীর ও তাহার অনুগত যোষিতের দর্শন-দ্বারা জীবের চিত্ত-বৈক্লব্য উদিত হয়। সুতরাং উহা গর্হণ-যোগ্য,—ইহা সর্ব্বদা মনে না থাকিলে পারমার্থিক জীবন নিশ্চয়ই বিপন্ন হইবে। যাহারা প্রকাশ্যে ব্যভিচার করে, তাহারা গুপ্ত ব্যভিচারী অপেক্ষা বহুগুণে উৎকৃষ্ট। যোষিৎসঙ্গীর বিষয়ি-সংজ্ঞা, আর কপট যোষিৎসঙ্গী মিথ্যাচারী—উভয়ে সাধুগণের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া মর্ম্মান্তিক দুঃখ পায়। সেই মর্ম্মান্তিক দুঃখ দিয়া তাহাদের শোধনাকাঙ্ক্ষাই শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্মে জাজ্বল্যমান।

অন্তর্যামী শ্রীগৌরসুন্দর ছোট হরিদাসের ব্যবহারিক অভিনয়ের কথা শুনিয়া বলিলেন যে, বিরক্ত-জীবনে প্রকাশ্যভাবে ভোগ্যা স্ত্রী-সম্ভাষণ নাই; কিন্তু প্রাকৃত সাহজিকগণ নিজ নিজ ব্যভিচার গোপনে চালাইয়া বাহিরের দিকে লোক ঠকাইয়া থাকে। উহা কেবল নিজ দুর্ব্বলতা নহে, পরন্তু পূর্ণ-কপটতা।

কপটতা পরিহার-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভে ২য় শ্লোকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকে 'ছলনা' বলা হইয়াছে, অর্থাৎ বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুগণ স্বীয় ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির মানসে ও স্বীয় অপস্বার্থপরতার বশবর্ত্তী হইয়া ভোগী ও ত্যাগী হন; সুতরাং তাঁহাদের ধর্ম্ম কখনও পরধর্ম্ম হইতে পারে না। যাহারা নিজের সুবিধা করিয়া লইয়া ভগবদ্-বঞ্চনার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাহারাই ভোগীর ও ত্যাগীর প্রকাশ্য আচরণ গ্রহণ করিয়া লুক্কায়িত অসদ্ভাবগুলি গোপন করে। সেই ছলধার্ম্মিকগণের দুঃসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিহার করাই প্রেমময়-বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেব-কর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবতের সুষ্ঠু ব্যাখ্যা।

কেহ কেহ পদ্মানীতি অবলম্বন করিয়া যে বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহাতেও দেখা যায় যে, অনধিকারচর্চ্চা-প্রভাবে পঞ্চোপাসনার গোলামী করিতে গিয়া তাঁহারা যে অপরাধ-পঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছেন, তাহা শাস্ত্রে অনাদরণীয় বিষয়—

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্ম-রুদ্রাদি-দৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥"

পাষণ্ডীর বিচার-প্রণালী গ্রহণ করিলে নরকে যাইতে হয়,—ইহা ব্যাসদেব লিখিয়াছেন। "বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতর-সমধীর্যস্তু বা নারকী সঃ।"

এজন্য আমরা বলি যে, অনধিকারীর প্রলপিত বাক্যসমূহ জগতে বহুল প্রচারিত আছে, নূতন করিয়া উহা প্রচার করার ফল কি? প্রদর্শনী হইতে ঐ মঙ্গলটুকু লাভ করিতে পারিলে তাঁহারা বিষ্ণুভক্তির প্রতি অসম্মান করিতে প্রবৃত্ত হইতেন না।

বিষ্ণু-ব্যতীত গুণাবতারদ্বয় সকল-বিষয়ে বিষ্ণুর সহিত সমপর্য্যায়ে গণিত হইতে পারেন না। তাঁহাদের সহিত বিষ্ণুসাম্য থাকিলে সমতাবশে তাঁহারা আর গুণাবতার থাকিতে পারেন না। বিরজার জলে গুণসাম্যাবস্থা তরলতা-ধর্ম্মে নিজ-নিজ স্বভাব গোপন করেন। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-লোকেও গুণসাম্যাবস্থা বর্ত্তমান থাকায় প্রকৃতি হইতে ব্রহ্মধামের বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। গুণসমূহ প্রকৃতিতে লীন হইলেই যে বৃহদ্বস্তুর সহিত সমভাবাপন্ন হইবে, এরূপ প্রমাণ না থাকায় ব্রহ্ম ও ব্রহ্মপ্রকৃতি—ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বিশেষত্ব আছে।

ভক্তিধর্ম্মের বিচারে কর্ম্মাবরণ, জ্ঞানাবরণ, অন্যাভিলাষ এবং প্রতিকূল অনুশীলন প্রবিষ্ট হইলে কেবলাভক্তি বিপন্না হন। বিদ্ধা ভক্তি ক্রমশঃ সামান্যা ভক্তিকেও দুষ্টক্ষতের ন্যায় কালে ধ্বংস করে। সুতরাং অব্যভিচারিণী ভক্তির কথা যাঁহারা আলোচনা করেন নাই, তাঁহাদের শিক্ষার জন্যই সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর অবতারণা। কুশিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনগণের কুশিক্ষা বা কু-ধারণা ও অজ্ঞতার অভ্যাস পরিত্যাগ করাইবার জন্যই সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী। সেখানে যদি পদ্মানীতি অবলম্বিত হয়, তাহা হইলে দ্রষ্টার চক্ষু অজ্ঞান-মেঘে আবৃত হইয়াছে অর্থাৎ তিনি তখন বস্তুদর্শনে বিমুখ হইয়াছেন, জানিতে হইবে। উহা তাঁহার ভাগ্য।

"যমাদিভির্যোগপথৈঃ"—এই ভাগবত-শ্লোক যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন এবং কবি কর্ণপূরের 'শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়-নাটক' পাঠ করিবার সৌভাগ্য যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, যোগশাস্ত্রকথিত পথ অবলম্বন করিলে কিরূপ বিপদ হয়। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আলবান্দারু মুনি ও গোষ্ঠীপূর্ণ এই যোগপথের অকর্ম্মণ্যতা দর্শন করিয়া ভক্তির আনুষঙ্গিক ক্রিয়া হইতে যোগ-পদ্ধতিকে বিদায় দিয়াছেন। হঠযোগ, রাজযোগ প্রভৃতিকে অভক্তিযোগ কহে; সুতরাং ভক্তি-অনুশীলনকারী আত্মবিৎ অনিত্যা বৃত্তিসমূহের কোন প্রকারই আবাহন করিতে পারেন না।

অনধিকারী যদি নিজের ওজন বুঝিতে না পারিয়া প্রলাপ বকিয়া থাকেন,

তাহা হইলে তাঁহার শান্তি আসিলে অধৈর্য্যভাব কতকটা প্রশমিত হইতে পারে।

পশুবধ মানবোপকারকশ্রেণীর চিত্তে কোন কোন স্থলে স্থান পায় না। তাই বলিয়া পশুক্লেশ-নিবারণী সভার সভ্যগণ তাঁহাদের সাধুচেষ্টা হইতে বিরত হন না। পরমার্থে আদৌ আবশ্যকতা নাই, কেবল কৃষ্ণনগরের পুতুলের শিল্প-নৈপুণ্যই চিত্তাকর্ষক,—এরূপ চিন্তাস্রোতে আবদ্ধ জনগণ যে পথে চলিয়া থাকেন, সে-পথ কিছু পারমার্থিকের পথ নহে বা সাধারণের মঙ্গল-জনক বিধি নহে। মোহিনীর নৃত্যে বিমূঢ় হওয়া এবং কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট সনৎসুজাতীয়গণের চেষ্টা কখনই সমজাতীয় কৃত্য নহে।

ভোগীর বা ত্যাগীর বহুদর্শিতা কখনও ভক্তিপথের সোপান হইতে পারে না। তাঁহারা বলেন যে, ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তর্ভুক্ত তাঁহার প্রকাশ, অংশ, শক্তিতত্ত্ব ও ভক্তকে প্রত্যেক স্থানেই বিভিন্নভাবে জড়চক্ষুভোগ্য করা আবশ্যক। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের প্রথম শ্লোক পাঠ করিলেই তাঁহাদের এই স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকাশভেদে মূর্ত্তিপঞ্চক তাঁহাতে অভিন্নভাবে অবস্থিত। স্বয়ংরূপেরই অভিন্ন স্বয়ং প্রকাশবস্তু। সুতরাং স্বয়ংপ্রকাশ বস্তুর পুরুষাবতারসমূহ, নৈমিত্তিক অবতারসমূহ, ভক্তকোটি, শ্রীগুরুতত্ত্ব—সমস্তই তাঁহাতে অনুস্যূত আছেন। শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রয়োজনীয় অভিব্যক্তি যে যে-স্থানে প্রকাশিত, তত্তৎস্থলে সাক্ষাৎ তাঁহাকে উপস্থিত না করান অমার্জ্জনীয় অপরাধের অন্তর্ভুক্ত, ইহা কোন শুদ্ধভক্ত স্বীকার করেন না। জগদ্গুরুবাদে semtiesদের চিন্তাস্রোত যাঁহাদের মনোমধ্যে প্রবল, তাঁহারা আর্য্য-সাত্বত-শাস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন না। গণগড্ডলিকার প্রবাহ-মধ্যে নিমগ্ন থাকিয়া ব্যবহারিক জগতে সত্যদর্শনে যে বাধা হইতেছে, ইহা কি মানবজাতির একবারও চিন্তনীয় বিষয় হইবে না?

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

সমালোচনা

(১) বুদ্ধ-গয়া

এডুকেশন গেজেটে লিখিয়াছেন,— "বুদ্ধগয়ার মন্দিরে হিন্দুর কোন সম্পর্ক আছে কি না বিচার করিয়া এই বিষয়ের একটা মীমাংসা করিবার জন্য গদিদার গয়াল-পুরোহিত শ্রীযুত বালগোবিন্দ সেন গয়ার পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপন ভবনে আনাইয়াছিলেন। সমাগত পণ্ডিতগণ বিষয়টীর সম্যক্ আলোচনা করিয়া পরে ব্যবস্থা দিয়াছেন এই যে,—

'মহাবোধির পবিত্র মন্দির শাক্যসিংহের জন্মের অনেক পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান আছে। শাক্যসিংহের পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাপিও হিন্দুগণ মহাবোধি ও বোধিদ্রুমের পূজা করিয়া থাকেন। বুদ্ধ বিষ্ণুর নবম অবতার। বুদ্ধকে হিন্দুর পূজা করিবার বিধি আছে এবং মন্দির-মধ্যে যে মূর্ত্তি রহিয়াছে, উহা বুদ্ধেরই মূর্ত্তি। এ মন্দির জৈন-মন্দির নহে, হিন্দুরও ইহার মধ্যে প্রবেশের পক্ষে কোনরূপ প্রতিষেধ নাই।' ৫৫ জন পণ্ডিত উক্ত ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন।"

হিন্দুশাস্ত্র ও বৌদ্ধগ্রন্থসকল আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ভারতে আদিমকালে যে-ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, তাহাতে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের বীজ প্রোথিত ছিল। কালে যখন সেই দুইটী তরু উৎপন্ন হইয়া সমৃদ্ধ হইতে লাগিল, তখন উভয় বৃক্ষের শাখাসকল পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বীভাবে বাড়িতে লাগিল। কোন সময়ে কর্ম্মকাণ্ডরূপ বৃক্ষের শাখা-প্রশাখাসকল বিস্তৃত হইয়া জ্ঞানকাণ্ডরূপ বৃক্ষকে কুণ্ঠিত করিত। কখন বা জ্ঞানকণ্ড-বৃক্ষ সম্বর্দ্ধিত হইয়া কর্ম্মকাণ্ড-বৃক্ষকে সঙ্কুচিত করিত। আচার্য্যরূপ মালির যে পরিমাণ বল, সেই পরিমাণে তাঁহার বৃক্ষ বলবান হইত।

বৌদ্ধধর্ম্ম জ্ঞানকাণ্ড-বৃক্ষের অত্যুচ্ছলিত শাখা। আচার্য্য-বলে কোন সময়ে তাহা কর্ম্মকাণ্ড-বৃক্ষকে নিস্তেজ করিয়াছিল; পুনরায় যখন কর্ম্মাচার্য্যগণ প্রবল হইলেন, তখন জ্ঞানকাণ্ডাচার্য্যের স্থাপিত অনুষ্ঠান-স্তূপসকলকে আকারান্তরিত করিয়া কর্ম্মস্তূপ করিয়া লইয়াছিলেন। মগধদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষ প্রবল হওয়ায় জ্ঞানকাণ্ড কর্ম্মকাণ্ডরূপ উভয় তরুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা এত দূর প্রবল হয় যে, কোন্ মন্দির প্রথমে কোন্ আচার্য্যের চেষ্টায় স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা এখন সিদ্ধান্ত করা কঠিন।

বুদ্ধ-গয়া ও বিষ্ণুপাদের মধ্যে এরূপ বিতর্ক চিরদিন চলিবে। আধুনিক বৌদ্ধগণ ধর্ম্মারণ্য ও বুদ্ধগয়াকে নিজের বলিয়া স্থির করিবার চেষ্টা করায় পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মকাণ্ডীয় চেষ্টা স্বভাবতঃ মস্তক উত্তোলন করিয়াছে। দেখা যাউক, এবার কি হয়। কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ডের যুদ্ধে বৈষ্ণবগণ নিরপেক্ষ পরিদর্শক।

---

(২) কবি রামপ্রসাদ

১৩০২ শ্রাবণের 'নব্য-ভারতে' শ্রীযুত রসিকচন্দ্র বসু মহাশয় "কবি রামপ্রসাদ" সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটী লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা কৌতূহল লাভ করিলাম। আমরা বহুদিন পূর্ব্বে বৃদ্ধ-লোকদিগের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, কবি রামপ্রসাদ একজন শাক্ত-ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি চুঁচুড়া-গ্রামে শীল-বাবুদের বাটীতে চাকরী করিতেন। তাহার অনেক দিবস পরে আমরা কুমারহট্ট গ্রামে গিয়াছিলাম। সেখানে কয়েকজন ব্যক্তি বলিলেন যে, গীত-কবি রামপ্রসাদ সেনবংশীয় বৈদ্য এবং কুমারহট্টবাসী ছিলেন। সে-সময় ঐ কথা শুনিয়া আমরা বিস্ময় লাভ করিয়াছিলাম। সে যাহা হউক, রসিক বাবুর উদ্ধৃত নিম্নলিখিত পদ্যগুলি পাঠ করিয়া আমাদের মনে কোন বিষয়ে আনন্দ উৎপন্ন হইয়াছে।—

ধরাতলে ধন্য সে কুমারহট্ট-গ্রাম। তত্রমধ্যে সিদ্ধপীঠ রামকৃষ্ণ-ধাম॥
শ্রীমণ্ডুপ জাগ্রত শৈলেশপুত্রী যথা। নিশাকালে চরিতার্থ শ্রীরঞ্জন তথা॥
কিঞ্চিৎ তিষ্ঠিলে ফলাপেক্ষা ছিল কিবা। ক্ষীণপুণ্য দেখি' বিড়ম্বনা কৈল শিবা॥
শ্রীমতী পরমেশ্বরী সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সুতা। শ্রীকবিরঞ্জনে ভণে কবিতা অদ্ভুতা॥

সকলেই অবগত আছেন যে, গঙ্গাতীরে কুমারহট্ট (হালিসহর) একটী সুপ্রসিদ্ধ পুণ্যভূমি। শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু কুমারহট্টে গিয়া তদীয় গুরু শ্রীঈশ্বরপুরীর জন্মভূমি হইতে মৃত্তিকা উত্তোলন করিলে তাঁহার সঙ্গী বহুসংখ্যক বৈষ্ণব সেই স্থান হইতে এক একমুষ্টি মৃত্তিকা উঠাইয়া লইয়াছিলেন। মৃত্তিকা উঠাইবার সময় প্রভু বলিয়াছিলেন যে, এই কুমারহট্ট ধন্য ভূমি! যেহেতু এখানে ঈশ্বরপুরীর ন্যায় মহারত্ন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। লোকে বলেন, যে-স্থান হইতে প্রভু ও তদনুগামী ব্যক্তিগণ মৃত্তিকা উঠাইয়াছিলেন, সেই স্থানটী এখন "চৈতন্যডোবা" বলিয়া প্রসিদ্ধ। মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া উৎকলে গেলে, শ্রীনবদ্বীপ ছাড়িয়া শ্রীবাস-পণ্ডিত ঐ স্থানের নিকট আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। তাহার পর, মহাপ্রভু এবং

নিত্যানন্দপ্রভু তথায় সময় সময় পদার্পণ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুকে কৃষ্ণ এবং নিত্যানন্দ প্রভুকে রাম (বলরাম) বলিয়া জানেন। বোধ হয়, তৎপরবর্ত্তী বৈষ্ণবগণ ঐ স্থানকে পরে এবং কুমারহট্টনগরকে 'রামকৃষ্ণ-ধাম' বলিয়া বলিতেন।

রামপ্রসাদ ব্রাহ্মণই হউন বা অন্য বর্ণই হউন, অধিকদিনের লোক নন অর্থাৎ মহাপ্রভুর বহু পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শাক্ত-তাপস হইলেও গঙ্গাতীরে রামকৃষ্ণ-ধামে জপাদি করিলে শীঘ্র সিদ্ধি হয়, এই আশায় তিনি রামকৃষ্ণ-ধামে স্বীয় অভীষ্ট-দেবতার ভজনা করিয়া সিদ্ধিলাভ হওয়া মনে করিয়াছিলেন।

রসিকবাবু কৃতবিদ্য অনুসন্ধিৎসু পুরুষ, সুতরাং একজন প্রধান বঙ্গবন্ধু। তিনি 'কালী-কীর্ত্তনাদি' পুঁথি পড়িয়াই সন্তুষ্ট না থাকুন, ইহাই আমাদের প্রস্তাবনা; স্বয়ং রামকৃষ্ণ-ধামে গমন করিয়া অনুসন্ধান করুন্। দ্বিজ-রামপ্রসাদ শ্রীবাস-অঙ্গনে ভজন-সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন—জানিতে পারিলে জগৎ কৃতার্থ হন। আমরা রসিক বাবুর দ্বিতীয় প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে অনেক গূঢ় কথা জানিতে পারিব, আশা করিয়া রহিলাম।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীগুরু-কৃপা-প্রার্থনা

গুরুদেব!

তব শ্রীচরণে মোর এই নিবেদন।
কৃপা করি' এ অধমে দাও শ্রীচরণ ॥ ১ ॥
একমাত্র তুমি নিত্য মো আরাধ্য-ধন।
শ্রীচরণ-দানে কর কৃপা বরিষণ ॥ ২ ॥
উদ্ধারিলে এ সংসারে কত পাপীজনে।
তাই শ্রীচরণ আশে ফিরি স্থানে-স্থানে ॥ ৩ ॥
তুমি ত দয়াল প্রভু দয়ার সাগর।
কেঁদে কেঁদে কৃপাকণা মাগে এ পামর ॥ ৪ ॥
তোমার চরণ ভুলি' জড়সুখ-আশে।
সুযোগ পাইয়া মায়া পুনঃ পুনঃ হাসে ॥ ৫ ॥

কর্ম্মফলে মায়া মোরে বাঁধিল গলায়।
সহিতে না পারি জ্বালা করি হায় হায়!! ৬॥
অন্তিমকালে করি আমি কৃপাবারি আশ।
পাইব কি পাইব না, হইনু হতাশ॥ ৭॥
আশীলক্ষ-যোনি ভ্রমি' পেয়েছি তোমায়।
তোমার করুণা হ'লে ভজিব হিয়ায়॥ ৮॥
জন্মে জন্মে করি আমি যত অপরাধ।
ক্ষমা করি' শোধ প্রভু পতিতের নাথ॥ ৯॥
এই অভিলাষ মম তব শ্রীচরণে।
কেশে ধরি' টেনে লও এ অধম জনে॥ ১০॥
জয় 'উদ্ধারণ-মঠ', 'বেদান্ত-সমিতি'।
তোমাদের কৃপা হ'লে ছাড়িব কুমতি॥ ১১॥
চরণ-কমলে মোর কোটি কোটি নতি।
কৃপা করি' মোরে দাও শ্রীচরণে স্থিতি॥ ১২॥
জয় শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান গুরুদেব-তত্ত্ব।
জয় জয় শ্রীকেশব তোমার মহত্ত্ব॥ ১৩॥

—শ্রীচরণসেবাভিলাষী **শ্রীহরিসাধন খুটিয়া**
চকগাড়ুপোতা (মেদিনীপুর)

শারদীয়া পূজা

শরৎকালে জগজ্জননী মহামায়ার পূজা শারদীয়া পূজা বলিয়া কথিত। এই পূজার প্রচলন এত প্রবল হইয়াছে যে, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। কিন্তু ইহার মূল কোথায়, কেহ তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করে না। যেরূপ আকাশের নিম্নস্তরে অবস্থিত প্রাণী আকাশকেই দর্শন করে, আকাশকেই বৃহৎ বলিয়া জ্ঞান করে; জলে অবস্থানকারী প্রাণিগণ জলেই বিচরণ করে, বলিয়া জল হইতে অন্যবস্তুকে জানে না, তদ্রূপ মহামায়ার রাজ্যে অবস্থানকারী প্রাণীসকল মহামায়া ব্যতীত অন্যবস্তুর জ্ঞান কি-প্রকারে পাইবে? সর্ব্বত্র সকল বস্তুতে

মহামায়ারই অধিষ্ঠান, উপাদান সকলেও মহামায়ারই অস্তিত্ব। কারণ জাগতিক উপাদানসকল মায়ারই পরিণাম। এজন্য চণ্ডীতে (১।৫৬,৫৭)—

ত্বয়ৈতদ্ধার্য্যতে বিশ্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা॥
বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে॥

শ্রীব্রহ্মসংহিতায়ও অনুরূপ শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়—

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধন-শক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীভগবদাজ্ঞাক্রমে দুর্গাদেবী ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-পালন-সংহার সমগ্র কার্য্যই করিয়া থাকেন। স্বাধীন স্বতন্ত্র কার্য্য করিবার ক্ষমতা কোন দেবতারই নাই।

বঙ্গদেশে, উৎকলে এবং বিহারের কতকাংশে বর্ত্তমানে দুর্গাপূজার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য দেশে ইহার নামোল্লেখও শুনিতে পাওয়া যায় না। বঙ্গদেশের নিকটবর্ত্তী বলিয়াই ঐ দুইটী দেশে কতকটা প্রচলন কিছুদিন যাবৎ হইয়াছে; কিন্তু কবে কখন কাহার দ্বারা এই পূজা প্রচলিত হইয়াছে, সে-বিষয়ে অধিকাংশ ব্যক্তিই অজ্ঞ। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি—তিনশতাধিক বৎসর হইল 'তাহিরপুরে' কংসনারায়ণ নামে এক রাজা মায়ের পূজা আরম্ভ করেন; কিন্তু ইহা যে ভগবান রামচন্দ্র করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ। বাংলা ভাষায় মুদ্রিত 'কৃত্তিবাসী রামায়ণে' এই ঘটনার উল্লেখ আছে, কিন্তু আদি রামায়ণ বাল্মীকিমুনি-রচিত মূলরামায়ণ এবং সুপ্রসিদ্ধ তুলসীদাসী রামায়ণে এ সকল কথার আদৌ উল্লেখ নাই। কৃত্তিবাসী রামায়ণের কথাগুলি সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ ও প্রক্ষিপ্ত।

শারদীয়া পূজার দশমী তিথিতে **"রামচন্দ্রের বিজয়োৎসব"** বলিয়া যে কথাটার উল্লেখ পঞ্জিকাদিতে দেখা যায়, তাহার কোন ভিত্তি নাই। কারণ ভগবান্ রামচন্দ্র ঐ দিবস রাবণকে বধ করেন নাই। কেননা যুক্তি ও সিদ্ধান্ত-অনুসারে বিচারিত হইলে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, চৈত্রমাসে শুক্লা-নবমীতে পুষ্যানক্ষত্রে রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের কথা দৃষ্ট হয়। বাল্মীকি-

রামায়ণে যুদ্ধকাণ্ডে ১০৮তম সর্গে কতক তীর্থকৃত টীকায় এইরূপ বিস্তার দেখা যায়।

"অত্র যুদ্ধদিবসগণনায়াং কতকতীর্থৌ—ততঃ কৃষ্ণপ্রতিপদি যুদ্ধারম্ভঃ তস্যামেব রাত্রৌ নাগপাশবন্ধ তদ্বিমোক্ষৌ। দ্বিতীয়ায়াং ধূম্রাক্ষবধঃ। তৃতীয়ায়াং বজ্রদংষ্ট্রস্য। চতুর্থ্যামকম্পনস্য। পঞ্চম্যাং প্রহস্তস্য। **ষষ্ঠ্যাং রাবণভঙ্গঃ।** সপ্তম্যাং কুম্ভকর্ণবধঃ। অষ্টম্যাং অতিকায়াদেঃ। নবম্যামিন্দ্রজিতো ব্রহ্মাস্ত্র-প্রয়োগঃ। **দশম্যাং দিবা নিকুম্ভবধঃ,** তদ্রাত্রৌ মকরাক্ষবধঃ। একাদশ্যাদি-ত্রয়োদশ্যন্তদিনত্রয়েণেন্দ্রজিদ্বধঃ। চতুর্দ্দশ্যাং মৃগবলবধঃ। অমায়াং রাবণযুদ্ধারম্ভ-স্তদ্বধাবিতি পঞ্চদশ দিনানি সর্ব্বং যুদ্ধমিতি। **চৈত্রে পুষ্যশ্চ শুক্লপক্ষ এব, তত্রাপি নবম্যাদিদিনত্রয়ে এবেতি স্পষ্টমেব জ্যোতিষার্ণো। তত্র নবমী রিক্তাত্বাদভিষেকাযোগ্যা, দশম্যেব তু পূর্ণাত্বাদেযাগ্যা। এবং চ চৈত্র শুক্লদশম্যাং প্রস্থানম্।**

অর্থাৎ যুদ্ধদিবসগণনায় কতকতীর্থের উক্তি—কৃষ্ণপ্রতিপদে যুদ্ধারম্ভ। সেই রাত্রেই নাগপাশে বন্ধন ও মুক্তি। দ্বিতীয়াতে ধূম্রাক্ষবধ, তৃতীয়াতে বজ্রদংষ্ট্র, চতুর্থীতে অকম্পন, পঞ্চমীতে প্রহস্ত, **ষষ্ঠীতে রাবণ-ভঙ্গ (যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন)**। সপ্তমীতে কুম্ভকর্ণবধ, অষ্টমীতে অতিকায়, নবমীতে ইন্দ্রজিতের ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ, দশমীদিবায় নিকুম্ভ এবং রাত্রে মকরাক্ষবধ, একাদশী হইতে ত্রয়োদশী দিবসত্রয়ে ইন্দ্রজিৎবধ, চতুর্দ্দশীতে মৃগবল-বধ এবং **অমাবস্যায় রাবণযুদ্ধ ও বধ।** অতঃপর রাবণসংস্কার, সীতার অগ্নি-পরীক্ষা, বিভীষণের রাজ্যাভিষেক প্রভৃতি কার্য্যান্তে কয়েকদিন অতিবাহিত করিয়া **পূর্ণ চতুর্দ্দশবর্ষে শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রবেশ করেন। কারণ ভরতের প্রতিজ্ঞা ছিল যে, রামচন্দ্র চতুর্দ্দশবর্ষ পূর্ণ হইলে যদি অযোধ্যায় শুভাগমন না করেন, তবে ভরত অগ্নিতে দেহত্যাগ করিবেন।**

অন্য বিচারে ৮৮ দিন যুদ্ধের কথা শোনা যায়। তাহা গ্রহণ করিলে বর্ষাকালে সৈন্য-সমাবেশ ইত্যাদি কার্য্য আরম্ভ হয়। আশ্বিন শুক্লা দশমীতে রাবণবধ হইলে চৈত্রমাস পর্য্যন্ত তাঁহার বাহিরে অবস্থান অযৌক্তিক হইয়া পড়ে। সেজন্য **যুদ্ধ-নিবৃত্তিকাল চৈত্রমাসই ধরিতে হইবে।**

আবার রাবণকে বধ করিবার জন্য রামচন্দ্র কর্ত্তৃক দুর্গাপূজা করাও সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ। কারণ দুর্গাদেবী রামচন্দ্রেরই বহিরঙ্গাশক্তি। তিনি বদ্ধজীব-

মোহন-জনিত লজ্জাবশতঃ ভগবৎসম্মুখে আগমন করেন না। ইহাই ভাগবত-সিদ্ধান্ত; সুতরাং ভগবান্ হইতে পূজা গ্রহণ, ১০৮ নীলপদ্ম দিয়া পূজা এবং তন্মধ্যে একটী পদ্ম অপহরণ ইত্যাদি কথাসকলের সমাধান আদৌ হইতে পারে না। তাঁহার ইচ্ছাবিরুদ্ধ কার্য্য করার যোগ্যতা যাঁহার নাই, তিনি কি-প্রকারে ঐসকল বিরুদ্ধ-কার্য্য করিতে পারেন?

অতঃপর যে সিংহবাহিনী মহিষাসুর-মর্দ্দিনীর পূজা চণ্ডীতে দেখা যায়, তাহার ইতিহাস এই—পুরাকালে শতবৎসর যাবৎ দেবাসুর সংগ্রাম হয়। মহিষাসুর সংগ্রামে দেবতাগণকে পরাজিত করিয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়া বসে। দেবগণ পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর সমীপে উপস্থিত হন। মধুসূদন দেবগণের পরাজয় ও তাঁহাদের রাজ্য মহিষাসুর কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে শুনিয়া অতিশয় কোপ প্রকাশ করেন। কোপপূর্ণ বিষ্ণুর বদন হইতে একটী মহত্তেজ সমুদ্ভূত হয়। তৎ সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মা, শিব এবং অন্য দেবগণেরও তেজ নিঃসৃত ও একত্র হইয়া একটী নারীমূর্ত্তিতে পরিণত হয়। দেবগণ দেখিলেন যে, সেই মূর্ত্তিটী একটী জ্বলন্ত পর্ব্বতের ন্যায়। তাহার জ্বালায় দশদিক ব্যাপ্ত। শম্ভুর তেজ হইতে তাঁহার মুখ, যমের তেজ হইতে কেশসকল, বিষ্ণুর তেজে বাহুসকল, চন্দ্রের তেজে স্তনযুগ্ম, ইন্দ্র-তেজে কটীদেশ, বরুণ-তেজে জঙ্ঘা ও উরু। পৃথিবীর তেজে নিতম্ব, ব্রহ্মার তেজে চরণদ্বয়, সূর্য্যতেজে পদাঙ্গুলিসকল, বসুগণের তেজে করাঙ্গুলিসকল, কুবেরের তেজে নাসিকা, প্রাজাপাত্য তেজে দন্তসকল, অগ্নির তেজে নয়নত্রয়, সন্ধ্যার তেজে ভ্রূ, বায়ুতেজে শ্রবণদ্বয় এবং অন্যান্য দেবতার তেজে শিরা। তাঁহাকে দর্শন করিয়া মহিষ-পীড়িত দেবগণ বিশেষ আনন্দিত হইলেন। তৎপরে দেবগণ নিজ নিজ অস্ত্র হইতে একটি করিয়া অস্ত্র দেবীকে প্রদান করিলেন। মহাদেব শূল, ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র চক্র, বরুণ শঙ্খ, হুতাশন শক্তি, পবন বাণপূর্ণ চাপ, ইন্দ্র বজ্র ও ঘণ্টা, যমরাজ কাণ্ডদণ্ড, অম্বুপতি পাশ, প্রজাপতি অক্ষমালা, ব্রহ্মা কমণ্ডলু, সূর্য্য দেবীর সমস্ত রোমকূপে নিজ রশ্মি, কাল খড়্গ ও বর্ম্ম, ক্ষীরসাগর নির্ম্মল হার, অজর বস্ত্র, চূড়ামণি, কুণ্ডল, চিবুক, অর্দ্ধচন্দ্র, সর্ব্ববাহুতে কেয়ূর, চরণে নূপুর এবং অঙ্গুলিসকলে অঙ্গুরী, বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মল পরশু, অনেক প্রকার অস্ত্র, সমুদ্র অম্লান পদ্মমালা এবং অতিশোভন পদ্ম, হিমালয় বাহন সিংহ ও বিবিধ রত্ন, কুবের সুরাপান-পাত্র, সর্ব্বনাগাধিপতি শেষদেব মহামণি-বিভূষিত

নাগহার প্রদান করেন। অন্যান্য দেবগণও বিবিধ ভূষণ ও অস্ত্র প্রদান করিলেন। সকলের সম্মান প্রাপ্ত হইয়া তিনি উচ্চৈস্বরে অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। সেই নাদে সমস্ত আকাশ পরিপূরিত ও ভয়ঙ্কর প্রতিধ্বনি হইল; সমস্ত লোক ক্ষুব্ধ এবং সমুদ্র কম্পিত হইল—পৃথিবী ও পর্ব্বতসকল বিচলিত হইল। দেবগণ আনন্দে জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং মুনিগণ ভক্তিনম্রচিত্তে দেবীর স্তব করিতে থাকিলেন। সমস্তই সংক্ষুব্ধ দেখিয়া অসুরসকল অস্ত্রধারণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মহিষাসুর "এ আবার কি?"—বলিয়া ক্রোধে বহু অসুর বেষ্টিত হইয়া সেই শব্দের প্রতি ধাবমান হইল। সে নিকটে গিয়া অঙ্গতেজে ত্রিজগৎ ব্যাপ্ত দেবীকে দর্শন করিল। দেবীর পদাক্রমণে ভূমি অবনত হইয়া পড়িয়াছে, পাতালাদি ধনুর্জ্যাঘোষে ক্ষুব্ধ হইয়াছে এবং সহস্র বাহুতে সমস্তদিক্ ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া মহিষাসুর দেবীসহ যুদ্ধ আরম্ভ করিল। অন্যান্য দেবগণও দেবীর সহায়তা করিতে লাগিলেন।

উদগ্র নামক অসুর ছয় অযুত রথ লইয়া, মহাহনু অসুর অযুত সহস্র সৈন্য, অসিলোমাসুর ৫০ নিযুত সৈন্য, বাষ্কল ৬০০ অযুত সৈন্য, অসংখ্য হাতী, ঘোড়া ও রথ বেষ্টিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। আবার বিড়াল নামক অসুর ও রথনাগ ৫০ অযুত এবং হস্তি-অশ্ব সমন্বিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। মহিষাসুর কোটি কোটি সৈন্য হস্তি অশ্বাদি পরিচালিত হইয়া যুদ্ধ করিতে থাকিল। তাহারা তোমর, ভিন্দিপাল, শক্তি, মুষল, পরশু, পট্টিশাদি অস্ত্রের দ্বারা দেবীকে প্রহার করিতে লাগিল। চণ্ডিকা-দেবী অবলীলাক্রমে সেই সকল অস্ত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। দেবীর বাহন সিংহও অরণ্যে হুতাশনের ন্যায় অসুর-সৈন্যের মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে উহাদিগকে সংহার করিতে থাকিল। দেবীর নিঃশ্বাসে শত শত যোদ্ধা আবির্ভূত হইয়া দেবীর শক্তিতে পরশু, ভিন্দিপাল, অসি-পট্টিশাদি দ্বারা অসুর-সংহারে প্রবৃত্ত হইল। দেবীর গণসকল পটহ, শঙ্খ, মৃদঙ্গাদি বাদ্যধ্বনি করিতে করিতে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। দেবীও ত্রিশূল, গদা, শক্তি ও খড়্গাদি দ্বারা বহু অসুরের নিধন সাধন করিলেন। ঘণ্টা-নিনাদে বিমুগ্ধ করিয়াও অনেককে ভূপাতিত করিলেন। কেহ বা মুষলাঘাতে রুধির বমন করিতে লাগিল। কেহ কেহ শূলভিন্নহৃদয়ে ভূমিশয্যা গ্রহণ করিল। কাহারও বাহু, কাহারও গ্রীবা, কাহারও মধ্যদেশ ছিন্ন হইয়া ভূপতিত হইল। কাহারও মস্তক ছিন্ন হওয়ায়, কবন্ধ উত্থিত হইয়া

নৃত্য করিতে করিতে তিষ্ঠ তিষ্ঠ রবে দেবীর কর্ণগোচর করিল। শোণিতের ধারায় মহানদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। অম্বিকা দেবী ক্ষণকালমধ্যে অসুর-সৈন্যগণকে অগ্নির তৃণদগ্ধ করার ন্যায় ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। দেবীবাহন সিংহ কেশরকম্পিত করিয়া গর্জ্জন দ্বারা অসুরগণের প্রাণ-সংশয় উপস্থিত করিল।

নিজ সৈন্যগণের দুর্দ্দশা দেখিয়া অসুরাধিপতি মহিষ দেবীসহ যুদ্ধার্থ গমন করিল। পর্ব্বতশিখর বারিধারায় ব্যাপ্ত করার ন্যায় অসুররাজ বাণে দেবীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে দেবী মুহূর্ত্ত মধ্যে অসুরের ধনু ও রথ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সে বিরথ ও ছিন্নধনু হইয়া খড়্গ ও চর্ম্ম ধারণ-পূর্ব্বক দেবীকে আক্রমণ করিল। সে দেবীর বামভুজে ও সিংহের মস্তকে খড়্গাঘাত করিলে দেবীর বাহুস্পর্শে তাহা দ্বিধাবিভক্ত হইল। তখন সে ত্রিশূল উত্তোলন করিয়া দেবীর প্রতি নিক্ষেপ করিল। উহা তেজে জাজ্বল্যমান হইয়া আকাশে উত্থিত হইলে দৈবী-নিক্ষিপ্ত শূলে অসুরের ত্রিশূল শতধা ভিন্ন হইয়া গেল। তখন মহিষ গজপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দেবীর প্রতি শক্তি নিক্ষেপ করিল, তাহা দেবীর হুঙ্কারে ভূপতিত হইল। সিংহও গর্জ্জন করিয়া হস্তীর মস্তকে আঘাত করিলে অসুর অগত্যা ভূমিতে নামিয়া সিংহসহ বাহুযুদ্ধ আরম্ভ করিল। দেবী ইত্যবসরে ধনুঃ সহায়ে বারিফল, মহাহনু, বিড়ালাদি অসুরগণের প্রাণ বিনাশ করিয়া ফেলিলেন। এই প্রকারে নিজ সৈন্যক্ষয় দর্শন করিয়া মহিষাসুর মহিষ-আকার ধারণ করিয়া দেবীর গণকে সন্ত্রস্ত করিল। কাহাকেও ক্ষুর প্রহারে, কাহাকেও তুণ্ডদ্বারা আঘাত করিয়া, কাহাকেও বা লাঙ্গুলাঘাতে ব্যস্ত করিয়া তুলিল। তৎপরে সিংহকে বধ করিতে উদ্যত হইলে দেবী ভয়ঙ্কর ক্রোধ প্রকাশ করেন। মহিষও ক্রোধে ক্ষুরদ্বারা মহীতল ক্ষুব্ধ ও শৃঙ্গদ্বারা পর্ব্বতসকল নিক্ষেপ করিয়া গভীর নিনাদ করিয়াছিল। সেই নিনাদে পৃথিবী বিচলিত, লাঙ্গুলের আঘাতে সমুদ্র প্লাবিত, শৃঙ্গাঘাতে মেঘ সকল খণ্ড খণ্ড এবং শ্বাসবায়ুতে পর্ব্বত সকল আকাশ হইতে নিপতিত হইল। তদর্শনে দেবী ক্রোধে পাশ নিক্ষেপ করিয়া মহিষকে বন্ধন করিলে অসুর মহিষরূপ ত্যাগ করিয়া সিংহরূপ ধারণ করিল। দেবী তাহার মস্তক যতবার ছেদন করিতে লাগিলেন ততবারই খড়্গপানি পুরুষাকার ধারণ করিল। দেবী বাণ দ্বারা উহাদিগকে ছেদন করিলে পুনরায় গজরূপ ধারণ করিয়া সিংহকে আকর্ষণ করিতে থাকিল। তখন ঐ গজকে ছেদন করিলে

পুনরায় মহিষরূপ ধারণ করে। তখন জগন্মাতা অত্যুত্তম মধু পান করিতে থাকিলে বলবীর্য্য মদোন্মত্ত অসুর হুঙ্কার করিতে আরম্ভ করিল এবং বিষাণাগ্রে দেবীর প্রতি পর্ব্বত নিক্ষেপ করিতে লাগিল। দেবী সেই সকলই শরবর্ষণে চূর্ণ করিয়া তাহাকে বলিলেন—রে দুষ্ট ক্ষণকাল গর্জন কর যতক্ষণ না আমি মধুপান সমাপ্ত করি। আমি তোমাকে নাশ করিলে দেবগণ আনন্দে গর্জ্জন করিতে থাকিবেন। এই বলিয়া দেবী উত্থিতা হইয়া পাদপদ্মের দ্বারা অসুরকে আক্রমণ করিয়া তাহার কণ্ঠে ত্রিশূলাঘাত করিলেন। সেও মহিষরূপ হইতে অর্দ্ধ-নিষ্ক্রান্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলে দেবী মহা অসি দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ভূপাতিত করিলেন। তখন দৈত্যগণ হাহাকার রব করিয়া উঠিল এবং দেবগণ মধ্যে বিশেষ আনন্দধ্বনি হইতে লাগিল। তৎপরে দেবগণ মহর্ষিগণ সহ মিলিত হইয়া দেবীর স্তব করিতেছিলেন, গন্ধর্ব্বগণ গান ও অপ্সরাগণ নৃত্য করিয়াছিলেন। স্তুতিমধ্যে দেবীর মহিমা বর্ণন-প্রসঙ্গে একটী অতিস্তুতি পাওয়া যায়—

যস্যাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো
ব্রহ্মা হরশ্চ নহি বক্তুমলম্বলঞ্চ।
সা চণ্ডিকাখিল জগৎপরিপালনায়
নাশায় চাশুভভয়স্য মতিং করোতু॥ ৪। ৪॥
হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ-
র্ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা।
সর্ব্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূতং
অব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা॥ ৪। ৭॥

চণ্ডী মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত। উহা রাজসিক পুরাণ। সাত্ত্বিক পুরাণ ব্যতীত রাজস-তামস পুরাণসকল অল্পবিস্তর মোহনার্থ প্রকাশিত। সাত্ত্বিক পুরাণ মোক্ষদ, রাজসিক স্বর্গপ্রদ এবং তামসিক পুরাণ নরকপ্রদ বলিয়া মহাদেব উক্তি করিয়াছেন। অতএব সুধী ব্যক্তিগণ একমাত্র সাত্ত্বিক পুরাণ অবলম্বনে ভগবান্ বিষ্ণুর মাহাত্ম্য অবগত হইয়া তাঁহার পাদপদ্ম ভজন করিলেই বাস্তব মঙ্গল লাভ করিবেন। অন্যথায় মোহযুক্ত হইয়া ভব-সাগরে নিমজ্জিত থাকিতে হইবে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, সিংহ-বাহিনী মহিষাসুর-মর্দ্দিনী দেবী সমস্ত দেবতার তেজঃস্বরূপ অর্থাৎ তাঁহাদের সম্মিলিত শক্তিবিশেষ এখানে দেবীকে

স্বতন্ত্ররূপে বর্ণনা করিলেও বিষ্ণুমায়া বিষ্ণুরই অধীন। শক্তি চিরকাল শক্তিমানের অধীন তত্ত্ব। শক্তিমানের অভাবে শক্তির কোন যোগ্যতা থাকে না। "কুঠারে বৃক্ষ ছেদন করিল" বলিলে কেবল কুঠারেই বৃক্ষ ছেদন করিতে পারে না, কিন্তু কুঠারধারী কোন চেতন বস্তু স্বীকার করিতে হয়; তদ্রূপ শক্তির কার্য্য শক্তিমানের প্রেরণা ব্যতীত অসম্ভব। এজন্য উক্ত দেবীর স্তুতিকে 'অর্থবাদ' বলিয়া জানিতে হইবে। রাজস প্রকৃতির ব্যক্তিগণ উহাতে মুগ্ধ থাকিলেও নিগুর্ণ বৈষ্ণবগণের চিত্তে বিষ্ণুপাদপদ্মের মহিমাই চিরজাগরূক।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য

গোকর্ণ ও ধুন্ধুকারীর উপাখ্যান

[পাদ্মোত্তরখণ্ড হইতে অনূদিত]

দাক্ষিণাত্যে তুঙ্গভদ্রা নদী-তটে এক অপূর্ব্ব নগর অবস্থিত ছিল। তথাকার চাতুর্ব্বর্ণাশ্রিত লোকসকল স্বধর্ম্ম-পালনদ্বারা সত্যপথে থাকিয়া ধর্ম্ম-কর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। সেই নগরে সর্ব্ববেদ-বিশারদ, শ্রুতি-স্মৃতিশাস্ত্রে পারদর্শী, সূর্য্যের ন্যায় তেজোবিশিষ্ট 'আত্মদেব' নামে এক ধার্ম্মিক ধনবান ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার সৎকুলোদ্ভবা, স্ববাক্য-স্থাপনে পটু অথচ পরচর্চ্চারতা, ক্রূরা, অধিকভাষিণী, কলহপ্রিয়া, গৃহকর্ম্মে চতুরা 'ধুন্ধুলী' নামে এক পত্নী ছিলেন। সেই দম্পতী নিঃসন্তান হওয়ায় প্রচুর অর্থাদি থাকা সত্ত্বেও তাঁহাদের মনে কোন প্রকার সুখ-শান্তি ছিল না। অবশেষে তাঁহারা উভয়ে সন্তান লাভার্থ ধর্ম্মাচরণে রত হইয়া দীন-দুঃখীজনকে গো, ভূমি, সুবর্ণ, বস্ত্রাদি দান করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা তাঁহাদের ধন-সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ উক্ত দান-ধর্ম্মে ব্যয় করিলেও তাঁহাদের পুত্র বা কন্যা লাভ হইল না, দেখিয়া ব্রাহ্মণ দুশ্চিন্তায় মগ্ন হইয়া অতি দুঃখে কাল কটাইতে লাগিলেন।

একদিন সেই ব্রাহ্মণ মনের দুঃখে গৃহত্যাগ করিয়া বনে গমন করিলেন। তথায় ঘুরিতে ঘুরিতে মধ্যাহ্নকালে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া একটী সরোবরের জল পান করিলেন। কিন্তু সন্তান-কামনা-চিন্তায় ক্ষিণ্ণমনা হইয়া সেই সরোবর-তটেই বসিয়া রহিলেন। এমন সময় এক সন্ন্যাসীকে তথায় আগমনপূর্ব্বক জলপানে রত দেখিয়া, সেই বিপ্র সত্বর তাঁহার পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন।

সন্ন্যাসী তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ব্রাহ্মণ! তুমি কেন রোদন করিতেছ? কোন্ প্রবল চিন্তা তোমাকে আকুলিত করিয়াছে? তুমি সত্বর আমার নিকট তোমার দুঃখের কারণ বল।

ব্রাহ্মণ তদুত্তরে বলিলেন,—হে সন্ন্যাসীবর! আমার দুঃখের কথা কি আর বলিব? আমি সম্প্রতি পূর্ব্বপাপ-ফলই ভোগ করিতেছি। আমার পিতা-পিতামহাদিকে মৎ-কর্ত্তৃক প্রদত্ত উদকাঞ্জলি তাঁহারা উষ্ণশ্বাসে অতিকষ্টে গ্রহণ করিতেছেন; কারণ আমি সন্তানবিহীন। আমি লুপ্তপিণ্ডোদক হইব ভাবিয়া আমার পিতৃপুরুষগণ চিন্তান্বিত হইয়াছেন। সুতরাং অপুত্রক আমার প্রদত্ত বস্তুসকল দেবতা ও ব্রাহ্মণগণ প্রীতিভরে গ্রহণ করিবেন না। তাই সন্তান-কামনায় মর্ম্মাহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিবার নিমিত্ত এস্থানে আগমন করিয়াছি। পুত্রহীন ব্যক্তির প্রাণ, গৃহ, ধন ও কুলে ধিক্। আমার ভাগ্যে এক বন্ধ্যা ধেনু লাভ হইয়াছে, আমি ফলহীন বন্ধ্যা লতা রোপন করিয়াছি। আমার গার্হস্থাশ্রম বিফল হইয়াছে,—অপত্যবিহীন আমার বাঁচিয়া থাকিয়া ফল কি?—এইরূপ বলিয়া বিপ্র উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সেই সন্ন্যাসী করুণার্দ্র-হৃদয়ে বিপ্রের ভাগ্যলিপি গণনাপূর্ব্বক সকল বিস্তৃতভাবে অবগত হইলেন।

সন্ন্যাসী কহিলেন,—হে দ্বিজ! পুত্র-কামনারূপ অজ্ঞানজ মোহ পরিত্যাগ কর। কর্ম্মের বলিষ্ঠা গতি কেহই রোধ করিতে পারে না। তুমি সন্তান-লাভাশায় আর দুঃখ না করিয়া বিবেকের আশ্রয়পূর্ব্বক সংসার-বাসনা পরিহার করিতে যত্নবান হও। তোমার প্রারব্ধ কর্ম্মফল জানিয়া বলিতেছি,—সপ্তজন্মাবধি তোমার অপত্যলাভ যোগ নাই। দেখ, পূর্ব্বকালে সগর ও অঙ্গরাজ অপত্যাদি লাভ করিয়াও কত দুঃখ পাইয়াছেন! সুতরাং হে বিপ্র! তুমি কুটুম্বের আশা পরিত্যাগ কর। সন্ন্যাসেই সর্ব্বথা সুখ বিদ্যমান—আমার এই বাক্য সত্য বলিয়া জানিবে।

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—যতিরাজ! কেবল বিবেকের দ্বারা কি হইবে? আপনি তপোবলে আমায় পুত্র প্রদান করুন। তাহা না হইলে, আমি শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া আপনার সম্মুখেই প্রাণত্যাগ করিব। সন্তানাদি-সুখহীন যে শুষ্ক সন্ন্যাস-যোগ, তাহা আমি ভাল বলিয়া মনে করি না; পুত্র-পৌত্রাদি-সমন্বিত হইয়া আমি সরস গৃহী-জীবন যাপন করিতে ইচ্ছা করি।

বিপ্রের সংসার-ধর্ম্মে অত্যাগ্রহ দেখিয়া সন্ন্যাসী পুনঃ কহিলেন,—দেখ,

চিত্রকেতু-রাজাও বিধির লিখন খণ্ডাইতে পারেন নাই। হে দ্বিজ! তুমি নিশ্চয় জানিও, তোমার পুত্র হইতে সুখ অসম্ভব; কারণ ইহা দৈববিরুদ্ধ প্রয়াস। হঠকারী হইয়া তুমি আমার নিকট যেরূপ প্রার্থনা করিতেছ, উহার কি করিব—ভাবিয়া পাইতেছি না। তথাপি তুমি স্বীয় সঙ্কল্পচ্যুত নহ—দেখিয়া অগত্যা এই ফলটী দিতেছি। ইহা তোমার পত্নীকে খাওয়াইলে অবশ্যই পুত্রলাভ হইবে—ইহাতে সংশয় করিও না। তোমার পত্নী সত্য, শৌচ, দয়া, দানাদি আচরণ এবং নিত্য একাহারী হইয়া ভক্তিভাবে নিয়মাদি পালন করিলে তাঁহার গর্ভে অতি সুলক্ষণযুক্ত পুত্র জন্মলাভ করিবে। এইরূপ বলিয়া যতিবর তথা হইতে চলিয়া গেলেন এবং বিপ্রও গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পত্নীর হস্তে সেই ফলটী যত্নের সহিত প্রদান করিলেন।

এদিকে বিপ্রের তরুণী ভার্য্যা সেই ফলটী লইয়া তাঁহার সখীর নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন—হে সখি! আমার মহা-দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে, আমি এই ফল কখনই ভক্ষণ করিব না। ইহা খাইয়া গর্ভ হইলে আমার উদর বৃহৎ হইবে; তখন স্বল্পাহারে শরীর শক্তিহীন হইলে কে গৃহকর্ম্ম পরিচালন করিবে? দস্যু-তস্করাদির দৈব উপদ্রব হইলে গর্ভিণী আমি কিরূপে অন্যত্র পলায়ন করিব? গর্ভে শুকসম শিশুর অবস্থান হইলে গর্ভিণী কিরূপে তাহাকে প্রসব করিবে? শিশু বক্র হইলে প্রসব-সময়ে গর্ভধারিণী নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। সুকুমারী আমি, কিরূপে এই প্রসব-যন্ত্রণা সহ্য করিব? যদিও ইহাতে ভাল-মন্দ কিছু আশা করা যায়, কিন্তু আমার ননদিনী ইহাতে বাধা সৃষ্টি করিয়া আমার সর্ব্বস্ব হরণ করিবে। আর সত্য-শৌচাদি নিয়ম অতি সুকঠোর, তাহা আমি কিরূপে পালন করিব? প্রসূতিকে সন্তান লালন-পালনাদি-ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, কিন্তু বন্ধ্যা বা বিধবা নারী বেশ সুখে জীবন-যাপন করে। এইরূপ কুতর্কবশে বিপ্র-পত্নী সেই ফল ভক্ষণ করিলেন না। অধিকন্তু তাঁহার পতি ফল-ভক্ষণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি 'উহা খাইয়াছি' বলিয়া মিথ্যা উত্তর দিলেন।

একদা ঐ ব্রাহ্মণ-পত্নীর ভগিনী দৈবযোগে আপন ইচ্ছায় বিপ্রগৃহে আগমন করিল। তখন ধুন্ধুলী স্বীয় অনুজাকে বলিলেন,—আমি দিবানিশি চিন্তা ও দুঃখে কালাতিপাত করিতেছি এবং তাহাতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে—আমি দুর্ব্বলা হইয়া পড়িয়াছি; হে ভগ্নী! কিসে এ জ্বালা জুড়াইবে, আমি কি করিব? ভগ্নী বলিল,—"আমি বর্ত্তমানে সন্তানসম্ভবা, পুত্র-সন্তান প্রসব

করিলে তোমাকে উহা সমর্পণ করিব, তুমি চিন্তা করিও না। তুমি স্বীয় গৃহে গোপনে গর্ভবতীরূপে থাক, ইহা যেন কেহ জানিতে না পারে। আমার পতিকে কিছু অর্থদান করিলে, সে তাহার সন্তান তোমাকে দিয়া দিবে। 'ছয়মাস কালে আমার পুত্র মারা গিয়াছে'—লোক-মাঝে এইরূপ রটাইলেই হইবে। আমি নিত্যই তোমার গৃহে আসিয়া মৎপ্রদত্ত বালককে যত্নে লালন-পালন করিব। এক্ষণে এই ফলটী তোমার গাভীকে খাওয়াইয়া পরীক্ষা কর।" স্ত্রী-স্বভাববশতঃ ধুন্ধুলী ভগ্নীর উপদেশমত তাহাই করিল। কালক্রমে সেই নারী পুত্র প্রসব করিলে সন্তানের পিতা অর্থলোভে মুগ্ধ হইয়া সদ্যোজাত শিশুটীকে আনিয়া ধুন্ধুলীকে অর্পণ করিল।

যথাসময়ে ধুন্ধুলী স্বীয় পতিকে তাহার পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে—সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। আত্মদেবও পুত্রলাভ করিয়া আনন্দিত-মনে সদ্যোজাত শিশুর জাতকর্ম্মাদি সম্পাদনপূর্ব্বক দ্বিজগণকে ধনাদি দান করিতে লাগিলেন; গীত-বাদ্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণের গৃহ পরিপূর্ণ হইল। তখন ধুন্ধুলী স্বামীকে কহিলেন,—আমার স্তনে দুগ্ধ নাই, দুগ্ধবতী কেহ আসিয়া স্তনদান না করিলে কিরূপে এখন সন্তান বাঁচিবে? আমার ভগ্নীর প্রসবের পর তাহার পুত্র মারা গিয়াছে, তাহাকে আনিয়া ঘরে রাখিলে, সে এই শিশুকে পালন করিতে পারিবে। ব্রাহ্মণ পুত্রের জীবন রক্ষার্থ তাহাই করিলেন। ধুন্ধুলী পুত্রের নাম রাখিলেন—**"ধুন্ধুকারী"**।

এদিকে তিনমাস অন্তে সেই গাভী ধেনু-বৎসের পরিবর্ত্তে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, অতি সুনির্ম্মল, কাঞ্চনবরণ এক দিব্য মনুষ্যাকার শিশু প্রসব করিল। বিপ্রও সুখে তাহার সংস্কারাদি সম্পন্ন করিলেন। স্থানীয় লোকসকল আসিয়া গাভী হইতে প্রসূত সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মনুষ্য-শিশু দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিতে লাগিল,—ব্রাহ্মণ আত্মদেবের মহাভাগ্যোদয় হইয়াছে, তাঁহার ধেনুও দেবপুত্র প্রসব করিল। কিন্তু কেহই ইহার রহস্য জ্ঞাত হইল না। শিশুর গো-কর্ণের ন্যায় কাণ দেখিয়া আদরপূর্ব্বক তাহার পিতা **'গোকর্ণ'** এই নামকরণ করিলেন। কালক্রমে শিশু দুইটী যৌবনে পদার্পণ করিল। গোকর্ণ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হইলেন, আর ধুন্ধুকারী মহাখলরূপে পরিণত হইল। ধুন্ধুকারী স্নান-শৌচ-ক্রিয়াহীন, কদাচারী, শবহস্ত-ভোজী, দুষ্ট-পরিগ্রহকারী, চৌর, সর্ব্বদ্বেষী, পরগৃহ-দাহকারী হইয়া কুখ্যাতি অর্জ্জন করিল। অপরের আদরের শিশুগণকে লইয়া কূপে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সশস্ত্র, হিংসক

হইয়া প্রতিনিয়ত দীন-অন্ধকে পীড়ন করিত; সর্ব্বদা পাশ হস্তে লইয়া চণ্ডালাদি নীচজাতির সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে লাগিল। বারবণিতার কুসঙ্গে পিতৃবিত্তসকল নষ্ট করিতে লাগিল। একদিন পিতা-মাতাকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহারপূর্ব্বক গৃহস্থিত ধাতুপাত্রাদি হরণ করিল। ক্রমে তাহার পিতা ধনহীন হইয়া হা-হুতাশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন—**দুঃখপ্রদ কুপুত্র অপেক্ষা নিঃসন্তান থাকাও শ্রেয়ঃ**। আমি কোথায় থাকিব, কোথায় যাইব, কে আমার এই দুঃখ ঘুচাইবে? এত কষ্ট আর সহ্য হয় না, এ দারুণ দুঃখে প্রাণত্যাগ করিব।

তখন বিপ্রের জ্ঞানী পুত্র গোকর্ণ আসিয়া বৈরাগ্য-পথে পিতার জ্ঞানোদয় করাইয়া বলিতে লাগিলেন,—হে পিতঃ! **অসার সংসার—মোহের আগার, এখানে সুখের লেশমাত্র নাই, দুঃখই সার মাত্র**। কাহার পুত্র, কাহার ধন?—সবই মায়াময়। মায়া ও স্নেহাসক্ত ব্যক্তির চির অশান্তি লাভ হইয়া থাকে। হে পিতঃ! দেবরাজ ইন্দ্রেরও সুখলেশ নাই; রাজ-চক্রবর্ত্তীরও তাহাই জানিবেন। সাধুসঙ্গে রত বিরক্ত মুনিগণই শান্তিলাভ করেন। এক্ষণে পুত্রবুদ্ধিরূপ অজ্ঞানতা পরিত্যাগ করুন, মোহবশে নরকই লাভ হয়। এ জড়-দেহের অবশ্যই পতন হইবে, অতএব সকল পরিহারপূর্ব্বক হরিভজনার্থ বনে গমন করুন্। পুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া আত্মদেবের বন-গমনে ইচ্ছা হইল। তিনি পুত্রকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে তাত! বনে গমন করিবার পর আমার কি কর্ত্তব্য, সেই তত্ত্বকথা বিস্তৃতভাবে আমার নিকট বর্ণনা কর। গৃহরূপ অন্ধকূপে জড় স্নেহপাশে বদ্ধ হইয়া আমি পঙ্গু হইয়া রহিয়াছি। স্বীয় কর্ম্মফলেই আমি এইরূপ পতিত হইয়াছি। হে পুত্র! আমার উদ্ধারের উপায় চিন্তা কর।

গোকর্ণ কহিলেন,—পিতঃ! অস্থি-মাংস-রুধিরময় এই জড়দেহে বৃথা অভিমান পরিত্যাগ করুন; দারা-পুত্র ইত্যাদিতে সর্ব্বদা মমতা বর্জ্জন করুন। এই বিশ্ব ক্ষণভঙ্গুর—ইহা সদা চিন্তা করুন এবং বৈরাগ্যানুরাগে চিত্ত রঞ্জিত করিয়া ভক্তিরসে কৃষ্ণপ্রেমে বিগলিত হউন। সর্ব্বদা ভাগবত-ধর্ম্মের ভজন ও যাজন করুন এবং কাম্য-কর্ম্মাদি লোকধর্ম্ম অনুক্ষণ পরিবর্জ্জনে আগ্রহবিশিষ্ট হউন। সাধুসেবাদ্বারা কাম-তৃষ্ণা নিবারণ করুন এবং অযথা অপরের দোষ-গুণ-বিচার পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণসেবা-কথারূপ ভাগবত-রস নিয়ত পান করিতে থাকুন। পুত্রের মুখে সুদুর্ল্লভ উপদেশ লাভ করিয়া ষষ্টিবর্ষ

বয়ঃক্রমকালে সেই বিপ্র গৃহত্যাগপূর্ব্বক বনে গমন করিলেন। নিয়মিতভাবে কৃষ্ণসেবাযুক্ত হইয়া দ্বাদশস্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠদ্বারা অন্তিমে তিনি পরম ধন শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম লাভ করিলেন।

ব্রাহ্মণ আত্মদেব বনগমনপূর্ব্বক লোকান্তরিত হইলে ধুন্ধুকারী তাহার মাতাকে প্রায়ই তাড়ন-ভৎর্সন ও প্রহার করিতে লাগিল। সে মাতাকে বলিল —কোথায় ধন লুক্কায়িত আছে, শীঘ্র আমাকে বল, নচেৎ লাথি মারিয়া, তোমায় হত্যা করিয়া আমি উহা লইব। পুত্রের ব্যবহারে চিরকাল দুঃখ পাইয়া এখন তাহার বাক্যে ভীতা হইয়া মাতা ধুন্ধুলী রাত্রে কূপে পতিত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। এদিকে গোকর্ণও ভক্তিযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক তীর্থ-যাত্রায় বহির্গত হইলেন—তাঁহার দুঃখ-সুখ, শত্রু-মিত্রাদি জ্ঞান ছিল না। ক্রূরকর্ম্মা হতবুদ্ধি ধুন্ধুকারীও সুযোগ বুঝিয়া পঞ্চ কুলটা-সঙ্গে সেই গৃহে কালযাপন করিতে লাগিল। একদা সেই বেশ্যাগণ লোভবশতঃ ধুন্ধুকারীর নিকট স্বর্ণাদি অলঙ্কার প্রার্থনা করিলে সেই কামান্ধ মৃত্যুভয়ে ভীত না হইয়া কোথা হইতে ধনরাশি ও বহুমূল্য বস্ত্রাদি লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক উহার আংশিক প্রদান করিল। তাহা দেখিয়া সেই বারাঙ্গনাগণ গভীর রাত্রে মন্ত্রণা করিতে লাগিল, —প্রতিদিন এই পাষণ্ড চৌর্য্যবৃত্তিদ্বারা এসকল আনয়ন করে। কোন্‌দিন রাজা ইহাকে ধরিয়া দণ্ড দিবেন বা পথে ইহার সকল ধন লুণ্ঠন করিয়া ইহাকে অন্যে মারিয়া ফেলিবে। সুতরাং ইহাকে গোপনে হত্যা করিয়া ইহার সকল ধন আমরাই অপহরণ করিব এবং যেখানে হউক পলাইয়া যাইব—একথা যেন কেহ জানিতে না পারে। এইরূপে কৃতনিশ্চয় হইয়া তাহারা নিদ্রিত ধুন্ধুকারীর হস্ত-পদাদি বন্ধনপূর্ব্বক তাহার গলদেশে দড়ির ফাঁস দিয়া প্রাণপণ টানিতে লাগিল। কিন্তু সত্বর তাহার মৃত্যু হইতেছে না দেখিয়া চিন্তাযুক্ত হইয়া তাহার মুখে জ্বলন্ত অঙ্গারসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। গলে ফাঁস ও অগ্নি-জ্বালায় ক্লিষ্ট হইয়া সে অবশেষে নিধন প্রাপ্ত হইল। তাহার মৃতদেহ লইয়া সেই দুষ্টা রমণীগণ গৃহাভ্যন্তরে গর্ত্ত করিয়া তাহাকে প্রোথিত করিল। তাহার মৃত্যু-রহস্য কেহই জানিতে পারিল না। কেহ ধুন্ধুকারীর সম্বন্ধে ঐ বারবনিতা-গণকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিত,—আমাদের প্রিয়তম অর্থলিপ্সু হইয়া বহুদূরদেশে গিয়াছেন। তিনি প্রচুর অর্থ লইয়া বর্ষান্তে এখানে ফিরিবেন। দুষ্টা স্ত্রীগণের বাক্যে পণ্ডিতগণ কখনই বিশ্বাস স্থাপন করেন না। যে মূঢ় উহাদিগকে বিশ্বাস করে, তাহার দুঃখই লাভ হয়। অসতী নারীর মুখে

সদাই সুধাময়ী বাণী, সে রসালাপে বিশেষ দক্ষা ; তাহার হৃদয় ক্ষুরধার-সম ; এই সংসারে কেহই তাহার প্রিয় নয়, সেও কাহারও প্রেমে বদ্ধ হয় না। যথাকালে ধন-রত্ন-বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া সেই পুংশ্চলীগণ পলায়ন করিল।

ধুন্ধুকারীও আজীবন কুসঙ্গে কুকর্ম্মরত হওয়ার পরিণামে মহাপ্রেত-যোনি লাভ করিল। সে বায়ুভূত নিরাশ্রয়-অবস্থায় চতুর্দ্দিকে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিল ; ক্ষুধা-তৃষ্ণা-শীতাতপে পরিক্লিষ্ট হইয়া কোথাও আশ্রয় না পাইয়া সদা হা-হুতাশ করিতে থাকিল। তীর্থে অবস্থানকালে গোকর্ণ ইহা শ্রবণ করত ভ্রাতাকে অনাথ জানিয়া গয়াদি বিভিন্ন তীর্থে বিধিমত ধুন্ধুকারীর প্রেতশ্রাদ্ধ সমাপন করিলেন। এইরূপে তীর্থযাত্রার পর তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক নিজালয়ে উপস্থিত হইলেন। রাত্রে তাঁহার নিদ্রাকালে অলক্ষিতে গৃহ-প্রাঙ্গণে প্রেতযোনি-প্রাপ্ত ধুন্ধুকারী উপস্থিত হইয়া তাহার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিসকল দেখাইতে লাগিল। সে কখনও মেষ, কখনও মহিষের আকার ধারণ করিল, আবার কখনও ইন্দ্র, অগ্নি, পুরুষাদির রূপ ধারণ করিল। এই অসম্ভব রূপাদি দেখিয়া গোকর্ণ ইহাকে অপ্রাপ্তগতি কেহ মনে করিয়া ধৈর্য্যধারণ-পূর্ব্বক সদয় হইয়া সেই অশরীরীকে বলিতে লাগিলেন,—এই গভীর রাত্রি-কালে উগ্রমূর্ত্তিধারী তুমি কে আগমন করিয়াছ, তোমার এইরূপ দশা কিরূপে হইল ? তুমি প্রেত, পিশাচ অথবা রাক্ষস—কে, আমাকে তোমার পরিচয় প্রদান কর। গোকর্ণের এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া সেই প্রেত উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। তাহার কথা বলিবার সামর্থ্য না থাকায় সে পুনঃ পুনঃ আকার-ইঙ্গিতে তাহার দুঃখের বিষয় জানাইতে লাগিল। গোকর্ণ তাহার কষ্ট বুঝিতে পারিয়া অঞ্জলিতে জল গ্রহণপূর্ব্বক উহা মন্ত্রপূত করিয়া প্রেতের গাত্রে সিঞ্চন করিলে নিষ্পাপ হইয়া সে সকল কথা বিস্তারিতভাবে বলিতে আরম্ভ করিল,—

আমি তোমার ভ্রাতা ধুন্ধুকারী ; স্বকীয় কর্ম্মদোষে ব্রাহ্মণত্ব হারাইয়াছি। মহামোহে অন্ধ হইয়া আমি যে কত কুকর্ম্ম করিয়াছি, তাহার গণনা কে করিবে ? দুর্ম্মতি আমি সর্ব্বদা লোক-হিংসায় রত ছিলাম ; অবশেষে বারাঙ্গনা-গণ আমাকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়া বধ করায় আমি এই প্রেতত্ব দশা বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছি—দৈবাধীন বাতাহারী হইয়া আমার কৃত কুকর্ম্মফল ভোগ করিতেছি। গোকর্ণ বলিলেন,—আমি তোমার উদ্দেশ্যে যথারীতি গয়ায় পিণ্ডাদি প্রদান সত্ত্বেও তুমি মুক্ত হও নাই দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি। গয়াশ্রাদ্ধে যদি তোমার সদ্গতি না হয়, তবে আর কি-প্রকারে হইবে ?—আমার

অন্য কোন বিধি-বিধান জানা নাই। অতএব হে প্রেত, আমাকে এখন আর কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা বিস্তারিত বল। প্রেত কহিল,—**শতবার গয়াশ্রাদ্ধেও আমার মুক্তি সম্ভব নয়,** কিরূপে আমি উদ্ধার পাইব? তুমিই আমার উদ্ধারের নিমিত্ত অন্য কোন উপায় সম্প্রতি চিন্তা কর। প্রেতের এইরূপ বাক্যে গোকর্ণ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—শতশ্রাদ্ধে যাহার মুক্তি হইবে না, তাহার উদ্ধার-চেষ্টা বৃথা পণ্ডশ্রম মাত্র। তখন সেই প্রেতকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—তুমি এক্ষণে স্বস্থানে নির্ভয়ে অবস্থান কর; যাহাতে শীঘ্রই তোমার মুক্তি হয়, আমি চিন্তা করিয়া তাহার ব্যবস্থা করিতেছি। গোকর্ণের আদেশে ধুন্ধুকারী নিজস্থানে যাইয়া স্বীয় মুক্তি-কামনায় গভীর প্রতীক্ষায় রহিল।

এদিকে সারারাত্রি জাগরণপূর্ব্বক বহু চিন্তা করিয়াও গোকর্ণ সেই প্রেতের মুক্তির কোন নূতন উপায় খুঁজিয়া পাইলেন না। প্রাতঃকালে স্থানীয় লোকসকল প্রীতি-সম্ভাষণের নিমিত্ত তাঁহার নিকট আসিতে লাগিলেন। গোকর্ণ তাঁহাদিগের নিকট রাত্রিকালে প্রেতের সহিত কথোপকথন বৃত্তান্তসকল বিবৃত করিলেন। পণ্ডিত, যোগী, জ্ঞানী, ব্রহ্মবাদী সকলে শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়াও প্রেতের মুক্তি-বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না। অবশেষে সকলে মিলিয়া স্থির করিলেন,—সূর্য্যবাক্যই এবিষয়ে একমাত্র প্রামাণ্য। তখন গোকর্ণ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক সূর্য্যদেবের গতিবেগ স্তম্ভন করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া জানাইলেন,—হে দেব! জগৎসাক্ষিন্! আপনাকে প্রণাম করি। আমার ভ্রাতার মুক্তির পন্থা কৃপাপূর্ব্বক আমায় বলুন। তখন সূর্য্যদেব দূর হইতে সুস্পষ্ট ভাষায় গোকর্ণকে বলিলেন,—**সাতদিন শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণে মুক্তি হইবে, তুমি সপ্তাহ-পারায়ণের অনুষ্ঠান কর।**

সূর্য্যদেবের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া গোকর্ণ ইহা সহজ পন্থা জানিয়া আষাঢ়ীয় শুক্লা নবমী-তিথিতে সপ্তাহকাল যাবৎ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের অনুষ্ঠান করিলেন। নানা দেশ, গ্রাম হইতে পঙ্গু, অন্ধ, বৃদ্ধ, পাপী সকলে ভাগবত-কথা শ্রবণের নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইলেন। এইরূপে তথায় **সুমহান্** সম্মেলন দেবতাগণেরও বিস্ময়োৎপাদন করিল। গোকর্ণ যখন স্বীয় আসনে উপবেশন-পূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগত-কথা আরম্ভ করিলেন, সেই প্রেত-শরীরধারী ধুন্ধুকারীও সভায় উপস্থিত হইয়া ইতস্ততঃ স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিল। তথায়

সপ্তগ্রন্থিযুক্ত উচ্চ বংশদণ্ড দেখিয়া তাহার মূল ছিদ্রে প্রবেশপূর্ব্বক ভাগবত শ্রবণ করিতে লাগিল। বায়ুভূত-নিরাশ্রয়-অবস্থায় তাহার শ্রবণে অসমর্থতা-হেতু সে ঐ বংশদণ্ড আশ্রয় করিয়াছিল। বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ শ্রোতৃ-মণ্ডলী-মণ্ডিত সেই মহতী সভায় গোকর্ণ ভাগবত-কথা প্রথম স্কন্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া দিবাশেষ পর্য্যন্ত যথাসম্ভব আলোচনা করিবার পর এক বিচিত্র ঘটনা ঘটিল। ঐ প্রেত যে বংশদণ্ড আশ্রয় করিয়া ছিল, তাহার ১টী গ্রন্থি সশব্দে ফাটিয়া গেল,—সভাস্থ সজ্জনমণ্ডলী সকলেই ইহা নিরীক্ষণ করিলেন। দ্বিতীয় দিবসে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পাঠ হইলে বংশের ২য় গ্রন্থি, তৃতীয় দিবসে ঐরূপে ৩য় গ্রন্থি এবং সপ্তাহশেষে সেই বংশদণ্ডের সপ্তগ্রন্থি ভেদ হইল। এক সপ্তাহে দ্বাদশ স্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়া প্রেতের প্রেতত্ব ঘুচিল।

তখন সেই প্রেত তুলসীমালা-মণ্ডিত, পীতবাস-পরিহিত, ঘনশ্যামবর্ণ, মুকুট-শোভিত, কুণ্ডলাশ্রিত হইয়া দিব্যরূপ ধারণপূর্ব্বক গোকর্ণকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিল,—হে পরম বান্ধব! তুমি ভাগবত শ্রবণ করাইয়া আমাকে প্রেত-পাপ-জ্বালা হইতে উদ্ধার করিলে। এই প্রেত-পীড়া-বিনাশিনী ভাগবত-কথা সংসার মাঝে ধন্যা; তদপেক্ষা ধন্য এই সপ্তাহ-পারায়ণ-বিধি—যাহা কৃষ্ণ-লোক-প্রাপক। ভাগবত এক সপ্তাহ শ্রবণ করিলে পাপীর দেহে পাপসকল কম্পিত হইয়া অচিরেই বিনষ্ট হয়। আর্দ্র, শুষ্ক, লঘু, স্থূল যত পাপ কায়-মনোবাক্যে কৃত হয়, সে-সকল প্রকার পাপই ভাগবত-কথা-শ্রবণে অগ্নিতে সমিধ্ ভস্মরাশির ন্যায় দগ্ধ হয়। এই ভারতবর্ষে বেদ-সভায় পণ্ডিত সজ্জনগণ স্পষ্ট করিয়া ইহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

এই ভাগবতী বাণী যে-মানব শ্রবণ করে না, তাহার জন্ম ও জীবন নিষ্ফল; মোহ-পরবশ হইয়া তাহার বলবান্ ও পুষ্টিমান শরীর ধারণের কি ফল? ভাগবত-শাস্ত্র-কথা বিনা তাহার শরীর ধারণ বৃথা; মাংস-শোণিত-চর্ম্মাবৃত অস্থিস্তম্ভ, স্নায়ুবদ্ধ দেহভার, পুতিগন্ধময় মূত্র-পুরীষ-দ্বার-বিশিষ্ট তাহার শরীর রোগ-মন্দির-বিশেষ। জরা-শোক-বিপাকাদিতে অতিশয় আর্ত্ত ও আতুর, দুষ্পুর, দুর্দ্ধর দেহ দুষ্ট, সদোষ এবং ক্ষণস্থায়ী। 'শরীর' বলিয়া যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা কৃমি-বিষ্ঠা-ভস্মের পরিণাম ভিন্ন অন্য কিছু নয়। যে অনিত্য কর্ম্মে এই জড়দেহ সদাই অস্থির, তাহার বিনিময়ে যদি চিরস্থায়ী ফল লাভ করিতে পারা যায়, তাহার সাধনে কেন বিরত হইব? প্রাতঃকালে সংস্কৃত উত্তম অন্নও সন্ধ্যাকালে পর্য্যুষিত হইয়া নষ্ট হয়; সেই অন্নরসে পুষ্ট

দেহের কি নিত্যতা থাকিতে পারে? এই অনিত্য সংসারে সপ্তাহ ভাগবত-শ্রবণদ্বারা নিত্যসত্য শ্রীহরিকে অচিরেই লাভ করা যায়—সর্ব্বদোষ নিবারণে ইহাই একমাত্র সাধন। জীব মধ্যে যেরূপ মশকশ্রেণী এবং জলমধ্যে যেরূপ বুদ্বুদ মুহূর্ত্তে লীন হয়, তদ্রূপ ভাগবত-কথা-বিহীন মানব মরণের নিমিত্তই জন্মলাভ করে। ভাগবত-কথায় যদি শুষ্ক বংশদণ্ডের গ্রন্থি ফাটিতে পারে, তবে ইহাদ্বারা চিত্তগ্রন্থি ভেদ হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ভাগবত-কথা-শ্রবণে-চিত্ত গ্রন্থি ভেদ হয়,সকল সংশয় ছিন্ন এবং সর্ব্বকর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই ভাগবতী বাণী সংসার-কর্দ্দম-লিপ্ত ব্যক্তির অঙ্গ বিধৌত করিয়া তাহাকে পরিশুদ্ধ করিতে সমর্থ; ইহাতেই যাহার চিত্ত স্থির হইয়াছে, তিনি শ্রীহরির পাদপদ্ম লাভরূপ মুক্তি-পদবাচ্য।

ধুন্ধুকারী প্রেত-শরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক দিব্যদেহ ধারণ করিয়া এইরূপ কথা বলিতে লাগিলে আকাশমার্গে বৈকুণ্ঠ-পার্ষদযুক্ত স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় এক বিমান উপস্থিত হইল। ধুন্ধুলী-সুত ধুন্ধুকারী সেই বিমানে আরোহণ করিলে তাহাতে অবস্থিত বিষ্ণুপার্ষদ বৈষ্ণবগণকে লক্ষ্য করিয়া গোকর্ণ বলিতে লাগিলেন,—এস্থানে সরল নির্ম্মল চিত্তযুক্ত আমার বহু শ্রোতৃমণ্ডলী রহিয়াছেন, যুগপৎ তাঁহাদের জন্য রথ আসিল না কেন? তাঁহারা সকলেই সমভাবে ভাগবত-কথামৃত শ্রবণ করিয়াছেন; হে হরিপ্রিয়গণ! বলুন, তবে ইহাতে এত ফলভেদ কেন হইল?

বিমানারূঢ় হরিদাসগণ প্রত্যুত্তরে বলিতে লাগিলেন,—শ্রবণ-ভেদেই এইরূপ ফলভেদ উপস্থিত হইয়াছে। সকলেই সমভাবে শ্রবণ করিলেও একভাবে মনন করেন নাই। হে মানদ! আর ভজনভেদেও ফলভেদ দৃষ্ট হয়। সপ্ত-রাত্র উপবাসপূর্ব্বক এই প্রেত একমনে ভাগবত শ্রবণ করিয়াছে। সুতরাং স্থিরচিত্তে উহা মনন করায় সে উত্তম ফল পাইয়াছে। সুতরাং দৃঢ়চিত্তে শ্রবণ না করিলে জ্ঞান হত হয় এবং প্রমাদে (অনবধানে) শ্রবণের ফল নষ্ট হয়। সন্দিগ্ধ ব্যক্তির মন্ত্র নষ্ট হয় এবং ব্যগ্রচিত্ত হইলে জপে বিঘ্ন ঘটে। বৈষ্ণব-বিহীন দেশ নষ্ট হয় ও অপাত্রে শ্রাদ্ধের দান বৃথা হইয়া থাকে। বেদজ্ঞানহীন ব্যক্তিকে যেরূপ দান করা আনর্থকর, সেইরূপ অনাচারী ব্যক্তির দ্বারাও কুল নষ্ট হয়। অতএব সদ্‌গুরু-বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন ও নিজের নিষ্কিঞ্চন দীনভাবে জীবন যাপন কর্ত্তব্য। ভগবৎ-কথায় মতি নিশ্চলা হইলে নিজ মনের দোষসকল জয় করা যায়। এইরূপে সকলকর্ম্ম সম্পাদন করিতে

পারিলে তখন ভাগবত-শ্রবণের ফল লাভ হইবে। এইরূপ নিয়মে পুনরায় ভাগবত-কথা শ্রবণ করিলে সকল শ্রোতাই বৈকুণ্ঠে স্থান লাভ করিবেন। হে গোকর্ণ! স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দ আপনাকে গোলোকে স্থান দিবেন—এই বলিয়া হরিকীর্ত্তনরত তাঁহারা বৈকুণ্ঠ-ভবনে গমন করিলেন।

নিখিল সদ্‌গুণাধার গোকর্ণও শ্রাবণ মাসের শুক্লা-নবমী-তিথিতে পুনরায় ভাগবত-কথা-কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সেই সকল পূর্ব্বশ্রোতা সপ্তরাত্রি যাবৎ পুনঃ শ্রবণ করিবার পর অপূর্ব্ব ব্যাপার সংঘটিত হইল। ভক্তগণ-সঙ্গে স্বয়ং হরি বিমানারূঢ় হইয়া তথায় আবির্ভূত হইলেন। 'জয়' ও 'নমঃ' শব্দে সেইস্থান পরিপূরিত হইল, স্বয়ং ভগবান্ হর্ষভরে নিজের পাঞ্চজন্য-শঙ্খধ্বনি করিলেন। গোকর্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন-দ্বারা হরি তাঁহার সারূপ্য প্রদান এবং সকল শ্রোতৃবর্গকে ক্ষণকাল মধ্যে ঘনশ্যামরূপে, পীতাম্বর কিরীট-কুণ্ডলে ভূষিত করিলেন। সেই গ্রামে কুক্কুর-চণ্ডালাদি যত জীব ছিল, সকলেই হরিপ্রিয় গোকর্ণের কৃপায় দিব্য বিমানে আরোহণ করিল। তাহারা সকলেই হরিলোক বৈকুণ্ঠে প্রেরিত হইল; কিন্তু গোপবল্লভ গোপাল শ্রীকৃষ্ণ গোকর্ণের সহিত স্বীয় গোলোক-ধামে উপস্থিত হইলেন। ভক্তবৎসল হরি স্ব-স্বরূপভূত ভাগবত-কথায় পরিতুষ্ট হইয়া সদাই ভক্তস্থানে গমন করিয়া থাকেন। অযোধ্যাবাসিগণ পূর্ব্বে শ্রীরামাবতারে তৎকর্ত্তৃক বৈকুণ্ঠধামে এইরূপ নীত হইয়াছিলেন। সিদ্ধমুনিগণ-দুর্লভ, চন্দ্র-সূর্য্যেরও দুষ্প্রাপ্য এই গোলোকধাম শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের ফলেই লাভ করা যায়।

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন

শ্রীযশোদা-নন্দনাষ্টক

নব জলধর,　　কান্তি কলেবর
শারদ ইন্দু বদন।
শিখিপিচ্ছ-শির,　　কলবেণু-কর
নমি যশোদা-নন্দন ॥১॥
ত্রিভঙ্গ-বঙ্কিম,　　মনোহর ঠাম
ফুল্ল কমল-চরণ।

রক্ত ওষ্ঠাধর, চাঁচর চিকুর
নমি যশোদা-নন্দন ॥২॥
গলে গুঞ্জাহার, চরণে নূপুর
কটি কিঙ্কিণী-ভূষণ।
নবীন নাগর, নব নটবর
নমি যশোদা-নন্দন ॥৩॥
গোলোকের ধন, লীলার কারণ
অবতীর্ণ বৃন্দাবন।
লীলাময়-লীলা, শ্রেষ্ঠ নর-লীলা
নমি যশোদা-নন্দন ॥৪॥
গো-চারণ-লীলা, বস্ত্র-জল-খেলা
মহারাস সর্ব্বোত্তম।
ব্রহ্ম-বিমোহন, অসুর-দলন
নমি যশোদা-নন্দন ॥৫॥
শ্রীনন্দ-দুলাল, গোবিন্দ গোপাল
রাম রাধিকা-রমণ।
বিপিনবিহারী, গিরিবরধারী
নমি যশোদা-নন্দন ॥৬॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন, গোপী-প্রাণধন
মন্মথ-মন-মোহন।
কালীয়-দমন, কংস-নিসূদন
নমি যশোদা-নন্দন ॥৭॥
মঙ্গলদায়ক, ভুবন-পালক
সৃষ্টি-সংহার-কারণ।
অধর্ম্ম-নাশক, ধর্ম্ম-সংস্থাপক
নমি যশোদা-নন্দন ॥৮॥

—শ্রীমুরারিমোহন প্রধান
পিছলদা (মেদিনীপুর)

কলিকালে মহামন্ত্রই কীর্ত্তনীয়

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৬৫ পৃষ্ঠার পর)

কলিকালের জীব অসহিষ্ণু, দাম্ভিক, অলস, হীনবীর্য্য প্রভৃতি সমস্ত দোষের আকর বলিয়া একমাত্র হরি-কীর্ত্তনই তাহাদের উদ্ধারের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহাছাড়া কলির জীবের চিত্ত অত্যন্ত পাপাসক্ত। কর্ম্মের দ্বারা কখনও পাপীর পাপকর্ম্মের নিবৃত্তি হয় না। সেইজন্য ভগবানের নাম-কীর্ত্তনই তাঁহাকে পাইবার একমাত্র উপায়। কলিজীবের মন সর্ব্বদা বায়ুর ন্যায় দ্রুতগতিতে চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতেছে। এই মনকে নিগ্রহ করিতে হইলে অহর্নিশ কীর্ত্তন করা প্রয়োজন, সেইজন্য গর্গসংহিতায় গর্গঋষি বলিয়াছেন যে, সত্যযুগে দশবৎসরে ধ্যানের দ্বারা, ত্রেতাযুগে এক বৎসরে যজ্ঞের দ্বারা, দ্বাপর যুগে একমাস অর্চ্চনের দ্বারা যে ফল লাভ হইত, কলিকালে অহর্নিশ নিরপরাধে কীর্ত্তনের দ্বারাই সেই ফল লাভ হইবে। জীবের মধ্যে জাগতিক সমস্ত গুণ বর্ত্তমান থাকিয়াও যদি কৃষ্ণে নির্গুণা ভক্তি না থাকে, তাহা হইলে সেই সমস্তই দোষে পর্য্যবসিত হয়। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে ৬ষ্ঠ স্কন্ধে একটি পৌরাণিক উপাখ্যানে দেখিতে পাই, অজামিল নামক এক ব্রাহ্মণ শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন, সৎস্বভাব-বিশিষ্ট, সদাচারী, ব্রতনিষ্ঠ, কোমলচিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, মন্ত্রজ্ঞ, গুরু-অগ্নি-অতিথিদিগের সেবায় রত, নিরহঙ্কার, সর্ব্বভূতের হিতকারী, মিতভাষী এবং অসূয়াশূন্য হইয়াও, কৃষ্ণের ভক্তি না থাকায় এক শূদ্রাণীর প্রলোভনে পড়িয়া অতি হীন কার্য্য করিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই; কিন্তু মৃত্যুর সময়ে যমদূতগণকে দেখিয়া কনিষ্ঠ পুত্র নারায়ণকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করেন। তাহাতে অজামিলের নামাভাস হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বিষ্ণুদূতগণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হন এবং তাঁহারা অজামিলকে যমদূতগণের নিকট হইতে মুক্ত করেন। বৈকুণ্ঠে গিয়া অজামিল ভগবানের সারূপ্য লাভ করিয়াছিলেন।

৭ম প্রমাণ—স্মৃতিকীর্ত্ত্যোঃ কথাদেশ্চার্ত্তৌ প্রায়শ্চিত্তভাবাৎ

(শাণ্ডিল্য সূত্র ৭৪)

বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয় অংশে ষষ্ঠ অধ্যায়ে চতুস্ত্রিংশৎ ও পঞ্চত্রিংশৎ শ্লোকে লিখিত আছে যে, স্বায়ম্ভুবাদি ধর্ম্মপ্রণেতৃগণ গুরুপাপে গুরুপ্রায়শ্চিত্ত, লঘুপাপে লঘু প্রায়শ্চিত্তের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এবং তপস্যাচরণ প্রভৃতি যতপ্রকার

প্রায়শ্চিত্ত আছে, তাহাদিগের মধ্যে **কৃষ্ণনাম স্মরণই প্রধান** বলিয়া জানাইয়াছেন। ঐ বিষ্ণুপুরাণের ষষ্ঠ অংশে সপ্তম অধ্যায়ের নবম শ্লোকে পরাশর মৈত্রেয়কে বলিয়াছেন, যেমন পাবক ধাতুসকলকে দ্রবীভূত করে, সেইরূপ ভক্তিপূর্ব্বক **ভগবন্নাম কীর্ত্তন** পাপসকলকে বিদূরিত করে। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে মোক্ষধর্ম্মে পঞ্চচত্বারিংশদধিক দ্বিশততোত্তর ত্রয়োদশ সহস্র শ্লোকে লিখিত আছে যে, নারায়ণ-কথা যেরূপ ফলপ্রদ, সর্ব্বাশ্রম-বিহিত ধর্ম্মাচরণ ও সর্ব্বতীর্থাবগাহন সেইরূপ ফলপ্রদ নহে। সর্ব্বপাপ-নাশিনী পবিত্রতা-বিধায়িনী নারায়ণ-কথা শ্রবণ করিলে তৎক্ষণাৎ লোকসকল পবিত্র হইয়া থাকে।

৮ম প্রমাণ—অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদি-বৈভবম্।
কলৌ **সংকীর্ত্তনাদ্যৈঃ** স্মঃ কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ॥

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ কলিকালে মানবের পরমধর্ম্ম যে কীর্ত্তন, তাহা প্রচার করিবার জন্য 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার নিজ গণের প্রতি অত্যন্ত সদয় হইয়া তাঁহার নিজ নামে সমস্ত গুণ সঞ্চার করত স্বয়ং সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া জীবকে নাম-কীর্ত্তনরূপ মহাযজ্ঞের বিধান দিয়াছেন। দশাপরাধ-শূন্য হইয়া তারকব্রহ্মনাম কীর্ত্তন করিলে যেরূপ সর্ব্বেন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি হয়, সেরূপ অন্য কোনও উপায় দ্বারা হয় না।

৯ম প্রমাণ—তৎস্থানত্বাদনন্যধর্ম্মঃ খলেবালীবৎ

(শালিগ্যসূত্র ৭৭)

বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয় অংশে ষষ্ঠ অধ্যায়ে ষট্‌ত্রিংশৎ শ্লোকে আছে যে, একমাত্র **হরিনাম স্মরণই** প্রকৃষ্ট প্রায়শ্চিত্ত। এইস্থলে নাম শব্দের অতিদেশবশতঃ প্রায়শ্চিত্তান্তর্গত অন্যধর্ম্ম, অর্থাৎ নখ-লোম-ছেদনাদি স্বীকৃত নহে; যেহেতু প্রায়শ্চিত্ত স্থলে হরিনামেরই বিধান দেখা যায়।

১০ম প্রমাণ—হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

(বৃহন্নারদীয় পুরাণ ৩৮।১২৬ শ্লোক)

কলিকালে হরিনাম ব্যতীত জীবের ভগবানকে পাইবার অন্যকোন উপায় নাই, সেইজন্য এখানে ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছেন যে, কেবল হরিনাম কীর্ত্তন, কেবল হরিনাম, কেবল হরিনাম কীর্ত্তন। কীর্ত্তন ব্যতীত জীবের কখনও মুক্তি

হইতে পারে না, সুতরাং কলিকালে হরিনাম কীর্ত্তনই একমাত্র শ্রেষ্ঠ সাধন-ভজন।

১১শ প্রমাণ—এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥ (ভাঃ ৬।৩।২২)

এ জগতে যতপ্রকার ধর্ম্ম আছে, তন্মধ্যে ভগবানে ভক্তিযোগই জীবের পরমধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। ভক্তি ব্যতীত জীবের কখনও মুক্তি হইতে পারে না। পঙ্কজ বলিলে যেমন একমাত্র পদ্মকে বুঝায়, সেইরূপ ভক্তি শব্দ একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেই প্রযোজ্য। কৃষ্ণ যেমন পূর্ণ বস্তু, সেইরূপ ভক্তিও পূর্ণবস্তু। পূর্ণবস্তু কখনও খণ্ডবস্তুর অধীন হইতে পারে না। শ্রীনাম পূর্ণবস্তু এবং শ্রীনামীও পূর্ণবস্তু। পূর্ণবস্তুর অনুশীলনে পূর্ণবস্তু পাওয়া যায়। নাম-সংকীর্ত্তনরূপ ভক্তিযোগের দ্বারা নামী শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা যায়।

১২শ প্রমাণ—হরিনদী-গ্রামে এক ব্রাহ্মণ দুর্জ্জন।

হরিদাসে দেখি' ক্রোধে বলয়ে বচন॥
"অয়ে হরিদাস, একি ব্যভার তোমার?
ডাকিয়া যে নাম লহ, কি হেতু ইহার??
মনে মনে জপিবা, এই সে ধর্ম্ম হয়।
ডাকিয়া লৈতে নাম কোন্ শাস্ত্রে কয়??
কার শিক্ষা হরিনাম ডাকিয়া লইতে?
এই ত' পণ্ডিত-সভা বলহ ইহাতে॥"
হরিদাস বলেন,—"ইহার যত তত্ত্ব।
তোমরা সে জান' হরিদাসের মহত্ত্ব॥
তোমরা-সবার মুখে শুনিঞা সে আমি।
বলিতেছি, বলিবাঙ যেবা কিছু জানি॥
উচ্চ করি' লৈলে শতগুণ পুণ্য হয়।
দোষ ত' না কহে শাস্ত্রে, গুণ সে বর্ণয়॥
বিপ্র বলে—"উচ্চ নাম করিলে উচ্চার।
শতগুণ পুণ্য হয়, কি হেতু ইহার?"
হরিদাস বলেন,—"শুনহ, মহাশয়।
যে তত্ত্ব ইহার বেদে ভাগবতে কয়॥
সর্ব্বশাস্ত্র স্ফুরে হরিদাসের শ্রীমুখে।
লাগিলা করিতে ব্যাখ্যা কৃষ্ণানন্দ-সুখে॥

"শুন, বিপ্র, সকৃৎ শুনিলে কৃষ্ণনাম।
পশু, পক্ষী, কীট যায় শ্রীবৈকুণ্ঠ-ধাম॥
পশু, পক্ষী, কীট আদি বলিতে না পারে।
শুনিলেই হরিনাম তারা সব তরে'॥
জপিলে শ্রীকৃষ্ণনাম আপনে সে তরে।
উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনে পর-উপকার করে॥
অতএব উচ্চ করি' কীর্ত্তন করিলে।
শত গুণ ফল হয় সর্ব্বশাস্ত্রে বলে॥
জপকর্ত্তা হৈতে উচ্চ সংকীর্ত্তনকারী।
শতগুণ অধিক সে পুরাণেতে ধরি॥
শুন, বিপ্র, মন দিয়া ইহার কারণ।
জপি' আপনারে সবে করয়ে পোষণ॥
উচ্চ করি' করিলে গোবিন্দ-সঙ্কীর্ত্তন।
জন্তু মাত্র শুনিঞাই পায় বিমোচন॥
জিহ্বা পাইঞাও নর-বিনা সর্ব্ব প্রাণী।
না পারে বলিতে কৃষ্ণনাম-হেন ধ্বনি॥
ব্যর্থজন্মা ইহারা নিস্তরে যাহা হইতে।
বল দেখি, কোন্ দোষ সে কর্ম্ম করিতে'??
কেহ আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ।
কেহ বা পোষণ করে সহস্রেক জন॥
দুইতে কে বড়, ভাবি' বুঝহ আপনে।
এই অভিপ্রায় গুণ' উচ্চসঙ্কীর্ত্তনে॥"
সেই বিপ্র শুনি' হরিদাসের কথন।
বলিতে লাগিল ক্রোধে মহা-দুর্ব্বচন॥
দরশন-কর্ত্তা এবে হৈল হরিদাস!
কালে-কালে বেদপথ হয় দেখি' নাশ॥
'যুগশেষে শূদ্র বেদ করিবে বাখানে'।
এখনই তাহা দেখি, শেষে আর কেনে??
এইরূপে আপনারে প্রকট করিয়া।
ঘরে-ঘরে ভাল ভোগ খাইস্ বুলিয়া॥

যে ব্যাখ্যা করিলি তুই, এ যদি না লাগে।
তবে তোর নাক কাণ কাটি' তোর আগে॥"
শুনি' বিপ্রাধমের বচন হরিদাস।
'হরি' বলি' ঈষৎ হইল কিছু হাস॥
প্রত্যুত্তর আর কিছু তারে না করিয়া।
চলিলেন উচ্চ করি' কীর্ত্তন গাইয়া॥
যেবা পাপী সভাসদ, সেহ পাপমতি।
উচিত উত্তর কিছু না করিল ইথি॥
এ সকল রাক্ষস, ব্রাহ্মণ নাম মাত্র।
এইসব লোক যম-যাতনার পাত্র॥
কলিযুগে রাক্ষসসকল বিপ্র-ঘরে।
জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে॥
এ সব বিপ্রের স্পর্শ, কথা, নমস্কার।
ধর্ম্মশাস্ত্রে সর্ব্বথা নিষেধ করিবার॥
ব্রাহ্মণ হইয়া যদি অবৈষ্ণব হয়।
তবে তার আলাপেহ পুণ্য যায় ক্ষয়॥
সে বিপ্রাধমের কত-দিবস থাকিয়া।
বসন্তে নাসিকা তার পড়িল খসিয়া॥
হরিদাস-ঠাকুরেরে বলিলেক যেন।
কৃষ্ণও তাহার শাস্তি করিলেন তেন॥
বিষয়েতে মগ্ন জগৎ দেখি' হরিদাস।
দুঃখে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি' ছাড়েন নিঃশ্বাস॥

অতএব কলিকালে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনই ভগবান ও ভগবদ্ভক্তিলাভের একমাত্র প্রসস্ত সরণি—ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। নিরন্তর মহামন্ত্র কীর্ত্তনই কলিজীবের পরম ধর্ম্ম বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিরঞ্জন

———

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমীতে 'বেদান্ত-স্যমন্তক' আলোচনা

কেহ মনে করিতে পারেন, রাধাষ্টমীতে শ্রীশ্রীরাধারাণীর পারকীয়-রসের সেবা-সৌন্দর্য্যের কথা আলোচনা না করিয়া বেদান্ত-স্যমন্তকের শুষ্ক তর্ক-বিতর্ক আলোচনা করার সার্থকতা কি? কেহ কেহ বলেনে,—বদান্ত বেদান্ত-স্যমন্তকে রাধারাণীর নাম নাই, উহা শ্রবণ করিতে ভাল লাগে না। তাহাতে শ্রীল গুরু মহারাজ বলেন—শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতিমর্ত্ত্য আশ্চর্য্য লীলায় আমরা ইহার বিপরীত বিচার লক্ষ্য করিয়া থাকি। শ্রীমন্ মহাপ্রভু গয়া হইতে শ্রীধাম মায়াপুরে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার বৈয়াকরণিক ছাত্রগণ তাঁহাকে ব্যাকরণ অধ্যাপনা করাইতে অনুরোধ করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন, ব্যাকরণের **"সূত্র-বৃত্তি-টীকা সকল হরিনাম"**। ইহা দ্বারা ব্যাকরণের শুষ্ক সূত্রগুলি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচারপূর্ণ দর্শনে হরিনামামৃতরূপে পরিদৃষ্ট হইয়াছিল; আধ্যক্ষিক বিদ্যার্থীগণ ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারে নাই। সুতরাং উক্ত আদর্শ অনুসারে 'বেদান্ত স্যমন্তক' গ্রন্থখানি রাধাতত্ত্ব আলোচনার আদর্শ গ্রন্থরূপে গৃহীত হওয়ায় উহাই রাধাষ্টমী দিনে বেদান্ত-সমিতির পারায়ণ-গ্রন্থ নিরূপিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু-বিরচিত—**বেদান্ত-স্যমন্তকের দ্বিতীয় কিরণে** শ্রীশ্রীরাধাতত্ত্ব ও কৃষ্ণতত্ত্ব বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

—শ্রীহরিহর ব্রহ্মচারী

"সঙ্গ"

আমরা সামাজিক জীব। এক জাতীয় বহু লোকের একত্র সমাবেশের নাম সমাজ। তাই আমরা সমাজ ছাড়া বাস করিতে পারি না। অতএব আমাদের পক্ষে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। এজন্য আমাদের লোকসঙ্গ করিতে হয়। কিন্তু এ সংসারে লোকের তো অভাব নাই। পরিচিত অপরিচিত ভেদে বহু লোক আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে এবং অনেকের সঙ্গও করিতেছি। **'সঙ্গ'** শব্দের অর্থ নিরূপণ করিতে গিয়া পরম পূজ্যপাদ জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্পষ্টই বলিয়াছেন—'প্রীতি করিলে সঙ্গ হয়। দান-প্রতিগ্রহ, গুহ্য কথার আদান-প্রদান এবং ভোজন করা ও করান—এই ছয় প্রকারে সঙ্গ হয়। অসতের নৈকট্যই তাহার সঙ্গ নহে; পরন্তু তাহার সহিত প্রীতিই তাহার সঙ্গ।'

আমরা সাধারণতঃ কোনও প্রকার বিচার না করিয়াই সঙ্গ করি। তাই সঙ্গ করার কুফল আমরা অনেক ক্ষেত্রেই উপলব্ধি করি। কোন ভাল ছেলে মাতালের সঙ্গ করিয়া মাতাল হইয়া গেল। কেহ বা চোরের সঙ্গক্রমে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিল। এভাবে কত লোক সঙ্গদোষে কুপথে ধাবিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আবার এমনও দেখা যায় যে, কেহ বা সাধু-সঙ্গক্রমে ভগবদ্ভক্ত হইয়া পড়ে। শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে জগাই-মাধাই নামে দুই ব্রাহ্মণ-তনয়ের সঙ্গদোষের উল্লেখ দেখা যায়—

"সে দুয়ের নাম প্রভু জগাই-মাধাই।
সুব্রাহ্মণ পুত্র দুই জন্মে এক ঠাঁঞি॥
সঙ্গ-দোষে সে দোঁহার হেন হৈল মতি।
আজন্ম মদিরা বহি তার নাহি গতি॥
সে দুয়ের ভয়ে নদীয়ার লোক ডরে।
হেন নাহি যার ঘরে চুরি নাহি করে॥"

আবার ঐ সঙ্গ-দোষ-দুষ্ট মহাপাপী জগাই-মাধাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় ভগবদ্ভক্ত হইয়া পড়িল।

"প্রভু বলে—তোরা আর না করিস্ পাপ।
জগাই-মাধাই বলে—আর না রে বাপ॥"

এতদ্ব্যতীত দেবর্ষি নারদের কৃপায় ব্যাধ ও রত্নাকর দস্যু ভগবদ্ভক্ত হইয়া উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এমন সাধুসঙ্গ-প্রভাবে ভগবদ্ভক্ত হওয়ার কথা সর্ব্বশাস্ত্রেই বিঘোষিত হইয়াছে। সঙ্গ-প্রভাবে মানুষের স্বভাব বিকৃত হইয়া যায়। সৎসঙ্গ প্রভাবে মানুষ প্রকৃত মানুষ হইয়া উঠে; আর অসৎ-সঙ্গ প্রভাবে মানুষ অসৎ হয়। অসৎ সঙ্গের কুফল ও সৎসঙ্গের সুফল দেখিয়া শুনিয়াও যাহারা অসৎসঙ্গে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা যে ঘোর নরকে পতিত হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ কি?

'সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ'—এই নীতি কথাটি আমরা অনেকেই জানি এবং কথাপ্রসঙ্গে অনেক সময় বলিয়া থাকি। কিন্তু তাহা মানিয়া চলি কই? কারণ আমরা নিজ নিজ প্রবৃত্তিবশে তদনুরূপ সঙ্গ করিয়া ফেলি। সাধারণ পরিচিত লোকের জীবনী আলোচনা করিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে, কে সৎ, কে অসৎ। তবু হায়! আমরা সতের সংসর্গ ভুলিয়া অসৎ সংসর্গে লিপ্ত হই। একটু চিন্তা করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে,

ইহার জন্য দোষী আমরাই। আমরাই তো আমাদের চিত্তকে বহির্ম্মুখী করিয়া ফেলিয়াছি; আমাদের দশ ইন্দ্রিয়ও অসতের দিকে ধাবিত হইতেছে। কাজে-কাজেই সৎ-সঙ্গ সুলভ হইলেও আমাদের মত মায়িক জীবের কাছে তাহা দুর্ল্লভ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অসৎ সঙ্গের ফল বিষবৎ, অতএব তাহা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। সৎসঙ্গের ফল অমৃত তুল্য, অতএব তাহা গ্রহণীয়। 'দুর্জ্জন সর্ব্বথা পরিত্যজ্য'—এই বাক্য দ্বারা দুর্জ্জনের সঙ্গ ত্যাগের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

এ পৃথিবীতে সৎলোক খুব বিরল,—অসতের সংখ্যাই বেশী। তাই আমাদের পদে পদে সঙ্গ দোষ হইয়া পড়ে। এমনও দেখা যায়, কাহারও অন্তরঙ্গ বন্ধু তাহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিল। ভালবাসা বা বন্ধুত্ব একজনের কাছে প্রকৃত হইলেও যদি অপর জনের কাছে প্রকৃত না হয়, তবেই এইরূপ অবস্থা সংঘটিত হয়। বিশেষরূপে জানিয়া যাচাই করিয়া তবেই সদ্বন্ধু করিতে হয়। নতুবা কাহারও সহিত বন্ধুত্ব না করাই ভাল। পণ্ডিতগণ বলেন—'সতাং সঙ্গো হি ভেষজম্' অর্থাৎ সৎসঙ্গই ঔষধ স্বরূপ। ব্যাধিযুক্ত লোকের পক্ষে ঔষধ যেমন হিতকারী, তদ্রূপ সতের সঙ্গক্রমে আমাদের ভব-রোগ বিদূরিত হয়। এক্ষণে সৎব্যক্তি কেমন করিয়া চিনিব, তাহাই বিচার্য্য বিষয়। মানুষের আচার-নিষ্ঠা, কার্য্য-কলাপ দর্শনে সৎ ও অসৎ নির্ণীত হয়। সৎ-স্বভাব-সম্পন্ন ব্যক্তি সৎ এবং অসৎ-স্বভাব-সম্পন্ন ব্যক্তি অসৎ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়া থাকে। অনেকে হয়ত বলিবেন যে, কর্ম্মী, জ্ঞানী ইঁহারাও সৎ,—অতএব ইঁহাদের সঙ্গ করা যাইতে পারে। কিন্তু আসলে কর্ম্মী-জ্ঞানী প্রভৃতির সঙ্গ অপেক্ষা ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গই শ্রেষ্ঠ। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"ধর্ম্মাচারী মধ্যে বহুত কর্ম্ম-নিষ্ঠ।
কোটী কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥
কোটী জ্ঞানী মধ্যে হয় এক জন মুক্ত।
কোটী মুক্ত মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণ-ভক্ত॥
কৃষ্ণ ভক্ত—নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥"

শাস্ত্রে কর্ম্মী-জ্ঞানীর সঙ্গ করা অপেক্ষা ভক্ত-সঙ্গ করার কথা বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—

"অসদ্ভিঃ সহ সঙ্গস্তু ন কর্ত্তব্যঃ কদাচন।
যস্মাৎ সর্ব্বার্থ-হানিঃ স্যাদধঃপাতশ্চ জায়তে ॥"

অর্থাৎ—"কখনও কর্ম্মি-জ্ঞানীর ন্যায় স্থিতি-হীন অসৎ ব্যক্তির সঙ্গ করিবে না। যেহেতু, সেইপ্রকার সঙ্গ হইতে সকল পুরুষার্থ-হানি ও অধঃপতন অর্থাৎ নীচ গতি লাভ হইয়া থাকে।"

অতএব প্রকৃত 'সৎ'-বলিতে একমাত্র বিষ্ণুভক্তগণকেই বলা যায়। কাজেই বৈষ্ণব চিনিয়া লইয়া বৈষ্ণবের সেবন, পূজন এবং সঙ্গ করাই কর্ত্তব্য। বৈষ্ণব চিনিবার উপায় সম্বন্ধে 'শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে' উক্ত হইয়াছে ;—

"অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণ নাম।
সেই বৈষ্ণব, করি তার পরম সম্মান।
'কৃষ্ণনাম' নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে ॥
যাঁহার দর্শনে আসে মুখে কৃষ্ণনাম।
তাঁহাকে জানিও তুমি বৈষ্ণব-প্রধান ॥"

সাধারণের প্রতি ও শুদ্ধভক্তের প্রতি ব্যবহার কেমন হওয়া দরকার, তৎসম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন—"নিতান্ত সংসারী বান্ধবাদির মিলনে আবশ্যক বার্ত্তা মাত্র করিবে। হৃদয়ের প্রীতি তখন না করাই ভাল। তবে যদি সেই বান্ধব সাধু বৈষ্ণব হন, তবে সেই বার্ত্তা প্রীতি-সহকারে করিয়া তাঁহার সঙ্গ স্বীকার করিবে। কুটুম্ব-বান্ধবের সহিত এইরূপ ব্যবহার করিলে কোন বিরোধ হইবে না। ব্যবহারিক বার্ত্তায় সঙ্গ হয় না। বাজারে দ্রব্য ক্রয় সময়ে যেরূপ নূতন ব্যক্তির সহিত কেবল বাহ্য ব্যবহার করিতে হয়, সেইরূপ ব্যবহার সাধারণের সঙ্গে করিবে। শুদ্ধ ভক্তের সহিত সেই সেই ব্যবহারও প্রীতি-প্রদর্শনপূর্ব্বক সঙ্গ করিবে"। সাধারণ অতিথির প্রতি ব্যবহার প্রসঙ্গেও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কহিয়াছেন—'যত্ন কর, কিন্তু প্রীতি করিও না'। অতএব যাহাতে অসৎ-ব্যক্তির সঙ্গ না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অসৎ-সঙ্গ ত্যাগ করিতে না পারিলে কখনই ভক্তিমার্গে উন্নীত হওয়া যায় না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহোদয়ের মতে—"যাঁহারা শুদ্ধভক্তি পাইবার আশা করেন, তাঁহাদের পক্ষে অভক্ত-সঙ্গ ও যোষিৎ-সঙ্গরূপ সংসর্গদ্বয় একেবারে বর্জ্জনীয়।" শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলেন—

"অসৎ-সঙ্গ ত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু—কৃষ্ণাভক্ত আর"॥

সাধুসঙ্গ দ্বারাই সকলপ্রকার সঙ্গদোষ দূরীভূত হয়। কর্ম-সঙ্গ ও জ্ঞান-সঙ্গ করা অনুচিত হইলেও যদি দৈবাৎ ঐরূপ সঙ্গদোষ উপস্থিত হয়, তবে একমাত্র সাধুসঙ্গ দ্বারা তাহা দূর হয়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহোদয়ের উপদেশ স্মরণীয়—প্রাক্তন সংস্কার হইতেই কর্ম্ম-সঙ্গ ও জ্ঞান-সঙ্গ হয়। এই সংস্কার-সঙ্গ অত্যন্ত অপরিহার্য্য। সাধু-সঙ্গই এই সংস্কারাসক্তিকে শোধন করিতে পারেন। সাধুসঙ্গই এই রোগের একমাত্র ঔষধি। সংস্কার-সঙ্গ শোধন করিতে না পারিলে, কোনক্রমেই ভক্তিসিদ্ধি হইতে পারে না। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে—

সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া।
স এব সাধুষু কৃতো নিসঙ্গত্বায় কল্পতে॥

অসদ্ ব্যক্তিতে যে সঙ্গ করা হয়, তাহাতেই জীবের সংসৃতি ঘটে। অসতের সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে সঙ্গ করিলেও, সেই ফল অবশ্য হইবে। সেই সঙ্গ যদি প্রকৃত সাধুতে অজ্ঞানেও করা হয়, তদ্দ্বারা নিঃসঙ্গত্ব উদয় হয়। পুনশ্চ শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে—

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা॥
ব্রতানি যজ্ঞচ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাঽবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্ব-সঙ্গোপহো হি মাম্॥

সংস্কার-সঙ্গ অতিশয় দুষ্ট। অষ্টাঙ্গ-যোগ, সাংখ্য-বিদ্যা, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, সন্ন্যাস, ইষ্টাপূর্ত্ত, দান, দক্ষিণাব্রতসমূহ, যজ্ঞ, তীর্থাটন, যম, নিয়ম,—এই সকলে সৎকর্ম্ম বহুকাল অনুষ্ঠিত হইলেও সঙ্গ-দোষ-শূন্য হইয়া জীব আমাকে পায় না। কিন্তু কেবল সৎসঙ্গক্রমে ঐ দোষ দূর হইলে, আমি ভক্ত-হৃদয়ে শীঘ্র আবদ্ধ হই। শুদ্ধ ভক্তদিগকে আদর করিয়া তাঁহাদের সঙ্গ করিলে কর্ম্মসঙ্গ ও জ্ঞানসঙ্গরূপ সংস্কার-সঙ্গদোষ দূর হয়। সংস্কার-সঙ্গ হইতেই রাজসিক ও তামসিক প্রবৃত্তি—বৈষ্ণব অপরাধ ও দশটি নামাপরাধের উদয় হয়।" এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, তামসিক ও রাজসিক লোকের সঙ্গ করা উচিত নহে। তামসিক ও রাজসিক লোকেরা স্ত্রী-সঙ্গ-লিপ্সা,

আমিষ ভোজন ও আসব সেবায় রত থাকে। বস্তুতঃ শাস্ত্রে এসম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা আছে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"লোকে ব্যবায়ামিষ-মদ্য-সেবা
নিত্যাস্তু জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহ-যজ্ঞ-
সুরাগ্রহৈরাশু-নিবৃত্তিরিষ্টা॥"

অর্থাৎ "জগতে স্ত্রী-সঙ্গ, আমিষ-ভোজন ও মদ্যপান-বিষয়ে প্রাণী মাত্রেরই রুচি স্বাভাবিক; সুতরাং এ সম্বন্ধে শাস্ত্রের কোন প্রকার বিধি বা প্রেরণা নাই। কিন্তু এইসকল প্রবৃত্তি হইতে সংযত হইতে না পারিলে অশক্ত ব্যক্তির পক্ষে তাহা হইতে নিবৃত্তি লাভ করিবার জন্যই বিবাহে স্ত্রী-সঙ্গ, যজ্ঞে পশু-হত্যা এবং সুরাগ্রহে অর্থাৎ সৌত্রামণীতে মদ্যপানের আশু ব্যবস্থা হইয়াছে। সুতরাং নিবৃত্তিমার্গই শাস্ত্রের একমাত্র ব্যবস্থা।" এই সম্বন্ধে স্বয়ং মনুও বলিয়াছেন—"প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥"

অর্থাৎ "(মাংস-ভক্ষণ, মদ্যপান ও মৈথুনাদিতে মনুষ্যদিগের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকিলেও) এ সকল বিষয় হইতে নিবৃত্ত হওয়াই মহাফলজনক।"

আবার নারদ বলিয়াছেন—

"অহস্তানি সহস্তানামপদানি চতুষ্পদাম্।
ফল্গূনি তত্র মহতাং জীবো জীবস্য জীবনম্॥"

অর্থাৎ "হস্ত-হীন প্রাণীগণকে হস্তযুক্ত মানবগণ, পদরহিত তৃণসমূহকে চতুষ্পদ পশুগণ এবং নিরীহ ক্ষুদ্র জীবগণকে বৃহৎ প্রাণীগণ ভক্ষণ করে; সুতরাং এক জীব অন্য জীবয়োপায়-স্বরূপ।"—ইহা সাত্ত্বিক প্রকৃতির কথা নহে—পরন্তু তামসিক। জৈবধর্ম্ম গ্রন্থে উল্লেখ আছে—"জীব-হিংসা—পশুবৃত্তি"। অতএব তামসিক ও রাজসিক লোকের সঙ্গ-ক্রমে মনের মধ্যে পশুবৃত্তি রেখাপাত করিতে পারে। সাত্ত্বিক ব্যক্তির সঙ্গ করাই কর্ত্তব্য; তাহাতে চিত্তে সত্ত্বগুণের বিকাশ হয়।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ বলেন—"ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গেন পরিজায়তে।" অর্থাৎ "ভগবদ্ভক্তের সহিত সঙ্গ করিলে ভক্তির উদয় হয়।" ভক্ত-সঙ্গ বলিতে কি বুঝায়, তৎসম্বন্ধে জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত 'জৈবধর্ম' গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে—'যাঁহারা শুদ্ধভক্ত তাঁহাদের সহিত কথোপকথন, তাঁহাদের

সেবা ও তাঁহাদের কথা-শ্রবণ—এইসকল কার্য্যকে ভক্তসঙ্গ বলি।' কিন্তু বহুভাগ্যে সৎসঙ্গ বা ভক্ত-সঙ্গ মিলে। যথা শ্রীমন্মহাপ্রভু-বাক্য—

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধু-সঙ্গ করয়॥

শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে' সাধু-সঙ্গের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে—

"সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লব-মাত্র সাধুসঙ্গ সর্বসিদ্ধি হয়॥"

'ভাগবতে'ও কথিত হইয়াছে—

"অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাম্॥"

অর্থাৎ—'হে নিষ্পাপ মহাত্মগণ, আপনাদের নিকট আমরা অত্যন্তিক মঙ্গলের বিষয় প্রশ্ন করিতেছি। এ' সংসারে অর্দ্ধক্ষণের জন্যও যদি সাধু-সঙ্গ হয়, তাহা হইলে সেই সাধু-সঙ্গ মনুষ্যসকলের পক্ষে পরম নিধিস্বরূপ হইয়া থাকে।'

মায়ায় মোহিত জীব অনেকেই হয়ত সাধু-বৈষ্ণবের সঙ্গ করিতে চাহেন না। তাঁহারা প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে, সাধুসঙ্গ করিবার সময় এখনও আমাদের হয় নাই; সাধুসঙ্গ করিলে সংসার ছাড়িতে হয়, কাজেই তাহা মোটেই শুভজনক নহে। বুঝিতে হইবে, সেই সব লোক নিতান্তই বহির্ম্মুখী। 'শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত বলেন—

"বিষয়-মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যামদে ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে॥

যাঁহারা সাধুসঙ্গ করিবার জন্য সময়ের প্রতীক্ষা করেন, তাঁহারা যদি একবার ভাবিয়া দেখেন যে, এ জীবন ক্ষণস্থায়ী,—'নলিনীদলগত-জলমতি-তরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলং'; এ সংসারে কেহ কাহারও নহে, একমাত্র নিত্যবস্তু শ্রীভগবান আপনার জন;—তাহা হইলে আর সাধুসঙ্গ না করার কোন কারণ থাকিতে পারে না। কবি গোবিন্দ দাস গাহিয়াছেন—

"কমল-দল-জল জীবন টলমল
ভজহুঁ হরিপদ নিতি রে॥" (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

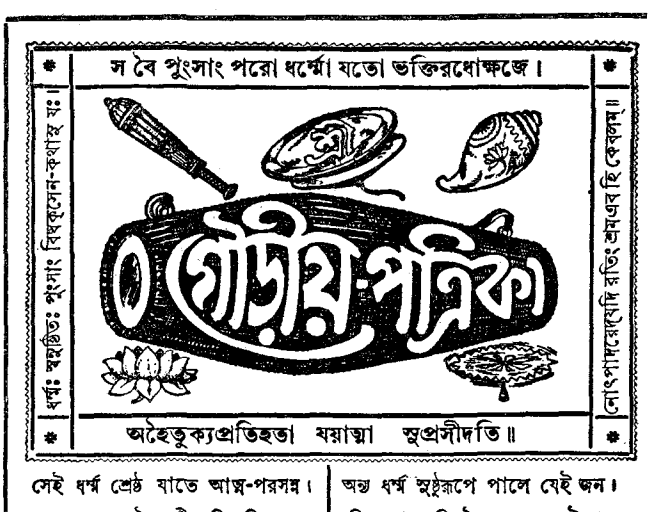

১২শ বর্ষ | অনিরুদ্ধ, ১৩ কেশব, ৪৭৪ গৌরাব্দ
বুধবার, ৩০ কার্ত্তিক, ১৩৬৭ ; ইং ১৬।১১।৬০ | ৯ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রুতিগণ-কৃতং "শ্রীশ্রীনারায়ণ-স্তব-দ্বাদশকম্" (১)

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তাশীতিতমেঽধ্যায়ে—১৪-২৫)

শ্রীশ্রুতয়ঃ ঊচুঃ,—

জয় জয় জহ্যজামজিত দোষ-গৃভীত-গুণাং
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধ-সমস্তভগঃ।
অগ-জগদোকসামখিলশক্ত্যববোধক তে
ক্বচিদজয়াত্মনা চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ॥ ১৪॥

(প্রলয়কালে পরমেশ্বর স্বরচিত বিশ্বকে নিজের মধ্যে সংহার-পূর্ব্বক শক্তিগণের সহিত যোগবলে নিদ্রিততুল্য অবস্থান করিলে প্রলয়ান্তে তদীয় প্রথম-নিঃশ্বাসজাত শ্রুতিসকল মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক বাক্যসমূহদ্বারা তাঁহাকে প্রবোধিত করিয়াছিলেন,—)

শ্রুতিগণ বলিলেন,—যাঁহার দ্বারা সত্ত্ব-রজস্তমোগুণ দোষরূপে গৃহীত হইয়াছে, হে অজিত! সেই চরাচর অজাকে (মায়াকে) তুমি বিনষ্ট করিয়া তোমার জয় দেখাও, জয় দেখাও; কেননা, আত্মশক্তিক্রমে মায়াতীত তোমাতে (স্বরূপতঃ) সমস্ত ঐশ্বর্য্য অবরুদ্ধ আছে; তুমিই জগতের অখিল শক্তির অববোধক (উদ্বোধক অন্তর্যামী); তুমি আত্ম-শক্তিতেই বিপুল চিজ্জগতে লীলা করিয়া থাক এবং কোন কারণবশতঃ তোমার ছায়াশক্তি মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করিয়া তদ্দ্বারে (সৃষ্ট্যাদি) লীলা করিয়া থাক,—বেদ তোমার এই দুই প্রকার লীলাই বর্ণন (পূর্ব্বক প্রতিপাদন) করেন ॥ ১৪ ॥

বৃহদুপলব্ধমেতদবযন্ত্যবশেষতয়া
যত উদয়াস্তময়ৌ বিকৃতের্মৃদি বাবিকৃতাৎ।
অত ঋষয়ো দধুস্ত্বয়ি মনোবচনাচরিতং
কথমযথা ভবন্তি ভুবি দত্তপদানি নৃণাম্ ॥ ১৫ ॥

হে প্রভো! ঘটাদি বিকৃত পদার্থের যেরূপ মৃত্তিকাতেই উৎপত্তি এবং লয় হইয়া থাকে, সেইরূপ যে অবিকৃত ব্রহ্মবস্তুর মধ্যে নিখিল বিশ্বের উৎপত্তি-প্রলয়াদি সাধিত হইতেছে, সেই ব্রহ্মবস্তু (আপনি) একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন; অতএব মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ আপনার প্রতিই যাবতীয় মনোবাক্য-চরিত অর্থাৎ মন্ত্রবাক্যের তাৎপর্য্য এবং অভিধান-সমূহ নির্ণয় করিয়াছেন, পরন্তু বিভিন্ন বিকারসমূহের উদ্দেশ্যে তাহা নির্ণয় করেন নাই। যেহেতু মানবগণ মৃত্তিকা, পাষাণ, ইষ্টক প্রভৃতি যে স্থানেই পদার্পণ করে, সে-সমস্ত যেরূপ ভূমিতেই নিহিত হয়, সেইরূপ বেদমধ্যে কোন কোনস্থলে বিকারী দেবগণের মাহাত্ম্য বর্ণিত থাকিলেও উহা বস্তুতঃ সর্ব্বকারণকারণ-স্বরূপ আপনারই প্রতি-পাদক হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

ইতি তব সূরয়স্ত্র্যধিপতেঽখিললোকমল-
ক্ষপণকথামৃতাব্ধিমবগাহ্য তপাংসি জহুঃ।
কিমুত পুনঃ স্বধামবিধূতাশয়-কালগুণাঃ
পরম ভজন্তি যে পদমজস্র-সুখানুভবম্ ॥ ১৬ ॥

হে ত্রিগুণ-মায়ামৃগী-নর্ত্তক ! বিবেকবন্ত মহাপুরুষগণ পূর্ব্বোক্ত কারণবশতঃ ভবদীয় অখিল লোকপাপ-বিনাশন-কীর্ত্তি-সুধা-সমুদ্রে অবগাহন করিয়া যাবতীয় সন্তাপ দূরীভূত করিয়াছেন ; অতএব হে পরমপুরুষ ! যাঁহারা স্বরূপস্ফুর্ত্তি-নিবন্ধন রাগাদি অন্তঃকরণ-ধর্ম্মসমূহ এবং জরা-ব্যাধি প্রভৃতি কালধর্ম্ম-সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক অখণ্ডানন্দ অনুভব-স্বরূপ আপনার সেবা করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে পাপমুক্ত হইবেন, তদ্বিষয়ে আর বক্তব্য কি ? ১৬ ॥

দৃতয় ইব শ্বসন্ত্যসুভৃতো যদি তেঽনুবিধা
মহদহমাদয়োঽণ্ডমসৃজন্ যদনুগ্রহতঃ ।
পুরুষবিধোঽন্বয়োঽত্র চরমোঽন্নময়াদিষু যঃ
সদসতঃ পরং ত্বমথ যদেষ্ববশেষমৃতম্ ॥ ১৭ ॥

প্রাণিগণ আপনার প্রতি ভক্তিযুক্ত হইলেই বস্তুতঃ সার্থক জীবন ধারণ করে, অন্যথা তাহারা ভস্ত্রা-তুল্য কেবলমাত্র বৃথা শ্বাসযুক্ত হইয়া থাকে। হে দেব ! মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার প্রভৃতি যাঁহার অনুপ্রবেশে সামর্থ্য লাভ করিয়া সমষ্টি-ব্যষ্টিরূপ দেহের সৃষ্টি করিয়াছিল এবং যিনি অন্নময়াদি পঞ্চকোষে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তত্তদাকারে পরিলক্ষিত ও সর্ব্বান্তে কোষ-পঞ্চকের আশ্রয়স্বরূপ পুচ্ছরূপে (আনন্দময়রূপে) উপদিষ্ট হইয়াছেন, পরন্তু স্বরূপতঃ স্থূল-সূক্ষ্ম-পদার্থসমূহের অতীত ও পঞ্চকোষের মধ্যে একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন, আপনিই সেই সত্যপদার্থ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন ॥ ১৭ ॥

উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ
পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরম্ ।
তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে ॥ ১৮ ॥

হে অনন্ত ! ঋষিসম্প্রদায়-মার্গাবলম্বিগণের মধ্যে স্থূলদৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ মণিপূরস্থিত ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন, কিন্তু আরুণি-সম্প্রদায় যাবতীয় নাড়ীসমূহের মার্গস্বরূপ হৃদয়স্থ (জ্ঞানশক্তিদায়ক) সূক্ষ্ম বস্তুরই উপাসনা করেন। সেই হৃদয় হইতে ভবদীয় উপলব্ধি-

স্থান সুষুম্না নাড়ী পরম জ্যোতির্ম্ময় মস্তকে অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রাভিমুখে উদ্‌গত হইয়াছে, উক্ত স্থান প্রাপ্ত হইয়া পুরুষ পুনরায় মৃত্যুমুখে অর্থাৎ এই সংসারে পতিত হয় না ॥১৮॥

স্বকৃত-বিচিত্র-যোনিষু বিশন্নিব হেতুতয়া
তরতমতশ্চকাস্‌স্যনলবৎ স্বকৃতানুকৃতিঃ।
অথ বিতথাস্বমূষ্বিতথং তব ধাম সমং
বিরজধিয়োঽনুযন্ত্যভিবিপণ্যব একরসম্ ॥ ১৯ ॥

হে দেব! আপনি স্বকৃত বিচিত্র উচ্চ নীচ মধ্যম যোনি অর্থাৎ অভিব্যক্তি স্থান দেহাদিতে উপাদানরূপে প্রবিষ্টের ন্যায় বর্ত্তমান থাকিয়া তাহাদের অনুকরণ-সহকারে কাষ্ঠভেদে তারতম্যানুসারে প্রকাশমান অগ্নির ন্যায় ঐসকল স্থানভেদে তারতম্যক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অতএব ইহলৌকিক এবং পারত্রিক ফলাকাঙ্ক্ষারহিত নির্ম্মলচিত্ত পুরুষগণ ঐ সমস্ত মিথ্যাভূত যোনিসমূহের মধ্যে যাহা তুল্যভাবে অবস্থিত, তাদৃশ ভবদীয় সন্মাত্র-স্বরূপকেই সত্যরূপে অবগত হইয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

স্বকৃত-পুরেষ্বমীষ্ববহিরন্তরসংবরণং
তব পুরুষং বদন্ত্যখিল-শক্তিধৃতোঽংশকৃতম্।
ইতি নৃগতিং বিবিচ্য কবয়ো নিগমাবপনং
ভবত উপাসতেঽঙ্ঘ্রিমভবং ভুবি বিশ্বসিতাঃ ॥ ২০ ॥

শাস্ত্রসকল স্বকর্ম্মোপার্জ্জিত নরাদি বিভিন্ন শরীরে কার্য্য-কারণরূপ আবরণশূন্য দশায় বর্ত্তমান জীবকে সর্ব্বশক্তিধর পরিপূর্ণস্বরূপ আপনারই অংশ ও কার্য্যতুল্য বলিয়া থাকেন; মনীষিগণ এতাদৃশ জীবতত্ত্ব আলোচনাপূর্ব্বক বিশ্বাস-সহকারে এই পৃথিবীতে যাবতীয় বৈদিক কর্ম্মসমূহের সমর্পণ-ক্ষেত্র-স্বরূপ ভবদীয় সংসার-ভয়-নিবর্ত্তক পাদমূলের উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ২০ ॥

দুরবগমাত্মতত্ত্ব-নিগমায় তবাত্মতনো-
শ্চরিতমহামৃতাব্ধি-পরিবর্ত্ত-পরিশ্রমণাঃ।

ন পরিলষন্তি কেচিদপবর্গমপীশ্বর তে
চরণসরোজ-হংসকুল-সঙ্গ-বিসৃষ্ট-গৃহাঃ ॥ ২১ ॥

হে ঈশ্বর ! জীবকুলকে দুর্ব্বোধ আত্মতত্ত্ব-জ্ঞাপনের জন্য প্রকটিত-মূর্ত্তি ভবদীয় চরিতরূপ মহাঅমৃত-সমুদ্রে যাঁহারা অবগাহন দ্বারা শ্রান্তি দূর করিয়াছেন এবং আপনার পাদপদ্মে হংসতুল্য বিচরণশীল ভক্তগণের সঙ্গবশতঃ গৃহত্যাগ করিয়াছেন, তাদৃশ মহাপুরুষগণ মুক্তিপদও কামনা করেন না ॥ ২১ ॥

ত্বদনুপথং কুলায়মিদমাত্মসুহৃৎ-প্রিয়ব-
চ্চরতি তথোন্মুখে ত্বয়ি হিতে প্রিয় আত্মনি চ ।
ন বত রমন্ত্যহো অসদুপাসনয়াত্মহনো
যদনুশয়া ভ্রমন্ত্যুরুভয়ে কুশরীরভৃতঃ ॥ ২২ ॥

হে প্রভো ! আপনার অনুবর্ত্তী এবং সেবার উপযোগী এই বিনশ্বর দেহ আত্মা, সুহৃৎ এবং প্রিয়তুল্য স্বাধীনভাবে আচরণ করিতেছে, তথাপি যে অসদুপাসনায় আসক্ত হইয়া নীচদেহ ধারণপূর্ব্বক মহাভয়সঙ্কুল সংসারে ভ্রমণ করিতে হয়, জীবগণ দেহাদির উপলালনরূপ সেই অসদুপাসনায় প্রমত্ত হইয়া নিরন্তর কৃপাপ্রদানোন্মুখ, প্রিয় ও হিতকারী পরমাত্মরূপী আপনাকে সখ্যাদিভাবে সেবা করিতেছে না ॥ ২২ ॥

নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্র-ভোগ-ভুজদণ্ড-বিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রি-সরোজ-সুধাঃ ॥ ২৩ ॥

হে প্রভো ! মুনিগণ প্রাণ, মন এবং ইন্দ্রিয়াদি নিরোধপূর্ব্বক দৃঢ়যোগযুক্ত হইয়া হৃদয়ে যে তত্ত্বের উপাসনা করেন, শত্রুগণও আপনার স্মরণহেতু উক্ত তত্ত্ব লাভ করিয়াছে। হে দেব, যে-সকল রমণী সর্পরাজ-দেহসদৃশ ভবদীয় ভুজদণ্ডযুগলের প্রতি লালসাবশতঃ পরিচ্ছিন্ন-দৃষ্টিসম্পন্না, তাঁহারা এবং ভবদীয় পদকমলের সুষ্ঠু ধারণশীল

অপরিচ্ছিন্ন দৃষ্টিসম্পন্না আমরা সকলেই আপনার নিকট তুল্য কৃপাপাত্রী ॥ ২৩ ॥

ক ইহ নু বেদ বতাবরজন্মলয়োঽগ্রসরং
যত উদগাদৃষির্যমনু দেবগণা উভয়ে।
তর্হি ন সন্ন চাসদুভয়ং নচ কালজবঃ
কিমপি ন তত্র শাস্ত্রমপকৃষ্য শয়ীত যদা ॥ ২৪ ॥

হে ভগবন্! যাহা হইতে ব্রহ্মা এবং তৎপশ্চাৎ আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক দেবগণ উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই পূর্ব্বসিদ্ধ পুরুষোত্তম আপনাকে এ-জগতে উৎপত্তি-বিনাশশীল পশ্চাদ্‌বর্ত্তী কোন্ ব্যক্তি জানিতে পারে? আপনি যে সময়ে যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের সংহার-পূর্ব্বক যোগনিদ্রা অবলম্বন করেন, তৎকালে আকাশাদি স্থূলপদার্থ, মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি সূক্ষ্মপদার্থ এতদুভয়ের সৃষ্ট স্থূলশরীর, কালবেগ, ইন্দ্রিয়-প্রাণাদি-জ্ঞাপক পদার্থ কিম্বা শাস্ত্র—এ-সকলের কিছুই বর্ত্তমান না থাকায় জীবগণের কোনরূপ জ্ঞান-সাধন থাকে না ॥ ২৪ ॥

জনিমসতঃ সতো মৃতিমৃতাত্মনি যে চ ভিদাং
বিপণমৃতং স্মরন্ত্যপদিশন্তি ত আরুপিতৈঃ।
ত্রিগুণময়ঃ পুমানিতি ভিদা যদবোধকৃতা
ত্বয়ি ন ততঃ পরত্র স ভবেদববোধরসে ॥ ২৫ ॥

হে দেব! বৈশেষিক প্রভৃতি মতাবলম্বিগণ জগতের উৎপত্তি স্বীকার করেন, পাতঞ্জলাদি মতাবলম্বিগণ অসৎ হইতে ব্রহ্মাত্বের উৎপত্তি কীর্ত্তন করেন, নৈয়ায়িকগণ একবিংশতি প্রকার দুঃখ-নাশকেই 'মুক্তি' বলিয়া থাকেন, সাংখ্যকারগণ আত্মবস্তুতে ভেদ বর্ণন করেন, এবং মীমাংসকগণ কর্ম্মফল-ব্যবহার অর্থাৎ কর্ম্মফলজাত স্বর্গাদির সত্যত্ব ও পরমপুরুষার্থত্ব অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, পরন্তু তাহাদের পূর্ব্বোক্ত উপদেশসমূহ ভ্রমজনিতই হইয়া থাকে, বস্তুতঃ তত্ত্বদৃষ্টিজাত নহে। পুরুষ ত্রিগুণময় বলিয়া তন্মধ্যে যে ভেদ বর্ত্তমান, তাহা অজ্ঞানেরই বিলাসমাত্র বলিয়া তাদৃশ অজ্ঞানের অতীত অসঙ্গ চিদ্‌ঘনস্বরূপ আপনার মধ্যে তাদৃশ অজ্ঞানজনিত ভেদ বর্ত্তমান থাকিতে পারে না ॥ ২৫ ॥

মাধুকর ভৈক্ষ্য

ত্রিদণ্ডি-শ্রেষ্ঠ জগদ্‌গুরু শ্রীধরস্বামিচরণ ভাবার্থ-দীপিকায় পঞ্চবিধ ভিক্ষা-সংখ্যা নিরূপণ করিয়াছেন,—

"মাধুকরমসংক্লিপ্তং প্রাক্‌প্রণীতমযাচিতম্।
তাৎকালিকোপপন্নঞ্চ ভৈক্ষ্যং পঞ্চবিধং স্মৃতম্॥"

ভিক্ষা পঞ্চবিধ—(১) মাধুকরী-ভিক্ষা, (২) অসংক্লিপ্ত-ভিক্ষা, (৩) অযাচিত-ভিক্ষা, (৪) প্রাক্‌প্রণীত-ভিক্ষা এবং (৫) তাৎকালিক-প্রাপ্ত-ভিক্ষা।

'মধুকর' বিভিন্ন পুষ্প হইতে পুষ্পসার (মধু) সংগ্রহ করিয়া থাকে। মধুকরের মধুর অধিকাংশ যেরূপ পরার্থেই নিয়োজিত হয়, তদ্রূপ বৈষ্ণব বিভিন্ন স্থান হইতে যে ভিক্ষা সংগ্রহ করেন, তাহা যদি হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবার্থ নিয়োজিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'মাধুকরী ভিক্ষা' বলা যায়। বহু পুষ্প হইতে মধু সংগৃহীত হওয়ায় ভিক্ষা-মধ্যে কোনও একটি বিশেষ স্থান-কাল-পাত্রের দোষস্পর্শ হয় না। মধুকর-সমূহ সারগ্রাহী, তাহারা সার গ্রহণ করে, আর গর্দ্দভসমূহ ভার বহন করে। বৈষ্ণবগণ মধুকরের ন্যায় হরিসেবার্থ 'মধু' আহরণ করেন, সেই 'মধু' ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হয়। শ্রীবলদেব প্রভু 'মধু' পান করেন, মধুর দ্বারা বলদেবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ হয়, শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা হয়, এজন্য মাধুকরী ভিক্ষাই সারগ্রাহি-বৈষ্ণবগণের কৃত্য। যাহারা বহির্ম্মুখ সংসারে আসক্ত, কেবল দম্ভোদর-পরিপূর্ত্তি ও বহির্ম্মুখ ভোগ্যগণের জন্য আহার্য্য-সংগ্রহে ও সঞ্চয়ে ব্যস্ত, তাহাদের বৃত্তি—ভারবাহী গর্দ্দভের বৃত্তি। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত তাহাদিগকে ঐরূপ আখ্যানেই আখ্যাত করিয়াছেন,—

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥
(ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

"যেই জন কৃষ্ণ ভজে, সে বড় চতুর।" 'চতুর' অর্থে—ধূর্ত্ত নহে,—সারগ্রাহী। ধূর্ত্ততা—সারগ্রাহিতা নহে; উহা একপ্রকার ভারবাহিতা বা আত্মবঞ্চনা। কিন্তু সারগ্রাহিগণ জগতের সমস্ত বস্তুর হেয়তার মধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়া অনাসক্তভাবে সমস্ত বস্তুর সারভাগ বা উপাদেয়ত্ব চয়নপূর্ব্বক কৃষ্ণ-সম্বন্ধে

নির্ব্বন্ধিত করিবার কৌশল জানেন বলিয়াই তাঁহাদের উপায়ন-সমূহ মাধুকর ভৈক্ষ্য। জগতের বৈজ্ঞানিক-সম্প্রদায়, অর্থনৈতিক-সম্প্রদায় বহু পরিশ্রম, বহু অকৃতকার্য্যতা ও কৃতকার্য্যতার সহিত সংগ্রাম করিয়া যে ফল লাভ করেন, ভগবদ্ভক্ত সেই ফলের সার্থকতা সম্পাদন করিবার কৌশল জানেন। বাষ্পীয়-জগৎ, বৈদ্যুতিক-জগৎ, বেতার-জগৎ, চলচ্চিত্র-জগৎ, আলোকচিত্র-জগৎ প্রভৃতি যে-সকল বৈজ্ঞানিক জগতের আবিষ্কার হইয়াছে, একমাত্র ভগবদ্ভক্তই তদ্দ্বারা চরম ও নিত্য পরোপকারের বাস্তব ও ব্যবহারিক নিপুণতা প্রদর্শন করিয়া ঐ সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের চরম সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারেন। ঐ সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বা ভাবিকালের বৈজ্ঞানিকগণ যে-সকল আবিষ্কার করিবেন, তাহা যদি কেবল জগতের ভোগ ও অনর্থের সেবায় নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা যে কিরূপ বিষময় ফল হইতে পারে, তাহা বিগত মহাযুদ্ধে এবং বিভিন্ন দেশের জাতীয়-সংঘর্ষের মধ্যে অনুক্ষণ দৃষ্ট ও পরিস্ফুট হইতেছে। বিজ্ঞানের ঐ সকল দান চরমে জগন্নাশকর কার্য্যের এক একটী সোপান নির্ম্মাণ করিতেছে। এজন্য সারগ্রাহী-শিরোমণি আচার্য্যবর্য্যের শ্রীমুখের আদেশানুসারে শ্রীগৌড়ীয়মঠ জড়বিজ্ঞানের দানকে ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-দেবের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান চিদ্‌বিজ্ঞানের—শ্রীনাম-প্রেম-প্রচারের দাসত্বে নিযুক্ত করিয়া জড়বিজ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য পরিপূরণ ও যথার্থ সার্থকতা বিধান করিতেছেন। মানবজাতির—সমগ্র প্রাণিজাতির নিত্য ও বাস্তব উপকার ইহা দ্বারা সাধিত হইতেছে ও হইবে।

আর ভারবাহি-সম্প্রদায় সাময়িক মত্ততায় উহার সার্থকতা না বুঝিয়া নিজের উদ্ভাবিত আগুনে নিজেরাই পুড়িয়া মরে। বিগত মহাযুদ্ধ কি তাহা প্রমাণ করে নাই? প্রাত্যহিক রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ঘটনাবলী কি তাহা প্রমাণ করিতেছে না? বিগত মহাযুদ্ধ কত উজ্জ্বল ও প্রতিভা-সম্পন্ন জীবন হরণ করিয়াছে! আজ যদি ঐ সকল জীবন হরিভজন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ও জগজ্জীবের কত উপকার সাধিত হইত! বিজ্ঞানের দান তাহা-দিগকে কি করিয়াছে? তাহাদিগকে রক্ষা করিবার পরিবর্ত্তে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিতেছে! বিজ্ঞানের দানগুলি কি মানবের সাময়িক অর্থ ও কাম-সাধক ইন্দ্রিয়-তর্পণে নিযুক্ত হইলেই তদ্দ্বারা চরম সার্থকতা ও পরোপকার সাধিত হইতে পারে? বরং প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত তদ্‌বিপরীতই প্রমাণ করিয়াছে। ঐ সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মানবজাতিকে কামী, বিলাসী, ব্যভিচারী, উৎপথগামী,

কপট, হিংসক, দেহসর্ব্বস্ব, জড়সর্ব্বস্ব করিয়া দিয়া তাহাদিগকে বধ্যভূমিতে টানিয়া আনিতেছে। সেদিন পাশ্চাত্যদেশের কোন শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক বলিয়াছেন যে, **চলচ্চিত্রগুলিই জগতে ভীষণ উৎপাত ঘটাইয়াছে। চলচ্চিত্রের সাহায্যে বিদেশীয় ও স্বদেশীয় বহু লোক নানাপ্রকার কপটতা, চুরি, ব্যভিচার, দস্যুতা, কৃতঘ্নতা ও নানাপ্রকার পাপের চরম আদর্শ-সমূহে দীক্ষিত ও শিক্ষিত হইতেছে।** সুতরাং যাহারা বা যে-জাতি উহা আবিষ্কার করিয়াছে, ঐ আবিষ্কার কার্য্যতঃ তাহাদেরই বিনাশের জন্য পরিণত হইয়া পড়িতেছে। যদিও সাময়িক অর্থাগমের মাদকতা ঐ সকল জগন্নাশকর আদর্শকে উপলব্ধি করিতে দিতেছে না, তথাপি উহা 'নালিঘা'র মত সমাজ-শরীরকে দূষিত করিয়া ফেলিয়াছে।

আর দেখুন, শ্রীগৌড়ীয় মঠ কি করিতেছেন? যে-সকল অচৈতন্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মানবজাতিকে মৃত্যুর মুখে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, সারগ্রাহী মহাজনের ইঙ্গিতানুসারে ঐ সকলকে শ্রীচৈতন্যের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার শ্রীনাম-প্রচারের সেবায় নিযুক্ত করিয়া—সমগ্র বিশ্ববাসীকে মায়ার দাস্য হইতে মহামুক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে পুনর্জীবন প্রদান করিতেছেন। মানবজাতি! যদি তুমি সত্য সত্য বুদ্ধিমান হও—প্রকৃত rationalist হও, তাহা হইলে এ কথা এখনও বুঝিতেছ না কেন?—ধরিতে পারিতেছ না কেন? বিচার কর—শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রের কথা বিচার কর—আর তাহার আগে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের নিজ-জনের অপার দয়া—পরম দানের বিষয় একটু সহিষ্ণু হইয়া বিচার কর। এই হেয়তামিশ্রিত জগৎ হইতে শ্রীগৌড়ীয় মঠ কিরূপ সার গ্রহণ করিতেছেন, মাধুকরী ভিক্ষা সংগ্রহ করিতেছেন, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ; তোমার জীবনের সকল সমস্যা ঘুচিয়া যাইবে।

ইন্দুরে গর্ত্ত করে, কিন্তু সর্প গর্ত্ত করিবার ক্লেশ স্বীকার না করিয়া ইন্দুরের পরিশ্রমলব্ধ গর্ত্তে নিজ বাসস্থান আবিষ্কার করিয়া থাকে। ইন্দুরের গর্ত্ত তাহার আপাত আরামদায়ক হইলেও তাহার মৃত্যুর দূত সেখান হইতে তাহাকে টানিয়া বাহির করে। সেইরূপ সারগ্রাহিগণ ভারবাহিগণের ন্যায় বৃথা কার্য্যে বহু সময় ও পরিশ্রম ব্যয় করেন না; কিন্তু ভারবাহিগণের বহু পরিশ্রম ও সময়-নিয়োগের ফলও বিশেষ সার্থকতা লাভ করিতে পারে, যদি সারগ্রাহি-গণের সেবায় তাহা নিযুক্ত হইয়া পড়ে। গৃহস্থ মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া—বহু পরিশ্রম করিয়া যে অর্থ সঞ্চয় করেন, তাহা সর্ব্বক্ষণ যদি কেবল বহির্ম্মুখ

ব্যক্তিগণের দম্ভোদর-পূর্ত্তি ও বিলাসের জন্য ব্যয়িত হয়, তবে তদ্দ্বারা ভারবহন-কার্য্যই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, উহা কোন শ্রেষ্ঠ বা মঙ্গলময় ফল প্রসব করিতে পারে না; আর ঐ অর্থ যদি সারগ্রাহিগণের হরিসেবায়—শ্রীহরির নাম, কাম ও ধাম-প্রচারের সেবায় নিযুক্ত হয়, তাহা হইলেই ঐরূপ মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, নানাপ্রকার পাপ-পুণ্যের দ্বারা অর্থ-সঞ্চয়ের ও সংগ্রহের সার্থকতা সাধিত হয়—উহার চরম ফল লাভ হয়—মানবজাতির শ্রেষ্ঠ উপকার হয়—পরম পরার্থিতা সাধিত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন লোকের প্রাণ, অর্থ, বাক্য, বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভৃতি লোকে স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়-তর্পণ-জন্য অর্থাৎ ভার-বহন-কার্য্যে নিযুক্ত করে, আর শ্রীগৌড়ীয় মঠ মানবজাতি হইতে ঐ সকল ভিক্ষা করিয়া ভগবৎ-নাম, কাম ও ধাম-সেবায় নিযুক্ত করেন বলিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠের কার্য্য —সারগ্রাহিতা বা মাধুকরী ভিক্ষা।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের অকপট সেবকগণ মধুকর—মাধুকরী ভিক্ষাই তাঁহাদের শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-সেবা। শ্রীগৌড়ীয় মঠ—মধুচক্র-সদৃশ। তাহাতে বলদেবের সেবোপকরণ মধু সংগৃহীত হয়। বলদেব বা কৃষ্ণ Drone Bee সদৃশ। Drone Bee ও Queen Beeএর মিলনকার্য্যে অর্থাৎ সেবাকার্য্যেই সমস্ত আহৃত মধু নিযুক্ত হইবে। মধুকরগণ তাঁহাদের আনুগত্যেই সর্ব্বদা মধু-আহরণ-কার্য্যে (মাধুকরী ভিক্ষায়) নিযুক্ত থাকিবেন। মৎসরতা-বশে যদি কেহ মনে করে, Drone Bee তাহাদেরই মত বাহ্যদৃষ্টিতে একজন worker bee নহে, অর্থাৎ কৃষ্ণকে যদি তাহারা পরম সেব্য ও স্বরাট্ বিচার করিবার পরিবর্ত্তে তাহাদেরই মত সেবকজাতীয় মনে করে, তাহা হইলে তাহাদের আর সারগ্রাহিতা থাকিবে না, তাহারা জাগতিক ভোগি-বিচার-পরায়ণগণের ন্যায় ভারবাহী গর্দ্দভ হইয়া পড়িবে—মাধুকরী-ভিক্ষায় আর তাহাদের অধিকার থাকিবে না। কোন মধুকরই নিজের জন্য পৃথগ্‌ভাবে মধু সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারিবে না। সমস্ত মধুই Drone Bee অর্থাৎ কৃষ্ণের কাম-বর্দ্ধনার্থ নিযুক্ত হইবে। তাহা হইলে মধুকর-সমূহ একজন সেব্যের সেবার উদ্দেশ্যে পরস্পর প্রীতিবদ্ধ হইয়া বাস করিতে পারিবে; আর যদি তাহারা পরস্পর স্ব স্ব ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির উদ্দেশ্যে মধুর জন্য স্ব স্ব reserved fund বা Saving Bank খুলিয়া Drone Beeকে বঞ্চিত করিতে চাহে, তাহা হইলে তাহারা নিজেরাই বঞ্চিত হইবে—নিজেরা পরস্পর মারামারি করিয়া মধুচক্র-স্থলে বিষচক্র সৃষ্টি করিবে। অতএব একমাত্র স্বরাটের ও তৎপ্রকাশ-বিগ্রহ সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রের মনোঽভীষ্ট-পূর্ত্তির উদ্দেশ্যে

ভারবাহি-সম্প্রদায়কে ভারবাহন-কার্য্য হইতে মুক্তি-প্রদানের জন্য তাহাদের প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য প্রভৃতি আহরণই—মাধুকরী ভিক্ষা, আর ঐ সকল আহৃত উপকরণই —'মাধুকর ভৈক্ষ্য।'

যাহা ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়তর্পণার্থ বা পরমহংস গুরুজনের আনুগত্য-ব্যতীত আহৃত হয়, তাহাতে সারগ্রাহিতা নাই বলিয়া উহা "মাধুকর ভৈক্ষ্য" নামে অভিহিত হইতে পারে না। মাধুকর ভৈক্ষ্যের ফল সমগ্র জগৎ প্রাপ্ত হন। মাধুকর ভৈক্ষ্যের ভোক্তা—স্বয়ং কৃষ্ণ, আর সেই কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট ব্রহ্মা, সূর্য্য ও সমস্ত ভূত প্রাপ্ত হইয়া থাকেন—"বিষ্ণুব্রাহ্মার্ক-ভূতেভ্যঃ।" সারগ্রাহি-সম্প্রদায় জীবের যে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য "মাধুকর ভৈক্ষ্য" রূপে আহরণ করেন, তদ্দ্বারা বিষ্ণুর সেবা হয় এবং সেই বিষ্ণুসেবার ফল সমগ্র জগৎ প্রাপ্ত হন।

"শ্রীগৌড়ীয়মঠকে যে অর্থাদি প্রদান করা হয়, তদ্দ্বারা কেবল শ্রীগৌড়ীয়-মঠেরই আহার্য্যের সংস্থান হয়—যেমন কোন ক্ষুধার্ত্ত ভিক্ষুককে কিছু অর্থ প্রদান করিলে তদ্দ্বারা সেই ভিক্ষুকটীরই ক্ষুধা-নিবৃত্তি ও তাহার পরিতৃপ্তি হয়",—যাঁহারা এইরূপ মনে করেন, তাঁহারা অতীব ভ্রান্ত ও ভারবাহী। কর্ম্মফল-বাধ্য, ক্ষুধাতাড়িত ভিক্ষুককে কর্ম্মি-সম্প্রদায় যে দান করে, তাহা ভারবাহিতা-মাত্র; তাহা সারগ্রাহিতা বা মাধুকরী নহে। কিন্তু শ্রীগৌড়ীয় মঠের কৃত্য বা ভিক্ষা তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। শ্রীগৌড়ীয় মঠ দম্ভোদর-পূরণের জন্য কর্ম্মী দাতার নিকট হইতে কোন মল আহরণ করেন না। ব্যক্তিগত বা বহু ব্যক্তির ইন্দ্রিয়-তর্পণার্থ ভিক্ষাগ্রহণ—ঋণ-গ্রহণ-মাত্র; ঐ ঋণ কোনও না কোন প্রকারে এই জন্মে বা পরজন্মে ঐ কর্ম্মফলবাধ্য ভিক্ষুককে শোধ করিতেই হইবে। কিন্তু শ্রীগৌড়ীয় মঠ শ্রীভগবানের নাম, কাম ও ধাম-প্রচারের জন্য জগতের নিকট হইতে সার গ্রহণ করেন,—মল-আহরণ বা ভার গ্রহণ করেন না। ভগবানের নাম, কাম, ধাম-সেবার জন্যই তাঁহাদের জীবন; তাঁহারা বিঘশাসী, শ্রীগুরু-কৃষ্ণের উচ্ছিষ্টভোজী; কর্ম্মফল-বাধ্য ভিক্ষুকের ন্যায় তাঁহারা 'অর্থ' [জপকারী বা 'অভাব' 'অভাব' ধ্যানকারী নহেন। তাঁহাদের 'মাধুকরী ভিক্ষা' বা 'মাধুকর ভৈক্ষ্য'—'মহামন্ত্র-জপ', 'মহামন্ত্র-কীর্ত্তন,' 'হরিধ্যান' হইতে পৃথক্ নহে। ঐ "মাধুকর ভৈক্ষ্য" ব্যক্তিবিশেষের দম্ভোদর-সেবা বা ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির জন্য নহে,—উহা ভগবানের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি, শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্ট-প্রচার ও তদ্দ্বারা সমগ্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠ উপকার বা প্রকৃত পরার্থিতার জন্য উদ্দিষ্ট।

কোনও অভাবগ্রস্ত ভিক্ষুক-বিশেষ বা তজ্জাতীয় বহু ভিক্ষুক যে দান গ্রহণ

করে, বা দাতা তাহাকে ও তজ্জাতীয় বহু কর্ম্মফলবাধ্য ভিক্ষুককে যে দান করে, তদ্দ্বারা ভিক্ষুক বা দাতার কোনও নিত্য উপকার হয় না—সেই দানের ফল সমগ্র মানবজাতি বা জীবজগৎ পাইতে পারে না। একজনকে জুতা দান করিতে গিয়া আর একটী প্রাণীকে হত্যা করিতে হয়। একজনকে অর্থ দান করিতে গিয়া আর একজনকে নিরাশ করিতে বা আর একজনের পকেটে হাত দিতে হয়। আর কোনও বিশেষ বা কতকগুলি ব্যক্তির সাময়িক অভাব-পরিপূরণে জগতেরও কোন প্রকৃত ও নিত্য হিত হয় না। কিন্তু সারগ্রাহি-সম্প্রদায় বা শ্রীগৌড়ীয় মঠ যে মাধুকরী ভিক্ষা গ্রহণ করেন, তাহা কোনও ব্যক্তিবিশেষ বা বহু ব্যক্তির ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, উদরপূর্ত্তি, সাময়িক অভাব-নিবৃত্তি প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত না হইয়া সকল জীবের সকল অভাবের নিদান ভগবদ্-বহির্ম্মুখতা-দূরীকরণে—ভগবানের সেবার দুর্ভিক্ষ-অপনোদনে নিয়োজিত হইয়া তদ্দ্বারা সমগ্র বিশ্বের মঙ্গল সাধিত হয়—যথার্থ পরার্থিতার শ্রেষ্ঠ ফল-লাভ হয়। ইহাই শ্রীগৌড়ীয় মঠের "মাধুকর ভৈক্ষ্য"। এই মাধুকর ভৈক্ষ্য মুক্ত ও অমুক্ত—সকলেরই শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন-সাধক।

পারমার্থিক-প্রদর্শনী, গ্রন্থ-প্রচার, (বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবার্থ) দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা, ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের কীর্ত্তন-উৎসবাদির অনুষ্ঠান, শ্রীমূর্ত্তির সেবা-প্রকাশ, মঠস্থাপন, লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার, পরিক্রমা-মহোৎসবাদির, ভগবন্নাম, কাম ও ধাম-সেবার জন্য যে-সকল ভিক্ষা সংগৃহীত হয়, তাহা সকলই—"মাধুকর ভৈক্ষ্য।" ঐ মাধুকর ভৈক্ষ্যের ভোক্তা—স্বয়ংপ্রকাশ বলদেব, তিনিই সকল মধুর মালিক। জীব মধুর মালিক নহে,—আহরণকারী মাত্র; সেই আহরণের সার্থকতা হয়, যদি তাহা বলদেবের অর্থাৎ ভগবৎ-সেবা-প্রচারের সেবায় নিযুক্ত হয়।

"মাধুকর ভৈক্ষ্য" আর ভেট, দক্ষিণা, ব্যবসায়ীর দর্শনী, বস্তুর বিনিময়ে দেয় মূল্য—একজাতীয় বস্তু নহে। **শ্রীগৌড়ীয় মঠ পারমার্থিকপত্র, পারমার্থিক গ্রন্থ প্রভৃতির জন্য যে ভিক্ষা গ্রহণ করেন, তাহা সকলই—"মাধুকর ভৈক্ষ্য"।** গণমস্তিষ্ক "ফেল কড়ি মাখ তেলে"র নীতিতে এত ভারগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহারা নিজেদের উপমায় মাধুকর ভৈক্ষ্য ও ব্যবসায়ের পণ্যদ্রব্যে বিবর্ত্তগ্রস্ত হইয়া এককে আর একটী মনে করিয়া বসিয়াছেন। যাহা মানবের ইন্দ্রিয়-তোষণে কল্পিত হয়, তাহার বাহ্য আকার যাহাই থাকুন না কেন, তাহা ব্যবসায়ীর পণ্য, জীবের

ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির শুল্ক; আর যাহার মূল উদ্দেশ্য কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণ, তাহার বাহ্য আকার যাহাই হউক না কেন, তাহা—**"মাধুকর ভৈক্ষ্য"**। ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুকগণ হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার্থ এই "মাধুকর ভৈক্ষ্য" সংগ্রহ করেন। যাঁহাদের কায়মনোবাক্য পরমহংস গুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে হরিসেবায় দণ্ডিত হইয়াছে, তাঁহারাই "মাধুকর ভৈক্ষ্য" গ্রহণের অধিকারী। অজিতেন্দ্রিয় গৃহব্রত-সম্প্রদায়ের তাহাতে অধিকার নাই। ভারবাহী কর্ম্মি-জ্ঞানি-সম্প্রদায়ও "মাধুকর ভৈক্ষ্যে"র মধুকর হইতে পারে না। তাহারা কাচভাণ্ডাবরণে আবৃত মধু স্পর্শ করিবার অভিনয় দেখাইলেও মধুস্পর্শ হইতে সর্ব্বদাই বঞ্চিত থাকে। একমাত্র বলদেবের সেবক, সারগ্রাহী, প্রকৃত ত্রিদণ্ডিভিক্ষুকগণই সকল বাক্য, সকল অঙ্গ ও সকল অন্তঃকরণে মাধুকরী-ভিক্ষা-সংগ্রহের যোগ্য। ইহা মানবজাতি যে-দিন বুঝিতে পারিবেন, সেদিন তাঁহাদের ভারবাহিতা বিদূরিত হইবে, তখন তাঁহারা সারগ্রাহী হইয়া "অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু"—এই শ্রুত্যুক্ত অখিলরসামৃত-মূর্ত্তির সেবায় কায়মনো-বাক্য, সর্ব্বস্ব নিয়োজিত করিয়া জীবনকে মধুময় অর্থাৎ মধুস্বরূপ পরম পুরুষের সেবার উপকরণ করিতে পারিবেন।

দ্বিতীয় প্রকার ভৈক্ষ্যের নাম—**"অসংক্লিপ্ত ভৈক্ষ্য"**। শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন,—"অসংক্লিপ্তান্ অত্রায়ং লাভো ভবিষ্যতীতি পূর্ব্বমনুদ্দিষ্টান্" অর্থাৎ এখানে ইহা লাভ হইবে,—এইরূপ পূর্ব্বের অনুদ্দিষ্ট ভৈক্ষ্য-সামগ্রীকে "অসংক্লিপ্ত ভৈক্ষ্য" কহে।

তৃতীয় প্রকার ভৈক্ষ্য—**"প্রাক্‌প্রণীত"**, পূর্ব্ব হইতে উদ্দিষ্ট বা নির্দ্ধারিত যে ভৈক্ষ্য। কোনও ব্যক্তি বিশেষের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি নিশ্চয়ই ভিক্ষা প্রদান করিবেন,—এইরূপ পূর্ব্বে জানিয়া তাঁহার নিকট হইতে যে ভিক্ষা গৃহীত হয়।

চতুর্থ প্রকার ভৈক্ষ্য—**"অযাচিত"**। অযাচিত ভিক্ষাবৃত্তিকে অজগর-বৃত্তি বলা যাইতে পারে। ভিক্ষার জন্য কোনও চেষ্টা না করিয়া স্বস্থানে বসিয়া যে ভিক্ষা পাওয়া যায়, তাহাই—"অযাচিত ভৈক্ষ্য"।

পঞ্চম প্রকার ভৈক্ষ্য—**"তাৎকালিকোপপন্ন"**। পূর্ব্বে কোনও বন্দোবস্ত, কথাবার্ত্তা বা প্রার্থনা নাই, উপস্থিতক্ষেত্রে কোনও স্থানবিশেষে অকস্মাৎ বা দৈবাৎ যে ভিক্ষা পাওয়া যায়, তাহাই—"তাৎকালিক ভৈক্ষ্য"।

এতদ্ব্যতীত কায়িক, বাচিক ও মানসিক—এই ত্রিবিধ ভৈক্ষ্য মানবজাতি

সর্ব্বক্ষণই এই জগৎ হইতে আহরণ করিতেছেন। কায়িক ভৈক্ষ্য—স্থূল, আর বাচিক ভৈক্ষ্য—সূক্ষ্ম। এই উভয় ভৈক্ষ্য মানসিক ভৈক্ষ্যের অনুমোদন অপেক্ষা করিয়া থাকে। মানস ভৈক্ষ্য নিয়ন্তৃরূপে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ ভাবদ্বয়ের বিচার করে। কিন্তু **যাঁহাদের মনোনিগ্রহ হইয়াছে, তাঁহারাই প্রকৃত-প্রস্তাবে "মাধুকর ভৈক্ষ্য" আহরণে যোগ্য হইতে পারেন।**

এই পঞ্চবিধ ভৈক্ষ্যের মধ্যে "মাধুকর ভৈক্ষ্য" কোনও ভূতোদ্বেগ উৎপন্ন করে না অর্থাৎ সকলেই অল্প অল্প করিয়া ভগবৎসেবার্থ প্রদান করিতে সমর্থ হয় এবং সারগ্রাহী ভিক্ষুক বহুস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া বহু লোকের প্রদত্ত দ্রব্য ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিয়া বহু লোকের কল্যাণ বিধান করিতে পারেন। বহুলোকের একত্র উপকার করিতে হইলে মাধুকর ভৈক্ষ্যই শ্রেষ্ঠ। বহু লোক মিলিয়া যেরূপ হরিকীর্ত্তন সাধিত হয়, সেরূপ বহু লোকের উপায়ন-দ্বারাও নাম-প্রচারে আনুকূল্য হয়। এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিকীর্ত্তনকারি-গণকে মাধুকরী ভিক্ষা আহরণ করিতে বলিয়াছেন। "মাধুকর ভৈক্ষ্য" ও "নাম-সংকীর্ত্তন"—একই তাৎপর্য্যপর।

অসংক্লিপ্ত ভিক্ষায় অনেক সময় ভিক্ষুককে নির্য্যাতিত ও প্রত্যাখ্যাত হইতে হয়। কখনও বা ভিক্ষুকের বহু দ্রব্যও লাভ হইয়া থাকে। শ্রদ্ধাবান্ বা হরিসেবায় ঐকান্তিক গৃহস্থগণের নিকট হইতে প্রাক্‌প্রণীত ভৈক্ষ্য লাভ হইয়া থাকে। অযাচিত ভিক্ষা, আকাশবৃত্তি বা অজগর-বৃত্তির দ্বারা ভজনানন্দিগণ জীবন নির্ব্বাহ করেন। কিন্তু হরিকীর্ত্তন-বিস্তারে পঞ্চবিধ ভৈক্ষ্যই যুগপৎ নিয়োজিত হইতে পারে। মাধুকর, অসংক্লিপ্ত, প্রাক্‌প্রণীত, অযাচিত ও তাৎকালিক—এই পঞ্চবিধ ভৈক্ষ্যই যুগপৎ হরিকীর্ত্তন-প্রচারে—বিশ্বের পরম ও ঐকান্তিক মঙ্গলসাধনে নিযুক্ত হইতে পারে। শ্রীগৌড়ীয় মঠ এই পঞ্চবিধ ভিক্ষাকেই কৃষ্ণসম্বন্ধে নিযুক্ত করিবার আদর্শ প্রদর্শন-পূর্ব্বক পরম পরার্থিতা বা কৃষ্ণার্থিতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতেছেন।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

———

কলিকাতায় কীর্ত্তন

বিগত ১৪ই চৈত্র (১৩০৫ বঙ্গাব্দ) হইতে কলিকাতার পল্লীতে পল্লীতে মহা সমারোহে নাম-সংকীর্ত্তন হইতেছে। "শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজের" নেতৃপক্ষদিগের মনে একটা ভাব উঠিল, সেই ভাবদ্বারা চালিত হইয়া নগরবাসীদিগের সাহায্যে বিডনষ্ট্রীটে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মদিনে প্রথম সংকীর্ত্তন হয়। অনেকানেক বৃদ্ধলোকের মতে ঐরূপ সংকীর্ত্তন-মহোৎসব কলিকাতা মহানগরীতে আর কখনও হয় নাই। সে-দিবসে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের এরূপ কৃপা দেখা যায় যে, অনেক ব্যয়কুণ্ঠ লোকেরাও মিষ্টান্ন সেবা দিয়া কীর্ত্তনকারীদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। কি পাষণ্ড, কি ভগবদ্ভক্ত, সকলেই এক মনে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনে যোগ দিয়াছিলেন। শ্রীমহাপ্রভুর জন্মদিনে এইরূপ সমারোহে সর্ব্বদেশে নাম-সংকীর্ত্তন হওয়া আবশ্যক।

এই মহোৎসব হইতে নগরবাসীগণ কীর্ত্তনপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। এমন কি, অন্য সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বহুব্যয়পূর্ব্বক প্রত্যেক পল্লীতে একটী একটী কীর্ত্তনদল স্থাপিত হইল। এ সমস্তই মহাপ্রভুর ভঙ্গী। জীবের পক্ষে হরিনাম ব্যতীত আর গতি নাই—বিশেষতঃ কলিযুগে। এটী বড় সুখের বিষয় যে, ভারতের সর্ব্বপ্রদেশস্থ লোকেরা কলিকাতায় থাকিয়া শ্রীনাম-কীর্ত্তনে যোগ দিয়াছেন। বিশেষতঃ পশ্চিমের লোকেরা, যাঁহারা কখনও মহাপ্রভুর নাম শুনেন নাই, তাঁহারাও শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনে যোগ দিয়া নিত্যানন্দ-গৌরাঙ্গ নামে উন্মত্ত হইয়াছেন। বড়বাজারের বহুতর দোকানদার ও দালাল প্রভৃতি পশ্চিম-নিবাসিগণ বহু যত্নে ও বহু অর্থব্যয়ের দ্বারা নগর-কীর্ত্তনের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। কলিকাতার প্রত্যেক পল্লীর নিবাসিগণ আপন আপন পল্লীতে মহা সমারোহে কীর্ত্তন করিয়াছেন। যদিও জিগীষাক্রমে অনেক কার্য্য হইতেছে, তথাপি শ্রীনাম কীর্ত্তন কিছুই দোষের জন্য হয় না।

আমরা শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভুর জন্ম-দিবসে কীর্ত্তনের জন্মভূমি মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীনবদ্বীপ মায়াপুরে জন্ম-মহোৎসবে নিযুক্ত ছিলাম। কয়েকদিন পরে আমরা কলিকাতায় আসিয়া কীর্ত্তন-স্রোত লক্ষ্য করত বড় সুখ লাভ করিলাম। কয়েকটী কীর্ত্তন দেখিয়া আমাদের মনে এইপ্রকার ভাব হইল। সকলই প্রভুর লীলা। প্রভু যখন যাহা করেন, তখনই তাহা হয়। জীবের কিছুই ক্ষমতা নাই। যে কলিকাতায় ধর্ম্ম একেবারে

উঠিয়া যাইতেছিল সেই কলিকাতায় প্রভুর শক্তিক্রমে সর্ব্বধর্ম্মের সার ধর্ম্ম যে হরি-কীর্ত্তন, তাহাই প্রবল হইয়াছে; কিন্তু মহাপ্রভু এইসকল কার্য্যে উৎসাহ দিয়াও তাঁহার অতি গুপ্ত-রহস্য যে প্রেম, তাহা এই মহানগরীতে বিতরণ করেন নাই। যথেষ্ট উৎসাহ দিয়াছেন ও তাঁহার আপনাকে প্রচার করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার লোককে মতি দিয়াছেন; এমন কি, অন্যান্য সুখ পরিত্যাগেরও শক্তি দিয়াছেন, কিন্তু বিশুদ্ধ প্রেমভক্তির দ্বার উদ্ঘাটন করেন নাই। কীর্ত্তনকারীদিগের হৃদয়ে কীর্ত্তন-স্পৃহা দিয়াছেন, কিন্তু পূর্ব্ব-মহাজনদিগের পথে অনুগত হইবার জন্য প্রবৃত্তি আজও দেন নাই।

চর্ম্ম-পাদুকা ছাড়িয়া অনেকে খোল-করতালের সহিত কীর্ত্তন করিতেছেন, তথাপি অনেকের গলায় তুলসীর মালা দেখিলাম না। যদিও কেহ কেহ ধারণ করিয়াছেন, সে-মালাগুলিও নূতন। তাহাতে অনেক সন্দেহ হয়। অনেকের অঙ্গে দ্বাদশ তিলক শোভা করিতেছে না। আজ নিমতলার ঘাটে, কল্য যোড়াসাঁকোয়, আবার একদিন ঝামাপুকুরে মহাজনী-প্রণালীতে কীর্ত্তন শ্রবণ করিবার জন্য গিয়া দেখি, কোথাও সেইরূপ পাইলাম না। ন্যাড়া, বাউল, যাত্রা, থিয়েটার—এই সকল সুরে রঙ্গের গান শুনিলাম; তাহাতে আমাদের যে-পরিমাণ দুঃখ হইল, তাহা মধ্যে মধ্যে হরি, কৃষ্ণ, রাম—এইসকল নিত্য নাম শ্রবণ করিয়া কথঞ্চিৎ দূর হইল। যাঁহাদের হৃদয়ে প্রেমভক্তি আছে, তাঁহারা প্রায়ই প্রাচীন নামের সুর ভালবাসেন। তাঁহারা বাজে কথা গান করিতে বা শুনিতে চান্ না। তাঁহারা প্রাচীন-ভাবে শুদ্ধ হরিনাম গান করেন ও শ্রবণ করেন।

এই মহানগরীর পল্লীবাসিগণ আজকাল সৎসঙ্গাভাবে শুদ্ধভক্তির স্বভাব সহজে লাভ করেন না। কাযে কাযেই তাঁহারা স্বকপোল-কল্পিত পদ্ধতি অবলম্বন করেন। ইহাও প্রভুর লীলা। প্রভুর যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক, আমাদের ইহাতে কোন কথা নাই। **খোল-করতালাদি প্রাচীন যন্ত্র ব্যতীত আধুনিক ও বৈদেশিক যন্ত্রসকল কীর্ত্তনে প্রবেশ করাইলে অনেক রঙ্গ হয় বটে, কিন্তু শ্রীভক্তিদেবীর ক্রমভঙ্গ হইয়া পড়ে।** আজ-কাল আমরা বৈদেশিক ব্যবহারে এত মুগ্ধ যে, ভজন-প্রণালীর মধ্যে তাহাকে প্রবেশ করাইতে যত্ন করিয়া থাকি।

যাহাই হউক, আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভু বড়ই দয়ালু। তিনি যখন কলিকাতা মহানগরীর উপর একটু দৃষ্টিপাত করিয়া কীর্ত্তনে মতি দিয়াছেন,

তখন আমরা ভরসা করি যে, এই মহানগরবাসিগণের হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে শুদ্ধা ভক্তির সঞ্চার করিবেন।

কতকগুলি লোকে বলেন যে, নগরবাসিগণ প্লেগের আগমনে এই সকল কীর্ত্তন-প্রথা সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি তাহাও হয়, তাহাতেও আমাদের কোন দুঃখ নাই, কেননা বিধি-বাক্য এই—

"অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥"

অর্থাৎ যিনি উদার-বুদ্ধি পুরুষ তিনি অকামী হউন, সর্ব্বকামী হউন, অথবা মোক্ষকামী হউন, তীব্র ভক্তিযোগে পরম-পুরুষকে যজন করিবেন। কৃষ্ণই পরম পুরুষ। কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনই কলিকালের মহাযজ্ঞ। যিনি সুবুদ্ধিমান্, তিনি সর্ব্বকাম হইয়াও সেই কৃষ্ণকে সংকীর্ত্তন যজ্ঞে যজন করিবেন। প্লেগ নাশ করিবার কামনায় অন্য সকল উপায় দূর করিয়া তীব্র ভক্তিযোগদ্বারা কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনরূপ মহাযজ্ঞ সম্পাদন করিবেন। বোম্বাই প্রদেশের লোকেরা যদি কলিকাতা-নিবাসিদিগের অনুকরণ করিতেন, তবে তাঁহারাও অবিলম্বে প্লেগমুক্ত হইতেন, সন্দেহ নাই। নগরবাসিগণ প্লেগ নিবারণের জন্য সংকীর্ত্তন করিলেও দোষী হইতে পারেন না। যে-সকল লোকেরা কীর্ত্তন-বিরোধী, তাহারা দেশের যে পরম শত্রু, ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

আমাদের আর একটা কথা আছে। সংকীর্ত্তন হউক, কিন্তু পর্ব্বদিন অবলম্বন করা আবশ্যক। দর্শ পৌর্ণমাসী, একাদশী, গৌর পৌর্ণমাসী, কৃষ্ণাষ্টমী, কার্ত্তিক মাস, বৈশাখ মাস, ভগবানের যাত্রাসকল, সংক্রান্তি,—এই সকল পর্ব্বদিন অবলম্বন করিয়া হরি-কীর্ত্তন হইলে ভাল হয়। প্রাচীন মহাজনী সুরে খোল-করতাল ইত্যাদি প্রাচীন যন্ত্র লইয়া নিজে নিজে পবিত্র বৈষ্ণবভাবে হরিনাম-কীর্ত্তন করিয়া নগরবাসিগণ আমাদিগের হৃদয়ে পরমানন্দ দান করুন। তাঁহাদের কীর্ত্তন-মহোৎসবে আমরা সুখী হইয়াছি, আপনার যথানিয়মে হরিসংকীর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে পরম সুখী করুন। শ্রীগৌরাঙ্গ জগদ্গুরু; তাঁহাদিগকে ইচ্ছামত ফল অবশ্য প্রদান করিবেন।

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

———

"ভৃগু-পদচিহ্ন"

সরস্বতী-তীরে, বনের ভিতরে, যজ্ঞ করে মুনিগণ।
বিশ্বে তিন ঈশ্বর, মধ্যে কে হন্ বড়, বাধিল তর্ক ভীষণ॥
সুযোগ্য বিচারে, ভৃগু-মুনিবরে, প্রেরিল তিনের পাশ।
তাপসী-সভার, সমস্যা-সম্ভার, সমাধানে করি' আশ॥
ব্রহ্মার কুমার, গেল ব্রহ্মাগার, ব্রহ্মত্ব পরীক্ষা তরে।
স্তুতি-নতিহীন, অবজ্ঞার চিন, দাঁড়ালো পিতার ধারে॥
হেরি প্রজাপতি, পুত্রের কু-রীতি, অতি ক্রোধে মৌনী রয়।
পিতৃভাব হেরি, ব্রহ্মলোক ছাড়ি, শিবলোকে মুনি যায়॥
ব্রহ্মার কুমারে, সম্মুখেতে হে'রে, আলিঙ্গিতে যায় শিব।
অতি সমাদরে, দু'হাত প্রসারে, নম্রযুত পঞ্চগ্রীব॥
মুনি বলে, শিব! হীন তুচ্ছভাব, (ওহে) অপবিত্র অনাচারী!
পরশে তোমার, কিবা অধিকার, নিরমল শুদ্ধাচারী॥
শুনি' মুনি-বোল, শঙ্কর বিভোল, ত্রিশূল ধরিয়া করে।
তাপসে বধিতে, ধায় আচম্বিতে, শঙ্করী চরণে ধরে॥
ঈশ্বরের যোগ্য, নহে কর্ম্মি-বিজ্ঞ, যোগ তপ-সিদ্ধগণ।
চিন্তি' ভৃগুমুনি, চলেন তখনি, যেথা আছে নারায়ণ॥
রতন পর্য্যঙ্কে, পদ লক্ষ্মী-অঙ্কে, সেবিত শায়িত রূপ।
ত্বরা যেয়ে তাৎ, করে পদাঘাত, হরিবক্ষে করি' কোপ॥
ত্রস্তে ব্যস্তে হরি, ভৃগুপদ ধরি, সবিনয় বলে বাণী—
ক্ষম এ অক্ষমে, নিজ কৃপাগুণে, ঘোর দোষে দোষী আমি॥
তব আগমন, করিনু হেলন, রৈনু হ'য়ে পুরে নারীবশ।
হয়ে হতজ্ঞান, করি অবজ্ঞান, তব যোগ্য ভক্তিরস॥
কঠোর নির্ম্মম, বজরের সম, বক্ষঃস্থল রুক্ষ মোর।
ও পদকমল, কুসুম-কোমল, ঘাতে ব্যথা পেলে ঘোর॥
বৈকুণ্ঠ-শ্রীপতি, এবে হ'ল খ্যাতি, 'ভৃগু-পদচিহ্ন-ধারী'।
করিহে প্রণতি, সভকতি স্তুতি, লক্ষ্মীসহ পদে পড়ি॥

একথা শুনিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, (ভৃগু) ফিরে যান তপোবনে।
কহে আদি অন্ত, যতেক বৃত্তান্ত, মুনিবৃন্দ-সন্নিধানে॥
শুনি' মুনিগণ, বিস্ময়ে মগন, বুঝিল শ্রীহরি-তত্ত্ব।
ব্রহ্মা মহেশ্বর, নহে সর্ব্বেশ্বর, বিষ্ণুই পরম তত্ত্ব॥
'শ্রীঅদ্বৈতদাস', ছাড় নীচ আশ, ব্রজবাস যদি চাও।
ইতর বাসনা, থাকিতে হবে না, ভব-তৃষা ছাড়ি দাও॥

—শ্রীঅদ্বৈত দাস ব্রজবাসী

উপনিষদ্-বাণী

বৃহদারণ্যক (৩)

কোনসময়ে বিদেহরাজ জনক প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞে কুরু ও পাঞ্চালদেশের বহু ব্রাহ্মণ উপস্থিত হন। রাজর্ষি জনক ব্রাহ্মণদের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ কে, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা লইয়া যজ্ঞস্থলে এক সহস্র ধেনু (প্রত্যেকের শিঙে দশ তোলা করিয়া সুবর্ণ স্থাপন করিয়া) উপস্থিত করেন এবং ব্রাহ্মণগণকে বলেন,—"হে পূজ্য ব্রাহ্মণগণ! আপনাদের মধ্যে যিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ, তিনি এই গাভীসকল গ্রহণ করুন।" কিন্তু ব্রাহ্মণদের মধ্যে কাহারও তদ্বিষয়ে সাহস হয় নাই। তখন যাজ্ঞবল্ক্য নিজ শিষ্যকে দিয়া উক্ত গাভীসকল নিজ গৃহে প্রেরণ করেন। তাহা দেখিয়া অন্য ব্রাহ্মণগণ যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করেন—"আপনি কি ব্রহ্মনিষ্ঠ?" তিনি উত্তর দিলেন,—"আমি ব্রহ্মনিষ্ঠগণকে নমস্কার করি, তবে আমি গাভীসকল গ্রহণে ইচ্ছুক"। তখন হোতা অশ্বল যাজ্ঞবল্ক্যকে কয়েকটী প্রশ্ন করেন—"এই প্রাণীসকল যে মৃত্যুদ্বারা ব্যাপ্ত ও মৃত্যুর অধীন, সেই মৃত্যুকে কিরূপে অতিক্রম করিবে?

উত্তর—**যজমান হোতা ঋত্বিক্‌রূপ অগ্নিদ্বারা এবং বাক্‌দ্বারা উহার অতিক্রম করিতে পারে। বাক্‌ই যজ্ঞের হোতা। বাক্‌ই অগ্নি, তাহাই মুক্তি ও অতিমুক্তি। বাক্‌দ্বারা কীর্ত্তন হয়; সুতরাং কীর্ত্তন-প্রভাবেই জীব সংসার-বন্ধন-মুক্ত হয়।**

প্রশ্ন—যাহা কিছু দেখা যায়, সমস্তই দিন ও রাত্রির অধীন। কোন্ সাধনের দ্বারা দিন রাত্রকে অতিক্রম করা যায়?

উত্তর—অধ্বর্য্যু ঋত্বিক ও চক্ষুরূপ আদিত্যের দ্বারা। অধ্বর্য্যু যজ্ঞের চক্ষুস্বরূপ। আর এই চক্ষুই আদিত্য। অতএব আদিত্য ও অধ্বর্য্যু অভেদ হওয়ায় উহাই মুক্তি এবং অতিমুক্তি।

প্রশ্ন—যাহা কিছু আছে সবই পূর্ব্বপক্ষ ও অপর পক্ষে ব্যাপ্ত। সবই এতদুভয়ের দ্বারা বশীকৃত। কোন্ উপায়ে যজমান ঐ দুইয়ের ব্যাপ্তিকে অতিক্রমণ করিয়া মুক্ত হইবে?

উত্তর—উদ্‌গাতা-ঋত্বিক এবং বায়ু-প্রাণ দ্বারা। উদ্‌গাতাই যজ্ঞের প্রাণ। প্রাণই বায়ু। তাহাই উদ্‌গাতা। সুতরাং উহাই মুক্তি ও অতিমুক্তি।

প্রশ্ন—অন্তরীক্ষ নিরাশ্রয়। অতএব যজমান কাহার আশ্রয়ে স্বর্গলোকে উঠিতে পারে?

উত্তর—ব্রহ্মা-ঋত্বিজ্ ও মনরূপ চন্দ্রের দ্বারা। ব্রহ্মা যজ্ঞের মনস্বরূপ। তাহাই চন্দ্র। অতএব উহাই মুক্তি ও অতিমুক্তি।

প্রশ্ন—আজ কতগুলি ঋক্ দ্বারা যজ্ঞে শাস্ত্র শংসন হইবে?

উত্তর—তিনটী—পুরোনুবাক্যা, যাজ্যা ও শস্যা।

প্রশ্ন—এতদ্দ্বারা কাহাকে জিতিবে?

উত্তর—যত প্রাণী আছে সকলকেই।

প্রশ্ন—আজ এই যজ্ঞে অধ্বর্য্যু কত আহুতি দ্বারা হোম করিবে?

উত্তর—তিন।

প্রশ্ন—তাহা কি কি?

উত্তর—(১) যাহা হোম করিবার পর প্রজ্বলিত হয়, (২) যাহা হোমান্তে অত্যন্ত শব্দ করে, (৩) এবং যাহা হোমের শেষে পৃথিবীতে লীন হয়।

প্রশ্ন—এতদ্দ্বারা যজমান কাহাকে জিতিবে?

উত্তর—যাহা হোমান্তে প্রজ্বলিত হয়, উহা দ্বারা দেবলোককে। কেননা, দেবলোক দেদীপ্যমান। যাহা হোমশেষে অত্যন্ত শব্দ করে, তদ্দ্বারা পিতৃলোককে। কারণ পিতৃলোক অত্যন্ত শব্দকারী। আর যাহা হোম করিবার পর পৃথিবীতে লীন হয়, উহা দ্বারা মনুষ্যলোককে। কারণ মনুষ্যলোক অধোবর্ত্তী।

প্রশ্ন—আজ ব্রহ্মা যজ্ঞের দক্ষিণ দিকে বসিয়া কতগুলি দেবতা দ্বারা যজ্ঞ রক্ষা করিতেছেন?

উত্তর—এক।

প্রশ্ন—তাহা কে? উত্তর—মন। মন অনন্ত এবং বিশ্বদেবও অনন্ত। অতএব এই মনের দ্বারা যজমান অনন্ত লোককে জয় করিবে।

প্রশ্ন—আজ এই যজ্ঞে উদ্‌গাতা কতগুলি স্তোত্র-ঋগ্‌বাক্যে স্তব করিবে?

উত্তর—তিনটী।

প্রশ্ন—তাহা কি কি?

উত্তর—পুরোনুবাক্যা, যাজ্যা ও শস্যা। শরীরান্তবর্ত্তী প্রাকই পুরোনুবাক্যা। তদ্দ্বারা পৃথিবীলোক জয় করে। যাজ্যা দ্বারা অন্তরীক্ষ এবং শস্যাদ্বারা দ্যুলোক। অতঃপর অশ্বল নীরব।

তৎপরে জারৎকারব আর্ত্তভাগ জিজ্ঞাসা করেন—গ্রহ কতগুলি ও অতিগ্রহ কতগুলি?

উত্তর—আটটী করিয়া। প্রাণই গ্রহ, উহা অপানরূপ অতিগ্রহ দ্বারা গৃহীত। কারণ প্রাণিগণ অপান দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করে। বাক্‌রূপ গ্রহ নামরূপ অতিগ্রহ দ্বারা গৃহীত। কেননা বাক্‌দ্বারা নাম উচ্চারণ করে। জিহ্বা গ্রহ, উহা রসরূপ অতিগ্রহে গৃহীত। প্রাণীসকল জিহ্বা দ্বারাই রস গ্রহণ করে। চক্ষু-গ্রহ রূপ-রূপ অতিগ্রহে গৃহীত। চক্ষুদ্বারা রূপ দর্শন হয়। শ্রোত্র-গ্রহ শব্দ-রূপ অতিগ্রহে গৃহীত। শ্রোত্রদ্বারা শব্দ গ্রহণ করে বলিয়া। মনদ্বারা কামনা করে বলিয়া মন-গ্রহ কামনারূপ অতিগ্রহে গৃহীত। হস্তরূপ গ্রহ দ্বারা গ্রহণ-কার্য্য হয় সেজন্য উহা কর্ম্মরূপ অতিগ্রহে গৃহীত। ত্বক-রূপ গ্রহ স্পর্শরূপ অতিগ্রহে গৃহীত। ত্বকদ্বারা স্পর্শ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়।

প্রশ্ন—যাহা কিছু বর্ত্তমান সবই মৃত্যুর খাদ্য, মৃত্যু যাহার খাদ্য, সেই দেবতা কে?

উত্তর—অগ্নি। অগ্নি মৃত্যু-স্বরূপ, উহা জলের খাদ্য। এই জ্ঞানের দ্বারা পুনর্মৃত্যুর পরাজয় হয়।

প্রশ্ন—মানুষ যখন মরে তখন প্রাণের উৎক্রমণ হয় কিনা?

উত্তর—না। তাহা বায়ুকে আকর্ষণ করিয়া তন্মধ্যে লয় হয়।

প্রশ্ন—যে-সময় মৃত্যু হয়, তখন কোন্ বস্তু মৃতব্যক্তিকে ছাড়ে না?

উত্তর—নাম। নাম অনন্ত, বিশ্বদেবও অনন্ত। এই আনন্ত্য দর্শন দ্বারা অনন্ত লোককে জয় করে।

প্রশ্ন—যখন মৃত পুরুষের বাণী অগ্নিতে, প্রাণ বায়ুতে, চক্ষু আদিত্যে, মন চন্দ্রে, শ্রোত্র দিকসকলে, শরীর পৃথিবীতে, হৃদয়াকাশ ভূতাকাশে,

রোমসকল বনস্পতিতে এবং রক্ত ও বীর্য্য জলে মিলিত হয়, তখন ঐ প্রাণী কোথায় থাকে ?

উত্তর—কর্ম্মে। পুণ্যকর্ম্মে পুণ্যবান এবং পাপকর্ম্মের দ্বারা পাপী হয়।

তৎপরে লাজ্যায়নি ভুজ্যু বলেন—আমি ব্রতাচরণ করিয়া মদ্রদেশে ভ্রমণ করিবার সময় গন্ধর্ব্বাবিষ্টা কোন স্ত্রীর পিতা পতঞ্জলের গৃহে উপস্থিত হই। ঐ স্ত্রীলোকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর দিল,—সে আঙ্গিরস সুধন্বা। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—'পরীক্ষিৎ কোথায় ?' সে কোন উত্তর দেয় নাই। তাহাই আপনার নিকট জিজ্ঞাস্য। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—যেখানে অশ্বমেধযাজী গমন করেন সেই দেবহতারণ্য-লোকে। সূর্য্যের রথের একদিনে যতটা স্থান গমন হয়, তাহাই দেবহতারণ্য। উহার চারিদিকে পৃথিবী দ্বিগুণভাবে ঘিরিয়া আছে। পৃথিবীকে সমুদ্র ঐরূপে ঘিরিয়াছে। ক্ষুরের ধার যতটা পাতলা এবং মক্ষিকার পক্ষ যতটা সূক্ষ্ম তদ্রূপ সূক্ষ্ম অণ্ডকপালের মধ্যে আকাশ বিরাজমান। ইন্দ্র পারীক্ষিতকে বায়ুকে প্রদান করেন। বায়ু তাহাকে নিজ স্বরূপে স্থাপিত করিয়া সেইখানে লইয়া যায় যেখানে অশ্বমেধযাজী গমন করে। ঐ গন্ধই বায়ুরই প্রশংসা করিয়াছে। বায়ুই ব্যষ্টি ও সমষ্টি।

চাক্রায়ণ উষস্ত জিজ্ঞাসা করেন,—যাজ্ঞবল্ক্য ! অপরোক্ষ আত্মা ও সর্ব্বান্তর আত্মা বিষয়ে ব্যাখ্যা কর। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—তোমার আত্মাই সর্ব্বান্তর। প্রশ্ন—ইহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাও। উত্তর—দৃষ্টির দ্রষ্টাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, শ্রুতির শ্রোতাকে শ্রবণ করা যায় না, মতির মন্তাকে মনন করা যায় না, বিজ্ঞাতির বিজ্ঞাতাকে জানা যায় না।

কৌষীতকেয় কহোল পুনরায় অপরোক্ষ ব্রহ্ম ও সর্ব্বান্তরাত্মা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,—যাহা ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ ও মৃত্যুর পরে অবস্থিত আত্মাকে জানিয়া ব্রহ্মবিৎ পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণাদি সব ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুচর্য্যা অবলম্বন করে। তখন আত্মজ্ঞানরূপ বলে বলবান হইয়া পাণ্ডিত্যের পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং মৌন অমৌনের পূর্ণতা সম্পাদন করিয়া ব্রাহ্মণ কৃতকৃত্য হয়। এতদ্ভিন্ন আর সকলই নাশবান।

বচক্নুপুত্রী গার্গী জিজ্ঞাসা করেন,—জগতের যাহা কিছু সবই জলে ওতপ্রোত আছে, কিন্তু ঐ জল কাহার আশ্রয়ে থাকে ? উত্তর—বায়ুতে। বায়ু কাহাতে বর্ত্তমান ? অন্তরীক্ষে। অন্তরীক্ষ গন্ধর্ব্বলোকে, গন্ধর্ব্বলোক

আদিত্যে। আদিত্য—চন্দ্রে, চন্দ্র—নক্ষত্রে, নক্ষত্র—দেবলোকে, দেবলোক—ইন্দ্রলোকে, ইন্দ্রলোক—প্রজাপতিলোকে, প্রজাপতিলোক—ব্রহ্মলোকে।

ব্রহ্মলোক কাহার আশ্রয়ে বর্ত্তমান? জিজ্ঞাসা করিলে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,—গার্গি! অতি প্রশ্ন করিও না, নতুবা তোমার মস্তক পতিত হইবে।

আরুণি উদ্দালক যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন—মদ্রদেশে কপিগোত্রোৎপন্ন পতঞ্জলের স্ত্রীর গন্ধর্বাবেশ হইয়াছিল। তাহাকে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় উত্তর দেয় যে, সে আথর্বণ কবন্ধ। সে পতঞ্জল ও তাহার যাজ্ঞিককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—তুমি জান কি, কাহার দ্বারা ইহলোক পরলোক এবং সমস্ত ভূত কোন্ সূত্রে গ্রথিত? কাপ্য উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন।

তৎপরে যাজ্ঞিককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—যিনি ইহলোক, পরলোক এবং সমস্ত প্রাণীদিগকে ভিতরে থাকিয়া নিয়মিত থাকে তাঁহাকে জানেন কি না? তিনিও উত্তর দিতে পারেন নাই। তখন সেই কবন্ধ বলিয়াছিল যে, যে ব্যক্তি ঐ সূত্র ও অন্তর্যামীকে জানিতে পারেন তিনি ব্রহ্মবেত্তা, ইহলোকবেত্তা, দেববেত্তা, বেদবেত্তা, ভূতবেত্তা, আত্মবেত্তা ও সর্ব্ববেত্তা হন। যদি তুমি ঐ সূত্র ও অন্তর্যামীকে না জানিয়া বৃথা ব্রহ্মবেত্তা অভিমান কর, তাহা হইলে তোমার মস্তক পতিত হইবে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—বায়ু ঐ সূত্র। তদ্দ্বারা ইহ-পরলোক ও সমস্ত ভূত গ্রথিত। যিনি পৃথিবীর ভিতরে থাকিয়া পৃথিবীকে নিয়মন করেন, পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, তিনি আত্মা, অন্তর্যামী ও অমৃত। যিনি জলের ভিতর বিদ্যমান থাকিয়া জলকে নিয়মিত করেন, জল যাঁহাকে জানিতে পারে না তিনিই আত্মা অন্তর্যামী। যিনি অগ্নি, অন্তরীক্ষ, বায়ু, দ্যুলোক, আদিত্য, দিকসকল, চন্দ্রমা, আকাশ, তমঃ, তেজ, প্রাণ, বাণী, নেত্র, শ্রোত্র, মন, ত্বক, বিজ্ঞান, বীর্য্য এবং সমস্ত ভূতে বর্ত্তমান থাকিয়া ঐসকলকে নিয়মন করেন, তিনিই অন্তর্যামী আত্মা। তাঁহাকে দেখা যায় না, কিন্তু তিনি সমস্ত দেখেন। তাঁহার কথা শ্রবণ করা যায় না বা মনন করা যায় না, কিন্তু তিনি সকলের বিষয় শ্রবণ ও মনন করেন। তাঁহাকে বিশেষরূপে জানা যায় না, কিন্তু তিনি সকলকে বিশেষরূপে জানেন, তিনিই অন্তর্যামী আত্মা অমৃত। তদ্ভিন্ন আর সমস্তই নাশবান।

পুনরায় গার্গী প্রশ্ন করেন,—যাহা দ্যুলোকের উপরে, পৃথিবীর নীচে এবং দ্যুলোক ও পৃথিবীর মধ্যে বর্ত্তমান, যাহা স্বয়ং দ্যুলোক ও পৃথিবী

এবং যাহাকে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বলা হয় তাহা কাহাতে ওতপ্রোত? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দেন--ঐসকল আকাশে ওতপ্রোত।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—আকাশ কাহাতে ওতপ্রোত? উত্তর—ঐ তত্ত্বকে অক্ষর বলে। তাহা মোটা বা পাতলা, ছোট বা বড়, লাল, দ্রব বা ছায়া নহে, তমঃ, বায়ু, আকাশ, রস, গন্ধ, নেত্র, শ্রোত্র, বাণী, মন, তেজ, প্রাণ, মুখ, ভিতর, বাহির কিছুই নহে; তাহা কিছুই খায় না বা তাহাকে কেহ খায় না। সেই অক্ষর বস্তুর প্রশাসনে সূর্য্য, চন্দ্র, দ্যুলোক, পৃথিবী, নিমেষ, মুহূর্ত্ত, মাস, ঋতু, সংবৎসর প্রভৃতি ধৃত হইয়া অবস্থিত। ঐ অক্ষরের প্রশাসনে পূর্ব্ববাহিনী এবং অন্য নদীসকল শ্বেত পর্ব্বত হইতে প্রবাহিত। আবার পশ্চিম বাহিনী এবং অন্যান্য নদী উহাদেরই অনুকরণ করিয়া থাকে। তাঁহারই প্রকৃষ্ট শাসনে দেবগণ যজমানের এবং পিতৃগণ দর্বী-হোমের অনুবর্ত্তন করেন। যে কেহ ঐ অক্ষরকে না জানিয়া হোম করে বা দীর্ঘকাল তপস্যা করে তাহাদের ঐসমস্ত ক্রিয়া নাশবান হইয়া যায়। **যে ব্যক্তি ঐ অক্ষর পুরুষকে না জানিয়া মরে, সে 'কৃপণ'। আর যিনি তাঁহাকে জানিয়া মরিতে পারেন, তিনি 'ব্রাহ্মণ'।** তিনি দৃষ্টির বিষয় নহেন কিন্তু দ্রষ্টা। শ্রবণের বিষয় নহেন কিন্তু শ্রোতা। মননের বিষয় নহেন কিন্তু মন্তা। স্বয়ং অবিজ্ঞাত থাকিয়া অন্যের বিজ্ঞাতা। তিনি ভিন্ন কেহ দ্রষ্টা, শ্রোতা বা বিজ্ঞাতা নাই। সেই অক্ষর পুরুষেই আকাশ ওতপ্রোত।

তৎপশ্চাৎ শাকল্য বিদগ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন—দেবগণ সংখ্যায় কত?

উত্তর—তিন হাজার তিন শত ছয়।

প্রশ্ন—দেব কতজন? উত্তর—তেত্রিশ (অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ইন্দ্র ও প্রজাপতি)।

প্রশ্ন—বসু কে কে? উত্তর—অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য, দ্যুলোক, চন্দ্রমা ও নক্ষত্র। ইহাতেই সমস্ত জগৎ নিহিত। এজন্য ইহাদের নাম বসু।

প্রশ্ন—রুদ্র কে কে? উত্তর—জীবের দশ ইন্দ্রিয় ও মন এই একাদশ। মৃত্যুসময়ে জীব রোদন করে এবং নিজ আত্মীয়-স্বজনকে রোদন করায়; এজন্য রোদনার্থে 'রুদ্র' নাম।

প্রশ্ন—ইন্দ্র ও প্রজাপতি কে?

উত্তর—বিদ্যুৎই ইন্দ্র এবং যজ্ঞই প্রজাপতি।

প্রশ্ন—স্তনয়িত্নু কে? উত্তর—বজ্র।

প্রশ্ন—প্রজাপতি কে? উত্তর—পশুগণ।

প্রশ্ন—ছয় দেবতা কে কে? উত্তর—অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, আদিত্য, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোক। বসু আদি তেত্রিশ দেবতার রূপেই এই অগ্নি আদি ছয় মূর্ত্তি।

প্রশ্ন—তিন দেবতা কে কে? উত্তর—তিন লোকই তিন দেবতা। ইহাতেই সমস্ত দেবতা অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন—এক দেবতা কে? উত্তর—প্রাণ। তিনিই ব্রহ্ম। তাঁহার অপর নাম 'ত্যৎ'।

প্রশ্ন—পূর্ব্বদিকে কোন্ দেবতা আছেন? উত্তর—আদিত্য। তিনি নেত্রে প্রতিষ্ঠিত। নেত্র রূপে প্রতিষ্ঠিত এবং রূপ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত।

প্রশ্ন—দক্ষিণদিকে কোন্ দেবতা আছেন? উত্তর—যমদেবতা। তিনি যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত। যজ্ঞ দক্ষিণাতে, দক্ষিণা শ্রদ্ধাতে এবং শ্রদ্ধা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত।

প্রশ্ন—পশ্চিমদিকে কোন্ দেবতা? উত্তর—বরুণদেব। তিনি জলে প্রতিষ্ঠিত, জল বীর্য্যে এবং বীর্য্য হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত।

প্রশ্ন—উত্তরদিকে কোন্ দেবতা? উত্তর—সোমদেব। তিনি দীক্ষায় প্রতিষ্ঠিত। দীক্ষা সত্যে এবং সত্য হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত।

প্রশ্ন—ধ্রুবা দিকে কোন্ দেবতা? উত্তর—অগ্নিদেব। তিনি বাকে এবং বাক্ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত।

প্রশ্ন—শরীর ও হৃদয় কাহাতে প্রতিষ্ঠিত? উত্তর—প্রাণে। প্রাণ—অপানে, অপান—ব্যানে, ব্যান—উদানে এবং উদান—সমানে। মধুকাণ্ডে যাহার বিষয় 'নেতি নেতি' করিয়া নিরূপণ করিয়াছে সেই আত্মা অগৃহ্য (গ্রহণ করা যায় না), অশীর্ণ (শীর্ণ হয় না), অসঙ্গ (কোন বস্তুতে সংসক্ত হয় না), অসিত (ব্যথিত ও হিংসিত হয় না)। পৃথিবী আদি অষ্ট আয়তন, অগ্নি আদি অষ্ট লোক, অমৃতাদি অষ্ট দেবতা, আর শরীরাদি অষ্ট পুরুষ। সেই পুরুষকে যিনি নিশ্চয়রূপে জানিয়া নিজ হৃদয়ে সংহার করিতে পারেন তাঁহার ঔপাধিক ৪র্থ অতিক্রমণ হয়। আমি সেই ঔপনিষৎ পুরুষের বিষয় জিজ্ঞাসা করি। যদি তুমি তাঁহাকে নিশ্চয়পূর্ব্বক না বলিতে পার তবে তোমার মস্তক পতিত হইবে। শাকল্য ঔপনিষৎ পুরুষের বিষয় উত্তমরূপে জানিতেন না, এজন্য তাহার মস্তক পতিত হইল। তৎপরে যাজ্ঞবল্ক্য অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে

প্রশ্ন করিতে বলিলেন, কিন্তু কেহই সাহসী হইলেন না। তখন তিনি বলিতে লাগিলেন,—জীবের শরীর ও বনস্পতি সমান ৪র্থ বিশিষ্ট। বৃক্ষের পত্র শরীরের রোমের সমান, শরীরের ত্বক বৃক্ষের ছাল, শরীরের রক্ত বৃক্ষের নির্যাস, শরীরের অস্থি বৃক্ষের কাষ্ঠ সমান। বৃক্ষকে কাটিয়া ফেলিলে অঙ্কুরিত হয়, শরীর নাশ হইয়া গেলে পুনরায় জন্ম হয়। ইহাকে জন্মায় কে? সেই বিজ্ঞানময় ব্রহ্মই সকলের জনক। তিনিই যজমানের পরম গতি এবং ব্রহ্মবেত্তার পরম আশ্রয়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

জীবের স্বরূপ-ধর্ম্ম

স্বরূপে অবস্থিত হইলে জানা যায়,—"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।" জীবের স্বরূপের বৃত্তি—কৃষ্ণের নিত্যদাসত্ব। একমাত্র প্রভু শ্রীকৃষ্ণ, আর সব তাঁহার দাস; তাঁহার দাসত্ব করাই জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম। সুতরাং জীব যখন স্বরূপার্থহীন হয় অর্থাৎ কৃষ্ণ-সাম্মুখ্য পরিত্যাগ করিয়া অন্য বিষয়ে নিজের সুখ অনুসন্ধান করে, তখন সে কৃষ্ণের নিকট অপরাধী হয়; এইজন্য কৃষ্ণের দাসী মায়া তাহাকে শোধন করিবার জন্য এই সংসাররূপ কারাগারে প্রেরণ করেন এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণরূপ নিগড়ে আবদ্ধ করেন; স্থূল ও লিঙ্গ দেহে আবৃত করিয়া সেই পতিত জীবকে কখনও স্বর্গ, কখনও নরক এইরূপ নানা যোনি ভ্রমণ করাইয়া থাকেন। ইহাকেই ভব-সাগর বলে।

এই ভব-সাগরটী বৈকুণ্ঠের ছায়া মাত্র। যেমন চন্দ্রের ছায়া পুষ্করিণীর জলে পতিত হইলে জলের ভিতরের চন্দ্রটীকে আকাশের চন্দ্রের ন্যায় বোধ হয়, কিন্তু বিবেকী ব্যক্তিমাত্রেই ঐ জলের ভিতরের চন্দ্রকে বস্তু বলিয়া বিবেচনা করেন না—কেবল প্রতিবিম্বমাত্র মনে করেন। এই ভব-সংসারটীতে বৈকুণ্ঠের মত সমস্ত তত্ত্ব থাকিলেও অনিত্য বিবেচনায় বিবেকী ব্যক্তিরা তাহাতে মুগ্ধ হন না। জীবের অনুরাগ বা প্রীতি স্বভাবতঃই ভগবানে আছে। মায়াবদ্ধ অবস্থায় জীবের প্রীতি ভগবান্ ভিন্ন অন্য পদার্থে লক্ষিত হয়। এই বদ্ধজীব ভগবানের নিত্য সম্বন্ধ ভুলিয়া অনাদি-বহির্ম্মুখ, সেইজন্য মায়ার দাস। মায়া তাহাকে কর্ম্মানুসারে সুখ-দুঃখ দিতেছেন। জীব যতদিন না কৃষ্ণের শরণাগত হন ততদিন তাহার এই দুর্গতি।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ (গীঃ ৭।১৪)

এই মায়া আমারই শক্তি, অতএব দুর্ব্বল জীবের পক্ষে স্বভাবতঃ দুরত্যয়া অর্থাৎ দুরতিক্রমণীয়া। যাঁহারা আমার ভগবৎ স্বরূপের প্রপত্তি স্বীকার করেন, তাঁহারাই এই মায়া-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারেন। তজ্জন্য পরম দয়াল ভগবান্ জীবের প্রতি সদয় হইয়া বেদ-পুরাণ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং শাস্ত্ররূপে, গুরুরূপে ও আত্মারূপে আপনার পরিচয় দিতেছেন, কিন্তু মোহবশতঃ জীব তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন না। যে পিতা-মাতা পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া অদ্য আনন্দ-সাগরে সন্তরণ করেন, কল্য আবার তাহার বিয়োগে দুঃখ-সাগরে মগ্ন হন। এইরূপ সকল বিষয়েই দেখা যায়—সংযোগে আনন্দ, বিয়োগে দুঃখ।

জীবের নিত্যধর্ম্মে যে আনন্দ, তাহা এই ভব-সংসারে সুখ-দুঃখরূপে পরিণত হইতেছে অর্থাৎ তাহার স্থায়িত্ব নাই। বৈকুণ্ঠে অভাব নাই, সেখানে সমস্তই নিত্য। মুক্ত জীবগণের জরা, মৃত্যু ও ব্যাধি নাই এবং কৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের বিচ্ছেদ নাই; এই জন্য নিরানন্দ ভাবও তথায় নাই। সেখানে কৃষ্ণকে যিনি যেরূপে প্রীতি করেন, কৃষ্ণ তাঁহাকে সেইরূপ প্রীতি করেন; অতএব তাঁহাদের আনন্দের বিরাম নাই। সুতরাং পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন উপায়ের দ্বারা ঐ নিত্যানন্দ লাভ হয় না।

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥"

অন্য অভিলাষ পরিত্যাগপূর্ব্বক আনুকূল্যের সহিত কৃষ্ণানুশীলনকে ভক্তি বলে। ভক্তি-অনুশীলন কার্য্যটী জ্ঞান-কর্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদিত না হয়, ইহা বিশেষ লক্ষিতব্য বিষয়। জ্ঞান-কর্ত্তৃক আবৃত হইলে তাহা নির্ব্বিশেষ জ্ঞানমিশ্র হয় ও ভক্তির সত্তা লোপ হইয়া যায়। কর্ম্ম-কর্ত্তৃক আচ্ছাদিত হইলে স্মার্ত্তদিগের ন্যায় কর্ম্মজড় হইতে হয়। মায়াবদ্ধ জীবের অর্থ, ইন্দ্রিয়, আরাম ও স্ব-গোষ্ঠীর প্রতি প্রবল আকর্ষণ বলিয়া তাহারা নানা কামনার বশীভূত হইয়া বহু দেব-ভজনে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু অন্যাভিলাষশূন্য না হইলে ভাগবৎ ভজন হয় না। সুতরাং কৃষ্ণ ভিন্ন ইতর অভিলাষরূপ মায়িক ভোগ-বাসনা ভক্তির প্রতিকূল। এই সংসারে যেরূপ পরিবারের মধ্যে সকলেই পরস্পর পরস্পরকে প্রীতির নিমিত্ত কর্ম্মাদি করিয়া থাকেন, তদ্রূপ কৃষ্ণকেই আত্মীয় জানিয়া প্রীতির সহিত তদ্-বিষয়ে অনুশীলন করার নাম আনুকূল্যের সহিত কৃষ্ণানুশীলন।

আনুকূল্য ব্যতীত অন্য প্রকারে কৃষ্ণানুশীলন হইতে পারে না। প্রাতিকূল্যের সহিত কৃষ্ণানুশীলন হইতে পারে কি? কংস ভয়ের সহিত, শিশুপাল দ্বেষের সহিত, নির্ব্বিশেষবাদিগণ মোহের সহিত কৃষ্ণানুশীলন করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে আনুকূল্য ভাব না থাকায় তাহাকে ভক্তি বলা যায় না। সুতরাং আনুকূল্যের সহিত সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়াধিপতি হৃষীকেশের সেবার নামই ভক্তি; ইহাই জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম। চিৎ ও অচিৎ পদার্থের অতীত যে ভগবান্, তাঁহাতে অখণ্ড অনুরাগকে ভক্তি বলে। অখণ্ড বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, যদি স্বজন ও পশু-পক্ষীর প্রতি অনুরাগ হয় এবং অর্থ বা খাওয়া-পরার প্রতি অধিক আসক্তি হয়, তাহা হইলে ভগবানের প্রতি অনুরাগ থাকে না। ভক্তি আত্মগত প্রীতিকে প্রকাশ করে। সুতরাং যতদিন ভগবানে রতি না হয়, ততদিন মোক্ষ হয় না। অতএব ভক্তিশূন্য কর্ম্ম-জ্ঞানে ভব-সাগর পার হওয়া যায় না।

সুতরাং বিবেকী ব্যক্তি মাত্রেই এই ভব-সংসার পার হইয়া নিত্য সংসারে গমন করিবার জন্য যত্ন করেন। মনুষ্যের সমস্ত যত্ন, চেষ্টা ও সাধনা কেবল নিত্যসুখ লাভের জন্যই হওয়া উচিত। আমাদিগের যদি নিত্য সুখই লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে পরমার্থ তত্ত্বালোচনা জীবনে অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। ইহাদ্বারাই পরিণামে উত্তম লোকে অবস্থিতি ঘটে। সুতরাং ভক্তিই মোক্ষলাভের একমাত্র উপায় এবং শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-সেবা ও তাহাতে ভক্তি বিধানই জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম।

—শ্রীনিমাইচরণ ব্রহ্মচারী

শ্রীমদ্ভাগবত-সপ্তাহ-শ্রবণ-মহিমা ও পারায়ণ-বিধি

[পাদ্মোত্তরখণ্ড হইতে অনূদিত]

শ্রীমদ্ভাগবত-কথামৃত কর্ণপুটে পান করিলে পুনরায় কাহাকেও গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। বায়ু জল-গলিতপত্র ভোজনে কঠোর তপস্যা আচরণ-পূর্ব্বক যোগসিদ্ধিলাভ করিয়াও যোগিগণ যে গতি লাভে সক্ষম হন না, ভাগবত-শ্রবণ মাত্রই মনুষ্যের তাহা প্রাপ্তি হয়। এই পরম-পবিত্র ভাগবত-গাথা একবার মাত্র শ্রুত হইলেও পাপরাশি ভস্মীভূত হয়। পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধকালে

ইহার পঠন-পাঠনের অনুষ্ঠান করিলে তল্লোকস্থ পিতৃ-পুরুষগণ পরম তৃপ্তি লাভ করেন। শ্রদ্ধার সহিত যে মানব ইহা নিত্যপাঠ করেন, তাঁহার আর পুনর্জন্ম হয় না এবং তিনি ভগবদ্ধামে গমনপূর্ব্বক শ্রীহরির সাক্ষাৎ সেবা লাভ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত স্বয়ং কৃষ্ণ-অবতার। যিনি ইহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পঠন ও শ্রবণ করেন, তিনি অনায়াসে গোলোক-গতিলাভে সক্ষম হন। এই ঘোর কলিকালে জীবগণকে কাল-সর্পের মুখগ্রাস হইতে শ্রীশুক-কথিত ভাগবত শাস্ত্রই একমাত্র পরিত্রাণ করিতে সমর্থ। জন্ম-জন্মান্তরের পুণ্যফলে ইহাতে লোকের রুচি হইয়া থাকে, ইহা ব্যতীত দুষ্ট মন শোধনের আর অন্য উপায় নাই।

দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, সাধ্যায়-যজ্ঞ ও জ্ঞান-যজ্ঞাদি সকাম-সাধন কর্ম্ম বিসূচিকা-স্বরূপ; কিন্তু শ্রীশুকাদি শ্রেষ্ঠ মুনিগণ যাঁহার পাঠক, সেই শ্রীমদ্ভাগবতালাপ সর্ব্বযজ্ঞসার। গভীর অরণ্যে সিংহের গর্জ্জনে যেরূপ শৃগাল পলায়ন করে, তদ্রূপ ভাগবত-বাণীর হুঙ্কারে কলির অশেষ দোষ বিনষ্ট হয়। বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ-সার মন্থন করিয়া এই শাস্ত্র-শিরোমণি আবির্ভূত হওয়ায় ইনি অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতে অত্যুত্তমরূপে শ্রেষ্ঠ ফল প্রদানে সমর্থ। আম্রবৃক্ষের রসপুষ্ট হইয়া আম্রফল সুস্বাদু হইলেও যেরূপ সেই রস বৃক্ষাভ্যন্তরে লক্ষ্য করা যায় না, দুগ্ধমধ্যে যেরূপ ঘৃত লুক্কায়িত থাকে, ইক্ষুর মধ্যে যেরূপ শর্করা পরিব্যাপ্ত থাকে, সেইরূপ এই শ্রীভাগবত বেদোপনিষদ হইতে জাত হইলেও তদপেক্ষা স্বীয় বৈশিষ্ট্য স্থাপন করিয়াছেন। এই গ্রন্থরাজ ভাগবত-পুরাণ বেদরূপ ব্রহ্মের সমান। ইনি ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের প্রাণসঞ্চারপূর্ব্বক তাহাদের যথাযোগ্য স্থাপনের নিমিত্ত প্রকাশিত। বেদ-বেদান্তাদি বিমল সরোবরে সুস্নাত শ্রীব্যাসমুনি গীতা-মহাভারতাদি প্রণয়ন করিয়াও অজ্ঞানীর ন্যায় মনে শান্তি লাভ করিতে না পারিয়া পরিতাপে মুহ্যমান হইলে 'চতুঃশ্লোকী ভাগবত' শ্রবণেই তাঁহার চিত্তের অশান্তি ও মোহ বিদূরিত হইয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবতই জীবের নিখিল আশা পরিপূরণ করিতে সমর্থ এবং ইহাদ্বারাই অশেষ শোক-দুঃখ-জাড্য বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ভব-দুঃখ-দাবাগ্নিতে দহ্যমান জীবগণের অশুভনাশকারী ও সর্ব্ব-মঙ্গলবিধাত্রী, সুরসিক সজ্জনগণের এই ভাগবত-কথামৃতই একমাত্র প্রেয়-বস্তু ও অবলম্বন।

শ্রীশুক-শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবতের অপার মহিমা, তাহা শ্রবণমাত্রেই মুক্তি করতলগতা হয় এবং শ্রীহরি ভক্তের হৃদয়ে নিত্য স্থিতি লাভ করেন।

অতএব এই অমূল্য ভাগবতী কথা ধরাতলে জীবমাত্রেরই আশ্রয়ণীয়া ও সেব্যা। এই সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ দ্বাদশ-স্কন্ধযুক্ত ও অষ্টাদশ-সহস্র শ্লোক-সমন্বিত এবং শ্রীশুক ও পরীক্ষিত-বার্ত্তা ইহাতে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ততদিন পর্য্যন্তই অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীব এই সংসার-চক্রে ভ্রমণ করিবে, যতদিন তাহার কর্ণপথে এই সুধাময় শুকশাস্ত্র প্রবেশ না করে। সাত্ত্বিক-রাজসিক-তামসিকভেদে অনিত্য-ধর্ম্ম-কর্ম্মাদি-প্রতিপাদক পুরাণাদি বিবিধশাস্ত্র-শ্রবণের আবশ্যকতা কি? একমাত্র নির্গুণ ভাগবত-শাস্ত্রই সকলের মুক্তিদানপূর্ব্বক গর্জ্জন করিতেছেন। যে গৃহে নিত্য ভাগবত-কথা আলোচিত হয়, সে গৃহ তীর্থ-স্বরূপ, ইহাতে গৃহস্থের যাবতীয় পাপক্ষয় হয়। সহস্র অশ্বমেধ-যজ্ঞ, শত বাজপেয় যজ্ঞ শুকশাস্ত্রের নিকট ষোড়শকলার এক কলার তুল্যও নহে। যতদিন পর্য্যন্ত মানবগণ একচিত্তে ভাগবত শ্রবণ না করেন, তদবধিই তাহাদের দেহে পাপ অবস্থান করে।

গঙ্গা, গয়া, কাশী, প্রয়াগাদি তীর্থ কখনও শুকশাস্ত্রের তুল্য নহে। যিনি পরাগতি লাভ করিতে ইচ্ছুক, তিনি এই শাস্ত্রের শ্লোকার্দ্ধ অথবা শ্লোকপাদ নিত্য স্বমুখে কীর্ত্তন করুন। বেদাদির প্রণবরূপ ওঁকারধ্বনি, বেদমাতা গায়ত্রী, পুরুষসূক্ত-মন্ত্র, ত্রয়ীবেদ, শ্রীভাগবত-পুরাণ, দ্বাদশাক্ষর-মন্ত্র, প্রয়াগাদি-ধাম, বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ, সুরভি-মাতা, একাদশী-তিথি, তুলসী, অধোক্ষজ বিষ্ণু—প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই সমস্তে পৃথক্ তত্ত্বের কল্পনা করেন না। যিনি যথাযথ অর্থের সহিত প্রতিদিন নিয়মিতভাবে এই ভাগবত-গ্রন্থ পাঠ করান, তাঁহার কোটি জন্মকৃত পাপরাশি নষ্ট হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই। **নিত্য শ্রীভাগবত-পঠন, শ্রীহরি-চিন্তন, তুলসী-সেবন ও ধেনু-পোষণ—ধীমান্ বৈষ্ণবের কৃত্য।** অন্তিম-সময়ে এই শুকশাস্ত্র শ্রবণে শ্রীগোবিন্দ প্রীত হইয়া শ্রোতাকে বৈকুণ্ঠ-গতি প্রদান করেন। এই শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র স্বর্ণ-সিংহাসনে স্থাপনপূর্ব্বক শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া বৈষ্ণবকে দান করিলে দাতা অবশ্যই ভগবল্লোকে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা লাভ করিবেন।

জন্মাবধি যে শঠ কখনও শুকশাস্ত্র-সুধা পান করে না, চণ্ডাল-গর্দ্দভসম সে বৃথা দেহভার বহন করে; তাহার জন্ম অকারণ এবং তাহার মাতার গর্ভধারণও বৃথা। ভাগবত-কথা যাহার কর্ণে প্রবেশ করে না, সেই পাপী জীবচ্ছব বা জীবন্মৃত, সে নরপশু-তুল্য, দেবগণ তাহাকে ধিক্কার প্রদান করেন। কোটীজন্মকৃত সুকৃতিবলেও শ্রীমদ্ভাগবত-কথা লাভ হয় না, ইহা

এজগতে সুদুর্ল্লভ। হে ধীমান্ মানব! অতএব ভাগবত-বাণী বিশেষ মনোযোগ-সহকারে শ্রবণ কর। ইহাতে দিন, তিথি, বারের নিয়ম নাই, এই কথাসার সর্ব্বদাই গ্রহণ কর। সত্য ও ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতে রত হইয়া এই ভাগবত-কথা শ্রবণ কর্ত্তব্য। এই ঘোর কলিকালে ম্রিয়মাণ, আতুর, পতিত, স্খলিত, অবশ ও অসমর্থ মানবের পক্ষেও শ্রীশুকদেব-গোস্বামী বিশেষ ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। মনোবৃত্তি জয়, নিয়মাদি পালন, দীক্ষাদিতে অশক্ত ব্যক্তির পক্ষে সপ্তাহ-শ্রবণ-বিধি ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্য মাঘমাসে শ্রবণে যে ফল, শুকদেব-আদেশে ভাগবতের সপ্তাহ-শ্রবণেই সেই ফল লাভ হইবে। **কলিজীবের অবশীভূত মন, রোগ, ক্লেশ, ক্ষীণ পরমায়ু ইত্যাদি বহু দোষ দর্শনপূর্ব্বক তিনি সপ্তাহ-শ্রবণের বিধান করিয়াছেন।** যোগ, যাগ, সমাধিতে যাহা লাভ হয় না, ভাগবতের সপ্তাহ-শ্রবণেই তাহা লভ্য হয়। ব্রত, তপ, ধ্যান, তীর্থাদিকে পরাভবপূর্ব্বক এই সপ্তাহ-শ্রবণ-বিধি সিংহের ন্যায় হুঙ্কার করিতেছেন।

কর্ম্ম-জ্ঞানাদিকে তুচ্ছ করিয়া এই সর্ব্বশাস্ত্র-শিরোমণি ভাগবত-গাথা ভক্তি-মুক্তি-সাধিকা। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-কাতর উদ্ধব ভক্তগণের নিমিত্ত আরও কিছুদিন ধরাধামে প্রকট থাকিবার অনুরোধ জানাইলে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অপ্রাকৃত তেজ ভাগবত-গ্রন্থে সঞ্চারিত করিয়া স্ব-ধামে গমন করেন। এবং বাঙ্ময়ী-মূর্ত্তিতে ভাগবত-সিন্ধুমাঝে প্রবিষ্ট হন। ইঁহার সেবনে, শ্রবণে, পঠনে ও দর্শনে অশেষ দুঃখ ও পাপ বিনষ্ট হয়। এইজন্য এই সপ্তাহ-শ্রবণ-বিধি অন্য সকল সাধনকে তিরস্কৃত করিয়া কলিকালে একমাত্র পরম ধর্ম্ম বলিয়া বিহিত হইয়াছে। দুঃখ, দারিদ্র্য, দুর্ভাগ্য, পাপ-প্রক্ষালন এবং কাম ক্রোধাদি-জয়ের ইহাই একমাত্র সহজ উপায় ও অবলম্বন। দেবগণও যাহাতে মোহিত হন, সেই সুদুস্তজ্যা বিষ্ণু-মায়া হইতে নিষ্কৃতি লাভের নিমিত্ত এই শ্রীমদ্ভাগবত-সপ্তাহ-শ্রবণ-যজ্ঞই জগতে অনুষ্ঠিত ও কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। পরব্রহ্মাত্মক এই ভাগবতের মহিমা বর্ণনাতীত। সুবক্তা, সুশ্রোতা যদি ইঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের সমান গুণ লাভ করেন। অন্য কোন ধর্ম্ম-গ্রহণের প্রয়োজন কি? ভাগবত-ধর্ম্মই জীবের পরম-ধর্ম্ম।

শ্রীভাগবতের সপ্তাহ-শ্রবণের অপূর্ব্ব ফল শাস্ত্রাদিতে উক্ত হইয়াছে। মূঢ়, শঠ, পশু, পক্ষী বিবিধ জীবাদি ইহাদ্বারা নিষ্পাপ হইয়া উত্তম গতি

লাভ করে। কলিযুগে নরলোকে এইরূপ চিত্তশুদ্ধিকর পাপরাশি-বিনাশক সুপবিত্র ভাগবত-গাথা কোথায়ও সুলভ নহে। যে-সকল মানব সদা পাপকর্ম্মে রত, দুরাচার, উন্মার্গগামী, ক্রোধাগ্নিদগ্ধ, কুটিল, লম্পট, তাহারা সপ্তাহ-যজ্ঞে শুদ্ধ হয়। সত্যহীন, পিতৃ-মাতৃ-নিন্দুক, তৃষ্ণাকুল, দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-বিরোধী, দাম্ভিক, মাৎসর্য্যপরায়ণ, হিংসক, তাহারাও এই যজ্ঞে পবিত্র হইবে। পাতক, অতিপাতক, মহাপাতকাদি উগ্র পাপলিপ্ত ছদ্ম-ছদ্মবেশী, ক্রূর, ব্যভিচারপরায়ণ, ব্রহ্মস্ব-অপহরণকারী, নির্দ্দয়, ভূত, প্রেত, পিশাচাদিও এই সপ্তাহ-যজ্ঞে ত্রাণ লাভ করে। শঠ, হঠকারী, কায়-মনোবাক্যে পাপাচরণকারী, পরদ্রব্যাহরণপুষ্ট, মন্দ, দুরাশয় মনুষ্যও কলিতে শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তাহ-পারায়ণ-যজ্ঞের দ্বারা মুক্ত হইবে।

জ্ঞান ও বৈরাগ্যের সহিত ভক্তিদেবীকে শুকদেব শ্রীমদ্ভাগবতে সংস্থাপিত করায় ইহাই গ্রন্থ-সম্রাটরূপে জগতে বিখ্যাত। ভক্তিদ্বারাই ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্ত বশীভূত বলিয়া এই শাস্ত্র-শিরোমণি উভয়েরই বিশেষ প্রিয়। যাহারা দারিদ্র্য-দুঃখ-জ্বরে সর্ব্বদা জর্জ্জরিত, মায়া-পিশাচিনী দ্বারা ক্লিষ্ট এবং যাহারা সংসার-সমুদ্রে পতিত, এই ভাগবত-গাথা তাহাদের অবশ্যই আত্যন্তিক মঙ্গল বিধান করেন। দুর্জ্জয় কলিযুগে এই ভাগবতী-বার্ত্তা ভবরোগ-বিনাশিনী। হে সজ্জনগণ! তীর্থযাত্রাদি পরিশ্রমের কি প্রয়োজন? কৃষ্ণপ্রিয়া সর্ব্বপাপ-বিনাশিনী ভক্তি-মুক্তি-প্রাপিকা এই শুকশাস্ত্র-রসকথা অবিরত শ্রবণ করুন। শ্রীযমরাজ স্বীয় দূতগণকে এইরূপ আদেশ দান করেন,—ভাগবত-কথা-মত্ত যাঁহারা, তাঁহারা বৈষ্ণব, আমি তাঁহাদের শাস্তা নহি, উহাঁদিগকে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু যাহারা অসার-সংসারে বিষয়-বিষে প্রমত্ত, ক্ষণার্দ্ধের জন্যও শুক-কথামৃত পানপূর্ব্বক নিজ কল্যাণ বরণ করে না, কুৎসিৎ কথায় ও কুপথে কালযাপন করে, তাহারাই আমার দণ্ড্য।

শ্রীশুক-মুখোচ্ছিষ্ট হওয়ায় ভাগবতের এই প্রপক্ক ফল অমৃত স্বাদযুক্ত হইয়াছে। এই কথামৃত কণ্ঠে ধারণকারীর সদ্য গোলোকগতি লাভ হয়। এই শ্রীমদ্ভাগবত পরমগুহ্য, সর্ব্বসিদ্ধান্তসার, নিখিল-শাস্ত্র-শিরোমণি; বিশ্ব-মাঝে এই কথামৃত হইতে সুনির্ম্মল বস্তু অন্য কিছুই নাই। হে সাধো! আত্যন্তিক মঙ্গলের নিমিত্ত দ্বাদশ-স্কন্ধ-সমন্বিত এই শ্রীমদ্ভাগবতামৃত অবিরত পান করুন। শুদ্ধ বৈষ্ণব-সমীপে নিয়মিত ভক্তিযুক্ত হইয়া সম্যক্ বিধি

পালনপূর্ব্বক এই শ্রীভাগবত-শাস্ত্র পাঠ বা ইহার সপ্তাহ-পারায়ণ করিলে বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই জগতে কোন বস্তু অপ্রাপ্য থাকে না অর্থাৎ তাঁহাদের সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত-সপ্তাহ-শ্রবণ-পারায়ণ-বিধি

শ্রীমদ্ভাগবতের এই সপ্তাহ-শ্রবণ-যজ্ঞ বিশেষ আয়াস-সাধ্য ও ব্যয়বহুল। প্রচুর বিত্ত সংগ্রহপূর্ব্বক দৈবজ্ঞকে আনাইয়া শুভক্ষণ নির্ব্বাচন করিতে হইবে। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ—এই ছয় মাস প্রশস্ত কাল। এই ছয় মাসে ভাগবত-কথা আরম্ভ হইলে শ্রোতৃমণ্ডলীর পক্ষে বিশেষ মোক্ষ-সাধক হয়। ইহার মধ্যে কোন মাসে অসুবিধা হইলে তাহা পরিত্যাজ্য। ভদ্রা, দগ্ধা, ব্যতীপাত, বৈধৃতি আদি নিন্দিত যোগ ও কাল পরিত্যাগপূর্ব্বক চন্দ্র-তারাশুদ্ধ-দিনে, শুভতিথি ও শুভবারে কথা-শ্রবণ-যজ্ঞ আরম্ভ হইলে বিশেষ ফলদায়ক হইয়া থাকে। উৎসাহী লোকের সহায়তায় ব্রতী দেশে দেশে যত্নপূর্ব্বক বার্ত্তা প্রেরণ ও প্রচার করিবেন। 'এই স্থানে ভাগবত-কথা হইবে'—এইরূপ বলিয়া স্ত্রী-শূদ্র-নির্ব্বিশেষে অচ্যুতকীর্ত্তন-পরায়ণ ও হরিকথা-পিপাসু সকলকেই আহ্বান করিবেন। দেশে দেশে বিরক্ত-বৈষ্ণব ও সংকীর্ত্তনে উৎসুক জনগণের নিকট নিমন্ত্রণ-পত্রাদি প্রেরণ করিবেন। পত্রাদি এইরূপ-ভাবে লিখিতে হইবে,—"এস্থানে সপ্তরাত্র যাবৎ সুদুর্লভা সজ্জন-সভার আয়োজন করা হইয়াছে। তাহাতে অপূর্ব্ব কথা-রস-বন্যা প্রবাহিত হইবে। হে রসিক, প্রেমিকগণ! আপনারা শ্রীমদ্ভাগবতামৃত পানের নিমিত্ত অবশ্যই কৃপাপূর্ব্বক আগমন করিবেন। ইহাতে যদি সম্পূর্ণ অবকাশ না হয়, তবে অন্ততঃ এক দিনের নিমিত্তও যে-কোন-প্রকারে ভাগবত-কথা ও সাধুসঙ্গের সুদুর্লভ সুযোগ গ্রহণ করিবেন।" এইরূপ বিনীত আহ্বানে সকলকে আনয়ন-পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রত্যেককে যথাযোগ্য বাসস্থান প্রদান কর্ত্তব্য।

তীর্থে, বনে, গৃহে অথবা সুবিস্তীর্ণা ভূমিতে ভাগবত-কথা-যজ্ঞের স্থান নির্ব্বাচন কর্ত্তব্য। অতঃপর ভূমির শোধন, মার্জ্জন, লেপন ও গৈরিকাদি ধাতু-দ্বারা উক্ত স্থান মণ্ডিত করিতে হইবে। পঞ্চদিন পূর্ব্বেই বিস্তীর্ণ আসনাদি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখা আবশ্যক। উক্ত স্থানের চারিদিকে কদলী-বৃক্ষ রোপণপূর্ব্বক এক সুউচ্চ মণ্ডপ প্রস্তুত করিতে হইবে। পত্র-পুষ্প-ফল-দল ও চন্দ্রাতপদ্বারা উহা সুসজ্জিত এবং চতুর্দ্দিকে ধ্বজাদি স্থাপন দ্বারা উহার শ্রীবৃদ্ধি প্রয়োজন। বেদিকার উপর বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণগণের নিমিত্ত সাতটী স্থান রক্ষা করিতে হইবে

এবং তাঁহাদিগকে পূর্ব্বে আসন দিবার পর বক্তার নিমিত্ত আসন প্রদান কর্ত্তব্য। বক্তা বা পাঠক উত্তরমুখী এবং শ্রোতৃমণ্ডলী পূর্ব্বমুখী হইয়া বসিবেন। যদি বক্তা পূর্ব্বমুখে উপবেশন করেন, তবে শ্রোতাগণকে উত্তরমুখে বসিতে হইবে। ইহাতে অসুবিধা হইলে যে কোন দিকে উপবেশন বিধেয়, তবে পাঠক ও শ্রোতার মধ্যস্থলই পূর্ব্বদিক বলিয়া জানিতে হইবে।

পণ্ডিত সজ্জনগণই দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনাপূর্ব্বক শ্রোতার উদ্দেশ্যে ভাগবত-কথা আলোচনার অধিকারী। **ত্যাগী, বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ, বদান্য, বেদশাস্ত্র-পারঙ্গত, দৃষ্টান্ত-ব্যাখ্যা-কুশল, নিস্পৃহ, ধীর, বক্তা, পণ্ডিত, ভগবদ্ভক্তই পাঠকরূপে গৃহীত হইবেন।** বহু ধর্ম্মযাজী, ভ্রান্ত, স্তৈণ, পাষণ্ডবাদী পণ্ডিত হইলেও শুকশাস্ত্র ভাগবত-পাঠে তিনি অবশ্যই পরিত্যাজ্য। বক্তার পার্শ্বে পণ্ডিত, সংশয়ছেত্তা ও ভ্রম-সংশোধনে পটু সজ্জনকে স্থান প্রদান করিতে হইবে। বক্তা ব্রতাচরণের পূর্ব্বদিনে যথাবিধি ক্ষৌরকর্ম্মাদি সমাপন করিবেন এবং যেদিনে ব্রত তাহার অরুণোদয়ে শৌচ-স্নানাদি অন্তে সংক্ষিপ্তভাবে নিত্য সন্ধ্যা-বন্দনাদির অনুষ্ঠান করিবেন। বিঘ্ন-বিনাশের নিমিত্ত ভক্তিভাবে গণপতি ও তদারাধ্য শ্রীনৃসিংহদেবের পূজা করিবেন। অতঃপর চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত এক মনোহর মণ্ডল রচনাপূর্ব্বক শ্রীহরিকে তথায় স্থাপন করত কৃষ্ণ-মন্ত্রোচ্চারণদ্বারা যথাবিধি তাঁহার অর্চনা করিবেন। পরে প্রদক্ষিণ, নমস্কার-পূজান্তে ভক্তিযুক্তচিত্তে তাঁহার স্তুতি করিবেন,—হে করুণানিধে! দীন আমি সংসার-সাগরে মগ্ন। আমাকে কর্ম্মমোহ-কুম্ভীরে গ্রাস করিয়াছে। আমায় কৃপাপূর্ব্বক এই ভবার্ণব হইতে উদ্ধার করুন্। অতঃপর ভক্তিভাবে বিশেষ যত্ন-সহকারে বিধিপূর্ব্বক ধূপ-দীপাদি নানা উপহারে শাস্ত্র-চূড়ামণি শ্রীমদ্ভাগবতের পূজা সমাপন করিবেন। পরে প্রসন্নচিত্তে বিবিধ স্তব-স্তুতিপূর্ব্বক গ্রন্থরাজকে নমস্কার করিবেন,—হে পুরাণশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবত! তুমিই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। এই ভব-সাগর হইতে মুক্তির নিমিত্ত আমি তোমাকে কাণ্ডারীরূপে বরণ করিয়াছি। হে কেশবস্বরূপ! তুমি আমার মনোরথ নির্ব্বিঘ্নে সফল কর; আমি তোমার দাস, তুমিই আমার সম্বল—এইরূপ দীনবাক্য উচ্চারণ করিবেন।

অতঃপর ব্রতী বক্তাকে বস্ত্র ভূষণাদি দ্বারা পূজার পর তাঁহাকে স্তব করিবেন,—আপনি শ্রীশুক-স্বরূপ লোক-প্রবোধনে বিশেষ পারদর্শী এবং সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ। আপনি দয়া প্রকাশে আমার অজ্ঞান বিনাশ করুন। ব্রতী নিজ হিতার্থে কথারম্ভের পূর্ব্ব হইতে উহার সমাপ্তিকাল সপ্তরাত্রাবধি

নিয়মসকল যথাশক্তি পালনে যত্ন করিবেন। অতঃপর ব্রতী বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ, কীর্ত্তনীয়া প্রভৃতির যথাযোগ্য পূজার পর শ্রদ্ধার সহিত প্রণাম করিবেন। লোকচিন্তা, ধনচিন্তা, গৃহচিন্তা, পুত্রচিন্তাদি পরিহারপূর্ব্বক শ্রীভাগবত-কথায় শুদ্ধচিত্তে একনিবিষ্ট হইলে ব্রতী উত্তম ফল লাভ করিবেন।

সুধী পাঠক সূর্য্যোদয় হইতে কথা আরম্ভ করিয়া সার্দ্ধ-ত্রিপ্রহরাবধি উত্তম-রূপে স্পষ্ট-ভাষায় ধীরকণ্ঠে পাঠ করিবেন। মধ্যাহ্ন-সময়ে ঘটিকাদ্বয় অর্থাৎ ৪৮ মিনিট ভাগবত-পাঠের বিরাম কাল। এই সময়ে বৈষ্ণবগণ হরিকীর্ত্তন করিতে থাকিবেন। মল-মূত্রবেগ নিয়মণের জন্য অল্পাহারই সুখাবহ জানিয়া কথা-শ্রবণব্রতী দিনে একবার মাত্র ভগবৎ প্রসাদ ভোজন করিবেন। সমর্থ হইলে সপ্তরাত্র উপবাসপূর্ব্বক, নচেৎ ঘৃত অথবা দুগ্ধপান করিয়া সুখে হরিকথা শ্রবণ করিবেন। ফলাহারও করিতে পারেন, অথবা একহারী হইতে পারেন—শ্রবণের নিমিত্ত যাহা সুখসাধ্য, তদ্রূপ আচরণ কর্ত্তব্য। যদি ভাগবত শ্রবণকালে আলস্য না আসে তবে ভোজনও উত্তম, আবার শ্রবণে বিঘ্ন উৎপাদন করিলে উপবাসও বিধেয় নয়। কথাব্রতী শ্রবণান্তে প্রত্যহ ব্রহ্মচর্য্য, ভূমিশয্যা-গ্রহণ ও বৃক্ষপত্রে ভোজন করিবেন। তিনি ডাল, মধু, তৈল, গুরুপাক অন্ন, ভাবদুষ্ট, পর্য্যুষিত, শাস্ত্র-নিষিদ্ধ অন্নাদি বর্জ্জন করিবেন; কাম, ক্রোধ, মদ, মান, মাৎসর্য্য, লোভ, দম্ভ, মোহ, দ্বেষাদি পরিহার করিবেন; বেদ, বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ, গুরু, গো, ব্রতী, নারী, রাজা, মহজ্জন—ইঁহাদের প্রতি কখনও কটাক্ষ বা নিন্দাদি করিবেন না; রজস্বলা, অন্ত্যজ, ম্লেচ্ছ, পাতকী, সাবিত্রীপতিত, দ্বিজদ্বেষী কিংবা বেদবাহ্য লোকের সহিত আলাপ করিবেন না; সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, সারল্য, নম্রতা এবং উদারতা পালন ও প্রদর্শন করিবেন।

দরিদ্র, ক্ষয়ী, রোগী, ভাগ্যহীন, পাপী, পুত্রহীন, অপুষ্পা, বন্ধ্যা, কাকবন্ধ্যা, মৃতসুতা, গর্ভস্রাব-ব্যাধিযুক্তা সকলেই সযত্নে সপ্তাহ-শ্রবণ করিলে মুক্তির অধিকারী হন। এইরূপ বিধিমতে অত্যুত্তমা এই দিব্য কথা শ্রবণে কোটীযজ্ঞ-সম অক্ষয় ফল লাভ হয়। এইরূপ বিধি আচরণপূর্ব্বক ব্রতী ব্রত উদ্‌যাপন করিবেন। ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি জন্মাষ্টমীর ন্যায় এই ব্রত পালন করিবেন; **অকিঞ্চন ভক্তের নিমিত্ত এই সপ্তাহ-শ্রবণ-ব্রত উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা শাস্ত্রে প্রদত্ত হয় নাই, কারণ শান্ত নিষ্কাম বৈষ্ণবগণ স্বয়ং পবিত্র-স্বরূপ, তাঁহাদের দর্শনেই পবিত্রতা লাভ হয়।**

এইরূপ সপ্তাহ-পারায়ণ-যজ্ঞান্তে ব্রতী বিশেষ ভক্তিপূর্ব্বক গ্রন্থ ও বক্তাকে পূজা করিবেন; এবং তাঁহাদিগকে প্রসাদ ও তুলসী মালা প্রদান করিবেন। যজ্ঞান্তে মৃদঙ্গ-করতালযোগে 'জয়' শব্দ, 'নমঃ' শব্দ ও শঙ্খ ধ্বনিপূর্ব্বক সংকীর্ত্তন করিবেন। যদি প্রধান শ্রোতা গৃহত্যাগী হন তবে তদুদ্দেশ্যে অপরদিনে বাচনাদি কর্ত্তব্য, আর যদি তিনি গৃহস্থ হন তবে কর্ম্মশান্তির নিমিত্ত হোমাদি বিধেয়। দশম-স্কন্ধের প্রতি-শ্লোকোচ্চারণে ক্ষীর, মধু, ঘৃতাদি-সংমিশ্রিত অন্নের দ্বারা বিধিমতে সমাহিতচিত্তে গায়ত্রী উচ্চারণপূর্ব্বক গায়ত্রীময় শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্দেশ্যে হোমকার্য্য করিতে হইবে। ফলপ্রাপ্তি-আশায় হোমকার্য্যে অশক্ত ব্যক্তিকে হোমাবশেষ বস্তু বিতরণ করিবেন। হোমানুষ্ঠানে ন্যূনতা ও আধিক্যাদি নানা দোষ ও ছিদ্র নিবারণোদ্দেশ্যে ভক্তিযুক্ত হইয়া 'বিষ্ণুসহস্রনাম' পাঠ কর্ত্তব্য। পরে মধু ও পায়সাদিসহ বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবেন। দক্ষিণাসহ সুবর্ণ-ধেনু অর্পণ এবং অপর প্রার্থিগণকে ধন-অন্নাদিদানে পরিতুষ্ট করিবেন। যদি সামর্থ্য থাকে, তবে বার তোলা সুবর্ণ-নির্ম্মিত সিংহাসন নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহার উপর গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ভাগবত স্থাপনান্তে, দক্ষিণাদিসহিত আবাহনাদি বিবিধ উপচার ও বস্ত্র-ভূষণ-গন্ধদ্রব্যাদিদ্বারা বক্তা বা পাঠককে পূজা করিয়া, উহা তাঁহাকে প্রদান করিবেন। সপ্তাহ-শ্রবণ-বিধি এইরূপ যত্নে পালন করিলে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হইয়া ইহা শুভফল প্রদান করেন। এই সপ্তাহ-পারায়ণ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে মানব ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-অধিকারী পঞ্চম-পুরুষার্থ লাভান্তে ভগবদ্ধামে নীত হন।

শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে গমন করিলে কলিযুগের ত্রিশ বৎসর গত হইবার পর **ভাদ্রমাসের শুক্ল-পক্ষীয় নবমী তিথিতে** শ্রীশুকদেব পরীক্ষিত-মহারাজের নিকট ভাগবত কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। পরীক্ষিত-মহারাজের সপ্তদিন শ্রবণান্তে দুইশত বর্ষ অতীত হইলে পুনরায় **আষাঢ়ীয় শুক্ল-পক্ষের নবমীতে** গোকর্ণ ধুন্ধুকারীর নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তাহ-শ্রবণ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞান্তে ত্রিশ বর্ষ অতীত হইবার পর **কার্ত্তিকের শুক্লা-নবমী-তিথিতে** সনকাদি-চতুঃসন শ্রীনারদের নিকট সপ্তাহ-যজ্ঞে ভাগবত-কথা কীর্ত্তন করেন।

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন

অক্রোধ (কথিকা)

এ বাড়ী ও বাড়ী ভিক্ষা করিয়া বৈষ্ণব একজন।
ঠাকুরের সেবা করে কোনমতে সদানন্দ তার মন॥
হরিনাম করি' প্রাঙ্গণে দাঁড়ায় কিছু না যাচয়ে মুখে।
অতি সযতনে যার যাহা খুসী ভিক্ষা আনি' দেয় লোকে॥
কোন এক নারী ভিক্ষার বদলে করে সদা কটু উক্তি।
বলে—"অন্যদিন আসিলে হেথায় হইবে রক্তারক্তি"॥
ভিখারী-বৈষ্ণব মানে-অপমানে সমজ্ঞান করি' মানে।
অন্যদিন হেন আজিও প্রাতে দাঁড়াইল প্রাঙ্গণে॥
ঘর নিকাইতে রতা সেই নারী নিকানো নেকড়াখানি।
বৈষ্ণবের বুকে ছুড়িয়া মারিল কহি' অশ্রাব্য বাণী॥
বৈষ্ণব তখন কহিলা হাসিয়া—"তবু আজ কিছু দিলে।
নেকড়াখানি ধুইতে দিয়াছ, দিব কাল যথাকালে"॥
পরদিন উহা ধুয়ে শুকাইয়ে দিলা তা নারীরে আনি'।
কহিলা বৈষ্ণব,—"ক্ষমা কর মাতঃ, ক'রে থাকি যদি হানি"॥
বিস্ময়-বিমূঢ়া হ'য়ে সেই নারী চরণে পড়িল লুটি।
"করগো করুণা, বৈষ্ণব ঠাকুর! মোহ গেল মোর টুটি"॥

—শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি, কবিভূষণ

"সঙ্গ"

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১২শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩২০ পৃষ্ঠার পর)

সাধুসঙ্গ করিলেই যে গৃহ ছাড়িতে হয়, তাহারও কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অনেক আদর্শ গৃহী শিষ্য ছিলেন, যাঁহারা প্রকৃত সংসারমুক্ত ভগবৎপ্রেমিক বলিয়া খ্যাত এবং ভগবানের প্রিয় জন ছিলেন। যথা—শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভৃতি। তাঁহারা তো মহাপ্রভুর শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিয়া শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা আস্বাদন করিতে থাকায় তাঁহার নিকট ভাব-সমুদ্রে নিমজ্জিত ছিলেন। গৃহে থাকিয়াও তাঁহারা নির্লিপ্ত ছিলেন। গৃহধর্ম্ম করিতে হইলেও সাধুসঙ্গে সৎ-শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। সুতরাং সাধুসঙ্গই সর্ব্বতোভাবে অবলম্বনীয়।

শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত বলেন,—'সর্ব্বত্র সাধুসঙ্গ ও গুরুকৃপা ব্যতীত বিপথ-পতন হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না।'

ভক্তি ব্যতীত ভগবৎ পাদপদ্মে মন নিবিষ্ট হয় না। বিমল কৃষ্ণপ্রেম অনুভবেই মানব-জীবনের চরম সার্থকতা হয়। একমাত্র সাধুসঙ্গক্রমেই ঐ কৃষ্ণপ্রেম অনুভূত হয়। যথা ভাগবতে কপিলদেব কহিলেন,—

"সতাং প্রসঙ্গাৎ মম বীর্য্যসম্বিদো
ভবন্তি হৃৎ-কর্ণ-রসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গ-বর্ত্মনি
শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি।"

অর্থাৎ—"সাধুদিগের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে আমার মাহাত্ম্যসূচক যে-সকল হৃদয়-কর্ণের প্রীতি-রসোদ্দীপক বীর্য্যবতী বাণী আলোচিত হয়, তাহা শ্রবণ করিতে করিতে শীঘ্রই অবিদ্যা নিবৃত্তির পথ-স্বরূপ আমাতে শ্রদ্ধা, পরে রতি এবং শেষে প্রেমভক্তি উদিত হয়।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও বর্ণিত আছে—

"সাধুসঙ্গ হইতে হয় শ্রবণ, কীর্ত্তন।
সাধন-ভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন॥
অনর্থ-নিবৃত্তি হইলে ভক্তি-নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হইতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়॥
রুচি-ভক্তি হইতে হয় আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হইতে জন্মে চিত্তে প্রীত্যঙ্কুর॥
সেই প্রীতি গাঢ় হইলে ধরে প্রেম-নাম।
সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ব্বানন্দ-ধাম॥"

যাহাতে চিত্তে কৃষ্ণপ্রেম সহজেই অনুভূত হয়, শাস্ত্রে তাহার উপায় ব্যক্ত হইয়াছে—

"সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধনশ্রেষ্ঠ—এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণ-প্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্পসঙ্গ॥"

শাস্ত্রে নববিধা ভক্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যম্ আত্মনিবেদম্॥"

এক্ষণে নবধা ভক্তির অনুশীলন করিতে গেলে একমাত্র ভক্তসঙ্গ করাই কর্ত্তব্য। আবার নবধা ভক্তির মধ্যে নাম-সংকীর্ত্তনই প্রধান। যথা—শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ—

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম কৈলে পায় প্রেমধন॥"

কিন্তু সাধুসঙ্গে নাম-সংকীর্ত্তন করাই বিধেয়। অসাধু-সঙ্গে কৃষ্ণনাম হয় না। এ প্রসঙ্গে পণ্ডিত শ্রীল জগদানন্দকৃত 'প্রেমবিবর্ত্তের' উপদেশ স্মরণীয়—

অসাধু-সঙ্গে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, তবু নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস হয়, সদা নাম-অপরাধ।
এসব জানিবে, ভাই, কৃষ্ণভক্তির বাধ॥
যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে পরিহর॥"

ভাগবতগণের সমীপে গমন করত কেমন করিয়া শুদ্ধভক্তি লাভ করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে গীতার বাণী—

"তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥"

অর্থাৎ—"সেই অধ্যাত্ম জ্ঞান পাইতে হইলে গুরুকে প্রণাম করিয়া, সেবা করিয়া, তাঁহাকে নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর। যে সব জ্ঞানীরা ভগবৎ-তত্ত্বদর্শী, তাঁহারা তোমাকে তত্ত্বজ্ঞান বুঝাইয়া দিবেন। একমাত্র তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা দ্বারাই বদ্ধ জীবের শ্রেয়ঃ লাভ হইতে পারে।"

সজ্জন-সঙ্গ-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে স্পষ্ট ঘোষিত হইয়াছে—"ভক্তজন ব্যতীত সঙ্গী গ্রহণ করিলে অনেক অনর্থ ঘটে, অতএব সঙ্গী না পাওয়া যায় সেও উত্তম, তথাপি অভক্ত-সঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবেন।"

জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সঙ্গের দোষ-গুণ বিচারে বলিয়াছেন,—"নির্ব্বিশেষ জ্ঞানী বা মুক্তিবাদীর সঙ্গ, ফলকামী কর্ম্মীর সঙ্গ এবং

আশু ইন্দ্রিয়পরায়ণ লৌকিক সঙ্গই জনসঙ্গ। হরিজন-সঙ্গ লাভ ঘটিলে বিষয়ি-জনসঙ্গ আপনা হইতেই বিদূরিত হয়।

"কর্ম্মি-জ্ঞানি-অন্যাভিলাষীকে বিষয়বিমূঢ় জানিয়া (তাহাদের) সঙ্গ পরিবর্জ্জনীয়। ভক্তসঙ্গই একমাত্র বাঞ্ছনীয়। ভক্তসঙ্গীকে জ্ঞানী প্রভৃতি অভক্তসকল তাদৃশ আদর করেন না। সুতরাং বুভুক্ষু বা মুমুক্ষুগণের নিকট আদর পাইবার প্রয়াস করা দূরে থাক্, তাহাদের সহিত কোনপ্রকার সংস্রব রাখাও উচিত নহে। মুমুক্ষুর বদ্ধাভিমান প্রবল। বদ্ধ-নিরসন চেষ্টাক্রমে অনিত্য বাসশীল, বুভুক্ষুর পিপাসাও তাদৃশ তাৎকালিক মাত্র, অন্যাভিলাষীর তো কথাই নাই; এই ত্রিবিধ অনিত্য অভিমানিগণকে ত্যাগ করিয়া নিত্যনামাশ্রিত ভক্তসাধুর বৃত্তি ও সঙ্গ গ্রহণ কর্ত্তব্য। কর্ম্ম-জ্ঞান বা অন্যাভিলাষিতার চেষ্টাসমূহ কখনও ভক্তিপথের সোপান নহে। 'জ্ঞান-বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে অঙ্গ'। ভক্তি ব্যতীত অন্য মার্গত্রয় অসৎ অর্থাৎ নিত্য নহে। সুতরাং ভক্তিমার্গই সাধুপথ, তাঁহাদের অনুগমনই ভক্তিপথ। কৃষ্ণভক্তের অনুসরণেই ভক্তিবৃদ্ধি হয়।

"মায়াবাদী এবং মুক্তি-ভোগবাদী বুভুক্ষু বা বিষয়ী, অন্যাভিলাষী—এই তিন সম্প্রদায়ের সহিত সঙ্গ সংস্থাপন করিলে তাহাদের সঙ্গজ দোষে ভক্তিহানি হয়। মায়াবাদী প্রভৃতি তিন দলকে পরামর্শ বা অন্য কোন দ্রব্যাদি দিতে নাই। মায়াবাদী প্রভৃতির নিকট হইতে মোক্ষ ও ভোগবিষয়ক পরামর্শ গ্রহণ করিলে তাহাদের সহিত প্রীতি হয়। ঐ ত্রিবিধ দলের নিকট হইতে তাহাদের স্পৃষ্ট কোন বস্তু ভোজন করিতে নাই। ত্রিবিধ বিষয়ীকে খাওয়াইতে নাই। বিজাতীয় লোকের সহিত আদান-প্রদান, রহস্য নিবেদন-শ্রবণ, ভোজন-ভোজ্যপ্রদানরূপ অনুষ্ঠান পরিহার্য্য। ভোজন করান ও ভোজন করা—এই উভয় ক্রিয়াতেই পরস্পর প্রণয় বৃদ্ধি হয়। স্বজাতীয় আশয়ে স্নিগ্ধ ব্যক্তিগণের সহিত প্রীতি বর্দ্ধিত হইলে জীবের সেই সেই বিষয়ে উন্নতি হয়।"

অতএব সকলপ্রকার অসাধু-সঙ্গ পরিত্যাগ করত শুদ্ধভক্ত-সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহার সঙ্গ করাই কর্ত্তব্য।—

"চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥"

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

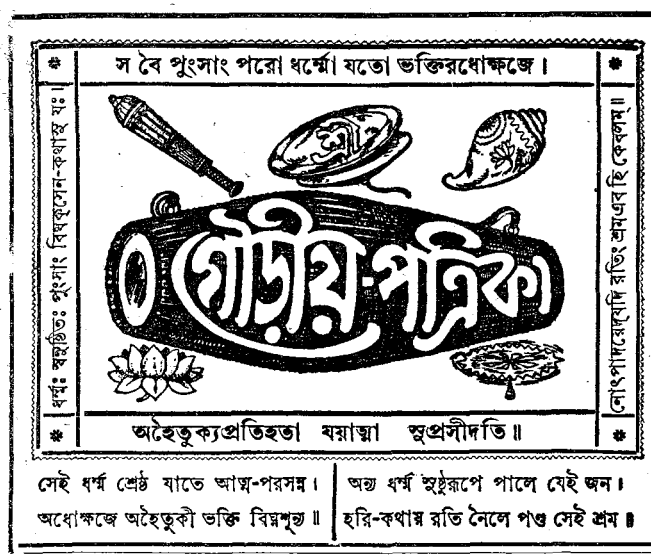

১২শ বর্ষ | কারণোদশায়ী, ১২ নারায়ণ, ৪৭৪ গৌরাব্দ | ১০ম সংখ্যা
বৃহস্পতিবার, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭; ইং ১৫।১২।৬০

সানুবাদং

শ্রীশ্রুতিগণ-কৃতং "শ্রীশ্রীনারায়ণ-স্তবাষ্টকম্" (২)

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তাশীতিতমেঽধ্যায়ে—২৬-৩৩)

সদিব মনস্ত্রিবৃৎ ত্বয়ি বিভাত্যসদামনুজাৎ
সদভিমৃশন্ত্যশেষমিদমাত্মতয়াত্মবিদঃ।
নহি বিকৃতিং ত্যজন্তি কনকস্য তদাত্মতয়া
স্বকৃতমনু প্রবিষ্টমিদমাত্মতয়াবসিতম্ ॥২৬॥

(হে পরমাত্মন্,) ত্রিগুণাত্মক প্রপঞ্চসমূহ মনঃকল্পিত ও অসৎস্বরূপ হইয়াও আপনার মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকিয়া মনুষ্য পর্য্যন্ত যাবতীয় জীবগণের নিকট সৎএর ন্যায় প্রতীত হইতেছে। আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ ভোক্তৃ-ভোগ্যস্বরূপ এই নিখিল বিশ্বকে পরমাত্মরূপ সদ্‌বস্তুর কার্য্য বলিয়াই সদ্‌রূপে দর্শন করেন, পরন্তু পরমাত্ম-সম্বন্ধ-ব্যতিরেকে ইহাদের

পৃথক্ সত্তা জ্ঞান করেন না। কনকাভিলাষী ব্যক্তিগণ কুণ্ডলাদি-বস্তুকে পরিত্যাগ করেন না, পরন্তু উহাও কনকেরই কার্য্য বলিয়া কনক-রূপে তাহারও গ্রহণ করিয়া থাকেন; অতএব আপনার রচিত এই বিশ্ব এবং তন্মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট পুরুষ বা জীবাত্মাও আপনার স্বরূপজ্ঞানেই নিশ্চিত হইয়াছে ॥২৬॥

তব পরি যে চরন্ত্যখিল-সত্ত্বনিকেততয়া
ত উত পদাক্রমন্ত্যবিগণয্য শিরো নির্ঋতেঃ।
পরিবয়সে পশূনিব গিরা বিবুধানপি তাং-
স্ত্বয়ি কৃতসৌহৃদাঃ খলু পুনন্তি ন যে বিমুখাঃ ॥২৭॥

যাঁহারা নিখিল জীবের অধিষ্ঠান-জ্ঞানে আপনার সেবা করেন, তাঁহারাই নিঃশঙ্কভাবে মৃত্যুর মস্তকে পদচারণপূর্ব্বক তাহাকে অতিক্রম করিয়া থাকেন। যাঁহারা ভক্তিশূন্য, তাঁহারা পণ্ডিত হইলেও, আপনি কর্ম্মকাণ্ডীয় স্বর্গাদি-ফলশ্রুতি-বচনসমূহ-দ্বারা পশুগণের ন্যায় তাহা-দিগকে কর্ম্মমার্গেই আবদ্ধ করিয়া থাকেন। **যাঁহারা আপনার প্রতি প্রেমভাবাপন্ন, তাঁহারাই নিজকে এবং অপরকে পবিত্র করিয়া থাকেন; অন্য কেহ তাহাতে সমর্থ হয় না** ॥২৭॥

ত্বমকরণঃ স্বরাড়খিল-কারক-শক্তিধর-
স্তব বলিমুদ্বহন্তি সমদন্ত্যজয়ানিমিষাঃ।
বর্ষভুজোঽখিল-ক্ষিতিপতেরিব বিশ্বসৃজো
বিদধতি যত্র যে ত্বধিকৃতা ভবতশ্চকিতাঃ ॥২৮॥

হে প্রভো, আপনি প্রাকৃতেন্দ্রিয়-সম্বন্ধ-রহিত স্বতন্ত্র ঈশ্বর হইয়াও নিখিল প্রাণিগণের যাবতীয় ইন্দ্রিয়শক্তির পরিচালন করিয়া থাকেন। খণ্ডরাজ্যাধিপতিগণ যেরূপ মহামণ্ডলেশ্বরকে উপহার প্রদান করিয়া থাকেন এবং স্বয়ং নিজ নিজ প্রজাগণের প্রদত্ত উপহার ভোগ করেন, সেইরূপ অবিদ্যার সহিত সমস্ত দেবগণ বিশ্বকর্ত্তা আপনার উদ্দেশে পূজোপহার ধারণ করিয়া স্বয়ং মনুষ্যপ্রদত্ত হব্য-কব্য প্রভৃতি উপহার ভোগ করিয়া থাকেন এবং আপনা হইতে ভীত হইয়াই প্রত্যেকে নিজ নিজ অধিকারোচিত কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন ॥২৮॥

স্থির-চর-জাতয়ঃ স্যুরজয়োত্থ-নিমিত্তযুজো
বিহর উদীক্ষয়া যদি পরস্য বিমুক্ত ততঃ।
নহি পরমস্য কশ্চিদপরো ন পরশ্চ ভবেদ্-
বিয়ত ইবাপদস্য তব শূন্যতুলাং দধতঃ ॥২৯॥

হে নিত্যমুক্ত (মায়াসঙ্গরহিত), আপনার ঈক্ষণ-লেশমাত্র দ্বারা যখন মায়ার সহিত আপনার ক্রীড়া হইয়া থাকে, তখন কর্ম্মরূপ-নিমিত্তহেতুর সহিত চরাচরাত্মক জীব-সমূহের আবির্ভাব হয়। আপনি পরমকারুণিক আকাশ-তুল্য সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত বলিয়া আকাশোপম এবং তত্তুল্য নির্লেপ বলিয়া বৈষম্যের অনাস্পদ; অতএব **আপনার আত্মীয় বা পর কেহ নাই ॥২৯॥**

অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতা-
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা।
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ
সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া ॥৩০॥

হে নিত্যস্বরূপ, অনন্ত জীবগণ যদি স্বরূপতঃ (আপনা হইতে জাত না হইয়া) নিত্য এবং সর্ব্বগত হয়, তাহা হইলে তাহারা আপনার দ্বারা শাসিত অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না, অন্যথা (আপনা হইতে জাত হইলে) শাসন এবং নিয়মন সম্ভব হইতে পারে। **জীবগণ বহ্নিরূপ আপনা হইতে বিস্ফুলিঙ্গরূপে জাত বলিয়া আপনিই তাহাদের অপরিত্যাজ্য কারণ, নিয়ন্তা এবং সর্ব্বত্র অন্তর্যামিরূপে সমভাবে অবস্থিত। মত-দুষ্টতাহেতু যাহারা আপনাকে 'জানি' বলিয়া অভিমান করে, তাহারা বস্তুতঃই অজ্ঞান ॥৩০॥**

ন ঘটত উদ্ভবঃ প্রকৃতি-পুরুষয়োরজয়ো-
রুভয়যুজা ভবন্ত্যসুভৃতো জলবুদ্বুদবৎ।
ত্বয়ি ত ইমে ততো বিবিধ-নামগুণৈঃ পরমে
সরিত ইবার্ণবে মধুনি লিল্যুরশেষরসাঃ ॥৩১॥

(পরমাত্মা হইতেই জীবগণের জন্ম হয়—যদি এইরূপ নিয়ন্তৃ-

নিয়ম্য ভাব বলা যায়, তাহা হইলে জীবগণের অনিত্যত্ব প্রসঙ্গের দ্বারা উহাদের প্রতিদিন কৃতহানি-অকৃতাভ্যাগম-প্রসঙ্গ ঘটিয়া থাকে; সুতরাং তাহা যুক্তি-যুক্ত নহে, যেহেতু স্বপ্রকাশানন্দাত্ম-জীবের অবিদ্যা-কৃত অনর্থ-নিবৃত্তিমাত্রই তাহাদের মোক্ষপ্রাপ্তি এবং উপাধির জন্ম দ্বারাই তাহাদের জন্ম ঘটিয়া থাকে, কিন্তু স্বতঃ নহে; তজ্জন্যই বলিতেছেন),—প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়েই জন্মরূপ বিকার-রহিত বলিয়া জীবরূপে তাহারা উৎপন্ন হইতে পারেন না; পরন্তু কেবল জল বা বায়ুদ্বারা যেরূপ বুদ্‌বুদের সৃষ্টি হয় না, কিন্তু উভয়ের মিশ্রণে উহা উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের পরস্পর সংযোগে (প্রকৃতিতে পুরুষের ঈক্ষণপ্রভাবে) প্রাণিগণের সৃষ্টি হইয়া থাকে। অতএব যেহেতু জীবগণের জন্ম বাস্তব নহে, সেই জন্য সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে তাহারা, মধুর মধ্যে সকলপ্রকার পুষ্পের রস যেরূপ পৃথক্ পৃথক্‌রূপে প্রতীয়মান না হইয়াও সামান্যরূপে পরিলক্ষিত-অবস্থায় লীন হয় সেইরূপ, কারণাত্মরূপী আপনার মধ্যে লীন হইয়া থাকে (তৎকালে তাহাদের কার্য্যোপাধির মাত্র লয় ঘটে), মুক্তিকালে কারণাত্মারও লয়-হেতু সমুদ্রে নদীগণের মিশ্রণের ন্যায় নিরুপাধিক আপনার মধ্যে তাহারা সর্ব্বতোভাবে লীন হইয়া থাকে ॥৩১॥

নৃষু তব মায়য়া ভ্রমমমীষ্ববগত্য ভৃশং
ত্বয়ি সুধিয়োঽভবে দধতি ভাবমনুপ্রভবম্।
কথমনুবর্ত্ততাং ভবভয়ং তব যদ্‌ভ্রূকুটিঃ
সৃজেতি মুহুস্ত্রিনেমিরভবচ্ছরণেষু ভয়ম্ ॥৩২॥

বিবেকিগণ এই জীবগণের মধ্যে উত্তরোত্তর জন্মগ্রহণের হেতু-স্বরূপ এবং ভবদীয় মায়া-প্রভাবহেতু ভ্রম দর্শন করিয়া সংসার-নিবারক আপনার প্রতি চিত্তের অনুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষারূপ পরিচ্ছেদত্রয়-বিশিষ্ট ভবদীয় ভ্রূ-ভঙ্গরূপ সংবৎসরাত্মক **কাল আপনার অনাশ্রিত জনেরই পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণরূপ ভয়ের উৎপাদন করে, পরন্তু আপনার শরণাগতগণের ভব-ভয় সম্ভবপর হয় না ॥৩২॥**

বিজিত-হৃষীক-বায়ুভিরদান্ত-মনস্তুরগং
য ইহ যতন্তি যন্তুমতিলোলমুপায়খিদঃ।
ব্যসন-শতাদ্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণং
বণিজ ইবাজ সন্ত্যকৃত-কর্ণধারা জলধৌ ॥৩৩॥

হে অজ, যাঁহারা ইন্দ্রিয়গণ এবং প্রাণকে জয় করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষেও যাহার দমন সম্ভবপর নহে, সেই মনোরূপ তুরঙ্গকে যাঁহারা গুরুচরণাশ্রয় ব্যতীত সংযত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা উপায়-বিষয়ে খিন্তমান এবং শত শত বিঘ্নদ্বারা আকুল হইয়া সমুদ্রমধ্যে অস্বীকৃত-কর্ণধার বণিকের ন্যায় এই সংসার-সমুদ্রে কেবলমাত্র দুঃখই ভোগ করিয়া থাকেন ॥৩৩॥

প্রদর্শকের অভিভাষণ

সজ্জনসুধীবৃন্দ,—

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টাদ্বারা দিনাতিপাত করিয়া তাঁহার সেবা বিধান করেন, তাঁহাদের প্রত্যেক অনুষ্ঠানের অভিনয়কারিসূত্রে সূত্রধারের আজ্ঞা বহন করিতে হয়। তজ্জন্য আমরা পরমার্থিগণের একমাত্র ধ্যেয় 'গৌড়ীয়-নাথে'র কৃপা ভিক্ষা করিতেছি। তাঁহার দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীল স্বরূপ-দামোদর যে ভাষায় তাঁহার কৃপা আকর্ষণ করিয়াছিলেন, আমাদের 'অথ' শব্দের ব্যাখ্যায় উহাই প্রণবের কার্য্য করুক।

"হেলোদ্ধূলিতখেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া শমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া ॥"

বস্তুজ্ঞানের অভাবে বস্তুসম্বন্ধে কর্ত্তব্যজ্ঞানের বিকৃত ধারণা এবং আমাদের প্রয়োজন-তত্ত্বের নির্ণয়ে অসমর্থতা-হেতু আমরা অনেক সময় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া হিতাহিত বিবেচনা করিতে অসমর্থ হই। সেই বিপৎকালে আমাদের উপদেশকসূত্রে যিনি স্বীয় আদর্শ চরিত্র প্রদর্শন করিয়া আমাদিগকে তদনুগমনে আহ্বান করেন, সেই অভাবমোচন বিপদুদ্ধারণের অনুসরণই আমাদের একমাত্র কৃত্য হয়।

ভালমন্দে পরিপূর্ণ ধরায় অবস্থিতি-কালে আমাদের প্রার্থনীয় বিষয়ে উত্তমের অনুসন্ধান, অধমের পরিহার, প্রকৃত প্রেয়ের অনুগমন, অপ্রিয়ের ত্যাগ, শ্রেয়ের প্রার্থনা, অমঙ্গলের বর্জ্জন প্রভৃতি তাৎকালিক মতির চিহ্ন সঙ্কুচিত-চেতন-পশুজ্ঞানেও পরিলক্ষিত হয়। দাতার দানের ভিক্ষুসূত্রে আমরা 'ভাল', 'উত্তম', 'শ্রেয়', 'মঙ্গল' প্রার্থনা করি। **যে দয়া আমাদের অনন্তকাল অমন্দ বা অমঙ্গল প্রসব করে না, সেই দয়ার দাতাকে আমরা অমুক্তহস্ত, 'কৃপণ', স্বল্পবদান্য বলিয়া মনে করিতে পারি না।** তাঁহাকে 'দানসাগর'—স্বভাবসম্পন্ন জানিয়া অপ্রীতিকর-ফলোদয়কারক দানের প্রার্থী হই না। কোন অজ্ঞ উপদেশকব্রুবের নিকট আমাদের দান-প্রার্থনার অভীষ্ট সিদ্ধ হইলে তাহাতে অজ্ঞান-জন্য বিপৎপাত অবশ্যম্ভাবী জানিয়া অভিজ্ঞ সত্যমূর্ত্তি স্বরাট্ পদার্থের বিবর্ত্ত-মণ্ডিত গৌণী ভিক্ষার পরিবর্ত্তে মুখ্যা ভিক্ষাই আমাদের প্রার্থনীয় হইয়া পড়ে।

ভিক্ষালব্ধ পদার্থ-সমূহকে 'ভৈক্ষ্য' বলে। পঞ্চপ্রকারে আমাদের ভৈক্ষ্য লভ্য হয়। মাধুকর-ভৈক্ষ্য-সংগ্রহ সর্ব্বোপরি অবস্থিত। তন্নিম্নেই অসংক্লিপ্ত, প্রাক্‌প্রণীত, অযাচিত ও তাৎকালিকোপপন্ন ভৈক্ষ্যের কথা আমাদের আলোচ্য হয়।

লাভের অনিশ্চয়তার স্থলে যে ভৈক্ষ্য, তাহাই 'অসংক্লিপ্ত' এবং পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট লাভাশায় ভৈক্ষ্যই—'প্রাক্‌প্রণীত'। এতদ্ব্যতীত যাচ্ঞা রহিত ভৈক্ষ্য ও তাৎকালিক দৈবক্রমে প্রাপ্ত ভৈক্ষ্য—এই পঞ্চবিধ ভৈক্ষ্যের প্রকারভেদ থাকিলেও মাধুকর ভৈক্ষ্যেরই উৎকর্ষ আমাদের বৃত্তি হউক।

বর্ত্তমানকালে তিনপ্রকার ভৈক্ষ্য সংগৃহীত হইয়া আমাদের অধিষ্ঠানের পরিপোষণ করে। অভিজ্ঞতার অভাবে মনোবৃত্তির সংবর্দ্ধন-ব্যতীত কায়িক ও বাচনিক ভৈক্ষ্য-সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করিয়া থাকি। আমাদের বর্ত্তমান অস্তিত্বে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সংগ্রহ-সমষ্টি মানস-ভৈক্ষ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে। বাচনিক ও কায়িক সূক্ষ্ম ও স্থূল ভৈক্ষ্যদ্বয় মানস-ভৈক্ষ্যের অনুমোদন অপেক্ষা করে। মানস- ভৈক্ষ্য নিয়ন্তৃরূপে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়োভাবদ্বয়ের বিচার করে। তজ্জন্য অমন্দোদয়া দয়াই দয়ানিধির নিকট প্রার্থনীয়া। ত্রিতাপক্লিষ্ট মানবের হৃদয় খেদে অভিভূত; উহা অপ্রার্থনীয় রজোরাশি-সদৃশ। **যাঁহার অমন্দোদয়া দয়া হেলায় ঐ ত্রিতাপাবর্জ্জনাকে ধূলির ন্যায় অনায়াসে উড়াইয়া দেয়, সেই দয়ানিধির দয়াই আমাদের**

প্রার্থনীয়া। ধূলিরাশি উড়িয়া গেলে হৃদয়াকাশ নির্ম্মলতা লাভ করে; তখন বায়ু সৌগন্ধ বহন করিয়া আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধন করে। নিরানন্দের অভাব কেবল প্রার্থনীয় হইলেও মুখ্য আত্মানন্দই আমাদের আনন্দ বিধান করে।

আমাদের অশিক্ষিত ভাণ্ডার ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সাহায্য সম্বর্দ্ধিত হইলেও পরস্পর-বিরোধী শিক্ষা-প্রণালী আমাদের অশান্তি বর্দ্ধন করে। বিরুদ্ধপক্ষের কোন্ কোন্ বাক্যে শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট হইয়া কোন্ কোন্ বাক্য পরিহার করিতে হইবে—এই মীমাংসার সমাধান করিতে গেলেও আমাদের অশান্তি বর্দ্ধিত হইয়া পড়ে। যাঁহার দয়া আমাদের শিক্ষক-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শিক্ষা-প্রণালীতে পরস্পর বিবদমান ভাবসমূহের মধ্যে প্রীতিসম্বর্দ্ধন করে, সেই দয়ানিধি অমন্দোদয়কারিণী দয়ার বিতরণে আমাদিগকে কৃতার্থ করুন।

অদ্বয়জ্ঞানে কোন প্রকার বিরোধ নাই। তাহা ভগবন্নিষ্ঠ করিয়া বাস্তব সত্যের প্রকাশে আমাদের অশান্তচিত্তে কেবলমাত্র শান্তি বিধান করে না, পরন্তু মুখ্য আনন্দে অশান্ত হৃদয়কে পরিপ্লুত করায়। সচ্চিদানন্দের পরিবর্ত্তে রজঃ-সত্ত্ব-তমোগুণ-ত্রয়ের মধ্যে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিভাবের অস্তিত্বে যে-সকল পদ্ধতি সুচারু ও সুষ্ঠু বলিয়া গৃহীত হয়, তাহা অপর গুণ-জাত ভাবের সহিত বিরোধ আচরণ করিয়া অন্যাভিলাষের সৃষ্টি করায়। তাহাতে আমাদের যথেচ্ছ আচরণ বিভিন্নদিকে গমনশীল হইয়া হৃদয়কে চঞ্চল করিয়া তুলে। কখনও বা প্রবৃত্তির বিপরীত ধারণায় জাড্য আসিয়া শান্তির আদর্শ লাভ করিবার প্রতারণা বিস্তার করে। সেই তাৎকালিকী ক্ষিপ্রতায় যে অসহিষ্ণুতা দেখা যায়, তাহা অনধিকারীর অসংযত উচ্চাধিকার-লাভের পিপাসা; তাহাতে অবস্থান প্রভৃতি বিচার যাবতীয় চেষ্টাকে স্তব্ধ করিয়া জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার একত্র সমাধির জন্য চেষ্টিত হয়। এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্যের হস্ত হইতে চিরমুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে নির্ভেদ-বিচারের আবাহন করিয়া থাকি। যখন সেই প্রকার উচ্চাকাঙ্ক্ষা-লাভের প্রস্তাবে স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরাহিত্যরূপ নিষ্কলতা আহূত হয়, তখনই আমাদিগের অহংগ্রহোপাসনার প্রবল বিক্রম বাস্তব-সত্যের সেবা-বিচারকে ঢাকিয়া ফেলে। কখনও বা উদ্দাম প্রচণ্ড বাসনা মানস-রাজ্যে প্রকাণ্ড সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া আলেয়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হয়। কখনও মিশ্রাধিকারে হঠযোগ, রাজযোগ প্রভৃতির কল্পিত আকাশ-কুসুমের গন্ধে

আমরা আপ্লুত হইয়া আত্মার নিত্যাবৃত্তি ভগবদ্ভক্তিকে অনাদর করিতে শিখি।

এই তিন প্রকার বিচারের হস্ত হইতে নিত্যকালের জন্য মুক্ত হইতে হইলে **নিত্যবৃত্তিতে অবস্থানই আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ পথের পথিক করাইতে সমর্থ হয়।** যে-কালের প্রেয়োবিচারে আমাদের বুদ্ধি জড়তা লাভ করে, তৎকালেই আমরা আমাদের নিজ নিত্যবৃত্তিকে অনিত্য বিচার-সমূহের দ্বারা অবৈধভাবে সংমিশ্রিত করিয়া আত্মার নিত্যা বৃত্তি হইতে অর্থাৎ নিজ-স্বরূপ-জ্ঞান হইতে বিচ্যুত হইয়া ন্যূনাধিক বিরূপের আশ্রয় গ্রহণ করি। ফলভোগ হইতে মুক্তি হইলে আমরা ফলত্যাগী হই সত্য; কিন্তু সেই ফলত্যাগ পুনরায় আমাদিগকে উচ্চশিখরদেশ হইতে নিম্নে অধঃপাতিত করায়। আমরা আশ্রয়রহিত হইয়া নিজ-কর্ত্তৃত্ব-পোষণ-মূলে আত্মম্ভরিতার আবাহন করি এবং তদ্দ্বারা বাস্তবসত্যের নিত্যকৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়া অনিত্য নশ্বর জগতের জাগতিক বস্তুগুলিকে আমাদের 'তারক' বলিয়া মনে করি।

যখন আমরা দেখি, উহারা আমাদের নিত্যাভিলাষ পূরণ করিতে অসমর্থ তখনই পন্থান্তর-গ্রহণের পদ্ধতি আমাদের কৌতূহল আকর্ষণ করে। যখন নিত্যানিত্য-বিবেকবশে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান এবং তত্তৎ মিশ্রাবরণ-সমূহ আমাদিগের পক্ষে দুরাশাজনক হয়, তখনই আমরা আশান্বিত হইয়া আশ্রয়ের আশ্রিত হইবার যত্ন করিয়া থাকি। আমাদের প্রিয়প্রাপ্তির অভিলাষ যখন চিদ্‌চিদ্-বিবেক, নিত্যানিত্য-বিবেক ও আনন্দানন্দাভাব-বিবেকের সুষ্ঠু মীমাংসা করিতে সমর্থ হয়, তখনই প্রেয়োবিচার শ্রেয়ের সহিত কৈবল্য লাভ করে—ইহাই অব্যভিচারিণী ভক্তি।

এই অন্যাভিলাষিতা-শূন্য, জ্ঞান-কর্ম্মাদি-দ্বারা অনাবৃত আত্মার বৃত্তি মূল-আকর্ষক, নিত্যপূর্ণ-জ্ঞানময়, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়-বস্তুর অনুকূল-সেবায় নিযুক্ত হইলে ভেদ-জগতের পরস্পর বৈষম্যবিশিষ্ট গুণত্রয় আমাদের উপর প্রভুতা করিতে অসমর্থ হয়। সেই কালেই আমাদের আত্মার নিত্যসেবা-প্রবৃত্তি বা আরাধনা আরাধ্যের উদ্দেশ্যে বিহিত হয়। তখন আমরা বলি, প্রবৃত্তির অধিষ্ঠাতৃদেব ব্রহ্মার ভজন করিয়া কর্ম্মরাজ্যে প্রবৃত্তজনগণ 'লাভ উঠাইতে' থাকুন, অথবা নিবৃত্ত্যাকাঙ্ক্ষি-জনগণের আরাধ্য রুদ্রদেবের আরাধনা-দ্বারা অনিত্য বাসনাসমূহ ধ্বংস করিয়া স্থূল-সূক্ষ্ম অনিত্য গঠনদ্বয়ের সংহার-পূর্ব্বক

ত্যাগিগণ নিত্যকালে জড় নির্ব্বিশেষ-ভাবের উদয় করাইয়া জাড্য-জনিত নিরানন্দের বিলুপ্তি সাধন করুন।

তখন তাঁহাদের ভজন-দ্বারা আমাদের অভীষ্ট-লাভের সাফল্য কি পরিমাণ হইল, তাহার বিচার আসিয়া আমাদিগের সেই পথে অভিযান পরিবর্ত্তন করায় এবং নিঃশক্তিক ব্যাপারকেই বাস্তব বস্তু কল্পনা করিয়া সচ্চিদানন্দ নিত্য-ধর্ম্মত্রয়ের উন্মূলনমুখে তাহাদের অবস্থিতির সাপেক্ষ-ধর্ম্ম বিনাশ করিয়া থাকে। কিন্তু আকর্ষক অদ্বয়জ্ঞান একমাত্র বাস্তব, যাঁহাতে নিত্যানন্দ সর্ব্বতোভাবে প্রকাশিত হইয়া স্বয়ংরূপের অভিব্যক্তি করান, তাঁহার বিচিত্র-বিলাস-ভূমির জ্ঞানাভাবরহিত ও আনন্দহীন গগনকে নির্জ্জিত করিয়া নিত্যকাল নিরবচ্ছিন্ন-আনন্দপূর্ণ পরব্যোম-প্রদেশের অত্যুন্নতার্দ্ধ-সমন্বিত বৈকুণ্ঠ দর্শন করায়। সেই সচ্চিদানন্দাধারের আধার ও আধেয়ের মধ্যে অপূর্ব্ব জড়বিজ্ঞান হইতে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশ-রূপ যুগপৎ প্রকটাপ্রকট বৃন্দাটবী সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের নিত্য উপকরণাবলীর সমাবেশ-বৈচিত্র্য আমাদিগকে কৈবল্য-লব্ধ চেতনাধিষ্ঠানে চিন্ময়-রসযুক্ত করে। আর সেই নিত্যা ভক্তির অত্যুন্নত-বৃত্তি-বৈশিষ্ট্য আমাদের ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান হইতে মধুরিমার শ্রেয়ত্ব, উপাদেয়ত্ব ও মর্য্যাদা উৎপাদন করাইবার বুদ্ধিযোগ প্রদান করে। তখন আমরা শ্রীকৃষ্ণের গান গাহিতে থাকি—

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥"

অযোগীর যোগসাধন-প্রবৃত্তি অনিত্যা এবং কুযোগীর অবৈধ যোগসাধন-প্রবৃত্তি অনিত্যা ও বিধিসঙ্গত নহে,—"যেঽপ্যন্যদেবতা-ভক্তাঃ" এই কৃষ্ণগান শ্রবণের পরও যেন আমাদের কল্পনা রাজযোগের বা হঠযোগের যোগ্যতারূপ যুক্তিতে আবদ্ধ না হয়। আত্মার নিত্যবৃত্তি উন্মেষিত হইলে আত্মার সুষুপ্তিতে জড়গগনান্তর্গত মনোবুদ্ধি-অহঙ্কার এবং ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোম, উহাদের মাত্রা ও স্পর্শসমূহ লইয়া বাধা দিতে পারে না। অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞানাদির যোগ ও তাদৃশ যোগের যোগ্যতার কারণ আমাদের প্রেয়ো-বিচার বিতাড়িত না হইলে আমরা বিভিন্ন শাস্ত্রবিবাদের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ এবং ত্রিতাপ-ক্লেশলাভরূপ কর্ম্ম-ভূমিকার বিচার হইতেও অবসর লাভ করিতে পারি না। অন্যাভিলাষ আসিয়া আমাদের নিত্য-চিদানন্দময় অধিষ্ঠানকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করে, আমরা বিরূপকে স্বরূপের বিবর্ত্ত বলিয়া জানিতে পারি না।

জীবের চরমকল্যাণ-প্রকটন-কার্য্যই দয়ার অমন্দোদয়কারিণী মূর্ত্তি। আমরা যে-কাল পর্য্যন্ত শুদ্ধভক্তির স্বরূপ-বিচারে অসমর্থ থাকি, তৎকালাবধি জ্ঞানের তিক্ত-বিচারে আমাদের বিরক্তি ঘটে না এবং ত্রিদণ্ডি-সরস্বতীপাদ-কথিত—

"তাবদ্‌ব্রহ্মকথা বিমুক্তিপদবী তাবন্ন তিক্তীর্ভবেৎ
তাবচ্চাপি বিশৃঙ্খলত্বময়তে নো লোকবেদস্থিতিঃ।
তাবচ্ছাস্ত্রবিদাং মিথঃ কলকলো নানাবহির্বর্ত্ম সু
শ্রীচৈতন্যপদাম্বুজ-প্রিয়জনো যাবন্ন দৃগ্‌গোচরঃ॥"

—শ্লোকের বিচার আমাদের হৃদয়ে উদিত হয় না। দুর্ভাগ্যকেই আমরা আমাদের সৌভাগ্যলক্ষ্মী বলিয়া বরণ করি। বড়িশলগ্ন ভোজ্যজ্ঞানের বিবর্ত্ত হইতেই মীনাদি জলজন্তুর বিপৎপাত উপস্থিত হয়। তাহা পরিত্যাগ করিয়া বাস্তবসত্যের চেষ্টায় জড়তা-প্রদর্শনমুখে মায়াবাদ-তমিস্রে প্রবেশরূপ প্রবল অবিচার-ব্যাঘ্র আসিয়া গ্রাস করে। সেই মুক্তি-ব্যাঘ্রীর কবল হইতে পরিত্রাণ না পাইতে পারিলে অঘ-বকাদি দ্বারা বাস্তব আকর্ষকবস্তু বিনষ্ট হইয়াছে—এরূপ আশঙ্কার উদয় হয়।

ভগবদ্ভক্তি-প্রভাবেই অভক্তির হিংসা-প্রসূত বিচারসমূহ আমাদের উন্মেষিত চেতনবৃত্তিকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হয় না। সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দয়া-বিতরণরূপ নামপ্রচার ও নাম-ভজনাচাররূপ মনোঽভীষ্ট আমাদের সেব্যবস্তু হওয়ায় এই সৎশিক্ষারূপ-পরমার্থ-প্রচারিণী ভাগবত-প্রদর্শনী উন্মুক্ত করিবার প্রয়াস। মানবজাতির নিকট আবৃত সুষ্ঠু বিচার উন্মুক্ত করিলেই মনুষ্য-জীবনের সফলতা হয় এবং শ্রেয়োলাভ ঘটে। মহাবদান্য শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা-প্রণালীর অবলম্বনে ভাষার সাহায্যে তাঁহার মনোঽভীষ্ট প্রচারকার্য্যে সর্ব্বতোভাবে অগ্রণী শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রবর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-বারিকণ-পিপাসু-জনগণের নিকট উজ্জ্বলনীলমণির কিরণ বিস্তার করিয়াছেন। নিত্য শ্রীরূপানুগ-গণের আত্মবৃত্তি শ্রীরূপসেবা ও তৎসহ স্বয়ংরূপ-সেবা, স্বয়ংপ্রকাশ-সেবা, নিত্য চিদ্‌গুণানন্দসেবা, চিৎপরিকরবৈশিষ্ট্য-সেবা, চিন্ময়ী লীলার সেবা করিতে গিয়া ওষ্ঠ-স্পন্দনমুখে জিহ্বা-সঞ্চালনরূপ একপ্রকার ভক্তি।

অপর প্রকার ভক্তি,—পঞ্চরাত্র-কথিত শ্রীগুরুকৃপাপূর্ণ দিব্যজ্ঞান-শলাকার দ্বারা জড়চক্ষুর আবরণ বা ছানির উন্মোচনমুখে অর্চ্চা-নির্দ্দেশ,—তাহাই পরমার্থ-লাভের অমোঘ পথ। কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ-

বিষয়ে ভগবৎ-প্রকাশ-পরাকাষ্ঠা-প্রদর্শনকল্পে পাঞ্চরাত্রিক বিচার ও ভাগবত-বিচারের ভেদাভেদ-প্রকাশরূপা চিন্ময়ী প্রতীতির অচিন্ত্যত্ব স্থাপন করিয়াছেন। উহা আত্মবৃত্তিরই গম্য; জড়োপাধি-সংশ্লিষ্ট মনোভাবের অন্তর্ভুক্ত পদার্থের আসক্তি-ক্রমে লভ্য নহে। তজ্জন্য আমাদের বিনীত প্রার্থনা,—সৎশিক্ষিত পারমার্থিক গৌড়ীয়ের প্রারম্ভিক কএকটী কথা শুনিবার পর চক্ষুঃ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা স্বয়ংরূপ-বৈচিত্র্যরূপ গোলোক-বৈকুণ্ঠের পরব্যোমস্থ-শব্দ, পরব্যোমস্থ চিৎ-পরমাণু ও চিদ্‌বৈচিত্র্যের বিচার বিকাররাজ্যের সহিত সাদৃশ্যমুখে মাত্র গ্রহণ করা দর্শকগণের কর্ত্তব্য।

ভেদজগতের প্রকাশগত ধারণা যেরূপ দেহ-দেহীর ভেদ বিচার করে, বৈকুণ্ঠ-গোলোকে তাদৃশ ধর্ম্ম না থাকায় বদ্ধজৈব-চিন্তার অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য মুক্তজৈব-প্রতীতিকে আবদ্ধ করিবেন না; অর্থাৎ যাহাতে বাস্তব-সত্যের সেবকগণের সেবানুকূলা চেষ্টা বদ্ধজীবের সঙ্কীর্ণ জড়তার বিকশিত চিন্তার দ্বারা আপ্লুত, আবৃত ও বিনষ্ট না হয়, সেইরূপ অবহিতচিত্তে দর্শন কর্ত্তব্য। শ্রুতির চিন্ময়ী ব্যাখ্যা ও ভক্তি-প্রতীতিমূলে দর্শন করিলে বৈকুণ্ঠ-বস্তুর নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলাসমূহকে বদ্ধপ্রতীতি আর তৃতীয় মানের ভূতাকাশ-সংস্থিত চিদচিন্মিশ্র-বিচারের অজ্ঞতায় জড়িত এবং তাহার সহিত সমজ্ঞান করিতে ধাবিত হইতে হইবে না। (ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীগুরুভক্তি

সুবিস্তৃত সংসার-জালে আবদ্ধ, মায়ামোহে অন্ধজীবগণ সুখাশায় মুগ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে; বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, মান সকলের সুখ অন্বেষণ করে, কিন্তু কোনও ক্রমে আপনাকে সুখী করিতে পারে না। এইরূপে জীবের অনেক জন্ম গত হয়। বহু জন্মার্জ্জিত সুকৃতিপুঞ্জের ফলে যখন জীব-হৃদয়ে ভগদ্বিষয়িনী শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়, তখনই তাহার সুখলাভের সূচনা হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, জীবগণ তাঁহার নিত্য কিঙ্কর। **শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করিলে জীবের সর্ব্বক্লেশ দূর হইয়া কৃষ্ণদাস্য লাভ হয়। এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাসের নাম "শ্রদ্ধা"। শ্রদ্ধাবান্ জীব স্বল্পকালেই সদ্‌গুরু-চরণ আশ্রয় করেন, শ্রীগুরুকৃপা-বলেই তাহার সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়।**

অপার কৃপাময় বৈষ্ণবগণ এই জগতের পরম বন্ধু। তাঁহারা জীবগণকে কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জানিয়া তাহাদিগের নিকট নিরন্তর ভক্তিতত্ত্ব প্রচার করেন। আবার, যখন তাহারা ভক্তিতত্ত্বে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া বৈষ্ণব-চরণাশ্রয় করেন, বৈষ্ণবগণ শ্রীগুরুরূপে তখন তাহাদিগকে ভগবদ্ভজন উপদেশ করেন। ভজনবিজ্ঞ অনন্যচেতা উপযুক্ত শিষ্যকে আবার কৃপা সঞ্চার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত ভাণ্ডার দর্শনে শক্তি প্রদান করেন। এইরূপ বৈষ্ণব-কৃপার অবধি নাই। কত শত অনর্থ-পরিপূরিত, নানারূপে মায়া-বিড়ম্বিত, সংসার-সাগরে নিপতিত অতিক্ষুদ্র অধম জীবকে যিনি শ্রীগুরুরূপে চরণে স্থান দেন, তাহার ভজনবিহীন জীবনের ভার আপনি গ্রহণ করেন, আপনার বিশুদ্ধ চরিত্র এবং সুদৃঢ় ভজনে তাহাকে মুগ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা শক্তিসঞ্চার করিয়া তাহাকে ভজন-মার্গে ক্রমশঃ অগ্রসর করান, **তাঁহার অপার কৃপার বাস্তবিকই কোন সীমা নাই, তাহা অনন্ত এবং অদ্ভুত।** এইজন্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন,—

শ্রীগুরু করুণা-সিন্ধু, অধম-জনার বন্ধু, 'লোকনাথ' লোকের জীবন।
হা হা প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া, এবে যশ ঘুষুক ত্রিভুবন॥
চক্ষুদান দিল যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই, দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাঁহা হৈতে, অবিদ্যা বিনাশ যাতে, বেদে গায় যাঁহার চরিত॥

দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু ভেদে শ্রীগুরু দ্বিবিধ। যাঁহার নিকট মন্ত্র লাভ হয়, তিনি **দীক্ষাগুরু**; যাঁহার নিকট ভজন-শিক্ষা করা যায়, তিনিই **শিক্ষাগুরু**। উভয়কেই শিষ্য সমান সম্মান প্রদর্শন করিবেন; উভয়কেই কৃষ্ণশক্তির প্রকাশ বলিয়া জানিবেন, তাঁহাদিগের প্রতি কোন ভেদভাব থাকিলে শিষ্য অপরাধী হইবেন। শ্রীচরিতামৃতে,—

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥
গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥
শিক্ষাগুরুকে ত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ॥
অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ,—এই দুই রূপ॥

গুরুকে সাক্ষাৎ ভগবান্ জ্ঞান করা অপরাধের কার্য্য, যেহেতু তাহাতে জীবে ঈশ্বরে সমতা জ্ঞানরূপ মায়াবাদ মত হয়। তবে

শ্রীগুরুকে শ্রীভগবানের প্রকাশ-বিশেষ বা শ্রীভগবানের শক্তিরূপে ভক্তি করিলে কোন দোষ থাকে না। প্রেমময় ভগবানই শ্রীগুরুদেবে প্রকটিত হইয়া দীক্ষা দিতেছেন,—শিষ্যের মনে এই ভাব থাকিলেই মঙ্গল হইবে; শ্রীগুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস হইবে, এবং তাঁহার প্রতি অচলা ভক্তি হইবে।

শ্রদ্ধাবান্ জীব বহুযত্নে সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয় করিবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী বিবিধ শাস্ত্র হইতে শ্রীগুরুলক্ষণ ও শিষ্য-লক্ষণ স্বীয় হরিভক্তি-বিলাস-গ্রন্থে সংগ্রহ করিয়াছেন। সেইসমস্ত শাস্ত্র-বাক্যের তাৎপর্য্য এই,—**দৃঢ়চরিত্র, বিশুদ্ধ ভক্ত ভাগবতোত্তমই জীবের গুরু; এবং নিষ্পাপ, শুদ্ধশ্রদ্ধ বিনীত শিষ্যই শিক্ষার উপযুক্ত।** ইহার ব্যতিক্রম হইলেই অনর্থ উপস্থিত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখবাক্য এই যে, "যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়"; এবং "গুরু যথা ভক্তিশূন্য তথা শিষ্যগণ।" প্রভুর শ্রীমুখবাক্য সর্ব্বত্রই সত্য হইয়া থাকে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শাস্ত্রে কথিত আছে যে, গুরু বহুদিন যাবৎ শিষ্যকে পরীক্ষা করিবেন, এবং শিষ্যও শ্রীগুরু-চরিত্র সন্দর্শন করিবেন। এইরূপে উভয়ে উভয়ের শুদ্ধতা জানিতে পারিলে তবে সম্বন্ধ স্থাপন করিবেন। **গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ দু'দিনের জন্য নহে, জীবনের পরেও তাহা বর্ত্তমান থাকে।** শিষ্য যত্ন-সহকারে অন্বেষণ করিয়া সদ্‌গুরু-আশ্রয় না করিতে পারিলে নানা কারণে গুরুদেবের প্রতি অচলাভক্তি রাখিতে পারেন না এবং গুরুর প্রতি অবজ্ঞা-দোষে পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হন। গুরু যদি অযোগ্য হন, তবে শিষ্য তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য সদ্‌গুরু স্বীকার করিবেন। শিষ্যও যদি পতিত হন, এবং শ্রীগুরু তাহাকে সংশোধন করিতে অপারক হন, তবে তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন।

শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে যেরূপ আজ্ঞা করেন, দৃঢ়শ্রদ্ধার সহিত শিষ্যের তাহাই পালন করা উচিত। তাহা না করিয়া নানা জনের নিকট গিয়া নানা প্রকারের উপদেশ শ্রবণ করিলে লৌল্য-দোষে তাহার ভজন হইবে না। তবে দেখিতে হইবে, শ্রীগুরুদেব যাহা আজ্ঞা করেন তাহা সৎশাস্ত্র-বিরুদ্ধ কি না। যদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ বোধ হয়, তবে সরলভাবে শ্রীগুরুচরণে তাহা জ্ঞাপন করিয়া শাস্ত্রবাক্যের সহিত সমন্বয় করিয়া লইবেন। শ্রীগুরুদেব যেরূপ আজ্ঞা দেন, বিশেষ যত্ন ও দৃঢ়তার সহিত তাহা পালন না করিলে কোন প্রকারেই গুরু-কৃপালাভ করা যায় না।

ভাগবতোত্তম গুরুদেব ইচ্ছা করিলেই শিষ্যকে শক্তিসঞ্চার করিয়া পরম-ভাগবত করিতে পারেন, কিন্তু অযোগ্য শিষ্যকে সেরূপ করিতে শ্রীগুরুদেবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয় না। জীব যত্ন-সহকারে শ্রীগুরুবাক্য পালন করিয়া অচির কালেই গুরুকৃপা-ধনে অধিকারী হন। শ্রীগুরুকৃপা কি বস্তু, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন; যতদিন ভজনে অনর্থ থাকে, ততদিন যত্ন-সহকারে শাস্ত্র-বিধি-নিষেধগুলি পালন করিয়া শ্রীগুরূপদিষ্ট ভজন-পথে অগ্রসর হইতে হয়। শ্রীগুরু-দেবের কৃপায় শিষ্য যখন অনর্থ-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া নিষ্ঠা এবং তদনন্তর রুচির রাজ্যে উপস্থিত হন, তখনই শ্রীগুরুকৃপা প্রবলরূপে প্রবাহিত হইতে থাকে। **শ্রীগুরুদেব তখন জীবনের ধন হইয়া থাকেন। তাঁহার উপর শিষ্যের মমতা জন্মে,** এবং ক্রমশঃ ভজন-সৌখ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ মমতা পরিপাক হইয়া শ্রীগুরুদেবের প্রতি অপূর্ব্ব দাস্য-রস বিস্তার করে। শিষ্য শ্রীগুরুদেবের পদে অতিযত্নে আপন জীবন সমর্পণ করেন।

যতদিন পর্য্যন্ত স্বাভাবিক প্রীতির উদয় না হয় ততদিন শ্রীগুরুকৃপা-লাভের জন্য তাঁহার সেবা করা শিষ্যের একান্ত আবশ্যক। **যত্ন-সহকারে শ্রীগুরু-বাক্য পালন করাই তাঁহার প্রধান সেবা।** অনেকে শ্রীগুরুদেবের বাক্য আচরণে তত যত্ন প্রকাশ করেন না, কিন্তু কোন-প্রকারে শ্রীগুরুদেবের পদ-সেবন বা বায়ু-বীজন করিবার জন্য বড়ই ব্যতিব্যস্ত হন। যদি সাহজিক প্রীতির সহিত তাহা কৃত হয় তাহা হইলে তাহা অত্যুত্তম; কিন্তু যদি অন্তরে কপটতা থাকে বা এইরূপ সেবাদ্বারা শ্রীগুরুদেবের প্রিয় হইব—এই আশা থাকে, তাহা হইলে তাহা তত ভাল নহে। তাহাতে শ্রীগুরুদেবের প্রিয় হওয়া যায় না। **তাঁহার (শ্রীগুরুদেবের) আজ্ঞা পালনে তিনি বড় সন্তোষ লাভ করেন।** ঐরূপ সেবন অবশ্য মন্দ নহে; উহার ফলে শ্রীগুরুবাক্য প্রতিপালনের শক্তি জন্মে, এবং তাহা হইতেই শ্রীগুরুপ্রসাদ লাভ হয়। সাহজিক প্রীতি-জনিত সেবা-ফলে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

———

ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা

শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা হয় ব্রজধামে।
তাহা যে চৌরাশী-ক্রোশে হয় প্রতীয়মানে॥
সেই ব্রজধামে কৃষ্ণের চিন্ময়-লীলা।
নিজ পারিষদ লইয়া বিচিত্রা খেলা॥
বিভিন্নাংশ জীব হয় চিৎকণ-স্বরূপ।
তটস্থ-স্বভাবে তার গতি দুইরূপ॥
মায়ার জগতে হয় অনন্ত ভুবন।
ব্রজ ভুলি' সেই জীব করেন ভ্রমণ॥
চতুর্দ্দশ রাজ্য জীবে করি' পরিক্রমা।
কত দুঃখ লভে তার নাহি পরিসীমা॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে জীব অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড।
যদি করে পান সাধু-বাক্-মকরন্দ॥
তবে তার ভ্রমণের হয় অবসান।
প্রণয়ী-ভকত-সঙ্গে ব্রজ-পথে ধা'ন॥
ভক্ত-সঙ্গে ব্রজধাম করি' পরিক্রমা।
বুঝিতে পারিবে তবে শ্রীকৃষ্ণ-মহিমা॥
চিন্তামণি ব্রজমণ্ডল যেবা করে আশ।
সার্থক জীবন তার হয় ব্রজে বাস॥
বরজ-বাস মানসে করে পরিক্রমা।
তাহা না হইলে হয় আত্মার ছলনা॥
অপ্রাকৃত চিৎস্বরূপ শ্রীবরজধাম।
প্রাকৃত জ্ঞানেতে নহে তাঁর অবধান॥
ব্রজ-ধাম, ব্রজ-নাম, ব্রজ-পরিকর।
ব্রজ-নাথ, ব্রজ-কাম, ব্রজ-পরিসর॥
অপ্রাকৃত নহে কভু প্রাকৃত-গোচর।
জড় বুদ্ধ্যে মনে হয় কৃষ্ণলীলা জড়॥

কৃষ্ণের যতেক লীলা চিন্ময় বিভূতি।
সাধুসঙ্গ অনুব্রজ্যা লভে ভক্তি মতি॥
আত্মা সঞ্জীবিত থাকে যেই রসপানে।
সে'ত রসার্ণবে ডুবে সেই মহাজনে॥
ব্রজের অতুল কথা বর্ণিতে না পারি।
নিত্যবাঞ্ছা করে যাহে অজ-ত্রিপুরারি॥
গোলোক-মুকুট মণি গিরি গোবর্দ্ধন।
কৃষ্ণলীলা হেতু শোভে নিত্য বৃন্দাবন॥
রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, দ্বাদশ কানন।
কেশীঘাট, বংশীবট, কালিয়দমন॥
চাকলেশ্বর, পিপ্পলেশ্বর, শিবলিঙ্গ যত।
গোকর্ণেশ্বর আদি সকল কহিব বা কত॥
কামেশ্বর, রঙ্গেশ্বর, আর ভূতেশ্বর।
গোপেশ্বর মহাদেব সেবিছে ঈশ্বর॥
যমুনার যত ঘাট, অক্রুরের ঘাট।
কৃষ্ণগঙ্গা ঘাট আর বসুদেব ঘাট॥
চীর ঘাট, সূর্য্য ঘাট, ধ্রুবঘাট আর।
বিশ্রাম ঘাট, ব্রহ্মাণ্ড ঘাট ব্রজেতে প্রচার॥
গোবিন্দকুণ্ড, পবনকুণ্ড, আর ব্রহ্মকুণ্ড।
সুরভীকুণ্ড, উদ্ধবকুণ্ড, দেখ মধুকুণ্ড॥
গোবিন্দকুণ্ড, হরজীকুণ্ড, কৃষ্ণকুণ্ড আর।
নারদকুণ্ড, ললিতাকুণ্ড নাহি জানি পার॥
বিমলাকুণ্ড, কিশোরীকুণ্ড, শ্রীযশোদাকুণ্ড।
শ্রীকুণ্ডাদি যত সব না পূজয়ে ভণ্ড॥
চন্দ্রাবলী সরোবর, পাবন সরসি।
মানস-সরোবরের তীরে সদা বসি॥
দ্বাদশ-আদিত্য আর চরণ-পাহাড়।
গোপীনাথ, হরিদেব, যমুনার ধার॥

শ্রীগোবিন্দ জয় জয় মদনমোহন।
ব্রজ-লীলাস্থল সব না যায় কহন॥
রাসস্থল, ভোজ্যস্থল, পিছল-পাহাড়।
কংসটীলা, ধ্রুবটীলা, ইমলিতলা আর॥
ব্রজের লীলার স্থল কহিব বা কত।
লেখনী সসীমা মোর হয় প্রতিহত॥
এই সব স্থান যত দর্শন বিধান।
প্রজ্ঞান কেশব করে, লভিছে ধীমান॥
শ্রীহরির নিজজন নাহি নিজকাম।
জীব নিস্তারিতে আসিয়াছে মর্ত্তধাম॥
প্রতিবৎসর প্রতি-দামোদর মাসে।
শ্রদ্ধাবানেরে লইয়া যান ব্রজমাঝে॥
কবে হবে সেইদিন আমিত অধম।
নিজ সুখ ত্যজি' ব্রজে করিব গমন॥
ব্রজের লীলা-মাধুর্য্য করিয়া স্বাদন।
বিষয় ভুলি' লভিব শ্রীকৃষ্ণ-চরণ॥

—শ্রীরমাপতি দাসাধিকারী, ভক্তসুহৃদ

উপনিষদ্-বাণী

বৃহদারণ্যক (৪)

বিদেহরাজ জনক আসনে অবস্থিত ছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার নিকট গেলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—যাজ্ঞবল্ক্য! আপনি কিজন্য আসিয়াছেন? পশুর নিমিত্ত অথবা প্রশ্ন শ্রবণার্থ?

উত্তর—উভয় নিমিত্ত। আপনাকে কোন আচার্য্য যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাকে শ্রবণ করান।

রাজা বলিলেন,—শিলিনপুত্র জিত্বা আমাকে বলিয়াছিলেন—বাক্‌ই ব্রহ্ম। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—যে-প্রকার মাতৃবান্, পিতৃবান্ ও আচার্য্যবান্ ব্যক্তি বলেন,

রূপ শিলিনপুত্র বাক্‌কে ব্রহ্ম বলিয়াছেন। কিন্তু তাহার আয়তন ও প্রতিষ্ঠা কি ?

জনক বলিলেন—তাহা আমাকে বলেন নাই।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—উহা ব্রহ্মের এক পাদ মাত্র। বাক্ তাহার আয়তন এবং আকাশ প্রতিষ্ঠা। তাহার 'প্রজ্ঞা' নামে উপাসনা করা কর্ত্তব্য।

প্রশ্ন—প্রজ্ঞতা কি ? উত্তর—বাক্‌ই প্রজ্ঞতা। বাক্ হইতে বস্তুর জ্ঞান হয়। আর ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষদ্, শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যান, ব্যাখ্যান, ইষ্ট, হুত, আশিত (বুভুক্ষুকে অন্ন ভোজন করান ধর্ম্ম), পায়িত (পিপাসিতকে জলদান ধর্ম্ম), ইহলোক, পরলোক, এবং সমস্ত ভূত বাক্ হইতেই জানা যায়, বাকই পরব্রহ্ম। এই প্রকার উপাসনাকারীকে বাক্ কখনও ত্যাগ করেন না। তিনি দেব হইয়া যান।

জনক বলিলেন—যাজ্ঞবল্ক্য, আমি আপনাকে যাহাতে হস্তীর সমান বলবান্ বৃষ উৎপন্ন হয়, এরূপ সহস্র গাভী দান করিতেছি।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—আমার পিতার এই সিদ্ধান্ত ছিল যে, শিষ্যের ধনে আগ্রহ না করিয়া তাহাকে উপদেশ দান করাই কর্ত্তব্য।

জনক বলিলেন—আমাকে শুল্বপুত্র উদঙ্ক বলিয়াছিলেন—প্রাণই ব্রহ্ম।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—উহা ব্রহ্মের এক পাদ মাত্র। প্রাণ তাঁহার আয়তন, আকাশ প্রতিষ্ঠা। 'প্রিয়' এই রূপে তাঁহার উপাসনা হয়। প্রাণের নিমিত্তই লোকে অযাজ্য যাজন করে, প্রতিগ্রহের অযোগ্য লোকের নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করে, এবং যেদিকে যায়, সেইদিক হইতেই বধের আশঙ্কা করে। প্রাণই পরম ব্রহ্ম।

জনক বলিলেন,—বৃষ্ণপুত্র বন্ধু আমাকে বলিয়াছিলেন—চক্ষুই ব্রহ্ম।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—তাহা ব্রহ্মের এক পাদ মাত্র। চক্ষু তাঁহার আয়তন এবং আকাশ প্রতিষ্ঠা। 'সত্য' এই রূপে তাঁহার উপাসনা হয়। চক্ষুর দ্বারাই দেখা যায়। চক্ষুই পরম ব্রহ্ম।

জনক—আমাকে ভারদ্বাজ গর্দ্দভীবিপীত বলিয়াছিলেন—শ্রোত্রই ব্রহ্ম।

যাজ্ঞবল্ক্য—উহা একপাদ ব্রহ্ম। শ্রোত্র তাঁহার আয়তন এবং আকাশ প্রতিষ্ঠা। 'অনন্ত' এই রূপে তাঁহার উপাসনা হয়। কেহ যদি কোন দিকে যায় তাহার অন্ত পায় না বলিয়া 'অনন্ত' নাম। দিকসকল অনন্ত আর তাহাই শ্রোত্র। এজন্য শ্রোত্রই পরম ব্রহ্ম।

জনক—আমাকে জবালাপুত্র সত্যকাম বলিয়াছিলেন—মনই ব্রহ্ম।

যাজ্ঞবল্ক্য—উহা এক পাদ ব্রহ্ম। মন-হীনের কিছু লাভ হয় না। মন তাঁহার আয়তন এবং আকাশ প্রতিষ্ঠা। 'আনন্দ' এই রূপে তাঁহার উপাসনা হয়। মনই আনন্দতা। মনই ইচ্ছা করে এবং তাহা প্রাপ্ত হইলে আনন্দ হয়।

জনক—আমাকে বিদগ্ধশাকল্য বলিয়াছিলেন—হৃদয়ই ব্রহ্ম।

যাজ্ঞবল্ক্য—তাহা এক পাদ ব্রহ্ম। হৃদয় তাঁহার আয়তন এবং আকাশ প্রতিষ্ঠা। 'স্থিতি' এই রূপে তাঁহার উপাসনা হয়। হৃদয়েই স্থিতি হয়। হৃদয়েই সমস্ত প্রাণীর আশ্রয় এবং হৃদয়েই প্রতিষ্ঠা। সমস্ত ভূত-হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। এজন্য হৃদয়ই পরম ব্রহ্ম।

রাজর্ষি জনক যাজ্ঞবল্ক্য সমীপে গমন করিয়া নমস্কার করত উপদেশ প্রার্থনা করেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—যেরূপ দীর্ঘ রাস্তায় গমন করিতে হইলে কোন যানের আবশ্যক হয়, তদ্রূপ উপনিষৎ সহায়ে উপাসনা করিয়া আপনি সমাহিত চিত্ত হইয়াছেন। আমি প্রশ্ন করিতেছি যে—মৃত্যুকালে এই শরীর হইতে মুক্ত হইয়া জীব কোথায় যায়?

জনক—আমি তাহা জানি না। আপনি আমাকে উপদেশ করুন।

যাজ্ঞবল্ক্য—দক্ষিণ নেত্রে অবস্থিত 'ইন্ধ' নামক পুরুষকে পরোক্ষরূপে 'ইন্দ্র' বলা হয়। কারণ দেবগণ পরোক্ষপ্রিয়। বামনেত্রে অবস্থিত পুরুষ ইন্দ্রপত্নী বিরাট (অন্ন)। এতদুভয়ে মিলন স্থান 'সংস্তাব'ই আকাশ। হৃদয়ান্তর্গত লাল পিণ্ডই অন্ন। উভয়ের প্রাবরণ হৃদয়ান্তর্গত জাল সদৃশ বস্তু। হৃদয়ের উপরে গমনশীল নাড়ীসকল উভয়ের সঞ্চরণ স্থান। হিতা নাম্নী নাড়ী হৃদয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত, তাহা কেশের সহস্রাংশের সমান। এই নাড়ী দ্বারা অন্ন শরীরে গমন করে। স্থূল শরীরাভিমানী বৈশ্বানর হইতে সূক্ষ্ম শরীরাভিমানী তৈজস আহার গ্রহণ করে। ঐ বিশ্বানের পূর্ব্বদিক পূর্ব্ব প্রাণ, দক্ষিণদিক দক্ষিণ-প্রাণ, উত্তর দিক উত্তর প্রাণ, উপর দিক উপর প্রাণ, নীচের দিক নীচের প্রাণ এবং সম্পূর্ণ দিক সম্পূর্ণ প্রাণ। **'নেতি নেতি' রূপে বর্ণিত আত্মা অগৃহ্য (গ্রহণের অযোগ্য)**, অশীর্য্য (শীর্ণ হয় না), অসঙ্গ (কাহাতেও মিলিয়া যায় না), অবদ্ধ (ব্যথিত বা ক্ষীণ হয় না)।

রাজা প্রশ্ন করিলেন—এই পুরুষ কোন্ জ্যোতিঃ স্বরূপ?

উত্তর—তিনি আদিত্য রূপ জ্যোতিঃসম্পন্ন। তিনি আদিত্যরূপ জ্যোতিঃ দ্বারা বসেন, সবদিকে গমন করেন, কর্ম্ম করেন এবং প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

জনক—আদিত্য অস্ত হইলে এই পুরুষ কি জ্যোতিযুক্ত হন ?

উত্তর—চন্দ্রমা।

প্রশ্ন—চন্দ্রের অস্তে কি হয় ?

উত্তর—অগ্নিরূপ জ্যোতিঃ।

প্রশ্ন—অগ্নি শান্ত হইলে কোন্ আশ্রয়ে স্থিত হন ?

উত্তর—বাক্। হে সম্রাট! যেখানে আপনার হস্ত যায় না, বাক্ তথায় গমন করিতে পারে।

প্রশ্ন—বাক্ শান্ত হইলে কি হয় ? আত্মাই তাঁহার জ্যোতি হয়। এই আত্মা প্রাণের বুদ্ধিবৃত্তির অভ্যন্তরে স্থিত বিজ্ঞানময় পুরুষ। আত্মা ইহলোক পরলোক উভয় লোকেই সঞ্চার করে। উহা চিন্তা ও চেষ্টা করে। উহাই স্বপ্ন হইয়া দেহেন্দ্রিয়-সঙ্ঘাত অতিক্রমণ করে। জন্ম-সময়ে শরীরে আত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া পাপাদি সংশ্লিষ্ট হয়। আবার উৎক্রমণ (মৃত্যু) সময়ে উহা ত্যাগ করে। ঐ পুরুষের দুইটী স্থান—ইহ পরলোক এবং সপ্তান্ত সন্ধ্য স্থান, ঐ সন্ধ্য স্থানে স্থিত হইয়া পুরুষ উভয় লোক দর্শন করে। পাপের ফল দুঃখ ও পুণ্যফল আনন্দ উভয়ই দর্শন করে। শয়নকালে স্থূল শরীরকে অচেতনবৎ করিয়া বাসনাময় দেহ রচনা করত নিজ জ্যোতিঃ স্বরূপে স্থিত হয়। তখন রথ, রথের অশ্ব অথবা গমনমার্গ কিছুই থাকে না। কিন্তু বাসনাময় দেহ উহার রচনা করে—আনন্দ, মোদ, প্রমোদ না থাকিলেও ঐ সকলকে রচনা করে। নদী, সরোবর, কুণ্ডাদি না থাকিলেও ঐ সকল রচনা করে। উচ্চ-নীচ ভাবপ্রাপ্ত বহু রূপ রচনা করিয়া থাকে। কখনও স্ত্রীর সহিত আনন্দ, মিত্রসহ হাস্য, আবার কখনও ব্যাঘ্রাদিজনিত ভয় প্রাপ্ত হয়। তখন ঐ পুরুষ স্বয়ং জ্যোতি হয়। এই আত্মা স্বপ্নাবস্থাতে রমণ ও বিহার করিয়া, পাপ-পুণ্যকে দেখিয়া পুনরায় জাগরিত স্থানে গমন করে। সেখানে যাহা কিছু দেখে তাহাতে অসংশ্লিষ্ট থাকে। কেননা উহা অসঙ্গ।

যেপ্রকার কোন বৃহৎ মৎস্য বৃহৎ নদীর উভয় পারে বিচরণ করে, তদ্রূপ এই আত্মা স্বপ্নস্থান ও জাগ্রত স্থান উভয় স্থানে বিচরণ করে। যেরূপ পক্ষী-সকল উড়িতে উড়িতে ক্লান্ত হইয়া নিজ বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিশ্রাম করে, তদ্রূপ ঐ জীব সেইস্থানের দিকে গমন করে সেখানে কোন ভ্রমণেচ্ছা, ভোগেচ্ছা বা স্বপ্নাবস্থা থাকে না। যেরূপ ব্যবহার-বিষয়ে কোন ব্যক্তি নিজ প্রিয়াকে আলিঙ্গন করিয়া অবস্থান কালে অন্য কোন চিন্তা করিতে বা দেখিতে

অবসর পায় না, তদ্রূপ প্রাজ্ঞাত্মা (সুষুপ্তি) আলিঙ্গিত পুরুষ বাহ্য অভ্যন্তর কিছুই দর্শন করে না। উহা তাহার আপ্তকাম, আত্মকাম, অকাম ও শোক-শূন্য রূপ। ঐ সুষুপ্তি অবস্থায় পিতা অপিতা হইয়া যায়, মাতা অমাতা, লোক অলোক, দেব অদেব, চোর অচোর। ভ্রূণহা অভ্রূণহা, চণ্ডাল অচণ্ডাল, পৌল্কস অপৌল্কস, শ্রমণ অশ্রমণ এবং তাপস অতাপস হয়; পাপপুণ্যে অসংবদ্ধ এবং হৃদয় সম্পূর্ণ শোকরহিত হয়। তখন দর্শন শক্তি থাকিয়া দর্শন ক্রিয়া হয় না; শ্রবণ-শক্তি, ঘ্রাণশক্তি আদি থাকা সত্ত্বেও তত্তৎ কার্য্য হয় না। তখন অন্য কোন পৃথক পদার্থের অনুভূতি থাকে না। জাগ্রত বা স্বপ্নাবস্থায় অন্য অনুভব ফিরিয়া আসে।

যে ব্যক্তি মনুষ্য মধ্যে সর্ব্বপ্রকারে ভোগসামগ্রী ইত্যাদি দ্বারা সম্পন্ন হয়, তাহারা যে আনন্দ লাভ হয়, উহাই মনুষ্যদের পরম আনন্দ। ঐরূপ শতগুণ আনন্দ পিতৃলোকের একটী আনন্দ। পিতৃলোকের শতগুণ আনন্দ গন্ধর্ব্বলোকের এক আনন্দ। গান্ধর্ব্বশত আনন্দ এক কর্ম্ম দেবতার আনন্দ (যিনি কর্ম্মদ্বারা দেবলোক প্রাপ্ত হন)। শত কর্ম্মদেবের আনন্দ এক আজান-দেবের আনন্দ (জন্মসিদ্ধ দেবতা); আর নিষ্কাম, নিষ্পাপ শ্রোত্রিয়েরও তাদৃশ আনন্দ। শত আজানদেবের আনন্দ এক প্রজাপতির আনন্দ সদৃশ। শত-প্রজাপতির আনন্দ এক ব্রহ্মলোকের আনন্দ। আর তাহা এক নিষ্পাপ, নিষ্কাম শ্রোত্রিয়ের আনন্দ। উহাই পরম আনন্দ।

অধিক ভার বহনকারী শকট যেরূপ শব্দ করিতে করিতে চলে, তদ্রূপ মরণকালে দেহী আত্মা উপরের দিকে শ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে শব্দ করিতে করিতে গমন করে। যেরূপ প্রপক্ক ফল বৃক্ষ হইতে খসিয়া পড়ে, তদ্রূপ দেহী জীব দেহ ত্যাগ করে। তখন চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়ের কার্য্য বিরত হয়। তাহার সহিত জ্ঞান, কর্ম্ম ও পূর্ব্বপ্রজ্ঞা গমন করে। তৃণ-জলৌকা যেরূপ এক তৃণকে আক্রমণ করে ও পূর্ব্বধৃত তৃণ ত্যাগ করে, তদ্রূপ দেহী জীব কর্ম্মফল ভোগান্তে এক দেহ ত্যাগ ও অন্য দেহ গ্রহণ করে। দেহী যেরূপ আচরণ করে তদ্রূপ ফল পায়। পাপ আচরণ করিয়া পাপী-শরীর এবং পুণ্যাচরণ দ্বারা পুণ্য-শরীর প্রাপ্ত হয়। লিঙ্গ শরীরস্থিত মন যাহাতে অত্যন্ত আসক্ত হয় তাহাকেই প্রাপ্ত হয়। ইহলোকে যাহা কিছু করে ঐ কর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় ইহলোকে আগমন করে। কামনা করিলে কামনানুযায়ী ফল ও দেহ প্রাপ্তি হয়। কিন্তু যাহারা অকাম, নিষ্কাম, আপ্তকাম ও আত্মকাম তাঁহাদের প্রাণ উৎক্রমণ হয় না, তাঁহারা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।

তৎসম্বন্ধে এই বক্তব্য—যে-সময় হৃদয়ে আশ্রিত সমস্ত কামনা সম্পূর্ণরূপে নাশ হইয়া যায়, তখন ঐ মরণধর্ম্মা জীবই অমৃত হইয়া যায় এবং ওখানেই তাহার ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়। সাপের খোলস ত্যাগের ন্যায় তাঁহার শরীর এখানেই পড়িয়া থাকে। ধীর ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ ইহলোক জয় করিয়া শরীর ত্যাগান্তে মোক্ষ প্রাপ্ত হন।

যিনি অবিদ্যার (ভোগসাধক কর্ম্মের) উপাসনা করেন, তিনি অজ্ঞান ও অন্ধকারে প্রবেশ করেন, আর যিনি মিথ্যাজ্ঞানী (কর্ত্তব্য কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞানী অভিমানে মত্ত) তিনি অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করেন। তিনি অনন্দ (অসুখ) নামক নিকৃষ্ট যোনি, নরকরূপ নিকৃষ্ট লোক ও দুঃখ-ক্লেশ রূপ অন্ধকারে আচ্ছাদিত হন। যদি জীব আত্মার স্বরূপ জানিতে পারেন, তবে তাহার কি কামনা থাকে? তাঁহার সন্তাপও থাকে না, তিনি কৃতকৃত্য হন।

এই শরীরে অবস্থান করিয়া আত্মাকে জানিতে পারিলে কৃতার্থ হওয়া যায়। না জানিলে বিশেষ হানি হয়। জানিলে অমৃত হয়, না জানিলে দুঃখকে প্রাপ্ত হয়।

যাহার নীচে সংবৎসর চক্র অহোরাত্রাদি অবয়বসহ ভ্রমণ করে, সেই আদিত্যাদি জ্যোতির জ্যোতিঃ স্বরূপ অমৃতের দেবগণ 'আয়ু'র উপাসনা করেন। যাহাতে পঞ্চজন ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত, সেই আত্মাই অমৃত ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মকে জানিলেই অমৃত হয়। তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোতের শ্রোত্র এবং মনের মন স্বরূপ জানিলে সনাতন ব্রহ্মকেই জানা যায়। আচার্য্যবান পুরুষ মনের দ্বারা তাঁহাকে জানিতে পারে। সেই মনে নানাত্ব ধর্ম্ম থাকে না। যে মনে নানাবস্তু দেখে সে বারম্বার মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়। সেই ব্রহ্ম অপ্রমেয়, ধ্রুব, নির্ম্মল, আকাশাপেক্ষা সূক্ষ্ম, অজন্মা, মহান ও অবিনাশী। বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণ ঐ ব্রহ্মকে জানিলে তাঁহাতেই প্রজ্ঞা কর্ত্তব্য। বহু অনুধ্যান না করা কর্ত্তব্য, তাহাতে বাণীর শ্রম মাত্র সার হয়।

সেই মহান্ আত্মা বিজ্ঞানময় হৃদয়াকাশে শয়ন করেন। তিনি সকলের বশকর্ত্তা, সকলের শাসনকর্ত্তা ও সকলের অধিপতি। শুভকর্ম্মে তাঁহার বৃদ্ধি বা অশুভকর্ম্মে হ্রাস হয় না। তিনি সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বভূতাধিপ ও সর্ব্বপালক। তিনি ইহলোক-ধারক সেতু-সদৃশ। ব্রাহ্মণ স্বাধ্যায়, যজ্ঞ, দান ও নিষ্কাম তপদ্বারা তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করেন। জানিলে মুনি হন। এই আত্মলোকের

ইচ্ছাকারী ব্যক্তি সব কিছু ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন। তিনি পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণা ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুচর্য্যা করেন। আত্মজ্ঞব্যক্তি পাপপুণ্য সম্বন্ধী শোকহর্ষাদি প্রাপ্ত হন না। আবার কৃতকর্ম্মের অনুশোচনাও নাই। অতএব এইপ্রকার জ্ঞানী শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া আত্মাতে আত্মার প্রত্যক্ষ করেন। পাপ-তাপাদি তাঁহার নিকট যায় না। তিনি পাপরহিত, নিঃসংশয়, নিষ্কাম ব্রাহ্মণ হন। সেই মহান অজন্মা আত্মা অজর, অমর, অমৃত এবং অভয় ব্রহ্ম। অভয়ই ব্রহ্ম। অপহতপাপ্মা, বিজর, বিমৃত্যু, বিজিঘৎস, বিশোক, অপিপাস, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প— এই গুণাষ্টকের প্রকাশই ব্রহ্মত্ব।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কলিকালে কৃষ্ণনামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহা মহা-আনন্দ ও পরম মঙ্গলের সংবাদ। কৃষ্ণনাম সাক্ষাৎ কৃষ্ণ; যেই নাম সেই কৃষ্ণ। এই নাম ও নামীতে কোন ভেদ নাই। ভগবন্নাম ও ভগবান্ একই বস্তু। কৃষ্ণনাম সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলিয়াই শ্রীনামের কৃপায় জগদ্‌বাসী জীবগণ ভয়, চিন্তা, দুঃখ, পাপ ও সংসার হইতে অনায়াসে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকেন এবং নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে ভগবান্‌কেও লাভ করেন।

কৃষ্ণনাম কৃষ্ণের অবতার। এজন্য কৃষ্ণনামাশ্রয়ই কৃষ্ণাশ্রয়, নামভজন কৃষ্ণভজন। তাই জগদ্‌গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীহরিভক্তিবিলাস-গ্রন্থের ১১শ বিলাস ৩৯৯ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—

"নামশ্রয়ণমপি ভগবদাশ্রয়ণমেব।"

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১৭।২২)

শাস্ত্র আরও বলেন—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥ (পদ্মপুরাণ)

[কৃষ্ণনাম চিন্তামণি-স্বরূপ, স্বয়ং কৃষ্ণ, চৈতন্যরস বিগ্রহ, পূর্ণ, মায়াতীত, নিত্যমুক্ত। কেননা, নাম ও নামীতে ভেদ নাই।]

জগদ্‌গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামীপ্রভু উক্ত শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণস্য নাম চিন্তামণিরিব চিন্তামণিঃ সেবকস্য চিন্তিতার্থপ্রদত্বাৎ। কৃষ্ণনাম্নঃ স্বরূপমাহ চৈতন্যাদিবিশেষণ-চতুষ্কেণ। নামনামিনোরভেদ-বিবক্ষয়া কৃষ্ণ ইত্যস্য বিশেষণত্বেন পুংস্ত্বম্।" (হরিভক্তিবিলাস ১১ বিঃ ২৬৯)

জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামীপ্রভুও ঐ শ্লোকের অর্থে বলিয়াছেন—

"নামৈব চিন্তামণিঃ সর্ব্বার্থদাতৃত্বাৎ। ন কেবলং তাদৃশমেব, অপি তু চৈতন্যাদিলক্ষণো যঃ কৃষ্ণঃ স এব সাক্ষাৎ। তত্র হেতুরভিন্নাত্বাদিতি।"

(ভগবৎসন্দর্ভ)

শ্রীনাম চিন্তামণি। যেহেতু নাম সর্ব্বার্থপ্রদ অর্থাৎ ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-প্রেম-প্রদাতা। নাম কেবল যে সর্ব্বার্থপ্রদানেই সমর্থ তাহা নহে, সচ্চিদানন্দ লক্ষণ বিভুচৈতন্য যে কৃষ্ণ, সেই সাক্ষাৎ কৃষ্ণই কৃষ্ণনাম। নাম ও নামী পরস্পর অভিন্ন—নাম ও নামীতে কোন পার্থক্য বা ভেদ নাই।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামীপ্রভু আরও বলিয়াছেন—

"অবতারান্তরবৎ পরমেশ্বরস্যৈব বর্ণরূপেণাবতারোঽয়ম্।" (ভগবৎসন্দর্ভ)

পরমেশ্বর কৃষ্ণ যেরূপ রাম-নৃসিংহাদিরূপে অবতীর্ণ হন কৃষ্ণনামও তদ্রূপ কৃষ্ণের বর্ণরূপী অবতার।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীনাম সম্বন্ধে আরও বলিয়াছেন—

স্বতঃ সিদ্ধত্বং তথা ভগবৎস্বরূপাভিন্নত্বং চ নাম্নঃ। তদ্ যথা শ্রুতৌ —

ওঁ আইস্ব জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎ সদিত্যাদি। অয়মর্থঃ—

হে বিষ্ণো তে তব নাম চিৎ চিৎস্বরূপং অতএব মহঃ স্বপ্রকাশরূপং। তস্মাৎ অস্য নাম্ন আ ঈষদপি জানন্তঃ ন তু সম্যক্ উচ্চারমাহাত্ম্যাদি পুরস্কারেণ তথাপি বিবক্তন্ ব্রুবাণাঃ কেবলং তদক্ষরাভ্যাসমাত্রং কুর্ব্বাণাঃ সুমতিং তদ্বিষয়াং বিদ্যাং ভজামহে প্রাপ্নুমঃ। যতস্তদেব প্রণবব্যঞ্জিতং বস্তু সৎ স্বতঃসিদ্ধমিতি। অতএব ভয়দ্বেষাদৌ শ্রীমূর্ত্তেঃ স্ফূর্ত্তিরিব সাঙ্কেত্যাদাবস্য মুক্তিদত্বং শ্রূয়তে। তথাচ উক্তং ব্রাহ্মে—

অপ্যন্যচিত্তঃ ক্রুদ্ধো বা যঃ সদা কীর্ত্তয়েদ্ধরিম্।
সোঽপি বন্ধক্ষয়ান্মুক্তিং লভেচ্ছেদিপতির্যথা॥ ইতি

তথা শ্রীভগবত ইব তস্য সকৃদপি সাক্ষাৎকারঃ সংসারধ্বংসকো ভবতি। যথা পুরাণান্তরে—

সকৃদুচ্চারিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।
বদ্ধপরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি ॥ ইতি

শ্রুতৌ চ প্রণবমুদ্দিশ্য—

ওমিত্যেতদ্ব্রহ্মণো নেদিষ্ঠং নাম যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব সংসার ভয়াত্তারয়তি তস্মাদুচ্যতে তার ইত্যাদি বহুতরম্। ন চাস্যার্থবাদত্বং চিন্ত্যং; তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনমিতি পাদ্ম্যাদ্যনুসারেণাপরাধাপতেৎ। যস্তু গৃহীতনাম্নোঽপি পুনঃ সংসারস্তস্য

নামুব্রজতি যো মোহাদ্ব্রজন্তং জগদীশ্বরম্।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাপি স ভবেদ্ ব্রহ্মরাক্ষসঃ ॥

ইতি বিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়াদি প্রমাণিত পুরাণবচনবৎ মহদপরাধ-তদর্থবাদ-কল্পনাদিকং প্রতিবন্ধকং জ্ঞেয়ং। অতএব আনন্দরূপত্বমস্য মহদ্ধৃদয়সাক্ষিকং যথা শ্রীবিগ্রহস্য। তদুক্তং শৌনকেন—

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্ গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥ ইতি

অতএব প্রভাসখণ্ডে কণ্ঠোক্ত্যা কথিতৈর্হেতুভিঃ সকল-বেদ-ফলত্বেন চ ভগবৎস্বরূপত্বমেব প্রতিপাদিতং—

মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর! নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥

তস্মাদ্ ভগবৎস্বরূপমেব নাম। স্পষ্টঞ্চোক্তং শ্রীনারদপঞ্চরাত্রেঽষ্টাক্ষর-মুদ্দিশ্য—

ব্যক্তং হি ভগবানেব সাক্ষান্নারায়ণঃ স্বয়ম্।
অষ্টাক্ষর-স্বরূপেণ মুখেষু পরিবর্ত্ততে ॥ ইতি

মাণ্ডুক্যোপনিষৎসু চ প্রণবমুদ্দিশ্য—

ওঁ কার এবেদং সর্ব্বং ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং।
প্রণবো হি পরং ব্রহ্ম প্রণবশ্চ পরং স্মৃতম্ ॥

অপূর্ব্বোঽনন্তরো বাহ্যো ন পরঃ প্রণবাদ্ যতঃ।
সর্ব্বস্য প্রণবো হ্যাদির্মধ্যমন্তস্তথৈব চ ॥

এবং হি প্রণবং জ্ঞাত্বা ব্যশ্নুতে তদনন্তরম্।
প্রণবং হীশ্বরং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্য হৃদয়ে স্থিতং ॥

সর্ব্বব্যাপিনমোঙ্কারং মত্বা ধীরো ন শোচতি।
অমাত্রোঽনন্তমাত্রশ্চ দ্বৈতস্যোপশমঃ শিবঃ॥
ওঙ্কারো বিদিতো যেন স মুনির্নেতরো জনঃ॥ ইতি

তস্মান্নাম-নামিনোরভেদ এব।

ভগবানের নাম ভগবান হইতে অভিন্ন ও স্বপ্রকাশ বস্তু। এ সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন—

"হে বিষ্ণো! তোমার নাম চিৎস্বরূপ, অতএব তাহা স্বপ্রকাশ। সুতরাং এই নামের সম্যক্ উচ্চারণাদি মাহাত্ম্য না জানিয়াও যদি তাহা ঈষন্মাত্র অবগত হইয়াই নামোচ্চারণ করি, তবেই আমরা তদ্বিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হইব। যেহেতু সেই প্রণবব্যঞ্জিত পদার্থ সৎ অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ; অতএব ভয় ও দ্বেষাদি স্থলেও শ্রীমূর্ত্তির স্ফূর্ত্তি হয় বলিয়া তাদৃশ অবস্থায় নামোচ্চারণ করিলে মুক্তি লাভ হইবে; কারণ সাঙ্কেত্য ইত্যাদি স্থলে নামোচ্চারণের (নামাভাসের) মুক্তিদত্ব শ্রুত হওয়া যায়।" তাই ব্রহ্মপুরাণ বলেন—

'যদি কোন ব্যক্তি অন্যমনস্ক বা ক্রুদ্ধ হইয়াও সর্ব্বদা হরিনাম কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে তিনিও চেদিপতি শিশুপালের ন্যায় সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন।'

ভগবানের ন্যায় সকৃৎ ভগবন্নাম-সাক্ষাৎকার অর্থাৎ একবার ভগবন্নাম উচ্চারণ দ্বারাই সংসার নাশ হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণ বলেন—

'হরি' এই নাম যিনি একবার মাত্র উচ্চারণ করেন, তাঁহার অবশ্যই মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। শ্রুতি ও প্রণবকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—

'ওঁ' ভগবানের একটী নাম। ঐ 'ওঁ' উচ্চারণমাত্রে সংসারভয় হইতে তারণ করেন বলিয়া পণ্ডিতগণ ইঁহাকে 'তার' বলিয়া থাকেন।

ভগবন্নামের অর্থবাদ অর্থাৎ নাম মাহাত্ম্যকে কল্পিত বা অতিস্তুতি মনে করিতে নাই। কারণ শাস্ত্রানুসারে উহা নাম-অপরাধ। নামগ্রহণ করিয়াও যে লোকের পুনঃপুনঃ সংসার হয়, তাহা অপরাধেরই ফল। মহতের চরণে অপরাধ ও অর্থবাদাদি নামাপরাধের জন্যই এইরূপ বাধা হইয়া থাকে।

ভগবদ্বিগ্রহের ন্যায় ভগবন্নামও সাক্ষাৎ আনন্দস্বরূপ, মহতের হৃদয়ই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এ সম্বন্ধে শ্রীশৌনক মুনি বলিতেছেন—

'হে সূত! হরিনাম উচ্চারণ করিয়া যে হৃদয়ে বিকার না জন্মে এবং নেত্রে অশ্রু ও গাত্রে রোমাঞ্চ না হয়, সেই হৃদয় পাষাণ তুল্য কঠিন।' স্কন্দপুরাণ বলেন—

'ভগবন্নাম মধুর হইতে মধুর, সকল মঙ্গলের মঙ্গল, সমস্ত বেদরূপ লতার সৎফল এবং চিৎস্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ (চিৎ চৈতন্যং ব্রহ্ম তৎ তৎস্বরূপম্—শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১১ বিঃ, ২৩৪ শ্লোকের শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর টীকা)। এই নাম শ্রদ্ধা অথবা হেলাতেও যদি একবার মাত্র উচ্চারিত হন, তাহা হইলে ইনি মনুষ্যমাত্রকে উদ্ধার করেন'। ইহা দ্বারা জানা যায়,—নাম সাক্ষাৎ ভগবানই। এ সম্বন্ধে নারদপঞ্চরাত্র অষ্টাক্ষর-মন্ত্র-প্রসঙ্গে স্পষ্টই বলিয়াছেন—

'ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ংই অষ্টাক্ষর মন্ত্ররূপে প্রকাশিত।' প্রণবকে উদ্দেশ করিয়া মাণ্ডুক্যোপনিষৎও বলেন—

'প্রণবই আদি, প্রণবই মূল। প্রণবকে পরব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারিলেই মুক্তি হয়। প্রণবকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া জানিবে। প্রণবকে হৃদয়স্থ ও সর্ব্বব্যাপী বলিয়া জানিলে আর শোক করিতে হয় না। এই প্রণব সংসার-নাশক ও মঙ্গলময়।' অতএব বিভিন্ন শাস্ত্র-প্রমাণদ্বারা জানা যাইতেছে যে, ভগবান্ ও ভগবন্নাম অভেদ অর্থাৎ একই বস্তু।

জগদ্‌গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু উপরি উক্ত 'ওঁ আস্য জানন্তো নাম চিদ্ বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে'—এই শ্রুতিমন্ত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—

'(নাম) চিৎ জ্ঞানস্বরূপং, মহঃ সর্ব্বপ্রকাশকং পরমানন্দং এবং ব্রহ্মস্বরূপম্। অতস্তদেব ভজনীয়ং ভজামহে।' (শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১১।২৭৪)

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু ঐ গ্রন্থের ১১ বিঃ ২৭৫ সংখ্যাধৃত শ্রুতিমন্ত্রের টীকায়ও বলিয়াছেন—

'ওঁ' তৎসৎ অর্থাৎ ওঁ সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম-স্বরূপ।' 'তব নামান্যেব চিৎ চৈতন্যরূপাণি দধিরে ধৃতবন্তঃ নিশ্চয়েনাশ্রিতবন্তঃ।'

অর্থাৎ ভগবানের নামসমূহ বিভুচৈতন্য। তাই মঙ্গললাভে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া আমরা শ্রীনামকে আশ্রয় করিতেছি।

জগদ্‌গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু আরও বলিয়াছেন—

নামান্যনন্তানি লৌকিকবৎ প্রতীয়মানান্যপি সচ্চিদানন্দত্বেনালৌকিকানি তদুপাসক-হৃদয়েকবেদ্যতত্ত্বানি। (ভাঃ ১০।৮।১১ টীকা)

ভগবন্নামসমূহ বহির্মুখলোকের নিকট লৌকিকবৎ প্রতীয়মান হইলেও তাহা সচ্চিদানন্দ বলিয়া অলৌকিক বস্তু—ভগবদ্বস্তু। ইহা নামোপাসকগণ শুদ্ধহৃদয়ে অনুভব করেন।

প্রণব যে সাক্ষাৎ ঈশ্বর, এ সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবও বলিয়াছেন—

'প্রণব' যে মহাবাক্য বেদের নিদান।
ঈশ্বরস্বরূপ প্রণব—সর্ব্ববিশ্বধাম ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৭।১২৮)
'প্রণব' যে মহাবাক্য ঈশ্বরের মূর্ত্তি।
প্রণব হৈতে সর্ব্ববেদ, জগৎ উৎপত্তি ॥ (ঐ মঃ ৬।১৭৪)

(ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

প্রভুপাদের বিরহ-বাসরে

বৈষ্ণব-শিরোমণি ! প্রথমে তোমার
চরণকমলে—ভূলুণ্ঠিত হই' নমি ॥

ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে মহা অগ্নিরাশি—
দহিতেছে হৃদয়, তব বিরহানলে।
তোমা অদর্শনে আজ ভক্তগণ তব—
বিরহিত, ব্যাকুলিত, অধীর হৃদয়ে
হেরিতেছে আজি হায় ! শূন্য ধরাতল ॥

উদ্বেলিত সমুদ্রে সংঘটিত তরণী-
মেখলা নাবিকশূন্য অসহায়া যথা—
তেমতি হে ! সকল ভূমণ্ডল-আচার্য্য-
মণ্ডলীহ-রক্ষক বৈষ্ণবাচার্য্য-পতি !
দোদুল্যমান হের আজ সঙ্ঘ-তরণী ॥

শারদ-নিশায় যেমনি স্নিগ্ধ ধরণী
হ'য়ে আলোকিত,—ধরিয়া আনন্দময়ী
মূর্ত্তি, প্রকাশিয়া আপন রূপ দেখায়
সবারে ; সেইমত এ জগতে প্রকাশি'
মহিমা—জগজ্জীবের জীবন করিতে
উজ্জ্বল, প্রচারিলে মহাপ্রভুর ধর্ম্ম,—

আচরিত যাহা। প্রচারিত বীর্য্যবতী
বাণীতে তোমার, নিবারিলে রিপুদল—
মায়ার আকর। সিংহনাদে পলায়িত—
মায়াবাদী শৃগাল যেমতি ; সখিভেকী,
নেড়া, দরবেশ আর অপসম্প্রদায়
করিত অভিমান,—আপনারে বলিয়া
বৈষ্ণব। স্মার্ত্ত, জাত-গোসাঞি আর যত
অপসম্প্রদায় চালাইত ভ্রষ্ট-ধর্ম্ম
মহাপ্রভু-নামে ; বিধ্বংস করিয়া তাহা
সুবিমল ধর্ম্ম যাহা স্থাপিলা ভুবনে—
সুধার আগার। মহাজন-নির্দ্দেশিত
সুধাম্নায় বাণী গ্রন্থরূপী হৃদেতে
আবদ্ধ,—ঐ কথামত-রস আস্বাদিতে
নরে—সৃজিয়া প্রাচীন-পন্থা ত্রিদণ্ড-
সন্ন্যাসের ধারা ; এই স্রোতে ভাসাইলা
সমগ্র মেদিনী। সিংহ থাকিতে শৃগাল-
বিহার ! সেইরূপ আজি ঐ অদর্শনে
তব, জম্বুকে ভক্ষিছে সিংহের আহার ॥
ছাড়িয়া সেবকজন, নিত্য-কৃষ্ণধামে—
নিত্য-সেবকের সনে করিছ বিহার
অতুল আনন্দে ; কেবা আজ প্রদানিবে
তব কার্য্যে বাধা ; যখন যে লীলা তুমি
করহ প্রকাশ। কিছুই নাহিক আর
যাহা নিবেদি চরণে ; বৈষ্ণব-সেবনে
মোর হোক্ দৃঢ়া রতি—এইমাত্র ভিক্ষা
আমি চাহি গো তোমায় ॥

—জনৈক বিরহী

শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব ও পূজা*

[শ্রীধাম-বৃন্দাবনে শ্রীল আচার্য্যদেবের হিন্দী বক্তৃতা হইতে সংগৃহীত ও অনূদিত]

ভগবানের শ্রীবিগ্রহ বলিতে তাঁহার নিত্যকালের অপ্রাকৃত বিশেষ-রূপকে লক্ষ্য করিয়া থাকে। ভগবদ্ভক্তগণ ঈশ্বরের রূপ স্বীকার করেন; এমন অনেক ব্যক্তি আছে যাহারা ভগবানের রূপ স্বীকার করে না। কিন্তু শাস্ত্র-সম্মত ধারায় বিচার করিলে 'নিরাকার'এর অস্তিত্ব প্রতীয়মান হয় না। পরন্তু সাকারত্বেরই প্রমাণ হইয়া থাকে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে **কার্য্য-কারণবাদ বা Cause and effect theory'** আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, কার্য্যে অর্থাৎ effectএ যাহা পরিলক্ষিত হয়, তাহা সূত্রস্বরূপে কারণে অবস্থিতি করিয়া থাকিবেই। ভগবানে যদি আকার বা রূপ না থাকে তাহা হইলে এই সমস্ত পরিদৃশ্যমান সাকার-বস্তুর অস্তিত্ব সম্ভব হইতে পারে না। কার্য্য-কারণবাদের রীতি অনুসারে উক্ত প্রশ্নের সমাধান করিলে ইহা স্থিরীকৃত হয় যে, ভগবান্ নিশ্চয়ই সাকার। তজ্জন্যই তাহা হইতে আকারবিশিষ্ট বস্তুর প্রকাশ বা সৃজন সম্ভব হইয়াছে।

এতৎপ্রসঙ্গে **'সৎকারণবাদ' ও 'অসৎকারণবাদ'** আলোচনা করা আবশ্যক। তাহাতে আমরা অসৎকারণবাদের অনুপাদেয়তা এবং সৎকারণ-বাদের উপাদেয়তা অনুভব করিয়া থাকি। দার্শনিকগণ বলেন যে, সৎ বস্তু হইতেই সৎ বস্তুর সৃষ্টি সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু অসৎ বস্তু হইতে সৎ বস্তুর সৃষ্টি অসম্ভব। তাহা হইলে এই বিচার দাঁড়ায় যে, বস্তুটি সাকার না হইলে তাহা হইতে আকারবিশিষ্ট বস্তুর অভ্যুদয় সম্ভব নহে। ব্রহ্মবস্তু ভগবান নিশ্চয়ই আকৃতিবিশিষ্ট, তাই তাঁহা হইতে এই সমস্ত পরিদৃশ্যমান সাকার বস্তুর স্থিতি সম্ভব হইয়াছে। উপনিষদে অসৎকারণের পূর্ব্বপক্ষরূপে উল্লেখ করিয়া তাহার উত্তরে সৎকারণই স্থাপিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া অসৎ বলিতে আপাত অসৎ বা অভাব বুঝাইয়াছে—আত্যন্তিক অভাব বা 'অসৎ'কে লক্ষ্য করা হয় নাই।

---

* **মাননীয় শ্রীমন্ মাধব মহারাজ** বৃন্দাবনে তাঁহার সুবৃহৎ মন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ইং ২৮।১১।৬০ তাং হইতে ৪।১২।৬০ পর্য্যন্ত ৭ দিবস ব্যাপী বিরাট উৎসব করেন। তাহাতে শ্রীল আচার্য্যদেব আহূত হইলে দ্বিতীয় দিবসে তিনি হিন্দী ভাষায় প্রায় ১ ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। এইদিন মথুরার জেলাধীশ শ্রী বি. কে. মিশ্রা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।—**সম্পাদক**

তাহা কেবল প্রাগভাব মাত্র, প্রকৃত অভাব নহে। 'Out of nothing, every thing has been created'—ইহা বেদান্তদর্শন আদৌ স্বীকার করেন না। 'World is an accident'—ইহা অনীশ্বরবাদী নাস্তিকগণের জবরদস্তী উক্তি। পূর্ব্বে কিছু ছিল না, হঠাৎ অভ্যুদয়, ইহা সম্ভবপর নহে। কাঁঠালের বীজ হইতে কখনও আমগাছ হয় না। ভগবান নিরাকার হইলে তাহা হইতে এই সমস্ত দৃশ্য সাকার বস্তুগুলির অভ্যুদয় সম্ভব হইত না।

'আকার' শব্দটি মৌলিক শব্দ। 'নিরাকার' শব্দ মৌলিক নহে। 'আকার' শব্দে উত্তর নিষেধার্থক 'নিঃ' উপসর্গ যোগ করায় 'নিরাকার' শব্দের উদ্ভব হইয়াছে। আকারের সহিত উপসর্গ যুক্ত হইলে নিরাকার হয়। চিন্তা-ধারায় উপসর্গ প্রবেশ করিলেই এইরূপ দুর্দ্দশা হয়। পক্ষান্তরে বলা যাইতে পারে,—উপসর্গের দ্বারা যেরূপ ব্যাধি নিরূপিত হয়, সেইরূপ 'নিরাকার' শব্দের দ্বারা ভগবানের অপ্রাকৃত আকার নিরূপিত হয়। সুতরাং দেখা যায় যে, প্রথমে 'আকার' শব্দের উৎপত্তি, পরে তাহা হইতেই 'নিরাকার' শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। **যে বস্তু আছে, তাহার সম্বন্ধেই 'নাই'—এই শব্দটি প্রয়োগ হইতে পারে। যাহা নাই সেই সম্বন্ধে পুনঃ 'নাই' শব্দ প্রয়োগ করা যায় না বা কখনও সম্ভবপর নহে।** উদাহরণ-স্বরূপে ধরা যাইতে পারে যে—'রাম বাড়ীতে নাই'—ইহার অর্থ এই বুঝায় যে, 'রাম' বলিয়া একটি লোক বাড়ীতে থাকে, কিন্তু বর্ত্তমানে সে বাড়ীতে নাই, বাহিরে কোথাও গিয়াছে—এইরূপ অর্থই প্রতীয়মান হয়। আর যদি 'রাম' নামে কোন ছেলে ঐ বাড়ীতে না থাকিত, তবে ঐ বাড়ীতে 'রাম' আছে কিনা এ সমস্ত প্রশ্নের কোন কথাই উঠিত না। 'নাই' বস্তুর সত্তা স্বীকৃত হয় না। উহা স্বীকার করিলেই আর 'নাই' থাকে না। সুতরাং কেহ ভগবানের রূপ নাই, আকার নাই বলিলেই পূর্ব্বোক্ত সাধারণ যুক্তিপূর্ণ উদাহরণ দ্বারাই ভগবানের রূপ আছে, আকৃতি আছে—ইহা স্বীকার করিয়াই 'নাই' বলিতে হইবে। নচেৎ 'নাই' বলিবার কোনও প্রসঙ্গই আসিতে পারে না।

অদ্বৈতবাদিগণ বেদান্তের 'অরূপবৎ এব হি প্রধানত্বাৎ' সূত্রটী অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মের অরূপত্ব নিরূপণ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহার ব্যর্থতা সাধিত হইবে। এস্থলে ইহার একটু আলোচনা করা আবশ্যক। নিরাকারবাদিগণ 'অরূপ' শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থে 'বতুপ্' প্রত্যয় করিয়া 'অরূপবৎ' শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। অর্থাৎ যাহা নাই তাহা আছে

অথবা 'নাই'-বস্তুর সত্তা অর্থে 'বতুপ্' যুক্তিবিরুদ্ধ। যাহা রূপশূন্য তাহার অস্তিত্ব আরোপ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। Logic বলে—Two contradictory things cannot meet together. সুতরাং এখানে 'অরূপবৎ' অস্ত্যর্থে প্রয়োগ হয় নাই। গীতায় দেখিতে পাই,—'নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ॥ (গী ২।১১)

গীতা ও ব্রহ্মসূত্র একই মহাপুরুষের লেখা। সুতরাং উহাতে মতভেদ বা পরস্পর বিরুদ্ধ কথা থাকিতে পারে না। অসদ্-বস্তুর বিদ্যমানতা গীতা স্বীকার করেন না। এমন কি, বেদাঙ্গ ব্যাকরণও ইহা অনুমোদন করেন না। 'অরূপ'' এই শব্দের পরে 'বৎ' যুক্ত থাকিলেই উহা 'অস্ত্যর্থে' যুক্ত হইয়াছে—ইহা কখনও বলা যাইতে পারে না। তবে উহা যে কিরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

বেদাঙ্গ ব্যাকরণে তুল্যার্থে 'বৎ' প্রত্যয় হইয়া থাকে। এস্থলে তাহাই অর্থাৎ 'অরূপবৎ' শব্দের অর্থ অরূপের তুল্য বা অরূপের ন্যায়। অরূপের ন্যায় বলিলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে; চক্ষুদ্বারা যাহা গৃহীত হয় তাহার ন্যায় বা তুল্য নহে; পরন্তু প্রত্যক্ষাতীত দর্শনীয় বস্তু। প্রাকৃত-রূপ না থাকিলেও অপ্রাকৃত-রূপের বাধা হয় না। সুতরাং **'অরূপবৎ'** বলিলে প্রাকৃত-রূপের অতীত অপ্রাকৃত-রূপের সত্তাই প্রমাণিত হয়। স্বয়ং ভগবান্ অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ-রূপবান্। সুতরাং তাঁহারই প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে।

এই অপ্রাকৃত এবং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা কেবলমাত্র মুক্ত পুরুষের পক্ষেই সম্ভব—অন্যের পক্ষে নহে। আচার্য্য রামানুজ এই সম্বন্ধে অনেক বিচার দেখাইয়াছেন। **প্রপন্নামৃত-গ্রন্থই ইহার আদর্শ।** মূর্ত্তি দেখিলেই তাহা বিগ্রহ নহে। রামানুজ ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন। মূর্ত্তি-মাত্রই অর্চ্চনীয় নহে বা তাহা অর্চ্চাবতার বলিয়া স্বীকার করা হইবে না। এমন কি, মুক্ত মহাপুরুষের স্থাপিত বিগ্রহ না হইলে, সেখানে অর্চ্চনীয় ব্যবহার (নমস্কার, প্রসাদ গ্রহণাদি) একনিষ্ঠ ভক্ত করিবেন না। যে বিগ্রহ ভগবদ্ ভক্তগণের অনুমোদিত, স্থাপিত বা বহুকাল যাবৎ নিরবচ্ছিন্নভাবে সেবিত ও প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন শ্রীমূর্ত্তি, তাঁহাতে পূজ্যবুদ্ধিই সঙ্গত—অন্যত্র নহে।

নিরাকার বস্তু কখনও পূজ্য হইতে পারে না। কোনও কোনও দার্শনিক নিরাকার বা অরূপের উপাসনার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। তাহাদের

বিচারে সরূপ বা সাকার হইলেই হেয় এবং **নিরাকার হইলেই নির্গুণ ও অপ্রাকৃত**। সুতরাং নিরাকারের সাধন করাই সাধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আমরা বলি,—ইহা ঠিক নহে। প্রকৃতির অন্তর্গত বা পাঞ্চভৌতিক দ্রব্যের মধ্যে **বায়ু এবং আকাশ নিরাকার**। বায়ু ও আকাশকে কেহ অপ্রাকৃত ও সচ্চিদানন্দ বলিয়া স্বীকার করেন না। উহা হেয় ও ধ্বংসশীল বলিয়া সর্ব্ববাদী-সম্মত। সুতরাং নিরাকার হইলেই তাহাতে পূজ্যত্ব আরোপ করা চলে না। মায়াবাদীর বা 'অদ্বৈতবাদীর নিরাকার' আকাশের তুল্য হইলে, তাহাতে কখনও আমরা পূজ্যত্ব অরোপ করিতে পারি না। শুধু তাহাই নহে—তাহাদের কল্পিত নিরাকারবাদও ঐরূপ আকাশের অতিরিক্ত কোনও নির্ম্মল অপ্রাকৃত বস্তু নহে। পরন্তু বৈষ্ণবগণের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও তাহা অত্যন্ত নির্ম্মল, অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত গুণ-বহির্ভূত নির্গুণ। নির্গুণ ভক্তি-বিলোচনের দ্বারা দিব্যসূরি ভগবদ্ভক্তগণ তাহা সর্ব্বদা দর্শন করিয়া থাকেন। তজ্জন্য বেদ বলেন—

"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।"

(ঋগ্বেদ)

অর্থাৎ দিব্যসূরি বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুর পরমপদ সদা সর্ব্বদা অর্থাৎ নিত্যকাল অপ্রাকৃত দিব্য চক্ষুদ্বারা, সূর্য্যালোকের দ্বারা যেরূপ বস্তু দর্শন করা যায় সেইরূপভাবে, স্পষ্টরূপে দর্শন করেন। সুতরাং বেদ স্পষ্টভাবে পরবস্তুর রূপের কথা বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহা দিব্যসূরিগণ প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া থাকেন তাহাও সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বেদের এই কথা যাহারা মান্য করেন না তাহারা যে অবৈদিক নাস্তিক—এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি? যাহারা আজকাল 'বৈদিক বৈদিক' বলিয়া চিৎকার করিতেছেন তাহারাই প্রকৃতপক্ষে অনার্য্য এবং অস্পৃশ্য। এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থেও বেদের আদি-বিকাশক শ্রীশ্রীচতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা স্বয়ং বলিয়াছেন—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্য-গুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ (ব্রহ্মসংহিতা ৫।৩৮)

[অর্থাৎ—প্রেমাঞ্জন দ্বারা রঞ্জিত ভক্তিচক্ষু-বিশিষ্ট সাধুগণ যে অচিন্ত্য গুণ-সম্পন্ন শ্যামসুন্দর কৃষ্ণকে হৃদয়ে অবলোকন করেন, সেই আদিপুরুষ ভগবানকে আমি (ব্রহ্মা) ভজনা করি।]

এস্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যাঁহার প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিলোচন হইয়াছে বা আছে, তিনিই স্বরূপতঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে পারেন—অন্যের পক্ষে নহে। মায়াবাদী বা নিরাকারবাদিগণ নিতান্ত ভক্তি-হীন এবং কৃষ্ণ-বিরোধী; সুতরাং তাহারা কৃষ্ণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দর্শন করিতে না পারায় ভগবান বা ব্রহ্মকে নিরাকার, তাহার হাত নাই, পা নাই, কোনও অঙ্গই নাই—মনে করে। এসম্পর্কে ব্যাসাবতার শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবত-গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী লীলা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীভগবানের নিরাকারবাদ সম্পূর্ণরূপেই ধ্বংস হইয়াছে। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌর-সুন্দর শ্রীধাম-মায়াপুরে থাকাকালীন **কাশীর প্রকাশানন্দ সরস্বতীর নিরাকারবাদের ব্যাখ্যার** কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন—

কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশ-আনন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড॥

গৌরসুন্দর অন্তর্যামী ভগবান্ এবং সর্ব্বদর্শী। কাশীর অদ্বৈতবাদী প্রকাশা-নন্দের বেদ-বেদান্ত-বিরুদ্ধ-বিচার তাঁহার হৃদয়-বিদারক হওয়ায় তিনি অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা ভগবদ্বাক্য বিধায় সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করা কর্ত্তব্য।

গীতায়ও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত-মহেশ্বরম্॥ (গীঃ ৯।১১)

অর্থাৎ মায়া বা অবিদ্যা-বিমোহিত মূঢ়সকল আমার অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ তনু বা বিগ্রহকে সাধারণ ধ্বংসশীল মানুষের শরীর মনে করিয়া আদর করে না, বরং অবজ্ঞা করিয়া থাকে। আমি এই নরতনুতেই সর্ব্বভূতের মহেশ্বর—ইহা তাহারা তাহাদের মায়িক জ্ঞানদ্বারা বুঝিতে পারে না।

গীতার শ্রীকৃষ্ণবাক্য এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য যাহারা স্বীকার করেন না বা তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া ভগবান্‌কে নিরাকর বলিয়া অযথা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন, তাহারা যে নিতান্ত ভ্রান্ত ও ভারতীয় ধর্ম্ম-জগতের শত্রু এবং অস্পৃশ্য—এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

ভারতীয় সামাজিক রীতির প্রতিও যদি আমরা লক্ষ্য করি, তবে ইহা সুস্পষ্ট হইবে। বৈদিক যুগ হইতে দেখা যায় যে, ভারতীয় হিন্দুগণ বিগ্রহ-বিরোধিগণকে চিরদিনই অস্পৃশ্য জ্ঞান করিয়া আসিতেছেন। প্রথমতঃ উদাহরণ-স্বরূপ ২৫০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বকার **বৌদ্ধগণ, জৈনগণ বেদবিরোধী**

নিরাকারবাদী বলিয়া হিন্দু-সমাজ তাহাদিগকে আজ পর্য্যন্ত অস্পৃশ্য জ্ঞান করিয়া থাকেন। তৎপর খৃষ্টান, মুসলমানগণ মূর্ত্তি পূজাকে পৌত্তলিকতা ও ব্যুৎপরস্ত বলিয়া হেয় জ্ঞান করায় তাহারাও আজ পর্য্যন্ত হিন্দুগণের অস্পৃশ্য। শিখ, কবিরপন্থীগণও নিরাকারবাদী বলিয়া ভারতীয় সমাজে অচল। আধুনিক যুগের **রামমোহন রায়** ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রচ্ছন্ন-খৃষ্টান বা মুসলমানগণের ন্যায় নিরাকার-বাদী হওয়ায় ব্রাহ্ম-সমাজীগণ আমাদের নিকট অস্পৃশ্য ভাবেই অবস্থান করিতেছেন। এইসমস্ত ধর্ম্মাবলম্বীগণই সকলেই অহিন্দু এবং সমাজ-বহির্ভূত। এমন কি, ঐরূপ নিরাকারবাদিগণকে হিন্দুর গৃহের বারান্দায় উঠিতে দেওয়া হয় না—উঠিলেও গঙ্গাজলে, গোময়দ্বারা বিধৌত করিয়া শুদ্ধ করিয়া লইতে হয়। তাহার সহিত কোনও সামাজিক ক্রিয়াকলাপ নাই, কোনও আদান-প্রদান নাই। **আধুনিককালের দয়ানন্দী-দলের আর্য্য (?) সামাজী-গণও নিরাকারবাদী; সুতারাং তাহারা প্রকৃত হিন্দু নহে** বলিয়া 'Hindu Succession Act' পাশ করিবার সময় তাহাদিগের উপর উক্ত আইন বহু তর্কবিতর্কের পর জোর-পূর্ব্বক চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং আর্য্য-সমাজীগণও প্রকৃত হিন্দু নহে এবং সমাজে তাহাদের সহিত কন্যা আদান-প্রদান চলিতে পারে না। এমন কি, মুসলমান-খৃষ্টানদের ন্যায় অস্পৃশ্য মধ্যে গণ্য হওয়া কর্ত্তব্য।

এখানে আর একটী প্রশ্ন হইতেছে যে, আচার্য্য **শ্রীল শঙ্করও নিরাকার-বাদী,** এমন কি, অদ্বৈতবাদী। **তাঁহাকে ত হিন্দু-সমাজ অস্পৃশ্য করিয়া রাখে নাই। ইহার কারণ কি?** আচার্য্য শঙ্করের প্রতি হিন্দু-সমাজের একটু কৃপা-দৃষ্টি আছে। কারণ তিনি ভগবদ্ভক্ত শ্রীশঙ্কর। তাঁহাকে শাস্ত্রে শিবের অবতার বলা হইয়াছে। তাহা ছাড়া আচার্য্য শঙ্কর বৌদ্ধ-বিতাড়ণ-কার্য্যে স্থূলভাবে অনুকূল ছিলেন—তজ্জন্য তাঁহার প্রতি একটা কৃতজ্ঞতা আছে। তিনি মূলতঃ বিগ্রহ-বিরোধী হইলেও সাধকের জন্য রূপ-কল্পনা করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন যথা,—**"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণঃ রূপ-কল্পনা"।**

তিনি বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান, মুসলমান বা আর্য্যসমাজীগণের ন্যায় আশু-প্রত্যক্ষ বা ব্যবহারিক-ভাবে রূপ-বিরোধী নহেন। প্রথমতঃ সাধনে তিনি রূপ স্বীকার করিয়া পরে পরিণামে অর্থাৎ অরূপ স্বীকার করায় হিন্দু-সমাজ

তাঁহাকে ব্যবহারিক-ভাবে সমাজচ্যুত বা অস্পৃশ্য জ্ঞান না করিলেও তাঁহাকেও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং শাস্ত্রকারগণ সমস্ত হিন্দু-সমাজকে এ বিষয়ে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। এ' সম্বন্ধে জৈমিনীদর্শনের আচার্য্য বৈদান্তিক 'ভাস্কর' ও সাংখ্য-দর্শনের আচার্য্য 'বিজ্ঞানভিক্ষু' প্রভৃতির বেদান্ত-ভাষ্য দর্শন করিলেই প্রমাণ পাইবেন। অন্যান্য বৈদান্তিকগণও আচার্য্য শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়াছেন।

বেদান্ত-দর্শনে আরও একটী সূত্র দেখিতে পাই—

"ন প্রতীকে, ন হি, সঃ (ব্রঃ সূঃ ৪।১।৪)

এই সূত্র আলোচনা করিলে আচার্য্য শঙ্করের কথিত—"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণঃ রূপ-কল্পনা"-বাক্যটী সঙ্গত বলিয়া মনে হইবে। 'প্রতীকে' ভগবদ্ বুদ্ধি আরোপ করিলে কখনই সিদ্ধি হইবে না। বেদান্ত পুনঃ পুনঃ দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন যে—'ন প্রতীকে', পুনরায় বলিতেছেন 'ন হি' অর্থাৎ নিশ্চয়ই নহে, 'হি' নিশ্চয় অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু 'সঃ' অর্থাৎ স্বয়ং-রূপ তত্ত্ববস্তুর উপাসনা হইলেই সিদ্ধি অর্থাৎ ভগবৎ প্রাপ্তি হইবে—নচেৎ নহে। সুতরাং 'ব্রহ্মণঃ রূপ-কল্পনা' দ্বারা 'প্রতীক'-উপাসনাই হইয়া থাকে। ইহা প্রকৃতপ্রস্তাবে বেদান্ত-বিরুদ্ধ। সুতরাং কোনও ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা কল্পনা করিয়া ইচ্ছামত মূর্ত্তি গঠন করিলে প্রতীক-উপাসনা হয়। উহা তৎবস্তু হইতে পৃথক অর্থাৎ 'সঃ' নহে—বা স্বয়ংরূপ বিগ্রহ নহে।

কেহ 'ঢেঁকি'কেই ভগবান্ বলিয়া পূজা করিতে বলেন। এই ঢেঁকিকে ঝি-চাকরের পদাঘাত করাইয়া উহার দ্বারা চাউল প্রস্তুত করাইয়া লইতে হয়। সেই ঢেঁকিতে যদি কেহ ব্রহ্মের আরোপ করেন তবে তাহার 'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণঃ রূপ-কল্পনা' হইল বটে— কিন্তু বেদান্তমতে এইরূপ উপাসনা অসিদ্ধ—সুতরাং ঢেঁকি-ভজন বেদান্ত-বিরুদ্ধ বা নাস্তিকতা।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ কখনও পৌত্তলিক নহেন বা প্রতীকোপাসনা করেন না; তাঁহারা পৌত্তলিকগণের বিসর্জ্জনীয় প্রতিমা-পূজার বিশেষ আদর করেন না। কিন্তু তাঁহারা যে বিগ্রহ স্থাপন করিয়া পূজা বা উপাসনা করেন, তাহা স্বয়ংরূপ সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তি। সেই বিগ্রহ ভক্তের সহিত কথা বলেন এবং চলিয়া বেড়াইতে পারেন। আপনাদের এতদঞ্চলের একটী সত্য ঘটনাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-শাস্ত্রে বলিয়াছেন—**"প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন।"** (চৈঃ চঃ মঃ ৫।৯৬)

ঘটনাটী অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক এবং অতিমর্ত্ত্য হইলেও নিখুঁত সত্য—প্রত্যক্ষ সত্য। শ্রীচরিতামৃতে সাক্ষীগোপালের উপাখ্যান বলিয়া উহা বর্ণিত হইয়াছে। আপনাদের নিকট এই বিষয়টা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না।—

উড়িষ্যার নিকটবর্ত্তী দক্ষিণদেশে 'বিদ্যানগর' নামে রাজধানীর মত একটী জনপদ আছে। তথায় **'বড়-বিপ্র' ও 'ছোট-বিপ্র'** নামক দুই বৃদ্ধ ও যুবক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহারা বহু তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে এই বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হন। 'বড়বিপ্র' বৃদ্ধ, কুলীন, পণ্ডিত ও ধনী। 'ছোট বিপ্র' যুবক, নীচকুলের ব্রাহ্মণ, অথচ অতি দরিদ্র। বড় বিপ্রের সেবা করিয়া তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন করাই ছোট-বিপ্রের তীর্থযাত্রায় বিশেষ কার্য্য ছিল। বড়-বিপ্র তাহার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীগোপাল-মন্দিরে ছোটবিপ্রকে তাঁহার কন্যাদান করিবেন বলিয়া স্বীকার করেন। ছোটবিপ্র 'তাঁহার কন্যার যোগ্য-পাত্র নয়' বলিয়া আপত্তি করিলেও বড়বিপ্র বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় অগত্যা সেই বিবাহের প্রস্তাবে সম্মতি দেন এবং শ্রীগোপালদেবকে সাক্ষী রাখেন। শ্রীবৃন্দাবন-মণ্ডলের শ্রীগোপাল চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তি।

বিপ্রদ্বয় বৃন্দাবন হইতে বিদ্যানগরের নিকটবর্ত্তী গ্রামে স্ব-স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ছোট-বিপ্র বড়বিপ্রের প্রস্তাব তাঁহাকে জানাইলে বড়বিপ্র তাহা তাঁহার পুত্রগণকে ও সামাজিক লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণকে নিবেদন করেন। তাহারা বড়বিপ্রের কথায় প্রতিবাদ করিয়া তাঁহাকে এই কন্যাদান কার্য্য হইতে বিরত করান। ছোটবিপ্র তখন সামাজিক সভা আহ্বান করিয়া বিচার প্রার্থনা করিলে নানাপ্রকার বাদানুবাদের পর স্থির হইল যে, শ্রীগোপাল স্বয়ং সাক্ষী দিলে কন্যাদান করা হইবে—নচেৎ নহে। বড়-বিপ্রের পুত্রগণ ও গ্রাম-বাসিগণ শুদ্ধবৈষ্ণবের পূজিত শ্রীবিগ্রহকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে না জানিয়া তাঁহাকে নাস্তিকগণের ন্যায় প্রস্তর মনে করিয়াছে এবং এরূপ প্রস্তর কখনও চলিতে বা কথা বলিতে পারিবে না ভাবিয়াছে। সুতরাং বড়-বিপ্রের আর কন্যাও ছোট-বিপ্রকে দিতে হইবে না—এইরূপ মনে করিয়া সভা মধ্যে নিঃসন্দেহে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে। নিরাকারবাদী নাস্তিকগণের চিন্তাধারা এইরূপই হইয়া থাকে।

ছোটবিপ্র শ্রীভগবানের একান্ত ভক্ত। তাহার শ্রীবিগ্রহে ও স্বয়ংরূপে কোনও ভেদবুদ্ধি নাই। সুতরাং তিনি নিশ্চিন্ত মনে পুনরায় বৃন্দাবনাভিমুখে ছুটিয়াছেন। এবং সাক্ষাৎ সেই শ্রীগোপালের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়া

তাহার সমস্ত ঘটনা সেই বিগ্রহের নিকট আবেদন করিয়া বলেন যে,—বড়বিপ্র আপনার সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার কন্যা আমাকে বিবাহার্থ প্রদান করিবেন। কিন্তু গ্রাম্যলোকের প্ররোচণায় ও পুত্রগণের ভয়ে তিনি এখন সত্যভ্রষ্ট হইতে বসিয়াছেন। আপনি আপনার ভক্তের সত্য রক্ষা করুন। আপনি তথায় গিয়া সাক্ষ্য দিলেই বড়বিপ্র আমাকে তাঁহার কন্যা দান করিবেন।

শ্রীশ্রীগোপাল বিগ্রহ ছোটবিপ্রের কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন যে, আমি এখানে অর্চ্চামূর্ত্তিতে অবস্থান করিতেছি; সুতরাং আমি কি-প্রকারে বিদ্যানগরে যাইব এবং কি-প্রকারেই বা কথা বলিয়া সাক্ষ্য দিব? শ্রীবিগ্রহ কখনও কথা বলে না বা চলেও না। সুতরাং তোমার প্রস্তাব কেমন করিয়া গ্রহণ করিব? ভগবান ভক্তের নিকট চিরদিনই পরাজয় স্বীকার করিয়া থাকেন,—এই ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। ছোটবিপ্র তৎক্ষণাৎ শ্রীবিগ্রহকে বলিলেন,—তুমি যদি বিগ্রহই হইবে তবে আমার সহিত এত কথা কি করিয়া বলিলে? সুতরাং তুমি আমাকে বৃথা প্রতারণা করিও না। তোমাকে আমার সহিত নিশ্চয়ই যাইতে হইবে। তখন ঠাকুর ধরা পড়িয়া গেলেন। তিনি আর আত্মগোপন করিতে সক্ষম হইলেন না। অগত্যা ছোটবিপ্রের সহিত বিদ্যানগরে যাইতে স্বীকার করিলেন। কিন্তু তিনি বিপ্রকে বলিলেন, তুমি অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া যাইবে, আমি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইব—তুমি আমার পায়ের নূপুর-ধ্বনি শুনিতে পাইবে—তাহাতেই বুঝিতে পারিবে যে, আমি তোমার সঙ্গে যাইতেছি। কিন্তু একটী কথা এই যে, তুমি আমার দিকে তাকাইলেই আমি আর একপদও অগ্রসর হইব না, সেইস্থানেই থাকিয়া যাইব।

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইবার পর উভয়েই সঙ্কল্পানুসারে যাত্রা করিয়া বিদ্যানগরের নিকটবর্ত্তী হইলেই ছোটবিপ্রের অত্যন্ত আগ্রহ হইল যে, গ্রামের সমীপবর্ত্তী হইয়াছি—এখন শ্রীপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি একবার দর্শন করিয়া কৃতার্থ হই। এরূপ মনে করিয়া শ্রীবিগ্রহের দিকে তাকাইতেই তিনি তথায় বিদ্যানগর রাজ্যে থাকিয়া গেলেন এবং একপদও আর অগ্রসর হইলেন না। তখন ছোটবিপ্র তাহার গ্রামস্থ সকলকে গোপালের আগমন-বার্ত্তা জানাইলে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া শ্রীগোপাল দর্শনে আসিলেন। এবং গোপালের সাক্ষ্যে বড়বিপ্রের কন্যার সহিত ছোটবিপ্রের শুভ-পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

এই ঘটনা ভাবপ্রবণতা বা Sentimentalism নহে, পরন্তু বাস্তব-সত্য ঘটনা। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াই আচার্য্যকুল-মুকুটমণি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
বিপ্র লাগি' কর তুমি অকার্য্য-করণ॥" (চৈঃ চঃ মঃ ৫।৯৬)

এই শ্রীবিগ্রহের লীলা সম্বন্ধে আরও অনেক ঐতিহাসিক সত্য আজ পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয় নাই। প্রসঙ্গক্রমে আমি ইহার উল্লেখ করিতে চাহি। কারণ ইহা এই বৃন্দাবন-ধামেরই অর্চ্চাবতারের লীলা-বৈশিষ্ট্য।

বিদ্যানগরের রাজা সেই বিগ্রহের একটী সুন্দর মন্দির করিয়া দিলে শ্রীগোপালদেব তথায় থাকিয়া যান। পরে কোনও সময়ে উড়িষ্যার সম্রাট বিদ্যানগরের রাজার কন্যা বিবাহ করিতে চাহিলে রাজা সম্রাটকে বলেন যে, আপনি জগন্নাথের 'ঝাড়ুদার' মাত্র। সুতরাং ঝাড়ুদারের সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিতে পারি না। ইহা শ্রবণ করিয়া উড়িষ্যার সম্রাট তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাস্ত করেন এবং তাহার কন্যা ও তাহার শ্রীমন্দির হইতে শ্রীগোপালদেবকে লইয়া আসেন। সম্রাট শ্রীগোপালকে কটকে তাঁহার রাজধানীতে স্থাপন করিয়া পূজা করেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু এই কটক নগরেই শ্রীগোপালদেবকে দর্শন করেন এবং শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীগোপাল-দেবের যাবতীয় ইতিহাস ও লীলাদি মহাপ্রভুর নিকট বর্ণনা করেন। ইনিই ভক্তের প্রার্থনায় "কর তুমি অকার্য্য-করণ" অর্থাৎ সাক্ষী দিয়াছিলেন বলিয়া **'সাক্ষীগোপাল'** নামে সর্ব্বত্র পরিচিত হন।

শ্রীগোপাল প্রথমে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে স্থাপিত হইয়াছিলেন। তথ শ্রীজগন্নাথের সমস্ত ভোগ তিনি খাইয়া ফেলিতেন বলিয়া শ্রীজগন্নাথ-দেব সম্রাটকে ও পাণ্ডাদিগকে স্বপ্নাদেশ করেন যে, তিনি বহুদিন উপবাসে আছেন, কারণ গোপাল তাঁহার সমস্ত ভোগ রাস্তাতেই খাইয়া ফেলেন, তিনি আর কিছুই পান না। এইরূপ স্বপ্নাদেশ পাইয়া রাজা শ্রীগোপালকে কটকে লইয়া যান। তথা হইতে পুনরায় শ্রীপুরীধামের ৭ মাইল উত্তরে সাক্ষী গোপালকে স্থাপন করেন। অদ্যাবধি শ্রীসাক্ষীগোপালের নামানুসারে সেই গ্রামের নাম সাক্ষীগোপাল হইয়াছে। এবং তাঁহার সেবকগণও দুইভাগে বিভক্ত হইয়া ছোটবিপ্র ও বড়বিপ্র নামে পরিচয় দেন।

শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব সম্বন্ধে বহু কিছু আলোচনা করিবার থাকিলেও আমি দুই-এইটী কথা নিবেদন করিয়া আমার বক্তব্য বিষয় শেষ করিতেছি। **প্রতীক, প্রতিমা, মূর্ত্তি, বিগ্রহ প্রভৃতি শব্দগুলি পর্য্যায়বাচক নহে।** বৈয়াকরণিক, সাহিত্যিক ইহাকে যাহাই মনে করুন না কেন, উক্ত শব্দগুলি একার্থবোধকরূপে গ্রহণ করিলে শব্দতত্ত্বের বৈশিষ্ট্যের উপর কশাঘাত করা হয়। কোন কোন-স্থলে মূর্ত্তি-শব্দের পরিবর্ত্তে শ্রীবিগ্রহ-শব্দ ব্যবহৃত হয়। তথাপি 'মূর্ত্তি'-শব্দের ধাতুগত অর্থ বৈয়াকরণিকগণ যেরূপ নিরূপণ করিয়াছেন, সেইরূপ অর্থ স্বীকার করিলে বিগ্রহ-শব্দের অর্থে তাহা কোনরূপেই ব্যবহার হইতে পারে না। এসম্পর্কে কোষকারগণের নিরূপিত অর্থের সহিতও আমি একমত নহি। সময় অত্যন্ত অধিক হইয়াছে, এসম্বন্ধে আর অধিক বিচার উত্থাপন করিয়া আপনাদের সময় নষ্ট করিব না।

তবে শাস্ত্রে যে **'নিরাকার'** শব্দের উল্লেখ নাই বা উল্লেখ থাকিলেও তাহা অযথা উল্লিখিত হইয়াছে—এইরূপ বিচার আমার নহে। 'নিরাকার' শব্দের তাৎপর্য্য এই যে—শাস্ত্র কোন আকার নিরূপণ করিতে না পারিয়া ভগবানের আকারহীনতা প্রকাশের সুযোগ দিয়াছেন মাত্র। **ঈশ্বর সর্ব্বাকৃতিতেই**

আকারবান্। কোন কোন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক জলকেও নিরাকার বলিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য জলকে নিরাকার সাব্যস্ত করা নহে। জল গন্ধহীন, স্বাদহীন, আকারহীন বলিলে জলের সার্ব্বভৌম আকার, গন্ধ, স্বাদের উপর আক্রমণ করা হইবে। পূর্ব্বে আমি বায়ুর নিরাকারত্ব নিরূপণ করিয়াছি। কিন্তু বায়ুকে বৈজ্ঞানিক pressureএ (চাপে) liquidify তরল করিয়া আকারে পরিণত করিতে দেখা যায়। তাহাকেই crystallised air বলা হয়। ইহার দ্বারাও বায়ুকে নিরাকার সাব্যস্ত করা যায় না। তথাপি 'নিরাকার' শব্দের দ্বারা সাকারই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। শাস্ত্রে 'নিরাকার' শব্দ ভগবানের সাকারত্ব স্থাপনের জন্য ব্যতিরেক প্রমাণরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। আপনারা শিক্ষিত ব্যক্তি; ইউক্লিডের জ্যামিতি অধ্যয়ন করিয়াছেন। তাহাতে এই শ্রেণীর Negative proof সত্য প্রমাণের একটি প্রধান সহায়। আমি বলিতে চাহি, There is nothing negative. 'নেতি নেতি' বাক্যের বাস্তব সত্যতা কিছুই নাই। ইহা বাস্তব সত্য বা Absolute Propertyকে প্রমাণ করিবার জন্য assume (কল্পনা) করা হয় মাত্র।

'নিরাকার' শব্দের আর একটী সার্থকতা মহাজনগণ স্বীকার করিয়াছেন এই যে, 'নিরাকার বলিলে প্রাকৃত-আকারের অভাব বুঝায়। পার্থিব বস্তুতে যে হেয়তা, অনুপাদেয়তা, পরিবর্ত্তনশীলতা বা ধ্বংসশীলতা লক্ষ্য করা যায়, তাহা শ্রীশ্রীভগবদ্বিগ্রহে নাই। এই শ্রেণীর প্রাকৃত আকার ভগবানে না থাকার জন্যই তাঁহাকে 'নিরাকার' বলা হইয়াছে। এইজন্যই বেদান্ত-দর্শনে 'অরূপবৎ' শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে। উহার অর্থ এই,—অরূপের ন্যায় প্রতীত হইলেও অপ্রাকৃত বস্তু ভগবদ্বিগ্রহ কখনও প্রাকৃত, অরূপ বা নিরাকার নহেন। 'নিরাকার' শব্দের সার্থকতা এই যে,—**ভগবান্ প্রাকৃত আকার-রহিত, পরন্তু অপ্রাকৃত আকার-সহিত।** পার্থিব বদ্ধ জীবসকলের যেরূপ দেহ-দেহীর ভেদ লক্ষ্য করা যায়, ভগবানের সেরূপ ভেদ নাই। তাঁহার দেহও আত্মা এবং দেহী বস্তুও আত্মা; কোনও প্রকার ভেদ নাই। তাঁহার নখ-রোমাদি ত্যাজ্য বা হেয় নয়; উহাও আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূর্ণ অপ্রাকৃতত্ব জ্ঞাপন করে। চিনির পুতুলের নখ-রোমাদি সর্ব্বাঙ্গই মধুর এবং একই আস্বাদ প্রকাশ করিয়া থাকে। ভগবদ্ভক্তের নিকট ভগবানের অপ্রাকৃত রূপের কোন প্রতিবন্ধক নাই।

তর্কের খাতিরে আমি একটী হাস্যোদ্দীপক যুক্তি উত্থাপন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছি। অদ্বৈতবাদিগণ উপনিষদের "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বাক্যটী অবলম্বন করিয়া যাবতীয় 'ইদম্'-জ্ঞাপক বস্তুসকলই ব্রহ্ম বলিয়া নিরূপণ করিয়া থাকেন। যদি ইহাই তাহাদের বক্তব্য হয়, তবে শ্রীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহকে ব্রহ্ম বলিয়া মানিয়া লইতে এত আপত্তি কেন? মন্দিরস্থ শ্রীবিগ্রহই কি কেবল ব্রহ্ম নহেন, আর সকলই 'ব্রহ্ম' বলিতে চাহেন?—এ' সিদ্ধান্তের সার্থকতা কি?

শ্রীচিদঘনানন্দ ব্রহ্মচারী-কর্ত্তৃক সংগৃহীত



১২শ বর্ষ } ক্ষীরোদশায়ী, ১৩ মাধব, ৪৭৪ গৌরাব্দ
শনিবার, ৩০ পৌষ, ১৩৬৭; ইং ১৪।১।১৯৬১ { ১১শ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রুতিগণ-কৃতং "শ্রীশ্রীনারায়ণ-স্তবাষ্টকম্" (৩)

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে
সপ্তাশীতিতমেঽধ্যায়ে—৩৪-৪১)

স্বজন-সুতাত্ম-দার-ধন-ধাম-ধরাসু-রথৈ-
স্ত্বয়ি সতি কিং নৃণাং শ্রয়ত আত্মনি সর্ব্বরসে।
ইতি সদজানতাং মিথুনতো রতয়ে চরতাং
সুখয়তি কো ন্বিহ স্ববিহতে স্বনিরস্তভগে ॥৩৪॥

হে প্রভো! শরণ্য, পরমানন্দময়, পরমাত্মরূপী আপনি বর্ত্তমান থাকিতে স্বজন, সুত, দেহ, স্ত্রী, ধন, গৃহ, ভূমি, প্রাণ এবং যানাদির কোন প্রয়োজন নাই,—এই পরমার্থ-তত্ত্ব বিষয়ে অনভিজ্ঞ অতএব মৈথুনরতিরূপ মায়া-সুখরত মানবগণকে স্বভাবতঃ বিনশ্বর ও গত-সার সংসারে কিছুতেই আনন্দ দান করিতে পারে না অর্থাৎ কোন প্রকারেই তাহারা আনন্দ লাভ করিতে পারে না ॥৩৪॥

ভুবি পুরুপুণ্য-তীর্থ-সদনান্যৃষয়ো বিমদা-
স্ত উত ভবৎপদাম্বুজহৃদোঽঘভিদঙ্ঘ্রিজলাঃ।
দধতি সকৃন্মনস্ত্বয়ি য আত্মনি নিত্যসুখে
ন পুনরুপাসতে পুরুষসারহরাবসথান্ ॥৩৫॥

হে দেব, ভবদীয় পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণহেতু যাঁহাদের পাদোদক—সর্ব্বপাপবিনাশন, তাদৃশ বিগতাহঙ্কার মুনিগণও পৃথিবীতে বহু পুণ্যতীর্থ ও পুণ্যক্ষেত্রসমূহের সেবা করিয়া থাকেন। যাঁহারা একবারমাত্র নিত্য-সুখময় পরমাত্মরূপা আপনার প্রতি মনোনিবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা পুনরায় পুরুষগণের বিবেক, স্থৈর্য্য, ক্ষমা, শান্তি প্রভৃতি সার-হরণকারী গৃহের সেবা করেন না ॥৩৫॥

সত ইদমুত্থিতং সদিতি চেন্ননু তর্কহতং
ব্যভিচরতি ক্ব চ ক্ব চ মৃষা ন তথোভয়যুক্।
ব্যবহৃতয়ে বিকল্প ইষিতোঽন্ধপরম্পরয়া
ভ্রময়তী ভারতী ত উরুবৃত্তিভিরুক্থজড়ান্ ॥৩৬॥

হে দেব, এই জগৎ সদ্‌বস্তুর কার্য্য বলিয়া যদি তাহাকেও 'সৎ' বলা হয়, তাহা হইলে এই সিদ্ধান্ত তর্কদ্বারা বাধিত হইয়া থাকে; যেহেতু সত্য ঐন্দ্রজালিকের কার্য্য ইন্দ্রজাল-বিদ্যা মিথ্যা হইতে দেখা যায়; সুতরাং এতাদৃশস্থলে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের ব্যভিচার হইতেছে। যদি বলেন, ঐন্দ্রজালিক ইন্দ্রজাল-বিদ্যার নিমিত্ত-কারণ, নিমিত্ত-কারণ-স্থলে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের ব্যভিচার হইতে পারে, কিন্তু উপাদান-কারণ-স্থলে তাদৃশ ব্যভিচার হয় না; সুতরাং সৎপদার্থ জগতের উপাদান-কারণ বলিয়া উক্তস্থলে সিদ্ধান্তের কোন ক্ষতি হইতেছে না, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, উপাদান-কারণ-স্থলেও উক্ত সিদ্ধান্তের ব্যভিচার লক্ষিত হয়; যেমন মরীচিকা হইতে মিথ্যা জলের প্রতীতি হইয়া থাকে। যদি বলেন, মরীচিকা-জাত জলদর্শন-স্থলে অজ্ঞানই কারণ বলিয়া তথায় মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে উত্তর এই যে, এ-স্থলেও অজ্ঞান-সহকৃত সৎপদার্থই জগতের কারণ বলিয়া জগতের মিথ্যাত্বই

সিদ্ধ হয়। যদি বলেন, মরীচিকা জল-স্থলে কার্য্য-কারণের সারূপ্য দেখা যায়, সুতরাং তথায় কার্য্য-কারণভাব স্বীকার করা যায়; কিন্তু এই বিবিধ বৈচিত্র্যযুক্ত জগৎ সদ্‌বস্তু হইতে অতিশয় বৈরূপ্যযুক্ত বলিয়া উভয়ের কার্য্যকারণ ভাব স্বীকার করা যাইতে পারে না, সুবর্ণজাত কুণ্ডল, মৃত্তিকাজাত ঘট প্রভৃতি স্থলে সর্ব্বত্র উপাদান-কারণ এবং কার্য্যের সারূপ্যই দৃষ্ট হইতেছে, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, জগতের বৈচিত্র্য কেবল অন্ধপরম্পরা কল্পিত মাত্র, বস্তুতঃ কোন বৈচিত্র্য নাই। যদি বলেন, এইরূপ কল্পিত বিষয়ে পণ্ডিতগণেরও আসক্তি দেখা যায় কেন? তাহা হইলে উত্তর এই যে, আপনার বেদরূপা বাণী গৌণ-লক্ষণা প্রভৃতি বিবিধ বাক্যবৃত্তিদ্বারা কর্ম্মে শ্রদ্ধাযুক্ত মন্দমতিগণকে মোহিত করিয়া থাকে ॥৩৬॥

ন যদিদমগ্র আস ন ভবিষ্যদতো নিধনা-
দনুমিতমন্তরা ত্বয়ি বিভাতি মৃষৈকরসে।
অত উপমীয়তে দ্রবিণজাতি-বিকল্পপথৈ-
র্বিতথ-মনোবিলাসমৃতমিত্যবযন্ত্যবুধাঃ ॥৩৭॥

(হে পরংব্রহ্ম!) যেহেতু এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল না, প্রলয়ের পরেও থাকিবে না, সুতরাং মধ্যকালে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়েও যে কেবল-ভাবাশ্রিত আপনার মধ্যে মিথ্যারূপেই প্রতীত হইতেছে, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। অতএব ঘটাদি বিকারী বস্তু যেরূপ কেবল নামমাত্রেই মৃত্তিকাদি কারণ হইতে ভিন্ন, বস্তুতঃ ভিন্ন নহে, সেইরূপ এই আকাশাদি কার্য্যবস্তুরও কেবল নামমাত্রেই পৃথক্ সত্তা প্রতীত হইতেছে, বস্তুতঃ উহারা ব্রহ্ম ব্যতীত পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট নহে। যাহারা অজ্ঞ, কেবলমাত্র তাহারাই এই মনঃকল্পিত মিথ্যাবস্তুকে সত্যরূপে অবগত হইয়া থাকে ॥৩৭॥

স যদজয়া ত্বজামনুশয়ীত গুণাংশ্চ জুষন্
ভজতি সরূপতাং তদনু মৃত্যুমপেতভগঃ।
ত্বমুত জহাসি তামহিরিব ত্বচমাত্তভগো
মহসি মহীয়সেঽষ্টগুণিতেঽপরিমেয়ভগঃ ॥৩৮॥

(হে মায়াধীশ!) এই জীব মায়াবশতঃ অবিদ্যাকে আলিঙ্গন করায় দেহেন্দ্রিয়াদি-গুণজাত পদার্থে আত্মাভিমানগ্রস্ত হইয়া থাকে এবং তাহার আনন্দাদি গুণসমূহ আচ্ছাদিত হইয়া সংসার-দশা ঘটিয়া থাকে, পরন্তু নিত্যৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন আপনি সর্পের কঞ্চুক-ত্যাগের ন্যায় অবিদ্যাকে উপেক্ষা করিয়া অপরিমেয় ঐশ্বর্য্যের অধিকারিরূপে অণিমাদি অষ্টবিধ বিভূতিযুক্ত পরম ঐশ্বর্য্যপদে বিরাজমান রহিয়াছেন ॥৩৮॥

যদি ন সমুদ্ধরন্তি যতয়ো হৃদি কামজটা
দুরধিগমোঽসতাং হৃদিগতোঽস্মৃত-কণ্ঠমণিঃ।
অসুতৃপ্-যোগিনামুভয়তোঽপ্যসুখং ভগব-
ন্নপগতান্তকাদনধিরূঢ়পদাদ্ভবতঃ ॥৩৯॥

হে ভগবন্, লোকে যদি নিজ কণ্ঠস্থ মণির কথা বিস্মৃত হয়, তাহা হইলে উহা যেরূপ অপ্রাপ্য বলিয়া মনে হয়, তদ্রূপ আপনি যতিগণের হৃদয়ে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত থাকিলেও তাঁহাদের হৃদয়স্থ কামসমূহের মূলোৎপাটন না হইলে আপনি তাঁহাদিগের নিকট দুষ্প্রাপ্য হইয়া থাকেন। তাদৃশ ইন্দ্রিয়তর্পণরত কপট যোগিগণের মৃতিধর্ম্ম অপগত না হওয়ায় লোকারাধন-ধনার্জ্জনাদি-ক্লেশহেতু ইহকালের ভোগবৈভবা-প্রাকট্য-ভয়রূপ দুঃখ এবং ভবদীয় স্বরূপ অপ্রাপ্ত হওয়ায় নিজধর্ম্ম অতিক্রম-নিবন্ধন আপনার নিয়ন্ত্রিত দণ্ড নরকপ্রাপ্তি দ্বারা পরকালেও দুঃখই প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥৩৯॥

ত্বদবগমী ন বেত্তি ভবদুত্থ-শুভাশুভয়ো-
র্গুণ-বিগুণান্বয়াস্তর্হি দেহভৃতাঞ্চ গিরঃ।
অনুযুগমন্বহং সগুণ গীতপরম্পরয়া
শ্রবণভৃতো যতস্ত্বমপবর্গগতির্মনুজৈঃ ॥৪০॥

হে ষড়ৈশ্বর্য্যশালিন, আপনাতে মগ্নচিত্ত ব্যক্তিগণ কর্ম্মফলদাতা আপনার নিকট হইতে জাত অর্থাৎ আপনার সৃষ্ট পুণ্যাপুণ্য-কর্ম্মের ফলভূত গুণদোষ-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন না এবং তাঁহাদের দেহাভিমান বিগত হওয়ায় দেহাভিমানিগণের কথিত বিধি-নিষেধপর বাক্যসকলের বহুমানন করেন না। যেহেতু যুগে যুগে সতত আপনার কথা-গানকারী

ব্যক্তিগণের নিকট হইতে আপনার গুণসূচক কথা শ্রবণে ধারণ দ্বারা তাঁহারা অপবর্গগতি আপনারই আশ্রয় লাভ করিয়া থাকেন ॥৪০॥

ত্র্যপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া
ত্বমপি যদন্তরাণ্ডনিচয়া ননু সাবরণাঃ।
খ ইব রজাংসি বান্তি বয়সা সহ যচ্ছ্রুতয়-
স্ত্বয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনাঃ ॥৪১॥

হে ভগবন্, আপনার প্রতি লোমকূপে উত্তরোত্তর দশগুণবিশিষ্ট সপ্তাবরণযুক্ত ব্রহ্মাণ্ডসমূহ আকাশে ধূলিকণার ন্যায় এককালে কাল-চক্রের সহিত পরিভ্রমণ করিতেছে। আপনার অনন্তত্ব-হেতু ব্রহ্মাদি লোকপালগণও আপনার সীমা অবগত হন নাই, আপনিও আপনার সীমা অবগত হইতে পারেন না। অতএব আপনার মধ্যে যাহাদের লয় হয়, তাদৃশ শ্রুতিগণ কেবলমাত্র "অস্থূল অনণু" ইত্যাদি নিষেধ-ক্রমে তাৎপর্য্য-বৃত্তিদ্বারাই আপনাকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, পরন্তু "ইহা এইরূপ" এতাদৃশ সাক্ষাদ্‌ভাবে আপনাকে প্রতিপাদন করিতে পারেন না ॥৪১॥

প্রদর্শকের অভিভাষণ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১২শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৭১ পৃষ্ঠার পর)

এই প্রদর্শনীর উন্মোচনের কারণ শ্রীচৈতন্যদেবের নিত্য-সেবক শ্রীরঘুনাথ-দাস গোস্বামী প্রভুর "বিলাপকুসুমাঞ্জলী"-গ্রন্থে এইভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—

"বৈরাগ্যযুগ-ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি ॥"

সেই শ্রীরঘুনাথের চিন্ময়-ভৃত্য-পারম্পর্য্যকে সসঙ্গিনী সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর উন্মোচনকারি-জনগণ নিত্য-ধ্রুবসত্য বলিয়া আস্থা স্থাপন করায় এই প্রদর্শনীর প্রকাশ-প্রয়াস। অনিত্য জগতে কার্য্য-কারণবাদ-বিচারের সহিত বিরোধ করিবার ব্যক্তি বিরল। সুতরাং সকল কার্য্যের কারণ-অনুসন্ধানেই জীব-হৃদয়ে জিজ্ঞাসার উদয়।

অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে সকল কথা গ্রহণ করিতে না শিখিলে ভেদাভেদ-প্রকাশতত্ত্বের সুষ্ঠু প্রতীতির সম্ভাবনা নাই। যাঁহাদের

নিকট এই অচিৎশক্তি-পরিণত জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে, সেই স্বরূপতঃ অমায়াবাদী জীবগণ মুক্তপ্রগ্রহ-বৃত্তির অবলম্বনে দৃশ্য জগৎ দেখিতে গিয়া বস্তুর স্বরূপ দর্শন করিবার সেবা-চেষ্টা করিলেই এই প্রদর্শিত পরমার্থ-সত্য-সমূহের প্রকাশগুলি দেখিতে পাইবেন।

অচিৎসাহিত্যের সাহায্যে বা জড়ীয় ভাষায় তদনুকূল-জনগণের নিকট অচিদ্‌রাহিত্যের বর্ণন করিতে যাওয়া কেবল চিৎসাহিত্যের দিঙ্‌নির্ণয় করা মাত্র। নির্ণীতদিকে গমনকারী কেবল চিদনুভবে সমর্থ হইবেন। যেখানে তাঁহার গতিরুদ্ধ হইবে, সেই স্থানকেই তিনি অসীমপ্রদেশ-জ্ঞানে অগ্রসর হইবার বাসনা হইতে নিবৃত্ত হইবেন। তখন জীব মায়া-রচিত জগতের কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়া চিদ্‌বৈচিত্র্য-বিলাসরাজ্যে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হইবেন। তাঁহার বাসনা-জনিত অভীষ্ট ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম বাধক-স্বরূপ ভোগ্যবস্তুরূপে সমাহৃত হইবে।

মোক্ষাভিলাষী প্রাকৃতজন প্রকৃতির প্রান্তভাগে অবস্থিত ও চিদ্‌বিলাসের প্রান্ত তটরেখা-পর্য্যন্ত গমনকেই যদি অভীষ্টসিদ্ধি জ্ঞান করেন, তবে পারমার্থিক বিচিত্রতা তাঁহাদের প্রাপ্য বিষয় হইবে না। সেখানে স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদরহিত তটস্থাখ্য-শক্তিতে আত্মপ্রতীতি স্বীয় কেবল-চিৎকণ-অনুভবনীয়ের অনুভূতি দেখাইতে পারে না। কিন্তু প্রকৃত নিত্যশান্তরসে অবস্থিত হইয়া শ্রুত্যর্থের সকল মন্ত্রের বিবদমানভাবের সামঞ্জস্য করিতে গিয়া যে চারিটী মাত্র শ্রুতিবাক্যকে জড়স্বার্থপরতায় মুক্তিপ্রদ জানিয়া মহাবাক্য-রূপে সংস্থাপন, মুণ্ডকের "দ্বা সুপর্ণা" প্রভৃতি মন্ত্রত্রয়ের প্রতি অনাদর এবং উহাকে জড়বদ্ধবিচারে উচ্চাবচশ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত করিবার মন্দ জড় অপস্বার্থপর যে বাসনা-পোষণ, তাহাতে জীবের হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিদ্‌রূপা নিত্যা চিচ্ছক্তিপ্রকটিত শক্তিদ্বারা যে স্বরূপাভিজ্ঞান লাভ হয়, তাহার ব্যাঘাত করাইবে। তখন বিষয়বোধে অদ্বয়জ্ঞান অপ্রতিষ্ঠিত হইয়া "দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান—সব মনোধর্ম্ম। এই ভাল, এই মন্দ—এই সব ভ্রম॥"—এই ন্যায়ের বিষয়ীভূত করিবে এবং অন্বয় ও ব্যতিরেক-ভাবের যুগপৎ বিচার হইতে পৃথক্ করিয়া বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্যকে জড়ভেদজগতে আনয়নপূর্ব্বক জড়াভেদ-কল্পনে তাঁহাদিগকে নির্ব্বিশেষ-বিচারে পারদর্শী জানাইবে। **চিদ্‌রাজ্যের বিষয় ও তদাশ্রয়সমূহের আলোকে আলোকিত না হইলে 'জাড্য' নামক তিমিরে আবদ্ধ থাকিবার ঔলুক্য-ধর্ম্ম অবসর লাভ করিবে।**

চেতনরাজ্যের প্রদর্শক-সঙ্ঘের ভৃত্যসূত্রে আমার পরিচয় ও যোগ্যতা জানিবার কৌতূহল শ্রোতৃবৃন্দের হইতে পারে। সেই জিজ্ঞাসার উত্তরে আমি বলিতে পারি,—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অনুগত শ্রীসনাতন গুরুদেব হইতে আম্নায়-পারম্পর্য্যে অস্মদ্‌গুরুদেব সচ্চিদানন্দ সনাতনধর্ম্মের নিত্যভক্তির সূত্র-রূপী প্রদর্শক। সেই প্রদর্শকের সকল কথা সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শন করিবার যোগ্যতা আমার না থাকায় কাঠবিড়ালের সেতুবন্ধনের প্রয়াসের ন্যায় চেষ্টা করিয়া দিব্যজ্ঞানে দীক্ষিত হইবার রঙ্গমঞ্চে নিজ অধিকারোচিত শক্তির দ্বারা যে সেবোন্মুখতা-লাভের আশা পোষণ করিতেছি, সেই সেবোন্মুখতার সাহচর্য্য করাই আমার নিত্যবৃত্তি জানিয়া এইরূপ ধৃষ্টতা করিতেছি।

আম্নায়-পারম্পর্য্যে আমি জানিয়াছি,—পার্থিব-ভোজ্যবস্তু-সমূহের অগ্নি-পাচিত অবস্থায় পরিণত ব্যাপার বিসর্জ্জনযোগ্য—ত্যাগযোগ্য, তজ্জন্য উহা পুরীষ-শব্দে কথিত হইয়াছে। সেই পুরীষে আসক্ত—নশ্বর ভোগের প্রতারণায় প্রতারিত শ্রেণীর কীটসমূহ-মধ্যে আমি সর্ব্বাপেক্ষা তৃণাদপি সুনীচ কীটমাত্র। **জড়াসক্তির সৌভাগ্যের ভাণ্ডারীর পরিবর্ত্তে আমি অকিঞ্চন।** তজ্জন্য পুরীষের কীট হইতে আমি লঘিষ্ঠ—সর্ব্বাপেক্ষা লঘু-বিচার আমাতে অবস্থিত হওয়াই উচিত। জগদানন্দ ও মাধবানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়দ্বয় একদিন যথেচ্ছাচারিতা-বৃত্তি অবলম্বন করায় সচ্চিদানন্দ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচার-বিরোধী হইয়াছিলেন।

সদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দের এবং মায়াদাস্য-রহিত, প্রভু হইবার আকাঙ্ক্ষা-শূন্য, সর্ব্ববিদ্যা-পারঙ্গত, হরিদাসবর্য্য-গোবর্দ্ধনধৃক্-সেবকাভিমানী ওঁ বিষ্ণুপাদ চতুর্ম্মুখাভিন্ন-কলেবর শ্রীঠাকুর হরিদাসের প্রতি শ্রীচৈতন্যাজ্ঞা-পালনে পরাঙ্মুখ হইয়া ব্রাহ্মণ-ক্ষত্র-বৈশ্য-শূদ্রবর্ণ-ধর্ম্মরহিত বিচারে প্রবৃত্ত নৈতিকজ্ঞান-শূন্য দুর্ব্বৃত্ত জগাই মাধাই পরমার্থ-প্রচারের ব্যাঘাতকারিসূত্রে বিবিধপাপসঙ্কুল চেষ্টার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। তাঁহাদের অপেক্ষাও আমি আপনাকে অধিক অসহিষ্ণু মনে করিয়া পাপ হইতে অপ্রবৃত্তজ্ঞানে আপনাকে সহিষ্ণু জানিয়াছিলাম। শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপায় সেই জগাই-মাধাই হইতেও অসহিষ্ণু এরূপ প্রতীতির দিগ্‌দর্শন পাইয়াছিলাম এবং সেরূপ বিচারে আত্মাকে সহিষ্ণুতায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সচেষ্ট আছি। ইহার কৃতকার্য্যতা বিশ্ববাসী ত্রিতাপতপ্ত-জনগণের কৃপার উপর নির্ভর করিতেছে। **আমার পরিচয়-প্রবৃত্তি—নিরভিমানত্ব ও নির্দ্দান্তিকত্ব হওয়াই উচিত।**

সেবোন্মুখ হইবার এবং সেবোন্মুখতার স্বরূপ-প্রদর্শনের জন্য আমার কথা যাঁহারা শ্রবণ করিবেন, তাঁহাদের সকল পবিত্রতা নাশ হইয়া যাইবে—এইরূপ ধারণায় আমি অবস্থিত হইবার যোগ্যতা-প্রয়াসী। জগতে ভগবৎসেবা-বিমুখ ব্যক্তিগণ সেবাবিমুখতা-জনিত অন্যান্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার বিচার অবলম্বন করিয়া যে পার্থিব নশ্বর জড়সমৃদ্ধি-সংগ্রহে আনন্দিত আছেন, সেই পুণ্য আমার সঙ্গদোষে বিনষ্ট হইবে—এইপ্রকার আশঙ্কায় আমার পরিচয়ের মধ্যে তাঁহাদের সম্মানে আমার সর্ব্বাপেক্ষা সহানুভূতি আছে,—জানাইবার বিচারকে আমি সংগ্রহ করিবার চেষ্টায় আছি। সুতরাং যোগ্যতা-বিচারে অন্যাভিলাষ ও ইন্দ্রিয়-তর্পণে আমার যোগ্যতাভাব, সৎকর্ম্ম-সাধনোত্থ পুণ্য-সংগ্রহে যোগ্যতাভাব এবং জগতে মৎসরতা-জন্য প্রতিযোগিতায় নিজ-শ্রেষ্ঠত্বারোপে প্রযত্নকারীর অযোগ্যতা আমাকে গ্রাস করিয়া আছে। নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানেও অজ্ঞান-বিমুক্ত পূর্ণজ্ঞানলাভে জড়স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরাহিত্য-জনিত শান্তিতে অবস্থানেও আমার সম্পূর্ণ অযোগ্যতা।

জাগতিক বিচারে যে নিরপেক্ষতার আদর্শ নিঃশক্তিক ব্রহ্মশব্দের আলোচনায় আদৃত, সেরূপ যোগ্যতাও আমার নাই। সুতরাং সর্ব্বতোভাবে অযোগ্য-আমার একমাত্র যোগ্যতাই—করুণা ভিক্ষা।

আমি কর্ম্মফল-সংগ্রহে সুনিপুণ, অজ্ঞাননিরসনে দক্ষ, অন্যাভিলাষী, বুভুক্ষু, ও মুমুক্ষু প্রভৃতি ধর্ম্মবিশিষ্ট-জনগণের পারদর্শিতা-সমৃদ্ধির মাধুকর-ভৈক্ষ্যসংগ্রহের যোগ্যতা-রহিত জনৈক ব্যক্তি। তথাপি কর্ম্মবল-জ্ঞানবলে দৃপ্ত কৃপানিদান প্রাণিগণের নিকট আমার বিবিধ ভিক্ষা আছে। মাধুকর ভৈক্ষ্যজীবি-সূত্রে আমি আমার কায়মনোবাক্যের উন্নতির জন্য বিশ্বের সকল আধার ও আধেয়-সমূহের নিকট মাধুকর-ভৈক্ষ্য-সংগ্রহের যোগ্য। সুতরাং আপনাদের সকলেরই দয়ার পাত্র—ভিক্ষু। অযোগ্যতা-বশে ভিক্ষুধর্ম্মের সর্ব্বদা রক্ষণে অসমর্থ হইয়া আমি উহাতেও আমার অযোগ্যতা বিজ্ঞাপন করিতেছি।

দয়ানিধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সকল দাতা অপেক্ষা মহাবদান্য, কৃষ্ণ-প্রেমপ্রদানকারী নিত্যনির্ম্মল নাম—নিত্যরূপবিশিষ্ট অভিন্ন নাম-নামী। তিনি নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত—বৈকুণ্ঠনাম-শব্দ পৃথিবীর সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে সর্ব্বপ্রাণীর নিকট বিভিন্নভাবে দিবার প্রযত্ন প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সেবায় উন্মুখতা-লাভের জন্য আমার চেষ্টা বৃথা হইলেও **তাঁহার আজ্ঞা-পালনই আমার আত্মার একমাত্র বৃত্তি।** সুতরাং যে জগতে শব্দগ্রহণ-

যন্ত্রসমূহ বর্ত্তমান, সেইস্থলে বিষয়াশ্রয়, আকর্ষকাকৃষ্ট, প্রভু-দাসরূপ নিত্যভাব-বৈচিত্র্য পূর্ণতার অংশগ্রহণে আমার অধিকার হউক, তাঁহার অংশ-গ্রহণে আমার কৈবল্যাধিষ্ঠানের সুযোগ-চেষ্টা হউক, সেই বৃত্তিতে আমি নিত্যাবস্থিত হইতে পারি—এই প্রকার কৃপা আমি প্রার্থনা করিতেছি।

প্রদর্শিত বস্তু দৃশ্যজগতের অংশরূপে গৃহীত না হইয়া দর্শক-ভোক্তার নিকট তাহাদের নিত্যসচ্চিদানন্দ-স্বরূপের সহিত সম্বন্ধ প্রকাশ করুক, ইহাই আমার প্রার্থনা এবং প্রদর্শিত দ্রব্যের বহির্গঠনগুলি দর্শকের ভোগ্যদৃশ্য-মাত্রের সীমাপ্রান্ত না হউক—তাঁহারা লৌকিকার্থ সংগ্রহ না করিয়া সেবোন্মুখতায় অধিকতর অগ্রসর হইয়া পরমার্থসংগ্রহের সুযোগ লাভ করুন এবং আমাকে সেই সুযোগ প্রদান করুন—ইহাই আমার ভিক্ষা। **যিনি যে-পরিমাণে ভগবৎ-সেবায় অধিকার লাভ করিবেন, প্রদর্শিত নানাত্ব তাঁহাকে সেই সেই বিষয়ে সেবোন্মুখতা-লাভের সাহায্য করিবে**—এই অধিকার প্রদর্শিতদ্রব্যের একমাত্র অধিকারী ভৌমবৃন্দাবন-প্রকটিত নন্দনন্দন দান করুন এবং কৃষ্ণপ্রেমদাতা শ্রীচৈতন্যদেব-প্রদর্শিত দ্রব্যে তত্তৎ অধিকার প্রদান করুন—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব প্রয়াগে দশাশ্বমেধ ঘাটে শ্রীরূপের সত্ত্বোজ্জ্বল-হৃদয়ে যে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন, বৃন্দাবন যাইবার পথে ভোগ্য-কানন-মধ্যে গমনকালে হিংস্র-পশুগণকে যে-প্রকার শক্তি-সঞ্চারে জড়মৎসরতা হইতে রহিত হইবার শক্তি অর্পণ করিয়া তাহাদের চেতনের উন্মেষ করিয়াছিলেন, সেই শক্তিসঞ্চার ও অধিকার অচেতনপদার্থে চেতনাভিমানী দর্শকের দৃষ্টিতে ও দৃশ্য পদার্থে প্রদান করিয়া আমার শ্রীগুরুসেবা শ্রীরূপানুগত্যে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন। এইরূপ প্রার্থনায়ও আমি অন্বয় ব্যতিরেকভাবে আপনাদের ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব পার্থিব বিচার পরিত্যাগ করিবার লীলাভিনয় করিতে গিয়া শ্রীপুরুষোত্তমে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীপুরুষোত্তম-বাসে বদ্ধজীবগণকে চিন্ময় বিপ্রলম্ভরস-বিচারের উপলব্ধি করাইয়া সেইরূপ উপলব্ধিদ্বারা মানব জাতির সর্ব্বোত্তম অভীষ্টসিদ্ধি-লাভের কথাই উদ্দিষ্ট ছিল। শ্রীমদ্ভাগবতের "আহশ্চ তে নলিননাভ"- শ্লোকের বিচারের সর্ব্বোত্তমত্বই জীবের অনুসন্ধেয়। সেই স্যমন্তপঞ্চকের লীলাক্ষেত্রই আমাদের পারমার্থিক প্রদর্শনীর আকর স্থান বুঝিয়া সেখানে পারমার্থিক ভাবের উদ্দীপনকল্পে প্রথমে প্রদর্শনী আরম্ভ করা হয়।

ভক্তিই যে সর্ব্বোত্তম অভিধেয়,—ইহা চৈতন্যদেব ও তাঁহার প্রিয়পার্ষদগণ তারস্বরে গ্রন্থাদিতে ও স্ব স্ব সর্ব্বোত্তম পবিত্রজীবনে

প্রতিফলিত করিয়াছেন। সেই ভক্তিভাবের বৈচিত্র্য শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে, শাস্ত্রগ্রন্থের আচরণশীল বক্তার মুখে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। দুর্জ্ঞেয় অজ্ঞেয় রাজ্যের কথায় বর্ত্তমান অনুভূতির যোগ্যতা-সাধনের জন্য তত্তৎ লীলা-বর্ণন, তত্তৎলীলাভিনয়ের দ্বারা উদ্দীপন বিশেষ প্রয়োজনীয়। ভ্রান্তদর্শনের চিকিৎসা-কার্য্যে এজন্য তাহা প্রদর্শনীর আদর্শে প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। পারমার্থিক-শিক্ষা-প্রদর্শনীর, সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর, ভাগবত-প্রদর্শনীর নিতান্ত প্রয়োজনীয়-তার কথা ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের মনোঽভীষ্ট-প্রচারের নিষ্কপট উদ্যোগকারি-গণকে পূর্ব্বে অনেকবার প্রদর্শনীর প্রাকট্য-কল্পে অনুনয়-বিনয় করিয়াছিলাম।

প্রাকৃত-সাহজিকদল অর্থাৎ যাঁহারা প্রকৃতিসৃষ্ট বিশ্ব-ব্যতীত অন্য কোন চিন্তাস্রোতে অবগাহন করেন না, পরবিদ্যার অনুশীলন করেন না, বদ্ধমানবের ভোগের জ্ঞানটিকে লইয়াই জীবিতোত্তরকালে অবস্থান বিচার করেন, সেই শ্রেণীর লোকেরা আমার এই প্রদর্শনী সংগঠন করিবার কথা শুনিয়া যে প্রদর্শনী দেখাইবার যত্নবিশিষ্ট হইয়াছিলেন, সেইরূপ প্রাকৃত-প্রদর্শনীর সহিত পারমার্থিকের কোন সম্বন্ধ নাই জানাইবার জন্যই আমার প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য ও উহা কার্য্যে পরিণত করিয়া অবিচারময় জড়ভোগান্বেষি-সম্প্রদায়ের মঙ্গল-কামনায় কুরুক্ষেত্র-প্রদর্শনীর পরবর্ত্তিকালে আমরা * * * ঐ প্রকার প্রদর্শনীর আবাহন করিয়াছিলাম।

আমাদের গুরুবর্গ, যাঁহারা দৈন্যবশে পারমার্থিক বিচার অবলম্বন করায় আমাদের অভীষ্টসিদ্ধিতে সহায়তা করেন, **তাঁহারা অনেকেই প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া মানবজাতির কাম-ক্রোধাদি অন্তর্নিহিত রিপু-ষট্‌কের দমনোদ্দেশে কৃষ্ণের সংসারের কথা বিষ্ণুমায়া-রচিত জগতে অবতরণ করাইয়াছিলেন।** এই প্রাকৃতভূমিতে অবতরণ করাইতে হইলে বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত নর-বিচারের মহদ্দর্শনে অপ্রাকৃত-দর্শন-বঞ্চিত হইবেন—এ কথা জানা সত্ত্বেও যাঁহাদের সেবোন্মুখতা-ধর্ম্ম হৃদয়ে নির্ব্বাপিতপ্রায় প্রদীপের ন্যায় জ্বলিতেছে, সেই প্রাণভরা অধিষ্ঠানগুলি সেবোন্মুখ হইয়া কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণপরিকর-বৈশিষ্ট্য ও কৃষ্ণলীলার চিদ্‌বৈচিত্র্য সমূহের ভাবমালায় উদ্দীপিত হইয়া উৎক্রান্তদশায় বৈকুণ্ঠ-গোলোকে অবস্থিত হইবেন—এই আশা আমাদের হৃদয়ে প্রবল হওয়ায় এই মূল উদ্দেশ্য-মুখে **নরজাতির প্রতি বিষ্ণু-বৈষ্ণবের অলৌকিক দান দিবার সুযোগ-বিধানে আমাদের তৎপরতা।**

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীলঘু-ভাগবতামৃত

এই **"লঘু-ভাগবতামৃতে"** শ্রীরূপ গোস্বামী বিশেষ যত্নসহকারে **শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বামৃত, প্রকটাপ্রকট লীলা বিচার ও শ্রীবৈষ্ণব-তত্ত্বামৃত বিচার করিয়াছেন**। শ্রীমদ্গোস্বামী-প্রবর জগতের উপাস্য-তত্ত্বের মধ্যে কৃষ্ণ-তত্ত্বকে মুখ্য বলিয়াছেন। প্রথমে **স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ** ও **আবেশরূপ**—এই ত্রিবিধ ভগবদ্রূপ প্রপঞ্চাতীত ধামসমূহে দেখাইয়া কৃষ্ণের সর্ব্বোপাস্যত্ব নির্ণয় করিয়াছেন। স্বয়ংরূপের অর্থ এই যে, যে রূপ অন্য রূপকে অপেক্ষা করে না, সুতরাং তাহাই স্বতঃসিদ্ধ স্বয়ংরূপ। তদেকাত্মরূপ তাহাকেই বলা যায় যাহা স্বয়ংরূপকে অপেক্ষা করিয়া বিরাজমান এবং আকৃতি ইত্যাদিতে কিছু অন্যরূপ বলিয়া বোধ হয়। স্বয়ংরূপ ও তদেকাত্ম উভয়ই বিলাস ও স্বাংশ-ভেদে দ্বিবিধ। স্বাংশরূপ-সকল ন্যূন শক্তিযুক্ত। জ্ঞানশক্ত্যাদি কলার দ্বারা আবিষ্ট হইয়া যে-সমস্ত মহজ্জীবে ভগবান প্রতীয়মান আছেন, তাঁহারা আবেশ। প্রকাশসমূহ বহু হইলেও ভেদ-পদবাচ্য নহে। এ সমস্তই প্রপঞ্চাতীত।

বিশ্বকার্য্যার্থে অন্য দ্বার অবলম্বন করিয়া প্রাগুক্ত রূপসমূহ জগতে আবির্ভূত হইলে তাঁহাদিগকে অবতার বলা যায়। সেই অবতার-সকল তিন প্রকার,—অর্থাৎ **পুরুষাবতার, গুণাবতার ও লীলাবতার**। কারণোদকশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী,—এই তিন প্রকার বিষ্ণুরূপই পুরুষাবতার। বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্র—এই তিনটি গুণাবতার। তাঁহাদিগের মধ্যে যে বিষ্ণু, তিনি পুরুষাবতারদিগের মধ্যে ক্ষীরোদকশায়ী। বিষ্ণু শুদ্ধসত্ত্ব-গুণকে বিস্তার করেন বলিয়া তাঁহার একটী নাম 'সত্ত্বতনু'। তাঁহার অবতার-সকলও সত্ত্বতনু। বিষ্ণু নির্গুণ। বিষ্ণুর স্বাংশ, কলা অপেক্ষা বিধি-হরাদির সর্ব্বত্র ন্যূনতা। বিষ্ণু এবং তাঁহার অবতারাদির প্রকৃতিগণ চিৎশক্তি। লীলাবতার বহুবিধ।

শ্রীভাগবতে চতুঃসনাদিক্রমে পঞ্চবিংশতি মন্বন্তরাবতার ও তদ্রূপ বহুবিধ। চারিযুগে চারটী যুগাবতার। **কল্পাবতার, মন্বন্তরাবতার ও যুগাবতার** একত্রে একচল্লিশটী। আবেশ অবতার-সকল প্রাভব ও বৈভব, পরাবস্থ ও ন্যূনাবস্থভেদে চতুর্ব্বিধ। চতুঃসন, নারদ, পৃথু ও কল্কি ইঁহারা সকলে **আবেশ-অবতার**। কলিকালে প্রত্যক্ষরূপ ধারণপূর্ব্বক বিষ্ণু আবির্ভূত হন না বলিয়া তাঁহার নাম **'ত্রিযুগ'**। প্রাবভ-অবস্থ, আবেশ-অবতার-সকল দুইপ্রকার। মোহিনী, হংস প্রভৃতি ইঁহারা **বিস্তৃত কীর্ত্তি**। ধন্বন্তরী, ঋষভ, ব্যাস, দত্ত,

শ্রীলঘু-ভাগবতামৃত

এই **"লঘু-ভাগবতামৃতে"** শ্রীরূপ গোস্বামী বিশেষ যত্নসহকারে **শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বামৃত, প্রকটাপ্রকট লীলা বিচার ও শ্রীবৈষ্ণব-তত্ত্বামৃত বিচার করিয়াছেন।** শ্রীমদ্গোস্বামী-প্রবর জগতের উপাস্য-তত্ত্বের মধ্যে কৃষ্ণ-তত্ত্বকে মুখ্য বলিয়াছেন। প্রথমে **স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ ও আবেশরূপ**—এই ত্রিবিধ ভগবদ্রূপ প্রপঞ্চাতীত ধামসমূহে দেখাইয়া কৃষ্ণের সর্ব্বোপাস্যত্ব নির্ণয় করিয়াছেন। স্বয়ংরূপের অর্থ এই যে, যে রূপ অন্য রূপকে অপেক্ষা করে না, সুতরাং তাহাই স্বতঃসিদ্ধ স্বয়ংরূপ। তদেকাত্মরূপ তাহাকেই বলা যায় যাহা স্বয়ংরূপকে অপেক্ষা করিয়া বিরাজমান এবং আকৃতি ইত্যাদিতে কিছু অন্যরূপ বলিয়া বোধ হয়। স্বয়ংরূপ ও তদেকাত্ম উভয়ই বিলাস ও স্বাংশ-ভেদে দ্বিবিধ। স্বাংশরূপ-সকল ন্যূন শক্তিযুক্ত। জ্ঞানশক্ত্যাদি কলার দ্বারা আবিষ্ট হইয়া যে-সমস্ত মহজ্জীবে ভগবান প্রতীয়মান আছেন, তাঁহারা আবেশ। প্রকাশসমূহ বহু হইলেও ভেদ-পদবাচ্য নহে। এ সমস্তই প্রপঞ্চাতীত।

বিশ্বকার্য্যার্থে অন্য দ্বার অবলম্বন করিয়া প্রাগুক্ত রূপসমূহ জগতে আবির্ভূত হইলে তাঁহাদিগকে অবতার বলা যায়। সেই অবতার-সকল তিন প্রকার,—অর্থাৎ **পুরুষাবতার, গুণাবতার ও লীলাবতার**। কারণোদকশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী,—এই তিন প্রকার বিষ্ণুরূপই পুরুষাবতার। বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্র—এই তিনটি গুণাবতার। তাঁহাদিগের মধ্যে যে বিষ্ণু, তিনি পুরুষাবতারদিগের মধ্যে ক্ষীরোদকশায়ী। বিষ্ণু শুদ্ধসত্ত্ব-গুণকে বিস্তার করেন বলিয়া তাঁহার একটী নাম 'সত্ত্বতনু'। তাঁহার অবতার-সকলও সত্ত্বতনু। বিষ্ণু নির্গুণ। বিষ্ণুর স্বাংশ, কলা অপেক্ষা বিধি-হরাদির সর্ব্বত্র ন্যূনতা। বিষ্ণু এবং তাঁহার অবতারাদির প্রকৃতিগণ চিৎশক্তি। লীলাবতার বহুবিধ।

শ্রীভাগবতে চতুঃসনাদিক্রমে পঞ্চবিংশতি মন্বন্তরাবতার ও তদ্রূপ বহুবিধ। চারিযুগে চারটী যুগাবতার। **কল্পাবতার, মন্বন্তরাবতার ও যুগাবতার** একত্রে একচল্লিশটী। আবেশ অবতার-সকল প্রাভব ও বৈভব, পরাবস্থ ও ন্যূনাবস্থভেদে চতুর্ব্বিধ। চতুঃসন, নারদ, পৃথু ও কল্কি ইঁহারা সকলে **আবেশ-অবতার**। কলিকালে প্রত্যক্ষরূপ ধারণপূর্ব্বক বিষ্ণু আবির্ভূত হন না বলিয়া তাঁহার নাম **'ত্রিযুগ'**। প্রাভব-অবস্থ, আবেশ-অবতার-সকল দুইপ্রকার। মোহিনী, হংস প্রভৃতি ইঁহারা **বিস্তৃত কীর্ত্তি**। ধন্বন্তরী, ঋষভ, ব্যাস, দত্ত,

কপিল প্রভৃতি বিস্তৃত কীর্ত্তি-বিশিষ্ট নন। কূর্ম্ম, মীন, নারায়ণ-ঋষি, নর-সখ, শ্রীবরাহ, হয়গ্রীব, পৃশ্নিগর্ভ, বলদেব, যজ্ঞ প্রভৃতি চৌদ্দটী; আর কয়েকটী লইয়া **বৈভবাবস্থা** একুশটী।

পরাবস্থা-প্রাপ্ত নৃসিংহ, রাম ও কৃষ্ণ ষড়গুণে পরিপূর্ণ। তাঁহারা দীপ হইতে অন্য দীপের উৎপত্তির ন্যায় পূর্ণ-শক্তিবিশিষ্ট। ইঁহাদের স্থান সর্ব্বোপরি মহাবৈকুণ্ঠে। শ্রীনন্দনন্দনের ব্রজে, মধুপুরে, দ্বারবতী ও গোলোকে নিত্য-বসতি। সুতরাং **সকলে অংশ-কলা হইলে শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্।** শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, কৃষ্ণের মাধুর্য্যাদি গুণাধিক্য-প্রযুক্ত ব্রহ্ম-স্বরূপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব। **অপ্রাকৃত গুণ-সংযুক্ত কৃষ্ণ-স্বরূপ সর্ব্বদা প্রপঞ্চ ও ব্রহ্মের অতীত হইয়াও পূর্ণানন্দ ঘনাকৃতি রূপে মহাশক্তি-বিশিষ্ট।** ব্রহ্ম অমূর্ত্তিক, নির্ব্বিশেষ ও নির্ধর্ম্মক বস্তু-বিশেষ, অতএব তিনি সূর্য্য-স্থানীয় শ্রীকৃষ্ণের প্রভামাত্র। ভৃগুর দ্বারা ঋষিগণ পুরুষাবতারদিগের মধ্যে বিষ্ণুকে মহত্তম বলিয়া স্থির করিলেন। সদাশিব বলিয়া যে তত্ত্ব তিনি মহা-বৈকুণ্ঠ-নায়ক হইতে অভিন্ন। সকল স্বরূপ অপেক্ষা কৃষ্ণের উৎকর্ষ নিরূপিত হওয়ায় তাহা পরব্যোমনাথ অপেক্ষা অধিকতা লাভ করিয়াছে। পরম্যোম-নাথের ললনা লক্ষ্মী কৃষ্ণের রূপে মোহিত হন।

শাস্ত্রে কৃষ্ণকে সর্ব্বত্র 'স্বয়ং' পদ দ্বারায় উল্লেখ করায় কৃষ্ণরূপই স্বয়ং গুণ। **কৃষ্ণের জন্মাদি লীলা অনাদি।** ঐ সকল সময়ে সময়ে তাঁহার ইচ্ছা-ক্রমে প্রাদুর্ভূত হয়। প্রেমবশ পুরুষদিগের চক্ষে বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-ক্রীড়া অদ্যাপিও লক্ষিত হয়। **কৃষ্ণ নিজ শক্তিক্রমে অধোক্ষজ হইয়াও ভক্তদিগকে দেখা দেন।** কৃষ্ণের অন্তঃ-বহিঃ, পূর্ব্ব-অপর, কিছুই নাই। পুরাণে স্থানে স্থানে কৃষ্ণলীলায় কেবল বর্ত্তমান প্রয়োগ আছে।

কৃষ্ণলীলা প্রকট ও অপ্রকট ভেদে দুই প্রকার। কৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে লীলাশক্তি তত্তৎ পরিকরদিগকে প্রপঞ্চ-গোচরে আনিয়া প্রকট করেন। যাহা প্রপঞ্চ-গোচর হয় নাই, তাহার নাম অপ্রকট-লীলা। যে যে-লীলা প্রপঞ্চাতীত হইয়া অপ্রকট-লীলা বলিয়া শব্দিত হয়, সেই সেই লীলাই প্রপঞ্চ-গোচর হইয়া প্রকটতা লাভ করে।

কৃষ্ণের চতুর্ভুজতা অপেক্ষা দ্বিভুজত্ব প্রধান। প্রকট লীলায় স্বয়ং কৃষ্ণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ ভেদক চারিটী চতুর্ব্যূহের প্রকাশ আছে। **সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ গোপগোপীর মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনেই নিত্য লীলা**

করেন। বাসুদেব ব্যূহ অবলম্বনপূর্ব্বক যদুপুরী গমন করেন। দ্বারাবতীতে প্রদ্যুম্নাখ্য ব্যূহ ও অনিরুদ্ধাখ্য ব্যূহ বিস্তার করেন। ব্রজে প্রকট লীলায় যে তিনমাস বিরহ হয়, তাহাতে বিস্ফূর্ত্তিরূপ একটী ভাব প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। সেই তিনমাসের পর ব্রজবাসীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন হয়। সুতরাং প্রকট লীলায় যে অযোগ তাহা অল্প। এই প্রকার ধামত্রয়ে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা আছে।

ইহার মধ্যে ধামকে দ্বিবিধ বলা যায়, অর্থাৎ মাথুর ধাম ও দ্বারাবতী ধাম। মাথুর ধাম,—গোকুল ও পুর ভেদে দ্বিবিধ। বস্তুতঃ গোকুলই গোলোক। প্রকটাবস্থায় যাহা দেখা যাইতেছে তাহাই গোলোকে বৈভব লাভ করিয়াছে। **ধামত্রয়ের লীলা নিত্য হইলেও গোকুল-লীলার মাধুরী অধিক।** এই মাধুরী ব্রহ্মা-শিবাদির অগোচর। এই গোকুল-লীলার মাধুর্য্যামৃত সর্ব্ব-প্রকার বিচারের অতীত। **ইহা কেবল শুদ্ধ-প্রেমভক্তির দ্বারা জানা যায়।**

শ্রীরূপ গোস্বামী এইসমস্ত কৃষ্ণ-তত্ত্বামৃত ও লীলা-মাধুর্য্যামৃত বিশদরূপে দেখাইয়া অবশেষে সংক্ষেপে ভক্তামৃতের সূচনা করিয়াছেন। ভক্তদিগের মধ্যে প্রহ্লাদ শ্রেষ্ঠ। প্রহ্লাদ অপেক্ষা পাণ্ডব শ্রেষ্ঠ। পাণ্ডবগণ অপেক্ষা যাদবগণ শ্রেষ্ঠ। যাদবগণ মধ্যে শ্রীউদ্ধব শ্রেষ্ঠ। উদ্ধব অপেক্ষা ব্রজদেবীগণ শ্রেষ্ঠ। **সমস্ত গোপীদিগের মধ্যে শ্রীমতী রাধিকা শ্রেষ্ঠা।** শ্রীমতী রাধিকা অপেক্ষা আর ভক্ত শ্রেষ্ঠ নাই।

আমরা অতি সংক্ষেপে শ্রীরূপ গোস্বামীর সিদ্ধান্তগুলি একত্রিত করিলাম। শ্রীরূপ আরো অনেক বিষয়ে সিদ্ধান্ত লিখিয়াছেন, কিন্তু যেগুলি বিশেষ জ্ঞাতব্য তাহাই আমরা এস্থলে নির্দ্দেশ করিলাম মাত্র। শ্রীরূপ প্রভু সর্ব্বত্র শাস্ত্র-প্রমাণ দিয়া তাঁহার সযুক্তিক সিদ্ধান্তগুলিকে স্থাপন করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়স্থ লোকদিগের মনে অনেকগুলি সিদ্ধান্ত ভাল লাগে না। কিন্তু যাঁহারা শুদ্ধসত্ত্ব পাইবার উদ্দেশে উপাসনা অবলম্বন করেন, তাঁহাদের চিত্তে শ্রীরূপের সিদ্ধান্তগুলি বড় ভাল লাগে। যাঁহার যে স্বভাব, তাঁহার সেই স্বভাবের দেব-ভাব, তদনুগত শাস্ত্রবাক্য এবং তদবলম্বী সঙ্গী ভাল লাগে। **"সমশীলা ভজন্তি বৈ"—এই ন্যায় অনুসারে জগতে ভিন্ন ভিন্ন দেব-ভাব, ভিন্ন ভিন্ন সাধনা ও ভিন্ন ভিন্ন আচার স্বভাবতঃ হইয়া পড়ে।**

উপাস্য বস্তু এক বৈ দুই নহে। এই 'লঘু-ভাগবতামৃত' পাঠ করিলে জানা যাইতেছে যে,—**সকল উপাস্যের মধ্যে শ্রীনন্দনন্দনই শ্রেষ্ঠ এবং সকল উপাসকের মধ্যে শ্রীব্রজদেবীগণের অনুগত সাধকবর্গই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।** শ্রীরূপ গোস্বামী কোন-স্থলেই শুষ্কতর্ক অবলম্বন করেন নাই। সর্ব্বত্র রসময় বাক্যের সহিত যাহাতে শুদ্ধভক্তির উদয় হয় তাহার যত্ন করিয়াছেন। ধন্য শ্রীরূপ। ধন্য তাঁহার প্রতি শ্রীমহাপ্রভুর কৃপা এবং ধন্য এই গ্রন্থের পাঠকবর্গ যাঁহারা রসতত্ত্বে প্রবেশ করিবার অধিকারী। ভক্তবৃন্দ সকলেই যত্ন-সহকারে এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া শ্রীরূপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

"কলিযুগ সর্ব্বযুগ-সার"

ওহে কলিযুগ! তুমি সর্ব্বযুগ-সার।
যে যুগেতে প্রভু গোরা হৈলা অবতার ॥১॥

সত্যযুগে সেই প্রভু সত্য 'নারায়ণ'।
কৃপা পেল সর্ব্বজীব তপস্যা-কারণ ॥২॥

ত্রেতাযুগে সেই তুমি দশরথ-তনয়।
'রাম'রূপে হ'ল তব সর্ব্বত্র পরিচয় ॥
নবদুর্ব্বাদল জিনি' রূপের মাধুরী।
অধম আমি তাহা কি বর্ণিবারে পারি ??
যাগ-যজ্ঞ দ্বারা হয় বহু আয়োজন।
জীব সেই ভাগ্যে তাঁর পায় দরশন ॥
রাক্ষস-দলনকারী রাম ধনুর্ধারী।
সীতা উদ্ধারিলে তুমি রাবণ সংহারি' ॥৩॥

দ্বাপর যুগেতে তবে গোয়ালার ঘরে।
জন্ম লভিলেন প্রভু কে বর্ণিতে পারে ॥
যশোদা-নন্দন তুমি 'কৃষ্ণ' নাম ধর।
দাস্য, সখ্য, আদি রসে করিলে বিহার ॥

পরিচর্য্যা ফলে জীবে কৃপা বিতরণ।
ব্রজবাসী হয় যার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন॥
পূতনা-বকাদি অরি করিলে সংহার।
কংসাদি বিনাশ করি' রাখিলে সংসার॥৪॥
এবে নদীয়ার চাঁদ 'গৌরহরি' রূপে।
শচীমাতা তোমায় ধরিলেন বুকে॥
নিজে আচরিয়া নাম করিলে প্রচার।
দূরে গেল ভবরোগ জীব সবাকার॥
অন্য অবতারে তুমি ক্রোধে অস্ত্র ধর।
দুষ্টগণে এইভাবে প্রাণেতে সংহার॥
'ঔদার্য্য-ময় বিগ্রহ' প্রভু গৌরহরি।
হরিনামে বশ কৈলে যত সব অরি॥
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য আদি শূদ্রজাতি।
নামগান-ফলে পায় সর্ব্ব উচ্চগতি॥
কলির জীবের দশা হেরি' গৌরহরি।
সহজ সরল পথ আনে চিন্তা করি'॥
'নাম সংকীর্ত্তন' দান করিলেন সার।
ধন্য ওহে কলিযুগ! সর্ব্বযুগ-সার॥

—শ্রীরত্নাকর দাস
খাদিকা (সাঁওতাল পরগণা)

———

উপনিষদ্-বাণী

বৃহদারণ্যক (৫)

প্রজাপতির তিন পুত্র—দেবতা, অসুর ও মনুষ্য। তিনজনেই প্রজাপতির নিকট গমন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য নিয়ম পালন করিতে লাগিলেন। তদন্তে তাঁহারা প্রজাপতির নিকট উপদেশ প্রার্থনা করেন। প্রজাপতি বলিলেন—'দ'। সেই বাণী শুনিয়া দেবগণ বুঝিলেন—"দমন কর"; ভোগ-প্রধান দেবতা ইন্দ্রিয়-সকলকে দমন করিতে হইবে বুঝিলেন। মনুষ্যগণ বুঝিলেন—"দান কর";

সংগ্রহ-প্রধান মনুষ্যের অধিক সঞ্চয় না করিয়া দান করা কর্ত্তব্য। আর অসুরগণ বুঝিলেন—"দয়া কর"; ভূত-হিংসক অসুরগণকে দয়া করিতে বা অহিংসক হইতে উপদেশ করিলেন।

বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ—ইহা লইয়া বিতর্ক উপস্থিত হওয়ায় সকলে ব্রহ্মার নিকট গমন করে। ব্রহ্মা বলিলেন—তোমাদের মধ্যে যাহার উৎক্রমণে (শরীর হইতে পৃথক্ হইলে) শরীর নিজকে অধিক পাপী মনে করিবে, সেই তোমাদের মধ্যে বশিষ্ঠ (শ্রেষ্ঠ)।

প্রথমে বাক্ উৎক্রমণ করিল। সে একবৎসর বহির্দ্দেশে থাকিয়া প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আমার অভাবে তোমরা কিরূপে জীবিত ছিলে? তাহারা বলিল—যেরূপ বোবালোক বাক্য বলিতে সমর্থ না হইলেও বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তদ্রূপ।

তৎপরে চক্ষু উৎক্রমণ করিল। বৎসরান্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সে অন্যান্য ইন্দ্রিয়কে জিজ্ঞাসা করিল—আমার অভাবে তোমরা কিরূপে বর্ত্তমান ছিলে? তাহারা উত্তর করিল—যেপ্রকার অন্ধলোক চক্ষুতে না দেখিলেও অন্যান্য ইন্দ্রিয় দ্বারা কার্য্য করিতে পারে এবং বাঁচিয়া থাকে, তদ্রূপ।

অতঃপর শ্রোত্র উৎক্রমণ করিল। সেও বৎসরান্তে ফিরিয়া আসিয়া ঐরূপ প্রশ্ন করিলে ইন্দ্রিয়গণ বলিল—যেরূপ বধির ব্যক্তি কর্ণে না শুনিলেও অন্যান্য ইন্দ্রিয় কার্য্য করে এবং জীবিতও থাকে, তদ্রূপ।

তৎপরে মন উৎক্রমণ করিল। তাহারও প্রত্যাবর্ত্তনের পর তদভাবে জীবিত থাকা যায় কিনা জিজ্ঞাসা হইলে সকলে উত্তর করিল—যেরূপ মুগ্ধলোক মন দিয়া না বুঝিলেও প্রাণাদি ক্রিয়ায় ব্যতিক্রম হয় না, তদ্রূপ তাহাদেরও ক্রিয়ায় ক্ষতি হয় নাই। তদন্তর রেতঃ উৎক্রমণ করিয়া বৎসরান্তে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তাহার অভাবে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের অবস্থান সম্ভব কিনা জিজ্ঞাসা করিলে ইন্দ্রিয়গণ বলিল—যেরূপ নপুংসক ব্যক্তির ইন্দ্রিয় সঞ্চালন ও জীবনধারণের কোন ব্যাঘাত হয় না, তদ্রূপ উহার অভাবে কোন ক্ষতি হয় নাই।

সর্ব্বশেষে প্রাণ উৎক্রমণ করিতে থাকিলে সকল ইন্দ্রিয় ব্যস্ত হইয়া বলিল—হে প্রাণ! আপনি নির্গত হইবেন না। আপনি ব্যতীত আমরা জীবিত থাকিতে পারিব না। তৎপরে ইহাই সিদ্ধান্তিত হইল যে, প্রাণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

আরুণিপুত্র শ্বেতকেতু পঞ্চালদেশে এক সভাতে গিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া জীবলপুত্র রাজা প্রবাহণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে শ্বেতকেতো, তোমার পিতা তোমাকে কিছু শিক্ষা দিয়াছেন কিনা? সে উত্তর করিল—হাঁ। তখন প্রবাহণ জিজ্ঞাসা করিলেন--মৃত্যুর পর প্রজাগণ যে-সকল মার্গে গমন করে বা পুনরাগমন করে তুমি তদ্বিষয়ে কি শুনিয়াছ? শ্বেতকেতু উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইয়া পিতার নিকট উক্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। পিতা উত্তর প্রদান করিতে অসমর্থ হইয়া রাজা প্রবাহণের নিকট গমনপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে লাগিলেন। তদন্তে রাজার নিকট উক্ত বিষয় প্রশ্ন করিলে রাজা প্রবাহণ বলিতে লাগিলেন—এই দ্যুলোক অগ্নি, আদিত্য তাহার সমিধ্, কিরণ তাহার ধূম, দিন জ্বালা, দিকসকল অঙ্গার এবং অবান্তর দিকসকল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। এই অগ্নিতে দেবগণ শ্রদ্ধাকে আহুতি দেন। তাহা হইতে সোম রাজা জন্মগ্রহণ করেন।

পর্জন্য দেবতা অগ্নি। সম্বৎসর উহার সমিধ্, মেঘ সকল ধূম, বিদ্যুৎ জ্বালা, বজ্র অঙ্গার এবং মেঘগর্জন বিস্ফুলিঙ্গ। ঐ অগ্নিতে দেবগণ সোম-রাজাকে আহুতি দেন। তাহা হইতে বৃষ্টি হয়।

ইহলোক অগ্নি। পৃথিবী ইহার সমিধ্, অগ্নি ধূম, রাত্রি জ্বালা, চন্দ্র অঙ্গার এবং নক্ষত্রসকল বিস্ফুলিঙ্গ। দেবগণ এই অগ্নিতে বৃষ্টিকে আহুতি দেন। তাহা অন্ন উৎপন্ন হয়।

পুরুষ অগ্নি, উহার তন্মুক্ত মুখ, প্রাণ ধূম, বাক্ জ্বালা, নেত্র অঙ্গার এবং শ্রোত্র বিস্ফুলিঙ্গ। দেবগণ এই অগ্নিতে অন্নকে হোম করেন। তাহাতে বীর্য্য উৎপন্ন হয়।

স্ত্রী অগ্নি, উপস্থ সমিধ্, লোম ধূম, যোনি জ্বালা, মৈথুন ব্যাপার অঙ্গার এবং আনন্দলেশ বিস্ফুলিঙ্গ। দেবগণ এই অগ্নিতে বীর্য্যকে আহুতি দেন। তাহাতে পুরুষ উৎপন্ন হয়। সে কর্ম্মক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। যে গৃহস্থ এই পঞ্চাগ্নিবিদ্যা জানেন এবং যে সন্ন্যাসী বা বানপ্রস্থ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সত্যের উপাসনা করেন, তিনি জ্যোতিঃ অভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হন, তথা হইতে দিবসাভিমানী দেবতা, তথা হইতে শুক্লপক্ষাভিমানী দেবতা, তথা হইতে উত্তরায়ণাভিমানী দেবতা, তাহা হইতে দেবলোক, দেবলোক হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে বিদ্যুৎসম্বন্ধী দেবতাকে প্রাপ্ত হন। ঐখানে এক মানস পুরুষ আসিয়া ঐ পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবান্ ব্যক্তিকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান।

যে সকাম ব্যক্তি যজ্ঞ, দান ও তপঃ প্রভাবে উন্নত হয়, সে ধূমাভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। ধূম হইতে রাত্রি, রাত্রি হইতে কৃষ্ণপক্ষাভিমানী দেবতা, তথা হইতে দক্ষিণায়নাভিমানী দেবতা, তাহা হইতে পিতৃলোক এবং পিতৃলোক হইতে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়। চন্দ্রলোকে আসিয়া পুনরায় মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করে। ঐ দেহের কর্ম্মক্ষয়ে পুনরায় আকাশাদি গমন করিয়া বায়ু-বৃষ্টি সংযোগে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। এই প্রকার যাতায়াত শেষ হয় না। ইহা ধূম্রযান।

তাৎপর্য্য এই যে, নিষ্কাম ব্যক্তি অগ্নি আদি দেবযান মার্গে গমন করিয়া মুক্ত হন। সকাম ব্যক্তির মুক্তি নাই। তাহাকে পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর অধীন থাকিতে হয়। পঞ্চাগ্নি বিদ্যার জ্ঞাতা পুরুষ মুক্ত হন, আর ঐ তত্ত্বানভিজ্ঞ জীবগণ কীট-পতঙ্গাদি নিকৃষ্ট যোনি লাভ করে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

———

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১২শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৮৮ পৃষ্ঠার পর)

ভগবন্নাম, ভগবদ্বিগ্রহ ও ভগবান্ একই বস্তু। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাম—দুইটি পৃথক বস্তু নহেন। নাম ও নামীতে, ভগবদ্বিগ্রহ ও ভগবানে কোন ভেদ নাই। শাস্ত্র বলেন—

দেহ-দেহি-বিভাগোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ (কূর্ম্মপুরাণ)

ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ-দেহী-ভেদ।
স্বরূপ, দেহ—চিদানন্দ, নাহিক বিভেদ ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৫।১২২)

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণস্বরূপ—দুইত সমান ॥
নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দ রূপ ॥
দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম নাম-দেহ-স্বরূপে বিভেদ ॥
অতএব কৃষ্ণের নাম, দেহ, বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ ॥
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ-সম, সব চিদানন্দ ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১৩০-১৩৫)

জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূঃ বিঃ ২।১০৯)

[শ্রীকৃষ্ণনাম, শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ ও শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রভৃতি জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। এই অপ্রাকৃত নামাদি সেবোন্মুখ জিহ্বাদিতে কৃপাপূর্ব্বক স্বতঃই প্রকাশিত হইয়া থাকেন।]

উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

সেবোন্মুখে ভগবৎস্বরূপ-তন্নাম-গ্রহণায় প্রবৃত্তে ইত্যর্থঃ। হি প্রসিদ্ধৌ। যথা মৃগশরীরং ত্যজতো ভরতস্য বর্ণিতম্ (ভাঃ ৫।১৪।৪৫)—"নারায়ণায় হরয়ে নম ইত্যুদারং, হাস্যন্ মৃগত্বমপি যঃ সমুদাজহার" ইতি। যথা চ গজেন্দ্রস্য (ভাঃ ৮।৩।১)—"জজাপ পরমং জাপ্যং প্রাগ্‌জন্মন্যনুশিক্ষিতমিত্যাদি।"

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপায় ভগবন্নাম-গ্রহণ প্রবৃত্তি ও ভগবদ্বিগ্রহ-দর্শনাদি প্রবৃত্তিই সেবোন্মুখতা। মৃগশরীরধারী শ্রীভরত-মহারাজের নামকীর্ত্তন এবং শ্রীগজেন্দ্রের মন্ত্রজপই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কৃষ্ণনাম সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলিয়াই জীবগণ কৃষ্ণনাম করিয়া পাপ, দুঃখ, ভয় ও অশান্তি প্রভৃতি হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্॥ (ভাঃ ১।১।১৪)

ভয়ঙ্কর সংসারে পতিত মানব বিবশ হইয়াও ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে সংসার হইতে অচিরেই মুক্ত হইয়া থাকেন। ভগবন্নামে যম ও যমদূতগণের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং মহাকালও ভগবন্নামরূপী ভগবানকে ভয় করেন।

কৃষ্ণনাম জগদীশ্বর, ভুবনৈকবন্দ্য, সর্ব্বোপাস্য এবং সকলের একমাত্র আশ্রয় বলিয়া ভগবৎপার্ষদ শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু কৃষ্ণনামকে জীবন, ভূষণ ও সর্ব্বস্ব বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন—

জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-
র্বিরমিত-নিজধর্ম্ম-ধ্যানপূজাদিযত্নম্।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে॥ (বৃহদ্ভাগবতামৃত ১।১।৯)

তৎকৃত টীকা—

"পরমোৎকৃষ্টং ভগবন্নাম-সেবনমিতি প্রসাদায় তদুৎকর্ষং বর্ণয়তি জয়তীতি। আনন্দং রূপয়তি প্রকাশয়তি ইতি। যদ্বা আনন্দস্বরূপম্। অথবা আনন্দয়তীত্যানন্দং চ তৎরূপং চেতি আনন্দরূপং মুরারের্নাম জয়তি জয়তি। সর্ব্বতঃ পরমোৎকর্ষ-বিশেষালোচনেনাত্যন্তাদরে বীপ্সা। উৎকর্ষবিশেষমেব দর্শয়তি বিরমিতেতি। নিজধর্ম্মা বর্ণাশ্রমাচারাঃ তেষু তদ্বতাং তত্তদনুষ্ঠানেন যদ্দুঃখং, তদনাদরেণ ভক্তিমিশ্রিতানামপি ধ্যানে দুর্নিগ্রহমনোনিয়মনাদিনা যদ্দুঃখং, পূজায়ামপি পবিত্রসদ্দ ব্যসম্পাদনাদিনা যদ্দুঃখং, আদিশব্দেন শ্রবণাদিষ্বপি বক্ত্রপেক্ষাদিনা যদ্দুঃখং স্যাৎ, বিরমিতং নিরাকৃতং তত্তদ্‌যেন তৎ। নাম-সংকীর্ত্তনমাত্রেণৈব তত্তৎফলসিদ্ধেঃ তথাচ শ্রীতৃতীয়স্কন্ধে—তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ইতি। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চ—ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্। যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবমিতি। নন্থ ত্রিবর্গঃ সিদ্ধ্যতু নাম মুক্তিস্তধিকারিণামেব স্যাৎ, তথাপি খলু নামৈব শ্রদ্ধাভক্তিভ্যাং সততং সঙ্কীর্ত্তয়তামেব, ইত্যাশঙ্ক্যাহ কথমপীতি। যে কেচিৎ প্রাণিনস্তেষাং সর্ব্বেষামপি মুক্তিদং, তথাপি কথমপি কেনাপি প্রকারেণ নামাভাসাদিনা দম্ভলোভাদিনা ক্ষুৎপতনশ্রমভ্রমণাদিনা হাস্যাদিনাপি বা আত্তম্ উচ্চারিতম্। তথা চোক্তং শ্রীষষ্ঠস্কন্ধে—এতাবতালমঘনির্হরণায় পুংসাং সংকীর্ত্তনং ভগবতো গুণকর্ম্মনাম্নাম্ বিক্রুশ্য পুত্রমঘবান্ যদজামিলোঽপি নারায়ণেতি মৃয়মাণ ইয়ায় মুক্তিমিতি। যদ্বা গৃহীতং কেনাপীন্দ্রিয়েণেত্যর্থঃ। তত্র চ সকৃদপি। তথা চ ষষ্ঠস্কন্ধে চিত্রকেতুকৃত-শ্রীশেষভগবৎস্তুতৌ—সকৃদাদদীত যন্নামধেয়মধুনা স জহাতি বন্ধমিতি। অত্রান্তঃকরণৈস্তস্য গ্রহণং নামাক্ষরাদিচিন্তনরূপং, বাহ্যেন্দ্রিয়ৈশ্চ যথাযথমুহ্যম্। তত্র বাক্‌শ্রোত্রাভ্যাং গ্রহণং স্পষ্টমেব। চক্ষুষা চ কুত্রাপি কেনচিল্লিখিতস্য নামা-ক্ষরস্য দর্শনরূপম্। ত্বচা গ্রহণং মুদ্রাদিনা বক্ষঃস্থলাদৌ নামাঙ্কনেন তথা পত্রাদ্যঙ্কিতনাম-স্পর্শনেন চ। হস্তেন গ্রহণং নামাঙ্কিত-মুদ্রা-ধারণমিত্যেষা দিক্। মম তু তত্তৎ (তস্য তস্য নিজধর্ম্ম-ধ্যান-পূজাদেঃ) সর্ব্বনিরপেক্ষস্য তদেবমেকমখিলং সৎফলমিত্যাহ যদিতি। অমৃতং নির্ব্বাণসুখং পরমামৃতং মুক্তিসুখাধিকারিক-বৈকুণ্ঠসুখম্। কিম্বা মধুরমধুরমিত্যর্থঃ। পরম মিত্যনুবর্ত্তত এব। পরমং জীবনং পরমং ভূষণং চ। তদেকমেব মম পরমাপেক্ষ্যং সর্ব্বশোভা- সম্পাদকং চেতি দিক্।"

তাৎপর্য্য—"এই শ্লোকে সর্ব্বপ্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে ভগবন্নাম সেবনের

সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হইয়াছে। ভগবন্নামের কৃপা লাভই সর্ব্বার্থসিদ্ধির মূল। তাই শ্রীনামের কৃপালাভার্থ তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্টত্ব বলিতেছেন—শ্রীনাম আনন্দকে প্রকাশ করেন, সুতরাং তিনি আনন্দরূপ। অথবা শ্রীনাম স্বয়ংই আনন্দস্বরূপ অথবা সকলের সর্ব্বদুঃখ বিনাশপূর্ব্বক পরমানন্দ প্রদান করেন বলিয়া তাঁহার নাম আনন্দরূপ। এই আনন্দরূপ নামের জয় হউক, জয় হউক। দুইবার 'জয়তি' বলিবার তাৎপর্য্য—অত্যন্ত আদরে পুনঃ পুনঃ জয় গান। এখন তাঁহার উৎকর্ষবিশেষ প্রদর্শন করিতেছেন। যথা—কেবলমাত্র বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাচার অনুষ্ঠানের যে যত্নাগ্রহ, বর্ণাশ্রমে অনাদরপূর্ব্বক যাঁহারা ভক্তিযোগাশ্রিত স্মরণপন্থী, তাঁহাদের সেই স্মরণরূপ ধ্যানাঙ্গ সাধনে দুর্নিগ্রহ মনকে নিয়মিত করার যে দুঃখ, আবার যাঁহারা ভক্তির অর্চ্চনাঙ্গের সাধক, তাঁহাদের পূজাদির জন্য পবিত্র সদ্দ্রব্য সংগ্রহাদিতে যে ক্লেশ, শ্রবণাদি ভক্ত্যঙ্গ সাধনে বক্তার অপেক্ষাদিজনিত যে তপস্যারূপ দুঃখ, তৎসমস্ত দুঃখই আনন্দস্বরূপ নামের আশ্রয় দ্বারা বিরমিত অর্থাৎ দূরীভূত হয়। কারণ একমাত্র নামসংকীর্ত্তন-মাত্রেই সেই সেই সাধনের যাহা কিছু ফল, তৎসমস্তই অনায়াসে লভ্য হয়। শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধের উক্তি যথা—"যিনি ভগবানের নাম গ্রহণ করেন, তাঁহার সমস্ত তপস্যা, সমস্ত যজ্ঞ, সকল তীর্থস্নান, সমস্ত বেদপাঠ সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইয়া থাকে।" শ্রীবিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন—"সত্যে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে অর্চ্চনদ্বারা যাহা লাভ হয়, তৎসমস্ত ফল কলিকালে একমাত্র নাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারা লাভ হইয়া থাকে।" যদি কেহ বলেন—'সকৃৎ নামাভাসে ত্রিবর্গ সিদ্ধ হয়, কিন্তু মুক্তি লাভ করিতে হইলে শ্রদ্ধা-ভক্তিপূর্ব্বক সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিতে হইবে।'—এই আশঙ্কা পরিহারের জন্য বলিতেছেন—না, মুক্তির জন্য শ্রদ্ধাভক্তিপূর্ব্বক পৃথকভাবে সর্ব্বদা নাম করিবার আবশ্যক হয় না, কথমপি অর্থাৎ যে-কোন প্রাণী যে-কোন প্রকারে দম্ভ, লোভাদি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পতন, শ্রম, ভ্রমণ ও হাস্যাদিতে নামাভাসাদি দ্বারাই মুক্তি লাভ করে। শ্রীমদ্ভাগবত ষষ্ঠস্কন্ধের উক্তি যথা—"পাপনাশের জন্য শ্রীভগবন্নামের সম্যক্ কীর্ত্তন 'অলং' অর্থাৎ অনাবশ্যক বা অতিরিক্ত মাত্র; কারণ মহাপাপী অজামিল কেবল পুত্রের আহ্বান উপলক্ষে 'নারায়ণ'-নাম উচ্চারণ করিয়া মুক্তি লাভ করিয়াছে।" অথবা 'কথমপি' শব্দের অর্থ এই যে, নাম যে কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হইলেই মুক্তি প্রদান করেন। তাহা আবার সকৃৎ অর্থাৎ একবার মাত্র গ্রহণের দ্বারাই। যথা শ্রীভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে কথিত হইয়াছে—ভগবানের নাম সকৃৎ

গৃহীত হইলেই বন্ধন নাশ করেন অর্থাৎ মুক্তি দান করেন।" কোন্ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, তদুত্তরে বলিতেছেন—মনের দ্বারা গ্রহণ বলিতে নামাক্ষরাদি চিন্তা করা, বাক্যের দ্বারা কীর্ত্তন, কর্ণের দ্বারা শ্রবণ, চক্ষুর দ্বারা লিখিত নামাক্ষর দর্শন, ত্বকের দ্বারা মুদ্রাযন্ত্রে নামাঙ্কন অথবা পত্রাদিতে লিখিত নাম ত্বকে স্পর্শন এবং হস্তের দ্বারা নামাঙ্কিত মুদ্রাদি ধারণ করা বুঝিতে হইবে। শ্রীনামই একমাত্র সর্ব্বসৎফলস্বরূপ, পরম অমৃত স্বরূপ—মোক্ষসুখ অপেক্ষাও অধিক সুখপ্রদ পরমমধুর। সর্ব্বসাধন-নিরপেক্ষ আমার শ্রীনামই একমাত্র সর্ব্বস্ব, জীবন ও ভূষণ। শ্রীনামই আমার পরমাপেক্ষণীয় সর্ব্বশোভার আস্পদ স্বরূপ।"

কৃষ্ণনাম নন্দনন্দন, যশোদাদুলাল। কৃষ্ণনাম শ্যামসুন্দর, পরমসুন্দর, ভুবনসুন্দর, নন্দসুন্দর, রাধাসুন্দর, ত্রিভঙ্গসুন্দর, ব্রজসুন্দর ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। হরিনাম ঈশ্বর, পরমেশ্বর, জগদীশ্বর, শ্রীশ্বর, গোপীশ্বর ও মদীশ্বর। হরিনাম বিশ্বের নিয়ামক, রক্ষক, চালক, পালক ও প্রভু। হরিনামে জগন্নাথ, রাধানাথ, গোপীনাথ, শ্রীনাথ, সীতানাথ ও মন্নাথ। হরিনাম চিন্তামণি ও বাঞ্ছাকল্পতরু। হরিনাম সর্ব্বশক্তিমান্। হরিনাম সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। হরিনাম জ্ঞানময়, রসময়, আনন্দময়। হরিনাম নিত্যবস্তু, অক্ষয়বস্তু, আনন্দমূর্ত্তি, দয়ার সাগর ও স্নেহের সমুদ্র। কৃষ্ণনাম স্বয়ং কৃষ্ণ, সুতরাং কৃষ্ণনামের পিতা আছে, মাতা আছে, ভার্য্যা আছে, বন্ধু আছে, ভৃত্য আছে, কুঞ্চিত কেশ আছে, পদ্মের ন্যায় নয়ন আছে। কৃষ্ণনামের রূপ আছে, গুণ আছে, লীলা আছে, পরিকর আছে, ধাম আছে। সুতরাং কৃষ্ণনাম রূপবান্, গুণবান্, লীলাবান্, সর্ব্বজ্ঞ ও মহাপণ্ডিত। কৃষ্ণনাম অপ্রাকৃত বস্তু, পূর্ণবস্তু, গুরুবস্তু, নিত্যবস্তু, অধোক্ষজ বস্তু, অতীন্দ্রিয় বস্তু, মায়াতীত বস্তু। কৃষ্ণনাম অপ্রাকৃত ব্যক্তি। কৃষ্ণনাম সকলের উপাস্য, সকলের প্রাণ, বন্ধু, জীবন ও ভূষণস্বরূপ। কৃষ্ণনাম পুরুষ, পরম-পুরুষ, পুরুষোত্তম, লীলা-পুরুষোত্তম। তাই ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

প্রভু কহে,—কৃষ্ণনামের বহু অর্থ না মানি।
'শ্যামসুন্দর', 'যশোদানন্দন'—এইমাত্র জানি॥
তমাল-শ্যামলত্বিষি শ্রীযশোদা-স্তনন্ধয়ে।
কৃষ্ণনাম্নো রূঢ়িরিতি সর্ব্বশাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৭।৮১-৮২ ধৃত নামকৌমুদী)

শ্রীকৃষ্ণনাম শ্যামসুন্দর ও যশোদার স্তন্যপায়ী যশোদানন্দন, ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রের সহজার্থ। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

শ্রীশ্রীতুলসী দেবী

তুলসী শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয় ভক্তবরা। শ্রীতুলসী তদীয়-বস্তু, মহাভাগবত। ইনি জগতের মঙ্গলার্থ বৃক্ষকুলে আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া বৃক্ষ নহেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মনুষ্যকুলে আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া যেমন মনুষ্য নহেন, মৎস্যদেব মৎস্যকুলে, কূর্ম্মদেব কূর্ম্মকুলে এবং বরাহদেব শূকরকুলে আসিয়াছেন বলিয়া যেমন মৎস্য, কচ্ছপ ও শূকর নহেন, পরন্তু সাক্ষাৎ ভগবান; রামভক্ত হনূমান্ বানরকুলে আসিয়াছেন বলিয়া যেমন বানর নহেন, গরুড় ও প্রহ্লাদ পক্ষী ও দৈত্যকুলে আসিয়াছেন বলিয়া যেমন পক্ষী ও দৈত্য নহেন, পরন্তু ইঁহারা সকলেই ভগবানের পার্ষদ ভক্ত; শ্রীশালগ্রাম বা শ্রীবিগ্রহ শিলাকুলে আসিয়াছেন বলিয়া যেমন শিলা নহেন, পরন্তু সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম; গঙ্গা ও যমুনা জলকুলে আসিয়াছেন বলিয়া যেমন জল নহেন, পরন্তু জলব্রহ্ম; তদ্রূপ কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীতুলসী দেবা শ্রীনারায়ণের সেবা করিবার জন্য বৃক্ষকুলে অবতীর্ণা। এজন্যই জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীতুলসীদেবীকে "বার্ক্ষার্চ্চাবতার" বলিয়াছেন। বার্ক্ষার্চ্চাবতার অর্থে শ্রীতুলসী বৃক্ষরূপে অর্চ্চাবতার। বৃক্ষ+ষ্ণ= বার্ক্ষ+অর্চ্চা+অবতার=বার্ক্ষার্চ্চাবতার। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে।
চতুর্দ্ধা বিগ্রহ, কৃষ্ণ এই চারিজনে॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ২১।৮১)

তদীয় তুলসী-বৈষ্ণব-মথুরা-ভাগবত।
এই চারির সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।১২)

শ্রীনারায়ণ পৃথিবীতে শ্রীশালগ্রামরূপে আবির্ভূত। শ্রীনারায়ণের সেবা করিবার জন্য জগতে তাঁহার শক্তি শ্রীতুলসী দেবীও বৃক্ষরূপে প্রকাশিত। এই জন্যই তুলসী ব্যতীত শ্রীনারায়ণের সেবা হয় না। শাস্ত্র তুলসী দেবীকে লক্ষ্মীর সহিত একতা সম্পন্নরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। পদ্মপুরাণ বলেন—

নাবজ্ঞা জাতু কার্য্যা সা বৃক্ষভাবান্মনীষিভিঃ।
যথা হি বাসুদেবস্য বৈকুণ্ঠে ভোগবিগ্রহঃ॥
শালগ্রাম-শিলারূপং স্থাবরং ভুবি দৃশ্যতে।
তথা লক্ষ্মৈকমাপন্না তুলসী ভোগবিগ্রহা॥
অপরং স্থাবরং রূপং ভুবি লোকহিতায় বৈ।
স্পৃষ্টা দৃষ্টা রক্ষিতা চ মহাপাতকনাশিনী॥

তুলসীকে বৃক্ষবোধে অবজ্ঞা করা অনুচিত। ধরাধামে যেরূপ শ্রীনারায়ণ শালগ্রামরূপে প্রকটিত আছেন, তদ্রূপ নারায়ণী-শক্তি লোকহিতার্থে ধরাধামে তুলসীরূপে বিরাজিতা। তাই তুলসীর স্পর্শন, দর্শন বা রক্ষণ করিলে মহাপাপ বিদূরিত হয়।

অগস্ত্য-সংহিতায়ও আমরা পাই—

বিষ্ণোস্ত্রৈলোক্যনাথস্য রামস্য জনকাত্মজা।
প্রিয়া তথৈব তুলসী সর্ব্বলোকৈকপাবনী॥

জনকনন্দিনী শ্রীসীতাদেবী যেরূপ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয়া, নিখিল লোক পাবনী শ্রীতুলসীদেবও সেইরূপ শ্রীহরির প্রিয়া।

শ্রীকৃষ্ণ বিষয়-বিগ্রহ, আর শ্রীতুলসী আশ্রয়-বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণ শক্তিমান্, আর শ্রীতুলসী স্বরূপশক্তি। এইজন্য বৃক্ষজ্ঞানে তুলসীকে অবজ্ঞা করা অপরাধ এবং তৎফলে নরক অবশ্যম্ভাবী। তিনি সাক্ষাৎ বৃন্দাদেবী—শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তি।

বৈকুণ্ঠেশ্বরী শ্রীতুলসী অপ্রাকৃত বস্তু। ইনি প্রাকৃত সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর অবতার নহেন। প্রাকৃত গুণময়ী লক্ষ্মী কিন্তু বৈকুণ্ঠেশ্বরী মহালক্ষ্মীর সহিত এক নহেন। গুণময়ী লক্ষ্মী প্রাকৃত সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী, আর মহালক্ষ্মী চিন্ময় সম্পদ্রূপা ও প্রেমবতী। আজকাল যে লক্ষ্মীপূজা হয় তাহা প্রাকৃত সত্ত্বগুণময়ী দেবী অর্থাৎ তিনি আধিকারিক দেবতাবিশেষ। তাই এই লক্ষ্মীপূজা দেব-দেবী পূজার অন্তর্গত। দেব-দেবী সকলেই জীবকোটীর অন্তর্গত—তাঁহারা কেহই ঈশ্বর নহেন। কিন্তু অপ্রাকৃত মহালক্ষ্মী স্বরূপ-শক্তিতত্ত্ব—গুরুতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব নহেন। তুলসী নারায়ণের কান্তা ও ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতগণেরও পূজনীয়া বা উপাস্যা। ইহাঁর পূজা বা সেবা সাক্ষাৎ ভগবৎসেবাই। ইহাঁর কৃপায় ভক্তি ও সম্পদ্ দুইই লাভ হয়। সুতরাং ভক্তিপ্রার্থী সকলেরই পক্ষে যে তুলসী সাদরে পূজনীয়া বা সেবনীয়া, তাহা বলাই বাহুল্য।

জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুকৃত প্রীতিসন্দর্ভ পাঠে জানা যায়, (প্রীতিসন্দর্ভ ৭ম সংখ্যা)—

"সাধারণ লক্ষ্মী প্রাকৃত সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এই লক্ষ্মীর পতি সেই সম্পত্তি লাভের যোগ্য প্রাচীন পুণ্যভাজন কোন ব্যক্তি।"

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুও স্বকৃত বৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থে (২।৪।১৭০-১৭১ টীকা ও ২।৫।১৯৭ টীকা) জানাইয়াছেন—

"মহালক্ষ্মীর মূর্ত্তিসকলের মধ্যে যিনি সম্পদ দান করেন এবং লোকপালাদির

বিভূতির অধীশ্বরী ও অণিমাদি মহাসিদ্ধি-প্রদাত্রী, সেই ধনৈশ্বর্য্যপ্রদা লক্ষ্মী দেবীকেই মুমুক্ষু, মুক্ত ও ভক্তগণ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। যেহেতু তিনি আরাধিত হইলে বিভূতি ও বৈভবাদিই প্রদান করেন, কিন্তু ঐ প্রকার বিষয়-ভোগাদিরূপ বিভূতি মুক্তি-আদির বাধক।

"এই ধনদাত্রী লক্ষ্মী—পরমচঞ্চলা। কারণ দুর্ব্বাসার শাপ ছল করিয়া তাঁহার ইতস্ততঃ তিরোভাব ও আবির্ভাবাদি হইয়া থাকে এবং তিনি সহসা নিজ আশ্রিতকে পরিত্যাগও করেন। এই চঞ্চলা লক্ষ্মী হইতেও নবীন ভক্তগণ শ্রীভগবানের অধিকতর প্রিয়। এই চঞ্চলা লক্ষ্মীও মহালক্ষ্মীর বিভূতি বা অংশ বলিয়া তৎসাদৃশ্যহেতু ভগবৎ-পরিগৃহীতা। এজন্য অমৃত-মন্থনাদির কালে ভগবান্ তাঁহাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। কিন্তু যিনি ভগবৎপ্রিয়তমা মহালক্ষ্মী তিনি সর্ব্বদাই ভগবানের ন্যায় ভক্তগণ-কর্ত্তৃক আরাধিতা হন। তিনি কখনই কোন প্রকারে উপেক্ষণীয়া হইতে পারেন না। মহালক্ষ্মী ভগবদ্‌বক্ষে পরম স্থিরভাবে সতত অবস্থিতা। ইনি চঞ্চলা নহেন।

"দেবগণ হইতে ব্রহ্মা শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মা হইতে শিব শ্রেষ্ঠ, শিব হইতে শ্রী-দেবী শ্রেষ্ঠা, তদপেক্ষা মুনিগণ শ্রেষ্ঠ, মুনিগণ অপেক্ষা ভক্তগণ শ্রেষ্ঠ। এখানে 'শ্রী-শব্দেন বিভূতি-অধিষ্ঠাত্রী শ্রীমহালক্ষ্মী অংশভূতৈব লক্ষ্মীরভিধীয়তে, ন তু মহালক্ষ্মীঃ' অর্থাৎ শ্রী-শব্দে এখানে বিভূতির অধিষ্ঠাত্রী মহালক্ষ্মীর অংশভূতা লক্ষ্মীর কথাই বলা হইয়াছে, মহালক্ষ্মী নহে। কারণ ভগবৎ প্রিয়তমা সেই মহালক্ষ্মী ভগবদ্ভক্তগণের পরমপূজ্যা; সুতরাং ভক্তসকল হইতে শ্রেষ্ঠা। এজন্য এখানে ভগবতী না বলিয়া 'দেবী' বলা হইয়াছে।"

ভক্তসেবা বাদ দিয়া ভগবৎসেবা হয় না। যাহারা ভক্তসেবা বাদ দিয়া কেবল ভগবৎসেবার অভিনয় করে, তাহারা দাম্ভিক। তাহাদের সেবা ভগবান্ কখনও গ্রহণ করেন না। এইজন্যই ভক্তগণ আদর ও প্রীতির সহিত জগদ্‌গুরু শ্রীতুলসীর সেবা করিয়া থাকেন। শ্রীতুলসীসেবা দ্বারা ভগবান্ অত্যন্ত প্রসন্ন হন। শ্রীতুলসী ভক্তি-জননী ও প্রেমদায়িনী। নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর, শ্রীনারদ ও ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীতুলসী সেবার উপদেশ দিয়াছেন এবং আদর্শও দেখাইয়াছেন।

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের চরিত্রে আমরা দেখিতে পাই—

নির্জ্জন বনে কুটীর করি তুলসী সেবন।
রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম সংকীর্ত্তন ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৩।৯৯)

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর বেশ্যাকেও এই উপদেশ দিয়াছিলেন। যথা—

নিরন্তর নাম কর তুলসী সেবন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৩।১৩৬)

শ্রীনামাচার্য্যের আদেশে উক্ত বেশ্যা—

তুলসী সেবন করে, চর্ব্বণ, উপবাস।
ইন্দ্রিয় দমন হৈল প্রেমের প্রকাশ ॥ (ঐ অঃ ৩।১৪০)

জগদ্‌গুরু শ্রীনারদও এক ব্যাধকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন—

তুলসী পরিক্রমা কর, তুলসী সেবন।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করিহ কীর্ত্তন ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২৪।২৫৫)

ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব তাঁহার গৃহস্থলীলায় প্রত্যহ শ্রীতুলসী সেবার আদর্শ দেখাইয়াছেন—

যথাবিধি করি প্রভু শ্রীবিষ্ণু পূজন।
তুলসীরে জল দিয়া করেন ভোজন ॥ (চৈঃ ভাঃ আঃ ৮।৭৩)

তুলসীরে জল দিয়া প্রদক্ষিণ করি।
ভোজনে বসিলা গিয়া বলি হরি হরি ॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১২।১০১)

বস্ত্র পরিবর্ত্ত করি ধুইলা চরণ।
তুলসীরে জল দিয়া করিলা সেচন ॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ১।১৮৭)

শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীও প্রত্যহ তুলসী সেবা করিতেন—

নিরবধি তুলসীর করেন সেবন। (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।৪৩)

শ্রীতুলসী সেবন সম্বন্ধে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলায় আমরা আরও পাই—

তুলসীর ভক্তি এবে শুন মন দিয়া।
যেরূপ কৈলেন লীলা তুলসী লইয়া ॥
এক ক্ষুদ্র ভাণ্ডে দিব্য মৃত্তিকা পূরিয়া।
তুলসী দেখেন সেই ঘরে আরোপিয়া ॥
প্রভু বলে—"আমি তুলসীরে না দেখিলে।
ভাল নাহি বাসোঁ যেন মৎস্য বিনে জলে ॥"
যবে চলে সংখ্যানাম করিয়া গ্রহণ।
তুলসী লইয়া অগ্রে চলে একজন ॥
পশ্চাতে চলেন প্রভু তুলসী দেখিয়া।
পড়য়ে আনন্দধারা শ্রীঅঙ্গ বহিয়া ॥
সংখ্যানাম লৈতে যে স্থানে প্রভু বৈসে।
তথায় রাখেন তুলসীরে প্রভু পাশে ॥

তুলসীরে দেখেন জপেন সংখ্যানাম।
এ ভক্তিযোগের তত্ত্ব কে বুঝিবে আন॥
পুনঃ সেই সংখ্যানাম সম্পূর্ণ করিয়া।
চলেন ঈশ্বর সঙ্গে তুলসী লইয়া॥
শিক্ষাগুরু নারায়ণ যে করায়েন শিক্ষা।
তাহা যে মানয়ে, সেই জন পায় রক্ষা॥
(চৈঃ ভাঃ অঃ ৮।১৫৪-১৬২)

জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও গাহিয়াছেন —

তুলসী দেখি　　জুড়ায় প্রাণ
মাধব-তোষণী জানি। (শরণাগতি)

মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুর আদর্শেও দেখা যায়—

তুলসীদল-মাত্রেণ জলস্য চুলকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥
এই শ্লোকার্থ আচার্য্য করেন বিচারণ।
কৃষ্ণকে তুলসী জল দেয় যেই জন॥
তাঁর ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন।
জল তুলসীর সম কিছু ঘরে নাহি ধন॥
তবে আত্মা বেচি করে ঋণের শোধন।
এত ভাবি আচার্য্য করেন আরাধন॥
গঙ্গাজলে তুলসী-মঞ্জরী অনুক্ষণ।
কৃষ্ণপাদপদ্ম ভাবি করে সমর্পণ॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৩।১০৩-১০৭)

শ্রীতুলসীসেবার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—"তুলসী শ্রীহরির প্রসন্নতা-বিধায়িনী, সর্ব্বসৌভাগ্যবর্দ্ধিনী এবং আধি-ব্যাধিহারিণী। তুলসীদেবীকে দর্শন করিলে যাবতীয় পাপ নষ্ট হয়, স্পর্শ করিলে দেহ পবিত্র হয়, প্রণাম করিলে রোগসমূহ দূরীভূত হয়, জল প্রদান করিলে নরক ভয় বিনষ্ট হয়, রোপণ করিলে ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে এবং শ্রীহরিপাদপদ্মে তুলসী সমর্পণ করিলে প্রেম-ভক্তি লাভ হইয়া থাকে।

যাঁহার গৃহে তুলসী প্রতিদিন পূজিত হইয়া থাকেন তাঁহার যাবতীয় মঙ্গল পরিবর্দ্ধিত হয় এবং যমদূতগণ তাঁহার গৃহের সমীপে কখনও গমন করেন না। তুলসীর রোপণ, সেবন, দর্শন ও স্পর্শন করিলে চিত্তশুদ্ধ ও পবিত্র হয় এবং যত্ন-পূর্ব্বক আরাধনা করিলে যাবতীয় অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রতিদিন ৪ বার প্রদক্ষিণ করিয়া তুলসীকে নমস্কার করিলে সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া থাকে। প্রত্যহ

তুলসী দর্শন, স্পর্শন, চিন্তন, কীর্ত্তন, প্রণাম, গুণশ্রবণ ও সেবা করিলে মহামঙ্গল লাভ হয়। যাঁহারা এইরূপ প্রতিদিন তুলসী সেবা করেন তাঁহারা নিত্যকাল আনন্দময় ধাম শ্রীবৈকুণ্ঠে বাস করিয়া থাকেন। শ্রীযমরাজ দূতগণকে বলিয়াছেন "যাঁহারা তুলসীদ্বারা অলঙ্কৃত, যাঁহারা তুলসীর নাম কীর্ত্তন করেন ও তুলসীর সেবা করেন, হে দূতগণ, তোমরা তাহাদিগের নিকট যাইবে না।" নর্ম্মদার দর্শন, গঙ্গাস্নান ও তুলসী পত্র স্পর্শন এই তিনটি সমান পুণ্যকর। জন্মাষ্টমীতে উপবাস করিলে যে ফল হয়, তুলসী সেবা করিলে সেই ফল হইয়া থাকে। স্ত্রী কিংবা পুরুষ যিনিই তুলসীর পূজা করেন শ্রীতুলসীদেবী তাঁহাকেই বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন। তুলসী সেবায় সকলেরই অধিকার আছে।

শাস্ত্র আরও বলেন—"তুলসীর পত্র, পুষ্প, কাষ্ঠ, বল্কল, শাখা, মূল ও মৃত্তিকাদি সমস্তই মহাপবিত্র ও মঙ্গলদায়ক। গঙ্গার নাম কীর্ত্তন করিলে যেমন সমস্ত পাপ বিদূরিত হয় তদ্রূপ তুলসীর নামকীর্ত্তন ও হরিগুণ কীর্ত্তনকারীর প্রতি ভক্তি করিলে যাবতীয় পাপ নষ্ট হয়। যেখানে তুলসী দেবী থাকেন এবং যেখানে শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র পাঠ হয় সেখানে শ্রীহরি অবস্থান করেন। ত্রিসন্ধ্যা তুলসীনাম উচ্চারণ করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়। তুলসীসেবার দ্বারা দারিদ্র্য-দুঃখ, যাবতীয় রোগ ও সমস্ত পাপ নষ্ট হয়, ধন লাভ হয়। প্রয়াগে স্নান করিলে যে ফল হয়, কাশীতে দেহত্যাগ করিলে যে ফল হয়, তুলসী সেবার দ্বারা সেই ফল হইয়া থাকে। ঘটীদ্বারা তুলসীতে জলসেচন করিলে সেই জল দ্বারা ত্রিভুবন পরিতৃপ্ত হয়। ভগবৎপাদপদ্মে তুলসী প্রদান, তুলসী চিন্তা, তুলসী পূজা, ভগবচ্চরণে নিবেদিত তুলসী ভোজন, তুলসী দ্বারা শ্রীহরির পূজা ও তুলসীর মহিমা কীর্ত্তন করিলে যাবতীয় মনস্কামনা পূর্ণ হয় এবং পরম মঙ্গল লাভ হয়। তুলসী রোপণ, রক্ষণ, তুলসীর পূজা, দর্শন ও স্পর্শন দ্বারা মানবের কায়িক, বাচিক ও মানসিক যাবতীয় পাপ নষ্ট হয়, সর্ব্বপ্রকার দুঃখ, রোগ, ভয়, চিন্তা প্রভৃতি দূরীভূত হয় এবং সুদুর্লভা ভগবদ্ভক্তি লাভ হইয়া থাকে। যেখানে তুলসী বিরাজিত থাকেন না সে-স্থান শ্মশান তুল্য। যাঁহারা তুলসীর নিকট প্রাণ ত্যাগ করেন, তাঁহাদের নরক যন্ত্রণা হয় না, পরন্তু তাঁহারা পরমপদ লাভ করেন। যিনি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অন্যবস্তু দর্শন না করিয়া শ্রীতুলসীর দর্শন করেন তাঁহার আর কোন পাপ থাকে না, তিনি পবিত্র হইয়া থাকেন। যাঁহারা তুলসী রোপণ করেন, তুলসীতে জল প্রদান করেন, তুলসীতে ধূপ-দীপাদি দান করেন, তুলসী প্রদক্ষিণ করেন, তুলসীর সম্মুখে প্রণাম করেন, তাঁহার কৃপা

প্রার্থনা করেন ও তুলসীর সম্মুখে হরিনাম কীর্ত্তন করেন, শ্রীভগবান্ তাঁহাদের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং অচিরেই তাঁহাদিগকে কৃপা করিয়া থাকেন। কারণ তুলসীর নাম শ্রবণেই ভগবান শ্রীহরি প্রীত হন। আদর ও প্রীতির সহিত তুলসীর সেবা করিলে চিত্ত নির্ম্মল হয় ও কৃষ্ণভক্তি লাভ হইয়া থাকে। মহাভাগ্য না থাকিলে শ্রীতুলসীর সেবা করার সুবুদ্ধি হয় না। কারণ সংসার-সাগরে পতিত ব্যক্তিগণের পক্ষে তুলসী সেবা দুর্লভ, সাধুসঙ্গ দুর্লভ এবং হরিভক্তি দুর্লভ।"

তুলসী মাধব-প্রিয়া। সুতরাং তদ্দ্বারা মাধব কৃষ্ণের সেবাই করিতে হইবে। ভগবৎ সেবার্থই তুলসী চয়ন শাস্ত্রবিধি। **ভগবৎসেবা ব্যতীত নিজের জন্য অর্থাৎ সর্দ্দি, কাসি, জ্বর প্রভৃতি রোগ নিরাময়ের ঔষধরূপে তুলসী ব্যবহার করিলে তুলসীদেবীর চরণে অপরাধ হয় এবং তৎফলে অমঙ্গল ঘটে।** শাস্ত্রে প্রসাদী তুলসী ভক্ষণের প্রচুর মাহাত্ম্য দৃষ্ট হয়। ভগবৎ পাদপদ্মে নিবেদিত তুলসী ভক্ষণীয়। ভগবানে নিবেদিত তুলসী চর্ব্বণ ব্যতীত ভক্ষণের জন্য বৃথা তুলসী চয়নও অপরাধ।

এখন প্রশ্ন—তুলসী দ্বারা বিষ্ণুপূজা ব্যতীত অন্য দেবদেবীর পূজা করা যায় কি? তদুত্তর এই যে,—কখনই না। শ্রীমহালক্ষ্মী ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতাগণেরও পূজনীয়া ও উপাস্যা। সেই মহালক্ষ্মীই যখন পৃথিবীতে তুলসীরূপে অবতীর্ণা তখন তদ্দ্বারা দেবদেবীর পূজা যে মহা অমঙ্গলজনক ও নরক-প্রাপক তাহা বলাই বাহুল্য। তাই শাস্ত্র বলেন—

তুলসী-দলমাদায় যোঽন্যং দেবং প্রপূজয়েৎ।
ব্রহ্মহা স হি গোঘ্নশ্চ স এব গুরুতল্পগঃ॥ (বায়ুপুরাণ)

যে ব্যক্তি তুলসী-পত্রের দ্বারা অন্য দেবদেবীর পূজা করে তাহার নিশ্চয়ই ব্রহ্মহত্যা, গো-হত্যা ও গুরুপত্নী গমনের পাপ হইয়া থাকে।

আর একটি প্রশ্ন—শ্রীরাধাদেবীর শ্রীচরণে বা শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে তুলসী দেওয়া যায় কি না?

উত্তর—না। শ্রীরাধা দেবীর বা শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে তুলসী দেওয়া অপরাধ। কৃষ্ণ যেমন বিষ্ণুতত্ত্বের অংশী, শ্রীমতী রাধারাণীও তদ্রূপ লক্ষ্মীগণের অংশিনী। সখীগণ তাঁহা হইতে অভিন্ন—তাঁহার কায়ব্যূহস্বরূপ। শ্রীতুলসী-দেবী শ্রীমতীর আনুগত্যে কৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। শাস্ত্র বলেন—

পূর্ণাশক্তিরভিন্না চ শ্রীমতী বার্ষভানবী।
বৈভবরূপিণী তস্যা বৃন্দাদেবী প্রকীর্ত্তিতা॥

নিত্যং শ্রীতুলসীদেবী সেবতে বার্ষভানবীম্।
অন্যোঽন্যমেষ বিশ্রম্ভভাবস্তয়োরবস্থিতঃ॥
অন্যেষান্তু ততস্তস্মিন্নধিকারঃ কদাচন।
মোহাৎ প্রবর্ত্তমানস্তু ভবেত্তত্রাপরাধবান্॥
দদ্যাৎ শ্রীতুলসীং তস্মাৎ শ্রীদেব্যাঃ করপল্লবে।
শুদ্ধো বৈষ্ণবো হি নিত্যং পাদয়োর্ন কথঞ্চন॥ (অনন্তসংহিতা)

অংশিনী শক্তি শ্রীরাধারাণীর বৈভব-রূপিণী শ্রীতুলসীদেবী বিশ্রম্ভের সহিত শ্রীরাধার সেবা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাই বলিয়া কোন শুদ্ধবৈষ্ণব শ্রীতুলসী দেবীকে (এক কৃষ্ণ-শক্তিকে) অপর কৃষ্ণ-শক্তির (শ্রীমতী রাধাদেবীর) চরণে প্রদান করিতে পারেন না। মোহ বা অজ্ঞতাবশতঃ কেহ যদি শ্রীরাধাদেবীর চরণে তুলসী দেন তাহা হইলে তাহার অপরাধ হইবে। তাই শুদ্ধ ভক্তগণ শ্রীমতীর কর-পল্লবেই তুলসী অর্পণ করিয়া থাকেন।

শ্রীগুরুদেবও কৃষ্ণশক্তি। সুতরাং তাঁহার শ্রীচরণে তুলসী প্রদানও মহা-অপরাধ। শ্রীতুলসী স্বয়ং আশ্রয়জাতীয়া গোবিন্দ-প্রিয়া মাধব-তোষণী। তাঁহা দ্বারা বিষয়-বিগ্রহ শ্রীহরিরই অর্চ্চন হইবে; কিন্তু তদ্দ্বারা আশ্রয়-জাতীয় তত্ত্ব শ্রীগুরুদেবের সেবা বা অর্চ্চন হইতে পারে না। এইজন্যই আশ্রয়-বিগ্রহ বা স্বরূপ-শক্তিতত্ত্ব শ্রীগুরুদেব, শ্রীসীতাদেবী ও শ্রীরাধাদেবীর শ্রীচরণে তুলসী দেওয়া অপরাধ। শক্তিমত্তত্ত্ব বিষয়-বিগ্রহ ভোক্তা-ভগবানের শ্রীচরণেই তুলসী প্রদান শাস্ত্রবিধি। কিন্তু শক্তিতত্ত্বের শ্রীচরণে তুলসী প্রদান শাস্ত্রবিধি নহে। এই জন্যই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, শ্রীনারায়ণ, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীনৃসিংহদেব, শ্রীবামনদেব, শ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রভৃতি বিষ্ণুতত্ত্বে বা বিষয়-বিগ্রহগণের শ্রীচরণেই তুলসী প্রদান করিতে হয়। কিন্তু শ্রীগুরুদেব, শ্রীগদাধর পণ্ডিত বা শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি শক্তিতত্ত্ব বা গুরুতত্ত্ব বলিয়া তাঁহাদের শ্রীচরণে শ্রীতুলসী প্রদান অপরাধজনক ও নরকপ্রাপক। শাস্ত্র বলেন—

তুলস্যা বিষয়ং তত্ত্বং বিষ্ণুমেব সমর্চ্চয়েৎ।
সা দেবী কৃষ্ণশক্তির্হি শ্রীকৃষ্ণবল্লভা মতা॥
অতস্তাং বৈষ্ণবীং দেবীং নান্যপদে সমর্পয়েৎ।
অর্পণে তত্ত্বহানিঃ স্যাৎ সেবাপরাধ এব চ॥
অতত্ত্বজ্ঞস্তু পাষণ্ডো গুরুত্বস্য পাদয়োঃ।
অর্পয়ন্ তুলসীং দেবীমর্জ্জয়েন্নরকং পদম্॥ (অনন্তসংহিতা)

—শ্রীসুবলচন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী,
(কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-বেদান্ততীর্থ)

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ দর্শনে

দেখে এলাম এমন দেউল
　　তুলনা তার নাই,
মুক্ত ভূমিতে স্থান পা'বার
　　এই তো পরম ঠাঁই !
ভক্ত জনার সুখের লাগি'
গৌর, রাধা-কৃষ্ণ রহেন নাকি ?
হেরিলে সে রূপ ফেরে না আঁখি,
　　ধন্য 'চীনসুরা' তাই ॥১॥
শান্ত সমাহিত আশ্রমেতে
　　মন যে পেতে আছি,
ন্যাসী গুরুজীর চরণ-পদ্মে
　　অপার করুণা যাচি।
ধর্ম্ম-মাসিক 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা'
প্রচার করিছে অমৃত বারতা,
নামী যে স্বয়ং রহিছেন তথা
　　মধুর আনন্দে মাতি' ॥২॥
সেথায় সবার মধু-ব্যবহারে
　　প্রীত হইয়াছি বড়,
ভাবিতে সে-কথা নয়নের ধারা
　　ঝরে পড়ে দর দর।
সেথা নাম-রসে রহিতে মগন
ব্যাকুলিত আজি মম প্রাণ-মন,
সে আনন্দ-সুধা পেতে অনুক্ষণ
　　তৃষিত এ অন্তর ॥৩॥

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

শ্রীশ্রীব্যাসপূজায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি — **শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ,**
চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ (হুগলী)
১৭ই পৌষ, ১৩৬৭ ; ইং ১।১।৬১

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং **সরস্বতীং ব্যাসং** ততো জয়মুদীরয়েৎ॥"

ব্যাসকুল-শ্রমণসঙ্ঘারাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

আগামী ২৩শে মাঘ ১৩৬৭, ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬১, সোমবার—**ব্যাসাভিন্ন জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব-(মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী) তিথিপূজা** উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে উপরিউক্ত মঠে আগামী ২০শে মাঘ, ৩রা ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার উল্লিখিত শ্রীশ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ প্রিয় পার্ষদবর পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য **ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভ-আবির্ভাব-তিথি (মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়া)** হইতে ২৩শে মাঘ, ৬ই ফেব্রুয়ারী, সোমবার পর্য্যন্ত দিবস-চতুষ্টয় **শ্রীশ্রীব্যাসপূজা** ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-পঞ্চক, ব্যাস-পঞ্চক, মধ্বাদি আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরু-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা ও হোম প্রভৃতি বিরাট্‌ভাবে অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ হরি-কীর্ত্তন, ভাগবত-পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সংশন ও অঞ্জলি-প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন-মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য-দ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— **শুক্রবার** পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি, অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা। **শনি ও রবিবার** অপরাহ্নে গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা। **সোমবার** পূর্ব্বাহ্নে **শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান,** অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ, এবং পরে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেবের সম্বন্ধে আলোচনা।

কলিকালে মহামন্ত্রই কীর্ত্তনীয়

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১২শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩১৩ পৃষ্ঠার পর)

পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১১শ প্রমাণে বর্ণিত হইয়াছে যে, পঙ্কজ বলিলে যেমন একমাত্র পদ্মকে বুঝায়, সেইরূপ 'ভক্তি' শব্দ একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেই প্রযোজ্য। কিন্তু যদি বলা যায়, ভক্তি জীবেতে প্রজোয্য হোক ; ইহার উত্তর, ভক্তি ভগবানের পূর্ণতম শক্তি, জীব ভগবানের অণুশক্তি ; সুতরাং পূর্ণতম শক্তি পূর্ণতম শক্তিমানেরই সেবিকা। শক্তি শক্তিমানেরই সেবা করেন, তা'ছাড়া শক্তির কার্য্য শক্তিমানেরই সেবা করা বা তাঁহাকে আনন্দ প্রদান করা। অতএব পূর্ণতম শক্তির আনুগত্যে ক্ষুদ্রতম শক্তি সেবা করিবে, ইহাই সিদ্ধান্ত। যদি বলা হয়, ভক্তি অন্যান্য দেবতাগণেও প্রযুক্ত হউক।—তাহাও হইবে না। দেবতাগণ ভগবানের বিভিন্নাংশ শক্তি, আর জীবও ভগবানের বিভিন্নাংশ শক্তি। সুতরাং দুই বস্তুই যদি এক হয়, তবে কে কাহাকে ভক্তি করিবে? আর তা'ছাড়া দেবতাগণ মায়িক জগতে বাস করেন, অতএব ব্রহ্মলোক হইতে পাতাল পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের কোন বস্তুতেই ভক্তি হইতে পারে না। মায়িক বস্তুর দ্বারা মায়িক বস্তুই পাওয়া যায়, ভক্তির দ্বারা ভক্তিকেই পাওয়া যাইবে। যদি বলা যায়, দেবতাগণ হইতে জীবের গুণ পরিমাণে কম, অতএব দেবতাগণে ভক্তি হইবে না কেন?—**ভক্তির দ্বারাই যদি ভক্তিকে পাওয়া যায়, তবে দেবতাগণ এই চতুর্দ্দশ ভুমণ্ডলের প্রাকৃত বস্তু ছাড়া ভক্তি, মুক্তি দিতে পারেন না**। মহাপ্রলয়ের সময়ে একই স্থানে দেবতা ও জীবগণ ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর লোমকূপে আশ্রয় গ্রহণ করেন। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥ (গীঃ ৯।২৩।

ভগবানের উক্ত শ্লোক অবতারণা করার তাৎপর্য্য এই যে, দেবতাগণ যে বস্তু দেন, তাহাতে জীবের সংসার কারাগারে আসা-যাওয়া বন্ধ হইবে না। বরং মায়িক বস্তুর দ্বারা ভুলাইয়া জীবকে অসহ্য দুঃখ-কষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন।

শ্রীভগবান আরও বলিয়াছেন,—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥ (গীঃ ৯।২৫)

যিনি যে দেবতাকে উপাসনা করিবেন, তিনি তাঁহাকেই লাভ করিবেন। হরিকে ডাকিলে সেখানে শিব যাইয়া উপস্থিত হইবেন না, হরিই উপস্থিত হইবেন। ভগবান আরও বলিয়াছেন যে,—

একস্যৈব মমাংশস্য জীবস্যৈব মহামতে।
বন্ধোঽস্যাবিদ্যয়ানাদে বিদ্যয়া চ তথেতরঃ॥ (ভাঃ ১১।১১।৪)

ভগবান বলিলেন—হে উদ্ধব! হে মহামতি! জীব বলিয়া আমার একটি অংশ। তিনি অনাদি অবিদ্যাদ্বারা বদ্ধ এবং অনাদি বিদ্যা-কর্ত্তৃক মুক্ত হন। এখানে ঈশ্বরের অংশ দুই প্রকার,—এক প্রকার অংশের নাম স্বাংশ এবং অন্য-প্রকার অংশের নাম বিভিন্নাংশ।

"কৃষ্ণ ভুলি যেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ॥

সুতরাং জীব কর্ম্মানুযায়ী যোনি লাভ করিয়া অনুরূপ ফল ভোগ করিতে থাকেন। সুতরাং জীবসেবাদ্বারা ভগবানকে পাওয়া যাইবে না। জীবের সেবা বা জীবে প্রেম কথাটী অশাস্ত্রীয়। জীবের প্রতি 'দয়া' এই কথাটি বরং প্রযোজ্য হইতে পারে, 'সেবা' কথাটি প্রযোজ্য হইতে পারে না। সেবা সনাতন সেব্য বস্তুরই হয়। প্রত্যেক জীবই তাহার স্ত্রী-পুত্রকে খাওয়ায় ও যত্ন করে; সুতরাং জীবসেবী সকলেই তবে মুক্ত হইত। কিন্তু তাহা কখনও হয় না। যদি বল, ভগবান্ যেমন সনাতন বস্তু, জীবও সেই জাতীয় সনাতন বস্তু, সুতরাং জীবের সেবা হইবে না কেন?

—জীব কর্ম্মফলবশতঃ রোগে শোকে, ক্ষুধায় কষ্ট পাইতেছে। তাহাকে খাইতে দেওয়া, ঔষধ দেওয়া প্রভৃতিকে সেবা বলে না; আশু দয়া বলা যাইতে পারে। যাহারা এই প্রাকৃত শরীরটিকে জীব বলিয়া সেবা করেন, তাহাদের অত্যন্ত মায়াসক্ত বলিয়া জানিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত তাহাদিগের প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা—

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে * * * স এব গোখরঃ॥ (ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

বায়ু-পিত্ত-কফের আধার এই দেহকে যে "আমি" বুদ্ধি করে, সে গো-খর (গরুর মধ্যে গাধা)। অতএব যাহারা এই দেহকে জীব বুদ্ধি করিয়া শরীরের সেবা করে, তাহারা মায়িক বুদ্ধিবিশিষ্ট 'গোখর' জানিতে হইবে। জীবে দয়া হয়, সেই দয়াটি কি এবং কে করিতে পারে? তদুত্তরে ভগবান বলিয়াছেন—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥

(ভাঃ ১০।৩১।৯)

সুতরাং কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ ভক্তগণই ধনী; তাঁহারাই সমস্ত জীবকে ভূরি ভূরি দান করিতে পারেন। নির্ধন কেহ কাহাকেও দান বা দয়া করিতে সমর্থ নহে।

সেইজন্য কলিকালে অন্যাভিলাষশূন্য হইয়া নিরপরাধে শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি কীর্ত্তন করিলে প্রকৃষ্টরূপে ভগবানের সেবা হইবে। যদি বলা যায়, সকলেই ত হরিনাম কীর্ত্তন করে, অতএব হরিনাম কীর্ত্তন-কারীই ভূরি দান করিতে পারে। ইহার উত্তর,—হরিনাম সকলের মুখে কীর্ত্তিত হয় না বা সকলের জিহ্বায় শ্রীনাম নৃত্য করেন না।

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব বিঃ ২য় লঃ ১৫ শ্লোক)

অর্থাৎ—যাহার অন্যাভিলাষ, ভুক্তি, মুক্তি প্রভৃতি আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে থাকে তাহার কখনও হরিনাম হয় না। যদিও বাহিরের দিক হইতে একনিষ্ঠ কৃষ্ণভক্ত ও নামাপরাধীকে একই রকমের হরিনাম করিতে দেখা যায় তথাপি তাহা সম্পূর্ণ পৃথক। যথা—

শূদ্রানাং সূপকারী চ যো হরের্নাম-বিক্রয়ী।
যো বিদ্যাবিক্রয়ী বিপ্রো বিষহীনো যথোরগঃ॥ (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ)

যেরূপ ঢোড়া সাপ দেখিতে সাপের আকার কিন্তু উহাতে বিষ নাই, তদ্রূপ উহারা দেখিতে ভক্তের মত বা কীর্ত্তনকারী হইলেও তাহাদের দ্বারা জীবের মঙ্গল হইবে না। ঢোড়া সাপের ন্যায় ব্যক্তিগণের নিকট কোটী জন্ম শ্রবণ করিলেও জীবের কখনও মঙ্গল হইবে না। সেইজন্য একনিষ্ঠ কৃষ্ণভক্তের আনুগত্যে অহর্নিশ শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে আমরা ভগবানের কৃপা নিশ্চয়ই লাভ করিব।

১৩শ প্রমাণ—সত্যযুগের মহামন্ত্রের মধ্যে শুদ্ধ শান্তের ও কিয়ৎ পরিমাণে দাস্যের উদয় দেখা যায়, ত্রেতাযুগের মহামন্ত্রের মধ্যে সম্পূর্ণ দাস্য রস ও কিয়ৎ পরিমাণে সখ্যের আভাষ দান করিতেছে, দ্বাপরযুগের তারক ব্রহ্মনামের মধ্যে শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য এই চারিটি রসের প্রাবল্য দেখা যায়, কিন্তু কলিকালে মহামন্ত্র সম্পূর্ণ মাধুর্য্যপর। ইহাতে কোন কামনা নাই, মমতাযুক্ত

সমস্ত রসের উদ্দীপনাই ইহাতে দৃষ্ট হয়। ইহাতে ভগবানের কোন প্রকার বিক্রম বা মুক্তিদাতৃত্বের পরিচয় নাই। জীবের স্বরূপতঃ যেই রস, সেই রসই এই মাধুর্য্যপর নাম ; অতএব এই তারকব্রহ্ম মহামন্ত্রই জীবের কীর্ত্তনীয়।—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

১৪শ প্রমাণ—

এতৎ ষড়্বর্গহরণং রিপুনিগ্রহণং পরং।
অধ্যাত্মমূলমূলমেতদ্ধি বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনম্॥ (স্কন্দ পুরাণ)

শ্রীবিষ্ণুর এই নামানুকীর্ত্তন, ইহাই কাম-ক্রোধাদি ষড়বর্গের বিনাশক, অতিশয়রূপে শত্রুনিগ্রহ-কারক ; আর ইহাই আত্মতত্ত্বলাভের নিদান-স্বরূপ।

১৫শ প্রমাণ—

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽপি লভ্যতে॥ (ভাঃ ১১।৫।৩৬)

গুণজ্ঞ, সারগ্রাহী আর্য্যেরাই কলিকে সম্মান করিয়া থাকেন ; কারণ যে কলিযুগে কেবল নাম-সংকীর্ত্তন মাত্রেই সমুদয় স্বার্থ লাভ হয়।

১৬শ প্রমাণ—

তথা চৈবোত্তমং লোকে তপঃ শ্রীহরিকীর্ত্তনং।
কলৌ যুগে বিশেষেণ বিষ্ণুপ্রীত্যৈ সমাচরেৎ॥ (স্কন্দপুরাণ)

সংসার মধ্যে শ্রীহরি-কীর্ত্তনই উত্তম তপস্যা, বিশেষতঃ কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি নিমিত্ত শ্রীহরি কীর্ত্তন করিবে।

১৭শ প্রমাণ—

যদভ্যর্চ্চ্য হরিং ভক্ত্যা কৃতে ক্রতুশতৈরপি।
ফলং প্রাপ্নোত্যবিকলং কলৌ গোবিন্দকীর্ত্তনাৎ॥ (বিষ্ণু রহস্যে)

সত্যযুগে শত শত যজ্ঞানুষ্ঠানে এবং ভক্তিভাবে হরির অর্চ্চনায় যে ফল লাভ হইত, কলিকালে গোবিন্দ-নাম কীর্ত্তন মাত্রেই অবিকল সেই ফল লাভ হইয়া থাকে।

তাৎপর্য্য এই যে, যেমন স্থানসকলের মধ্যে মথুরাদি স্থান, মাসসকলের মধ্যে কার্ত্তিকাদি মাস এবং তিথিসকলের মধ্যে একাদশ্যাদি তিথি ভগবৎ-প্রিয়, তদ্রূপ যুগসকলের মধ্যে কলিযুগই ভগবানের প্রিয়। কার্ত্তিকাদি মাসে বা একাদশ্যাদি তিথিতে স্বল্পকর্ম্ম কৃত হইলেও যেমন বহু ফলদায়ক হয়,

সেইরূপ কলিকালে নামকীর্ত্তন দ্বারা অনায়াসে অন্যান্য যুগের কঠোর সাধনার দুর্ল্লভ সাধ্য বস্তুসকল এবং অন্যান্য যুগ-দুর্ল্লভ কৃষ্ণপ্রেমও স্বল্পায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইজন্য "ধন্য কলি" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আর এই নিমিত্তই সত্য-যুগের বীরগণ কলিযুগে জন্মগ্রহণের বাঞ্ছা করিয়া থাকেন। যথা একাদশ স্কন্ধে—

কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্।

১৮শ প্রমাণ— কলিযুগে 'ধর্ম্ম' হয় 'হরি-সংকীর্ত্তন'।

এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন ॥

এই কহে ভাগবতে সর্ব্বতত্ত্ব-সার।
'কীর্ত্তন'-নিমিত্ত 'গৌরচন্দ্র-অবতার' ॥

কলিযুগে সর্ব্ব-ধর্ম্ম—'হরি-সংকীর্ত্তন'।
সব প্রকাশিলেন চৈতন্য-নারায়ণ ॥

কলিযুগে সংকীর্ত্তন-ধর্ম্ম পালিবারে।
অবতীর্ণ হৈলা প্রভু সর্ব্ব পরিকরে ॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ২।২২।২৭)

কলিযুগ-ধর্ম্ম হয় নাম-সংকীর্ত্তন।
চারি-যুগে চারি-ধর্ম্ম জীবের কারণ ॥

অতএব কলিযুগে নামযজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার ॥

রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে ॥

শুন, মিশ্র, কলিযুগে নাহি তপ যজ্ঞ।
যেই জন ভজে কৃষ্ণ, তাঁর মহাভাগ্য ॥

অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটিনাটি পরিহরি একান্ত হইয়া ॥

সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে-কিছু সকল।
হরিনাম-সংকীর্ত্তনে মিলিবে সকল ॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

এই শ্লোক নাম বলি' লয় মহামন্ত্র।
ষোল-নাম বত্রিশ-অক্ষর এই তন্ত্র ॥ (ঐ ৪।১৩৭-১৪৬)

(ক্রমশঃ)

—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিরঞ্জন

শ্রীব্রজ-পরিক্রমার বিবরণ

এবৎসর শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার বিপুল আয়োজন হইয়াছিল। ধনী-নির্ধন বহু ব্যক্তি শ্রীবেদান্ত সমিতির অনুষ্ঠিত এই সেবা-সুযোগ গ্রহণ করিয়া বিশেষ কৃতার্থতা লাভ করিয়াছেন। এবারকার পরিক্রমার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইষ্টার্ণ রেলওয়ে কোম্পানীর সুযোগ্য চীফ্ ওপারেটিং সুপারিনটেণ্ডেণ্ট-এর অনুগ্রহে CTT 7707 চিহ্নিত একখানি Tourist Car (টুরিষ্ট কার) ২৪ দিন ব্যবহারের জন্য সমিতি পাইয়াছিলেন। গাড়ীখানির মধ্যেই রন্ধন, ভাণ্ডার, শৌচ ও স্নান-কক্ষাদি উপযুক্তমত থাকায় যাত্রিগণের কোনরূপ কষ্ট হয় নাই। আমরা তজ্জন্য ইষ্টার্ণ রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

এ বৎসর যাত্রীসংখ্যা অত্যধিক হওয়ায় যাত্রিগণের একটু চাপাচাপি করিয়া থাকিতে হইলেও কোন যাত্রীই কোনরূপ কষ্ট অনুভব করেন নাই। ব্রজ পরিক্রমা সমাপনান্তে সকলে প্রত্যাবর্ত্তনকালে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে স্ব-স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

পরিক্রমা-সঙ্ঘ প্রথমে গয়ায় প্রায় ৬৪ ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া কাশীধামে পৌঁছেন। কাশীতে ৪৮ ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া প্রয়াগ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হন। প্রয়াগে অনুমান ১৪ ঘণ্টা বিশ্রামের পর আগরা ক্যাণ্টনমেণ্টে পূর্ব্বাহ্ণে পৌঁছেন। এখানে মথুরা যাইবার তুফান এক্সপ্রেসের অপেক্ষায় ৫।৬ ঘণ্টা অবস্থানকালে ইতিহাসপ্রিয় যাত্রিগণ স্ব-স্ব ইচ্ছানুসারে আগ্রার তাজমহল, কেল্লা প্রভৃতি দর্শন করিয়া পুনরায় টুরিষ্ট্ কারে আগমন করিবার পর বেলা ৩৷৷০ টায় মথুরা জংসন ষ্টেশনে উপস্থিত হন। পূর্ব্ব হইতেই মথুরা শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠের পরিচালক **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ** মাল্যাদিসহ সদলবলে পরিক্রমা-সঙ্ঘের অপেক্ষা করিতেছিলেন। তৎপরে যাত্রিগণ মঠে পৌঁছিয়া সেই দিন বিশ্রাম গ্রহণ করেন। পরদিবস তাঁহারা মথুরার যাবতীয় দর্শনীয় স্থানসমূহ সঙ্কীর্ত্তন-সহযোগে **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজের আনুগত্যে** দর্শন লাভ করেন। এই বৎসর ব্রজপরিক্রমা শ্রীমদ্ ত্রিবিক্রম মহারাজই পরিচালনা করেন। বলা বাহুল্য, সংরক্ষিত বগীগাড়ীতে নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিজয়-বিগ্রহ শুভবিজয় করায় যাত্রিগণ প্রত্যহ ভোগরাগ, অর্চ্চন-পূজা, আরতি-কীর্ত্তনাদি সমস্তই দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। এবৎসর ব্রজমণ্ডলের দূরবর্ত্তী স্থানসমূহ সংরক্ষিত Motor Busএর সাহায্যে পরিক্রমা ও দর্শন করা হয়।

শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব

এবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-প্রতিষ্ঠিত সমস্ত মঠেই বিপুলভাবে অন্নকূট মহোৎসব হইয়াছে। তন্মধ্যে মথুরার শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ, চুঁচুড়ার শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ ও আসামের শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠের অন্নকূট মহোৎসব বিশেষ সমারোহ ও বিপুল আয়োজনের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

আসামপ্রদেশে নানা প্রকার প্রাদেশিকতার গণ্ডগোল থাকিলেও, অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা **গোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠের অন্নকূট মহোৎসব বিরাট-ভাবে হইয়াছে।** স্থানীয় অধিবাসী সকলেই সমস্ত বিবাদ-বিসম্বাদ ভুলিয়া গিয়া দেশ-জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে বিশেষ শ্রদ্ধা ও আগ্রহের সহিত ইহাতে যোগদান করিয়াছেন। অনুমান দুই সহস্র ব্যক্তিকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। **কার্ত্তিকব্রত-ভঙ্গের উৎসবও** বেদান্ত সমিতির সর্ব্বত্র বিপুলভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তি-স্রোতের ভগীরথ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব** বিগত ১৮ই ভাদ্র পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতাদি সহযোগে সর্ব্বত্রই উদ্‌যাপিত হইয়াছে। তৎপরে শ্রীদামোদর ব্রতের অন্তিম ভাগে বিগত ১৪ই কার্ত্তিক জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের আম্নায়-ধারার পূর্ব্বাচার্য্য **শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব** অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদের চতুর্ব্বিংশ-বার্ষিক বিরহোৎসব

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বিভিন্ন শাখামঠসমূহে, বিশেষতঃ চুঁচুড়া-সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে বিগত ২১শে অগ্রহায়ণ ১৩৬৭, ইং ৭ই ডিসেম্বর ১৬৯০, বুধবার—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিরহ-মহোৎসব** সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অদ্য মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজের সেবাধ্যক্ষতায় ঊষঃ-কীর্ত্তনাদির শুভারম্ভ হয়। "শ্রীগুরুপরম্পরা", "শ্রীকৃষ্ণ হইতে চতুর্ম্মুখ", "শ্রীশ্রীপ্রভুপাদপদ্ম-স্তবকঃ", "যে আনিল প্রেমধন" প্রভৃতি গুরু-বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য ও বিরহ-সূচক মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হইবার পর শ্রীমৎ ত্রিবিক্রম মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত জীবন-চরিত আলোচনা করেন।

মধ্যাহ্নে শ্রীবিগ্রহের পূজার্চ্চন-ভোগরাগ-আরাত্রিকান্তে আহূত-অনাহূত কয়েক শত ভক্তকে বিচিত্র প্রসাদ বিতরণে পরিতৃপ্ত করা হয়।

অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় শ্রীল আচার্য্যদেবের নিয়ামকত্বে বিরহ-সভার এক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল প্রভুপাদ অর্চ্চালেখ্য-মূর্ত্তিতে সভাস্থলে অধিষ্ঠিত হইলে, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-বন্দনান্তে "তুষ্ট মন তুমি কিসের বৈষ্ণব" ও অপরাপর বিরহসূচক গীতি কীর্ত্তনের পর শ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশানুযায়ী যথাক্রমে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মুনি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরমার্থী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত ও লোক-পাবনী শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পরে শ্রীল আচার্য্যদেব আবেগভরে শ্রীল প্রভুপাদের জগতে প্রকট-লীলার বৈশিষ্ট্য ও তাঁহার অসমোর্দ্ধ করুণা সম্বন্ধে গভীর দার্শনিক বিচারপূর্ণ বক্তৃতাদ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীর বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

মৃদঙ্গ-করতাল সহযোগে শ্রীল প্রভুপাদের আরতি-কীর্ত্তন ও মূলমন্দিরে আরাত্রিকান্তে অদ্যকার অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। কীর্ত্তন ও আরাত্রিকাদি ব্যাপারে শ্রীশ্রীহরি ব্রহ্মচারী, শ্রীগজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী ও শ্রীরামগোপাল ব্রহ্মচারীর নাম উল্লেখযোগ্য।

—নিজস্ব সংবাদ

ভ্রম-সংশোধন

শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ১২শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৯০-৪০০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত "শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব ও পূজা" প্রবন্ধের নিম্নলিখিত ভ্রমগুলি পাঠকবর্গ অনুগ্রহপূর্ব্বক সংশোধন করিয়া পাঠ করিবেন :—

৩৯১	পৃষ্ঠার	৮	পঙ্‌ক্তিতে	'শব্দে উত্তর' স্থলে **'শব্দের উত্তর'** হইবে।
৩৯৫	,,	৩০	,,	**'অর্থাৎ'** শব্দ উঠিয়া যাইবে।
৩৯৬	,,	১০	,,	'হইবে' শব্দের পর **'না'** বসিবে।
ঐ	,,	২০	,,	'চাকরের পদাঘাত' স্থলে 'চাকরের **দ্বারা** পদাঘাত' হইবে।
৩৯৮	,,	১৩	,,	'বিগ্রহই' শব্দের পরিবর্ত্তে **'প্রতিমাই'** শব্দ বসিবে।
৪০০	,,	৫	,,	'liquidify' স্থলে 'liquefy' হইবে।
ঐ	,,	৬	,,	'তাহাকেই' স্থলে **তাহা হইতেই** বসিবে।
ঐ	,,	ঐ	,,	'বলা হয়' স্থলে **'বলা'** শব্দ উঠিয়া যাইবে।

—প্রকাশক



১২শ বর্ষ | বাসুদেব, ১২ গোবিন্দ, ৪৭৪ গৌরাব্দ
রবিবার, ২৯ মাঘ, ১৩৬৭; ইং ১২।২।১৯৬১ | ১২শ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীনারদঋষি-কৃতং শ্রীশ্রীবিষ্ণুস্তোত্র-পঞ্চদশকম্

(শ্রীনারদপঞ্চরাত্রান্তর্গত-চতুর্থরাত্রস্য চতুর্থেঽধ্যায়ে ৩-১৭)

শ্রীনারদ উবাচ,—

প্রসীদ ভগবন্ মহ্যমজ্ঞানাৎ কুণ্ঠিতাত্মনে।
তবাঙ্ঘ্রি-পঙ্কজ-রজোরাগিণীং ভক্তিমুত্তমাম্ ॥৩॥

শ্রীনারদ ঋষি কহিতেছেন।—হে ভগবন্! অজ্ঞানহেতু কুণ্ঠিতচিত্ত আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আপনার পদপঙ্কজ-রজের অনুরাগিণী উৎকৃষ্ট ভক্তি আমাকে প্রদান করুন।৩।

অজ প্রসীদ ভগবন্নমিত-দ্যুতিপঞ্জর।
অপ্রমেয় প্রসীদাস্মদ্দুঃখহন্ পুরুষোত্তম ॥৪॥

হে অমিত-দ্যুতিপঞ্জর জন্মহীন ভগবন্! আপনি অপ্রমেয়, পুরুষোত্তম ও আমাদিগের দুঃখহন্তা; অতএব আপনি প্রসন্ন হউন।৪।

স্বসংবেদ্য প্রসীদাস্মদানন্দাত্মন্নমায় ।
অচিন্ত্যসার বিশ্বাত্মন্ প্রসীদ পরমেশ্বর ॥৫॥

হে স্বসংবেদ্য আনন্দাত্মন্ অনাময় অচিন্ত্যসার বিশ্বাত্মন্ পরমেশ্বর ! আপনি প্রসন্ন হউন ।৫।

প্রসীদ তুঙ্গ তুঙ্গানাং প্রসীদ শিব শোভন ।
প্রসীদ গুণগম্ভীর গম্ভীরাণাং মহাদ্যুতে ॥৬॥

হে মহনীয়শ্রেষ্ঠ ! মঙ্গলময় শোভনমূর্ত্তি, গুণগম্ভীর এবং গম্ভীরদিগের মধ্যে মহাদ্যুতি-সম্পন্ন, আপনি প্রসন্ন হউন ।৬।

প্রসীদ ব্যক্ত বিস্তীর্ণ বিস্তীর্ণানামগোচর ।
প্রসীদার্দ্রার্দ্রজাতীনাং প্রসীদান্তান্তদায়িনাম্ ॥৭॥

হে ব্যক্ত, বিস্তীর্ণ এবং বিস্তীর্ণদিগের অগোচর, আর্দ্রজাতিদিগের মধ্যে আর্দ্র এবং অন্তদায়ীদিগের মধ্যে অন্ত, আপনি প্রসন্ন হউন ।৭।

গুরোর্গরীয়ঃ সর্ব্বেশ প্রসীদানন্ত দেহিনাম্ ।
জয় মাধব মায়াত্মন্ জয় শাশ্বত শঙ্খভৃৎ ॥৮॥

হে সর্ব্বেশ এবং দেহীদিগের মধ্যে অনন্ত ! গুরুশ্রেষ্ঠ আপনি প্রসন্ন হউন ; হে মায়াত্মন্ মাধব শাশ্বত এবং শঙ্খভৃৎ ! আপনি জয়যুক্ত হউন ।৮।

জয় শঙ্খধর শ্রীমন্ জয় নন্দকনন্দন ।
জয় চক্র-গদাপাণে জয় দেব জনার্দ্দন ॥৯॥

হে শঙ্খধর শ্রীমন্ ! আপনার জয় হউক ; হে নন্দকনন্দন চক্রপাণি, জনার্দ্দন, আপনি জয়যুক্ত হউন ।৯।

জয় রত্নবরাবদ্ধ-কিরীটাক্রান্ত-মস্তক ।
জয় পক্ষিপতিচ্ছায়া-নিরুদ্ধার্ককরারুণ ॥১০॥

হে শ্রেষ্ঠ রত্নশোভিত কিরীটধারিন্ ! আপনি গরুড়চ্ছায়া-নিরুদ্ধ সূর্য্যকিরণে অরুণবর্ণ হইয়া জয়যুক্ত হউন ।১০।

নমস্তে নরকারাতে নমস্তে মধুসূদন ।
নমস্তে ললিতাপাঙ্গ নমস্তে নরকান্তক ॥১১॥

হে নরকারাতে, শ্রীমধুসূদন, ললিতাঙ্গ এবং নরকান্তক, আপনাকে নমস্কার করি।১১।

নমঃ পাপহরেশান নমঃ সর্ব্বভয়াপহ।
নমঃ সম্ভূতসর্ব্বাত্মন্ নমঃ সম্ভূতকৌস্তুভ ॥১২॥

হে পাপহর ঈশান, সকল ভয়ের নিবারক, সকল আত্মার উৎপাদক এবং কৌস্তুভধারিন্, আপনাকে নমস্কার করিতেছি।১২।

নমস্তে নয়নাতীত নমস্তে ভয়হারক।
নমো বিভিন্নবেশায় নমঃ শ্রুতিপথাতিগ ॥১৩॥

হে নয়নাতীত, ভয়হারক, শ্রুতিপথের অতীত, বিভিন্নবেশধারী আপনার উদ্দেশে নমস্কার করি।১৩।

নমস্ত্রিমূর্ত্তিভেদেন স্বর্গস্থিত্যন্তহেতবে।
বিষ্ণবে ত্রিদশারাতিজিষ্ণবে পরমাত্মনে ॥১৪॥

আপনি ত্রিমূর্ত্তিভেদে সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের হেতু হইতেছেন, আপনিই দেবগণের শত্রুজেতা পরমাত্মা বিষ্ণু, আপনাকে নমস্কার করিতেছি।১৪।

চক্রভিন্নারিচক্রায় চক্রিণে চক্রবল্লভ।
বিশ্বায় বিশ্ববন্দ্যায় বিশ্বভূতানুবর্ত্তিনে ॥১৫॥
নমোঽস্তু যোগিধ্যেয়াত্মন্নমোঽস্বধ্যাত্ম-রূপিণে।
ভক্তিপ্রদায় ভক্তানাং নমস্তে ভক্তিদায়িনে ॥১৬॥

আপনার চক্রে রিপুগণের চক্র ভগ্ন হইয়া যায়, আপনি চক্রী ও চক্রপ্রিয়, বিশ্ব, ও বিশ্ববন্দ্য এবং বিশ্বভূতের অনুবর্ত্তী, আপনাকে নমস্কার। হে যোগিধ্যেয়াত্মন্! অধ্যাত্মরূপী এবং ভক্তগণের ভক্তিদাতা ও ভক্তিপ্রদ আপনাকে নমস্কার করি।১৫-১৬।

পূজনং হবনং চেজ্যা ধ্যানং পশ্চান্নমস্ক্রিয়া।
দেবেশ কর্ম্ম সর্ব্বং মে ভবেদারাধনং তব ॥১৭॥

হে দেবেশ! পূজা, হোম, যাগ, ধ্যান ও নমস্কার প্রভৃতি আমার সমস্ত কর্ম্ম আপনার আরাধনার নিমিত্ত হউক।১৭।

ইতি হবন-জপার্চ্চাভেদতো বিষ্ণুপূজা
নিয়ত-হৃদয়-কর্ম্মা যস্তু মন্ত্রী চিরায়।
স খলু সকলকামান্ প্রাপ্য কৃষ্ণান্তরাত্মা
জনন-মৃতি-বিমুক্তামুত্তমাং ভক্তিমেতি ॥১৮॥

যে মন্ত্রসাধক এই প্রকার হোম, জপ এবং পূজাভেদে হৃদয়-মধ্যে বিষ্ণুপূজা সম্পাদন করেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অন্তরস্থ করিয়া সমস্ত কামনার ফলপ্রাপ্ত হইয়া জন্ম ও মৃত্যু-রহিত উত্তমা ভক্তি প্রাপ্ত হন।১৮।

প্রদর্শকের অভিভাষণ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪১০ পৃষ্ঠার পর)

জগতের বদ্ধজীব 'সৎশিক্ষা কাহাকে বলে ?', 'পরমার্থ কাহাকে বলে ?', 'লৌকিকার্থের সহিত পরমার্থের কোথায় বৈশিষ্ট্য ?', 'ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গের প্রতি প্রয়োজন-জ্ঞান হইতে কি-প্রকারে মুক্তিলাভ করিয়া ষড়ৈশ্বর্য্যলাভ ঘটে এবং ঐশ্বর্য্যহীনতায় নির্ব্বিকল্প সমাধিতে নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানে কি-প্রকার অমঙ্গল উপস্থিত হয় ?'—এইগুলি অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে জানাইবার জন্যই সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্দেশ্য। 'সৎ' শব্দ পরিবর্ত্তনশীল-জগতে স্থিরমন অচঞ্চলা বুদ্ধিতে কতপ্রকার ধারণা করিয়াছে, তাহাতে কাহার কতটুকু অসদ্‌ভাব দেদীপ্যমান—ইহার একটী তারতম্যমূলে তালিকা প্রস্তুত করিলে দেখা যায় যে, রজস্তমোগুণমিশ্র অধিষ্ঠানে বিশুদ্ধসত্ত্বের অবকাশ নাই। সাত্বত-বিষ্ণুসেবা-পরায়ণ জনগণই 'সৎ' শব্দের সহিত জড়বদ্ধ-জীবগণের নিকট আপেক্ষিক বিচারোৎপন্ন শব্দের যে ভেদকাষ্ঠা সংশ্লিষ্ট—এ কথা বুঝিয়া উঠিতে পারেন। ব্রাহ্মী, খরৌষ্টি ও সান্‌কি প্রভৃতি লেখপ্রণালী হইতে ভাষান্তর্গত শব্দসমূহ যে-প্রকার শিক্ষায় আমাদিগকে শিক্ষিত করে, সেইসকল শিক্ষা আমাদিগকে চেতন-রাজ্যের কৈবল্য-লাভের পরিবর্ত্তে অচিৎশব্দে ও ভাষায় আবদ্ধ করে মাত্র। **উহা নিত্য চিদানন্দময় সাধুগণের শিক্ষণীয় বিষয় নহে।** এই কথা জানিবার জন্যই নর-জাতির মধ্যে ভক্তির স্বরূপের উপলব্ধির আবাহন প্রয়োজনীয়।

সমভাব ও সমতাৎপর্য্যবিশিষ্ট বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে একের অনিত্য সংসারে ভোগ-প্রবৃত্তি ও অপরের সেই সংসারে ভোগের ইন্ধন-সরবরাহ-প্রবৃত্তি দেখিয়া

পূর্ব্বোক্ত-ভোগী, ত্যাগী হইবার যে কর্ত্তৃত্ব প্রদর্শন করেন, তাহাতেও তাঁহাকে মূঢ়তা ও প্রাপ্তবস্তু হারাইবার অপ্রার্থনীয়া বৃত্তিতে অভিভূত হইতে হয়। যখন তিনি দেখেন যে, বন্ধুসৎকৃতিই তাঁহার ধর্ম্ম, তখন তিনি বন্ধুর সেবক-সূত্রে আপনাকে নিয়োগ করেন; বন্ধুকে ভৃত্যসূত্রে নিযুক্ত করিয়া নিজে ভোগী সাজিবার অভিপ্রায় সৎশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত নহে,—জানিতে পারেন। তখন বিবেচক ও দর্শকসূত্রে বন্ধুসেবাই পরম প্রয়োজনীয় বিচার করেন। বন্ধু যাঁহাকে ও যাঁহাদিগকে বিবিধ উপকরণের সহিত বিবিধভাবে সেবা করেন, সেই বন্ধুর সেবা করা যখন সেব্য ভোগী বন্ধুর সদসদ্‌বিচার স্পর্শ করে, তখনই তিনি অপর বন্ধুর মহিমা অবগত হন। তাঁহাকে সকল আলোকের অধিষ্ঠান জ্ঞানকারীর নিকট যে সেবা-ধর্ম্মে তিনি বন্ধুরূপে প্রতিষ্ঠিত, সেই নিত্যধর্ম্মের পালনমুখে যাহাতে ক্ষুৎপিপাসা, জরা, মোহ, ভয় ও শোকের বিধানকারী কর্ত্তা জানিয়া তাঁহার সেবা-ব্যতীত পুরুষকারের নিরর্থক চেষ্টা শোক-মোহ-ভয়োৎপাদনকারিণী বলিয়া জানিতে পারেন। নিত্য পরম ধর্ম্ম—যাহা ব্যতীত অন্যান্য ইতর-ধর্ম্মের বিভিন্ন আকার ভোগী ও ত্যাগী জীবের এক বুঝিতে অন্য বিচার আনিয়া উপস্থিত করায় এবং উহার অমঙ্গল হইতে অবসর লাভ করিতে হইলে যাহা জীবগণের অনাত্ম-সেব্যভাব পরিত্যাগ করাইয়া সেবকের বৃত্তির নিত্যতা উপলব্ধি করায়, তাহারই নাম 'ভক্তি'। ইহার বিপরীত **কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ঈশ্বরাভিমান জীবকে কর্ম্মপথে ও জ্ঞানপথে 'ভবঘুরে' করাইয়া একমাত্র ভগবচ্চরণে ঐকান্তিকী সেবা-প্রবৃত্তি করিতে দেয় না।**

নিত্যারাধ্য ভগবানের প্রভু সাজিয়া তাঁহাকে ভৃত্যরূপ-জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করা জীবের পক্ষে অভদ্র-আনয়ন মাত্র। **পরম-মঙ্গল লাভ করিতে হইলে তাঁহার (ভগবানের) সেবা-কৈবল্যই জীবের একমাত্র বৃত্তি হইয়া পড়ে।** বালচাপল্যের বশবর্ত্তী বিচারকের বুদ্ধি ভক্তিতাৎপর্য্যপর নহে বলিয়াই ভগবান্ উপদেশকসূত্রে উপদিষ্ট-জনগণের সেবা করিয়া থাকেন। যে-কালে জীব নিজের অপবিত্রতা উপলব্ধি করিয়া পবিত্রতা-লাভের জন্য ধাবমান হন, সেইকালে অপবিত্রাবস্থায় ভগবান্‌কে দেখিবার যোগ্যতা নাই বলিয়া নিজেই অপবিত্র থাকেন। কখনও আপনাকে পবিত্রজ্ঞানে বাস্তবসত্য বুঝিতে অগ্রসর না হইয়া নিজের যাহা ভাল লাগে, তাহাকেই পবিত্রতা-জ্ঞানে তদনুশীলনে ব্যস্ত থাকেন। নিজের অপবিত্রতার আরোপ করিতে গিয়া

ভগবানের মঙ্গলময়ী পূর্ণ স্বেচ্ছাচারিতার সহিত উহার সমজ্ঞান করেন। নিজকে ক্লেশ-দায়ক পুরুষকারের অধিষ্ঠান জানিয়া মায়া-প্রতারিত-নেত্রে তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়া মৎসর-ভাবাপন্ন হন।

যখন তিনি পদ্মপলাশলোচন ভগবানের কথা ও তাঁহার কারুণ্যদৃষ্টির বিচার করেন, তখন তিনি তাঁহার নিত্য-শুদ্ধ-পূর্ণ-মুক্ত সাক্ষী ভগবানের চক্ষু দেখিতে পান। নিজের ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সাদুষ্ট-দর্শনে দোষ আছে জানিতে পারেন। প্রাকৃতরাজ্যে দর্শকের বিচারে ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলার বিচার যদি তাহারই ন্যায় দেশ-কালের অন্তর্ভুক্ত-বিচারে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে পুরুষোত্তম-বস্তুর প্রাকৃত জগতে অবতরণকালে গুণাবৃত-দর্শনরূপ অপবিত্রতা আসিয়া পুণ্ডরীকাক্ষের চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মনের স্মৃতি উদিত না করাইয়া তাহাও আত্মসদৃশ দোষযুক্ত বলিয়া 'ছোটমুখে বড়কথা' আনিয়া ফেলে। তখন "কপ্যাস"-শ্রুতিব্যাখ্যায় ভগবদ্-বিদ্বেষ আরম্ভ হয় এবং পুরুষোত্তম-বস্তুকে জড়ান্তর্গত মনে হয়। ভক্তি-প্রদর্শনী পারমার্থিকের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনের জন্য বদ্ধজীবের ভোগোত্থিত বিবর্ত্ত-দর্শনের শৃঙ্খল হইতে তাহাকে উন্মোচন করিতে অভিলাষ করেন।

জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কেবল চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক বিশ্বের মঙ্গলকারী নহেন, তদতিক্রান্ত জগতের, বিরজা নদী ও তৎপরপারের তাঁহার নিজালোকে বশ্যগণের চক্ষুঃ ঝল্‌সাইয়া দিয়া তাঁহাদেরও অমঙ্গল করেন না। তিনি স্বয়ং কৃপাপূর্ব্বক "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ" শ্রুতির উদ্দেশমত স্বয়ং কৃপাবতারী হইয়া প্রাকৃতরাজ্যে অবতরণ করেন। কিন্তু প্রাকৃত-বুদ্ধিবিশিষ্ট সঙ্কীর্ণচেতা বন্ধুগণের ন্যায় অবৈকুণ্ঠভাবে বন্ধুগণের অমঙ্গল সাধন করেন না। এমন কি, যে-সকল বন্ধু তাঁহার প্রতিকূল অনুশীলন করিয়া ব্রহ্মসুখাভিলাষে সিদ্ধহস্ত হন, সেই বৈকুণ্ঠবিদ্বেষী দৈত্যগণকে ব্রহ্মাণ্ড ও বৈকুণ্ঠ—এই উভয়ের অভাব-রাজ্যে স্থানদানরূপা মুক্তি প্রদান করেন। প্রহ্লাদের প্রতি কৃপাবতার শ্রীনৃসিংহ-দেবের ন্যায় স্বীয় ক্রোড়ে স্থান দান করেন না।

অনেকের নিকট প্রশ্ন হইতে পারে যে, বন্ধুগণের মধ্যে এরূপ একই বস্তুর দর্শনবৈষম্য কি-প্রকারে উদিত হইল? তদুত্তরে জানা যায় যে, বদ্ধজীব-স্বরূপে কেবল-জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা-ধর্ম্ম নিত্য অবস্থিত। তজ্জন্যই তিনি শক্তিমান্ অখণ্ড অদ্বয়জ্ঞানে গঠিতবস্তু হইলেও অজ্ঞানের দ্বারা অভিভাব্য। তাঁহার স্বতন্ত্র ইচ্ছাই স্বীয় চেতনের পরিচয়। বস্তুবৈচিত্র্যের ছায়া-গ্রহণ-পিপাসা তাঁহাকে

বস্তুর চন্দ্রিকালোক আবরণ করিয়া স্বদর্শনের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করায় এবং তিনি তাঁহার সমজাতীয় নিত্যবন্ধুবর্গকে বন্ধু মনে না করিয়া শোক, মোহ ও ভয়ের কারাগারে আপনাকে নিক্ষিপ্ত করেন। এইরূপ চেতনধর্ম্মরহিত করিবার বিচার করুণাময় ভগবানের নাই; তবে করুণাময় ভগবানের দ্বারা বঞ্চিত করুণা নিহত করিবার পূর্ণ বাসনাই তাঁহাকে তটস্থভাবে নীত করায়। ইহাই নির্ব্বিশেষ বিচার—যাহা বৈকুণ্ঠ ও মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরালে অবস্থিত ভগবত্তটস্থাশক্তি-পরিণতি। এখানে জীবের মধ্যে নিত্যবদ্ধ ও নিত্যমুক্ত ভাবদ্বয়ের অভাব-ভূমিকা। তাহাতে কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে, সেই স্থান হইতে ভক্তিবিদ্বেষিগণের পতনের ও ঊর্দ্ধগমনের যোগ্যতা থাকে না। যদি অণুচেতন জীবধর্ম্ম স্বতন্ত্রতা-রহিত হয়, তাহা হইলে অচিৎ বা জড়পিণ্ডমাত্রেই জীবের অধিষ্ঠান স্থিরীকৃত হয়। উহা ঐরূপ করুণাময়ের কারুণ্যবিচার নহে; উহা নিষ্ঠুরের আত্মচেতন-বিনাশরূপ সংহার-মাত্র। জীবের নিত্যগঠনে অণুচিৎএর অধিষ্ঠান; সেই অণুচিৎ কখনও বিভুচিৎ বলিয়া আপনাকে কল্পনা করিতে পারে না। তাদৃশী কল্পনা উন্মত্তের লক্ষণ ও অযৌক্তিক।

ঈশসেবা-বিমুখতার জন্য আমাদের মৎসরতা প্রবল হইলে শ্রীমদ্ভাগবতে ঈশানুকথা নাই বলিয়া একপ্রকার দুষ্প্রবৃত্তি উদিত হয়। ভূতপ্রেতদাস্যে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে যেরূপ নিষ্ঠুরতা, পৈশুন্য ও মৎসরতা প্রভৃতি রিপুষট্‌কের বাধ্য হইতে ভাল লাগে, সেইরূপ কৃষ্ণসেবায় বিমুখতা উপস্থিত হইলে আমাদের নিত্য অমঙ্গলের পথে ধাবিত হইবার রুচি হয়। ধর্ম্মলাভ, অর্থলাভ, কামলাভ অথবা মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে আমাদের অভিজ্ঞানকে আমরাই চালিত করি; তখন কৃষ্ণপ্রেমের অনুসন্ধান আমাদের নিকট প্রয়োজনীয় বোধ হয় না। সুতরাং **অধোক্ষজ ভগবান্‌কে সেইকালে ভোগ্যদৃশ্যের অন্তর্ভুক্ত-বিচারে আমরাই কর্ত্তৃত্বাভিমানে তাঁহার নিকট হইতে সেবা আকাঙ্ক্ষা করিয়া নিজেদের নশ্বর ইন্দ্রিয়ের তর্পণ বিধান করি।** এইরূপ অমঙ্গলের পরিণতিকারক শিক্ষকের উপদেশাত্মক শব্দব্যাখ্যা শুনিতে গেলে আমাদের শ্রেয়োলাভের পরিবর্ত্তে তাঁহার নিকট হইতে মন্দোদয়া দয়ার ছলনা লাভ করি। এইজন্য ধর্ম্মার্থ-কামরূপা গতি ব্যতিক্রম করিতে না পারিলে হরিপ্রেমার সৌন্দর্য্য ও পুরুষোত্তমের মহিমা অধম পুরুষ অবগত হইতে পারেন না। তখন তিনি বুঝিতে পারেন না যে, তাঁহার উপদেশক মায়াবাদের মহিমাতেই তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া অথবা ফলভোগাস্বাদের আলেয়ার পশ্চাতে

তাঁহাকে ধাবমান হইবার পরামর্শ দিয়া ডাকপুরুষের শব্দ "ভাল কর্ত্তে পারি না, মন্দ কর্ত্তে পারি, কি দিবি ত' দে"—এই কথার সার্থকতা করেন।

ভ্রান্ত বদ্ধজীবকুলের কোন পরামর্শ শ্রবণ করিলে আমরাও ভ্রান্ত অন্ধের অনুগমনে জড়কার্য্য-কারণ-বাদে আবদ্ধ হইয়া প্রাকৃতরাজ্যের ভোক্তা হইয়া যাইব। নিষ্কপট বেদবাণী প্রতিপক্ষরহিত হইয়া আমাদিগকে নিরপেক্ষতা শিক্ষা দেয়। মনোধর্ম্মী প্রাকৃতরাজ্যে বাসকালে তাঁহার বিপৎসমূহ স্মরণপথে লইয়া পালাইবার চেষ্টা করিলে বাসনা প্রতিরুদ্ধ হইয়া বিরুদ্ধ ফল লাভ করে। কিন্তু তর্কপথে বিরোধিগণের সহিত বিরোধ করিতে গেলে বাস্তবশব্দ-শ্রবণের ব্যাঘাত হয়। তজ্জন্য পরদুঃখদুঃখী নিরপেক্ষ শ্রৌতবাক্যের আশ্রয় গ্রহণ করিলেই আমাদের নিত্যমঙ্গল হয়। প্রকৃতিস্থ হইয়া, গুণের দ্বারা অভিভূত না হইয়া, সংযত থাকিয়া যিনি সমঙ্গলশ্রুতি শ্রবণ করেন, তাহাতেই জড়কর্ণ-মল-সংস্কার-ফলে তাঁহার চিৎকর্ণ শ্রৌত-বিচার-গ্রহণে কৃতার্থ হয়।

ভগবদ্বস্তু প্রাকৃত অচিৎজাতীয় বস্তু নহেন, অথবা চিদচিন্মিশ্রজাতীয় তটস্থাশক্তিতে শক্তিমান্ মাত্র নহেন। তিনি অন্তরঙ্গা অপ্রাকৃতশক্তি, তটস্থা শক্তি ও বহিরঙ্গা শক্তি—এই ত্রিশক্তির একমাত্র শক্তিমান্ বলিয়া তাঁহাকে কেবল তটস্থাশক্তির শক্তিমান্ বলিতে গেলে আংশিকতা পূর্ণবিচারকে বিমর্দ্দিত করে।

পূর্ণপুরুষের সম্যক্ কীর্ত্তনই মলিন চিত্তদর্পণের মার্জ্জন করায়, ভবসংসার-সমুদ্রের উত্তাপতরঙ্গৌঘ মায়াবাদ ও ভোগবাদাদি ক্লেশাগ্নির নির্ব্বাপণ করায়, প্রকৃতমঙ্গল উৎপাদন করাইয়া সকল অমঙ্গল হইতে মুক্ত করায়, অপরা বিদ্যার অবিদ্বদ্রূঢ়ি হইতে মুক্ত করিয়া পরবিদ্যাবধূজীবন শ্রীনামের বিদ্বদ্রূঢ়িতে দীক্ষিত করায় এবং **প্রতিপদেই আনন্দোৎস বর্দ্ধন করাইয়া চিন্ময়ী সেবোন্মুখতা বৃদ্ধি করে।**

শ্রৌতবিষয়ের উদাহরণমুখে পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র যে অর্চ্চার বিধান করিয়াছেন, তাহাতে চিদ্দর্শনেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য চিদ্রূপদর্শন এবং আবৃত অচিদ্রূপ-দর্শনকে সমজাতীয় মনে করিতে নাই; তাদৃশ বিচার হইতে মুক্ত হইতে হইলে কীর্ত্তনমুখে সেই অর্চ্চা দর্শন করিলে সেবোন্মুখ দর্শনের সিদ্ধিলাভ ঘটে। তখন চিদুদ্দীপন-প্রভাবে সেব্যের স্মরণ সুষ্ঠুতা লাভ করে এবং সেবা-বৃত্তিতে কোন বিক্ষেপ বা আবরণ ক্রিয়া করিতে সমর্থ হয় না।

আমাদের গৃহব্রতধর্ম্ম কৃষ্ণ-সেবোন্মুখতাকে আবদ্ধ করিয়া প্রত্যক্ষ, অনুমান, জড়সাদৃশ্য ও জড়োদাহরণে বাস্তবস্মৃতির ব্যাঘাত করায়; কিন্তু অবিকৃত

চিদ্‌বৃত্তিদ্বারা নিত্য অবিকৃত **বিভুচিৎএর স্মরণ করিতে হইলে চিদুদ্দীপন আবশ্যক। সেই উদ্দীপনই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনের শোধক ঔষধ ও পথ্য।** চিৎ বা অচিৎ বস্তু কীর্ত্তিত হইলে উহা শ্রুত হয়। শ্রুত হইলেই কীর্ত্তিত বা প্রকাশিত বৈচিত্র্য স্মৃতির উদ্দীপন করায়। তখন আলম্বনের বিষয়ে ও আশ্রয়ে কোন অপ্রার্থিত বস্তু প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। চিদ্‌ভূমিকায় প্রবেশই গীতোক্ত "বিশতে তদনন্তরম্" শ্লোকের ব্যাখ্যা। উহা বৈকুণ্ঠের দ্বার মায়াতীত বিরজা ও নির্ব্বিশেষ বিচার অতিক্রম করিয়া বৈকুণ্ঠ-অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক কেবলচেতন-বিচিত্রতায় প্রবেশাধিকার-লাভ ঘটায়। সেরূপভাবে পারমার্থিক-প্রদর্শনী প্রেমচক্ষুর্দ্বারা দর্শন করিলে শ্রীশ্যাম-সুন্দরের অতুলৈশ্বর্য্যের ছটা তাঁহার মাধুর্য্যময় বিগ্রহদর্শনে ব্যাঘাত করিবে না এবং আমাদেরও বাস্তব-বস্তুর সেবাপ্রবৃত্তির বাধা দিবে না। তখন বস্তুর ও ছায়ার মধ্যে বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির বিষয় হইবে এবং কোন্ অংশ দুঃসঙ্গ এবং কোন্ অংশ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, তাহা বুঝিতে অসুবিধা হইবে না।

জাগতিক নশ্বর আপেক্ষিকতা—নিত্যরাজ্যের, কেবলচেতন-রাজ্যের, নির্ব্বাধ-আনন্দময় রাজ্যের বাধক-মাত্র; সুতরাং মায়িকরাজ্যের অপ্রার্থিত ভাবসমূহ স্তব্ধ করিয়া সেবোন্মুখতা-বলেই আমাদের বাস্তব-বস্তুবিষয়ক জ্ঞানলাভ, তৎসান্নিধ্য ও তাঁহার কেবলা অব্যভিচারিণী সেবাপ্রবৃত্তি আত্মস্বরূপে উপস্থিত হইয়া বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুর বিচার-স্রোত হইতে মুক্তি প্রদান করিবে। তজ্জন্যই আমার কাতর প্রার্থনা এই যে, আপনারা সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করিয়া এইগুলির তাৎপর্য্য গ্রহণপূর্ব্বক জড়জগতের প্রভু হইবার বাসনার পরিবর্ত্তে চিজ্জগতের সেবাকে বহুমানন করিবেন। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবত্তার সর্ব্বোত্তম প্রকাশভেদের মূল আকর **স্বয়ংরূপ স্বয়ংপ্রকাশ-সেবিত অদ্বয়জ্ঞান অধোক্ষজ ব্রজেন্দ্রনন্দনই সেব্য হউন।** ব্রজেন্দ্রনন্দনের অনুকূল, আবরণ-রহিত, স্বকর্ত্তৃত্বানুগত্য-বাসনা-বর্জ্জিত-দর্শনোত্থ অনুশীলনই আমাদের অভিধেয় এবং সর্ব্বাশ্রয়ের প্রেয়ে আত্মনিয়োগবৃত্তি প্রকটিত, অকাল-ক্ষোভ্য, নিত্য, পূর্ণ, চিন্ময় ও নির্ব্বাধ আনন্দের মধ্যে নিত্যপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তাহাই আমাদের পরমপুরুষার্থ হউক।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

———

নামাশ্রয়ের ফল

পূর্ণতম ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলা দেদীপ্যমান আছে। মধুর রসাশ্রিত শুদ্ধ ভক্তবৃন্দ অপ্রাকৃত দেহে তাহা অনুভব করিয়া থাকেন। সেই অষ্টকাল লীলার মধ্যে সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভরূপে দ্বিবিধ রস। শ্রীমতী রাধিকা ও তৎপরিচারিকাগণ তাহা আস্বাদন করেন। বিপ্রলম্ভ ব্যতীত সম্ভোগের স্ফূর্ত্তি হয় না, এজন্য অষ্টকালীয় লীলা মধ্যে সময়ে সময়ে পূর্ব্বরাগ, বিরহ ইত্যাদি ভাব হইয়া থাকে। সে মাধুর্য্য নব নবভাবে প্রকটিত হন, এককালে সমস্ত ভাবোদয় হয় না।

শুদ্ধনাম-পরায়ণ ভক্ত-পুরুষ নামাস্বাদকালে যখন ভক্তিস্রোতে ভাসিতে থাকেন তখন তাঁহার অপ্রাকৃত দেহে সমস্ত তত্ত্ব আসিয়া উদ্দীপিত হয়। ব্রজধামে শ্রীরাধাকৃষ্ণ যখন সে লীলা প্রকটিত করেন, শুদ্ধভক্ত নামের বলে অনায়াসে তাহা দেখিতে পান। ইহা শাস্ত্র যুক্তিগত সিদ্ধান্ত দ্বারা কিছুই অবগত হওয়া যায় না। একমাত্র সদ্‌গুরু আশ্রয় করিয়া নিরপরাধে নামাশ্রয় করিলে স্বল্পদিন মধ্যেই অনর্থ নিবৃত্তি হইয়া শ্রীনামে নিষ্ঠা হইলে সমস্ত সিদ্ধিই হয়। নামাপরাধ থাকিলে নামের ফল হয় না। তেমনি হৃদয়-দৌর্ব্বল্য, অসত্তৃষ্ণা নিবৃত্তি না হইলে ভক্তিনিষ্ঠা হয় না। যাঁহারা শুদ্ধভক্তি-তত্ত্ব পাইবার প্রয়াসী তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে অনর্থমণ্ডলী যাহাতে বিনষ্ট হয়, তাহারই উপায় করিবেন।

অনর্থ একদিনে যায় না, নিরপরাধে নাম করিবার যত্ন পাইলে ক্রমে ক্রমে নষ্ট হয়। এই অনর্থই ভজনের প্রতিকূল। অনর্থ থাকিলে কোনক্রমেই ভজনোন্নতি হইবে না। অনর্থ-চতুষ্টয় এককালে নিবৃত্তি হইলে শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা ক্রমোন্নতি অনুসারে প্রাপ্ত হওয়া যায়; শুদ্ধ নামোদয় হইলে সেই কৃষ্ণনাম রূপ হইয়া দর্শন দেন, সে-রূপটী শ্যামবর্ণ। ক্রমে গুণোদয় হইলে শ্রীগোপীবল্লভের অসাধারণ গুণ উদ্দীপিত হয়। সিদ্ধি হইলে লীলা দর্শন-ফলে ব্রজগোপীদিগের পরিচারিকা মধ্যে পরিগণিত হওয়া যায় এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকাল সেবা-সুখ সম্ভোগ করেন। নিষ্কপটে সদ্‌গুরুর নিকট হইতে শ্রীনাম পাইয়া একান্তভাবে নামাশ্রয় করিলে অতি অল্পকাল মধ্যেই সকল বস্তু সিদ্ধি হয়, আর পরজন্মের অপেক্ষা থাকে না। চিন্ময় নামানন্দে চিত্তের বিচিত্র ভাব উদয় হয়। সে বিমল আনন্দের নিকট কর্ম্মযোগ-ধ্যান কিছুই নয়। নাম

অপেক্ষা আর কোন বস্তু শ্রেষ্ঠ নয়। সর্ব্ব তত্ত্বাপেক্ষা শ্রীহরিনাম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, শুদ্ধ ভক্তের জীবন-স্বরূপ। শ্রীচরিতামৃতে ;—

কলিযুগে যুগধর্ম্ম নামের প্রচার।
তীর্থ লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার ॥

গুণাবতারের নিগূঢ় ভাব অন্তর্ব্বহিঃ ভেদে দ্বিবিধ। অন্তরে ব্রজভাব, পারকীয় রস, নব নটবর, গোপবেশ, বনমালা গলদেশে, পীতাম্বর পরিধান, মুরলীবাদন ইত্যাদি ; বাহ্যে রাধা-ভাব-কান্তি, প্রেমভক্তি আস্বাদন করত জীবগণকে শিক্ষা দেওয়া এবং জগদাচার্য্যরূপে শ্রীনাম প্রচার। সেই নাম হইতে অন্তর্ভাব প্রকাশ করিয়া মধুর নামে মধুর রস বিলাইয়াছেন। তাহা শুদ্ধ ভক্ত মহাজনগণ প্রেম-চক্ষে দর্শন করিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ব্রজরস সমুদ্র-বিশেষ। তাহা একবিন্দু পাইলে জীব আপনাকে ভুলিয়া যান। তিনি সংসারে থাকিয়াও ব্রজমাধুর্য্য আস্বাদন করত চিদ্দেহ দ্বারা সমস্ত সুখানুভব করিয়া ছন্নাবতারের নিগূঢ় ভাব সমুদয় অবগত হন। শ্রীধাম মাহাত্ম্যে :—

দাস্য পরিপক্কে যবে জীবের হৃদয়ে।
শ্রীমধুর রস উদে মূর্ত্তিমান হয়ে ॥
সে সময় ভজনীয় তত্ত্ব গৌরহরি।
রাধাকৃষ্ণরূপ হয়ে ব্রজে অবতরি ॥
নিত্যলীলা-রসে সেই ভক্তকে ডুবায়।
রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা, ব্রজধাম পায় ॥

শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষানুসারে যাঁহারা নামাশ্রয় করেন তাঁহারা অচিরে দেখিতে পান যে, কৃষ্ণনামই চরমে প্রেমরূপে প্রকাশিত হন। অন্যপ্রকার রসাপেক্ষা পারকীয় মধুর রস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই রসে অধিক মাধুর্য্য থাকায় মধুর-রস নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

———

কবিতাত্রয়

শ্রীগুরুপাদপদ্ম (১)

শ্রীগুরু-চরণে রতি না জন্মিল গতি কে বলিয়া দিবে।
ছয়টি রিপুর কবলে রহিয়া কেমনে পরাণ র'বে॥
সেই ভাবনাও নাহিক মনেতে কি মোহ পাইল মোরে।
অমিয় তেজিয়া বিষের কলসী সাজায়ে রেখেছি ঘরে॥
হেরিয়া আমার দুর্দ্দৈব ভীষণ শ্রীগুরু করুণা কৈলা।
মো-হেন পাপীরে উদ্ধার করিতে নাম উপদেশ দিলা॥
না বুঝিলু তাঁর কৃপার মরম না লৈনু শরণ তাঁর।
তেজি' নাম-ঔষধি, শত অপরাধের কুপথ্য হইল সার॥
সেই অভিমানে শ্রীগুরু আমার চলি গেলা মোরে ত্যজি'।
তবু মনে জানি গুরুকৃপা-বিনে ব্রজদাসের নাই পুঁজি॥

এদিক ও ওদিক (২)

এদিকে ওদিকে দুইদিকে চলে বিষম টানাটানি,
শোণিত-শিরায় নিরমিত মোর কলেবর রজ্জুখানি।
কত পদার্থ, কত অপদার্থ, আকার প্রকার কত,
কতনা ঘটনা, কতনা রটনা, মনের বাসনা শত।
কিবা পরিণাম ভাবিবার মোর অবকাশ নাহি মোটে,
তীব্র সে টানে দেহ-রজ্জুখানি যায় বুঝি এবে টুটে!
ওদিকে আবার কাহারা টানে ভাষায় কহিতে নারি,
খুব ভাল বটে ওদিকের জয় এদিক্ থাক্‌না হারি'।
এদিকের বাঁধন সীমার মাঝে, ওদিক বাঁধন হারা,
ওদিকে যাহার নাহি আকর্ষণ, লভে সে তনুর কারা।
বার বার শুধু মরণ আনে এদিকের আকর্ষণ,
ওদিকের জয়ে নবীন জীবন শাশ্বত সনাতন।
এদিকের মাঝে ওদিক্ রাজে, ওদিকে এদিক্ রয়,
জলের মাঝারে জীর্ণ তরণী, তরণীও জলময়।
এদিকে শুধুই হাবুডুবু খাওয়া, নাম তার ভবকূপ,
ওদিকে মধুর মুরলীর গান চির-জাগ্রত-রূপ।

ঠাকুর ও আমি (৩)

মন্দিরেতে ঠাকুর জাগে, জাগে আমার আমি,
শাস্ত্র বলে,—বিশ্বে ইহা সবার চাইতে দামী।
বাহিরের এই ফুল-মালা যত ফল-ফসলের ভার,
রূপে রসে গন্ধে ভরা তুলনা নাই তার।
শাস্ত্র বলে,—ঠাকুরই এই বিশ্ববাগের মালী,
ভাগ্যবান্ সে, মালীর পূজায় যে-জন সাজায় ডালি।
আছে হেথা ফুলের হাসি, আছে মৃত্যু-জরা,
তীব্র হলাহল আছে, অমৃত মরণ-হরা।
ঠাকুর ভুলি' যে-জন করে বাগ-বাগিচার পূজা,
তারি লাগি দুঃখ-নরক, তারি লাগি সাজা॥

—শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি, কবিভূষণ

———

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪২২ পৃষ্ঠার পর)

গঙ্গা জল-'কুলে' আসিয়াছেন বলিয়া যেমন তিনি সাধারণ জলমাত্র নহেন, পরন্তু তিনি জল-ব্রহ্ম; মৎস্যদেব মৎস্যকুলে আসিয়াছেন বলিয়া যেমন মৎস্য নহেন, কিন্তু তিনি পরব্রহ্ম; বরাহদেব শূকর কুলে আসিয়াছেন বলিয়া যেমন তিনি শূকর নহেন, পরন্তু সাক্ষাৎ ভগবান্; শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নরকুলে আসিয়াছেন বলিয়া তিনি যেমন নরমাত্র নহেন, পরন্তু স্বয়ং ভগবান্; তদ্রূপ শ্রীনাম শব্দকুলে আসিয়াছেন বলিয়া তিনি শব্দ-সামান্য নহেন,—শব্দব্রহ্ম।

কৃষ্ণনাম ব্রহ্মবস্তু। এ জন্যই শ্রীনামকে নামব্রহ্ম, শব্দব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম বলা হয়। ভগবন্নামই সাক্ষাৎ ভগবান্—পরব্রহ্ম। এ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলেন—

পুনঃ সিদ্ধবট আইলা সেই বিপ্র-ঘরে।
সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম লয় নিরন্তরে॥
ভিক্ষা করি' মহাপ্রভু তাঁরে প্রশ্ন কৈল।
কহ বিপ্র, এই তোমার কোন্ দশা হৈল॥

পূর্ব্বে তুমি নিরন্তর লৈতে রাম নাম।
এবে কেনে নিরন্তর লও কৃষ্ণনাম ॥
বিপ্র বলে—এই তোমার দর্শন-প্রভাবে।
তোমা দেখি' গেল মোর আজন্ম স্বভাবে ॥
বাল্যাবধি রামনাম গ্রহণ আমার।
তোমা দেখি কৃষ্ণনাম আইল একবার ॥
সেই হৈতে কৃষ্ণনাম জিহ্বাতে বসিলা।
কৃষ্ণনাম স্ফুরে, রামনাম দূরে গেলা ॥
বাল্যকাল হৈতে মোর স্বভাব এক হয়।
নামের মহিমা-শাস্ত্র করিয়ে সঞ্চয় ॥
রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে ॥ (পদ্মপুরাণ)

[অনন্ত সত্যানন্দ চিদাত্মক পরমতত্ত্বে যোগিসকল রমণ (আনন্দ লাভ) করেন বলিয়া তাঁহার নাম রাম। এইজন্যই রামনাম সাক্ষাৎ পরংব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত।]

কৃষি ভূর্বাচকঃ শব্দো ণশ্চ নিবৃ'তিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥ (মহাভারত)

['কৃষ্' ধাতু ভূ অর্থাৎ আকর্ষক সত্তাবাচক, 'ণ' শব্দ নির্বৃতি অর্থাৎ পরমানন্দবাচক। কৃষ্ ধাতুতে ণ প্রত্যয় করিয়া তদুভয়ের ঐক্যে কৃষ্ণনাম সাক্ষাৎ পরংব্রহ্ম।]

পরংব্রহ্ম দুই নাম সমান হইল।
পুনঃ আর শাস্ত্রে কিছু বিশেষ পাইল ॥
রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে।
সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে ॥ (পদ্মপুরাণ)

['রাম' 'রাম' 'রাম' বলিয়া মনোরম যে রাম, তাহাতে আমি আনন্দ লাভ করি। হে বরাননে, একটী রামনাম সহস্র বিষ্ণুনামের তুল্য।]

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম্।
একবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি ॥ (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

[বিষ্ণুর পবিত্র সহস্র নাম তিনবার পাঠ করিলে যে ফল হয়, কৃষ্ণনাম একবার উচ্চারণ করিলে সেই ফল হইয়া থাকে। তৎপর্য্য এই,—এক

রামনাম সহস্র বিষ্ণুনামের তুল্য এবং এক কৃষ্ণনাম তিন সহস্র বিষ্ণুনামের তুল্য। সুতরাং তিনবার রামনামের ফল একবার কৃষ্ণনামেই পাওয়া যায়।

এই বাক্যে কৃষ্ণনামের মহিমা অপার।
তথাপি লইতে নারি শুন হেতু তার ॥
ইষ্টদেব রাম তাঁর নামে সুখ পাই।
সুখ পাঞা রামনাম রাত্রি দিন গাই ॥
তোমার দর্শনে যবে কৃষ্ণনাম আইল।
তাহার মহিমা তবে হৃদয়ে লাগিল ॥
সেই কৃষ্ণ তুমি—ইহা সাক্ষাৎ নির্দ্ধারিল।
এত কহি বিপ্র প্রভুর চরণে পড়িল ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ৯ম অঃ)

সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, অংশী ভগবান্ বা অবতারী, শ্রীরাম-নৃসিংহাদি কৃষ্ণের অবতার বা অংশ। কৃষ্ণাভিন্ন কৃষ্ণনামও তদ্রূপ অন্যান্য অবতারের নাম অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ও অধিক মাহাত্ম্য-বিশিষ্ট। তাই জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু স্বকৃত **কৃষ্ণসন্দর্ভ-গ্রন্থে (৮২ সংখ্যা)** বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণনামের ফলাধিক্যের কথা পদ্মপুরাণের পাতাল খণ্ডে বর্ণিত আছে। যথা—**তারকাজ্জায়তে মুক্তিঃ প্রেমভক্তিস্তু পাবকাদিতি। পূর্ব্বমত্র মোচকত্ব-প্রেমদত্বাভ্যাং তারক-পারকসংজ্ঞে রাম-কৃষ্ণনাম্নোর্হি বিহিতে। তত্র চ রামনাম্নি মোচকত্বশক্তিরেবাধিকা, শ্রীকৃষ্ণনাম্নি তু মোক্ষসুখ-তিরস্কারি-প্রেমদাতৃত্বশক্তিঃ সমধিকেতি ভাবঃ।** ইথমেবোক্তং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে,—যচ্ছক্তি নাম যৎ তস্য তস্মিন্নেব চ বস্তুনি সাধকং পুরুষব্যাঘ্র সৌম্যক্রূরেষু বস্তুষিতি। কিঞ্চ শ্রীকৃষ্ণনাম্নোর্মাহাত্ম্যং নিগদেনৈব শ্রূয়তে প্রভাসপুরাণে শ্রীনারদ-কুশধ্বজ-সংবাদে শ্রীভগবদুক্তৌ—নাম্নাং মুখ্যতমং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপেতি।"

"তারক হইতে মুক্তি এবং পারক হইতে প্রেমভক্তি লাভ হয়। মুক্তিদাতৃত্ব হেতু রামনামের 'তারক' সংজ্ঞা এবং প্রেমদাতৃত্ব হেতু কৃষ্ণনামের 'পারক'-সংজ্ঞা।"—এই শিব বাক্যের তাৎপর্য্য,—রামনামের মোচকতা শক্তি অধিক, আর কৃষ্ণনামের মোক্ষসুখ-তিরস্কারী-প্রেমানন্দ-দান শক্তি সমধিক।

বিভিন্ন ভগবৎ স্বরূপের নাম যে বিভিন্ন ফল প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে উক্ত হইয়াছে। যথা—"হে পুরুষব্যাঘ্র! শ্রীভগবানের নামের

যে শক্তি, সুজন হউন বা খলই হউন, নাম নিজশক্ত্যনুরূপ প্রেমাদি দান করিয়া থাকেন।" যে নামে প্রেমদান-শক্তি প্রচুর, সেই নামাশ্রিত ব্যক্তি যেমন স্বভাবেরই হউন না কেন, তাঁহাকে প্রেমদান করিবেন; আর যে নামে মোচকতা-শক্তি প্রচুর, সেই নাম মুক্তি প্রদান করিবেন। সুজন ও খল উভয় অধিকারী সম্পূর্ণ ফল লাভ করেন বলিলেও সমকালে উভয়ের ফল প্রাপ্তি সম্ভাবনা করা যায় না। নিরপরাধে নামাশ্রয় মাত্রই প্রেম লাভ হয়। সাপরাধ জনের নামাশ্রয়ে যখন অপরাধ ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে, তখন প্রেমভক্তি আবির্ভূত হইবেন, ইহাই বিশেষত্ব বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণনামের মহিমাধিক্যের কথা অতি স্পষ্টভাবে আরও শুনা যায়। যথা—প্রভাস পুরাণে শ্রীনারদ-কুশধ্বজ-সংবাদে শ্রীভগবদুক্তি—হে পরন্তপ, 'নাম' সকলের মধ্যে "কৃষ্ণ" এই নামই আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও আমরা পাই,—মহামায়া শ্রীদুর্গাদেবী নামাচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে বলিয়াছেন—

পূর্ব্বে আমি রামনাম পাঞাছি শিব হৈতে।
তোমার সঙ্গে লোভ হৈল কৃষ্ণনাম লৈতে॥
মুক্তি হেতু তারকব্রহ্ম হয় 'রামনাম'।
'কৃষ্ণনাম' পারক হঞা করে প্রেম দান॥
কৃষ্ণনাম দেহ তুমি মোরে কর ধন্যা।
আমারে ভাসাও তৈছে এই প্রেমবন্যা॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩।২৫৪-২৫৬)

যুগলিত শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাস্য। বৈকুণ্ঠে দেহদেহী, নাম-নামীতে ভেদ নাই। কৃষ্ণনাম সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। রাধানাম সাক্ষাৎ রাধা। শ্রীরাধাকৃষ্ণনামই সাক্ষাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ। এজন্য রাধাকৃষ্ণনামই আমাদের নিত্য উপাস্য। শাস্ত্র বলেন—

উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান?
শ্রেষ্ঠ উপাস্য—যুগল রাধাকৃষ্ণ নাম॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ৮।২৫৫)

তাই জগদ্‌গুরু শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

রাধেতি নাম নবসুন্দর-সীধুমুগ্ধং
কৃষ্ণেতি নাম মধুরাদ্ভুত-গাঢ়দুগ্ধম্।

সর্ব্বক্ষণং সুরভিরাগহিমেন রম্যং
কৃত্বা তদেব পিব মে রসনে ক্ষুধার্ত্তে ॥ (স্তবাবলী)

জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন—

ভোজন লালসে রসনে আমার,
শুনহ বিধান মোর।
শ্রীনাম যুগল রাগ সুধারস
খাইয়া থাকহ ভোর ॥

নবসুন্দর পীযুষ রাধিকা নাম।
অতিমিষ্ট মনোহর তর্পণ ধাম ॥
কৃষ্ণনাম মধুরাদ্ভুত গাঢ় দুগ্ধে।
অতীব যতনে কর মিশ্রিত লুব্ধে ॥
সুরভি রাগ হিম রম্য তঁহি আনি।
অহরহ পান করহ সুখ জানি ॥
নাহি রবে রসনে প্রাকৃত পিপাসা।
অদ্ভুত রস তুয়া পুরাওব আশা ॥
দাস রঘুনাথ পদে ভক্তিবিনোদ।
যাচই শ্রীরাধাকৃষ্ণ-নাম প্রমোদ ॥ (গীতাবলী)

ভগবৎপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু আরও বলিয়াছেন—

বসতো গিরিবর-কুঞ্জে
লপতঃ শ্রীরাধিকেহনুকৃষ্ণেতি।
ধয়তো ব্রজ-দধি-তক্রং
নাথ সদা মে দিনানি গচ্ছন্তু ॥ (স্তবাবলী)

হে প্রভো! গোবর্দ্ধন কুঞ্জে বাস, 'অগ্রে হে রাধিকে! পশ্চাৎ হে কৃষ্ণ!' এই নামদ্বয় উচ্চারণ এবং ব্রজের দধি ও তক্র (ঘোল) পান করিতে করিতে আমার দিনসমূহ অতিবাহিত হউক। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

উপনিষদ্-বাণী

বৃহদারণ্যক (৬)

যদি কেহ মহত্ত্ব প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহা হইলে উত্তরায়ণে শুক্ল পক্ষের পুণ্যতিথিতে বার দিন পয়োব্রতী থাকিয়া যজ্ঞডুমুরের কাষ্ঠে নির্ম্মিত পাত্রে সর্ব্বৌষধি, যাগ এবং অন্যান্য সামগ্রী একত্রিত করিয়া, যজ্ঞস্থান পরিলেপন ও চতুর্দ্দিকে কুশবিস্তার করিয়া অগ্নিস্থাপন করিবেন। পরে ঘৃতকে গৃহ্যোক্ত বিধিতে শোধন করিয়া পুংলিঙ্গ-নামের নক্ষত্রে (হস্তা আদি) পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য অগ্নি ও নিজের মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক মূল গ্রন্থোক্ত মন্ত্রে হোম করিবেন। নিম্নে তাহার অর্থ প্রদত্ত হইল—

হে জাতবেদ (অগ্নি)! তোমার বশবর্ত্তী যাবতীয় দেবতা বক্রমতি হইয়া পুরুষের কামনার প্রতিবন্ধকতা করেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে এই আজ্যভাগ তোমাতে আহুতি দিতেছি। তাঁহারা তৃপ্ত হইয়া আমাকে সমস্ত কামনাতে তৃপ্ত করুন। আমি সকলের মৃত্যুর ধারণকর্ত্তা, এইরূপ অভিমানী কুটিলমতি দেবতাগণের (তোমার আশ্রিত) উদ্দেশে আমি আহুতি প্রদান করিতেছি। তাঁহারা সকল কামনা পূরণ করুন। অতঃপর "জ্যেষ্ঠায় স্বাহা, শ্রেষ্ঠায় স্বাহা" মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দিয়া স্রুবে অবশিষ্ট ঘৃতটুকু ঢালিয়া দিয়া "প্রাণায় স্বাহা, বসিষ্ঠায়ৈ স্বাহা" মন্ত্রে হোম করিবেন। "বাচে স্বাহা, প্রতিষ্ঠায়ৈ স্বাহা" মন্ত্রে আহুতি দিয়া "চক্ষুষে স্বাহা, সম্পদে স্বাহা" মন্ত্রে আহুতি দিয়া পূর্ব্বোক্তমতে অবশিষ্ট ঘৃতটুকু মন্থে ঢালিবেন।

"শ্রোত্রায় স্বাহা, আয়তনায় স্বাহা, মনসে স্বাহা, প্রজায়ৈ স্বাহা, রেতসে স্বাহা, অগ্নয়ে স্বাহা, সোমায় স্বাহা, ভূঃ স্বাহা, ভুবঃ স্বাহা, স্বঃ স্বাহা, ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা, ক্ষত্রায় স্বাহা, ভূতায় স্বাহা, ভবিষ্যতে স্বাহা, বিশ্বায় স্বাহা, প্রজাপতয়ে স্বাহা" ইত্যাদিক্রমে পূর্ব্বোক্ত বিধিতে হোম করিবেন।

অতঃপর—মন্থকে স্পর্শ করিবেন। মন্থ দ্রব্যের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা প্রাণ। প্রাণের সহিত একরূপতার জন্য উহা সর্ব্বাত্মক। তুমি প্রাণরূপ হওয়ায় সমস্ত দেহে ভ্রমণশীল, অগ্নিরূপহেতু সর্ব্বত্র প্রজ্বলিত, ব্রহ্মরূপহেতু পূর্ণ, আকাশরূপ হওয়ায় অত্যন্ত স্তব্ধ (নিষ্কম্প)। তুমি যজ্ঞের আরম্ভে প্রস্তোতাদ্বারা হিঙ্কৃত হও, তুমিই হিংক্রিয়মান, উদ্গাতাদ্বারা উচ্চস্বরে গীত উদ্গীয়, অধ্বর্য্যুদ্বারা শ্রাবিত এবং আগ্নীধ্রদ্বারা প্রত্যাশ্রাবিত, আর্দ্র (মেঘে) সম্যক প্রকারে দীপ্ত,

তুমিই বিভু ও প্রভু। তুমিই ভোক্তা, সকলের কারণরূপে প্রলয় স্থান এবং সংহারকারী বলিয়া সংবর্গ।

পুনরায় "আমংসি আমংহি তে মহি স হি রাজেশানোঽধিপতিঃ স মাং রাজেশানোঽধিপতিং করোতু ইতি" অর্থাৎ তুমি সব জান, আমি তোমার মহিমা উত্তমরূপে জানি। ঐ প্রাণ রাজা অধিপতি এবং ঈশান (ঈশ্বর), তিনি আমাকে ঐরূপ করুন। এই মন্ত্রে মন্থকে উপরে উঠাইবে।

তৎপরে 'তৎসবিতুর্বরেণ্যং' মন্ত্রে মন্থকে ভক্ষণ করিবে। অর্থ—সূর্য্যের বরেণ্য (শ্রেষ্ঠ পদকে) আমি ধ্যান করি। পবন মন্দ মধুর গতিতে প্রবাহিত, সিন্ধুসকল মধু স্রাব করিতেছে, ঔষধিসকল মধুর হউক বলিয়া মন্থের প্রথম গ্রাস ভক্ষণ করিবে। আমি সবিতাদেবের তেজকে ধ্যান করি, রাত্রি ও দিন মধুময় হউক, পৃথিবীর ধূলিকণা মধুমৎ হউক, পিতা, দ্যুলোক আমার জন্য সুখকর হউক, বলিয়া মূলোক্ত মন্ত্রে দ্বিতীয় গ্রাস ভক্ষণ করিবে। 'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ' (যে সবিতাদেব আমার বুদ্ধি বৃত্তির প্রেরক), বনস্পতি মধুময় হউক, সূর্য্য মধুমান হউন, কিরণসকল অথবা দিকসকল সুখকর হউক, ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা এবং তৎপরে সমস্ত গায়ত্রী মন্ত্র ও 'মধু বাতা ঋতায়তে' সম্পূর্ণ মন্ত্রটি পাঠ করিয়া মূলোক্ত মন্ত্রে তৃতীয় গ্রাস ভক্ষণ করিবে।

অতঃপর এই মন্থকে উদ্দালক-আরুণি নিজ শিষ্য বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্যকে, যাজ্ঞবল্ক্য নিজশিষ্য মধুক পৈঙ্গকে, পৈঙ্গ শিষ্য চুল ভাগবিত্তিকে, চুলভাগবিত্তি স্বশিষ্য জানকি আয়স্থুণকে, তিনি সত্যকাম জাবালকে ও সত্যকাম নিজ শিষ্যদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন। যদি কেহ এই মন্থকে শুষ্ককাষ্ঠে নিক্ষেপ করেন তবে তাহা হইতে শাখা-পল্লব-পত্রাদি উৎপন্ন হইবে। শিষ্য বা পুত্র না থাকিলে ইহা কাহাকেও উপদেশ করিবে না। এই মন্থকর্ম্ম চারিটি ঔড়ুম্বর কাষ্ঠে নির্ম্মিত হয়। ঔড়ুম্বরের স্রুব, চমস, ইধ্ম ও উপমন্থনী নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য। ইহাতে ব্রীহি, যব, তিল, মাষ, শ্যামা, প্রিয়ঙ্গু, গম, মসুর, বাল, কুলত্থী এই দশ প্রকার গ্রাম্য অন্ন উপযুক্ত হয়। ঐসকল পিষিয়া দধি, মধু ও ঘৃতে মিশ্রিত করিয়া হোম করার বিধি। চরাচর সমস্ত প্রাণীর সার বা আধার পৃথিবী। পৃথিবীর সার জল, জলের নির্ভরশীল ওষধি, ওষধির সার পুষ্প, পুষ্পের সার ফল, ফলের আধার পুরুষ এবং পুরুষের সার শুক্র।

প্রজাপতি বিচার করিয়াছিলেন যে, এই শুক্রের উপযুক্ত প্রতিষ্ঠা হওয়া

দরকার। তজ্জন্য তিনি স্ত্রীজাতির সৃষ্টি করেন। যদি বলা যায়, এই পাশবিক ক্রিয়ায় সকলেরই প্রবৃত্তি আছে, ইহার বিধান করার প্রয়োজন কি? তদুত্তর —স্বেচ্ছাচারিতার নিরোধ করা এবং সন্তানোৎপত্তি-বিজ্ঞানবিৎ হইয়া স্ত্রীতে উপগত হইলে আদর্শ সচ্চরিত্র সন্তান উৎপন্ন হইবে। যে এই বিজ্ঞান অবগত না হইয়া যথেচ্ছাচারে কার্য্য করিবে, সে পরলোকে দুর্গতি লাভ করিবে।

বিবাহিত পুরুষ ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিয়া স্ত্রীর ঋতুকাল অপেক্ষা করিবে। ঋতুকালের ত্রিরাত্র অতীত হইলে স্নাতা স্ত্রীর নিকট গমন করিয়া মূলোক্ত মন্ত্র পাঠ ও জপ করিবে।

যদি কেহ বাঞ্ছা করে যে, আমার পুত্র গৌরবর্ণ একবেদ-অধ্যয়নশীল, শতায়ু-বিশিষ্ট হউক, তবে দুগ্ধ চাউল পাক করিয়া তাহাতে ঘৃতসংযোগ করিয়া স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ভোজন করিবে। কপিলবর্ণ দুই বেদ অধ্যয়নশীল এবং পূর্ণায়ু পুত্র কামনা থাকিলে দধিতে চাউল পাক করিয়া ভোজন করিবে। শ্যামবর্ণ রক্তনেত্র ত্রয়ীবেদ অধ্যয়নশীল পূর্ণায়ু পুত্রের কামনা থাকিলে জলে চাউল পাক করিয়া ঘৃতসিক্ত করিয়া ভোজন করিবে। যদি কেহ পূর্ণায়ু বিদুষী কন্যা প্রার্থনা করে, তবে তিল চাউলের খিচুড়ী পাক করিয়া ভোজন করিবে। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বেদবাদী, বাগ্মী, সমস্ত বেদাধ্যয়নশীল পূর্ণায়ু পুত্রের কামনা থাকিলে মাসকলাই ও চাউল পাক করিয়া তাহাতে ঔক্ষন্ ও ঋষভ নামক ওষধি মিলাইয়া খাইবে।

গর্ভাধানকারী প্রাতে স্থালীপাক বিধিমতে ঘৃত সংস্কার করিয়া এবং চরু পাক করিয়া 'অগ্নয়ে স্বাহা', 'অনুমতয়ে স্বাহা', 'দেবায় সবিত্রে সত্যপ্রসবায় স্বাহা'—এই তিন মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দিবে। হোম সমাপনান্তে অবশিষ্ট চরু নিজ পত্নীসহ ভোজন করিবে। তৎপরে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া "উত্তিষ্ঠাতো-বিশ্বাবসোঽন্যামিচ্ছ প্রপূর্ব্ব্যাং স জায়াং পত্যা সহ" মন্ত্র পাঠ করিয়া পত্নীকে তিনবার অভিষেক করিবে।

পুত্রজন্মের পর অগ্নিস্থাপনপূর্ব্বক পুত্রকে কোলে লইয়া আজ্যস্থালীতে দধি ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া মূলোক্ত মন্ত্রে বারাম্বর হোম করিবে। তৎপরে পুত্রের দক্ষিণ কর্ণে মুখ স্থাপন করিয়া তিনবার 'বাক্ বাক্ বাক্' মন্ত্র জপ করিবে এবং দধি, মধু ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া হোম করিবে।

তৎপরে 'বেদোঽসি' বলিয়া পুত্রের নামকরণ করিবে। 'বেদ' এই নাম অত্যন্ত গোপনীয়, সাধারণ্যে প্রকাশ করিবে না। তবে মাতৃক্রোড়ে স্থাপন করিয়া

মূল-মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে, যথা—হে সরস্বতি! তোমার স্তন—দুধের অক্ষয় ভাণ্ডার এবং পোষণের আধার। যাহা রত্নের খনি এবং সমস্ত ধনরাশির জ্ঞাতা ও উদার দানী, যদ্দ্বারা তুমি বরণীয় পদার্থের পোষণ কর সেই স্তন আমার সৎ পুত্রের পোষণার্থ আমার ভার্য্যাতে প্রবিষ্ট করাইয়া দাও।

এই প্রকার বিশিষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণের পুত্র শ্রী, যশ ও ব্রহ্মতেজে সর্ব্বোচ্চ স্থিতি লাভ করে। ?

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীঅভিরাম ঠাকুর

ভগবৎ-পার্ষদ শ্রীল অভিরাম ঠাকুর দ্বাদশ গোপালের অন্যতম—ব্রজের শ্রীদাম-সখা। এই শ্রীঅভিরাম ঠাকুর শ্রীরামদাস নামেও কথিত হইতেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

রামদাস অভিরাম সখ্য-প্রেম রাশি।
ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ তুলি যে করিল বাঁশী॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১০।১১৬)

শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা-গ্রন্থে পাই—

পুরা শ্রীদাম-নামাসীদভিরামোঽধুনা মহান্।
দ্বাত্রিংশতা জনৈরেব বাহ্যং কাষ্ঠমুবাহ যঃ॥

শ্রীল অভিরাম ঠাকুর সম্বন্ধে শ্রীভক্তিরত্নাকর বলেন—

অভিরাম গোসাঞির প্রতাপ প্রচণ্ড।
যাঁরে দেখি কাঁপে সদা দুর্জ্জয় পাষণ্ড॥
নিত্যানন্দ-আবেশে উন্মত্ত নিরন্তর।
জগতে বিদিত যাঁর কৃপা মনোহর॥
অহে শ্রীনিবাস! কত কহিব তোমারে।
জীব উদ্ধারিতে অবতীর্ণ বিপ্র-ঘরে॥
সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত পরম মনোরম।
নৃত্য-গীত-বাদ্যে বিশারদ নিরূপম॥
প্রভুনিত্যানন্দ-বলরামের ইচ্ছাতে।
করিল বিবাহ বিজ্ঞ বিপ্রের গৃহেতে॥
শ্রীঅভিরাম-পত্নী নাম শ্রীমালিনী।
তাঁহার প্রভাব যত কহিতে না জানি॥

অহে শ্রীনিবাস! শ্রীঠাকুর অভিরাম।
কৃষ্ণলীলা কালে এঁহ প্রসিদ্ধ শ্রীদাম॥
শ্রীঠাকুর অভিরাম প্রেমমূর্ত্তিময়।
সর্ব্বলোকে পূজ্য, যশঃ কেবা না ঘুষয়?

(শ্রীভক্তিরত্নাকর ৪।১০৩-১১০)

শ্রীঅভিরাম ঠাকুর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শুভেচ্ছায় হরিকথা প্রচার করিবার জন্য পুরী হইতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে গৌড়দেশে আগমন করেন। ইনি প্রচারক আচার্য্য ছিলেন। ইনি শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদ ভক্ত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

শ্রীরামদাস আর গদাধর দাস।
চৈতন্য-গোসাঞির ভক্ত রহে তাঁর পাশ॥
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিলা যবে গৌড়ে যাইতে।
মহাপ্রভু এই দুই দিল তাঁর সাথে॥
অতএব দুই গণে দুঁহার গণন। (চৈঃ চঃ আঃ ১১।১৩-১৫)

হাওড়া-আমতা লাইনে চাঁপাডাঙ্গা ষ্টেশন হইতে প্রায় দশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে 'হেলানার হাট' অতিক্রম করিয়া **খানাকুল কৃষ্ণনগরে অভিরাম ঠাকুরের শ্রীপাট।** বর্ষাকালে পথ জলমগ্ন হয় বলিয়া এস্. ই. আর লাইনে কোলাঘাট হইতে ষ্টীমারে রাণীচক; তথা হইতে ৭॥০ মাইল উত্তরে খানাকুল। অভিরাম ঠাকুরের শ্রীপাট যে কৃষ্ণনগরে অবস্থিত, তাহা খানা বা দ্বারকেশ্বর নদীর কূলে অবস্থিত বলিয়া উহা 'খানাকুল-কৃষ্ণনগর' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

শ্রীমন্দিরের বাহিরের দ্বারের নিকট একটী বকুল বৃক্ষ; এই স্থানটী 'সিদ্ধবকুল কুঞ্জ' নামে অভিহিত। শুনা যায়, এইস্থানে সর্ব্বপ্রথমে শ্রীঅভিরাম ঠাকুর আসিয়া উপবেশন করেন।

শ্রীঅভিরাম ঠাকুর গোপীনাথ বিগ্রহের সেবা প্রকাশ করেন। ইনি শ্রীমন্দির-সম্মুখস্থ পুষ্করিণী খনম করিয়া উক্ত শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ প্রাপ্ত হন। শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ সম্বন্ধে শ্রীভক্তিরত্নাকর বলেন—

গোপীনাথ স্বপ্নচ্ছলে সাক্ষাৎ হইলা।
এথা মোর স্থিতি কহি স্থান দেখাইলা॥

সেইস্থান খনন করিয়া অভিরাম।
পাইলেন গোপীনাথ মূর্ত্তি অনুপম॥
সর্ব্বত্র হইল ধ্বনি ধায় সর্ব্বলোক।
করিতেই দর্শন পাসরে দুঃখ-শোক॥
গোপীনাথ-প্রকট-কুণ্ডের দিব্যজল।
স্নান পানে হৈলা সবে আনন্দে বিহ্বল॥
রামকুণ্ড বলি খ্যাতি হৈল তাহার।
লোক গতায়াত যত সীমা নাহি তার॥
ঠাকুর শ্রীঅভিরাম নিজগণ লৈয়া।
শ্রীগোপীনাথের সেবা করে হর্ষ হৈয়া॥
মধ্যে মধ্যে নিত্যানন্দ নিজগণ-সনে।
আইসেন প্রিয় অভিরামের ভবনে॥

(ভঃ রঃ ৪।১১৪-১২০)

একদিন শ্রীঅভিরাম ঠাকুর হঠাৎ সখ্যরসে উন্মত্ত হইয়া বংশী বাজাইতে চাহিলেন। কিন্তু বংশী তথায় না পাওয়ায়, তিনি বহুজনে যে কাষ্ঠকে উঠাইতে অক্ষম হয় এইরূপ একখানি কাষ্ঠ বংশী জ্ঞানে দুইহস্তে ধারণ করিয়া উত্তোলন করিলেন। ইহা দর্শনে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। এ সম্বন্ধে আমরা শ্রীভক্তিরত্নাকরে পাই—

একদিন প্রেমানন্দে মত্ত অভিরাম।
করেন নর্ত্তন সে ভঙ্গিমা অনুপম॥
সখ্যরসাবেশে বংশী বাজাইতে চায়।
ইতি উতি ফিরে নিজ বংশী নাহি পায়॥
বহুলোক-জনে যারে নারে চালাইতে।
হেন কাষ্ঠে বংশী করি ধরিলেন হাতে॥
তাহা দেখি সবে মহা বিস্মিত হইলা।
মধ্যে মধ্যে ঐছে তাঁর অলৌকিক লীলা॥

(ভঃ রঃ ৪।১২১-১২৪)

শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের 'শ্রীজয়মঙ্গল' নামে একটী চাবুক ছিল। শ্রীঅভিরাম ঠাকুর ঐ চাবুক যাঁহার অঙ্গে স্পর্শ করাইতেন তাঁহারই কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হইত। কোন সময় শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু তাঁহাকে দর্শন

করিবার অভিলাষে তথায় উপস্থিত হইলে, শ্রীঅভিরাম ঠাকুর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া সেবক দিয়া ১০ কড়া কড়ি দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, এই কড়ি দিয়া তুমি সেবাকার্য্য নির্ব্বাহ কর। শ্রীনিবাস সেই ১০ কড়া কড়ি দিয়া খাদ্যদ্রব্য ক্রয়পূর্ব্বক দ্বারকেশ্বর নদীতে স্নানাদি করত রন্ধন করিয়া তাহা শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিলেন। এমন সময় শ্রীঅভিরাম ঠাকুর চারিজন অতিথি তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। শ্রীনিবাস তখন মনে মনে হাস্য করিয়া সেই চারিজনকে প্রসাদ অর্পণ করত স্বয়ং প্রসাদ ভোজন করিলেন। প্রেরিত সেই চারিজন শ্রীনিবাসের প্রভাব দর্শনে আনন্দিত হইয়া শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের নিকট প্রত্যাগমনপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তখন অভিরাম শ্রীনিবাসকে আপনার সম্মুখে আনাইয়া হাস্যপূর্ব্বক নিজের জয়মঙ্গল চাবুক তিনবার স্পর্শ করাইলেন। তাহা দেখিয়া তৎপত্নী শ্রীমালিনীদেবী হাস্যমুখে ঠাকুরের হস্ত ধারণপূর্ব্বক বলিলেন—ঠাকুর! এক্ষণে স্থির হউন। ইহার উপর যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছেন, আর স্পর্শ করাইবেন না। শ্রীনিবাস বালক, আর সহ্য করিতে পারিবে না, অধীর হইয়া পড়িবে। শ্রীঅভিরাম ঠাকুর শ্রীমালিনীদেবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া পত্নীর সহিত শ্রীনিবাসের মস্তকে হস্ত ধারণপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন। এসম্বন্ধে শ্রীভক্তি-রত্নাকর বলেন—

শ্রীনিবাস আইলা জানি হাসে মন্দ মন্দ।
'পরীক্ষা করিব' মনে কৈল অনুবন্ধ॥
দশ কড়া কড়ি দিল নির্ব্বাহ করিতে।
ইহঁ যথাযোগ্য দ্রব্য কিনিল তাহাতে॥
তথা দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে গেলা।
রন্ধন করিয়া কৃষ্ণে ভোগ সমর্পিলা॥
হেন কালে ঠাকুর পাঠাইল চারিজন।
তা দেখিয়া শ্রীনিবাস উল্লসিত মন॥
প্রণমিয়া চারিজনে তাহা ভুঞ্জাইলা।
আপনিও সেই মহাপ্রসাদ পাইলা॥
শ্রীনিবাস-চরিতে সবার হর্ষ হিয়া।
ঠাকুরে কহয়ে আইলাম তৃপ্ত হৈয়া॥
এ সব পরীক্ষা অন্যে শিক্ষা করাইতে।
শ্রীনিবাসে আনাইল আপন সাক্ষাতে॥

শ্রীজয়মঙ্গল নামে চাবুক তাঁহার।
শ্রীনিবাস-অঙ্গে স্পর্শাইল তিনবার॥
মনের উল্লাসে সে চাবুক স্পর্শাইয়া।
খল-খল হাসে শ্রীনিবাসে কিছু কৈয়া॥
প্রেমাবেশে সে চাবুক পুনঃ স্পর্শাইতে।
শ্রীমালিনী দেবী আসি ধরিলেন হাতে॥
মালিনী কহয়ে, ধৈর্য্য করহ গোসাঞি।
কৈলা অনুগ্রহ যে তাহার সীমা নাই॥
শ্রীনিবাস বালক নারিবে স্থির হৈতে।
প্রেমে মত্ত হৈলে কার্য্য সাধিবে কেমতে॥
ঐছে পরস্পর কহে প্রসন্ন হিয়ায়।
দোঁহে হস্ত ধরে শ্রীনিবাসের মাথায়॥

(ভঃ রঃ ৪।১৩২-১৪৪)

শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের প্রসিদ্ধ শ্রীজয়মঙ্গল চাবুকটী বর্ত্তমান শ্রীপাটে মন্দিরের মধ্যে লোহার সিন্দুকে তালা দিয়া রাখা আছে। ইহা দুই হাত দীর্ঘ ও জরি দিয়া জড়ান। মহোৎসবের সময় সেবাইতগণের মত লইয়া উহা বাহির করা হয়। এখানে ঠাকুরের সেবার জন্য অনেক সেবাইত আছেন।

অভিরাম ঠাকুরের সময় হইতে শ্রীপাটে সিদ্ধ চাউলের ভোগ হয়। তথায় ঠাকুরকে মুড়ির ভোগও দেওয়া হয়।

—শ্রীসুবলচন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী,
(কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-বেদান্ততীর্থ)

দ্বাদশ-বর্ষান্তে

দেখিতে দেখিতে আমাদের 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা'র দ্বাদশ বর্ষ শেষ হইল। দ্বাদশ সংখ্যাকে মহাজনগণ অত্যন্ত প্রীতির সহিত দৃষ্টি করিয়া থাকেন। আমরা এই বর্ষের ১ম সংখ্যায় দ্বাদশ-মহাজনগণের উল্লেখ করিয়াছি। ইহা ছাড়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ গোপাল দ্বাদশজন, জগতে আলোক-প্রদানকারী আদিত্য দ্বাদশজন, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ উন্নত অঙ্গ দ্বাদশটীতে হরিমন্দির তিলক দ্বাদশ রচিত হয়। রস দ্বাদশটী। শাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভাগবতে বেদব্যাস দ্বাদশটী স্কন্ধ রচনা করিয়াছেন। দ্বাদশগুণে গুণিত হইলে মনুষ্যমাত্রই দ্বিজত্ব

বা বিপ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের যাত্রা-মহোৎসবাদির মধ্যে দ্বাদশ-যাত্রা সর্ব্বোত্তম। দ্বাদশ-অক্ষরে শ্রীবাসুদেব-কৃষ্ণের পূজা হইয়া থাকে। আমাদের সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক শ্রীমধ্বমুনি 'দ্বাদশ-স্তোত্রে' কৃষ্ণলীলা বা ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং দ্বাদশ সংখ্যা আমাদের বিশেষ আদরণীয়া।

যাঁহারা এই সংখ্যায় হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন তাঁহারা আমাদের শিক্ষাগুরু। যাঁহারা প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের গুরুভ্রাতা এবং যাঁহারা ইহাঁর অনুমোদন করিয়াছেন এবং সর্ব্বত্র প্রচারের জন্য যত্ন করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং আমরা এই তিন শ্রেণীর পত্রিকা-সেবকগণের সর্ব্বতোভাবে এবং যথারীতি তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহাদের শুভ ইচ্ছায় দ্বাদশ বর্ষের এক যুগ অতীত হইল।

দ্বাদশ মাসে সাবন বর্ষ অতীত হইলেও আমরা দ্বাদশ চান্দ্রবর্ষই স্নিগ্ধকর মনে করিয়াছি। যদিও প্রাকৃত জ্যোতিষিগণ অমাবস্যার পরদিবস হইতেই মুখ্য চান্দ্র বর্ষ আরম্ভ করিয়া থাকেন, তথাপি শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা গৌণ চান্দ্র বর্ষকেই বহুমানন করিয়াছেন ও করিতেছেন। আমরা এই গৌণ চান্দ্রবর্ষ অবলম্বন করিয়াই দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়াছি।

'মুখ্য' ও 'গৌণ' শব্দদ্বয়ের বৈয়াকরণিক চিন্তাধারা যে-প্রকার প্রচলিত হইয়াছে, সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা তাহার সহিত একমত হইতে পারিতেছি না। কারণ 'মুখ্য'কে প্রধান বলিয়া গ্রহণ করিলে 'গৌণ' অপ্রধান হইয়া পড়ে। শব্দের সাম্বন্ধিকতা লইয়া বিচার করিলে 'মুখ্য' এবং 'গৌণ' শব্দ দুইটী পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী। এই প্রতিদ্বন্দ্বীতা আজ বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে।

আমরা কিন্তু দ্বাদশ-বর্ষ যাবৎ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় যাহা আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে 'গৌণ'কেই মুখ্য বা প্রধান বলিয়া বিচার করিয়াছি। আমি গৌণকেই মুখ্য বলিতেছি এবং মুখ্যই গৌণ; কারণ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই গুণের আদর পরিদৃষ্ট হয়। যেখানে কোনও গুণের আদর নাই, তাহার মুখ্যত্ব কিরূপে স্বীকৃত হইবে? প্রাকৃত নির্গুণ বস্তু হেয়ই হইয়া থাকে। দ্বাদশবর্ষ যাবৎ শ্রীগৌড়ীয় আমাদের পাঠকবর্গকে এই শিক্ষাই দিয়াছেন। 'গৌণ'-শব্দ 'গুণ' শব্দ হইতে আবির্ভূত হইয়াছে। সুতরাং গুণ-হীন পদার্থ মুখ্য বা প্রধান হইতে পারে না। অতএব বৈয়াকরণিক চিন্তাধারায় যে মুখ্যত্ব বিচারিত হইয়াছে, তাহা গৌণ হইলেই তাহার প্রাধান্য স্বীকৃত হইবে, নচেৎ নহে। গৌণ-শব্দের হেয়ত্ব-প্রকাশক বা অপ্রাধান্য-জ্ঞাপক অর্থ নির্ব্বিশেষ নির্গুণ

অদ্বৈতবাদিগণই সৃষ্টি করিয়াছেন। পৃথিবীতে কোন বস্তুই গুণহীন বা নির্গুণ নহে। সুতরাং 'গৌণ-শব্দের অন্তরালে বাস্তব জগতের সার্ব্বভৌম অধিষ্ঠান লক্ষ্য করা যায়। এইহেতু গৌণই মুখ্য।

আমরা 'গৌণ' চান্দ্রমাস গ্রহণ করিতে গিয়া সর্ব্বগুণাধার স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাব-তিথিকে মস্তকে করিয়া গণনা করিয়া থাকি। অপ্রাকৃত সমগ্র গুণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজ পদনখে অবস্থিত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদনখ শোভাই ব্রহ্মজ্যোতি। সুতরাং ব্রহ্মবস্তু কখনই নির্গুণ হইতে পারেন না। যাবতীয় গুণের ছটাই ব্রহ্মতত্ত্ব। বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া ইহাই পুনঃ পুনঃ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। যাহারা বেদান্ত-বিরোধী, তাহারাই নির্ব্বিশেষবাদী। আমরা তাহাদিগকে শ্রীব্যাস-বিরোধী বলিয়াই জানি। আমাদের সহিত বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত সম্প্রদায়ের সহিত ব্যাস-বিরোধী-গণের কোন সম্বন্ধ নাই। আজকাল ধর্ম্ম-জগতে ব্যাস-বিরোধীতাই সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইতেছে। বিশেষতঃ বঙ্গদেশে বহু অপ্রসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাদের সহিত ব্যাস-প্রণীত শাস্ত্র-গ্রন্থের মৌলিক কোন সম্বন্ধই নাই।

কেহ মনে করিতে পারেন, বঙ্গদেশীয় বড় বড় ৮।১০টী অপসম্প্রদায় বা উপসম্প্রদায় শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া তাহাদের স্ব-স্ব-মত প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিতেছে। ইহার উত্তরে আমরা কোন পাশ্চাত্য মনীষীর যুক্তি অবলম্বন করিয়া বলিতে চাহি,—"Devils can quote scriptures". অর্থাৎ সয়তানগুলিও শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া নিজমত পোষণ করিতে পারে। অর্থাৎ সয়তানগুলিও নিজেদের কুসিদ্ধান্ত-অপসিদ্ধান্ত চালাইবার জন্য শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের চিত্ত আকর্ষণের নিমিত্ত শাস্ত্রের খণ্ডিত পূর্ব্বপক্ষ-বাক্যগুলি উদ্ধার করিয়া সিদ্ধান্ত-স্বরূপে ব্যবহার করিয়া প্রবঞ্চনা করিয়া থাকে। শাস্ত্রের সর্ব্বাঙ্গ গ্রহণ করিয়া সর্ব্বব্যাপকভাবে একমাত্র দ্বাদশ-স্কন্ধাত্মক শ্রীমদ্ভাগবতই বেদান্ত-ভাষ্যস্বরূপে 'সঙ্গতি' রক্ষা করিতেছেন। ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায়-প্রস্থানের সঙ্গতি-পাদের প্রতি লক্ষ্য না রাখিলে ধর্ম্মানুষ্ঠান অধর্ম্মের প্রতীকই হইয়া পড়ে। এজন্য বেদান্ত-ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতই একমাত্র আদরণীয়। সমগ্র বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ, মহাভারত-পুরাণ-উপপুরাণ প্রভৃতি, এমন কি, ব্রহ্মসূত্র (বেদান্তদর্শন) সমগ্র ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করা অপেক্ষা শ্রীমদ্ভাগবত অনুশীলন করাই সর্ব্বোত্তম। শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিলেই শ্রীব্যাসপূজা হইবে এবং ব্যাসের সমগ্র গ্রন্থ আলোচনা করা হইবে। দ্বাদশ-স্কন্ধাত্মক শ্রীমদ্ভাগবতেই শাস্ত্রসমূহের আপাত

পরস্পর বিরুদ্ধ চিন্তাস্রোতসমূহের সঙ্গতি রহিয়াছে এবং ব্যাসের consolidated opinion অর্থাৎ সার-সিদ্ধান্ত একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণরূপে লিপিবদ্ধ। সুতরাং শ্রীব্যাসপূজাই আমাদের সিদ্ধ-সাধনমার্গের আদ্যন্ত সোপান।

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা

শ্রীগুরুদেবই অভিন্ন ব্যাস-বিগ্রহ। শ্রীচৈতন্যভাগবতে স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাস-অঙ্গনে সমগ্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণবকে ব্যাসপূজা শিক্ষা দিয়াছেন। ব্যাসপূজার পদ্ধতি-গ্রন্থ শ্রীবাস-পণ্ডিত-কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছিল; তদনুসারে ব্যাসপূজা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এই ব্যাসপূজা অনুসরণ করিয়া জগদ্গুরু কীর্ত্তন-বিগ্রহ ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামীপাদ প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীধাম মায়াপুরে ব্যাসপূজার উন্মোচন করেন। সহজিয়া, জাতগোঁসাই বা বাবাজীগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুষ্ঠিত ব্যাসপূজা পূর্ব্বে ত গ্রহণ করেনই নাই, এমন কি, আজও তাঁহারা এ বিষয়ে উদাসীন। জগদ্গুরু শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের সম্প্রদায়ে অর্থাৎ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে সর্ব্বত্র এই ব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হইতেছে। তথাপি আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, তাঁহারা কেহই জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সংগৃহীত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ব্যাসপূজা করেন না। আমরা তাঁহাদিগকে আনুকরণিক ব্যতীত আনুসরনিক বলিতে পারি না।

শ্রীব্যাসপূজার তিথি

এই বৎসর হরিভক্তিবিলাসমতে ২৩শে মাঘ ১৩৬৭, ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬১, শনিবার ব্যাসপূজা দিবস নির্দ্ধারিত হইয়াছে। হরিভক্তিবিলাস বলেন,—সর্ব্ববিদ্ধা সদা ত্যাজ্যা, পরবিদ্ধা সদা গ্রাহ্যা। যাঁহারা তৎপূর্ব্বদিবস ২২শে মাঘ, রবিবার-দিবস ব্যাসপূজা করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে "পরবিদ্ধা সদা গ্রাহ্যা" বিধিটী উল্লঙ্ঘিত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাদের বিচার অর্দ্ধকুক্কুটীর ন্যায় অসঙ্গত বলিয়া মনে করিতে হইবে। বৈষ্ণবগণের যে-কোন ব্রত-পর্ব্ব-উৎসবাদিতে বিদ্ধা বিচার করিতেই হইবে। উহা কেবল ব্রত-উপবাস-ক্ষেত্রেই গৃহীত হইবে, বৈষ্ণবের আবির্ভাব-তিরোভাবে গৃহীত হইবে না—এইরূপ নহে। ইহা সনাতন গোস্বামীর মত।

চুঁচুড়া-চৌমাথাস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে
শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্বের অন্যতম শ্রীল শ্রীবাস-পণ্ডিত-স্থাপিত
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-বন্দনাষ্টক

প্রেম-বিঘূর্ণিত নয়ন-কমল।
বদনমণ্ডল চাঁদ নিরমল ॥
বচন-অমৃত ভব-ক্ষুধাহর!
চরণের গুণে মুগ্ধ চরাচর ॥
হরিনাম দানি' তারিলে জগৎ!
আমি শুধু প্রভু হইনু বঞ্চিত ॥
রবি-করে যথা বিনাশে তিমির।
তেমনি নাশিছ কলুষ-তিমির।
জয় নিত্যানন্দ পতিতপাবন।
এ দীনের শিরে দেহ শ্রীচরণ ॥১॥

আজানুলম্বিত বাহু সুবলিত।
তব ভয়ে কলি-ভুজগ কম্পিত ॥
হ'য়ে পলাইল হইয়া লাঞ্ছিত।
সর্ব্বজীব হ'ল অতি-হরষিত ॥
দুরিত ভয়েতে ক্ষিতিরে আতুর—
হেরি' কৃপাবারি বরষি' প্রচুর—
আপন-প্রভাব করিয়া বিস্তার,
হরণ করিলে বসুধার ভার ॥
জয় নিত্যানন্দ পতিতপাবন।
এ দীনের শিরে দেহ শ্রীচরণ ॥২॥

অবনীমণ্ডল প্রেমেতে ভাসিল।
পাপী-তাপী-দীন যেখানে যে ছিল ॥
তার্কিক-দুর্জ্জন কেহ না বঞ্চিল।
সবে গৌরপ্রেম-সাগরে ডুবিল ॥
শ্রীপদপঙ্কজ মধুর-মাধুরী।
ভকত-ভ্রমর সুখে পান করি'—
প্রেমানন্দে মাতি দুই বাহু তুলি'
করিছেন নৃত্য হরি হরি বলি' ॥
জয় নিত্যানন্দ পতিতপাবন।
এ দীনের শিরে দেহ শ্রীচরণ ॥৩॥

(তব) অতুল রাতুল যুগল-চরণ।
শমনের ভয় করে নিবারণ ॥
প্রেমে অঙ্গ সদা করে থরথর।
বচন কহিতে কাঁপয়ে অধর ॥
দু'কর বাড়ায়ে ডাকিছ জীবেরে।
প্রেম দিব সবে ছুটিয়া এস রে ॥
ঘন "ঘন" জিনি গর্জ্জন তোমার।
শুনিয়া পাষণ্ডী কাঁপে অনিবার ॥
জয় নিত্যানন্দ পতিতপাবন।
এ দীনের শিরে দেহ শ্রীচরণ ॥৪॥

গৌরপ্রেমে মত্ত গজেন্দ্র-গমন।
নিখিল জীবের অরিষ্ট-নাশন ॥
দারুণ সংসার-অম্বুধি-তারণ।
মায়াগ্রস্ত বদ্ধজীব-উদ্ধারণ ॥
হরে কৃষ্ণনাম কর বিতরণ।
তুমিত জীবের অনর্থ-নাশন ॥
(তুমি) কলিহত-জীব-পরমগতি।
তবপদে নত যোগী-ধ্যানী-যতি ॥
জয় নিত্যানন্দ পতিতপাবন।
এ দীনের শিরে দেহ শ্রীচরণ ॥৫॥

তুমি দীন-হীন-জনের বন্ধু।
তুমি ত অপার করুণা-সিন্ধু ॥
তুমি ত্রিভুবন-তারণ-কারণ।
তুমি যে সকল গুণের ভাজন ॥
সদা প্রেমে অঙ্গে পুলক তোমার।
শুদ্ধসত্ত্ব-চিত্ত প্রেমের পাথার ॥
স্মরিলে তোমার চরণ-কমল।
সর্ব্বজীব পায় সর্ব্বতীর্থ-ফল ॥
জয় নিত্যানন্দ পতিতপাবন।
এ দীনের শিরে দেহ শ্রীচরণ ॥৬॥

সদা হরিনাম কীর্ত্তনে মগন।
তুমি প্রভু হিতকারী সর্ব্বজন ॥
দোষ ত্যাগ করি' গুণের গ্রহণ—
করিয়া পতিতে দিতেছ চরণ ॥
কাঙালের বন্ধু পরম উদার।
সর্ব্বতত্ত্বদর্শী সত্ত্বগুণাধার ॥
তুমি নিত্যানন্দ নিত্যানন্দময়।
সর্ব্বজীব-প্রতি সমান সদয় ॥
জয় নিত্যানন্দ পতিতপাবন।
এ দীনের শিরে দেহ শ্রীচরণ ॥৭॥

জগদুদ্ধারণ-লীলা প্রকাশিয়া।
জীবেরে জাগালে মোহনিদ্রা ভাঙ্গাইয়া ॥
(তব) নিবরধি কীর্ত্ত্য জীবে নাম-দান।
(এমন) কে আছে দয়াল তোমার সমান ॥
বিশ্বের প্রণম্য জগতের গুরু।
তুমি কলিযুগে বাঞ্ছাকল্পতরু ॥
তোমার চরণ যে করেছে সার।
সে কি কভু ধারে শমনের ধার ?
জয় নিত্যানন্দ পতিতপাবন।
এ দীনের শিরে দেহ শ্রীচরণ ॥৮॥

—পরলোকগত গোপালচন্দ্র দাসাধিকারী, পুরাণরত্ন
নারমা (মেদিনীপুর)

মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে শ্রীল আচার্য্যদেব

গত ২৩শে ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত খাগড়া-বহরমপুর শহরের বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দের সাদর আহ্বানে পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেব তথায় সপার্ষদে শুভবিজয় করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের বাল্যবন্ধু মাননীয় শ্রীযুত কৃষ্ণদেব মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য নাগরিকবৃন্দ বহরমপুর কোর্ট ষ্টেশনে মোটর লইয়া শ্রীল আচার্য্যদেবকে অভিনন্দিত করিয়া রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় খাগড়াস্থ শ্রীযুত হরিপদ সাহা মহোদয়ের ঠাকুর-বাড়ীতে লইয়া যান।

পর দিবস ২৪শে ডিসেম্বর পূর্ব্বোক্ত ঠাকুর বাড়ীর প্রাঙ্গনে অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় আহূত জনসমাকীর্ণ সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব 'মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্য' —এই সম্বন্ধে শাস্ত্রানুমোদিত তথ্যপুর্ণ এক ভাষণ প্রদান করেন। তৎপরদিবস ২৫শে ডিসেম্বর উক্ত সময়ে ও উক্ত স্থানে শ্রীল আচার্য্যদেব 'বৈষ্ণবধর্ম্মের মৌলিকতা' সম্বন্ধে গভীর বৈদান্তিক তথ্য এবং বিচারসম্বলিত এক বক্তৃতা প্রদান করেন। খাগড়া-বহরমপুর শহরের উকিল মহোদয়গণ, শিক্ষকগণ এবং অন্যান্য বহু শিক্ষিত জনগণ এই ভাষণ শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হন।

২৬শে ডিসেম্বর হইতে ২৮শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত জনসাধারণের আগ্রহে শ্রীল আচার্য্যদেব মুক্তি-তত্ত্ব এবং অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দান করিয়া জনসাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতার পর শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ **শ্রীগৌরলীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা** করত জনগণকে পরমানন্দিত করেন।

খাগড়া-বহরমপুর শহরে উক্ত পঞ্চদিবসব্যপী শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অমৃতময় বাণী শ্রবণ করিয়া জিয়াগঞ্জনিবাসী মাননীয় রায়বাহাদুর সুরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ মহোদয়ের আমন্ত্রণে শ্রীল আচার্য্যদেব জিয়াগঞ্জ শহরে শুভবিজয় করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রথম দিবস উক্ত রায় বাহাদুরের প্রার্থনানুসারে স্থানীয় চণ্ডীমণ্ডপ-প্রাঙ্গনে 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এই সভায় বহু শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত হইলেও তাঁহারা বক্তৃতা অত্যন্ত কঠিন হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করায় পর দিবস "মনুষ্য-জীবনের ধর্ম্মই বৈশিষ্ট্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া সকলেরই আনন্দ বিধান করেন; তৎপর দিবস সকলের আগ্রহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন ও বর্ত্তমান কালের অপধর্ম্মগুলির বিষয়ও আলোচনা করেন। জিয়াগঞ্জে শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতার পর প্রত্যহই ত্রিদণ্ডিস্বামী

শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ **ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা** করত শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শিক্ষা পরিবেশন করেন। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক দিন বক্তৃতার প্রারম্ভে ও অন্তে মহাজন-পদাবলী গীত হইয়াছিল।

সুন্দরবনাঞ্চলে প্রচার

গত ২৪শে জানুয়ারী, ১৯৬১ পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেব সভাপতিরূপে কাকদ্বীপের সন্নিকট রাজনগর-ধর্ম্মসম্মেলন কমিটি কর্ত্তৃক আহূত হইয়া রাজনগরে (উকিল বাবুর হাটে) সদলবলে শুভবিজয় করেন। শ্রীধাম মথুরা হইতে প্রকাশিত শ্রীভাগবত-(হিন্দী) পত্রিকার সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ প্রধান-অতিথিরূপে শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমন করেন।

উক্তদিবস সন্ধ্যায় রাজনগর হাই-স্কুল প্রাঙ্গনে আহূত ধর্ম্ম-সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি-বেদান্ত নারায়ণ মহারাজ প্রধান অতিথির আসনে অধিষ্ঠিত হন। অন্যান্য সম্প্রদায়ের বক্তাগণের বক্তৃতার পর শ্রীল আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক আদেশ প্রাপ্ত হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ এবং শ্রীযুত চিদ্‌ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী 'ধর্ম্মাচরণই মনুষ্যের একমাত্র কর্ত্তব্য' —এই সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। উপসংহারে শ্রীল আচার্য্যদেব 'দেবহূতি কপিল' ও 'আধুনিক সাংখ্যকার কপিলের পার্থক্য' সম্বন্ধে এবং হিন্দুমাত্রই সাকারবাদী ও এবং অহিন্দুগণই নিরাকারবাদী—এ সম্বন্ধে সুদার্শনিক ভাষণ প্রদান করেন।

২৫শে জানুয়ারী ধর্ম্মসম্মেলনের দ্বিতীয় দিবসেও শ্রীল আচার্য্যদেব সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। এইদিনও অন্যান্য সম্প্রদায়ের বক্তৃমহোদয়গণের বক্তৃতার পর বৈষ্ণবধর্ম্মের তরফ হইতে ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ 'পরমেশ্বর কে এবং কাহার উপাসনা জীবের কর্ত্তব্য?' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তৎপরে শ্রীযুত বিশ্বনাথ রায়, শ্রীযুত সুদর্শন ব্রহ্মচারী, শ্রীযুত বংশীবদনানন্দ ব্রহ্মচারী এবং শ্রীযুত চিদ্‌ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভান্তে শ্রীল আচার্য্যদেব বৈষ্ণব-ধর্ম্মই যে সনাতন ধর্ম্ম, ইহা সকলকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন।

এই ধর্ম্ম-সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণ, বিশেষ করিয়া অধ্যাপক শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ (ট্রিপল্) এবং শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ পাত্র মহোদয় প্রভৃতি শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতার ভাবধারা, বিচারধারা এবং চিন্তাধারার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ব্যক্তিগতভাবে শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা করেন। এই সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণের অনুরোধে প্রত্যহই মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনের দ্বারা সভার কাজ আরম্ভ ও ভঙ্গ সূচিত হইয়াছিল।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি　　**শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,**
তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ
(নদীয়া)

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ **শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির** নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী **আবির্ভাব-তিথিপূজা** (ফাল্গুনী পূর্ণিমা) উপলক্ষে **শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে** উপরি উক্ত ঠিকানায় আগামী ১৩ই ফাল্গুন, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার হইতে ১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ, শুক্রবার পর্য্যন্ত সপ্তাহ-ব্যাপী বিরাট্ **মহামহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, **মহাপ্রসাদ বিতরণ** প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইবে।

এই উপলক্ষে **শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধামের** অন্তর্গত নয়টি (৯টি) দ্বীপ দর্শন ও তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ও নগর-সঙ্কীর্ত্তন-মুখে **ষোল ক্রোশ পরিক্রমা** করা হইবে। **এই বৎসরও শ্রীনৃসিংহপল্লী, চাঁপাহাটী, মামগাছি ও শ্রীধাম-মায়াপুরে শিবিরাদিতে অবস্থান করিয়া নিশি-যাপন-পূর্ব্বক পরিক্রমা করার সুব্যবস্থা হইতেছে।**

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন-মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিয়া সমিতির সদস্যবর্গকে পরমানন্দিত ও উৎসাহিত করিবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে বিশেষ বাধিত হইব।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব ও নবদ্বীপ-পরিক্রমাপঞ্জী পর-পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—৭ই মাঘ, ১৩৬৭ ; ইং ২১।১।৬১

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—কোনও বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব** মহারাজের নিকট উক্ত ঠিকানায় অথবা শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া (হুগলী)—ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ১৩ই ফাল্গুন, শনিবার— (১) **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (কীর্ত্তনাখ্য)—গ স্পর্শান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত হ স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহ **ক্ষেত্র, নৃসিংহদেবপল্লী (শিবিরে রাত্রি যাপন)**।

২। ১৪ই ফাল্গুন, রবিবার— (২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য)—মাজিদা হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন ;

(৩) **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবনাখ্য)—গাদ-খালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলেরগঞ্জ, কোলেরদহ, সমুদ্রগড়, **চাঁপাহাটী (শিবিরে রাত্রি-যাপন)** এবং

(৪) **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চ্চনাখ্য)—রাতুপুর,

৩। ১৫ই ফাল্গুন, সোমবার— (৫) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য)—জান্নগর (জহ্নুমুনিস্থান), বিদ্যানগর (শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট) এব

(৬) **শ্রীমোদদ্রুম-দ্বীপ** (দাস্যাখ্য)— **মামগাছি** (শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পাটে **শিবিরে রাত্রি-যাপন** অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)।

৪। ১৬ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার— (৭) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য)—রুদ্রপ শঙ্করপুর, ইদ্রাকপুর ও গঞ্জের ডাঙ্গা এবং

(৮) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য)—সিমু শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর এবং **শ্রীধাম-মায়াপু অবস্থিতি ও রাত্রি-যাপন**।

৫। ১৭ই ফাল্গুন, বুধবার— (৯) **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** (আত্মনিবেদনাখ্য) **শ্রীধাম-মায়াপুরে** শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, **শ্রীচৈ** মঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর-আচার্য্য-ভবন), জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সম শ্রীধর-অঙ্গন এবং শ্রীমুরারি গুপ্তের পাট ; তৎপরে শ্রীল জগন্নাথ-দাস বা মহারাজের সমাধি, পোড়ামাতলা দর্শনান্তে **শ্রীদেবানন্দ গৌ মঠে প্রত্যাবর্ত্তন**।

৬। ১৮ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার—**শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব**।

৭। ১৯শে ফাল্গুন, শুক্রবার—সাধারণ মহোৎসব **(মহাপ্রসাদ বিতরণ)**